তাহক্বীক্ব

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ

ষষ্ঠ খণ্ড

মূল

'আল্লামাহ্ ওয়ালিউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ
আল খত্বীব আল 'উমরী আত্ তিব্‌রীযী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)

তাহক্বীক্ব

'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)

হাদীস একাডেমী

(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

Scanned by CamScanner

তাহক্বীক্ব

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ

(ষষ্ঠ খণ্ড)

[‘আরাবী ও বাংলা]

মূল :

‘আল্লামাহ্ ওয়ালীউদ্দীন আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল্ খত্বীব আল্ ‘উমারী আত্ তিব্‌রীযী (রহঃ)

তাহক্বীক্ব :

‘আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

হাদীস একাডেমী

(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

Scanned by CamScanner

তাহক্বীক্ব
মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ (৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রকাশনায়	:	হাদীস একাডেমী ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০ ৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০ ফোন : 02-9591801 মোবাইল : 01915-604598, 01736-019385
গ্রন্থস্বত্ব	:	'হাদীস একাডেমী' কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	:	রজব ১৪৪২ হিজরী ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী ফাল্গুন ১৪২৭ বাংলা
কম্পিউটার কম্পোজ	:	ইউনিক কম্পিউটার্স ৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০ মোবাইল : 01842-567370 Gmail: uniquebongshal@gmail.com
মুদ্রণে	:	ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৩/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা।
হাদিয়্যাহ্	:	৯৫০/- (নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Mishkaatul Masaabeeh (Volume- 6)
Published by Hadith Academy, 90 No. Hazi Abdullah Sarker Lane, Bangshal / 214 No. Bangshal Road, Dhaka-1100, Bangladesh. Phone: 02-9591801, Mobile: 01915-604598, 01736-019385, First Print: February 2021, Price: 950.00 (Nine Hundred Fifty) Taka Only. US$ 22.00.

Scanned by CamScanner

অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ

শায়খ আবদুল খালেক সালাফী
প্রিন্সিপ্যাল- আল মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
সাবেক প্রিন্সিপ্যাল- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
প্রধান মুহাদ্দিস- শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসাহ্, ধামরাই, ঢাকা।

শায়খ মুশফিকুর রহমান
ভাইস প্রিন্সিপ্যাল- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।

শায়খ আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল আল-মাদানী
লিসান্স- মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব;
দা'ঈ- আল্ আহসা ইসলামিক সেন্টার, বাংলা বিভাগ, সৌদী আরব;
আলোচক- পিস টিভি বাংলা।

ডা. শায়খ আবূ আব্দিল্লাহ খুরশিদুল আলম মুরশিদ বগুড়াবী
মুহাদ্দিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালেক
মুদাররিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ মুফতী মোস্তফা সোহেল হিলালী
সাবেক সহকারী মুফতী- জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল (রহ.), সিলেট।
সাবেক মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ দারুস্ সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী
অনার্স- মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।
মাস্টার্স- আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়, মালয়েশিয়া।
অনুবাদক- ইরাক দূতাবাস, ঢাকা।

শায়খ তানযীলুর রহমান বিন ইমদাদুল হক
মুদাররিস- আল মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আবূ যার শেখ
মুদাররিস- শারাবান তহুরা মহিলা কওমী মাদরাসাহ্, গোপালগঞ্জ।
অধ্যয়নরত- অনার্স, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ।

শায়খ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান আল-মাদানী
মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ড. শায়খ হাফেয মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুদাররিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
লিসান্স ইন কুরআন- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।

শায়খ মুফাযযল হুসাইন আল-মাদানী
ভাইস প্রিন্সিপ্যাল- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আল-মাদানী
দা'ঈ- ধর্ম মন্ত্রণালয়, সউদী আরব বাংলাদেশ
মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
মুদাররিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
লিসান্স- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম.এম. ফাস্ট ক্লাস, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল-মাদানী
মুদাররিস- মাদরাসাহ্ দারুস্ সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

শায়খ হাবিবুল্লাহ বিন আইয়ুব
দাওরায়ে হাদীস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
অনার্স, মাস্টার্স- বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শায়খ লুক্বমান বিন আবদুস্ সাত্তার
দাওরা- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
অধ্যয়নরত- মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
(ডিপার্টমেন্ট, দা'ওয়াহ্ ওয়া উসূলুদ দীন)

শাইখ তৈয়্যেব বিন তোফায়েল আহমাদ
মুদাররিস- মাদরাসাহ্ দারুস্ সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

শায়খ তাকীউদ্দীন বিন ফজলু হক
মুদাররিস- বিসাল ইসলামিয়্যাহ্ মহিলা মাদ্‌রাসাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ আশিক বিন সাঈদ
মুদাররিস- দোলেশ্বর ইসলামিয়্যাহ্ হাফিযিয়া মাদরাসাহ্, দোলেশ্বর, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : আবূ যায়নাব সাকিব

Scanned by CamScanner

৬ষ্ঠ খণ্ড সম্পর্কিত কয়েকটি জরুরী কথা

আলহাম্‌দুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ ১ম থেকে ৩য় খণ্ড পর্যন্ত উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ 'উবায়দুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) রচিত "মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ"-এর যুগান্তকারী ভাষ্যগ্রন্থ "মির্‘আ-তুল মাফা-তীহ" হতে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শায়খ 'উবায়দুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) মুসলিম জাহানের অসংখ্য খিদমাত করে গেছেন যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তিনি "মির্‘আ-তুল মাফা-তীহ" ভাষ্যগ্রন্থটি কিতাবুল মানাসিক (হাজ্জ পর্ব) পর্যন্ত সম্পন্ন করে ইন্তিকাল করেছেন।

এমতাবস্থায় আমরা কুতুবুস্‌ সিত্তাহ্‌ (১. সহীহুল বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. আবূ দাউদ, ৪. তিরমিযী, ৫. ইবনু মাজাহ ও ৬. নাসায়ী)-সহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংকলিত করেছি। আর সহাবা, তাবি‘ঈ, তাবি‘-তাবি‘ঈন এবং বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য জামহূর 'উলামা, খ্যাতনামা 'আলিমদের মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখিত হয়েছে। অত্র গ্রন্থে বিশেষভাবে যাদের মত সন্নিবেশিত করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শা‘বী, মাসরূক, ইমাম আবূ হানীফাহ্‌, মালিক, শাফি‘ঈ, আহমাদ বিন হাম্বাল, 'আল্লামাহ্‌ আওযা‘ঈ, সাওরী, হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী, নাবাবী, ত্বীবী, তূরিবিশতী, ত্বহাবী, কুসতুলানী, ইবনু তায়মিয়্যাহ্‌, কুশমিহানী, মুহয়্যিউস্‌ সুন্নাহ্‌, কুরতুবী, ক্বাযী 'ইয়ায, সিনদী, সুয়ূত্বী, খত্ত্বাবী, শাওকানী, ত্বাবারী, মুযহির, ইবনু মুনীর, ইবনু হুমাম, ইবনুত্‌ তীন, ইবনু রুশ্‌দ, ইবনু রাসলান, ক্বাযী আবূ বাক্‌র ইবনু 'আরাবী, রাগিব, ইসহাক্ব, মাযিরী, মুহাল্লাব, ইবনু বাত্ত্বল, কিরমানী, ইসহাক্ব আল কাওসাজ, বাকিল্লানী প্রমুখ [*রহিমাহুমুল্লাহ*]।

যে সকল শরাহ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থের আলোকে অত্র গ্রন্থ খণ্ডের ব্যাখ্যা নেয়া হয়েছে তা হলো– ফাতহুল বারী, শার্‌হুন্‌ নাবাবী, 'আওনুল মা‘বূদ, তুহফাতুল আহওয়াযী, শার্‌হুন্‌ নাসায়ী, শার্‌হ ইবনু মাজাহ, মুনতাক্বা, মির্‌ক্বা-তুল মাফাতীহ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, যেহেতু 'মির্‌ক্বা-তুল মাফাতীহ' মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ-এর শরাহ গ্রন্থ, তাই যেসব ক্ষেত্রে 'মির্‌ক্বা-তুল মাফাতীহ' থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা নেয়া হয়েছে, সেখানে রেফারেন্স হিসেবে কোন নম্বর দেয়া হয়নি। কেননা 'মিশ্‌ক্বা-তুল মাসা-বীহ' ও 'মির্‌ক্বা-তুল মাফাতীহ'-এর হাদীসের নম্বর একই।

Scanned by CamScanner

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ (৬ষ্ঠ খণ্ড)-এর সূচিপত্র

সূচীপত্র		فهرس	
বিষয়	পৃষ্ঠা	صفحة	اَلْمَوْضُوْعُ
পর্ব-২৬ : মন-গলানো উপদেশমালা	১	١	(٢٦) كِتَابُ الرِّقَاقِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১	١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৩	١٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২৯	٢٩	اَلْفَصْلُ لثَّالِثُ
অধ্যায়-১ : গরীবদের ফাযীলাত ও নাবী ﷺ-এর জীবন-যাপন	৫৩	٥٣	(١) بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ ﷺ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৩	٥٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬১	٦١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭১	٧١	اَلْفَصْلُ لثَّالِثُ
অধ্যায়-২ : আশা ও লালসা প্রসঙ্গ	৮১	٨١	(٢) بَابُ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৮১	٨١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৮৫	٨٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৮৮	٨٨	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৩ : ‘ইবাদাতের জন্য হায়াত ও দৌলতের আকাঙ্ক্ষা করা	৯০	٩٠	(٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৯০	٩٠	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৯১	٩١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৯৬	٩٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

অধ্যায়-৪ : তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) ও সবর (ধৈর্যধারণ) প্রসঙ্গে	১০০	١٠٠	(٣) بَابُ الْأَشْرِبَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১০০	١٠٠	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১০৫	١٠٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১১০	١١٠	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৫ : লোক দেখানো ও শুনানোর ব্যাপারে বর্ণনা	১১৭	١١٧	(٥) بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১১৭	١١٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১১৯	١١٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১২৪	١٢٤	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৬ : ভয় ও কান্না	১৩২	١٣٢	(٦) بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৩২	١٣٢	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৩৭	١٣٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১৪৪	١٤٤	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৭ : মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসা	১৪৮	١٤٨	(٧) بَابُ تَغَيُّرِ النَّاسِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৪৮	١٤٨	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৫০	١٥٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১৫৪	١٥٤	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৮ : ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ	১৫৫	١٥٥	(٨) بَابُ الْإِنْذَارِ وَالتَّحْذِيْرِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৫৫	١٥٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৬০	١٦٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১৬৩	١٦٣	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

পর্ব-২৭ : ফিতনাহ্	১৬৫	١٦٥	**(٢٧) كِتَابُ الْفِتَنِ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৬৫	١٦٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৭৬	١٧٦	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	১৮৬	١٨٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১ : যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কীয়	১৮৮	١٨٨	**(١) بَابُ الْمَلَاحِمِ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	১৮৮	١٨٨	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	১৯৮	١٩٨	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২০৪	٢٠٤	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২ : ক্বিয়ামাতের আলামাত	২০৫	٢٠٥	**(٢) بَابُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	২০৫	٢٠٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২১০	٢١٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২১৭	٢١٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৩ : ক্বিয়ামাতের পূর্বলক্ষণসমূহ এবং দাজ্জালের বর্ণনা	২১৯	٢١٩	**(٣) بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	২১৯	٢١٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২৪৪	٢٤٤	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২৫০	٢٥٠	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৪ : ইবনু সইয়্যাদ-এর ঘটনা	২৫১	٢٥١	**(٤) بَابُ قِصَّةِ ابْنِ صَيَّادٍ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৫১	٢٥١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২৬০	٢٦٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
অধ্যায়-৫ : 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর অবতরণ	২৬৩	٢٦٣	**(٥) بَابُ نُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ**
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৬৩	٢٦٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২৬৮	٢٦٨	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

অধ্যায়-৬ : ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়া এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল তখন হতেই তার ক্বিয়ামাত সংঘটিত হয়ে গেল	২৬৯	٢٦٩	(٦) بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৬৯	٢٦٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২৭১	٢٧١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২৭২	٢٧٢	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৭ : নিকৃষ্ট লোকেদের ওপরেই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে	২৭৩	٢٧٣	(٧) بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلٰى شِرَارِ النَّاسِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৭৩	٢٧٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
পর্ব- ২৮ : সৃষ্টির সূচনা ও ক্বিয়ামাতের বিভিন্ন অবস্থা	২৭৯	٢٧٩	**(٢٨) كِتَابُ أَحْوَالُ الْقِيَامَةِ وَبُدَءِ الْخَلْقِ**
অধ্যায়-১ : শিঙ্গায় ফুঁৎকার	২৭৯	٢٧٩	(١) بَابُ النَّفْخِ فِي الصُّوْرِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৭৯	٢٧٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	২৮৬	٢٨٦	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	২৮৭	٢٨٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২ : হাশ্‌র	২৮৯	٢٨٩	(٢) بَابُ الْحَشْرِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	২৮৯	٢٨٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩০৩	٣٠٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৩০৬	٣٠٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৩ : হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা	৩০৮	٣٠٨	(٣) بَابُ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَالْمِيْزَانِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৩০৮	٣٠٨	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩১৫	٣١٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

Scanned by CamScanner

তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৩১৯	٣١٩	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৪ : হাওযে কাওসার ও শাফা'আতের বর্ণনা	৩২৩	٣٢٢	(٤) بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৩২৩	٣٢٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩৫৯	٣٥٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৩৭১	٣٧١	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৫ : জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ	৩৭৪	٣٧٤	(٥) بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا
প্রথম অনুচ্ছেদ	৩৭৪	٣٧٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৩৮৪	٣٨٤	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৩৯৮	٣٩٨	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৬ : আল্লাহ তা'আলার দর্শনলাভ	৪০০	٤٠٠	(٦) بَابُ رُؤْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪০০	٤٠٠	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪০১	٤٠١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪০২	٤٠٢	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৭ : জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বর্ণনা	৪০৮	٤٠٨	(٧) بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَهْلِهَا
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪০৮	٤٠٨	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪১৩	٤١٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪২২	٤٢٢	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৮ : জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি	৪২৫	٤٢٥	(٨) بَابُ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪২৫	٤٢٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪২৭	٤٢٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪২৮	٤٢٨	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

অধ্যায়-৯ : (সৃষ্টির সূচনা ও নাবী-রসূলদের আলোচনা)	৪২৯	٤٢٩	(٩) بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪২৯	٤٢٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪৬২	٤٦٢	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৪৬৯	٤٦٩	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
পর্ব-২৯ : চারিত্রিক গুণাবলি ও মর্যাদাসমূহ	৪৭৭	٤٧٧	**(٢٩) كِتَابُ الْفَضَائِلِ وَالشَّمَائِلِ**
অধ্যায়-১ : নাবীকুল শিরোমণি ﷺ-র মর্যাদাসমূহ	৪৭৭	٤٧٧	(١) بَابُ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৪৭৭	٤٧٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৪৯১	٤٩١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫০৫	٥٠٥	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২ : নাবী ﷺএর নামসমূহ ও গুণাবলি	৫০৮	٥٠٨	(٢) بَابُ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَاتِهٖ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫০৯	٥٠٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৫১৮	٥١٨	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫২২	٥٢٢	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৩ : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্রের বর্ণনা	৫২৪	٥٢٤	(٣) بَابٌ فِيْ أَخْلَاقِهٖ وَشَمَائِلِهٖ ﷺ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫২৪	٥٢٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৫৩৪	٥٣٤	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫৪১	٥٤١	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

অধ্যায়-৪ : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবূওয়্যাতপ্রাপ্তি ও ওয়াহীর সূচনা	৫৪৬	٥٤٦	(٤) بَابُ الْمَبْعَثِ وَبَدْءِ الْوَحْيِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৪৬	٥٤٦	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫৫৭	٥٥٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৫ : নুবুওয়্যাতের নিদর্শনসমূহ	৫৫৯	٥٥٩	(٥) بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৫৯	٥٥٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫৬৭	٥٦٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৬ : মি'রাজের বর্ণনা	৫৭১	٥٧١	(٦) بَابُ فِي الْمِعْرَاجِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৭১	٥٧١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৫৯১	٥٩١	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৭ : মু'জিযার বর্ণনা	৫৯৩	٥٩٣	(٧) بَابُ فِي الْمُعْجِزَاتِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৫৯৩	٥٩٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬৫৩	٦٥٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৬৮	٦٦٨	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৮ : কারামাত সম্পর্কে বর্ণনা	৬৭৯	٦٧٩	(٨) بَابُ الْكَرَامَاتِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৬৮০	٦٨٠	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬৮৩	٦٨٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৮৭	٦٨٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৯ : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত সম্পর্কে বর্ণনা	৬৯০	٦٩٠	(٩) بَابُ هِجْرَةِ أَصْحَابِهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ وَوَفَاتِهِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৬৯০	٦٩٠	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৬৯৭	٦٩٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৬৯৯	٦٩٩	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

(অধ্যায় : রসূলুল্লাহ ﷺ কোন প্রকার আর্থিক ওয়াসিয়্যাত করেননি- মর্মে আলোচনা)	৭১১	٧١١	[بَابٌ]
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭১১	٧١١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
পর্ব-৩০ : মান-মর্যাদা	৭১৭	٧١٧	**(٣٠) كِتَابُ الْمَنَاقِبِ**
অধ্যায়-১ : কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের গুণাবলি	৭১৭	٧١٧	(١) بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَذِكْرِ الْقَبَائِلِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭১৭	٧١٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭২২	٧٢٢	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭২৯	٧٢٩	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-২ : সহাবায়ি কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৭৩৫	٧٣٥	(٢) بَابُ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭৩৫	٧٣٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭৪১	٧٤١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭৪৩	٧٤٣	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৩ : আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৭৪৪	٧٤٤	(٣) بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنه
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭৪৪	٧٤٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭৪৯	٧٤٩	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
অধ্যায়-৪ : ‘উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৭৫৫	٧٥٥	(٤) بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ رضي الله عنه
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭৫৫	٧٥٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭৬২	٧٦٢	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭৬৭	٧٦٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৫ : আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব ও ‘উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৭৭১	٧٧١	(٥) بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

Scanned by CamScanner

প্রথম অনুচ্ছেদ	৭৭১	٧٧١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭৭৩	٧٧٣	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭৭৮	٧٧٨	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৬ : 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৭৭৯	٧٧٩	(٦) بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭৭৯	٧٧٩	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭৮০	٧٨٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭৮৮	٧٨٨	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৭ : (আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব, 'উমার ফারূক এবং 'উসমান গনী রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তিনজনের একত্রে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৭৯১	٧٩١	(٧) بَابُ مَنَاقِبِ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭৯১	٧٩١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭৯২	٧٩٢	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৭৯৩	٧٩٣	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৮ : 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৭৯৪	٧٩٤	(٨) بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৭৯৪	٧٩٤	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৭৯৬	٧٩٦	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৮০১	٨٠١	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-৯ : 'আশারাহ্ মুবাশ্‌শারা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৮০৫	٨٠٥	(٩) بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৮০৫	٨٠٥	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৮১০	٨١٠	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৮১৪	٨١٤	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১০ : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজনদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৮১৮	٨١٨	(١٠) بَابُ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৮১৮	٨١٨	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৮২৮	٨٢٨	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৮৪২	٨٤٢	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১১ : নাবী ﷺ-এর পবিত্রা স্ত্রীগণের মর্যাদা	৮৪৭	٨٤٧	(١١) بَابُ مَنَاقِبِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৮৪৭	٨٤٧	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৮৫৪	٨٥٤	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৮৫৭	٨٥٧	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১২ : সমষ্টিগতভাবে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৮৫৮	٨٥٨	(١٢) بَابُ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৮৫৮	٨٥٨	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৮৯১	٨٩١	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৯০৯	٩٠٩	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১৩ : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সহাবীদের নামের তালিকা ইমাম বুখারী'র আল জামি'-তে যেভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে	৯১৮	٩١٨	(١٣) بَاب تَسْمِيَةِ من سمي من أهل الْبَدْرِ فِي «الْجَامِعِ لِلْبُخَارِيِّ»
অধ্যায়-১৪ : ইয়ামান ও শাম (সিরিয়া) দেশের বর্ণনা এবং উওয়াইস ক্বরানী-এর আলোচনা	৯২১	٩٢١	(١٤) بَابُ ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَذِكْرِ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ
প্রথম অনুচ্ছেদ	৯২১	٩٢١	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৯২৭	٩٢٧	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৯৩০	٩٣٠	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
অধ্যায়-১৫ : এ উম্মাতের (উম্মাতে মুহাম্মাদী ﷺ-এর) সাওয়াবের বিবরণ	৯৩৩	٩٣٣	(١٥) بَاب ثَوَاب هٰذِهِ الْأمة
প্রথম অনুচ্ছেদ	৯৩৩	٩٣٣	اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	৯৩৫	٩٣٥	اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	৯৩৬	٩٣٦	اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٢٦) كِتَابُ الرِّقَاقِ

পর্ব-২৬ : মন-গলানো উপদেশমালা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٥٥ -[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫১৫৫-[১] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু’টি নি‘আমাতের ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়; একটি সুস্থতা অপরটি অবসরতা। (বুখারী)[১]

ব্যাখ্যা : (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) ‘আল্লামাহ্ ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উল্লেখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যখন শরীর সুস্থ থাকে তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উপায় হলো আল্লাহর আদেশসমূহ মান্য করা আর তাঁর নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকা। অতএব কেউ যদি এ কাজ করতে অবহেলা করে তবে হাদীসের ভাষায় সেই হলো মাগবূন তথা উদাসীন বা প্রতারিত।

কেননা দুনিয়া হলো পরকালের জন্য উপার্জনের ক্ষেত্র। তাই দুনিয়াতে কর্ম করলে অর্থাৎ ব্যবসা করলে পরকালে এর লাভ প্রকাশ পাবে। অতএব যে ব্যক্তি তার সুস্থতা ও অবসর সময় আল্লাহর আনুগত্যে কাজে লাগাবে সে হবে ঈর্ষার পাত্র। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকবে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নাবী ﷺ মুকাল্লাফ ব্যক্তিকে ঐ ব্যবসায়ীর সাথে তুলনা করেছেন যার মূলধন রয়েছে সে ব্যবসায়ী তার মূলধন ঠিক রেখে লাভবান হতে চায়। আর মুনাফা অর্জনের পন্থা হলো প্রথমত সে এটা ঠিক করবে যে, সে কার সাথে ব্যবসা করবে। দ্বিতীয়ত সে সত্যবাদিতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবে, যাতে সে ধোঁকায় পতিত না হয়। অনুরূপভাবে মুকাল্লাফ ব্যক্তির সুস্থতা ও অবসর সময় হলো তার মূলধন, তার উচিত হলো সে সর্বদা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখবে এবং দীনের শত্রু শায়ত্বন ও নাফ্‌সের অনুসরণ পরিহার করবে যাতে সে ইহকালে ও পরকালে লাভবান হতে পারে। (ফাতহুল বারী ৬৪১২)

---

[১] সহীহ : বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী ২৩০৪, ইবনু মাজাহ ৪১৭০, সহীহুল জামি‘ ৬৭৭৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৫৭, মুসনাদে ‘আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৬৮৪, মুসনাদে আহমাদ ৩২০৭, শু‘আবুল ঈমান ৪৫১৩, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৬৩৫, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৬৩১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮৪৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৬০।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মানুষ অধিকাংশ সময়ই সুস্থ থাকে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে কর্মমুক্ত থাকতে পারে না। আবার কখনো কখনো কর্মব্যবস্ততা থেকে অবসর পায় বটে কিন্তু অনেক সময় অসুস্থও থাকে। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি সুস্থও থাকে এবং কর্মমুক্তও থাকে তাহলে অনেক সময় তাকে অলসতা পেয়ে বসে এবং 'ইবাদাত-বন্দেগী হতে দূরে থাকে। হাদীসের ভাষায় এই ব্যক্তিই হলো উদাসীন বা প্রতারিত। কারণ সে দুটো নি'আমাতেরই শুকরিয়া করেনি।

আরো বলা হয়েছে, অধিকাংশ মানুষ এই দুটো নি'আমাতের পরিমাণ ধারণা করতে পারে না। তারা এ দুটো উপস্থিত থাকা অবস্থায় সৎকাজে সাওয়াব অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অলসতা আর অবহেলায় এ দুটো হারিয়ে এদের বিপরীত অবস্থা আপতিত হয় তখন নিজেদের ওপরেই তিরস্কার করে। কিন্তু এই তিরস্কার তাদের কোনই কাজে আসে না শুধু কষ্টই বৃদ্ধি করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩০৪)

٥١٥٦ -[٢] وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৫৬-[২] মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপমা হলো, যেমন– "তোমাদের কেউ মহাসমুদ্রের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয় এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসলো"। (মুসলিম)[১]

ব্যাখ্যা : (وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ) উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সময় ও পরিধি একেবারে সংক্ষিপ্ত। দুনিয়ার সুখ-শান্তিও ক্ষণস্থায়ী কিন্তু আখিরাতেরটা চিরস্থায়ী, সেই সুখ শান্তি কখনো শেষ হবার নয়। তাই আখিরাতকে রূপকভাবে সমুদ্রের সাথে উপমা করে বিশাল পার্থক্য স্থাপন করা হয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৭শ খণ্ড, হা. ২৮৫৮/৫৫)

অর্থাৎ বিশাল সমুদ্রের অফুরন্ত পানির মধ্যে কেউ যদি তার হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে তা বের করে নিয়ে আসে তাহলে সে আঙ্গুলের মধ্যে যেমন কিছু দেখতে পাবে না শুধুমাত্র তার আঙ্গুল ভেজা ছাড়া যা সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন কিছুই না, তেমনি পরকালের সীমাহীন সময় যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই তার তুলনায় এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন কিছুই না। অতএব ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সুখের জন্য চিরস্থায়ী জীবনের সুখ বিসর্জন দেয়া কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। (সম্পাদকীয়)

٥١٥٧ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ. قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ: «فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৫৭-[৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ একটি কানকাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পছন্দ করবে যে, এক দিরহামে বিনিময়ে এটা তার মালিকানাভুক্ত হোক। তাঁরা বললেন, কোন কিছুর বিনিময়ে এটা আমাদের মালিকানাভুক্ত

---

[১] সহীহ : মুসলিম ৫৫-(২৮৫৮) তিরমিযী ২৩২৩, ইবনু মাজাহ ৪১০৮, মুসনাদে আহমাদ ১৮০৩৭, সহীহুল জামি' ১৩০৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৩৩০, শু'আবুল ঈমান ১০৪৫৯, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৪৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪১৮০।

Scanned by CamScanner

হোক তা আমরা পছন্দ করব না। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ। এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহর কাছে দুনিয়া (এবং তার সম্পদ) এর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। (মুসলিম)[৩]

ব্যাখ্যা : (مَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ) ছোট কানওয়ালা ছাগলের বাচ্চা। অন্যান্য রিওয়ায়াতে السخلة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উভয়ের অর্থই ছাগলছানা।

(শারহুন্ নাবাবী ১৮শ খণ্ড, ২৯৫৭/২; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩২১)

(مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ) অর্থাৎ কোন বস্তুর বিনিময়েই আমরা তা গ্রহণ করব না সে বস্তু যতই সামান্য হোক না কেন। এ থেকে উদ্দেশ্য হলো তা যদি আমাদেরকে বিনামূল্যেও দেয়া হয় তবুও আমরা গ্রহণ করব না। এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষকে দুনিয়া হতে অনুৎসাহিত ও পরকালের প্রতি উৎসাহিত করা। কেননা দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বাতই হলো সকল অন্যায় অপরাধমূলক, যেমনটি ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) মুরসাল সূত্রে হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিই 'ইবাদাতেরও মূল। কেননা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি যদিও দীনের কাজে ব্যস্ত থাকে। তথাপি সেখানে অনেক সময়ই তা দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশেই সম্পাদন করে। এতে তার ভালো কাজও বিফল হয়। এর বিপরীতে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তিও যদি দুনিয়ার বিষয়ে ব্যস্ত থাকে তথাপি সেখানে তার উদ্দেশ্য থাকে পরকালের কল্যাণ লাভ। এজন্যই কোন আল্লাহ প্রেমী বলেছেন : দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিকে কোন পথপ্রদর্শকই পথ দেখাতে সক্ষম নয়। আর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত কোন ব্যক্তিকে দুনিয়ার সকল পথভ্রষ্টের প্রচেষ্টাও তাকে পথহারা করতে পারে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٥٨ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৫৮-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ। (মুসলিম)[৪]

ব্যাখ্যা : (الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উল্লেখিত হাদীসে দুনিয়াতে একজন মু'মিন হারাম এবং ঘৃণিত সব ধরনের প্রবৃত্তির ভোগে আবদ্ধ থাকে, যা নিষিদ্ধ। মন যা চায় তাই সে করতে পারে না। বরং কষ্টসাধ্য হলেও সব ধরনের 'ইবাদাত-বন্দেগী পালনে বদ্ধপরিকর, সে যখন মারা যায় তখন এই কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পায় এবং তার রবের পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত প্রতিদান পেয়ে যায়। পক্ষান্তারে একজন কাফির প্রবৃত্তির ভোগ বিলাসে লাগামহীন পদচারণার কারণে দুনিয়ার বুকে অনেক আরাম ও শৌখিনভাবে বসবাস করে। কিন্তু সে যখন মারা যায় তখন চিরস্থায়ী শাস্তি আর অভিসম্পাত তাকে আচ্ছাদিত করে।

'আল্লামাহ্ মুনাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সে যেহেতু অবৈধ প্রবৃত্তি ভোগে বাধাপ্রাপ্ত, তাই সে কারাবন্দীর মতো, আর কাফির যেহেতু বাধাহীন, তাই সে মুক্ত ও স্বাধীন।

---

[৩] সহীহ : মুসলিম ২-(২৯৫৭), আবূ দাউদ ১৮১, মুসনাদে আহমাদ ১৪৯৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৩৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৮২, শু'আবুল ঈমান ১০৪৬৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৭।

[৪] সহীহ : মুসলিম ১-(২৯৫৬), তিরমিযী ২৩২৪, ইবনু মাজাহ ৩৪৭২২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৩৪৬, মুসনাদে বায্যার ২৪৯৮, আবূ ইয়া'লা ৬৪৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৭, শু'আবুল ঈমান ৫৬৪৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৯৬৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৭৮২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৫৪৫।

Scanned by CamScanner

ফুযায়ল ইবনু ইয়াস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করল, সে মূলত জেলখানায় আবদ্ধ। ইবনু 'উমার রাঃ বলেন, মু'মিনের প্রাণ যখন তার দেহ থেকে বের হয় তখন তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে জেলখানায় আবদ্ধ ছিল, অতঃপর তাকে জেলখানা হতে ছেড়ে দেয়ার পর সে তথা হতে বের হয়ে জমিনে বিচরণ করে এবং প্রশস্ততা বোধ করে তেমনি মু'মিন ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে পরপারে গিয়ে প্রশস্ততা বোধ করে।

(তুহাফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩২৪; শারহুন্ নাবাবী ১৮শ খণ্ড, হা. ২৯৫৬/১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٥٩ -[٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلّٰهِ فِي الدُّنْيَا حَتّٰى إِذَا أَفْضٰى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهٗ حَسَنَةٌ يُجْزٰى بِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৫৯-[৫] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ কোন মু'মিনের ভালো কাজকে নষ্ট করেন না, দুনিয়াতেও তার বিনিময় প্রদান করেন এবং আখিরাতেও তার প্রতিদান দেন। আর কাফির আল্লাহর জন্য যেসব ভালো কাজ করে দুনিয়াতে তার বিনিময় ভোগ করে, অবশেষে যখন সে আখিরাতে পৌছবে, তখন তার ('আমালনামায়) কোন ভালো কাজ থাকবে না যার প্রতিদান সে পেতে পারে। (মুসলিম)[৫]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً) উক্ত হাদীসের সাথে 'উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন যে, একজন কাফির কুফরী নিয়ে মারা গেলে সে যে সমস্ত সৎ 'আমাল করেছিল তার বিনিময়ে আখিরাতে কোন প্রতিদান থাকবে না। বরং দুনিয়াতেই তাকে ঐ সমস্ত সৎ 'আমালের প্রতিদান দেয়া হবে। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন সৎ 'আমাল করলে দুনিয়াতে এর সুফল তো পাবেই, এমনকি আখিরাতে এর চাইতেও উত্তম প্রতিদান প্রস্তুত রাখা আছে। তাই এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক।

মূলত হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার বাণী : "অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা লোকেদের প্রতি যুল্‌ম করেন না"-এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা মু'মিন হোক অথবা কাফির হোক সকলকেই তার 'আমালের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তা কম হোক বা বেশি হোক, ভালো হোক বা মন্দ হোক। হয় তা দুনিয়াতে দেন, অথবা উভয় জগতে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দা সৎ আ'মালের প্রতিদান দুনিয়াতেও দেন; যেমন বিপদ দূর করা, রিয্‌ক্ব প্রশস্ত করা, বা অনুরূপ অনেক নি'আমাত প্রদান করা। আবার পরকালেও এর পুরস্কার দিয়ে থাকেন এটা মু'মিন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ, তাদের প্রতি তাঁর মর্যাদা। আর কাফিরগণ যে ভালো কাজ করে থাকে যেমন দরিদ্রকে খাবার দেয়া, ইয়াতীমের প্রতি দয়া করা ও মাযলূমকে সাহায্য করা অর্থাৎ যে সমস্ত আ'মাল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমান আনা শর্ত নয় ঐ সমস্ত 'আমালের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। এটা তাদের প্রতি ইনসাফ। অতঃপর মৃত্যুবরণ করার পর তাদের এমন কোন সৎ আ'মাল বাকী থাকে না যে কাজের বিনিময় তাদের দেয়া হবে, তাই তাদের পরকালে কোন প্রতিদান দেয়া হবে না। এটা তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম নয় বরং এটাই ইনসাফ। মোটকথা মু'মিনগণ আল্লাহর আনুগত্য করার কারণে আল্লাহ পরকালে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। পক্ষান্তরে

---

[৫] সহীহ : মুসলিম ৫৬-(২৮০৮), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫২, মুসনাদে আহমাদ ১২২৫৯, সহীহুল জামি' ২৭৩৪, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১১৭৮, আবূ ইয়া'লা ২৮৪৪, শু'আবুল ঈমান ২৭৯।

Scanned by CamScanner

কাফিরগণ আল্লাহর আনুগত্য না করার কারণে, আল্লাহ তাদের প্রতি পরকালে কোন প্রকার অনুগ্রহ করবেন না। (শারহুন্ নাবাবী ১৭শ খণ্ড, হা. ২৮০৮/৫৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٦٠ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. إِلَّا أَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «حُفَّتْ». بَدَلَ «حُجِبَتْ»

৫১৬০-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে অপছন্দ জিনিস দ্বারা। (বুখারী ও মুসলিম)[৬]

মুসলিম-এর বর্ণনায় حُجِبَتِ "ঢেকে রাখা হয়েছে" এর (শব্দের) স্থলে حُفَّتْ "ঘিরে রাখা হয়েছে" রয়েছে।

ব্যাখ্যা : (حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ) এখানে الشَّهَوَاتِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পার্থিব জগতের ঐ সকল বিষয় যা করতে ও বলতে অনেক মজাদার কিন্তু শারী'আত এগুলোকে হারাম হিসেবে গণ্য করেছে। যেমন মদপান করা, যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এ কাজগুলো এভাবে ঘটতে পারে–

১. নিষিদ্ধ কাজে মন উদগ্রীব থাকা, ২. শারী'আতের আবশ্যকীয় ও বৈধ বিষয় বর্জন করা। জাহান্নামকে এ সকল বিষয়াদি দ্বারাই সাজানো হয়েছে। আর الْمَكَارِهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন সব 'আমাল যেগুলো শারী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অত্যন্ত কষ্টের সাথে আদায় করে। এজন্যই ইসলামের অধিকাংশ 'ইবাদাত কষ্টসাধ্য। এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে একজন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।

মোটকথা হলো কষ্টদায়ক কাজ সম্পাদন না করে জান্নাতে পৌছানো যাবে না যাকে মাকারিহ (অপছন্দনীয়) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ জাহান্নামে সেই যাবে যে ব্যক্তি মনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করবে। যা করতে আনন্দ লাগবে, মনে কোন কষ্ট মনে হবে না। জান্নাতকে কষ্টদায়ক কাজ দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি এই কষ্টের ঘেরাও অতিক্রম করবে সেই জান্নাতে যাবে। আর জাহান্নামকে আনন্দদায়ক কাজ দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ ঘেরাওয়ের মধ্যে আবদ্ধ হবে সেই জাহান্নামে যাবে। যদিও এখানে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে তথাপি উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত কাজ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা করা যে সমস্ত কাজ দ্বারা জাহান্নাম ঘিরে রাখা হয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৭শ খণ্ড, হা. ২৮২২/১; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৪৮৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৫৫৯; মিরক্বাতুল মাসাবীহ)

٥١٦١ -[٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتُقِشَ. طُوبٰى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ وَإِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৬] সহীহ : বুখারী ৬৪৮৭, মুসলিম ১-(২৮২২), তিরমিযী ২৫৫৯, সহীহুল জামি' ৩১২৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৪০, মুসনাদে আহমাদ ৮৯৩১, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১৩১১, আবূ ইয়া'লা ৩২৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৬, শু'আবুল ঈমান ৯৭৯৫, দারিমী ২৮৪৩।

Scanned by CamScanner

৫১৬১-[৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম, উত্তম পোশাকের গোলাম। যদি তাকে দেয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়; আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, অধঃপতিত হোক যদি তার পায়ে কাঁটা বিঁধে তবে তা যেন খুলে দেয়ার মতো কেউ না থাকে। আর ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রয়েছে, যার চুল বিক্ষিপ্ত, দু' পা ধূলি-মিশ্রিত। তাকে পাহারার কাজে নিয়োজিত করা হলে সে পাহারারত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে নিয়োজিত করলে পশ্চাতে থাকে, কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। কারো জন্য সুপারিশ করলে তা ক্ববূল করা হয় না। (বুখারী)[৭]

ব্যাখ্যা : (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ) উল্লেখিত হাদীসাংশে 'আল্লামাহ্ খলীল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, التَّعِسُ শব্দের অর্থ হলো এমন হোঁচট খাওয়া যা থেকে আর সুস্থ হওয়া যায় না। বলা হয়েছে, تَعِسَ অর্থ অকল্যাণ। আবার কেউ বলেন, ধ্বংস। আবার বলা হয়েছে, উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়া। আবার কেউ বলেন, এর অর্থ হলো সঠিক যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হওয়া।

সম্পদের লোভে আসক্ত হয়ে দীনের কাজ ছেড়ে দিয়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরা একটি ঘৃণিত কাজ সে সম্পদ যাই হোক না কেন। কিন্তু হাদীসে দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো এ দুটো এমন বস্তু বা মুদ্রা যা দ্বারা সর্বপ্রকার মনের খায়েশ পূর্ণ করা যায় এবং শায়ত্বনের উদ্দেশ্য এতে সম্পন্ন হয়। অনুরূপভাবে খামীসাহ্ (রেশমী কাপড়)-এর উল্লেখ করার কারণ হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পরিধান করা হয় অহংকার প্রকাশ করা ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য। আর যখন মন সম্পূর্ণভাবে এ কাজের প্রতি ঝুঁকে পরে তখন তা হতে আর ফিরতে পারে না যেন সে তার গোলামে পরিণত হয়েছে।

(إِذَا شِيكَ فَلَا انْتُقِشَ) যখন তার কোন অঙ্গে কাঁটা বিদ্ধ হয় তখন তা আর বের করা যায় না। অর্থাৎ দয়া করা হয় না এবং সে নিজেও ঐ বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে অক্ষম। মূলত হাদীসে এ বাক্যটি দুনিয়া লোভীদের জন্য বদ্দু'আ।

(إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ) এখানে বলা হয়েছে, كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ এর অর্থ হলো, সে পাহাড়ার সাওয়াব অর্জনে নিযুক্ত থাকে। আবার কারো মতে, এটা অনেক মর্যাদার কাজ এটা বুঝাতে ব্যবহার হয়েছে। তখন অর্থ হবে, যদি সে পাহাড়ার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকে তাহলে সে যেন অত্যন্ত মহৎ কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো, সে আল্লাহর যিক্‌রে অমনোযোগী। তিনি মর্যাদাকে উদ্দেশ্য করেননি। তাঁর মতে তাকে পাহারায় রাখা হলে সে ঐ কাজেই স্থির থাকে আর যদি সে মিছিলে থাকে তাহলে সে ঐ কাজেই রত থাকে।

(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৮৮৭; শারহু ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হা. ৪১৩৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٦٢ -[٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا». فَقَالَ رجلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ حَتّٰى

[৭] সহীহ : বুখারী ৬৪৮৭, ইবনু মাজাহ ৪১৩৫, সহীহুল জামি' ২৯৬২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২২৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২১৮, শু'আবুল ঈমান ১৩৩, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বাবারানী ৪২২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৫৯৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৯৬৮।

Scanned by CamScanner

ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟». وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتّٰى امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اِسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ. وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِيْ حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১৬২-[৮] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি আমার পর তোমাদের জন্য সবচাইতে বেশি যে ব্যাপারে ভয় করি তা হলো দুনিয়ার চাকচিক্য ও তার সৌন্দর্য, যা তোমাদের ওপর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণ কি মন্দ নিয়ে আসতে পারে? তখন তিনি (ﷺ) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা করলাম, তাঁর ওপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। অতঃপর তিনি (ﷺ) ঘাম মুছে বললেন : সে প্রশ্নকারী কোথায়? বর্ণনাকারী বলেন : যেন তিনি (ﷺ) প্রশ্নকারীর কথাটি প্রশংসার যোগ্য মনে করেছেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : কল্যাণ কখনো মন্দ আনে না। (এটার উদাহরণ,) নালার পার্শ্বের উর্বরতা উৎপাদন করে তা মূলত (ভক্ষণকারীকে) ধ্বংস করে না বা ধ্বংসের নিকটবর্তী নিয়ে যায় না; কিন্তু তৃণভোঁজী জানোয়ার যখন অতিমাত্রায় খায়, অবশেষে যখন কোমরের উভয় পার্শ্ব ফুলে উঠে তখন সূর্যের সামনে রৌদ্রে গিয়ে বসে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে। পরে আবার তৃণভূমির দিকে ফিরে গিয়ে তাথেকে ভক্ষণ করে। বস্তুত দুনিয়ার মাল-সম্পদ শ্যামল-সবুজ সুস্বাদু বটে। যে তা বৈধভাবে উপার্জন করে এবং বৈধ পথে ব্যয় করে তখন তা তার পক্ষে উত্তম সাহায্যকারী। কিন্তু যে তা অবৈধ পথে উপার্জন করে তখন তার উদাহরণ ঐ জন্তুর ন্যায়, যে খায় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না এবং দুনিয়াবী মাল-সম্পদ ক্বিয়ামাতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমের শারহ-তে রয়েছে, «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ...» আলোচ্য হাদীসের এই অংশে দুনিয়ার লোভে পড়ে প্রত্যায়িত হওয়া এবং দুনিয়ার লোভে পড়ে প্রত্যায়িত হওয়া এবং দুনিয়ার ঐশ্বর্য নিয়ে গর্ব করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। এবং এখানে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে- অধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝাতে আল্লাহর নামে শপথ করা মুস্তাহাব।

অর্থাৎ নাবী (ﷺ) অত্র হাদীসে দুনিয়ার চাকচিক্য সম্পর্কে তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন এবং ক্ষতির বা অকল্যাণের আশঙ্কা করেছেন। তখন রসূলের সামনে উপস্থিত এক ব্যক্তি উল্লেখ করলেন যে, আমরা যে সম্পদ অর্জন করব তাতো বৈধ পথেই অর্জন করব যেমন গনীমাত বা অন্য কিছু। আর এতে তো অকল্যাণের কিছু নেই। অতএব এ কল্যাণ কি অকল্যাণ নিয়ে আসবে? অর্থাৎ লোকটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, কল্যাণ তো কল্যাণই তা আবার অকল্যাণ হয় কি করে? তখন নাবী (ﷺ) বলেছেন, প্রকৃত কল্যাণ তো অকল্যাণ নিয়ে আসে না। তবে তোমরা যে দুনিয়ার চাকচিক্য অর্জন করবে তাতো প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ নয় বরং তা ফিতনাহ্ (পরীক্ষার বস্তু)। কেননা তোমরা এই মাল অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং তোমরা তা নিয়েই ব্যস্ত

---

[৮] সহীহ : বুখারী ১৪৬৫, মুসলিম ১২৩-(১০৫২), মুসনাদে আহমাদ ১১১৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২২৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯২০।

Scanned by CamScanner

থাকবে যা তোমাদেরকে পরকাল বিমুখ করে দিবে। আর এতেই তোমাদের অকল্যাণ হবে। অতঃপর তিনি (ﷺ) একটি উদাহরণ পেশ করেছেন।

(إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ) নালার পার্শ্বে যে ঘাস জন্মায় তা ভক্ষণকারী অতিরিক্ত ভক্ষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে যে পশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভক্ষণ না করে বরং প্রয়োজন পরিমাণমাফিক ভক্ষণ করার পর বিরতি দেয় এবং জাবর কাটে তাহলে তাকে ক্ষতি করতে পারে না। অনুরূপ মাল উপার্জন করা তো ভালো। তবে তা উপার্জন করতে গিয়ে যদি মাল নিয়েই ব্যস্ত থাকে তার ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ঐ মাল তাকে ধ্বংস করে অথবা তাঁকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন মিটানোর মতো মাল উপার্জনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং উপার্জন করে তুষ্ট থাকে তাহলে সে সেই পশুর মতো যে পশু প্রয়োজন মত জাবর কাটে তাহলে সে রক্ষা পায়।

(শারহুন্ নাবাবী ৭ম খণ্ড, হা. ১০৫২/১২৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٦٣ - [٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَوَاللهِ لَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১৬৩-[৯] 'আম্‌র ইবনু 'আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমনি প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে এটা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[১]

ব্যাখ্যা : (فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ) উল্লেখিত হাদীসাংশের অর্থ হলো, আমি তোমাদের দরিদ্রতাকে ভয় পাই না, কেননা এ দরিদ্রতা অধিকাংশ সময়ই শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে। কিন্তু আমি যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত সেটি হলো, তোমাদের জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও তার সরঞ্জামাদি প্রশস্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ বেড়ে যাবে। ফলে তোমরা পরস্পরের প্রতি একে অন্যের সাথে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মতো আচরণ করবে আর বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুসীবাত দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হওয়ার কারণ হলো তারা ফকীরদের ওপর রহম করত না, ধন-সম্পদের ওপর চরম লোভ আর ঝোঁকে থাকার কারণে তারা কপট আর কৃপণ হয়েছিল।

এখানে الْفَقْرُ দারিদ্র্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যা দরকার তা না থাকা। (أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُم) "তোমাদেরকে প্রাচুর্যতা দান করা হবে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজন মিটানোর জন্য যা না হলেই নয় তার চাইতে বেশি প্রদান করা। যা মানুষকে আল্লাহর 'ইবাদাত হতে বিমুখ করে দেয়। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো তোমরা দুনিয়ার প্রাচুর্যতা অর্জনের জন্য ব্যস্ত থাকবে এবং তা জমা করে রাখার জন্য লোভী হয়ে যাবে, ফলে সম্পদের কারণে অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। যার অনিবার্য ফল হলো ধ্বংস হয়ে যাওয়া। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১] সহীহ : বুখারী ৩১৫৮, মুসলিম ৬-(২৯৬১), তিরমিযী ২৪৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৭, মুসনাদে আহমাদ ১৭২৭৩, সহীহুল জামি' ১০৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৫৫, শু'আবুল ঈমান ১০২৯১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ১৩৫১৬।

Scanned by CamScanner

٥١٦٤ -[١٠] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» وَفِىْ رِوَايَةٍ «كَفَافًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১৬৪-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনকে জীবিকা নির্বাহ পরিমাণ রিয্‌ক্ব দান করো। অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রয়োজন পরিমাণ। (বুখারী ও মুসলিম)[১০]

ব্যাখ্যা : (آلِ مُحَمَّدٍ) "মুহাম্মাদ-এর পরিবার"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য তার সন্তানাদি ও স্ত্রীবর্গ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীগণ ও তার প্রকৃত বন্ধুগণ।

قُوتًا এর শাব্দিক অর্থ হলো খাদ্য যা দ্বারা মানুষ জীবনযাপন করে। এখানে قُوت দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের কাছে হাত না পেতে জীবন যাপনের সামগ্রী অর্জন করা যা তার ক্ষুধা নিবারণ করে।

(اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উল্লেখিত হাদীসে স্বল্প জীবিকার ফাযীলাত পাওয়া যাচ্ছে এবং আখিরাতের অবিনশ্বর ও অফুরন্ত নি'আমাতের আশায় দুনিয়ার মায়া বর্জনের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অতএব উম্মাতের সবার জন্য বিষয়টি ভেবে দেখা অত্যন্ত জরুরী।

'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের অর্থ হলো স্বল্প জীবিকা অন্বেষণ করা। কেননা হাদীসে বর্ণিত القوت শব্দটি ব্যবহৃত হয় ততটুকু পরিমাণ বুঝাতে যতটুকু পরিমাণে শরীর সুস্থ থাকে এবং প্রয়োজন পূরণ হয়। আর এ অবস্থায় সম্পদের স্বল্পতা আর আধিক্যতার সব রকমের বিপদ আপদ দূর হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৪৬০; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৬১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٦٥ -[١١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৬৫-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজনমাফিক রিয্‌ক্ব প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট রেখেছেন। (মুসলিম)[১১]

ব্যাখ্যা : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا) এখানে كَفَافًا দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ তথা মাঝামাঝি অবস্থা বুঝানো হয়েছে। খুব বেশিও না, আবার একেবারে কমও না। (শারহুন্ নাবাবী ৭ম খণ্ড, হা. ১০৫৪/১২৫)

(قَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ) আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দিয়েছেন তার প্রতি তাকে তুষ্ট করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে অভাবী বানায়নি আবার অধিক সম্পদের অধিকারী করেনি, অথচ এতেই সে সন্তুষ্ট থাকে এবং

---

[১০] সহীহ : বুখারী ৬৪৬০, মুসলিম ১২৬-(১০৫৫), তিরমিযী ২০৬১, ইবনু মাজাহ ৪১৩৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২২৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৪৪, শু'আবুল ঈমান ১৪৫৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৯৭৬।

[১১] সহীহ : মুসলিম ১২৫-(১০৫৪), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১২১, মুসনাদে আহমাদ ৬৫৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮২৯, তিরমিযী ২৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৪১৩৮, সহীহুল জামি' ৪০৬৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৯, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৩৪১, ৬৭০, শু'আবুল ঈমান ৯৭২৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭১৪৯।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার প্রতি রাজি-খুশি থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٦٦ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِيْ مَالِيْ. وَإِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنٰى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلٰى أَوْ أَعْطٰى فَاقْتَنٰى. وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৬৬-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : বান্দা (গর্ব করে) বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ; প্রকৃতপক্ষে তার সম্পদ হতে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি যা খেয়ে সে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে মানুষের (ওয়ারিসদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে। (মুসলিম)[১২]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের অর্থ হলো এই মানুষ সম্পদশালী হলে গর্ব করে বলে এটা আমার সম্পদ, আমি অমুক অমুক সম্পদের মালিক, আমার এত এত সম্পদ আছে ইত্যাদি। সে তার এই সম্পদের উপকার তিনভাবে ভোগ করে, ১. যা খায় তা শেষ হয়ে যায়, ২. যা পরিধান করে তা পুরাতন হয়ে যায়, ৩. যা দান করে তা আখিরাতের জন্য সঞ্চিত থাকে, বাকী সম্পদ মানুষের জন্য রেখে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

কাজেই আমার আমার বলে অহংকার করা আর পুঞ্জিভূত করে রাখা নেহায়েত বোকামী আর অজ্ঞতার পরিচয়। এজন্য সম্পদ হাতে থাকলে বেশি বেশি সদাক্বাহ্ করে আখিরাতে মুক্তি পাওয়াটাই মুখ্য বিষয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٦٧ -[١٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقٰى عَمَلُهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫১৬৭-[১৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তিনটি জিনিস মৃত লাশের সাথে যায়। দু'টি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে গমন করে আত্মীয়স্বজন, মাল-সম্পদ এবং তার 'আমাল। পরে জাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার 'আমাল। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩]

ব্যাখ্যা : (وَيَبْقٰى عَمَلُهُ) এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আমাল তার সাথে ক্বরে প্রবেশ করে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৭৯)

এ 'আমালের কারণেই সে সাওয়াবের অধিকারী হবে অথবা শাস্তির উপযোগী হবে। হাদীসে রয়েছে, "ক্বর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য হতে একটি বাগান অথবা আগুনের গর্তগুলোর মধ্য হতে একটি গর্ত।"

(يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ) এখানে পরিবার বলতে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত অনেক বন্ধু-বান্ধব আর مَالُهُ দ্বারা দাস-দাসী, জন্তু জানোয়ার ও আসবাবপত্র বুঝানো হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১২] সহীহ : মুসলিম ৪-(২৯৫৯), মুসনাদে আহমাদ ৮৭৯৯, সহীহুল জামি' ৮১৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৪৪, শু'আবুল ঈমান ৩৩৩৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৪৫।

[১৩] সহীহ : বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ৫-(২৯৬০), নাসায়ী ১৯৩৭, সহীহুল জামি' ৮০১৭, তিরমিযী ২৩৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩১০৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ২০৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৩০।

Scanned by CamScanner

٥١٦٨ -[١٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫১৬৮-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার কাছে নিজ সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধীকারীদের সম্পদ অধিক প্রিয়? তাঁরা বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; বরং ওয়ারিসের সম্পদ অপেক্ষা নিজের সম্পদই অধিক প্রিয়। তিনি (ﷺ) বললেন : যে (আল্লাহর পথে খরচ করে) যা অগ্রিম পাঠায় তাই তার সম্পদ। আর যা সে পিছনে রেখে যায় তা তার ওয়ারিসের সম্পদ। (বুখারী)[১৪]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ) উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে ইবনু বাত্তলসহ আরো অনেকে বলেন, আখিরাতে উপকৃত হওয়ার জন্য সৎ ও উত্তম পন্থায় সম্পদ দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

কেননা মৃত ব্যক্তি যে সম্পদ রেখে মারা যায় তার মালিক তার উত্তরাধিকারীগণ। অতএব মৃতের পূর্বে মালের মালিক নিজে যদি ঐ মাল দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ সম্পাদন করে তাহলে এর সাওয়াব সে নিজে পাবে। আর এই মাল উপার্জন ও তা জমা করার জন্য যে কষ্ট সে নিজে করেছে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। আর ঐ মাল দ্বারা যদি সে আল্লাহর অবাধ্যমূলক কাজ করে তাহলে তো সে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৪৪২)

٥١٦٩ -[١٥] وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ قَالَ: "يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي". قَالَ: «وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫১৬৯-[১৫] মুত্বার্‌রিফ তাঁর পিতা ('আবদুল্লাহ ইবনু শিখ্‌খীর رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : একদিন আমি নাবী ﷺ-এর দরবারে আসলাম, এ সময় তিনি সূরাহ্ ﴿أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ "ধনের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছেন"– (সূরাহ্ আত্ তাকা-সুর ১০২ : ১) পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : আদাম সন্তান বলে– "আমার মাল, আমার মাল"। তিনি (ﷺ) বলেন : হে আদাম সন্তান! তুমি যা খেয়ে শেষ করে দিয়েছ অথবা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ অথবা দান করে সঞ্চয় করেছ এছাড়া কি তোমার কোন সম্পদ আছে? (মুসলিম)[১৫]

---

[১৪] সহীহ : বুখারী ৬৪৪২, নাসায়ী ৩৬১২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪৮৬, সহীহুল জামি' ২৬৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮৬১, মুসনাদে আহমাদ ৩৬২৬, শু'আবুল ঈমান ৩৩৩১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৪৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৪৪।

[১৫] সহীহ : মুসলিম ৩-(২৯৫৮), তিরমিযী ২৩৪২, নাসায়ী ৩৬১৩, সহীহুল জামি' ৮১৩২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৩৪, শায়বাহ্ ৩৪৩৩৯, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৫১৩, মুসনাদে আহমাদ ১৬৩৪৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০১, শু'আবুল ঈমান ৩৩৩২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৪৪০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৯৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৩৫২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (هَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ) হে আদাম সন্তান! তোমার মাল তো তাই যা তুমি ভক্ষণ করেছ। অর্থাৎ মাল অর্জন করে যা তুমি জমা করে রাখবে তা অন্যে ভোগ করবে। তুমি ভোগ করতে পারবে না। আর যা তুমি ভক্ষণ করেছ তাই ভোগ করেছ। অতএব যা তুমি ভোগ করতে পেরেছো তা তোমার। অনুরূপ যা তুমি পরিধান করেছ এটাও তোমারই। আর যা তুমি দান করেছ তা তুমি আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছো তোমার জন্য তা জমা থাকবে। পরকালে তুমি তা ভোগ করবে, অতএব এতটুকুই তোমার মাল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٧٠ -[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫১৭০-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্পদের প্রাচুর্যতা ধনাঢ্যতা নয় বরং প্রকৃত ধনাঢ্যতা অন্তরের ধনাঢ্যতা। (বুখারী ও মুসলিম)[১৬]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ) উল্লেখিত হাদীসে اَلْعَرَضِ শব্দটি যদি 'হরকত' যোগে পড়া হয় তবে অর্থ হবে টাকা-পয়সা যাবতীয় সম্পদ। আর 'সাকীন' যোগে পড়া হলে অর্থ হবে টাকা-পয়সা ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্পদ।

আবূ 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, اَلْعَرَضُ হলো সব ধরনের ভোগ্য সামগ্রী। তবে জীবজন্তু জমি-জমা আর ঐ সমস্ত বস্তু যেগুলো ওযন বা পরিমাপ করা যায় না এগুলো اَلْعَرَضُ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

«إِنَّمَا الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ» ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রকৃত ধনী অধিক সম্পদ থাকলেই হওয়া যায় না। কারণ অধিকাংশ সম্পদশালী লোক তাদের সম্পদে আত্মতৃপ্ত হতে পারে না। সম্পদের প্রতি চরম মোহ থাকায় আরো বেশি সম্পদশালী হবার জন্য চেষ্টা চালায়। এজন্য সে সম্পদশালী হয়েও ফকীর থেকে যায়। তার স্বভাব ফকীরদের মতো ভিক্ষুক।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা যাই হোক সে যদি প্রশস্ত মনের অধিকারী হয় এবং অল্পেই তার মন থেকে অভাব দূর হয় তবে সেই হবে প্রকৃত ধনী। কারণ সে ভিক্ষুকের মতো মনের মধ্যে আরো বেশি পাওয়ার স্বপ্ন দেখে না।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মনের প্রাচুর্যতাই হলো প্রশংসনীয় মহান এবং উপকারী ধনী।

ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মনের ধনাঢ্যতা অর্জন হয় অন্তর তথা ক্বল্‌বের ধনাঢ্যতা থেকে। অর্থাৎ সে সকল বিষয়ে তার রবের মুখাপেক্ষী হবে। আর সে নিশ্চিতভাবে জানবে যে তার রবই তাকে দান করে থাকেন। আর না দিলেও তিনি দেন না। বিধায় তার রবের ফায়সালার উপর সে রাজি-খুশি থাকে।

তাই নি'আমাত পেয়ে সে তার রবের শুকরিয়া আদায় করে। আর বিপদে পতিত হয়ে সে তার রবেরই অভিমুখী হয়। অতএব রবের মুখাপেক্ষিতাই তাকে অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে যথেষ্ট করে দেয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৪৪৬)

---

[১৬] সহীহ : বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ১২০-(১০৫১), তিরমিযী ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, মুসনাদে আহমাদ ৯৬৪৫, সহীহুল জামি' ৫৩৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮২৫, আবূ ইয়া'লা ৩০৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৯, শু'আবুল ঈমান ১০৩৪২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭২৭৪।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٧١ -[١٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْخُذُ عَنِّيْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟» قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ: «اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫১৭১-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কে এ বাক্যগুলো আমার নিকট হতে গ্রহণ করবে? অতঃপর নিজে সে মতো 'আমাল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে শিখিয়ে দেবে যে সে অনুযায়ী 'আমাল করে। আমি বললাম : আমি হে আল্লাহর রসূল! এরপর তিনি (ﷺ) আমার হাত ধরে পাঁচটি গণনা করলেন। তিনি (ﷺ) বললেন : ১. আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হতে বেঁচে থাকো, এতে তুমি হবে মানুষের মাঝে উত্তম 'ইবাদাতকারী, ২. আল্লাহ তোমার তাকদীরে যা বণ্টন করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, এতে তুমি হবে মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা ধনবান, ৩. তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, এতে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার, ৪. নিজের জন্য যা পছন্দ করো মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে, তখন তুমি হবে পূর্ণ মুসলিম এবং ৫. বেশি হাসবে না; কেননা বেশি হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে। (আহমাদ ও তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি গরীব)[১৭]

ব্যাখ্যা : (اتَّقِ الْمَحَارِمَ) অর্থাৎ তোমার ওপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাতে জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাক।

(وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ) আল্লাহ তোমাকে যে অংশ দিয়েছে তাতে রাজি থাকে, তাহলেই তুমি সবার চাইতে ধনী হতে পারবে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন তাতো আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেনই, তাই তুমি এতেই সন্তুষ্ট থাকো তবেই তুমি সর্বাধিক ধনী বলে বিবেচিত হবে। কেননা যে ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত অংশ পেয়েই সন্তুষ্ট হতে পারে যদিও তা পরিমাণে কম হয় তাহলেই সে অন্যের হাতে যা আছে তার প্রতি লোভ করে না। এতে সে অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়াই ধনী হওয়ার প্রমাণ।

(وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ) এখানে হাসির সাথে অন্তরের মৃত্যুর সম্পর্ক হলো এই, মৃতের ব্যক্তির অন্তরে যে রকম আল্লাহর যিক্‌র-আযকার, ভয় বা 'ইবাদাত-বন্দেগীর কথা স্মরণ থাকে না বা অনুভূতি জন্মায় না, অনুরূপ অধিক হাসির কারণে সীমাহীন আনন্দে মত্ত থাকায় আল্লাহর যিক্‌র-আযকার, ভয় বা 'ইবাদাতের কথা স্মরণ থাকে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩০৫, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৭] হাসান : তিরমিযী ২৩০৫, মুসনাদে আহমাদ ৮০৮১, সহীহুল জামি' ১০০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৩৪৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩০, আবূ ইয়া'লা ৬২৪০, শু'আবুল ঈমান ১১১২৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৮৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭০৫৪।

Scanned by CamScanner

٥١٧٢ -[١٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

৫১৭২-[১৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদাম সন্তান! আমার 'ইবাদাতের জন্য ব্যস্ততা হতে মুক্ত হও। আমি তোমাদের হৃদয়কে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না করো, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব মিটাব না। (আহমাদ ও ইবনু মাজাহ)[১৮]

ব্যাখ্যা : (ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ) আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদাম সন্তান! তুমি আমার 'ইবাদাতে মশগুল থাক আমি তোমার অন্তরকে ধনাঢ্যতা দিয়ে পূর্ণ করে দিবো এবং তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিব।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) 'ইমরান ইবনু হুসায়ন থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয় আল্লাহ তাঁর সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেন এবং এমন জায়গা হতে রিয্ক্বের ব্যবস্থা করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী হয় আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ার প্রতি সোপর্দ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার দায়িত্ব তারই নিজ হাতে তুলে দেন, তার কোন দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٧٣ -[١٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَذُكِرَ آخَرُ بِرِعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَعْدِلْ بِالرِّعَةِ». يَعْنِي الْوَرَعَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৭৩-[১৯] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করা হলো, যে আল্লাহর 'ইবাদাত-বন্দেগীতে খুব চেষ্টা করে (কিন্তু গুনাহ হতে বেঁচে থাকার প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখে না) এবং এমন আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো (যে 'ইবাদাত-বন্দেগী কম করে) কিন্তু সে পরহেজগারী অবলম্বন করে (গুনাহ হতে বেঁচে চলে), তখন নাবী ﷺ বলেন, তা ('ইবাদাত করা এবং 'ইবাদাতে সচেষ্ট থাকা) পরহেজগারীর সমতুল্য হতে পারবে না। (তিরমিযী)[১৯]

ব্যাখ্যা : (لَا تَعْدِلْ بِالرِّعَةِ) অর্থাৎ 'ইবাদাতকে পরহেজগারিতা দিয়ে মাপা যায় না। الرِّعَةِ মূলত الورع ছিল। এর অর্থ হলো, হারাম কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা।

হাদীসের মূল অর্থ হলো, একজন লোক অনেক 'ইবাদাত করে কিন্তু হারাম থেকে বেঁচে থাকার পরহেজগারিতা কম। পক্ষান্তরে আরেকজন লোক 'ইবাদাত-বন্দেগী কম করলেও হারাম কার্যকলাপ সম্পর্কে

---

[১৮] **সহীহ** : ইবনু মাজাহ ৪১০৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩৫৯, মুসনাদে আহমাদ ৮৬৮১, তিরমিযী ২৪৬৬, সহীহুল জামি' ১৯১৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৬৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৩০৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৬৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৩, শু'আবুল ঈমান ১০৩৩৯, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৬৮৯৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৬৫৭।

[১৯] **য'ঈফ** : তিরমিযী ২৫১৯, য'ঈফাহ্ ৪৮১৭, য'ঈফুল জামি' ৬৩৫৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৪৮, কারণ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু নাবীহ মুজাহুলুল আইন, দেখুন- য'ঈফাহ্ ৪৮১৭।

Scanned by CamScanner

খুবই পরহেজগারী। এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম? এটা নাবী ﷺ-এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'ইবাদাতকে পরহেজগারিতার সাথে মেপো না। অর্থাৎ মুত্তাক্বী লোকেদের 'ইবাদাত এমনিতে বেশি হয়। পরিমাণে এবং মর্যাদায় উভয় স্তরে সমান থাকে।

রাগিব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শারী'আতের পরিভাষায় وَرَعٌ বলা হয় দুনিয়ার সহায়-সম্পদ অর্জনের জন্য তাড়াহুড়া বর্জন করা। অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত না হওয়াকে وَرَعٌ তথা পরহেজগারিতা বলা হয়। এটা তিন প্রকার– (১) ওয়াজিব : সমস্ত হারাম কাজ হতে বিরত থাকা। এটা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। (২) মানদূব : সন্দেহজনক জিনিস হতে বিরত থাকা। অর্থাৎ কোন কাজ ইসলামী শারী'আতে জায়িয নাকি হারাম তা অস্পষ্ট হলে সে কাজ হতে বিরত থাকা। এটা তা মধ্যম পর্যায়ের লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (৩) ফাযীলাত বা মর্যাদাপূর্ণ কাজ : অনেক বৈধ কাজ হতে বিরত থাকা এবং সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তার মধ্যে স্বীমাবদ্ধ থাকা। আর এটা নাবী, শাহীদ, সিদ্দীক্ব ও সালিহীনদের জন্য প্রযোজ্য।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٧٤ ـ[٢٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: "«اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا.

৫১৭৪-[২০] 'আম্‌র ইবনু মায়মূন আল আওদী رحمه الله হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে নাসীহাতস্বরূপ বললেন : পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি কাজকে বিরাট সম্পদ মনে করো। ১. তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, ২. রোগাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে, ৩. দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে, ৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে। (তিরমিযী মুরসাল হিসেবে একে বর্ণনা করেছেন)[২০]

٥١٧٥ ـ[٢١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غِنًى مُطْغِيًا أَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৫১৭৫-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের অনেকে কেবল এমন সচ্ছল হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে যা পাপাচারে লিপ্ত করবে অথবা এমন দরিদ্রতার যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দেবে। অথবা এমন ব্যাধির যা ধ্বংসকারী হবে। অথবা এমন বার্ধক্যের যা বিবেকশূন্য করে ফেলবে অথবা মৃত্যুর যা অতর্কিতে আগমন করবে অথবা দাজ্জালের; আর দাজ্জাল তো সবচাইতে অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ অথবা ক্বিয়ামাতের, অথচ ক্বিয়ামাত হলো অত্যন্ত কঠিন ও তিতার ন্যায়। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[২১]

---

[২০] সহীহ : সহীহুল জামি' ১০৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৫৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩১৯, শু'আবুল ঈমান ১০২৪৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮৪৬।

[২১] য'ঈফ : তিরমিযী ২৩০৬, য'ঈফাহ্ ১৬৬৬, য'ঈফুল জামি' ২৩১৫; বর্ণনাকারী মিহরায ইবনু হারূন-এর ব্যাপারে বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুনকারুল হাদীস, য'ঈফাহ্ ১৬৬৬, আবূ ইয়া'লা ৬৫৪২, শু'আবুল ঈমান ১০৫৭৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৭৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৯৪৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৯০৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : «قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا» অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার ফিতনায় জর্জরিত হওয়ার আগেই বেশি বেশি সৎ 'আমাল করতে হোক। বিশেষ করে উল্লেখিত সাতটি ফিতনাহ্ (বিপদ) দেখা দেয়ার আগেই। কারণ এগুলোর কোন একটি যখন আক্রমণ করে ফেলবে তখন সৎ 'আমাল করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

مُنْسِ শব্দটি 'আরবী ব্যাকরণে باب الإفعال অথবা التفعيل থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, এমন দারিদ্র্যতা যা কোন ব্যক্তিকে অস্থির করে ফেলে। ফলে সে অভাব আর ক্ষুধার তাড়নায় 'ইবাদাত-বন্দেগীর কথা ভুলে যায়।

(مَوْتًا مُجْهِزًا) দ্রুত আগমনকারী মৃত্যু। অর্থাৎ হঠাৎ মৃত্যু যা অসুস্থতা অথবা বৃদ্ধ হবার কারণে ঘটে না। বরং হত্যা, পানিতে ডুবে মৃত্যু অথবা ধ্বংস স্তূপের নীচে পরে মৃত্যু ইত্যাদি যা মানুষের ধারণার বাহিরে রয়েছে।

(وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ) ক্বিয়ামাত অধিক আতঙ্ক, কঠিন ও তিক্তের। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্বিয়ামাত সম্পর্কে গাফেল এবং সেজন্য কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ না করে অলস জীবন কাটায় ক্বিয়ামাত তার জন্য সর্বাধিক আতঙ্ক ও তিক্তের বস্তু। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩০৬, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٧٦ - [٢٢] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫১৭৬-[২২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত, তন্মধ্যে আল্লাহর যিক্র ও আল্লাহ যা কিছু ভালোবাসেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞান অনুসন্ধানকারী ব্যতীত সব কিছুই অভিশপ্ত। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[২২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ) অর্থাৎ দুনিয়া তার অধিবাসীকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে রাখে বলে তাকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (مَلْعُونٌ مَا فِيهَا) অর্থাৎ যারা আল্লাহর যিক্র থেকে বিমুখ তারাও অভিশপ্ত।

(وَمَا وَالَاهُ) অর্থাৎ- সৎ কাজ করার জন্য তাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ মান্য করে, নিষেধ বর্জন করে এবং তার যিক্রে মত্ত থাকে সে অভিশপ্ত নয়। 'আল্লামাহ্ মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত কার্যকলাপ পছন্দ করেন সেগুলো উদ্দেশ্য।

'আল্লামাহ্ মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : مَلْعُونَةٌ শব্দের অর্থ হলো متروكة, অর্থাৎ বর্জনীয়। তিনি বলেন : দুনিয়াকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, সে মানুষকে আল্লাহর 'ইবাদাত থেকে বিমুখ করে প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ত রাখে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩২২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٧٧ - [٢٣] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

---

[২২] হাসান : তিরমিযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৪৪, সহীহুল জামি' ১৬০৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৯৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৩৩২, মুসনাদে বায্যার ১৭৩৬, শু'আবুল ঈমান ১৭০৮, দারিমী ৩২২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৬৮০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪০৭২।

Scanned by CamScanner

৫১৭৭-[২৩] সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তা'আলার কাছে মাছির একটি পাখার সমমূল্য পরিমাণ হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে দুনিয়াতে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[২৩]

ব্যাখ্যা : (لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ...) উক্ত হাদীসের সারমর্ম হলো এই আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য এবং মর্যাদা অত্যন্ত নগণ্য। সামান্য মাছির ডানা পরিমাণও নয়। অর্থাৎ একশতের ভিতর শূন্যেরও নিচে।

এজন্য দুনিয়াতে মু'মিন মুশরিক সবাই আহার পায় এবং সমানভাবে বিচরণ করতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যদি সরিষার দানা পরিমাণ মূল্য থাকত তবে আল্লাহর অনুগ্রহ শুধু মু'মিনরাই ভোগ করত। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩২০)

٥١٧٨ - [٢٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫১৭৮-[২৪] ('আবদুল্লাহ) ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার (আগ্রহের সাথে) গ্রহণ করো না। ফলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। (তিরমিযী ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[২৪]

ব্যাখ্যা : এখানে الضَّيْعَةَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো চাষাবাদ, ফসলি জমি, বাগান, গ্রামীণ জনপদ ইত্যাদি।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির ضَيْعَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সম্পদ যা তার জীবিকার কাজ সম্পন্ন করে। যেমন- বিভিন্ন শিল্পকর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাষাবাদ বা অন্য কিছু।

আল ক্বামূস গ্রন্থে বলা হয়েছে, الضَّيْعَةَ-এর অর্থ ফসলী জমি।

(فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا) এখানে উদ্দেশ্য হলো, এমন সব কাজকর্মে সব সময় ব্যস্ত না থাকা যেগুলো সঠিক সময় 'ইবাদাত-বন্দেগী করতে বা একেবারেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এমন কাজ বেছে নেয়া উচিত যাতে সময়মত 'ইবাদাতসহ যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা যায়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩২৮)

٥١٧٩ - [٢٥] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ أَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

---

[২৩] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ , তিরমিযী ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১১০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৮৬, সহীহুল জামি' ৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩২৪, শু'আবুল ঈমান ১১৪৬৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বরানী ৫৭০৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮৪৭।

[২৪] সহীহ : তিরমিযী ২৩২৮, শু'আবুল ঈমান ১০৩৯১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২, সহীহুল জামি' ৭২১৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৭৯, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১২২, মুসনাদে আহমাদ ৩৫৭৯, আবূ ইয়া'লা ৫২০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৯১০।

Scanned by CamScanner

৫১৭৯-[২৫] আবূ মূসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (যে পরিমাণ) ইহকাল ভালোবাসে সে (সে পরিমাণ) তার পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, পক্ষান্তরে যে পরকালকে মুহাব্বাত করে, সে সেই পরিমাণ ইহকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব যা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে তার উপর তাকে প্রাধান্য দাও যা চিরস্থায়ী থাকবে। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[২৫]

ব্যাখ্যা : (فَآثِرُوا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى) অবিনশ্বরকে নশ্বরের উপর প্রাধান্য দাও। ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যার সামান্য জ্ঞান ও ঈমান আছে সে ব্যক্তি এটা জানে যে, দুনিয়া অস্থায়ী এবং আখিরাত চিরস্থায়ী। আর এ জানার ফল হলো যে, সে অস্থায়ী বস্তুর প্রতি বিমুখ হবে এবং স্থায়ী বস্তুর প্রতি মনোযোগী হবে। আর অস্থায়ী বস্তুর প্রতি বিমুখতা ও স্থায়ী বস্তুর প্রতি মনোযোগিতার আলামাত হলো সে মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দুনিয়া ও পরকাল হলো বাট-খাবার দু'টি পাল্লা। একটি ভারী হলে অন্যটি হালকা হবে। অতএব দুনিয়ার পাল্লা ভারী হলে পরকালের পাল্লা হালকা হবে। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ স্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন যাতে পরকালের পাল্লা ভারী হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٠ ـ[٢٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৮০-[২৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, দীনারের দাসকে ও দিরহামের দাসকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। (তিরমিযী)[২৬]

ব্যাখ্যা : (لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ) অর্থাৎ এ ব্যক্তি রহমাত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হোক, যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা (অর্থাৎ টাকা পয়সা) পুঞ্জিভূত করতে চরম আগ্রহী এবং অঢেল সম্পদের মালিক হিসেবে বেঁচে থাকার আশায় গুণে গুণে সম্পদ হিফাযাত করে রাখে। এ ধরনের ব্যক্তিরা যেন অর্থ সম্পদের খাদেম ও গোলাম, এজন্য عَبْدُ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সম্পদ পুঞ্জিভূতকারীকে দীনার ও দিরহামের গোলাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার মালিক বলা হয়নি, কারণ সে সম্পদের মুহাব্বাতে এতটাই মোহগ্রস্ত যে, সে তা হতে কক্ষনো মুক্ত হতে পারে না। যেমন গোলাম তার মুনীবমুক্ত হতে পারে না। আর সম্পদের মধ্য হতে দীনার ও দিরহাম উল্লেখ করার কারণ হলো তা দুনিয়ার সম্পদের মূল। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৭৫)

٥١٨١ ـ[٢٧] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

[২৫] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ১৯৭১২, শু'আবুল ঈমান ১০৩৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮৫৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৫১, আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে প্রথমে য'ঈফ বলছিলেন- য'ঈফাহ্ ৫৬৫০, য'ঈফুল জামি' ৫৩৪০, তারপর তিনি সহীহার ৩২৮৭নং এ উল্লেখ করেছেন। দেখুন- তারাজু'আতুল আলবানী ফিত্ তাসহীহ ১১১।

[২৬] **য'ঈফ** : তিরমিযী ২৩৭৫, সহীহুল জামি' ৪৬৯৫, পরবর্তীতে হাসান বলেছেন, মূল বুখারীতে ৪৬৩৫ নং এ, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫১০৮/৫/১১ পৃ.।

Scanned by CamScanner

৫১৮১-[২৭] কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘকে মেষ-বকরীর দলের মধ্যে ছেড়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদের ভালোবাসা ও মর্যাদার লালসা তার দীনের ক্ষতি করে থাকে। (তিরমিযী ও দারিমী)[২৭]

ব্যাখ্যা : (مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا...) উল্লেখিত হাদীসের সারমর্ম হলো এই সম্পদ এবং ঐশ্বর্য পাওয়ার নেশায় মোহগ্রস্ত ব্যক্তির ধর্মীয় কাজে যতটুকু পরিমাণ ক্ষতি হয় কোন বকরীর পালে ক্ষুধার্ত দু'টি নেকড়ে ছেড়ে দিলেও ততটুকু পরিমাণ ক্ষতি হয় না।

কাজেই লোভ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর যদি সেটা সম্পদশালী হওয়া আর অভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে হয় তাহলে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মাল ক্ষতিকর এজন্য যে, তা মানুষের মধ্যে এক প্রকার ক্ষমতা সৃষ্টি করে যা মানুষকে প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকে আহ্বান করে এবং দুনিয়ার নি'আমাতের মধ্যে ডুবে থাকার দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে সে ব্যক্তি নি'আমাতের মধ্যে ডুবে থাকা পছন্দ করে। কখনো তা এত বৃদ্ধি পায় যে, সে যদি হালাল উপায়ে তা অর্জন করতে না পারে তাহলে সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়ে পরে যা তাকে আল্লাহ স্মরণ বিমুখ করে তুলে। অভিজাত্য তথা সুনাম অর্জন ক্ষতিকর এজন্য যে, মানুষ এই সুনাম অর্জনের জন্যই সম্পদ ব্যয় করে যা অতি সূক্ষ্ম শির্ক। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৭৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٢ -[٢٨] وَعَنْ خَبَّابٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْفَقَ مُؤْمِنٌ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أُجِرَ فِيهَا إِلَّا نَفَقَتَهُ فِيْ هٰذَا التُّرَابِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫১৮২-[২৮] খব্বাব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি (জীবনধারণের উদ্দেশে) যা খরচ করে, তাকে তার পুণ্য দেয়া হয়। কিন্তু সে এ মাটির মধ্যে যা ব্যয় করে (তাতে কিছুই দেয়া হয় না)। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[২৮]

ব্যাখ্যা : অতএ হাদীসে বলা হয়েছে যে, পরিবার-পরিজনের পিছনে যে ব্যক্তি যত প্রকার সম্পদ ব্যয় করে তার সেই সকল ব্যয়ের কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু ঘর-বাড়ী নির্মাণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে ব্যয় করে তথা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর বাড়ী নির্মাণ করে এজন্য তাকে কোন সাওয়াব দেয়া হবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৮৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٣ -[٢٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلنَّفَقَةُ كُلُّهَا فِيْ سَبِيلِ اللهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫১৮৩-[২৯] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : (কোন ব্যক্তির জীবনধারণের) প্রত্যেকটি খরচ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করার মধ্যে গণ্য– কেবল ঘর-বাড়ি ব্যতীত।

---

[২৭] সহীহ : তিরমিযী ২৩৭৬, দারিমী ২৭৩০, সহীহুল জামি' ১০৫৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭১০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৮০, মুসনাদে আহমাদ ১৫৮২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২২৮, শু'আবুল ঈমান ১০২৬৪।

[২৮] সহীহ : তিরমিযী ২৪৮৩, ইবনু মাজাহ ৪১৬৩, সহীহুল জামি' ১৯৫০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮৩১, মুসনাদে আহমাদ ২১০৯৭, বুখারী ৬৫৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৪৩, শু'আবুল ঈমান ১০৭১৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৫৩৯।

Scanned by CamScanner

কেননা তাতে কোন উপকার নেই। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি গরীব][২৯]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا الْبِنَاءَ) এখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ অপচয় করার কারণে কোন সাওয়াব নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٤ - [٣٠] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا وَنَحْنُ مَعَهٗ فَرَأٰى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ: «مَا هٰذِهٖ؟» قَالَ أَصْحَابُهٗ: هٰذِهٖ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسِهٖ حَتّٰى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذٰلِكَ مِرَارًا حَتّٰى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالْإِعْرَاضَ فَشَكَا ذٰلِكَ إِلٰى أَصْحَابِهٖ وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّيْ لَأُنْكِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالُوا: خَرَجَ فَرَأٰى قُبَّتَكَ. فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلٰى قُبَّتِهٖ فَهَدَمَهَا حَتّٰى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ: «مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟» قَالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ إِلَّا مَا لَا إِلَّا مَا لَا» يَعْنِيْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫১৮৪-[৩০] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি একটি উঁচু গুম্বুজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি? সাথিগণ বললেন : এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির। এটা শুনে তিনি (ﷺ) নীরব রইলেন এবং তা (ঘৃণাভরে) নিজের মনেই রেখে দিলেন। পরিশেষে যখন সেই ঘরওয়ালা এসে লোকজনের মধ্যে রসূল ﷺ-কে সালাম করল, তখন তিনি তার দিক হতে চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েকবার করল, এমনকি লোকটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসন্তুষ্টি এবং তার দিক হতে মুখ ফিরানো অনুধাবন করে রসূল ﷺ-এর সহাবীদের নিকট ব্যাপারটি প্রকাশ করে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে (আমার প্রতি) অসন্তুষ্ট দেখছি। তারা বললেন : রসূল ﷺ এ দিকে বের হয়ে তোমার গম্বুজটি দেখেন (এতে তিনি অসন্তুষ্ট হন)। এ কথা শুনে লোকটি তার গুম্বজের দিকে ফিরে গেল এবং তা ভেঙ্গে চুরমার করে জমিনের সাথে মিশিয়ে দিলো। এরপর আবার একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ এদিকে বের হলেন; কিন্তু গুম্বুজটি দেখলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গুম্বজটির কি হলো? তাঁরা বললেন : তার মালিক আমাদের নিকট এসে আপনার অসন্তুষ্টির কথা বললে আমরা তাকে এর কারণ অবগত করলাম, অতঃপর সে তা ভেঙ্গে ফেলেছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সাবধান! একান্ত প্রয়োজনীয় ঘর ব্যতীত অন্য কোন ইমারত তার মালিকের জন্য বিপদ ('আযাবের কারণ হবে)। (আবূ দাউদ)[৩০]

---

[২৯] **য'ঈফ :** শারীব ইবনু বিশ্‌র সত্যবাদী তবে ভুল করে আর যাফির প্রচুর ভুল করে, যেমন- "আত্ তাক্বরীবে" আছে, আর ইমাম মানাবী তৃতীয় আরেকটি দোষের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়দ আর্ রযী তিরমিযীর শায়খ, ইমাম বুখারী বলেন : ফীহি নাযরুন, তার ব্যাপার কথা আছে, তিরমিযী ২৪৮২, য'ঈফুল জামি' ৫৯৯৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১১৭৯, মুসনাদে বায্‌যার ৭৫২২, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫১১১, ৫/১২ পৃ.।

[৩০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫২৩৭, হাদীসটির সানাদ য'ঈফ; আমি হাদীসটির ব্যাখ্যাকারের কথা বলেছি, য'ঈফাহ্ ১৭৪নং-এ। অতঃপর আমার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে যে, তা সহীহ। ফলে আমি তা সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮৩নং-এ উল্লেখ করেছি। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫১১৩, ৫/১২ পৃ.।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِه) সাবধান সকল ঘরবাড়ী তার মালিকের জন্য ক্বিয়ামাত দিবসে শাস্তির কারণ হবে। এ দ্বারা উদ্দেশ্য সেই ঘরবাড়ী যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈরি করেছে। উদ্দেশ্য হলো এর দ্বারা অহংকার প্রকাশ করা ও অতিরিক্ত সুখ-সাচ্ছন্দ্যে মেতে থাকা। ঐ ঘর-বাড়ী উদ্দেশ্য নয় যা মানব কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে যেমন মাসজিদ, মাদরাসাহ্ ও সরাইখানা ইত্যাদি। কেননা এগুলো পরকালের সাওয়াবের উদ্দেশ্যেই বানানো হয়। অনুরূপভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় খাবার, পোশাক ও বাসস্থান বানানো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٥ ـ [٣١] وَعَنْ أَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِيْ سَبِيلِ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ «الْمَصَابِيحِ» عَنْ أَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَدٍ بِالدَّالِ بَدَلَ التَّاءِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ

৫১৮৫-[৩১] আবূ হাশিম ইবনু 'উতবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে উপদেশস্বরূপ বললেন : সমস্ত ধন-সম্পদের মধ্যে তোমার জন্য একজন খাদিম ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ। আর মাসাবীহের কোন কোন গ্রন্থে عُتْبَةَ-এর স্থলে عُتْبَدٍ। অর্থাৎ- "তা"-এর পরিবর্তে "দাল" আছে, কিন্তু এটা ভুল।)[৩১]

ব্যাখ্যা : خَادِمٌ অর্থাৎ সফরে খাদেমের প্রয়োজন দেখা দেয় বিধায় এখানে 'খাদেম' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। (فِيْ سَبِيلِ اللهِ) অর্থাৎ- জিহাদ, হাজ্জ অথবা জ্ঞান অর্জনসহ সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٦ ـ [٣٢] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوٰى هٰذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৮৬-[৩২] 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : আদাম সন্তানের জন্য বসবাসের একখানা ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার একখানা কাপড়, একখণ্ড শুকনা রুটি ও কিছু পানি ব্যতীত আর কিছুই রাখার হাক্ব বা অধিকার নেই। (তিরমিযী)[৩২]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الْحَقُّ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ প্রয়োজনের কারণে যার প্রতি মুখাপেক্ষী হয় এবং তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। এটাই হলো المال শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৪১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٧ ـ [٣٣] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللهُ وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ. قَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

---

[৩১] হাসান : তিরমিযী ২৩২৭, ইবনু মাজাহ ৪১০৩, নাসায়ী ৫৩৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩১৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩১০, মুসনাদে আহমাদ ১৫৭০২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৯৮১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭০৫০।

[৩২] য'ঈফ : তিরমিযী ২৩৪১; কারণ হাদীসটি ইসরাইলিয়্যাত, হুবায়স ভুল করেছে। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১০৬৩, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪৬।

Scanned by CamScanner

৫১৮৭-[৩৩] সাহ্‌ল ইবনু সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট) এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমাকে এমন একটি কাজের আদেশ দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষেরাও আমাকে ভালোবাসবে। তিনি বললেন : দুনিয়া বর্জন করো, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষের নিকট যা আছে তার প্রতি লোভ করো না। তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালোবাসবে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৩৩]

ব্যাখ্যা : (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ) তুমি দুনিয়া পরিত্যাগ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। অর্থাৎ দুনিয়ার ঐশ্বর্য অর্জন করার ক্ষমতা থাকতেও জাহান্নামের ভয়ে ও জান্নাতের আশায় ঐশ্বর্য অর্জনের পথ পরিহার করে আল্লাহর পথে জীবন ব্যয় করলেই আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন।

(وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ) মানুষের নিকট যা আছে তুমি তা পাওয়ার আশা পরিত্যাগ কর তাহলেই মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে। অর্থাৎ তোমার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তুমি যদি মানুষের কাছে হাত না পাতো এবং চাওয়ার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট না দাও তাহলেই মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٨ - [٣٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ عَلٰى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِيْ جَسَدِهٖ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ. فَقَالَ: «مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫১৮৮-[৩৪] ('আবদুল্লাহ) ইবনু মাস্‌'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ একটি চাটাইয়ে ঘুমিয়েছিলেন, তা হতে উঠলে তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়ে যায়। তখন ইবনু মাস্‌'উদ رضي الله عنه আরয করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি আমাদেরকে আদেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরি করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি (ﷺ) বললেন : দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? মূলত আমার ও দুনিয়ার উপমা হলো একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের নীচে ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিলো, অতঃপর বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৩৪]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا» এর অর্থ হলো, দুনিয়ার প্রতি আমার কোনই মুহাব্বাত নেই। কারণ আমি আখিরাতকে অনুসন্ধান করি এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৭৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٨٩ - [٣٥] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَغْبَطُ أَوْلِيَائِيْ عِنْدِيْ لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهٖ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ

---

[৩৩] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৪১০২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৪৪, সহীহুল জামি' ৯২২, ১০৬০৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২১৩, রিয়াযুস্ সলিহীন ৪৭৬, শু'আবুল ঈমান ১০৫২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৮৩৯, হিদায়াতুর রুওয়াত ১১৬/১১৪ পৃ.।

[৩৪] **সহীহ :** তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৪১০৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৮২, মুসনাদে বায্যার ১৫৩৩, শু'আবুল ঈমান ১০৪১৫।

Scanned by CamScanner

رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ» ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهٖ فَقَالَ: «عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهٗ قَلَّتْ بَوَا كِيهِ قَلَّ تُرَاثُهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫১৮৯-[৩৫] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমার বন্ধুদের মধ্যে সে মু'মিনই আমার নিকট ঈর্ষার পাত্র, যে ইহকাল ঝামেলামুক্ত, সলাতের ব্যাপারে আন্তরিক, আল্লাহর 'ইবাদাত ভালোভাবে আদায় করে এবং গোপনীয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যে থাকে। মানুষের কাছে অপরিচিত– তার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় না, তার রিয্ক্ব প্রয়োজন পরিমাণ হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে। এ কথাগুলো বলে নাবী (ﷺ) নিজের হাতের অঙ্গুলির মধ্যে চুটকি মেরে বললেন : এ অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাকে মৃত্যু গ্রাস করে। তার জন্য ক্রন্দনকারিণীও কম হয় এবং মীরাসের সম্পদও স্বল্প ছেড়ে যায়। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৩৫]

ব্যাখ্যা : (أَغْبَطُ أَوْلِيَائِيْ عِنْدِيْ لَمُؤْمِنٌ) আমার নিকটে অধিক ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য ও আমার সাহায্যকারী যার প্রতি ঈর্ষা করা যায় এবং যার অবস্থায় কামনা করা যায় সে এমন মু'মিন যার মধ্যে পরবর্তীতে বর্ণিত গুণাবলি রয়েছে। অর্থাৎ অত্র হাদীসে বর্ণিত গুণাবলিসম্পন্ন মু'মিন ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

(عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهٗ) তার মৃত্যু দ্রুতসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত গুণাবলি যার মধ্যে আছে সে তার সুন্দর অবস্থার জন্য নিজেই তাজ্জব বনে যাবে। আর তার মৃত্যু হবে সহজে। দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্কের বেরিয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٩٠ - [٣٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّيْ لِيَجْعَلَ لِيْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ وَلٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫১৯০-[৩৬] উক্ত রাবী (আবূ উমামাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার রব্ মাক্কার বাত্বহা' (প্রশস্ত উপত্যকা) আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার বিষয় আমার নিকট পেশ করলেন, তখন আমি বললাম : না, হে আমার প্রভু! বরং আমি একদিন পরিতৃপ্ত এবং আরেক দিন ক্ষুধার্থ থাকতে চাই। অতএব আমি যখন অভুক্ত থাকব তখন তোমার কাছে সকাতরে বিনয় প্রকাশ করব এবং তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন পরিতৃপ্ত হব তখন তোমার গুণকীর্তন করব এবং তোমার শুকর আদায় করব। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৩৬]

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ ... وَشَكَرْتُكَ) উক্ত হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে রসূলুল্লাহ (ﷺ) ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। কারণ এ দু'টি হলো একজন মু'মিনের পরিপূর্ণ গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৫] য'ঈফ : কারণ 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যুহার (زحر) 'আলী ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছে। আর এ সানাদটি খুবই য'ঈফ। আর তার সূত্রে মুসনাদে আহমাদ ৫/২৫৪, ২৫৫, ইবনু সা'দ ১/৩৮১, ইবনু মাজাহ ৪১১৭, তথ্য সূত্রে আর তাতেও দু'জন য'ঈফ বর্ণনাকারী আছে। হিলওয়াতুল আওলিয়া ১৪ পৃ., ৫ম খণ্ড, হা. ৫১১৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৮৬৪।

[৩৬] য'ঈফ : সানাদটি পূর্বের সানাদের মতো। তিরমিযী ২৩৪৭, মুসনাদে আহমাদ ২২২৪৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৭৭৪১।

Scanned by CamScanner

٥١٩١ -[٣٧] وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهٖ مُعَافًى فِي جَسَدِهٖ عِنْدَهٗ قُوتُ يَوْمِهٖ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫১৯১-[৩৭] 'উবায়দুল্লাহ ইবনু মিহসান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে লোক নিজের গৃহে নিরাপদে শারীরিক সুস্থতা সহকারে ভোর করে এবং তার কাছে সে দিনের প্রাণ রক্ষা পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকে, তার জন্য যেন দুনিয়ার সমস্ত নি'আমাত একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।)[৩৭]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا) অর্থাৎ-"যে ব্যক্তি তার মনে শত্রুর আক্রমণের কোন ভয় ছাড়াই নিরাপদে সকাল করবে।"

(فِىْ سِرْبِهٖ) এখানে سِرْبِه শব্দের অর্থ হলো অন্তর। কারো মতে, একটি জামা'আত বা দল। অতএব অর্থ হবে নিজ পরিবারের। অনেকে س শব্দে যবর দিয়ে পড়েন তখন এর অর্থ হবে চলার পথে। আবার কারো মতে, س এবং راء দুটোতেই যবর যোগে তখন তার অর্থ হবে বাড়িতে। অতএব যে অর্থেই তা আসুক না কেন এখানে অধিক গুরুত্ব বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

مُعَافًى উক্ত শব্দের অর্থ হলো, সহীহ সালামতে ও সুস্থ অবস্থায়।

মোট কথা হলো, যে ব্যক্তি শত্রুর আক্রমণ অথবা পরকালের শাস্তির আশঙ্কামুক্ত হয়ে নিরাপদে ভোরে উপনীত হলো সুস্থ শরীর নিয়ে আর তার নিকট দিন যাপনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার সামগ্রী থাকে তাকে যেন দুনিয়ার সকল নি'আমাতে সিক্ত করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, সে তো ঈদের আনন্দ পায়নি যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করেছে। বরং প্রকৃত ঈদের আনন্দ সেই পেয়েছে যে ব্যক্তি পরকালের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৪৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٩٢ -[٣٨] وَعَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهٗ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫১৯২-[৩৮] মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (রসূল ﷺ বলেছেন) কোন ব্যক্তি তার পেট অপেক্ষা মন্দ কোন পাত্রকে ভর্তি করেনি। আদাম সন্তানের জন্য এ পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট যা দ্বারা সে স্বীয় কোমরকে সোজা রাখতে পারে (ও আল্লাহর 'ইবাদাত করতে পারে)। যদি এর বেশি খাওয়া প্রয়োজন মনে করে তবে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৩৮]

---

[৩৭] হাসান : তিরমিযী ২৩৪৬, ইবনু মাজাহ ৪১৪১, সহীহুল জামি' ৬০৪২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮৩৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৩০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩১৮, মুসনাদুল হুমায়দী ৪৩৯।

[৩৮] সহীহ : তিরমিযী ২৩৮০, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৩৫, মুসনাদে আহমাদ ১৭২২৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৪, শু'আবুল ঈমান ৫৬৪৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৭৭০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যদি সর্বনিম্ন খাবারে পেট না ভরে এবং তা যদি পূর্ণ করতেই হয় তবে পেটকে পূর্ণ করার জন্য তিন ভাগ করবে। একভাগে খাবার আরেকভাগে পানি এবং অন্যভাগ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য খালি রাখবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : আল্লাহর 'ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য শক্তি অর্জনের যথেষ্ট পরিমাণ খাবার গ্রহণ করাই উত্তম। শায়খ আবূ হামীদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ক্ষুধার মধ্যে দশটি উপকার রয়েছে যেগুলো অন্য অবস্থায় পাওয়া যায় না। যেমন- অন্তরের পবিত্রতা, বিনয়ী ও নম্র মেজাজ তৈরি হওয়া। আল্লাহর শাস্তির কথা স্মরণ হওয়া ইত্যাদি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٩٣ -[٣٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ: «أَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْوَلُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا». رَوَاهُ فِي: «شَرْحِ السُّنَّةِ». وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ

৫১৯৩-[৩৯] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনে বললেন : তোমার ঢেকুর কম করো। কেননা ক্বিয়ামাতের দিন সে ব্যক্তিই খুব বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে খুব বেশি পরিতৃপ্ত হয়েছে। (শারহুস্ সুন্নাহ্, আর তিরমিযীও অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।)[৩৯]

ব্যাখ্যা : «تَجَشَّأَ رَجُلٌ» অর্থাৎ এক ব্যক্তি পেট ভর্তি করে খাবার খেয়ে আল্লাহর নাবী ﷺ-এর সামনে তৃপ্তির ঢেকুর ছাড়ে।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : লোকটির নাম হলো, আবূ জুহায়ফাহ্ আস্ সুওয়ায়ী।

«كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ» এখানে অধিক পরিতৃপ্ত হয়ে ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ক্বিয়ামাত দিবসে তার ক্ষুধার্ত অবস্থা অধিক দীর্ঘ হবে এ কারণে যে, সে ব্যক্তি দুনিয়াতে অধিক পেট পুরে খাবার গ্রহণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ-এর এ কথা শ্রবণ করার পর আবূ জুহায়ফাহ্ কখনো পেট পুরে খাবার খায়নি। বরং রাতে খেলে দুপুরে খেতেন না। আর দুপুরে খেলে রাতে খেতেন না। (বায়হাক্বী)

ইবনু আবুদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় আছে, "এরপর ত্রিশ বছর যাবৎ আমি পেট পুরে খাবার গ্রহণ করিনি।" (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৭৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٩٤ -[٤٠] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৯৪-[৪০] কা'ব ইবনু 'ইয়ায رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (রসূল ﷺ বলেছেন) প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কোন একটি ফিতনাহ্ (পরীক্ষামূলক বিষয়) রয়েছে আর আমার উম্মাতের ফিতনাহ্ হলো সম্পদ। (তিরমিযী)[৪০]

ব্যাখ্যা : ফিতনাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য যা মানুষকে গোমরাহী ও পাপাচারে লিপ্ত করে। আর সম্পদ এজন্য ফিতনাহ্ যে, তা মানুষকে দুনিয়াবী সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সাহায্য করে, পক্ষান্তরে তা মানুষকে পরকালীন পূর্ণতা অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৯] হাসান : তিরমিযী ২৪৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৩, শু'আবুল ঈমান ৫৬৪২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬০৬০।

[৪০] সহীহ : তিরমিযী ২৩৩৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৫৩।

Scanned by CamScanner

٥١٩٥ -[٤١] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فَيَقُولُ لَهُ: أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ. فَيَقُولُ: رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضٰى بِهِ إِلَى النَّارِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ

৫১৯৫-[৪১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আদাম সন্তানকে এমন অবস্থায় আনা হবে যেন সে একটি অসহায় বকরীর বাচ্চা। অতঃপর তাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড় করানো হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে (হায়াত ও স্বাস্থ্য) দান করেছিলাম, (দাস-দাসী, ধন-দৌলতের) মালিক বানিয়েছিলাম এবং আমি তোমাকে (দীনে হাক্বের) নি'আমাত দান করেছিলাম, আমার সে সমস্ত নি'আমাতকে কি কাজে খরচ করেছ? সে বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে জমা করেছি, (ব্যবসা করে) তাতে বাড়িয়েছি এবং (অবশেষে) প্রথমে যা ছিল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছেড়ে এসেছি। অতএব আমাকে আবার (দুনিয়াতে) ফিরিয়ে দিন, আমি উক্ত সমুদয় সম্পদ আপনার নিকট নিয়ে আসব। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, যা কিছু তুমি আগে পাঠিয়েছ তা আমাকে দেখাও। উত্তরে সে (পূর্বের ন্যায়) আবার বলবে, হে আমার রব! আমি তা জমা করেছি, তাতে বৃদ্ধি করেছি এবং পূর্বে যা ছিল তা হতে অধিক ছেড়ে এসেছি। অতএব আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন। আমি সমুদয় সম্পদ নিয়ে আপনার নিকট আসব। তখন প্রকাশ পাবে যে, সে এমন এক বান্দা, যে পরকালের জন্য কোন নেক 'আমাল প্রেরণ করেনি। অতএব তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন : হাদীসটি য'ঈফ)[৪১]

ব্যাখ্যা : (فَيَقُولُ لَهُ) তাকে বলবেন : এখানে قايل অর্থাৎ বক্তা মালাক (ফেরেশতা)-ও হতে পারেন অথবা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংও হতে পারেন।

أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ 'আমি তোমাকে দান করেছি ও নি'আমাতের অধিকারী করেছি', অর্থাৎ আমি তোমাকে জীবন, অনুভূতি শক্তি, সুস্থতা দান করেছি। خَوَّلْتُكَ খাওয়ালের মালিক বানিয়েছি। খাদেম, পরিবার-পরিজন, সম্পদ ও প্রতিপত্তি ইত্যাদিকে 'আরবীতে خَوَلٌ বলা হয়। আমি তোমাকে এ সমস্ত জিনিস দান করেছি। (فَمَا صَنَعْتَ) তুমি কি করেছ? অর্থাৎ তোমাকে যে এত এত নি'আমাত দান করেছি বিনিময়ে তুমি কি করেছ?

(فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ) "আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন আমি সবকিছু নিয়ে আসব।

অর্থাৎ আপনি যদি আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান তাহলে আমি এসব সম্পদ আপনার পথে দান করে আসব।

(أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ) "তুমি কি প্রেরণ করেছ আমাকে দেখাও" অর্থাৎ পরকালের জন্য কি ভালো কাজ করেছ তা আমাকে দেখাও।

---

[৪১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৪২৭, য'ঈফুল জামি' ৬৪১৩, ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম আল মাক্কী তাঁর হিফ্য বা মুখস্থশক্তি দুর্বলতার কারণে য'ঈফ। আলবানী (রহ.) বলেন, আর তাতে ক্বাতাদাহ্ 'আত্ব 'আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন আর তার সঙ্গী হলেন হাসান বাসরী।

Scanned by CamScanner

(فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا) তখন দেখা যাবে যে, সে এমন এক বান্দা যে কোন ভালো কাজই করেনি। অর্থাৎ তাকে যে নি'আমাত দান করা হয়েছিল তা দ্বারা সে কোন ভালো কাজ সম্পাদন করেনি। তাকে যে আদেশ করা হয়েছিল তা সে পালন করেনি এবং যে ওয়াজ-নাসীহাত করা হয়েছিল সে নাসীহাতও গ্রহণ করেনি।

(فَيُنْطَلَقُ بِهٖ إِلَى النَّارِ) "অতঃপর তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে" এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ লোকটি সম্পর্কে যা বলা হলো তাতে এটা বুঝা যায়, সে এমন একজন গোলামের ন্যায় যার মালিক তাকে কিছু মূলধন দিয়ে ব্যবসা করতে বলে এবং তা দ্বারা লাভবান হতে বলে এবং এজন্য তাকে কিছু দিক-নির্দেশনা দেয়। কিন্তু সে গোলাম মালিকের দিক-নির্দেশনা অমান্য করে মূলধন নষ্ট করে ফেলে যার ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥١٩٦ - [٤٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهٗ: أَلَمْ نُصِحَّ جِسْمَكَ؟ وَنَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৯৬-[৪২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন নি'আমাত সম্পর্কে বান্দাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হলো; আমি কি তোমার দেহকে সুস্থ করিনি, আমি কি তোমাকে শীতল পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করিনি? (তিরমিযী)[৪২]

ব্যাখ্যা : (أَلَمْ نُصِحَّ جِسْمَكَ؟) এখানে শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঈমানের পর সবচেয়ে বড় নি'আমাত হলো শারীরিক সুস্থতা। উল্লেখিত হাদীসের অর্থ হলো, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নি'আমাত সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। আর সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে সবচেয়ে বড় নি'আমাতসমূহের মধ্য হতে অন্যতম। কাজেই সুস্থতাকে সঠিক পথে কাজে লাগাতে হবে।

হাদীসে উল্লেখিত إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ বাক্যে مَا শব্দটি موصولة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি أَوَّلُ شَيْءٍ يُحَاسَبُ بِهٖ فِي الْاٰخِرَةِ অর্থে এসেছে। আর (مِنَ النَّعِيمِ) বাক্যটি مَا সর্বনামের বায়ান হিসেবে এসেছে। পরবর্তী বাক্যাংশ (أَنْ يُقَالَ لَهٗ) পূর্ববর্তী إِنَّ এর خَبَر হয়েছে।

'আল্লামাহ্ 'ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) অবশ্য (مِنَ النَّعِيمِ) বাক্যাংশকে يُسْأَلُ ক্রিয়ার সাথে متعلق করেছেন, আর مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি أَنْ يُقَالَ-কে خَبَرُ إِنَّ মনে করেছেন। এতে বাক্যের রূপটা তিনি এভাবে ধরেছেন :

أَوَّلُ سُؤَالِ الْعَبْدِ هُوَ أَنْ يُقَالَ لَهٗ অর্থাৎ বান্দার প্রতি প্রথম প্রশ্ন যেটা সেটা হলো তাকে বলা হবে, আমি কি তোমার শারীরিক সুস্থতা দান করিনি? আর ঠাণ্ডা পানি দ্বারা কি তোমাকে সিক্ত করিনি? ঈমানের পর মু'মিনের জীবনের সবচেয়ে বড় নি'আমাত হলো তার সুস্থতা।

ঠাণ্ডা পানি আল্লাহ তা'আলার এক মহা নি'আমাত। সুস্থদেহ ও শরীর এবং রোগমুক্ত নিরাপদ স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য এটা পরম নি'আমাত। এজন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'আর ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা পানির প্রশংসায় মুবালাগাহ্ বা অতিরঞ্জন করেছেন। যেমন তিনি (ﷺ) তার দু'আর মধ্যে বলতেন- «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ

[৪২] সহীহ : তিরমিযী ৩৩৫৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৩৯, সহীহুল জামি' ২০২২।

Scanned by CamScanner

«وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ» نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ، অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ! তোমার মুহাব্বাত আমার নিকট এত দৃঢ় ও মজবুত করে দাও যা আমার জীবনের চেয়ে, আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও প্রিয়তর হয়।'

ঠাণ্ডা পানি আল্লাহ তা'আলার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নি'আমাত। রুচিশীল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের জন্য বিনামূল্যে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত পানির মূল্য নিরূপণ করা যায় না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮ম খণ্ড, হা. ৩৩৫৮)

٥١٩٧ -[٤٣] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهٖ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ؟". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫১৯৭-[৪৩] ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আদাম সন্তানের পদদ্বয় একটু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ১. তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ব্যয় করেছে? ২. তার যৌবন সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ক্ষয় করেছে? ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোথা হতে অর্জন করেছে? ৪. আর তা কোথায় ব্যয় করেছে? এবং ৫. যে জ্ঞানার্জন করেছিল, সে অনুযায়ী কী 'আমাল করেছে? [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি গরীব][৪৩]

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাত দিবসে যে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তা হলো তার হায়াত বা জীবন সম্পর্কে অর্থাৎ জীবনের মুদ্দাত বা পরিধি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এ প্রশ্ন হলো তার এ দীর্ঘ জীবনের সময়টুকু সে কিভাবে কাটিয়েছে? হায়াতের এ সময়টি মূলত বালিগ হওয়ার পর থেকেই ধর্তব্য। কারণ বালিগ হওয়ার পূর্বকাল হিসাব প্রদানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যৌবন হলো পূর্ণ মানব জীবনের মধ্যকাল এবং শ্রেষ্ঠ সময়। এটা পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যের সময়, অতএব এ সময়ের 'ইবাদাতও শক্তিশালী হয়ে থাকে।

জীবন সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নে ব্যাপকতার পর যৌবন সম্পর্কে বিশেষ প্রশ্ন এ ইঙ্গিত করে যে, যৌবনের উন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন, এ সময় সঠিকভাবে ব্যয় হলে যৌবনের দু'পার্শ্ব অর্থাৎ বাল্য ও বৃদ্ধকাল তেমন লক্ষণীয় নয়।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যৌবন সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন হলো - যৌবনের শক্তি এবং সামর্থ্যের সময়ের শক্তিমান 'ইবাদাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা। হতে পারে প্রবৃত্তির অদম্য ইচ্ছার বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রশ্ন। সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এজন্য যে, এটা কি সে হালাল পথে উপার্জন করেছে না হারাম পথে, আর কোন পথেই বা তা ব্যয় করেছে? অর্থাৎ এ অর্থ কি সে আল্লাহর 'ইবাদাত বা পুণ্যময় কাজে ব্যয় করেছে না তার নাফরমানী কাজে ব্যয় করেছে?

পঞ্চম প্রশ্ন হলো - সে তার 'ইল্‌ম অনুপাতে 'আমাল করেছে কিনা?

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে অন্য চারটি প্রশ্নের বাক্যরীতি পরিবর্তন করে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, এর দ্বারা সম্ভবত উদ্দেশিত বিষয়টি স্পষ্ট করা।

---

[৪৩] হাসান : তিরমিযী ২৪১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৪৬, সহীহুল জামি' ৭২৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৪৬, ইয়া'লা ৫২৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৬৫৩।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাক্যরীতির এই পরিবর্তন বিষয়টির গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হয়েছে। কেননা 'ইল্‌ম হলো সকল 'আমালের প্রাক-প্রতিষ্ঠান কারণ কোন 'আমালই 'ইল্‌ম নামক ফাউন্ডেশন ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। অবশ্য 'আমালহীন 'ইল্‌মও মূল্যহীন।

সম্ভবত এখানে সাধারণ 'ইল্‌মের কথা বলা হয়েছে, অন্যথায় আল্লাহ্‌র জাত ও সিফাত সম্পর্কে জানা হলো ঈমানের মৌলতত্ত্বের 'ইল্‌ম যা দীনের মূলভিত্তি। অতএব তা জানা সকলের জন্য ফার্‌যে 'আইন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪১৬, সহীহ আল জামি' হা. ৭২৯৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٩٨ - [٤٤] عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهٗ: «إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضَلَهٗ بِتَقْوٰى». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫১৯৮-[৪৪] আবূ যার রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন : তুমি লাল বর্ণ বা কালো বর্ণবিশিষ্ট হলেই উত্তম হবে না; বরং আল্লাহভীতি দ্বারাই তাদের হতে তুমি শ্রেষ্ঠ হবে। (আহমাদ)[৪৪]

ব্যাখ্যা : শারীরিকভাবে কোন মানুষ লাল-কালো অন্য কোন বর্ণের হওয়াতে আল্লাহর নিকট তার কোন মর্যাদা বা কল্যাণ নেই। আল্লাহর নিকট কল্যাণ ও মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাক্বওয়া। লাল-কালো দু'টি রঙের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, অধিকাংশ মানুষ কালো কিংবা লাল বা সাদা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, লাল কালো দ্বারা সাইয়্যিদ এবং দাসকে বুঝানো হয়েছে, যেমন বিভিন্ন যুগে কালোরা ফর্সাদের হাতে দাসরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের সাদা লোকেরা আফ্রিকার কালোদের শতাব্দীর পর শতাব্দী দাসরূপে ব্যবহার করেছে। ইসলাম এই প্রভুত্ব ও দাসত্বের মহাপ্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতিকে মর্যাদার মাপকাঠি নির্ণয় করেছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) অবশ্য এ ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে লালকে অনারব এবং কালোকে 'আরবজাতি বুঝিয়েছেন অর্থাৎ 'আরবী কিংবা আযমী হওয়ার মধ্যে কোন মর্যাদা ও কল্যাণ নেই বরং তাক্বওয়ার মাধ্যমেই মর্যাদা ও কল্যাণ নিহীত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তবে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি স্বীয় ইমারতের ভিত্তি আল্লাহভীতির ওপর স্থাপন করেছে।" এ আয়াতে কারীমার তাৎপর্য হলো- বাহ্যিক আকৃতি এবং চাকচিক্যের ভিত্তিতে কোন মর্যাদা নির্ণয় হয় না বরং তাক্বওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ণয় হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি .... নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়াবান।" (সূরাহ্ আল হুজুরা-ত ৪৯ : ১৩)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসের বাক্য(إِلَّا أَنْ تَفْضَلَهٗ) এর "ه" যমীরটি أحمر এবং أسود উভয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, আর ইস্তিসনাটি ইস্তিসনায়ে মুফাররাগ হয়েছে। এতে প্রকৃত অর্থ দাঁড়িয়েছে, "তুমি তাক্বওয়া ব্যতীত কোন বস্তু দ্বারাই উত্তম হতে পারবে না।"

[৪৪] হাসান : মুসনাদে আহমাদ ২১৪৪৫, সহীহুল জামি' ১৫০৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৬২।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ এভাবে নেয়া যায় যে, "তুমি কোন অবস্থাতেই আল্লাহর কাছে উত্তম হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের দু'জনের মধ্য হতে কারো মধ্যে অধিক হারে তাক্বওয়া অর্জিত হবে।" এ তাক্বওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে, সর্বনিম্ন স্তর হলো শির্‌কে জলী বা স্পষ্ট শির্‌ক থেকে আত্মরক্ষা করা। এর মধ্যম স্তর হলো গুনাহ, নিষিদ্ধ খেল-তামাশা এবং শির্‌কে খফী থেকে আত্মরক্ষা করা। আর তাক্বওয়ার সর্বোচ্চ স্তর হলো সর্বদা আল্লাহর সন্নিধানে হাযির থাকা। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুল মিশকাত লিত্ব ত্বীবী ১০ম খণ্ড, ৩২৯৬ পৃষ্ঠা)

٥١٩٩ - [٤٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْبَتَ اللهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهٖ وَأَنْطَقَ لِسَانَهٗ وَبَصَّرَهٗ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَأَخْرَجَهٗ مِنْهَا سَالِمًا إِلٰى دَارِ السَّلَامِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৫১৯৯-[৪৫] উক্ত রাবী (আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বান্দা দুনিয়ার সম্পদ হতে বিমুখ থাকে আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তার জিহ্বা দ্বারা তা প্রকাশ করান। দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, তার রোগ ও প্রতিষেধক তাকে দেখিয়ে দেন এবং তাকে দুনিয়া হতে নিরাপদে বের করে দারুস্ সালামে (জান্নাতে) প্রবেশ করান। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৪৫]

ব্যাখ্যা : প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়ার সহায়-সম্পদ থেকে বিমুখ বা অনাসক্ত হওয়াই (زهد فِي الدُّنْيَا) বা দুনিয়া বিরাগী। একদল রয়েছে যারা বিয়ে-শাদী, সংসার কিছুই করে না, তাদের সন্ন্যাসী বৈরাগী বলা হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, «لا رهبنية في الاسلام» ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই।

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করে, সংসার জীবনের মধ্যে থেকে দুনিয়ার লোভ-লালসা ত্যাগ করে জীবন নির্বাহের ন্যূনতম বস্তুতে সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহর 'ইবাদাতে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে হিকমাত বা সূক্ষ্মজ্ঞান সৃষ্টি করে দেন। সেই জ্ঞান দ্বারা তিনি নিজের যথাযথ চলার পথ দেখে থাকেন এবং আল্লাহর মা'রিফাত অর্জন করে কথা বলে থাকেন, ফলে তার কথা হিকমাতপূর্ণ হয়। অতঃপর সে হয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ফলে দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখিয়ে দেন, আর দুনিয়ার রোগ-ব্যাধি এবং তার প্রতিকারও তাকে অবলোকন করিয়ে দেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা দ্বিতীয় স্তরের তাক্বওয়ার প্রতি ইশারা, অর্থাৎ দুনিয়া বিরাগীর মাধ্যমে যখন 'ইল্‌মে ইয়াক্বীন হয় এবং দুনিয়ার ত্রুটিসমূহ তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে এক দূরদৃষ্টির ওয়ারিস বানিয়ে দেন, ফলে সে তা দ্বারা হাক্বে ইয়াক্বীন অর্জন করতে সক্ষম হয়।

দুনিয়ার রোগ হলো- দুনিয়াপ্রীতি এবং তা অর্জনের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা।

আর 'ইল্‌ম ও 'আমালের উপায় দ্বারা হয় তার প্রতিবিধান ও চিকিৎসা। বিপদে ধৈর্যধারণ, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে তুষ্ট থাকাও দুনিয়াপ্রীতি রোগের প্রতিকার হতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ার ফিতনাহ্ ও বালা-মুসীবাত থেকে সম্মানের সাথে পরকালের শুভ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। হাদীসে (دَارِ السَّلَامِ) শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যিনি দুনিয়াতে (زهد) ইখতিয়ার করবেন না তিনি দুনিয়ার ত্রুটি এবং তার রোগ ও প্রতিকার সম্পর্কে অবহিত

[৪৫] হাদীসটির তাহক্বীক্ব আলবানী (রহ.) থেকে পাওয়া যায়নি, শু'আবুল ঈমান ১০৫৩২।

Scanned by CamScanner

হতে পারবেন না। ফলে সে প্রথম পর্যায়েই নিরাপদে জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, বরং শাস্তি বা 'আযাব ভোগের পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, শারহ্ মিশকাত্ লিত্ব ত্বীবী আল কাশিফু আন হাকায়িকিস্ সুনান ১০ম খণ্ড, ৩২৯৬ পৃ.)

٥٢٠٠ -[٤٦] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمِعٌ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعَى الْقَلْبُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫২০০-[৪৬] উক্ত রাবী (আবূ যার رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিঃসন্দেহে সে কামিয়াব হয়েছে আল্লাহ তা'আলা যার হৃদয়কে ঈমানের জন্য খালেস করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে (হিংসা ও মুনাফিক্বী হতে) নিবৃত্ত, রসনাকে সত্যভাষী, নাফস্‌কে স্থিতিশীল ও স্বভাবকে সঠিক করেছেন, আর তার কানকে বানিয়েছেন (সত্য কথা) শ্রবণকারী ও চক্ষুকে করেছেন (সত্য প্রমাণাদির প্রতি) দৃষ্টিদানকারী। মূলত হৃদয় যা সংরক্ষণ করে তার জন্য কান হলো চুঙ্গির ন্যায় এবং চক্ষু হলো স্থাপনকারী। আর অবশ্যই ঐ ব্যক্তি কামিয়াব হয়েছে, যে তার হৃদয়কে সংরক্ষক বানায়। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৪৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, "আল্লাহ যার হৃদয়কে ঈমানের জন্য খালেস করে দিয়েছেন", এর অর্থ হলো তার অন্তরকে ঈমানের জন্য এভাবে খালেস বা নিখাদ করে দেন যে, অন্তরে অন্য কিছুই স্থান পায় না, কেবল আল্লাহ ও তার রসূলের ভালোবাসা ও আনুগত্যই স্থান পায়।

"আল্লাহ তার অন্তরকে নিরাপদ বানিয়ে দেন" এর অর্থ হলো অন্তরকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং নিন্দনীয় চারিত্রিক গুণাবলি ও দুনিয়াপ্রীতিজনিত কারণে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া থেকে নিরাপদে রাখেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ "সেদিন সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, তবে যে ক্বলবে সালীম নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।"

(সূরাহ্ আশ্ শু'আরা- ২৬ : ৮৮-৮৯)

আল্লাহ তা'আলা তার জিহ্বাকে কথা, ওয়া'দা-প্রতিশ্রুতি ইত্যাদিতে সত্যবাদী বানিয়ে দেন এবং অন্তরকে আল্লাহর যিক্‌র ও তার মুহাব্বাতে স্থিতিশীল ও প্রশান্ত করে দেন। আল্লাহ তার সৃষ্টিগত স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে সীমাহীন বাড়াবাড়ি অথবা সম্পূর্ণ দায়িত্বহীনতার মাঝেও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর তার জিহ্বা, কান ও দৃষ্টিশক্তিকে হাক্ব কথা বলা, শ্রবণ করা ও তা সংরক্ষণ করার সক্ষমতা দান করেন। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে এগুলো সংরক্ষণের ক্ষমতা দান করে থাকেন, আর এই ব্যক্তিই প্রকৃত সফলকাম।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, আস্ সীরাজুম্ মুনীর শারহ্ জামি'উস্ সগীর ৩য় খণ্ড, ফায়যুল ক্বদীর ৪র্থ খণ্ড, ৫০৮ পৃ.)

---

[৪৬] য'ঈফ : সানাদ য'ঈফ কারণ, খালিদ ইবনু সা'দান ও আবূ যার-এর মধ্যে ইনক্বিত্বা' রয়েছে। খালিদের জীবনীতে আছে, সে মুরসাল করেছে- মু'আয, আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্, আবূ যার ও 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৪৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ ২১৩৫৮, য'ঈফুল জামি' ৩৩৩।

Scanned by CamScanner

٥٢٠١ - [٤٧] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ» ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫২০১-[৪৭] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাঃ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যখন তুমি দেখবে কোন বান্দার গুনাহ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে দুনিয়ার প্রিয় বস্তু দান করছেন, তখন বুঝে নাও যে, মূলত এটা অবকাশমাত্র। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন, "তাদেরকে যে নাসীহাত করা হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য যাবতীয় নি'আমাতের দরজা খুলে দিলাম; পরিশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল তাতে তারা যখন আনন্দে মেতে উঠল, হঠাৎ করে তাদেরকে ধরে বসলাম। তখন (যাবতীয় কল্যাণ থেকে) তারা নিরাশ হয়ে গেল"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৪৪)। (আহমাদ)[৪৭]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর নাফরমান পাপাচারীর পাপাচারিতা সত্ত্বেও তাকে দুনিয়ার প্রিয় নি'আমাতরাজি প্রদান তাদের জন্য আনন্দের কিছু নয়, বরং এটা আল্লাহর ধীরস্থিরে ধরার অবকাশ মাত্র।

আল ক্বামূস আল ওয়াজীয অভিধানে রয়েছে, اِسْتِدْرَاجٌ শব্দের অর্থ আস্তে আস্তে নেয়া, ধীরে ধীরে পাকড়াও করা, ক্রমান্বয়ে আনা। অর্থাৎ কাউকে তার অনাচারে সুযোগ দিয়ে ধীরস্থির মতো পাকড়াও করা।

রসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রমাণে নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "অতঃপর কিতাবীদের যেসব উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য প্রত্যেক নি'আমাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে যখন তারা প্রাপ্ত জিনিসে অত্যধিক আনন্দিত হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করলাম, তখন তারা হতভম্ব হয়ে পড়ল।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৪৪)

এ পাকড়াও দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আকস্মিক কোন গযব অথবা মৃত্যু। এ সময় তারা হতভম্ব এবং নিরাশ হয়ে যায়, তাদের করার আর কিছু থাকে না।

অবাধ্যচারীদের স্বভাব এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাতসমূহ যখন বেড়ে যায় তখন তাদের অবাধ্যাচারিতাও বেড়ে যায়, এটা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণেই হয়ে থাকে।

ফুজায়ল ইবনু 'আইয়্যায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ যদি কারো ওপর কোন নি'আমাত দান করেন আর সে তার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে এর উপর অটুট থাকে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তার চেয়ে বড় নি'আমাতে ভূষিত করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٢٠٢ - [٤٨] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ دِينَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيَّةٌ» قَالَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فَتَرَكَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيَّتَانِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

---

[৪৭] সানাদ জায়্যিদ বা ভালো : সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪১৩, মুসনাদে আহমাদ ১৭৩৪৯।

Scanned by CamScanner

৫২০২-[৪৮] আবূ উমামাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। একদিন সুফ্ফার অধিবাসীদের মধ্য থেকে জনৈক লোক এক দীনার রেখে মৃত্যুবরণ করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা একটি পোড়া দাগ। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর আরেক লোক দু'টি দীনার রেখে মৃত্যুবরণ করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ যেন দু'টি পোড়া দাগ। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৪৮]

ব্যাখ্যা : আহলে সুফ্ফা হলো কতিপয় গরীব মুহাজির সহাবী যাদের কোন বাড়ী-ঘর ছিল না। তারা মাসজিদে নাবাবীর বারান্দায় থাকত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দু'জন সুফ্ফার অধিবাসীর ওপর এরূপ শাস্তির কারণ বা ইল্লত জানিয়ে দেয়াই এখানে উদ্দেশ্যে কারণ তারা ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ফকীর। কেউ কিছু দিলে খেতেন অন্যথায় উপোস থাকতেন অথচ মৃত্যুর সময় দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) রেখে গেলেন তাহলে তাদের দুনিয়াবিমুখ ও দরিদ্রতার দাবীটি ছিল মিথ্যা।

তাই বলে অর্থ সম্পদের অধিকারী হওয়া নিন্দনীয় নয়। সহাবীদের মধ্যে অনেকেই সম্পদশালী ছিলেন। যেমন- আবূ বাক্র, 'উসমান, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ, ত্বলহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ ﷺ প্রমুখ, এরা কেউই সম্পদশালী হয়ে ফিতনায় পড়েননি। সম্পদশালী হওয়া 'যুহ্দ ফিদ্ দুনিয়া'র পরিপন্থী নয়, বরং এটা মুবাহ বা বৈধ। কেউ এটা পরিহার করে চলতে পারলে সেটা হবে তার জন্য উত্তম। 'আরবীতে (كَيَّةٌ) বিভিন্নভাবে পড়ার রীতি রয়েছে, শব্দের অর্থ আগুনে কোন কিছুকে তাপ দিয়ে তা দ্বারা দাগ বা সেক দেয়া। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ﴾

"সেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে ঐ (স্বর্ণ-চাঁদি)-গুলো উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর সেগুলো দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৫)

কেউ কেউ এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারা যেহেতু ফকীরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের লোকেরা সদাক্বাহ্ দিত, তারা তো চরম অভাবী ও ক্ষুধার্ত ছিলেন, তারা প্রকারান্তে সওয়ালকারীর মতই ছিলেন, চাই তা কথায় হোক বা বাস্তব অবস্থার কারণে হোক। অথচ যার কাছে একদিনের খাদ্য রয়েছে তার জন্য সওয়াল করা হারাম।

অতএব তাদের নিকট দীনার থাকার কারণে অন্যের নিকট চাওয়া হারাম হওয়া সত্ত্বেও পরোক্ষভাবে চাওয়ার জন্য তাদের ঐ মুদ্রা হবে তাদের শরীরের দাগ বা সেক।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৩৯৭, শারহু বুলূগুল মারাম দারস্ নং ২৩১, শামিলাহ্ : ১৪৫০)

٥٢٠٣ - [٤٩] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى خَالِهِ أَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ يَعُوْدُهُ فَبَكٰى أَبُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا خَالِ؟ أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ: كَلَّا وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ. قَالَ: وَمَا ذٰلِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ». وَإِنِّيْ أَرَانِيْ قَدْ جَمَعْتُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

[৪৮] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২২২২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯৬৩।

Scanned by CamScanner

৫২০৩-[৪৯] মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন তিনি তাঁর মামা আবূ হাশিম ইবনু 'উত্‌বার কাছে তার রোগ সেবার জন্য গেলেন। (তাকে দেখে) আবূ হাশিম কেঁদে দিলেন। মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন : হে মামা! আপনি কাঁদছেন কেন? রোগ পীড়া আপনাকে ব্যথিত করছে– নাকি দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসায় আপনার এ ক্রন্দন? জবাবে আবূ হাশিম বললেন : এর একটিও নয়; বরং (এজন্য কাঁদছি যে,) রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন; কিন্তু আমি তা সংরক্ষণ করতে পারিনি। মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন : সে অঙ্গীকারটি কী ছিল? তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমার মাল জমা করার মধ্যে শুধুমাত্র একজন খাদিম এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট। আমি দেখছি যে, আমি অনেক মাল-সম্পদ জমা করে ফেলেছি। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[৪৯]

ব্যাখ্যা : "আবূ হাশি উত্তরে বললেন, কখনো নয়, বরং আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি, তাই কাঁদছি।" এ প্রতিশ্রুতি হয় সাধারণ ওয়াসিয়্যাত ছিল অথবা ছিল খাস বায়'আত। আল্লাহর নাবীর সহাবীদের দুনিয়ার মাল সম্পদের ভালোবাসা আদৌ ছিল না, তাঁরা সামান্য সম্পদের মালিক হলেই মনে করতেন যে আমরা দুনিয়ায় ফেঁসে গেলাম কিনা? এটা ছিল তাঁদের তাক্বওয়ার সর্বোচ্চ প্রমাণ।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩২৭, পৃ. ২২০; ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৭, হা. ৪১০৩)

٥٢٠٤ - [٥٠] وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قُلْتُ: لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: مَالَكَ لَا تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فُلَانٌ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَؤُودًا لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ». فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ

৫২০৪-[৫০] উম্মুদ্ দারদা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার স্বামী) আবুদ্ দারদা رضي الله عنه-কে বললাম : আপনার কী হয়েছে, আপনি কেন (কোন পদ ও সম্পদ) অর্জন করছেন না, যেভাবে অমুক অমুক অর্জন করছে? তখন তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের সম্মুখে একটি কঠিন গিরিপথ রয়েছে, ভারী বোঝা বহনকারী সহজভাবে তা পার হতে পারবে না।" তাই আমি উক্ত দুর্গম পথের জন্য হালকা থাকাই পছন্দ করি।[৫০]

ব্যাখ্যা : আবুদ্ দারদা رضي الله عنه মাদীনার নামকরা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের পর ব্যবসা ও 'ইবাদাতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সমন্বয় করতে না পারায় ব্যবসা ছেড়ে 'ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেন, এমনকি একেবারেই দুনিয়াবিমুখ হয়ে পড়েন। স্ত্রী তাকে বলেন, অমুকে অমুকে অভিজ্ঞতা ছাড়াই ব্যবসা করে লাভবান হচ্ছে অথচ ব্যবসায় তোমার প্রচুর সুনাম রয়েছে এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত পরকালের সংকটময় পথ পরিক্রমার কথা স্মরণ করে দুনিয়ার সম্পদের বোঝা নিয়ে সেই দুর্গম ও সংকটময় পথ পাড়ি দেয়া নিয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাই ব্যবসার প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই বলে জানালেন।

---

[৪৯] সহীহ : প্রাগুক্ত হা. ৫১৮৫।

[৫০] সহীহ : সহীহুল জামি' ২০০১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৭৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৮০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭১৩।

Scanned by CamScanner

(عَقَبَةً كَؤُودًا) ক্বামূস অভিধান প্রণেতা عَقَبَةً শব্দের অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন : «مَرْقًى صَعْبًا مِنَ الْجِبَالِ» পাহাড়ের দুঃসাধ্য আরোহণস্থল যেখানে উঠা খুবই কঠিন। كَؤُودًا শব্দের অর্থ দুর্গম এবং দীর্ঘ, অর্থাৎ তোমার গন্তব্য (জান্নাত) তোমা হতে অনেক দূর এবং সে পথ খুব কঠিন ও দুর্গম।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু, ক্বর এবং হাশরের নানা অবস্থা ও তার কাঠিন্যতা। আবুদ্ দারদা রাঃ মৃত্যুর পর ঐ ঘাঁটিগুলো অতিক্রম করতে নিজের গুনাহের এবং জওয়াবদিহিতার বোঝাকে হালকা করে রাখতে চেয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, কাশফুল আস্‌রার হা. ৩৬৯৬)

٥٢٠٥ -[٥١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «كَذٰلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوبِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫২০৫-[৫১] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ পা না ভিজিয়ে পানিতে চলতে পারে কি? তাঁরা বললেন : না (এটা কখনো সম্ভব নয়) হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি (ﷺ) বললেন : অনুরূপভাবে দুনিয়াদারের অবস্থাও তাই, সে গুনাহ হতে নিরাপদে থাকতে পারে না। (হাদীস দু'টি ঈমাম বায়হাক্বী "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন)[৫১]

ব্যাখ্যা : হাদীসের অর্থ স্পষ্ট, পানিতে চললে পা যেমন ভিজবেই তেমনি দুনিয়া হাসিল করতে গেলে পাপে পতিত হবেই। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে মুত্তাক্বীদের দুনিয়ার মুহাব্বাতে জড়িয়ে পড়া থেকে ভীতিপ্রদর্শন এবং যুহ্দ ফিদ্ দুনিয়াকে জোরদার করার জন্য এ দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও আখিরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং দারিদ্র্যতার কষ্টকে ধৈর্যের সাথে বরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কেননা গরীব ফকীরগণ ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে দুনিয়াপ্রীতির পাপ থেকে আমাদের ক্ষমা করুন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফায়জুল ক্বদীর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৫৪ পৃ.)

٥٢٠٦ -[٥٢] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلٰكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ ﴿سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝﴾» رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ» وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ

৫২০৬-[৫২] জুবায়র ইবনু নুফায়র (রহিমাহুল্লাহ) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার কাছে এ ওয়াহী পাঠানো হয়নি যে, আমি ধন-সম্পদ জমা করি এবং একজন ব্যবসায়ী হই, বরং আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "তুমি তোমার রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং সাজদাহ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর 'ইয়াক্বীন' (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তোমার রবের 'ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করো"- (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ৯৮-৯৯)। (শারহুস্ সুন্নাহ্; আর আবূ নু'আয়ম তাঁর "হিলইয়াহ্" গ্রন্থে আবূ মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন)[৫২]

---

[৫১] য'ঈফ : কারণ, সানাদে আছে সায়্যার ইবনু হাতিম, শু'আবুল ঈমান ১০৪৫৭, য'ঈফাহ্ ৪৭৪১, য'ঈফুল জামি' ৬০৯৫।
[৫২] মুরসাল : হিলইয়াহ্ ২/১৭১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩/৫৬২, দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২০ পৃ.।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীসটি মুরসালভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটা মুরসালুত্ তাবি'ঈ। জুবায়র ইবনু নুফায়র আল খাযরামী (রহিমাহুল্লাহ) সিরিয়ার তাবি'ঈদের মধ্যে একজন সিক্বাহ রাবী ছিলেন। তিনি সহাবীর নাম ছেড়ে দিয়ে হাদীস উল্লেখ করেছেন, অতএব হাদীসটি মুরসাল।

এখানে নাবী রসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় শার'ঈতে হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। বরং সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য বা কর্ম ক্ষেত্রের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু নাবীদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য এরূপ কোন নির্দেশনা নেই। অর্থাৎ তাঁকে ব্যবসায়ী হয়ে সম্পদ আহরণের জন্য কোন ওয়াহী দেয়া হয়নি বরং তাঁর কাছে ওয়াহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, তিনি যেন আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর আরো নির্দেশ যে, তুমি সাজদাহ্‌কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এখানে সলাতের একটি রুকন সাজদার কথা বলে পুরো সলাতকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ তুমি সলাত আদায়কারী হয়ে যাও। এই বিশেষ রুকনের উল্লেখ এজন্য যে, সলাতের মধ্যে সাজদাহ্ অনন্য রুকন। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাজদার মধ্যে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতঃপর 'ইবাদাত' কিংবা 'আবদিয়াত' যাই হোক না কেন আমৃত্যু তা করে যেতে হবে। এখানে الْيَقِين দ্বারা (মুফাস্‌সিরদের ঐকমত্যে) উদ্দেশ্য মৃত্যু। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, নূরুস্ সারী মিন ফাইযী সহীহিল বুখারী ২য় খণ্ড, ৬৯৭ পৃ.)

٥٢٠٧ - [٥٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهِ لَقِيَ اللهَ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ»

৫২০৭-[৫৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি হতে বেঁচে থাকার জন্য, পরিবারের খরচ নির্বাহের উদ্দেশে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের লক্ষ্যে হালাল উপায়ে দুনিয়ার বৈধ-সম্পদ অন্বেষণ করে সে আল্লাহ তা'আলার সাথে ক্বিয়ামাতের দিন এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে মাল অর্জন করল বটে; কিন্তু গর্ব অহংকার ও সম্পদের আধিক্য প্রকাশের নিয়্যাতে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার ওপর ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত হবেন। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান এবং আবূ নু'আয়ম তাঁর "হিলইয়াহ্" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)[৫৩]

ব্যাখ্যা : হালাল উপার্জন মানে হালাল পথে উপার্জন। আর যে মানুষের কাছে কোন কিছু চাওয়া বা যাচঞা থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখে। নিহায়াহ্ গ্রন্থে «اَلِاسْتِعْفَافُ» শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, اَلِاسْتِعْفَافُ طَلَبُ الْعَفَافِ অর্থাৎ, ইস্তিফাফ হলো طَلَبُ الْعَفَافِ বা পবিত্রতা চাওয়া, সংযমতা অবলম্বন করা। اَلْعَفَافُ এর অর্থ হলো «وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ وَالسُّؤَالِ مِنَ النَّاسِ» হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং মানুষের কাছে যাচনা

---

[৫৩] য'ঈফ : হিলইয়াহ্ আবূ নু'আয়ম ২/১১০, ৮/২১৫; কারণ হাজ্জাজ য'ঈফ তার খারাপ মুখস্থশক্তির কারণে, আরো একটা কারণ আছে তা হলো মাযহূল ও আবূ হুরায়রাহ্-এর মাঝে ইনক্বিত্বা' আছে। য'ঈফাহ্ ১০৩২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২২১৮৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৪৩৩, শু'আবুল ঈমান ১০৩৭৪।

Scanned by CamScanner

থেকে বিরত থাকা। নিজের পরিবারের খরচ নির্বাহের জন্য খরচের পর অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা প্রতিবেশীদের ওপর ইহ্সান বা দয়া করা প্রকৃত মু'মিনের অন্যতম গুণ।

এসব গুণাবলি অর্জনকারীদের জন্য অতীব সুসংবাদ এই যে, ক্বিয়ামাতের দিন তারা এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, অতি খুশি ও আনন্দে তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমা চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ হালাল পথেই অর্জন করল বটে, (অর্থাৎ হারাম পথ অবলম্বন করল না) কিন্তু সে সম্পদের আধিক্যতা নিয়ে অভাবী গরীবদের ওপর গর্ব অহংকার এবং দান-সদাক্বার দ্বারা লোক দেখানোর নিয়্যাত করল এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে ক্বিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার ওপর ভীষণ রাগান্বিত হবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুল মিশকাতু লিত্ব ত্বীবী, বাহরুল ফাওয়ায়িদ হা. ২৮৪)

٥٢٠٨ -[٥٤] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ فَطُوبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫২০৮-[৫৪] সাহ্ল ইবনু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় এ মাল হলো বিরাট ধনভাণ্ডার। সে ধনভাণ্ডারের চাবিও আছে। অতএব সে বান্দার জন্য সুসংবাদ যাকে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের দ্বারা খোলা এবং অকল্যাণের দ্বারা বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। আর সে বান্দার জন্য ধ্বংস যাকে আল্লাহ অকল্যাণ বা মন্দের দ্বারা খোলা এবং কল্যাণের দ্বারা বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। (ইবনু মাজাহ)[৫৪]

ব্যাখ্যা : মানুষের সম্পদরাজি আল্লাহর দেয়া ধনভাণ্ডার স্বরূপ। এ ধনভণ্ডার থেকে খরচ করে কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ হাসিল করা সেটা মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত। আর মানুষকেই এই ধনভাণ্ডারের চাবী বলা হয়েছে অর্থাৎ সে নিজে তা থেকে হয় কল্যাণ বের করবে অথবা অকল্যাণ আনয়ন করবে। যে সম্পদের সদ্ব্যবহার করে তার জন্য কল্যাণ এবং সুসংবাদ, পক্ষান্তরে যে তার যথাযথ হাক্ব আদায় করবে না তার জন্য কল্যাণের দ্বার থাকবে বন্ধ এবং তার জন্য রয়েছে অকল্যাণ অর্থাৎ ধ্বংস। আল্লাহ যাকে কল্যাণের বা নেক কাজের তাওফীক্ব দান করেন সেটা তার পরম অনুগ্রহ।

'সম্পদ' শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হবে, টাকা-পয়সা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, 'ইবাদাত-বন্দেগীর যোগ্যতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

রাগিব্ ইস্পাহানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, اَلْخَيْرُ হলো ঐ বস্তু «اَلْخَيْرُ مَا يَرْغَبُ فِيهِ الْكُلُّ كَالْعَقْلِ مَثَلًا وَالْعَدْلِ وَالْفَضْلِ وَالشَّيْءِ النَّافِعِ»। প্রত্যেক মানুষ যার প্রতি আগ্রহশীল থাকে, যেমন জ্ঞান, ন্যায়-বিচার, পদমর্যাদা এবং অন্যান্য উপকারী বস্তু। পক্ষান্তরে 'আরবীতে اَلشَّرُّ হলো খায়র-এর বিপরীত। কখনো কখনো কল্যাণ এবং অকল্যাণ একই বস্তুতে অবস্থান করে। সেটা একজনের জন্য কল্যাণ অপরের জন্য অকল্যাণ। যেমন 'ইল্ম, একজনের জন্য হবে জাহান্নামের পর্দা, অন্যের জন্য জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। অনুরূপ কুরআন কারো পক্ষে সুপারিশকারী হবে আবার কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারী।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তানাবীর শারহ্ জামি'উস্ সগীর, আল কাশিফ ১০ খণ্ড, ৩৩০০ পৃ.)

[৫৪] সহীহ : ইবনু মাজাহ ২৩৮, য'ঈফুল জামি' ২০২১; তবে হাদীসটিকে আলবানী (রহ.) প্রথমে য'ঈফ বলেন, কিন্তু পরবর্তীতে সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩৩২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৬৬, আল হিদায়াহ্ ৫১৩৬, যিলালুল জান্নাহ্ ২৯৬, ২৯৮৯।

Scanned by CamScanner

٥٢٠٩ -[٥٥] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا لَمْ يُبَارَكْ لِلْعَبْدِ فِيْ مَالِهٖ جَعَلَهٗ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ»

৫২০৯-[৫৫] 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদে বারাকাত দান করা না হয়, তখন সে তাকে পানি ও মাটিতে ব্যয় করে।[৫৫]

ব্যাখ্যা : যখন কোন বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পদ ব্যয় করবে না, পরকাল বিনির্মাণে খরচ করবে না এবং ভালো মাল ব্যয় করবে না তখন তার সম্পদ যে পথেই সে খরচ করুক না কেন তা হবে মাটি ও পানিতে ফেলা ধ্বংসের শামিল।

দুনিয়া হলো মাটি আর পানি, অতএব আল্লাহর অভিপ্রেত পথ পরিহার করে দুনিয়া সর্বস্ব জীবনের জন্য খরচের হিসাব হলো মাটি আর পানিতে ফেলে দেয়া।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, লুম্'আহ্ আত্ তানকীহ ফী শারহে মিশকাতিল মাসাবীহ ৮ম খণ্ড, ৪৪০ পৃ.)

٥٢١٠ -[٥٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ فَإِنَّهٗ أَسَاسُ الْخَرَابِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

৫২১০-[৫৬] ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা ঘর-বাড়ি তৈরির মধ্যে হারাম মাল লাগানো হতে বেঁচে থাকো। কেননা তা হলো ধ্বংসের মূল। (হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী তাঁর "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন)[৫৬]

ব্যাখ্যা : বাড়ী ঘর নির্মাণে হারাম থেকে আত্মরক্ষার অর্থ হলো হারাম মাল বা অর্থ দ্বারা বাড়ীঘর নির্মাণ থেকে বেঁচে থাকা। জামি' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

(اتَّقُوا الْحَرَامَ) অর্থাৎ হারাম পাথর বা ইট দ্বারা বাড়ীঘর নির্মাণ থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটা দুনিয়াবী ধ্বংসের মূল ভিত্তি।

হাদীসের বাণী : (فَإِنَّهٗ أَسَاسُ الْخَرَابِ) "নিশ্চয় তা ধ্বংসের মূলভিত্তি"– এ কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ মূলত দীন ধ্বংসের কারণ। অতএব হালাল পথে দুনিয়ার গৃহাদি নির্মাণের মাধ্যমে তার দীনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং হারাম থেকে বাঁচতে হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ আত্ তানকীহ ৮ম খণ্ড, ৪৪০-৪১ পৃ.)

٥٢١١ -[٥٧] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهٗ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهٗ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

---

[৫৫] **খুবই দুর্বল :** কারণ সানাদে 'আবদুল আ'লা ইবনু আবুল মুসাবিরকে হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) মাতরূক বলেছেন, আর ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন, আর খালিদ আল আহওয়াল-কে আমি চিনি না। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯১৯, শু'আবুল ঈমান ১০৭১৯।

[৫৬] **য'ঈফ :** সানাদ য'ঈফ কারণ, সানাদে মু'আবিয়াহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আস্ সয়রাফী, ইমাম যাহাবী তাকে য'ঈফ বলেছেন, পাশাপাশি হাদীসটির সানাদে ইনক্বিত্বা' আছে তা হলো হাসান ইবনু 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু মাঝে নাফি' আছে। য'ঈফাহ্ ১৬৯৯, শু'আবুল ঈমান ১০৭২২, য'ঈফুল জামি' ১১২৬।

Scanned by CamScanner

৫২১১-[৫৭] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ইহকাল ঐ ব্যক্তির ঘর, যার (আখিরাতে) ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তিরই সম্পদ, যার (আখিরাতে) কোন সম্পদ নেই। আর ইহকালে সে ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার বুদ্ধি নেই। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৫৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দার্' বা ঘর দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় সুখ ও শান্তিতে অবস্থান বা বসবাস করা তাহলে তো দুনিয়ার ঘর সুখ-শান্তি থেকে মুক্ত, তাকে শান্তির ঘর নাম দেয়া যথাযথ নয়, অতএব দুনিয়া যাদের ঘর (আখিরাতে) তার কোন ঘর নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ "নিশ্চয় পরকালের জীবনই সত্যিকারের জীবন যদি তারা জানত।" (সূরাহ্ আল 'আন্কাবূত ২৯ : ৬৪)

হাদীসের বাণী : (وَمَالٌ مَنْ لَا مَالَ لَهُ) "দুনিয়ার সম্পদ তার জন্যই যার আখিরাতে কোন সম্পদ নেই।" এখানে মাল-সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কল্যাণকর কাজে ও রাস্তায় খরচ করা। আর যে তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য তা ক্ষয় করে তার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য যে, তার দুনিয়ার এই সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ "দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়"। (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৮৫)

অতএব এই ধোঁকার দুনিয়া লাভের জন্য যারা উঠে পড়ে লাগে তারা নির্বোধ। আর যারা আখিরাতের ঘর সমৃদ্ধ করার জন্য পাথেয় সংগ্রহে লিপ্ত তারা প্রশংসিত। আল্লাহ বলেন :

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى﴾ "তোমরা (হাজ্জের জন্য) পাথেয় সংগ্রহ কর, আর উত্তম পাথেয় হলো তাক্বওয়া।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৭)

সার কথা হলো দুনিয়ার অস্থায়ী ঘরকে প্রকৃত ঘর বলে ধরবে না। বরং তাকে একেবারেই গৌন করে দেখবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; সিরাজুল মুনীর ৩য় খণ্ড, ১৬২ পৃ.)

٥٢١٢ -[٥٨] وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: «الْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَخِّرُوا النِّسَاءَ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ». رَوَاهُ رَزِينٌ

৫২১২-[৫৮] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তার খুত্ববায় বলতে শুনেছি, মদ হলো পাপের সমষ্টি। নারী সম্প্রদায় শাইত্বনের ফাঁদ। দুনিয়ার মুহাব্বাত সকল গুনাহের মূল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে এটাও বলতে শুনেছি; তোমরা নারীদেরকে পিছনে সরিয়ে রাখো, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে রেখেছেন। (রযীন)[৫৮]

ব্যাখ্যা : خَمْرٌ 'খম্র' বা মদ সকল পাপের সমষ্টি, যা সকল পাপকে একত্র করে এবং সকল পাপের বাহন। ত্ববারানীর এক মারফূ' হাদীসে এসেছে,

---

[৫৭] য'ঈফ : আবূ ইসহাক্ব আয্ যহির আস্ সাবী'ঈ মুদাল্লিস, সুওয়াইদ ইবনু নাফি'- তার ব্যাপারে কথা আছে। আর যুর্'আহ্-কে আমি চিনি না। য'ঈফাহ্ ৬৬৯৪, ১৯৩৩, য'ঈফুল জামি' ৬৭৫৭, শু'আবুল ঈমান ১০৬৩৭।

[৫৮] য'ঈফ : সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুস্'আব ইবনু খালিদ ইবনু যায়াদ তার পিতা থেকে তবে তারা উভয়ে অপরিচিত। য'ঈফাহ্ ২০৫৯, য'ঈফুল জামি' ১২৩৯।

Scanned by CamScanner

«الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقَعَ عَلٰى أُمِّهٖ وَعَمَّتِهٖ وَخَالَتِهٖ»

মদ্যপান হলো সকল কুকর্মের জননী এবং বড় ধরনের কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যে তা পান করে সে সলাত বর্জন করে এবং তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, ফুপীর সাথে এবং খালার সাথেও।
(জামি'উস্ সগীর ২/২৫২ পৃ., হা. ৪১৪১)

বায়হাক্বীর এক বর্ণনায় রয়েছে, "যে মদ্যপান করে সে সলাত বর্জন করে এবং মা, খালা ও ফুপুর ওপর উদ্দাত হয়।" (জামি'উস্ সগীর হা. ৪১৪২)

হাদীসের বাণী, "নারী জাতি শায়ত্বনের রশি", শায়ত্বন নারীদের দ্বারাই তার অশুভ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে। পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে শায়ত্বন এই নারীকে ব্যবহার করেছে। বলা হয়ে থাকে ইবলীস যখন বানী আদাম-এর পিছনে প্রাণন্তকর পরিশ্রম করেও নিরাশ হয়ে যায় তখন নারীদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয় এবং সফলতা লাভ করে।

হাদীসের বাণী : (حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ) "দুনিয়াপ্রীতি সকল পাপের শিরোমনি।" এ কথার মাফহুম হলো, তার বিপরীতটি বুঝানো অর্থাৎ «تَرْكُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ» দুনিয়া বর্জন হলো সকল 'ইবাদাতের শিরোমণি। বলা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তি দুনিয়ার ভালোবাসায় লিপ্ত কোন প্রদর্শকই তাকে হিদায়াতের পথ দেখাতে পারেনি। আর যে দুনিয়া ত্যাগ করতে পেরেছে কোন পথভ্রষ্টকারীই তাকে বিপথগামী করতে পারেনি।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তিনটি বাক্যের প্রত্যেকটি বাক্যই জাওয়ামি'উল কালিম-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রত্যেকটি কথাই এককভাবে পাপ ও লোকসানের ক্ষেত্রে আসল বা মূলভিত্তি।

মহিলাদের পিছনে রাখার অর্থ হলো- আল্লাহ যেমন তাদের আলোচনা, তাদের হুকুম এবং মরতবা পরে এনেছেন অনুরূপ তোমরাও তাদের পরে রাখ। সলাতে তারা পিছনের কাতারে থাকবে, ঈদের খুত্ববায় রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পরে নাসীহাত করতেন। যুদ্ধের ময়দানে তাদের ফ্রন্টে রাখা হবে না বরং পিছনে থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; কাশফুল খফায়ি ১ম খণ্ড, ৪৩৪ পৃ.)

পিছনের আরেকটি অর্থ হলো- তাদের পর্দার অন্তরালে রাখা।

٥٢١٣ ـ[٥٩] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْهُ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»

৫২১৩-[৫৯] আর বায়হাক্বী তাঁর "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে শুধু حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ. "দুনিয়ার মুহাব্বাত প্রত্যেক পাপের মূল বা উৎস"– এ বাক্যটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৫৯]

٥٢١٤ ـ[٦٠] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلٰى أُمَّتِي الْهَوٰى وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْاٰخِرَةَ وَهٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ

[৫৯] মাওযূ' : কারণ হাসান মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন- য'ঈফাহ্ ১২২৬, য'ঈফাহ্ জামি' ২৬৮২, হিদায়তুর রুওয়াত ৫/২২ পৃ.।

Scanned by CamScanner

وَهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَا تَكُونُوا بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِيْ دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَأَنْتُمْ غَدًا فِيْ دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلَا عَمَلَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫২১৪-[৬০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের ওপর দু' ব্যাপারে খুব বেশি ভয় করি। প্রবৃত্তির কামনা আর দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা। অতঃপর প্রবৃত্তি সত্য থেকে বাধা দেয় আর দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পরকালকে ভুলিয়ে দেয়। এই যে দুনিয়া! এটা প্রবহমান প্রস্থানকারী এবং ঐ আখিরাত! তা প্রবহমান আগমনকারী। আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদিও রয়েছে। অতএব যদি তোমার সাধ্য হয়, দুনিয়ার সন্তান না হওয়ার তোমাদের সাধ্যে কুলায় তবে তাই করো। কেননা আজ তোমরা 'আমালের গৃহে রয়েছ, (এখানে) কোন হিসাব-কিতাব নেই। আর আগামীকাল তোমরা পরকালের অধিবাসী হবে, আর তথায় কোন 'আমাল নেই। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬০]

ব্যাখ্যা : নফস্ বা প্রবৃত্তির খাহেশাত অনেকটাই মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। এটা যখন বিপথে পরিচালিত হয় তখন সেটা হয় নিন্দনীয় এবং আল্লাহর অনভিপ্রেত, দীর্ঘ আশাও মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। এটাও যখন হয় হিদায়াত শূন্য এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সর্বস্ব তখন সেটাও হয় নিন্দনীয়।

নফস্ বা প্রবৃত্তি মানুষকে সত্যগ্রহণ ও তার আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর দীর্ঘ আশা আল্লাহর স্মরণ ও তার আনুগত্য থেকে দূরে রাখে। যেমন- অনেক মুসলিমকে বাড়ী-ঘর নির্মাণে ব্যস্ত অবস্থায় সলাতে ডাকলে উত্তর দেয় মাসজিদে যাওয়ার সময় নেই, ফকীর ভিক্ষা চাইলে বলে ব্যস্ত আছি দেখ না?

দুনিয়া এবং আখিরাতের দৃষ্টান্ত হলো চলমান দু'টি বাহনের ন্যায়। তবে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো দুনিয়া তোমার নিকট থেকে তোমার হায়াতকে নিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে আর আখিরাত তোমার নিকট দ্রুত চলে আসছে। এ দুনিয়ার পোষ্য সন্তান রয়েছে, সে সন্তান হলো মানুষ। অর্থাৎ যে দুনিয়ার পিছনে দৌড়ায়, তা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আখিরাত ভুলে যায় সেই দুনিয়ার সন্তান। পক্ষান্তরে যারা প্রকৃত মু'মিন তারা হবে আখিরাতমুখী, এদের জন্য দুনিয়া হলো 'আমালের গৃহমাত্র।

নাবী (ﷺ)-এর বাণী : (فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَا تَكُونُوا بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا) "যদি তোমার সাধ্য হয়, দুনিয়ার সন্তান না হওয়ায় তবে তাই কর।" এ বাক্যে দুনিয়া বর্জনের পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং আখিরাত গ্রহণের অধিকতর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অতএব মু'মিন আখিরাতই কামনা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যে পরকালের ক্ষেত্রে পুণ্যফল কামনা করে আমি তাকে তার ক্ষেত্রে উন্নতি দান করি, আর যে দুনিয়ার ক্ষেত্র কামনা করে আমি তাকে দুনিয়ার কিছু অংশ প্রদান করি কিন্তু পরকালে তার জন্য কোনই অংশ নেই।" (সূরাহ্ আশ্ শূরা- ৪২ : ২০)

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী : (فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِيْ دَارِ الْعَمَلِ) "তোমরা আজ 'আমালের ঘরে রয়েছো।" অর্থাৎ দুনিয়ায় আজ তোমরা এমন অবস্থানে রয়েছো যে, আখিরাতে তোমাদের নিকট এই দিনের 'আমাল তলব করা হবে। অতএব দুনিয়ার দায়িত্ব পালনের জায়গা মৃত্যু আসার আগেই গ্রহণ কর। তোমার অবস্থান দুনিয়ায় এক ঘণ্টা মাত্র, তাই উচিত তাকে আল্লাহর 'ইবাদাতে ব্যয় করা ।

[৬০] য'ঈফ : আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৬১৬, সানাদে মুনকাদির ইবনু মুহাম্মাদ য'ঈফ, আর 'আলী ইবনু আবূ 'আলী আল লাহবীও য'ঈফ। ফাতহুল বারী ১১/২০২, হিদায়াতুর্ রুওয়াত রুওয়াতি ৫/২৩ পৃ.।

Scanned by CamScanner

হাদীসের বাণী : "আগামীকাল তোমরা এমন ঘরে যাবে যেখানে কোন 'আমাল নেই।" আগামীকালের ঘর হলো আখিরাতের ঘর। সেখানে হিসাব দিয়ে সাওয়াব অথবা শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। সেখানে কোন 'আমাল করার সুযোগ নেই। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ দৃষ্টান্ত দ্বারা দুনিয়ার তুচ্ছতা এবং দ্রুত ধ্বংস হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আখিরাতের প্রতি তা'যীম ও প্রস্তুতির প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা আখিরাতের ঘর চিরস্থায়ী এবং চির সুন্দর।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ আন্ হাকায়িকিস্ সুনান ১০ম খণ্ড, ৩৩০২ পৃ., লুম্'আতুত্ তানক্বীহ ৮ম খণ্ড, ৪৪২ পৃ.)

٥٢١٥ -[٦١] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২১৫-[৬১] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহকাল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর পরকাল সম্মুখে আসছে। আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা পরকালের সন্তান হও, ইহকালের সন্তান হয়ো না। কেননা আজ 'আমালের সময়, এখানে কোন হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোন 'আমাল নেই। (বুখারী)[৬১]

٥٢١٦ -[٦٢] وَعَنْ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ وَيَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ أَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ أَلَا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝﴾». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

৫২১৬-[৬২] 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণদানকালে বললেন : সাবধান! দুনিয়া একটি অস্থায়ী জিনিস। তা হতে পুণ্যবান ও পাপী উভয় ভোগ করে। সাবধান! পরকাল একটি সত্যিকার নির্দিষ্ট সময়। সেখানে বিচার করবেন এমন এক বাদশাহ যিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক। সাবধান! সার্বিকভাবে সর্বপ্রকার কল্যাণের স্থান হলো জান্নাত এবং সার্বিকভাবে সর্বপ্রকার মন্দের স্থান হলো জাহান্নাম। অতএব তোমরা 'আমাল করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর এ কথাটি ভালোভাবে জেনে রাখো, তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মসহ (আল্লাহর সম্মুখে) উপস্থিত করা হবে। "অতএব যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তার ফল পাবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তার ফল পাবে"– (সূরাহ্ আয্ যিলযা-ল ৯৯ : ৭-৮)। (শাফি'ঈ)[৬২]

---

[৬১] সহীহ : বুখারী ৬৪১৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৪৯৫, শু'আবুল ঈমান ১০৬১৪।

[৬২] সানাদ মাওযূ' : কারণ ইবরাহীম হলো ইবনু আবূ ইয়াহ্ইয়া আল আসলামী। সে মাতরূক, মিথ্যা ও হাদীস বানানোর অভিযোগে অভিযুক্ত আর তার শায়খ 'আম্‌র তাকে আমি চিনি না। আর তিনি সহাবী নন। কারণ ইবরাহীম তাদেরকে পাননি। তিনি যুহরীদের মতো তাবি'ঈদের থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৪ পৃ., মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ২৮৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ১৭৭৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : দুনিয়া হলো অস্থায়ী সম্পদ বিশেষ, যা থেকে নেককার, গুনাহগার, মু'মিন, কাফির সবাই উপকার ভোগ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا﴾ "জমিনে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিয্‌ক্ব আল্লাহর যিম্মায় না আছে।" (সূরাহ্ হূদ ১১ : ৬)

হাদীসে উল্লেখিত الْعَرَضُ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে রাগিব ইস্পাহানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, «الْعَرَضُ مَا لَا يَكُونُ لَهُ ثَبَاتٌ» 'আরায ঐ বস্তু যার স্থায়িত্ব নেই।

আখিরাত একটি সুনির্দিষ্ট সত্য এবং অনিবার্য অনুষ্ঠিতব্য সময়। সেদিন মহা ক্ষমতাধর বাদশাহ আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা নেককার-গুনাহগার, মু'মিন-কাফির প্রভৃতি মানুষের মাঝে পুরস্কার ও শাস্তির ন্যায্য ফায়সালা করবেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الْأَجَلُ প্রতিশ্রুত সময়ের দৃষ্টান্ত; الصادق শব্দ দ্বারা বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে তা অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত করণার্থে এবং স্থায়িত্বার্থে।

সকল প্রকার কল্যাণ ও কল্যাণের উপাত্ত যা কিছু রয়েছে সবই জান্নাতে বিদ্যমান। আর সকল প্রকার অকল্যাণ এবং অকল্যাণের উপকরণ সবই জাহান্নামে বিদ্যমান। অর্থাৎ জান্নাতে সকল প্রকার সুখ সামগ্রী বিদ্যমান এবং জাহান্নামে দুঃখ-যন্ত্রণার যাবতীয় পথ পন্থা ও উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে।

এ বাক্য দু'টির পূর্বে 'আরবী «حَرْفُ التَّنْبِيهِ» তথা সতর্কসূচক অব্যয় أَلَا ব্যবহার করা হয়েছে জাহান্নাম ও জান্নাতের সুখ-দুঃখের স্থায়িত্ব বুঝানোর জন্য। অতঃপর প্রত্যেকের সামনে তার 'আমাল পেশ করা হবে তা ক্ষুদ্র বৃহৎ যাই হোক না কেন। এমনকি *যার্‌রাহ্* পরিমাণ 'আমাল হলেও তা প্রত্যক্ষ করবে এবং তার বিনিময়ে জান্নাত-জাহান্নামের কোন একটি নিশ্চিত পাবে।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الذَّرَّةُ (যার্‌রাহ্) হলো ক্ষুদ্র লাল পিঁপড়া। কেউ কেউ বলেছেন, *যার্‌রাহ্* হলো যার ওযন নেই, অর্থাৎ কোন ওযন যন্ত্রেই যার ভর ধর্তব্য হয় না। এটা ঘরের জানালা অথবা ছিদ্র দিয়ে সূর্য রশ্মির মধ্যে দৃশ্যমান ধূলিকণা বিশেষ, যা দেখা যায় কিন্তু ওযনে আনা যায় না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আতুত্ তানক্বীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ ৮ম খণ্ড, ৪৪২ পৃ.)

٥٢١٧ - [٦٣] وَعَنْ شَدَّادٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَإِنَّ الْاٰخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ يُحِقُّ فِيهَا الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا»

৫২১৭-[৬৩] শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) হে লোক সকল! দুনিয়া একটি অস্থায়ী সম্পদ। তা হতে পুণ্যবান ও পাপী উভয়ে ভোগ করে থাকে। আর পরকাল একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। সেখানে বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ সর্বসময় শক্তির অধিকারী বাদশাহ। তিনি (নিজ ফায়সালায়) সত্যকে বহাল রাখবেন এবং বাতিলকে মুছে ফেলবেন। অতএব তোমরা পরকালের সন্তান হও, ইহকালের সন্তান হয়ো না। কেননা প্রত্যেক মাতার সন্তান তার অনুগামী হয়ে থাকে।[৬৩]

---

[৬৩] সানাদ য'ঈফ : আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৭০১২।

Scanned by CamScanner

٥٢١٨ - [٦٤] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ الْخَلَائِقَ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ مَا قَلَّ وَكَفٰى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهٰى» «رَوَاهُمَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي» الْحِلْيَةِ"

৫২১৮-[৬৪] আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূর্য উদয় হওয়ার সাথেই তার দু'পার্শ্বে দু'জন মালাক (ফেরেশতা) জিন্ ও মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্টজীবকে শোনানোর উদ্দেশে ঘোষণা করে, হে মানুষ সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে আসো। (শুনে রাখো,) যে সম্পদের প্রাচুর্য আল্লাহ ও তাঁর স্মরণ হতে গাফিল করে রাখে, তা অপেক্ষা প্রয়োজনমাফিক স্বল্প সম্পদই উত্তম। (আবূ নু'আয়ম হিলইয়াহ্ গ্রন্থে হাদীস দু'টি বর্ণনা করেছেন)[৬৪]

ব্যাখ্যা : (يُسْمِعَانِ الْخَلَائِقَ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ) জিন্ ইনসান ব্যতীত সকল সৃষ্টিই সে আওয়াজ শুনতে পায়, এ বাক্যটি পূর্বের বাক্য থেকে بَدَلٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা তার حَالٌ থেকে «بَيَانٌ بَعْدَ بَيَانٍ» হয়েছে মানুষ এবং জিন্ মুকাল্লাফ হওয়ার কারণে এ অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পায় না।

মালাকের (ফেরেশতার) আহ্বান, (يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ) "হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে আসো"– এর অর্থ হলো তোমরা তার নির্দেশসমূহ এবং হুকুম পালন কর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللهِ﴾ "অতঃপর তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।"

(সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ৫০)

মহান আল্লাহ আরো বলেন : ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ "সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার দিকেই রুজু হও।" (সূরাহ্ আল মুয্যাম্মিল ৭৩ : ০৮)

সম্পদ অল্পই ভালো কেননা অধিক সম্পদ মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল বা বিমুখ করে রাখে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আতুত্ তানক্বীহ ৮ম খণ্ড, ৪৪৬ পৃ.; আল কাশিফ লিত্ব্ত্বীবী ১০ম খণ্ড, ৩৩০৪ পৃ.)

٥٢١٩ - [٦٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟ وَقَالَ بَنُو آدَمَ: مَا خَلَّفَ؟". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৫২১৯-[৬৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদীসটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়ে বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তাগণ) বলেন, (এ ব্যক্তি) পরকালের জন্য অগ্রিম কী পাঠিয়েছে? আর আদাম সন্তান (ওয়ারিসগণ) বলে, সে কী রেখে গেছে? (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাণী (إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ) বাক্যটি مَجَازٍ (রূপকার্থে) বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জীবিত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে থাকে। কিন্তু যা অনিবার্যভাবেই হতে যাচ্ছে তা তার আগেই সেই নামে প্রকাশ করা

---

[৬৪] সহীহ : আবূ নু'আয়ম হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২২৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৯১৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০১৯৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৫১৬, আবূ ইয়া'লা ১০৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩২৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৮৪৪৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৫৪১।

[৬৫] সানাদ য'ঈফ : মানাবী (রহ.) "আল ফায়য" (الفيض) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শু'আবুল 'ঈমান ১০৪৭৫, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫১৪৭, ৫/২৫ পৃ.।

Scanned by CamScanner

কুরআন হাদীসে অনেক ব্যবহার বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ "আপনি মাইয়্যিত তারাও মাইয়্যিত।" (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৩০)

মালাক (ফেরেশতা) বলে সে কী আগে পাঠিয়েছে? অর্থাৎ সে কী কী নেক 'আমাল করে পরকালের জন্য পাঠিয়েছে? পক্ষান্তরে মানুষ মৃত ব্যক্তির বাড়ী এসে বলে সে সহায় সম্পদ কী রেখে গেছে?

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মালায়িকার জিজ্ঞেস হলো 'আমাল সম্পর্কে, যাতে তার জন্য সাওয়াব ও তার প্রতিদান দেয়া যায় অথবা গুনাহের কারণে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে ওয়ারিস বা প্রতিবেশীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার সম্পদ, যাতে তারা তাতে ভাগ বসাতে পারে এবং নিজ নিজ অংশ সংগ্রহ করতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ লিত্ব ত্বীবী ১০ম খণ্ড, ৩৩০৫ পৃ.)

৫২২০ -[٦٦] وَعَنْ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ: «يَا بُنَيَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوعَدُونَ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ وَأَنَّكَ قَدِ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ دَارًا تَسِيرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا». رَوَاهُ رَزِينٌ

৫২২০-[৬৬] মালিক রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। লুক্বমান 'আলায়হিস সালাম নিজ পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন : হে বৎস! মানুষের সাথে যে সমস্ত বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে, (যথা- মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার বা শাস্তি) তার দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তারা পরকালের দিকে অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে। হে বৎস! তুমি যেদিন জন্ম নিয়েছ সেদিন হতে তুমি দুনিয়াকে পিছনে ছেড়ে আসছ এবং ক্রমশ পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। আর নিশ্চয় যে ঘরের দিকে (পরকালের দিকে) তুমি যাচ্ছ, তা ঐ ঘর অপেক্ষা তোমার অতি নিকটবর্তী, যে ঘর হতে তুমি বের হচ্ছ (দুনিয়া হতে)। (রযীন)[৬৬]

ব্যাখ্যা : 'আরবী ভাষায় ছোট ছেলেকে يَا بُنَيَّ বলে ডাকা হয়, এ ডাকে রয়েছে স্নেহবাৎসল্য ও অত্যধিক ভালোবাসা। ইয়া'কূব 'আলায়হিস সালাম তার ছেলেকে বলেছিলেন, ﴿يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ﴾ "হে বৎস! তুমি তোমার স্বপ্নের কথা ভাইদের কাছে প্রকাশ করো না..."- (সূরাহ্ ইউসুফ ১২ : ৫)। আল্লাহ তা'আলা এ ভাষাকে আল কুরআনে চয়ন করেছেন, অতএব এটি এখন কুরআনী ভাষা।

আদাম 'আলায়হিস সালাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের নিকট আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতির মেয়াদ দীর্ঘ হয়ে গেছে। তাদের প্রতি প্রতিশ্রুত বিষয়গুলো হলো পুনরুত্থান, হিসাব, হিসাবান্তে তার বিনিময় (সাওয়াব কিংবা শাস্তি)।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে বিষয়ে তাদের ওয়া'দা দেয়া ছিল তা দীর্ঘ হয়ে গেছে। আর তারা আখিরাতের দিকে দ্রুত রওয়ানা হয়েছে কিন্তু তাদের সে অনুভূতি নেই।

হাদীসের বাণী : (وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا) বাক্যটির ব্যাখ্যা হলো, "প্রতিশ্রুতির পর মানুষের দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়ে গেছে আর প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে, প্রত্যেকেই দ্রুত সেদিকে দৌড়ে চলছে কিন্তু নৌকার আরোহীর মতো ভ্রমণরত কাফেলার সে অনুভূতি নেই।"

লুক্বমান 'আলায়হিস সালাম আরো বলেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি এ দুনিয়া ধরার জন্য যে দৌড় দিচ্ছ তাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে পিছনেই ফেলে আসছ। আর ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তুমি এগিয়ে যাচ্ছ আখিরাতের দিকে।

---

[৬৬] আলবানী (রহ.)-এর তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ পাওয়া যায়নি। হিদায়াতুর্ রুওয়াতেও উল্লেখ নেই।

Scanned by CamScanner

তুমি আরো জেনে রেখ, তোমার সামনের ঘর অতি নিকটে আর পিছনের ঘর অনেক দূরে পড়ে গেছে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ লিত্ব ত্বীবী ১০ম খণ্ড, ৩৩০৫ পৃ.)

٥٢٢١ - [٦٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ». قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ النَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫২২১-[৬৭] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলা হলো, মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন : প্রত্যেক নিষ্কলুষ অন্তঃকরণ-সত্যভাষী। সহাবীগণ বললেন, “সুদূকুল লিসান” তো আমরা বুঝি, তবে “মাখ্‌মূমুল ক্বল্‌ব” কী? তিনি বললেন : সচ্ছ ও পবিত্র অন্তঃকরণ, যা পাপ করেনি, যুল্‌ম করেনি ও হিংসা-বিদ্বেষে জড়ায়নি। (ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী’র শু‘আবুল ঈমান)[৬৭]

ব্যাখ্যা : مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ হলো قَلْبٌ سَلِيمٌ। আল্লাহ বলেন : ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ “তবে যে নিষ্কলুষ ও পবিত্র ক্বলব নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে....।” (সূরাহ্ আশ্ শু‘আরা- ২৬ : ৮৯)

আল ক্বামূস অভিধান গ্রন্থের ভাষ্য মতে, مَخْمُوْمُ শব্দটি «خَمَمْتَ الْبَيْتَ إِذَا كَنَسْتَهُ» থেকে এসেছে। এটা তখন বলবে, যখন ঘর ময়লা কুটো থেকে পরিষ্কার করবে। (مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ) এর অর্থ হলো দুশ্চরিত্র থেকে এবং অপবিত্র ‘আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ইত্যাদি থেকে ক্বলবকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

(صَدُوْقُ اللِّسَانِ) ‘যবানের সত্যাবাদিতা’, এটা হলো ঐ গুণ যার দ্বারা মানুষের সত্যবাদীর পরিচয় ঘটে। মুনাফিক্ব এবং লৌকিক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাদের মুখের কথার সাথে তাদের কার্যের মিল নেই।

(مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ) ‘পরিচ্ছন্ন ক্বলবের’ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন- তা এমন একটি ক্বল্‌ব যা স্বচ্ছ, নির্মল, সংযমী, পবিত্র এবং যুল্‌ম ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হা. ৪২১৬; লুম্‘আহ্ আত্ তানক্বীহ ৪৪৭ পৃ.)

٥٢٢٢ - [٦٨] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِيمَانِ)

৫২২২-[৬৮] উক্ত রাবী (‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাঃ)) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন তোমার মাঝে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকে, তখন দুনিয়ার যা কিছুই তোমার ছাড়া হয়ে যায় তোমার কোন ক্ষতি নেই। আমানাত রক্ষা, সত্য কথা, উত্তম চরিত্র ও খানাপিনায় সাবধানতা অবলম্বন। (আহমাদ ও বায়হাক্বী’র শু‘আবুল ঈমান)[৬৮]

ব্যাখ্যা : মানব স্বভাব ও চরিত্রের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, যেগুলো কোন মানুষের মধ্যে থাকলে পার্থিব সম্পদ বা অন্য কিছু না থাকলেও কিংবা নষ্ট হয়ে গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

---

[৬৭] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৪২১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৮৮৯।

[৬৮] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২/১৭৭, সহীহুল জামি‘ ৮৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৩৩, শু‘আবুল ঈমান ৪৮০১।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উল্লেখিত বাক্যে «مَا» হলো মাসদারিয়্যাহ্ এবং এখানে الْوَقْتُ উহ্য রয়েছে। অতএব বাক্যটি হবে এরূপ : «لَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَقْتَ فَوْتِ الدُّنْيَا إِنْ حَصَلَتْ لَكَ هٰذِهِ الْخِصَالُ» অর্থাৎ যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো তোমার অর্জিত হয় তাহলে দুনিয়ার বস্তুগুলো ছুটে গেলে তোমার কোনই সমস্যা নেই। এই «مَا»-টি না-বাচকও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন বাক্যের অর্থ হবে এরূপ : এ বৈশিষ্ট্যগুলো তোমার মধ্যে থাকলে তোমার কোনই সমস্যা হবে না, আর দুনিয়াও তোমার থেকে কখনো ছুটে যাবে না। প্রথম অর্থটা অধিক সামঞ্জস্যশীল।

হাদীসে বর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি হলো আমানাতের হিফাযাত; আর সম্পদ ও 'আমাল দু'টিও আমানাতের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়টি হলো- সত্য কথা। এটিও ব্যাপকার্থে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সকল প্রকারের কথাতেই সত্যবাদী হতে হবে।

তৃতীয়টি হলো- সৎ চরিত্র। সৎ চরিত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণ আর কিছু নেই। এটা সৃষ্টিগতভাবেই যারা ভালো সেই এর প্রকৃত হাক্বদার। অনেক খারাপ চরিত্রের মানুষকেই কসরত করে ভালো চরিত্রের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করতে দেখা যায়, কিন্তু চরিত্রের সঠিক পরীক্ষার সময় তাদের সে মেকী চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো খানা-পিনায় পবিত্র ও নিষ্পাপ হওয়া অর্থাৎ হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা এবং হালালে পরিতুষ্ট থাকা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩০৬; আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৪৮ পৃ.)

٥٢٢٣ -[٦٩] وَعَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: بَلَغَنِىْ أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ الْحَكِيمِ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرٰى؟ يَعْنِى الْفَضْلَ قَالَ: صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِىْ. رَوَاهُ فِىْ «الْمُوَطَّأِ»

৫২২৩-[৬৯] মালিক রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, লুক্বমান হাকীম 'আলায়হিস্ সালাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা আপনাকে যে মর্যাদায় দেখছি, সে মর্যাদায় আপনি কিভাবে পৌছেছেন? তিনি বললেন : সত্য কথা বলা, আমানাত যথাযথ পরিশোধ করা এবং অর্থহীন কাজ বর্জন করার মাধ্যমে। (মুওয়াত্ত্বা)[৬৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত প্রথম "مَا" টি ইস্তিফাহাম বা প্রশ্নোবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বাক্যটি এভাবে হয় : «أَيُّ شَيْءٍ أَوْصَلَكَ هٰذِهِ الْمَرْتَبَةِ الَّتِي نَرَاهَا فِيكَ مِنَ الْفَضِيلَةِ الزَّائِدَةِ عَلٰى غَيْرِكَ» অন্য সকলের ওপর তোমার যে বিশেষ মর্যাদা আমরা তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি কোন জিনিস তোমাকে এই মর্যাদার স্থানে পৌছিয়েছে?

উত্তরে তিনি বললেন, صِدْقُ الْحَدِيثِ বা সত্যবচন, এ সত্য নিজের কথার ক্ষেত্রে যেমন অন্যের কথা নকল করার ক্ষেত্রেও তেমন। অনুরূপ আমানাত আদায় করাটাও। পূর্বের হাদীসের মতোই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সকল প্রকার অনর্থক কাজ ও কথা-বার্তা ত্যাগ করা। অর্থাৎ যা উপকার দেয় না তা যে স্তরেই হোক না কেন লুক্বমান তা বর্জন করে চলতেন। এসব গুণাবলি তাকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৯ম খণ্ড, হা. ১৮০৩; আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৪৮ পৃ.; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩০৬ পৃ.)

---

[৬৯] ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) এককভাবে বর্ণনা করেছেন; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৮১৩/১৭।

Scanned by CamScanner

٥٢٢٤ - [٧٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَجِيءُ الْأَعْمَالُ فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ: يَارَبِّ أَنَا الصَّلَاةُ. فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ. فَتَجِيءُ الصَّدَقَةُ فَتَقُولُ: يَارَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ. فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيَامُ فَيَقُولُ: يَارَبِّ أَنَا الصِّيَامُ. فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ. ثُمَّ تَجِيءُ الْأَعْمَالُ عَلٰى ذٰلِكَ. يَقُولُ اللهُ تَعَالٰى: إِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ. ثُمَّ يَجِيءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ: يَارَبِّ أَنْتَ السَّلَامُ وَأَنَا الْإِسْلَامُ. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالٰى: إِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ بِكَ الْيَوْمَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي. قَالَ اللهُ تَعَالٰى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

৫২২৪-[৭০] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (ক্বিয়ামাত দিবসে) 'আমালসমূহ উপস্থিত হবে। (সর্বপ্রথম) "সলাত" এসে বলবে : হে আমার প্রভু! আমি সলাত। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতঃপর সদাক্বাহ্ এসে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি সদাক্বাহ্। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতঃপর সিয়াম এসে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি "সিয়াম"। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। অতঃপর অন্যান্য 'আমালসমূহ এরূপ আসবে এবং আল্লাহ তা'আলাও বলবেন, তুমি কল্যাণময়। তারপর "ইসলাম" এসে বলবে, হে রব! তোমার এক নাম সালাম। আর আমি হলাম "ইসলাম"। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। নিশ্চয় আজ আমি তোমার কারণেই পাকড়াও করব এবং তোমার ওয়াসীলায় সাওয়াব দান করব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন : ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ "এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অন্বেষণ করে, তার থেকে তা কক্ষনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৮৫)।[৭০]

ব্যাখ্যা : মানুষের 'আমালসমূহ ক্বিয়ামাত দিবসে আকৃতি ধারণ করে আল্লাহর সমীপে হাযির হবে। নেক আ'মাল মালিকের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে সুপারিশ করবে। পক্ষান্তরে আ'মালের বিরুদ্ধাচারী ও আ'মাল বর্জনকারীদের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হবে।

সলাত তার কথা বলার ভাষায় বলবে অথবা উপস্থিত তাকে যে বলার শক্তি দেয়া হবে সেই যবানে কথা বলবে। কেউ কেউ বলেছেন, আ'মালের দেহ বা আকৃতি ধারণের অর্থ হলো তার আসার বা চিহ্ন প্রকাশ হওয়া।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সলাত বলবে- আমার শাফা'আতের অধিকার রয়েছে, কেননা আমি হলাম দীনের স্তম্ভ।

এভাবে বিভিন্ন আ'মাল এসে আল্লাহর সমীপে বান্দার পক্ষে কথা বলবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি আ'মালেরই কথার জওয়াব দিবেন। সর্বশেষে ইসলাম এসেও আল্লাহর সাথে কথা বলবে। আল্লাহ তা'আলা তার কথারও উত্তর দিবেন। ইসলাম বলবে- হে আল্লাহ তা'আলা! তুমি সালাম আর আমি ইসলাম। আমাদের উভয়ের মাঝে ইসমে ইস্তিক্বাক তথা গঠন রূপান্তরের সম্পর্ক ও চিহ্নগত মিল রয়েছে।

---

[৭০] **য'ঈফ** : কারণ সানাদে ইনক্বিত্বা' আছে, হাসান- আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ থেকে শুনেননি। বিস্তারিত য'ঈফাহ্ ৫৭৮০, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৬২।

Scanned by CamScanner

অতএব সেই ভিত্তি আমাকে প্রতিষ্ঠাকারীকে দারুস্ সালাম তথা জান্নাতে প্রবেশের দাবী রাখে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, আজ তোমার কারণেই আমি শাস্তির জন্য পাকড়াও করব এবং তোমার কারণেই সম্মানিত করব ও পুরস্কার দেব। এরপর কুরআনের উক্ত আয়াত পাঠ করবেন। আয়াতের মধ্যে ইশারা রয়েছে যারা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে তারা চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না বরং সফলকামী ও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ প্রাগুক্ত, আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৪৯ পৃ.)

٥٢٢٥ ـ[٧١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ طَيْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ فَإِنِّي إِذَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا.

৫২২৫-[৭১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল যাতে পাখির ছবি ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) তা দেখতে পেয়ে বললেন : হে 'আয়িশাহ্! এটাকে পরিবর্তন করে ফেলো। কেননা আমি যখনই তা দেখতে পাই, তখনই দুনিয়া (বিলাসী জীবন) আমার স্মরণে এসে যায়।[৭১]

ব্যাখ্যা : পাখির ছবিযুক্ত নকশাদার পর্দাটি ছিল বাড়ির গেইট অথবা দরজায় টাঙ্গানোর জন্য। রসূলুল্লাহ ﷺ সরিয়ে ফেলতে বললেন, আর বললেন, যখন এটা দেখি তখন দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়।

ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, এই ইল্লাত বা কারণের মধ্যেই দলীল রয়েছে যে, ঐ ছবিগুলো ছিল অতীব ক্ষুদ্রাকৃতির। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ীতে এটা ব্যবহার হচ্ছিল ছবি নিষিদ্ধ ঘোষণার অথবা নিষিদ্ধ হিসেবে জানার আগের ঘটনা। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানতে পারলেন যে, ছবিযুক্ত ঘরে আল্লাহর রহমাতের মালাক (ফেরেশতা) প্রবেশ করে না, তখন তিনি এটাকে অপসারণ করতে নির্দেশ প্রদান করলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হা. ৪১৭১; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩০৭ পৃ.)

٥٢٢٦ ـ[٧٢] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عِظْنِي وَأَوْجِزْ. فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ»

৫২২৬-[৭২] আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : যখন তুমি সলাতে দাঁড়াবে, তখন সে সলাতকে নিজের জীবনের শেষ সলাত মনে করে আদায় করবে। আর এমন কোন কথা বলো না, যার দরুন আগামীকাল (ক্বিয়ামাতের দিন) ক্রটি স্বীকার করতে হবে এবং মানুষের হাতে যা আছে তা হতে তোমার নৈরাশ্যকে সুদৃঢ় করে নাও।[৭২]

ব্যাখ্যা : 'শেষ সলাত' মনে করার অর্থ হলো, তুমি হয়তো আর বাঁচবে না, এটাই হবে তোমার জীবনের শেষ সলাত। অতএব তুমি অতীব সুন্দর করে তা আদায় করবে। যাতে তোমার শেষ 'আমাল হয় উত্তম। এতে এটাও নির্দেশ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার প্রতি তোমার দীর্ঘ আশা ত্যাগ কর কারণ তোমার মৃত্যু তো অতীব নিকটে।

---

[৭১] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২/২৪১, অনুরূপ নাসায়ী ২/৩০১, ইবনুল মুবারক আয্ যুহ্দ ৪০০-৪০১।

[৭২] হাসান : ইবনু মাজাহ ৪১৭১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪০০, সহীহুল জামি' ৭৪২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৫৯১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৮৯০।

Scanned by CamScanner

মানুষ যখন কথা বেশি বলে তখন তার ভুলও বেশি হয়ে থাকে। অতএব কথা বলা থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ। আর যে কথা বলবে তা ভেবে চিন্তে বলা উচিত, কারণ মুখ থেকে কোন কথা বের হয়ে গেলে তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই এমন কথা বলবে না যার জন্য আগামীকাল অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন ত্রুটি স্বীকার করতে হয়। এটা ঐ হাদীসের শিক্ষা যেখানে বলা হয়েছে, "একজন মানুষের প্রকৃত ইসলাম হলো অনর্থক কথা বর্জন করা।"

অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে নাসীহাত স্বরূপ বলেন : তুমি লোভ-লিপ্সা বর্জন করে নৈরাশ্যতাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা কর। কেউ কেউ অর্থ করেছেন তোমার অন্তরকে নৈরাশ্যতার মধ্যম পন্থা অবলম্বনে ও লোভ বর্জনে অভ্যস্ত কর। অন্যের নিকট যা রয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে তোমার জন্য নির্ধারিত অংশে পরিতুষ্ট থাকার নীতি অবলম্বন কর।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩০৭ পৃ.; আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৫০ পৃ.)

৫২২৭ -[৭৩] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ تَحْتَ رَاحِلَتِهٖ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسٰى أَنْ لَا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ هٰذَا وَقَبْرِيْ. فَبَكٰى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهٖ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا» رَوَى الْأَحَادِيْثَ الْأَرْبَعَةَ أَحْمَدُ

৫২২৭-[৭৩] মু'আয ইবনু জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (শাসক নিয়ুক্ত করে) যখন ইয়ামান পাঠালেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উপদেশ দিতে দিতে তাঁর সঙ্গে বের হলেন। এ সময় মু'আয ছিলেন সওয়ারীতে আর রসূলুল্লাহ ﷺ চলছিলেন পায়ে হেঁটে, সওয়ারী হতে নীচে। (উপদেশাবলী হতে) অবসর হয়ে তিনি (ﷺ) বললেন : হে মু'আয! সম্ভবত এ বছরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। এমনও হতে পারে তুমি আমার মাসজিদ ও আমার ক্ববরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে। তখন মু'আয রাঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিচ্ছেদ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) মাদীনার দিকে তাকালেন এবং তাকে সম্মুখে রেখে বললেন : নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোকেরাই আমার নিকট অধিক ভালো যারা আল্লাহভীরু, পরহেজগার। তারা যে কেউ হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন? [উপরিউক্ত চারটি হাদীস ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) রিওয়ায়াত করেছেন][৭৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয রাঃ-কে ইয়ামানে ক্বাযী অথবা ওয়ালী বা গভর্নর করে প্রেরণ করেছিলেন। মু'আয রাঃ বাহনে ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ তার নীচেই পায়ে হেঁটে চলছিলেন, এটা আপাতত আদবের খেলাফ মনে হলেও কাজটি ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে, মূলত এটা ছিল মু'মিনদের প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোমলতা ও হৃদ্যতা প্রকাশের অন্যতম একটি নমুনা।

(يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسٰى أَنْ لَا تَلْقَانِيْ...) "হে মু'আয! এ বছর পর তুমি আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না।" عَسٰى শব্দটি প্রিয় বিষয়ের ক্ষেত্রে তথা আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা এবং অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় বস্তুর الاشفاق। তথা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। لَعَلَّ শব্দটি অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্বেগ উভয় অর্থে ব্যবহৃত

[৭৩] সহীহ : সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫০৯২।

Scanned by CamScanner

হয়ে থাকে, তবে এটা সাধারণত সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যা لَيْتَ-এর বিপরীত। অর্থাৎ لَيْتَ-এর আকাঙ্ক্ষা অসম্ভবের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন- لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ 'হায় যৌবন যদি ফিরে আসত!'

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে মু'আয رضي الله عنه ধৈর্যহারা হয়ে পড়লেন এবং কাঁদলেন। جشع শব্দের অর্থ ভীত হওয়া অধৈর্য হওয়া। নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, «اَلْجَشَعُ أَجْزَعُ لِفِرَاقِ الْإِلْفِ» অর্থাৎ কোন ভালোবাসার মানুষের বিচ্ছেদ বিরহে অস্থির ও অধৈর্য হয়ে পড়া। যেমন মু'আয رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হয়েছিলেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয رضي الله عنه থেকে মুখ মাদীনার দিকে করলেন। এ মুখ ফিরানোর কারণ সম্ভবত যাতে মু'আয-এর কান্না তাকে দেখতে না হয়। কেননা মু'আয-এর কান্না রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কান্নার কারণ হতে পারে। আর সেখানে এক কঠিন হৃদয়বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। অথচ একদিন না একদিন তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতেই হবে। তাই তিনি (ﷺ) কার্যতভাবে তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং কতিপয় ওয়াসিয়্যাতের মাধ্যমে তার কষ্ট ভুলানোর প্রয়াস গ্রহণ করলেন। তিনি (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি তো আমাকে এবং মাদীনাহ্ ছেড়ে চলে যাচ্ছ, যখন তুমি আবার ফিরবে মাদীনাকে দেখতে পাবে কিন্তু আমাকে দেখতে পাবে না। তিনি (ﷺ) তাকে মূলত এদিকে ইশারা করেন যে, নাবীগণ এবং মুত্তাক্বীগণ চিরস্থায়ী ঘরে সমবেত হবেন। সেদিন আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে মুত্তাক্বীগণ, তারা আমার শাফা'আত পেয়েও ধন্য হবে। তারা চাই 'আরবী হোক, চাই আজমী হোক, সাদা হোক কিংবা কালো হোক, সম্ভ্রান্ত-দরিদ্র যেই হোক না কেন। আর তারা মাক্কায় থাক কিংবা মাদীনায়, ইয়ামান, কূফা, বুসরা যেখানেই থাকুক না কেন। অতএব তোমার নিকট থেকে আমার বাহ্যিক এই দূরত্ব বা বিচ্ছেদ কোন ক্ষতির কিছু নেই। আত্মিক নৈকট্যতাই প্রকৃত নৈকট্যতা আর তা তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই বিবেচিত হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রকারান্তে তাকে তাক্বওয়ার উপদেশই প্রদান করছিলেন। এটা পরবর্তী উম্মাতের জন্যও ছিল সান্ত্বনার উপদেশ। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মু'আয رضي الله عنه-এর প্রতি উপদেশ ছিল এই যে পরবর্তী বছরে তিনি মাদীনায় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে না পেয়ে যেন বিলাপ না করেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৫১ পৃ.; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩০৮ পৃ.)

٥٢٢٨ -[٧٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ أَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهٖ؟ قَالَ: «نَعَمْ التَّجَافِيْ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلٰى دَارِ الْخُلُودِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ»

৫২২৮-[৭৪] ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন : ﴿فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ أَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ﴾ "আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন, তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১২৫)। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হিদায়াতের আলো যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন তা (ইসলামের বিধানসমূহ গ্রহণ করার জন্য) উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! সে অবস্থা জানার কোন চিহ্ন বা নিদর্শন আছে কি যার দ্বারা তাকে চেনা যাবে? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, আছে। প্রতারণার ঘর (দুনিয়া)

Scanned by CamScanner

হতে দূরে সরে থাকা ও চিরস্থায়ী ঘর (আখিরাত)-এর প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।[৭৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ) যখন অন্তরে হিদায়াতের নূর প্রবেশ করে তখন তা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ বাক্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার অন্তর এমনভাবে প্রশস্ত হয়ে যায় যে, ইসলামের বিধানাবলী সে অতি সহজে গ্রহণ করে নেয় এবং এগুলো অনুশীলনে এক স্বর্গীয় স্বাদ অনুভব করে।

হিদায়াতের নূরে আলোকিত এবং উন্মুক্ত অন্তরের চিহ্ন হলো :

১. প্রতারণার ঘর থেকে দূরে থাকা। প্রতারণার ঘর হলো দুনিয়া। আল্লাহ বলেন : ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ "অতঃপর দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে যেন ধোঁকায় না ফেলে....।" (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ৩৩)

২. চিরস্থায়ী ঘরের দিকে ঝুঁকে পড়া। অর্থাৎ পরিপূর্ণ এবং একান্তভাবে আখিরাতমুখী হওয়া।

৩. আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া, এর অর্থ হলো মৃত্যুর পূর্বেই তাওবাহ্-ইস্তিগফার এবং 'ইবাদাতের প্রতিযোগিতায় সাধ্যমত সময় ব্যয় করা। মৃত্যুর পূর্ব হলো বার্ধক্য, অসুস্থতা ইত্যাদি যে সময় স্বাভাবিক 'ইবাদাত-বন্দেগী করা সম্ভব হয় না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩০৮ পৃ.; আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৫২ পৃ.)

٥٢٢٩ -[٧٥]، ٥٢٣٠ - [٧٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي خَلَّادٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطِيْ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

৫২২৯-[৭৫], ৫২৩০-[৭৬] আবূ হুরায়রাহ্ ও আবূ খল্লাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোন বান্দাকে দেখবে যে, তাকে দুনিয়ার প্রতি অনাকাঙ্ক্ষী ও স্বল্পালাপী (এ দু'টি গুণ) দান করা হয়েছে, তার সহচার্য লাভ করো। কেননা তাকে সূক্ষ্ম জ্ঞান দেয়া হয়েছে। (উপরের হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" রিওয়ায়াত করেছেন)[৭৫]

ব্যাখ্যা : زُهْدًا-এর অর্থ قِلَّةَ رَغْبَةٍ তথা দুনিয়ার প্রতি খুব হালকা আশা, দুনিয়াবিমুখ, সংসারত্যাগী ইত্যাদি।

(قِلَّةَ مَنْطِقٍ) হলো কম কথা বলা, অনর্থক এবং প্রবৃত্তির চাহিদামত কথা না বলা। (فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ) তার নৈকট্য অর্জন কর, অর্থাৎ তার সংস্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা কর এবং তার মাজলিসে বস।

حِكْمَةٌ অর্থ জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা। এখানে অর্থ বুঝানো হয়েছে الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ উত্তম নাসীহাত, কিতাব ও সুন্নাহর ওয়াজ।

---

[৭৪] সানাদ য'ঈফ : যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আত্বা ইবনু ফায্ল সাক্বিত, আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আত্বা ইবনু ফায্ল-এর শায়খ মাস্'উদ মুখতালাত্ব, শু'আবুল ঈমান ১০৫৫২।

[৭৫] সানাদ য'ঈফ : য'ঈফাহ্ ১৯২৩, কারণ সানাদে আবূ ফারওয়াহ্ আছে যার নাম ইয়াযীদ ইবনু সিনান। য'ঈফ বিস্তারিত : য'ঈফাহ্ ১৯২৩, ইবনু মাজাহ ৪১০১, য'ঈফ আল জামি' ৫০৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৮৭১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৮০৩, শু'আবুল ঈমান ৪৯৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৫৩।

Scanned by CamScanner

মিরক্বাত গ্রন্থকার বলেন, حِكْمَةٌ শব্দের অর্থ হলো 'ইল্‌ম ও 'আমালে ইসলামী শারী'আতের উৎকর্য সাধন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ "যাকে হিকমাহ্ (কুরআন সুন্নাহ্‌র 'ইল্‌ম) দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৯)

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩০৮ পৃ.; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৫৩ পৃ.)

(١) بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ ﷺ

অধ্যায়-১ : গরীবদের ফাযীলাত ও নাবী ﷺ-এর জীবন-যাপন

ফাযীলাত বা মর্যাদা দ্বারা উদ্দেশ্য অতিরিক্ত সাওয়াব ও পুরস্কার। ধন-সম্পদের মাধমে অর্জিত মর্যাদার কথা বুঝানো হয়নি। নাবী ﷺ-এর জীবন 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং বর্ণাঢ্য। কিন্তু জীবনের সুখ-সামগ্রী ও খানাপিনায় তিনি ছিলেন দরিদ্রের মতো।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٢٣١ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫২৩১-[১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন অনেক লোক আছে– যাদের মাথার চুল এলোমেলো, মানুষের দুয়ার হতে বিতাড়িত। তবে সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তখন তা পূরণ করেন। (মুসলিম)[৭৬]

ব্যাখ্যা : أَشْعَثَ শব্দের অর্থ হলো «مُتَفَرِّقُ شَعْرِ رَأْسِهِ» মাথার চুল এলোমেলো, উস্ক-খুস্ক হওয়া। ক্বাযী বায়যাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, চুল ধুলামণ্ডিত ও অগোছালো হওয়া।

(مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ) "মানুষের দরজা থেকে বিতাড়িত"– এ ব্যাখ্যা হলো কারো বাড়ীতে সওয়াল করতে বা চাইতে গেলে লোকেরা তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে অথবা বকা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। একেবারে বিনয় ও হীনতার সাথে কারো দরজায় গেলেও তাকে তুচ্ছই ভাবা হয়। বাড়ীতে একান্ত প্রবেশ করতে দিলেও তাকে চরম তুচ্ছজ্ঞান করে প্রবেশ করানো হয়। অথচ আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা অনেক বেশি। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুল তথা লোকচক্ষু থেকে তার অবস্থাকে ঢেকে রাখতে চান, যাতে অন্যের সাথে তার মুহাব্বাত সৃষ্টি হয়ে না যায়।

---

[৭৬] সহীহ : মুসলিম ২৪-(১৫৭৫), বুখারী ৬০৭১, আবূ দাউদ ৪৫৯৫, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, সুনান আন্ নাসায়ী ৪৭৫৫, সহীহুল জামি' ৮৭০২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯০৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৪৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫০৮৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৬১২, 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৪৭৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৫১৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৬১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৭১৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬৩০৬, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩১৫৮।

Scanned by CamScanner

(لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ) অর্থাৎ সে যদি আল্লাহর নামে ক্বসম করে তবে তা পূরণ করে। এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়, সে আল্লাহর কোন কর্মে যদি শপথ করে বলে যে, আল্লাহ এ কাজ করেছেন কিংবা করেননি, তা হলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন, তাকে ক্বসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হয় না। অর্থাৎ শপথকে সত্যে পরিণত করেন, এতে বিষয়টি তার ক্বসমের মুআফিক হয়ে যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬ খণ্ড, ১৫১ পৃ., হা. ২৬২২; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩০৯ পৃ.; লুম্‘আহ্ ৮ম খ, ৪৫৫ পৃ.)

٥٢٣٢ -[٢] وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২৩২-[২] মুস্‘আব ইবনু সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা‘দ (রাঃ) নিজের সম্পর্কে মনে করলেন যে, নিম্নশ্রেণির লোকেদের চেয়ে তাঁর অধিক মর্যাদা রয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর এ ধারণাটি বুঝতে পেরে) বললেন : তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তিদের ওয়াসীলায় এবং তাদের দু‘আয় তোমাদেরকে (শত্রুর মোকাবিলায়) সাহায্য করা হয় এবং রিয্‌ক্ব দেয়া হয়। (বুখারী)[৭৭]

ব্যাখ্যা : সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ছিলেন একজন জালীলুল ক্বদ্‌র সহাবী। সা‘দ (রাঃ)-এর এটা ছিল ধারণা বা কল্পনা যে, দরিদ্রদের তুলনায় তিনি হয়তো বেশি মর্যাদার অধিকারী হবেন। কেননা তিনি একাধারে ছিলেন বীরযোদ্ধা এবং দানশীল।

রসূলুল্লাহ ﷺ তার এ ধারণা দূরীকরণের জন্য বললেন, না বরং তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে ঐ দরিদ্রদের কারণেই সাহায্যপ্রাপ্ত হও এবং গনীমাতের সম্পদ লাভ করে থাক। অতএব তাদের সম্মান করবে, তাদের ওপর অহংকার করবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্‘আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৫৬ পৃ.; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১০ পৃ.)

٥٢٣٣ -[٣] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২৩৩-[৩] উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতের দ্বারে দাঁড়াই, দেখলাম; যারা তাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর বিত্তবান-সম্পদশালী লোকেরা আটকা পড়ে আছে। তবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর আমি জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়াই তখন (দেখলাম) তাতে যারা প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ নারী সম্প্রদায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৮]

ব্যাখ্যা : জান্নাতের দরজায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁড়ানো স্বপ্নযোগে হয়েছিল। কেউ বলেছেন, এটা মি‘রাজের রাত্রিতে হয়েছিল। কেউ আবার কাশফের মাক্বামের কথা উল্লেখ করেছেন।

---

[৭৭] সহীহ : বুখারী ২৮৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২০৫।

[৭৮] সহীহ : বুখারী ৫১৯৬, মুসলিম ৯৩-(২৭৩৬), সহীহুল জামি‘ ৪৪১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৯১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫৮৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯২।

Scanned by CamScanner

أَصْحَابُ الْجَدِّ হলো «أَرْبَابُ الْغِنَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْأُمَرَاءِ» অর্থাৎ, মু'মিন সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রাচুর্যশালী আমীর-উমারাগণ। এরা আটকা পড়ে থাকবে তাদের অঢেল সম্পদের দীর্ঘ হিসাবের প্রতিক্ষায়। আর গরীবেরা সামান্য সম্পদের হিসাব দ্রুত দিয়ে ধনীদের পাঁচশত বছর আগেই জান্নাতে চলে যাবে। ঐ দিকে কাফির মুশরিকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মু'মিনদের মধ্যকার জান্নাতী হবে দু'প্রকার। এক প্রকার দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করবে, অন্যদল আটকা পড়ে থাকবে। অতঃপর দীর্ঘ হিসাব-নিকাশের পর তাদের জান্নাতের ব্যবস্থা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, ৪৭১ পৃ., হা. ৬৫৪৭; শারহুন্ নাবাবী ১৭ খণ্ড, ১৫ পৃ., হা. ২৭৩৬; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১০)

٥٢٣٤ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ. وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২৩৪-[৪] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই হলো দরিদ্র। আর জাহান্নামে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী সম্প্রদায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৯]

٥٢٣٥ -[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫২৩৫-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : গরীব মুহাজিরগণ ক্বিয়ামাতের দিন ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)[৮০]

ব্যাখ্যা : মাক্কার মুহাজিরগণ ছিলেন গরীব। তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হলেও এ মর্যাদায় তাদের সাথে অন্যান্য গরীব মুসলিমগণও অন্তর্ভুক্ত হবেন। গরীব মু'মিনগণ ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবেন।

হাদীসে (أَرْبَعِينَ خَرِيفًا) এর অর্থ করা হয়েছে চল্লিশ বছর। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) নিহায়াহ্ গ্রন্থ থেকে নকল করে বলেন, «الْخَرِيفُ الزَّمَانُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ...» খরীফ হলো শীত গ্রীষ্মের মাঝের পরিচিত একটি সময় বা ঋতু, বাংলায় শরৎকাল। এর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য বছর। কেননা শরৎকাল বছরে একবারই আসে। চল্লিশের এই পরিমাণ দুনিয়ার এই ব্যবহৃত সময় নাকি আখিরাতের সময়ের তা উল্লেখ নেই। অতএব উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। অথবা এটা আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

মোটকথা হলো গরীবেরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগেই জান্নাতের আরাম-আয়েশ ভোগ করতে থাকবেন। এটা তাদের দুনিয়ার নি'আমাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতিদান হিসেবে পাবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

---

[৭৯] সহীহ : বুখারী ৩২৪১, মুসলিম ৯৪-(২৭৩৭), তিরমিযী ২৬০২, সহীহুল জামি' ১০৩০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২২৭৪, ২৫৮৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৬১০, মুসনাদে বায্যার ৫৩৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৫৫, শু'আবুল ঈমান ১০৩৮৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৯২৫৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৫৯৫।

[৮০] সহীহ : মুসলিম ৩৭-(২৯৭৯), সহীহুল জামি' ২১১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৮, শু'আবুল ঈমান ১০৪৯৩।

Scanned by CamScanner

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ "তোমরা সানন্দে খাও এবং পান কর ঐ সমস্ত কাজের বিনিময়ে যা তোমরা বিগতকালে প্রতিদানের আশায় করেছিলে।" (সূরাহ্ আল হা-ক্কাহ্ ৬৯ : ২৪)

ক্বিয়ামাতের দিন দীর্ঘসময় ক্ষুৎ-পিপাসায় পড়বে ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে (পেট পুরে খেয়ে) পরিতৃপ্ত অবস্থায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ৮ম খণ্ড, হা. ১১৯২, পৃ. ৮৭; আশ্ শিফা ১০ম খণ্ড, ৩৩১১ পৃ.; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৫৮ পৃ.)

٥٢٣٦ -[٦] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأْيُكَ فِي هٰذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هٰذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَأْيُكَ فِي هٰذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ. وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ. وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২৩৬-[৬] সাহ্ল ইবনু সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তখন তিনি তাঁর নিকটে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে লোকটি গেল, তার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? সে বলল, ইনি তো সম্ভ্রান্ত লোকেদের একজন। আল্লাহর শপথ! ইনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন লোক যে, যদি সে কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তখন তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে। আর যদি সে কারো সম্পর্কে সুপারিশ করে তখন তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ (কিছুক্ষণ) নীরব রইলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ (এ ব্যক্তি সম্পর্কেও তাকে) প্রশ্ন করলেন : এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? জবাবে সে বলল : হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যক্তি তো দরিদ্র মুসলিমদের একজন। সে তো এরই উপযোগী যে, যদি সে কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে না। আর যদি সে সুপারিশ করে, তাও গ্রহণ করা হবে না। আর যদি সে কথা বলে তাও শুনা হবে না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (তুমি যার প্রশংসা করেছ) সারা ভূপৃষ্ঠে তার মতো লোকে ভরপুর থাকলেও তাদের তুলনায় এ লোকটি উত্তম (যার তুমি দুর্নাম করেছ)। (বুখারী ও মুসলিম)[৮১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ তুলে ধরেছেন, সমাজে সম্ভ্রান্ত এবং প্রকৃত সম্ভ্রান্ত সম্পর্কে বাস্তব ধারণা। মানব সমাজে পরিচিত সম্ভ্রান্ত যদি আল্লাহর কাছে সম্ভ্রান্তরূপে বিবেচিত না হয় তাহলে এরূপ গোটা জমিনে ভরপুর সম্ভ্রান্ত লোকের চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় একজন ব্যক্তিই উত্তম। যদিও সমাজের মানুষ তাকে হীন ও তুচ্ছ ভাবে, তার সাথে কেউ আত্মীয় করতে চায় না, তার সুপারিশ কোন মহলে গৃহীত হয় না, কিন্তু সে একাই উত্তম মানুষ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৪২২ পৃ.; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৪৪৭; ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হা. ৪১২০)

٥٢٣٧ -[٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৮১] সহীহ : বুখারী ৬৪৪৭, ইবনু মাজাহ ৪১২০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২০২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৭৫০।

Scanned by CamScanner

৫২৩৭-[৭] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবারবর্গ লাগাতার দু'দিন যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যু হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিবার হলো তার পূতপবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাদের খাদিমগণ। যব গমের তুলনায় কম মূল্যমানের, যবের রুটিই যেহেতু পাননি তাহলে গমের রুটির তো প্রশ্ন-ই ওঠে না।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'দিন একাধারে পেট পুরে খেতে পাননি, একদিন পেটপুরে খেলে অন্যদিনে উপোষ থাকতেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা জমিনের ধনভাণ্ডারের চাবি তার কাছে পেশ করেছিলেন এবং মাক্কার একটি পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে তার নিকট পেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি (ﷺ) এ কথা বলে দরিদ্রতাকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন যে, আমি একদিন ক্ষুধার্ত থেকে সব্‌র করব, আরেকদিন খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। কেননা ঈমান দুই অংশে বিভক্ত, এক অংশ সব্‌রের মধ্যে, অন্য অংশ শুকরিয়ার মধ্যে; যেমন আল্লাহ বলেছেন :

﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ﴾

"নিশ্চয় তাতে উপদেশ রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ বান্দাদের জন্য।"

(সূরাহ্ ইবরা-হীম ১৪ : ৫, লুক্বমান ৩১ : ৩১, আশ্ শু'আরা- ২৬ : ৩৩)

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ অবস্থা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমনকি তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার বর্মটি এক ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রেখে সামান্য কয়েক সা' যব ধার গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে বলে থাকেন রসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ জীবনে ধনী হয়ে গিয়েছিলেন। উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা তাদের এ দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। হ্যাঁ, তাঁর হাতে অনেক সম্পদ এসেছিল কিন্তু সেগুলো তিনি নিজের জন্য সংরক্ষণ করেননি বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব খরচ করে দিয়েছেন। অবশ্য তিনি সদা সর্বদা অন্তরের ধনী ছিলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, হা. ৬৪৫৪; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১১ পৃ.)

٥٢٣٨ -[٨] وَعَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبٰى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২৩৮-[৮] সা'ঈদ আল মাক্ববুরী (রহিমাহুল্লাহ) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল ভুনা করা বকরী। তারা খাওয়ার জন্য আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-কে ডাকলেন; কিন্তু তিনি এ বলে খেতে অস্বীকার করলেন যে, নাবী (ﷺ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ তিনি যবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। (বুখারী)[৮৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বর্ণনাকারী 'সা'ঈদ', কোন কোন সংস্করণে "আবূ সা'ঈদ" বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এটা ভুল এবং নির্ভরযোগ্য মূলনীতির পরিপন্থী।

কিছু গবেষক দ্বারা বিশুদ্ধ সংস্করণে "সা'ঈদ ইবনু আবূ সা'ঈদ আল মাক্ববুরী" বলে উল্লেখ রয়েছে। আবূ সা'ঈদ-এর আসল নাম কায়সান। তিনি ক্ববরস্থানের কাছে বাস করতেন বলে তাকে মাকবুরী বলা হয়।

---

[৮২] সহীহ : বুখারী ৫৪১৬, মুসলিম ২২-(২৯৭০), ইবনু মাজাহ ৩৩৪৪, তিরমিযী ২৩৫৭।

[৮৩] সহীহ : বুখারী ৫৪১৪, শু'আবুল ঈমান ৫৬৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৬৭।

Scanned by CamScanner

আবূ হুরায়রাহ্ রضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় খানা-খাদ্যের চিত্র স্মরণ করে মজাদার এবং লোভনীয় ভুনা বকরির গোশত খাওয়ার আহ্বান পেয়েও তা বর্জন করেছেন। এটা ছিল তাঁর নাবী প্রেমের চরম নিদর্শন এবং দুনিয়াবিমুখ জীবনের অন্যতম প্রমাণ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী হা. ৫৪১৪, আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১১ পৃ.)

٥٢٣٩ -[٩] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ مَشٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسٰى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২৩৯-[৯] আনাস রضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে কিছু যবের রুটি ও গন্ধময় পুরাতন চর্বি নিয়ে আসলেন। এদিকে নাবী ﷺ মাদীনার এক ইয়াহূদীর কাছে নিজের লৌহবর্মটি গচ্ছিত রেখে পরিবারবর্গের জন্য কিছু যব ঋণ এনেছিলেন। (অধস্তন) বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস রضي الله عنه-কে এটাও বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের কাছে কোন সন্ধ্যাকালেই এক সা' গম বা এক সা' কোন খাদ্য দানা (আগামীকালের জন্য) মওজুদ থাকত না। অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলেন ৯ জন। (বুখারী)[৮৪]

ব্যাখ্যা : আনাস রضي الله عنه প্রায়ই বিভিন্ন খানা খাদ্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে নিয়ে আসতেন। তার মা উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها মাঝে মধ্যে বাড়িতে খানা তৈরি করেও আনাস-কে পাঠিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে খাওয়াতেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহূদীর নিকট লৌহবর্ম বন্ধক রেখে পরিবারের জন্য কয়েক সা' যব নিয়েছিলেন। এটা ছিল একেবারে জীবনের শেষ প্রান্তে। আর তা এজন্য যে, যাতে তার অবস্থা মানুষের কাছে গোপন থাকে অথবা সহাবীগণ লজ্জায় তাকে সাহায্য না করেন। সর্বোপরি হাত পাতা বা চাওয়া থেকে নিজকে পবিত্র রাখা এবং উম্মাতের নিকট তার কাজের বিনিময় নেয়া থেকে পবিত্র থাকাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ "আর আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাচ্ছি না, আমার বিনিময় তো বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট রয়েছে।" (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা- ২৬ : ১০৯, ১২৭)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়জন স্ত্রী একত্রে ছিলেন, তাদের দিন-কাল এভাবে অতিবাহিত হত যে, কারো ঘরেই আগামীকালের জন্য এক সা' গম কিংবা অন্য কিছু খাদ্য দানা সঞ্চয় রেখে রাত শুরু হত না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হা. ২০৬৯; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১১ পৃ.)

٥٢٤٠ -[١٠] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ. فَقَالَ: «أَوَفِي هٰذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৮৪] সহীহ : বুখারী ২০৬৯, তিরমিযী ১২১৫, ইবনু মাজাহ ২৪৩৭, নাসায়ী ৪৬১০, মুসনাদে বায্‌যার ৭১৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬২০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৫২৪।

Scanned by CamScanner

৫২৪০-[১০] 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি একখানা খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা ছিল না। ফলে চাটাই তাঁর দেহে চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল। আর তিনি ঠেস দিয়েছিলেন (খেজুর গাছের) আঁশপূর্ণ একটি চামড়ার বালিশের উপর। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আপনার উম্মাতকে সচ্ছলতা প্রদান করেন। পারসিক ও রোমীয়গণকে সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছে, অথচ তারা (কাফির) আল্লাহর 'ইবাদাত করে না। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে খত্ত্বাব-এর পুত্র! তুমি কি এখনো এ ধারণায় রয়েছ? তারা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থিব জীবনে নি'আমাতসমূহ আগাম প্রদান করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে– তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়াপ্রাপ্ত হোক আর আমাদের জন্য থাকুক পরকাল? (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫]

ব্যাখ্যা : (رِمَالِ حَصِيرٍ) এর অর্থ খেজুর পাতা দ্বারা বানানো চাটাই। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাজকীয় খাট-পালঙ্কে শয়নের কথা, কিন্তু তিনি দুনিয়ার এসব বিলাস-ব্যসনের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেননি। তিনি সাদা-সিধে মাটিতে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে থাকতেন। এটাও ছিল নিখাদ চাটাইয়ের উপর শোয়া। এই চাটাইয়ের উপর চাদর কিংবা কম্বল কিছুই ছিল না, ফলে চাটাইয়ের দাগ তাঁর দেহে লেগে যেত। বালিশটিও কি নরম বা আরামদায়ক ছিল? মোটেও না; চামড়ার খোলশে খেজুরের ছাল, কোন মত মাথাটা বিছানা থেকে একটু উঁচু করে শোবার ব্যবস্থা।

'উমার رضي الله عنه রোম-পারস্যবাসীর সুখ-সমৃদ্ধির কথা তুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে বললেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মাতেরা আল্লাহর 'ইবাদাত করে তারা কেন দরিদ্র থাকবে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের সম্পদ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহর রসূল তার উত্তরে উক্ত কথাগুলো বলেন। অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ আর নি'আমাত আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ইবনু মাজাহ হা. ৪১৫৩, আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৬১ পৃ.)

٥٢٤١ –[١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهٖ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرٰى عَوْرَتُهٗ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২৪১-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি "সুফ্‌ফাবাসীদের" মধ্য হতে সত্তরজন লোককে দেখেছি যে, তাঁদের কোন একজনের কাছেও একখানা চাদর ছিল না। হয়তো একখানা লুঙ্গি ছিল অথবা একখানা কম্বল যা তাঁরা নিজেদের ঘাড়ের সাথে পেঁচিয়ে রাখত। তা কারো অর্ধ নলা পর্যন্ত, আবার কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছত। আর তাঁরা তাকে নিজের হাত দ্বারা ধরে রাখত– এ আশঙ্কায় যেন সতর দৃষ্টিগোচর হয়ে না পড়ে। (বুখারী)[৮৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলে সুফ্‌ফার মোট অধিবাসী ছিলেন চারশত মুহাজির সহাবী, তাঁরা মাসজিদে কুরআন শিক্ষার জন্য থাকতেন। এখান থেকে প্রয়োজনে

---

[৮৫] সহীহ : বুখারী ৪৯১৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১১৬৩।
[৮৬] সহীহ : বুখারী ৪৪২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩১৫।

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন অভিযানে গমন করতেন। এদের সত্তরজন ছিলেন স্থায়ী সদস্য। রাবী আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের জীবনের অবস্থায়ই বর্ণনা করছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের হাক্বের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন :

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾

"(দান) ঐ অভাবীদের জন্য যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তাদের পক্ষে জমিনের কোথাও বিচরণ করা সম্ভব নয়। যাচঞা থেকে বিরত থাকার দরুন অজ্ঞরা তাদের ধনী মনে করে, কিন্তু তোমরা তাদের লক্ষণ দেখে তাদের চিনে নিতে পারবে। তারা ব্যাকুল হয়ে লোকেদের কাছে যাচঞা করে (চেয়ে) বেড়ায় না।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৭৩)

ব্যাখ্যা : তারা জীবন নির্বাহের রসদ হিসেবে সামান্য মজ্জা কিংবা আঁটিসম খাদ্য বস্তুতে তাওয়াক্কুল ও তুষ্ট হয়ে থাকতেন। পরিধেয় বস্ত্রের কথা তো হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। চাদর থাকলে লুঙ্গি নেই লুঙ্গি থাকলে চাদর নেই। যাদের চাদর ছিল তারা তা গলায় বেঁধে শরীর ও নিম্নদেশ আবৃত করে রাখতেন। এই চাদরও অনেকের ছিল সংকীর্ণ, ফলে তা দিয়ে শরীর ও লজ্জাস্থান একত্রে ঢেকে রাখা ছিল দূরহ। তাই অনেকেই স্বাভাবিক চলাফেরা এবং উঠা বসার সময় লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়ার ভয়ে হাত দ্বারা কাপড়ের দু' কিনারা জড়িয়ে রাখতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড, হা. ৪৪২; আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৬৪ পৃ.)

٥٢٤٢ -[١٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ»

৫২৪২-[১২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে যাকে মাল-সম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে অধিক দেয়া হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্নমানের ব্যক্তির দিকে তাকায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭]

সহীহ মুসলিম-এর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের প্রতি তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ো না যে তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। তাহলে এ পন্থা অবলম্বনই হবে আল্লাহর নি'আমাতকে অবজ্ঞা না করার এক উপযোগী মাধ্যম।

ব্যাখ্যা : নিজের সম্পদ, শরীর-স্বাস্থ্য সৌন্দর্য এবং পরিবার-পরিজনের চেয়ে অপরের সম্পদ এবং শরীর-স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য বেশি ও ভালো দেখে তার দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করবে না। সম্পদশালী হওয়া, সুস্থ ও সুন্দর ইত্যাদি হওয়া– এ সবগুলো আপেক্ষিক বিষয়, অতএব তোমার চেয়ে বেশি যার আছে তার দিকে না তাকিয়ে তোমার নীচের দিকে তাকাও। দেখবে সে তোমার চেয়ে কত সমস্যায় নিপতিত। তখন তোমার অল্প কষ্ট ভুলে যাবে।

---

[৮৭] সহীহ : বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ৮-(২৯৬৩), সহীহুল জামি' ৮০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১১, শু'আবুল ঈমান ১০২৮৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৯৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৭৮।

Scanned by CamScanner

ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ বলেন, এ হাদীস কল্যাণের প্রকারসমূহ একত্রকারী। কেননা মানুষের স্বভাব হলো সে যখন দেখে কাউকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করা হয়েছে সে তখন নিজের মধ্যে অনুরূপ কল্যাণ কামনা করে। আর নিজের কাছে আল্লাহর দেয়া যে নি'আমাত রয়েছে তাকে সে কম মনে করে থাকে। আর তার নি'আমাতের সাথে আরো যুক্ত হয়ে অপরের চেয়ে বেশি কিংবা সমান সমান হোক এটা সে কামনা করে। এটা অধিকাংশ লোকের স্বভাব বা প্রকৃতি। কিন্তু মানুষ যদি তার নীচের দিকে তাকাত তাহলে তার নিজের ওপর আল্লাহর দেয়া নি'আমাতের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ত, ফলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করত, আল্লাহর কাছে নত হয়ে ভালো কাজ করত। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৮ খণ্ড, ৭৭ পৃ., হা. ২৯৬৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৭ পৃ., হা. ২৫১৩; ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, ৪৮২ পৃ.)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٤٣ -[١٣] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫২৪৩-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : গরীবরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হবে ক্বিয়ামাতের অর্ধদিন। (তিরমিযী)[৮৮]

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্বে এ হাদীসের কিছু ব্যাখ্যা অতিবাহিত হয়েছে। আখিরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। অর্ধদিন পাঁচশত বছরের সমান। আল্লাহর বাণী : ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ "আর তোমার রবের দরবারে (ক্বিয়ামাতের) একদিন তোমাদের হিসাবের এক হাজার বছরের সমতুল্য।" (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৪৭)

অন্য স্থানে রয়েছে : "একদিন যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।" (সূরাহ্ আল মা'আ-রিজ ৭০ : ০৪)

এ দু'টি আয়াতে কারীমাহ্ আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে কোন বিরোধ নেই, কেননা এখানে 'আম (সাধারাণ) থেকে খাস (বিশেষ)-এর বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। অথবা লম্বা সময় হলো কাফির-মুশরিকদের জন্য এবং কম সময় হলো মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝﴾ "যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন হবে কঠিন দিন, কাফিরদের জন্য এটা সহজ নয়।" (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্সির ৭৪ : ৮-১০)

সারকথা ক্বিয়ামাতের দিবসটি হবে মু'মিনদের জন্য সহজ এবং দ্রুত হিসাবযোগ্য আর কাফিরদের জন্য হবে দীর্ঘমেয়াদী এবং কষ্ট।

আরেকটি প্রশ্ন এই যে, এ হাদীসে পাঁচশত বছরের কথা এসেছে পূর্বের অন্য হাদীসে চল্লিশ বছরের কথা উল্লেখ হয়েছে। এর উত্তরে মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পূর্বের হাদীসে উল্লেখিত ধনী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধনী মুহাজিরীন, অর্থাৎ ধনী মুহাজিরীনদের চেয়ে গরীব মুহাজিরীণগণ চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। দ্বিতীয় হাদীসে উল্লেখিত ধনী দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাজির ছাড়া অন্যান্য মু'মিন। অথবা রসূলুল্লাহ

[৮৮] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৩৫৩, ইবনু মাজাহ ৪১২২, শু'আবুল ঈমান ১০৩৮২।

Scanned by CamScanner

ﷺ-এর নিকট প্রথমে চল্লিশ বছরের কথা জানানো হয়েছিল, ফলে তিনি তাই বলেছিলেন, পরবর্তীতে পাঁচশত বছরের কথা জানানো হলে তিনি পাঁচশত বছরের কথাই বলেছেন। অথবা গরীবেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সর্বোচ্চ স্তরের গরীবেরা পাঁচশত বছর পূর্বেই জান্নাতে যাবে এবং সর্বনিম্ন স্তরের গরীবেরা ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৩ পৃ.)

٥٢٤٤ - [١٤] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَإِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

৫২৪৪-[১৪] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখো, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান করো এবং মিসকীনদের দলে হাশ্‌র করো। ‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها বললেন : কেন হে আল্লাহর রসূল! তিনি (ﷺ) বললেন : তারা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে ‘আয়িশাহ্! কোন মিসকীনকে তোমার দুয়ার হতে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দিয়ো না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান করো। হে ‘আয়িশাহ্! মিসকীনদেরকে ভালোবাসো এবং তাদেরকে নিজের কাছে জায়গা দিয়ো, ফলে আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামাতের দিন তোমাকে নিকটে রাখবেন। (তিরমিযী ও বায়হাক্বী’র শু‘আবুল ঈমান)[৮৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু‘আ ছিল, “হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখো”, তিনি ফকীর শব্দ ব্যবহার করেননি, যাতে এ ধারণার উদ্রেক না হয় যে, তিনি হীন ও মুখাপেক্ষী ছিলেন।

الْمِسْكِيْنُ শব্দটি الْمَسْكَنَةُ শব্দ থেকে উৎপত্তি তার অর্থ হলো التَّوَاضُعُ عَلٰى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ অর্থাৎ অধিক মাত্রায় বিনয় প্রকাশ করা।

অথবা শব্দটি السُّكُوْنُ وَالسَّكِيْنَةُ থেকে উদ্গত হয়েছে, এর অর্থ হলো الْوَقَارُ وَالْإِطْمِئْنَانُ وَالْقَرَارُ تَحْتَ أَحْكَامِ الْأَقْدَارِ رِضًا بِقَضَاءِ الْجَبَّارِ। মহা প্রতাপশালী আল্লাহর ফায়সালা এবং তাক্বদীরের বিধানাবলীর উপর সন্তুষ্ট থেকে প্রশান্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ জীবনযাপন।

কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিনয়ী বানিয়ে দাও, আমাকে অহংকারী করো না। এখানে উম্মাতের জন্য মিসকীনের মর্যাদার শিক্ষা রয়েছে, যাতে মানুষ তাদের সাথে বসে, তাদের ভালোবাসে। আরো রয়েছে মিসকীনদের জন্য সান্ত্বনা ও উঁচু মর্যাদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। সাথে সাথে এটাও উদ্দেশ্যে যে, মানুষ যেন তার জীবন নির্বাহের ন্যূনতম উপকরণ ও রসদকেই জীবনের জন্য যথেষ্ট মনে করে। আর সে অঢেল সম্পদ সংগ্রহের পিছনে না পড়ে থাকে। কেননা আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য অধিক সম্পদ জীবনের জন্য ধ্বংস এবং সম্মানের জন্য অমসৃণ উপকরণ।

রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু অবধি এই মিসকীনী অবস্থাকে কামনা করেছেন। এমনকি ক্বিয়ামাতের দিন এই মিসকীনদের দলেই হাশ্‌র বা একত্রিত হওয়ারও আশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি (ﷺ) মুবালাগাহ্ বা অতিরঞ্জন

---

[৮৯] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৪১২৬, ইরওয়া ৮৬১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৮, তিরমিযী ২৩৫২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৯২, মুসনাদে ‘আব্দ ইবনু হুমায়দ ১০০২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৫৩০।

Scanned by CamScanner

হিসেবে বলেছেন তা কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মিসকীনী অবস্থার জন্য দু'আর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি তার কারণ বর্ণনা করেন। অর্থাৎ ধনীরা তাদের উত্তম 'ইবাদাত, উত্তম চরিত্রসহ সকল আমলে মিসকীনদের সমকক্ষ হলেও মিসকীনদের চল্লিশ বছর পর জান্নাতে যাবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নাসীহাত করেন যে, তুমি কখনো কোন মিসকীনকে খালি হাতে মিমুখ করে ফিরিয়ে দিবে না, অর্ধ টুকরো খেজুর হলেও তাকে দিবে এবং অন্তরে তাদের প্রতি মমতা রাখবে। তাদের নিকটে বসবে তাহলে ক্বিয়ামাতের দিন তার বিনিময়ে আল্লাহও তোমাকে তার নিকটে স্থান দিবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হা. ২৩৫২; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৪ পৃ.)

٥٢٤٥ -[١٥] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ إِلَى قَوْلِهِ «زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ»

৫২৪৫-[১৫] আর এ হাদীস ইবনু মাজাহ আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ "মিসকীনদের দলভুক্ত" পর্যন্ত রিওয়ায়াত করেছেন।[৯০]

ব্যাখ্যা : ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনায় فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ পর্যন্ত রয়েছে। 'আল্লামাহ্ মুনযিরী থেকে নকল করে মীরাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম হাকিম আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরো অতিরিক্ত এ অংশ বর্ণনা করেছেন : "সবচেয়ে দুর্ভাগার দুর্ভাগা হলো যার ওপর দুনিয়ার দারিদ্র্যতা এবং আখিরাতের 'আযাব একত্রিত হয়।"

ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) একে সানাদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "দারিদ্র্যতা হলো আমার গর্ব, এর দ্বারা আমি অহংকারবোধ করি।" এটি জাল হাদীস, এর কোন ভিত্তি নেই। "দরিদ্রতা মানুষকে কুফরীতে পৌঁছে দেয়", এ বর্ণনাটি খুবই য'ঈফ, সহীহ ধরে নিলেও এ দরিদ্রতা দ্বারা قلب বা অন্তরের দরিদ্রতা উদ্দেশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৪ পৃ.)

٥٢٤٦ -[١٦] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ابْغُونِيْ فِيْ ضُعَفَائِكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ أَوْ تُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫২৪৬-[১৬] আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে আমাকে খোঁজ করো"। কেননা তোমাদের দুর্বলদের ওয়াসীলায় তোমাদেরকে রিয্ক্ব দান করা হয়, অথবা (বলেছেন) সাহায্য করা হয়। (আবূ দাঊদ)[৯১]

ব্যাখ্যা : তোমরা দুর্বলদের মাঝে আমাকে সন্ধান কর, এর অর্থ তাদের ভালোবাসার মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি সন্ধান কর।

ضُعَفَاء দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীর, মিস্কীন; 'তাদের মাঝে' মানে, তাদের প্রতি ইহসানের মাধ্যমে।

---

[৯০] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৪১২৫. সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৮, ইরওয়া ৮৬১, তিরমিযী ২৩৫২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৯৩, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১০০২, শু'আবুল ঈমান ১৪৫৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৯১১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৫২৯।

[৯১] সহীহ : সহীহ আবূ দাউদ ২৩৩৫, সহীহুল জামি' ৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৭৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৫০৯, আবূ দাউদ ২৫৯৪, তিরমিযী ১৭০২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২০৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৭৬৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৫০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩২৮৫।

Scanned by CamScanner

'তোমরা দুর্বলদের কারণে সাহায্যপ্রাপ্ত হও', এর অর্থ শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য আল্লাহর সাহায্য পেয়ে থাক। কেননা তাদের মধ্যে থাকে আল্লাহর অতীব প্রিয় বান্দা ও ওয়ালী, যাদের অবস্থান আল্লাহর অতীব নিকটে। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে- "যে আমার ওয়ালীকে কষ্ট দেয় আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি"। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হা. ১৭০২)

٥٢٤٧ -[١٧] وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫২৪৭-[১৭] উমাইয়্যাহ্ ইবনু খালিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আসীদ (রহিমাহুল্লাহ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) গরীব মুহাজিরদের ওয়াসীলায় বিজয় কামনা করতেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৯২]

ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী উমাইয়্যাহ্ ইবনু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'তার সাহচর্য সাব্যস্ত নয়।" মূলত হাদীসটি মুরসাল। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, তবে এটি মুরসালুত্ তাবি'ঈ, আর মুরসালুত্ তাবি'ঈ জামহূরের নিকট দলীলযোগ্য।

(يَسْتَفْتِحُ) "তিনি বিজয় প্রার্থনা করতেন", অর্থাৎ তিনি কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করতেন بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ দুর্বল, রিক্তহস্ত মুহাজিরীন সহাবীদের মাধ্যমে। তাদের সাথে নিয়ে তিনি (ﷺ) আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করতেন অথবা তাদের দ্বারা দু'আ করাতেন। ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এভাবে বলতেন, «اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ بِحَقِّ عِبَادِكَ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তোমার বান্দা গরীব মুহাজিরদের মাধ্যমে সাহায্য কর।'

এতে গরীবদের সম্মান এবং মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের দু'আর প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের প্রতি এ তাগিদ এজন্য যে, তারা ছিলেন একাধারে ফকীর, গরীব, মাযলূম, মুজাহিদ, মুজতাহিদ। অতএব তাদের দু'আর প্রভাব সর্বসাধারণের দু'আর উপর বেশি আশা করা যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ লিত্ ত্বীবী ১০ম খণ্ড, হা. ৩৩১৪, ১৫ পৃ.; মাত্বালিউল আনোয়ার লি ইবরাহীম ইবনু ইউসুফ ৫ম খণ্ড, ১৮৮ পৃ.)

٥٢٤٨ -[١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ». يَعْنِي النَّارَ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫২৪৮-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কোন পাপীর ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষায় পতিত হয়ো না। কারণ তুমি জানো না মৃত্যুর পর সে কি অবস্থার মুখোমুখী হবে। নিশ্চয় তার জন্য আল্লাহর কাছে এমন সংহারকারী রয়েছে যার মৃত্যু নেই তথা (জাহান্নামের) আগুন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৯৩]

---

[৯২] সানাদ য'ঈফ : মুরসাল উমাইয়্যাহ্ ইবনু খালিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু উসায়দ সহাবী নন। আর তাতে আবূ ইসহাক্ব আস্ সাবী'ঈ 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে। আর সে তার নাম পরিবর্তন করেছে। আসল নাম হলো উমাইয়্যাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু খালীদ। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫১৭৫, ৫/৩৪ পৃ., শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪০৬২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ৮৫৪।

[৯৩] য'ঈফ : 'আবদুল্লাহ ইবনু জুনাদাহ্ য'ঈফ রাবী; য'ঈফাহ্ ২৫৩৬, য'ঈফুল জামি' ৩০১৫, মুসনাদে 'আবদ ইবনু হুমায়দ ৩৪৬, মুসনাদে আহমাদ ৬৮৫৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪১০৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : فَاجِرًا শব্দের অর্থ পাপাচারী, লম্পট। এখানে উদ্দেশ্য কাফির ফাসিক্, বেদীন। نِعْمَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য দীর্ঘ জীবন, অধিক সন্তান-সন্ততি এবং অঢেল সহায় সম্পদ।

(لَا تَغْبِطَنَّ) তোমরা গিব্ত্বা করবে না; গিব্ত্বা হলো অপরের সম্পদ দেখে তা নিজের মধ্যে হওয়ার আশা করা। এটা বৈধ, কিন্তু যারা পাপাচারী কাফির তাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতসমূহ দেখে তা পাওয়ার আশা করো না। কেননা তারা এসব নি'আমাতের যথার্থ শুকরিয়া আদায় না করার কারণে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন না করার কারণে মৃত্যুর পর এমন এক কঠিন প্রতিশোধ এবং কষ্ট-ক্লেশ অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে নিগৃহীত অবস্থায় পতিত হবে যেখান থেকে আর কখনো বের হতে পারবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৫ পৃ.)

٥٢٤٩ - [١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ وَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫২৪৯-[১৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া হলো মু'মিনদের জন্য কয়েদখানা ও দুর্ভিক্ষ (স্থান), আর যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করল তখন সে জেলখানা ও দুর্ভিক্ষ উভয়টি মুক্ত হল। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৪]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'তালা মু'মিনের জন্য আখিরাতে যে নি'আমাতরাজি এবং প্রতিদান তৈরি করে রেখেছেন তার তুলনায় দুনিয়া হলো কয়েদখানা ও দুর্ভিক্ষের স্থান। কয়েদখানায় মানুষ যেমন জীবন বাঁচানোর তাগিদে কোন মতো নগণ্য স্বাদযুক্ত খাদ্য খেয়ে থাকে, দুনিয়াও মু'মিনের জন্য তাই। তাছাড়া জেলখানায় যেমন স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তা পাওয়া এবং খাওয়া যায় না, মু'মিনের জন্য দুনিয়া ঠিক অনুরূপ। একই মতো দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ যেমন যথেচ্ছা খাদ্য পায় না, মু'মিনের জন্য দুনিয়া ঠিক অনুরূপ। কিন্তু কাফিরদের জন্য দুনিয়া হলো জান্নাতে এজন্যই দুনিয়াকে কাফিরদের জান্নাত বলা হয়ছে। যথেচ্ছা ঘুরে ফিরে যা ইচ্ছা তাই খাওয়ার মত। তাদের হালাল হারামের কোন পরোয়া নেই, বাধা দেয়ারও কেউ নেই।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ লিত্ ত্বীবী ১০ম খণ্ড, ৩৩১৫ পৃ.)

٥٢٥٠ - [٢٠] وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫২৫০-[২০] ক্বাতাদাহ্ ইবনু নু'মান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসে তখন তাকে দুনিয়া হতে এমনভাবে হিফাযাত করেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ আপন (বিশেষ) রোগীকে পানি হতে বাঁচিয়ে রাখে। (আহমাদ ও তিরমিযী)[১৫]

ব্যাখ্যা : حمى শব্দের অর্থ রক্ষা করা, প্রতিরক্ষা, আশ্রয় দেয়া। হাদীসে উল্লেখিত حَمَاهُ الدُّنْيَا এর অর্থ করতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «حَفِظَهُ مِنْ مَالِ الدُّنْيَا وَمَنْصِبِهِ وَمَا

[১৪] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪০২২, মুসনাদে আহমাদ ৬৬৭৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৯৫২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১২১৩৪; য'ঈফের কারণ হলো সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনুল হারিস ও মুহাম্মাদ ইবনু ইয়া'কূব আল কিসাঈ উভয়ে মাজহূলুল হাল।

[১৫] সহীহ : তিরমিযী ২০৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৮০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৭০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ৪১৭৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৪৬৪।

Scanned by CamScanner

«يَضُرُّ بِدِينِهِ وَنَقَصَهُ فِي الْعُقْبٰى» অর্থাৎ আল্লাহ তাকে দুনিয়ার সম্পদ এবং পদ থেকে হিফাযাত করেন; আর তার দীনের পথে পরকালের জন্য যা ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষতিকর তা থেকে তাকে হিফাযাত করেন। আশরাফ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাকে দুনিয়া থেকে বাধা দান করেন এবং দুনিয়ার রং তামাশার কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেন। যাতে দুনিয়াপ্রীতি রোগে তার হৃদয় আক্রান্ত না হয়।

পানির অপর নাম জীবন, কিন্তু এমন অনেক রোগ রয়েছে যে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি পানি পানের আবেদন করলেও তাকে পানি দেয়া যায় না। কারণ পানি পান করলেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়ার ধ্বংসশীল সম্পদ থেকে হিফাযাতের দৃষ্টান্ত ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ তার কল্যাণ চেয়েই তাকে এ থেকে হিফাযাত করেন।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হা. ২০৩৬; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৬ পৃ.)

٥٢٥١ ـ[٢١] وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫২৫১-[২১] মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : আদাম সন্তান দু'টি জিনিসকে অপছন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মু'মিনের পক্ষে ফিতনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক উত্তম। আর সে মাল-সম্পদের স্বল্পতাকে অপছন্দ করে অথচ মালের স্বল্পতায় (পরকালে) হিসাব-নিকাশ কম হয়। (আহমাদ)[৯৬]

ব্যাখ্যা : মানুষের অপছন্দের এ দু'টি বস্তু হলো তার স্বভাবগত অথচ তা তার জন্য কল্যাণকর। সে অপছন্দের বস্তু দু'টি হলো মৃত্যু এবং স্বল্প সম্পদ।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের যে ফিতনাহ্ থেকে মৃত্যুই উত্তম তা হলো শির্‌কে পতিত হওয়া।

রাগিব ইস্পাহানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : কর্মগত ফিতনাহ্ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং বান্দার পক্ষ থেকে হয় যেমন বিভিন্ন বালা-মুসীবত, হত্যা, শাস্তিসহ নানা অপছন্দনীয় বিষয়।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মু'মিনের দীনী ফিতনাহ্ হলো মুরতাদ বা ধর্মচ্যুত হওয়া এবং অন্যকে গুনাহের জন্য বাধ্য করা। আবূ নু'আয়ম হিল্‌য়াহ গ্রন্থে আবূ 'আবদুল্লাহ আস্ সানাবিহী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, দুনিয়া ফিতনার দিকে আহ্বান করছে, আর শায়ত্বন আহ্বান করছে পাপের দিকে অথচ আল্লাহর সাক্ষাত এ দুয়ের সাথে অবস্থানের চেয়ে অধিক কল্যাণকর। মানুষের দ্বিতীয় অপছন্দনীয় বস্তুটি হলো স্বল্প সম্পদ। অথচ এটা তার পরকালের হিসাবের ক্ষেত্রে অতীব সহজতর ব্যবস্থা এবং আল্লাহর 'আযাব থেকে বাঁচার একান্ত পন্থা। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৬ পৃ.)

٥٢٥٢ ـ[٢٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "إِنِّيْ أُحِبُّكَ. قَالَ: «انْظُرْ مَا تَقُولُ». فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا لَلْفَقْرُ أَسْرَعُ إِلٰى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ إِلٰى مُنْتَهَاهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

[৯৬] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২৩৬৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২১০।

Scanned by CamScanner

৫২৫২-[২২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : (হে আল্লাহর নাবী।) আমি আপনাকে মুহাব্বাত করি। তিনি (ﷺ) বললেন : একবার ভেবে দেখো তুমি কী বলছ! সে আবার বলল : আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে ভালোবাসি। এভাবে সে তিনবার বলল। এবার তিনি বললেন : যদি তুমি তোমার এ কথায় সত্যবাদী হও, তবে দরিদ্রতার বর্ম প্রস্তুত করে রাখো। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, দরিদ্রতা তার কাছে বন্যার গতি অপেক্ষা তার দিকে অতি দ্রুত পৌছে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি গরীব][৯৭]

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক সহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসতেন, কিন্তু অত্র হাদীসে বর্ণিত সহাবীর ভালোবাসার দাবী ছিল পরিপূর্ণ এবং প্রভাবপূর্ণ। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সে ভালোবাসার দাবীর প্রতি ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে বলার পরামর্শ দেন, কারণ সে যে দাবী করছে এটি এক মহা দাবী এবং বিশাল প্রস্তাব, এর জন্য রয়েছে জীবনের নানা ঝুঁকি।

হাদীসের শব্দ تِجْفَافًا এর অর্থ যুদ্ধ বর্ম এবং ঢাল। পাশ্চাত্য ভাষায় «هُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُ عَلَى الْخَيْلِ عِنْدَ الْحَرْبِ، كَأَنَّهُ دِرْعٌ» এটা এমন একটি বস্তু যা যুদ্ধের সময় যুদ্ধের ঘোড়াকে পরিধান করানো হয়, যা বর্ম হিসেবে কাজ করে। কামূস অভিধানবিদ বলেন, ওটা এমন একটি যুদ্ধাস্ত্র যা ঘোড়া এবং মানুষ উভয়েই যুদ্ধকালে পরিধান করে থাকে। অতএব হাদীসের অর্থ আসে এই যে, "তুমি যদি তোমার ভালোবাসার দাবীতে সত্যবাদীই হয়ে থাক তাহলো ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা, বিপদ-মুসীবাত, শূন্যতা ইত্যাদি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সব্‌রের পোষাক পরে তার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকবে।"

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে যে মুহাব্বাত করে তার নিকট এসব পরীক্ষা এবং কষ্টসমূহ প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত বন্যার পানির মতো তরঙ্গায়িত হবে। কেননা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিপদ মুসীবাত এসেছে নাবীদের ওপর, এরপর তুলনামুলক তার নীচের লোকেদের ওপর। এদের মধ্যে শেষ নাবীর ওপর বেশি বালা-মুসীবাত আপতিত হয়েছে, তার অনুসারীদের ওপর এরই তুলনামূলক অংশ প্রযোজ্য হবে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৫০; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৬-১৭ পৃ.)

٥٢٥٣ - [٢٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذٰى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِيْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: وَمَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيثِ: حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ إِبْطِهِ.

৫২৫৩-[২৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় (দীনের প্রচারে) আমাকে যে পরিমাণ ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকেও সে পরিমাণ ভয় দেখানো হয়নি। আর আল্লাহর রাস্তায় আমাকে (যেভাবে) কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর কাউকেও (এভাবে) কষ্ট দেয়া হয়নি এবং

[৯৭] য'ঈফ : তিরমিযী ২৩৫০, য'ঈফুল জামি' ১২৯৭, শাদ্দাদ আবূ ত্বলহাহ্ য'ঈফ রাবী; য'ঈফাহ্ ১৬৮১, রিয়াযুস্ সলিহীন ৪৮৮, শু'আবুল ঈমান ১৪৭১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭১৫৭। আলবানী প্রথমে য'ঈফ পরে সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮২৮, তারাজু'আতুল আলবানী ৪৬ নং।

Scanned by CamScanner

আমার ওপর ত্রিশটি দিবারাত্র এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার ও বিলালের জন্য এমন কোন খাদ্যবস্তু ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। শুধু এ পরিমাণ কিছু ছিল যা বিলালের বগল গোপন করে রাখত। (তিরমিযী)[১৮]

তিনি [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ)] হাদীসটির অর্থে বলেছেন যে, যখন নাবী ﷺ (কাফিরদের অত্যাচারে আত্মরক্ষার উদ্দেশে) মাক্কাহ্ হতে বের হয়ে চলে গেলেন এবং বিলাল তাঁর সাথে ছিলেন, এটা সে সময়ের ঘটনা। মূলত এ সময় বিলালের সঙ্গে এ পরিমাণ খাদ্যবস্তু ছিল যা তিনি স্বীয় বগলের নীচে দাবিয়ে রাখতেন।

ব্যাখ্যা : নাবী-রসূলগণ সর্বকালেই আল্লাহর রাস্তায় কাফির মুশরিক দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাদের নাবী সবচেয়ে বেশি ভীতিপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং কষ্ট পেয়েছেন। ক্ষুধা বা খাদ্যাভাব ছিল জীবনের এক প্রকট সমস্যা। মাসের পর মাস বাড়ীতে রান্নার চুলা জ্বলত না। এমনই এক বিষয় এখানে বিবৃত হয়েছে। তিনি (ﷺ) বলেছেন, ত্রিশদিন আমাদের ওপর দিয়ে একাধারে অতিবাহিত হয়ে যেত কোন প্রাণীর খাদ্যযোগ্য খাবার আমার এবং বিলাল-এর ভাগ্যে জুটত না; যা জুটত তা ছিল খুবই নগণ্য, এমনকি তা বিলাল-এর বগলের নীচেই লুকিয়ে রাখা যেত।

এখানে বিলাল-এর নাম এজন্য বলা হয়েছে যে, এই দুঃসময়ে বিলাল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেই ছিলেন।

কখন এ ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে অনেকে কথা বলেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «وَمَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ حِيْنَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ» অর্থাৎ এ হাদীসের ঘটনা ঐ সময় ঘটেছিল যখন নাবী ﷺ কাফির মুশরিকদের অত্যাচারে মাক্কাহ্ থেকে পলায়ন করেছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি ত্বায়িফের 'আব্‌দে ইয়ালীলে গমন করেছিলেন যাতে তারা তাকে মাক্কার কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং আশ্রয় দান করেন; আর তিনিও তার রবের রিসালাতের দা'ওয়াত পৌঁছে দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা অতীব দুর্ভাগ্যজনক এবং হৃদয় বিদারক, তারা তাদের বখাটে উশৃঙ্খল বালকদের নাবী ﷺ-এর পিছনে লেলিয়ে দিল, তারা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত এবং ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। এমনকি শরীর থেকে রক্ত ঝরে পায়ের জুতা পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ল এবং পা জুতায় আটকে গেল।

'মাওয়াহিবুল লা দুনিয়্যাহ্' গ্রন্থে উল্লেখ আছে- রসূলুল্লাহ ﷺ ত্বায়িফের উদ্দেশে এ সফরটি ছিল খাদীজার মৃত্যুর তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার কয়েকদিন আগে। এটা নুবুওয়্যাতের দশম বর্ষে ঘটেছিল এবং চাচা আবূ ত্বালিব-এর ইন্তিকালেরও পরের ঘটনা। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সফরে যায়দ ইবনু হারিসাহ্ সফরসঙ্গী ছিলেন। ত্বায়িফে তিনি (ﷺ) এক মাস অবস্থান করেন এবং সাক্বীফ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন। হায়! তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া তো দিলই না বরং তাদের নির্বোধ এবং গোলামদের রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে উত্তেজিত করে তুলল। ফলে তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে লাগল।

মূসা ইবনু 'উক্ববাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা তার পিছন থেকে পাথর মেরে হাঁটুর নীচের মাংসপেশী ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল। রক্ত বয়ে বয়ে পায়ের জুতা ভরে গেল, অতঃপর তা জমাট বেঁধে পা দু'টি জুতায়

---

[১৮] সহীহ : তিরমিযী ২৪৭২, ইবনু মাজাহ ১৫১, সহীহুল জামি' ৫১২৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২৮১, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১৩১৭, মুসনাদে আহমাদ ১৪০৮৭, শু'আবুল ঈমান ১৬৩২।

Scanned by CamScanner

আটকে গেল। এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তারা এসে দু' বাহু ধরে নাবী ﷺ-কে দাঁড় করালে তিনি হাঁটতে লাগলেন, যখনই চলা শুরু করলেন অমনি পাথর নিক্ষেপ! এ দৃশ্য দেখে অন্যেরা অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। যায়দ رضي الله عنه তাঁকে প্রাণপণে রক্ষা করতে লাগলেন, এতে তারও মাথায় একাধিক যখম হয়ে গেল।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! উহুদ যুদ্ধের দিনের চেয়েও কি কোন কঠিন দিন আপনার সামনে এসেছিল? রসূলুল্লাহ ﷺ ত্বায়িফের ঘটনা উল্লেখ করে বললেন যে, এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের দিন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা জিবরীলসহ পাহাড়ের মালাক (ফেরেশতা) প্রেরণ করেছিলেন, তারা পাহাড় চাপা দিয়ে ত্বায়িফবাসীকে ধ্বংস করার অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর নাবী ﷺ প্রতিশোধ এবং ধ্বংসের অনুমতি প্রদান করেননি। বরং তিনি (ﷺ) বলেছিলেন : আমি আশা করি তাদের বংশ থেকে এমন মানুষের জন্ম হবে যারা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং তার সাথে আর কাউকে শারীক করবে না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হা. ২৪৭২)

٥٢٥٤ -[٢٤] وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫২৫৪-[২৪] আবূ ত্বলহাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটের উপর এক একখানা পাথর বাঁধা জামা তুলে তা দেখলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কাপড় তুলে স্বীয় পেটের উপর বাঁধা দু'খানা পাথর দেখালেন। (তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন : হাদীসটি গরীব।)[১১]

ব্যাখ্যা : পেটে পাথর বাঁধার উপকারিতা কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে, যাতে শূন্য পাকস্থলিতে হাওয়া ঢুকতে না পারে। অথবা পাথরের কারণে পেট ও মেরুদণ্ড যেন শক্ত হয়ে থাকে এবং বাঁকা হয়ে না পড়ে। কেউ কেউ বলেছেন, পাথর বেঁধেছেন এজন্য যাতে পেট ঢিলে হয়ে না যায় এবং অন্ত্রাবলী ঝুলে না পরে, যা নড়া-চড়ার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।

হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ক্ষুধার সময় পেটে পাথর বাঁধা 'আরবদের অথবা মাদীনাবাসীদের অভ্যাস ছিল।

সহীবুল আযহার পাথর বাঁধার কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন।

১) মাদীনায় এক শ্রেণির পাথর ছিল যার নাম 'মুশাব্‌বিআহ' পরিতৃপ্তি দানকারী, লোকেরা ক্ষুধার্ত হলে এ পাথর বেঁধে পরিতৃপ্তি লাভ করত।

২) আল্লাহ তা'আলা পাথরের মধ্যে একটা শীতলটা দান করেছেন, ঐ শীতলতায় পেটের ক্ষুধা প্রশমিত হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং উম্মাতকে শিক্ষা দান। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩৭১)

---

[১১] হাসান : তিরমিযী ২৩৭১, দেখুন ১৬১৫, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ ১০/৩১৪।

Scanned by CamScanner

٥٢٥٥ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫২৫৫-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। একবার সহাবায়ে কিরাম ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে একটি করে খেজুর দিলেন। (তিরমিযী)[১০০]

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত ক্ষুধার ঘটনা বাহ্যত আসহাবে সুফ্‌ফা বা বারান্দাবাসীর, যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাদের জন্য (সহাবীদের পক্ষ থেকে) যে দান আসত তাই সবার মধ্যে বণ্টন করা হত। এ বণ্টনে কখনো জনপ্রতি একটিমাত্র খেজুর মিলত আর এর উপরই তাদের দিন নির্বাহ হত। আসহাবে সুফ্‌ফার সংখ্যা ছিল চারশত বা তার চেয়ে কিছু বেশি। এদের সত্তর জন্য ছিল স্থায়ী সদস্য।

এই একটি খেজুরেই এত বারাকাত হত যে, সারাদিনের খাদ্যকষ্ট ও ক্লান্তি দূর হয়ে যেত। (এটা ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের বিশেষ বারাকাত এবং মু'জিযাহ্। – সম্পাদকীয়)

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা ২৪৭৪; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৭ পৃ.)

٥٢٥٦ -[٢٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا: مَنْ نَظَرَ فِيْ دِينِهِ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدٰى بِهِ وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلٰى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللهَ عَلٰى مَا فَضَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا. وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دِينِهِ إِلٰى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسِفَ عَلٰى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ: «أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ» فِيْ بَابٍ بَعْدَ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

৫২৫৬-[২৬] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : দু'টি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান আছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকেদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। (প্রথমত) দীনী ব্যাপারে যে লোক নিজের চাইতে উত্তম ও উচ্চমানের তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তার অনুকরণ করে। (দ্বিতীয়ত) দুনিয়াবী ব্যাপারে সে এমন লোকের দিকে দৃষ্টি রাখে, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের। অতএব সে আল্লাহর প্রশংসা করে যে আল্লাহ তাকে এ ব্যক্তির ওপর সম্মান দান করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে শোকরগুজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যে লোক দীনদারীর ব্যাপারে এমন লোকের দিকে তাকায়, যে তার অপেক্ষা নিম্নস্তরের আর পার্থিব ব্যাপারে সে এমন লোকের দিকে তাকায়, যে তার অপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে ঐ সকল বস্তুর জন্য যা তার হাতছাড়া হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ শোকরগুজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন না। (তিরমিযী)[১০১]

আবূ সা'ঈদ-এর বর্ণিত হাদীস «أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ» ফাযায়িলে কুরআন-এর পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[১০০] সানাদ সহীহ : তিরমিযী ২৪৭৪, ইবনু মাজাহ ৪১৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৭৩১।

[১০১] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫১২, য'ঈফাহ্ ৬৩৩, ১৯২৪, য'ঈফুল জামি' ২৮৩২, কারণ আল মুসান্না নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৯২৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : সব্‌র এবং শুকর ঈমানের পূর্ণতার গুণ। অর্থাৎ যে এ দু'টি গুণ অর্জন করে সে পূর্ণ ঈমান লাভ করে। হাদীসে বর্ণিত আছে "ঈমান আধা-আধিভাবে বিভক্ত, অর্ধেক ধৈর্য আর অর্ধেক শুকর।

(বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান ৭/১২৩ পৃ., হা. ৯৭১৫)

জামি' গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যার মধ্যে এ দু'টি গুণ নেই আল্লাহ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন না।

ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা গুণ দু'টি অর্জনের বৈশিষ্ট্য হলো দীনের ক্ষেত্রে উপরের ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করা এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে নীচের ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করা। অর্থাৎ দীন পালনে তোমার চেয়ে যে বেশি পরহেযগার ও 'আমালকারী তুমি তার প্রতি লক্ষ্য কর পক্ষান্তরে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের উপকরণের ক্ষেত্রে যে তোমার চেয়ে নীচের অবস্থানে আছে তুমি তার প্রতি লক্ষ্য কর। তুমি যতটুক পেয়েছ তার উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, আর তোমার যা নেই তাতে ধৈর্য অবলম্বন কর। এতে আল্লাহ তোমাকে পূর্ণ মু'মিন হিসেবে গণ্য করবেন।

যারা দীনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ 'আমালে-আখলাক্বে, পরহেজগারিতায় তার চেয়ে নিম্নমানের লোকেদের সাথে নিজের তুলনা করে নিজেকে তাদের চেয়ে ভালো মনে করে বেশি বেশি 'আমাল থেকে বিমুখ হয়ে থাকে আর দুনিয়ার ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উপরের অর্থাৎ সম্পদশালী লোকেদের সম্পদ ও বিলাস-ব্যসনের প্রতি লক্ষ্য করে এবং নিজের কাছে এরূপ ধন-সম্পদ না থাকায় পরিতাপ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের শুকরগুজার এবং ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ "এটা এজন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তজ্জন্যে উল্লাসিত না হও।" (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ২৩)

হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে দুনিয়া না পাওয়ায় যে পরিতাপ করে জাহান্নাম তার এক হাজার বছরের নিকটে হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যে, আখিরাতের কোন কিছু হারানোর কারণে পরিতাপ করে সে জান্নাতের এক হাজার বছরের পথ নিকটে হয়ে যায়। (জামি'উস্ সগীর ২/৫১৩ পৃ., হা. ৮৪৩২)

দুনিয়ার সম্পদের প্রতি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং দীনের কর্মে উদাসীনতা এটা কাফির মুশরিকদের স্বভাব। মু'মিনের কর্তব্য হবে অপরের বেশি সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা বরং অপরের বেশি ঈমান-আ'মাল দেখে নিজে ঐরূপ 'আমালকারী হওয়ার চেষ্টা করা। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৫১২)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٥٧ - [٢٧] عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَسَأَلَهٗ رَجُلٌ قَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ اللّٰهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِىْ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهٗ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ. قَالَ: فَإِنَّ لِىْ خَادِمًا. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ. قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: وَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا عِنْدَهٗ. فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللّٰهِ مَا نَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ لَا نَفَقَةَ

Scanned by CamScanner

وَلَا دَابَّةَ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَا كُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا». قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫২৫৭-[২৭] আবূ 'আবদুর রহমান আল হুবুলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র-কে বলতে শুনেছি, একদিন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেল, আমরা কি ঐ সমস্ত গরীব মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই? (যারা ধনীদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে?) তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র তাকে বললেন : আচ্ছা! তোমার স্ত্রী আছে কি? যার কাছে তুমি প্রশান্তি লাভ করো? সে বলল : হ্যাঁ, আছে। 'আবদুল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা! তোমার থাকার এমন কোন ঘর আছে কি, যেখানে তুমি অবস্থান করো? সে বলল : হ্যাঁ। তখন 'আবদুল্লাহ বললেন : তবে তো তুমি ধনীদের একজন। এবার লোকটি বলল : আমার একজন সেবকও আছে। তখন 'আবদুল্লাহ বললেন : তবে তো তুমি বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী (আবূ) 'আবদুর রহমান বলেন : একদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনজন লোক এসে 'আবদুল্লাহ-কে বলল : হে আবূ মুহাম্মাদ! আমরা আল্লাহর ক্বসম করে বলছি, আমরা কোন কিছুর সামর্থ্য রাখি না। আমাদের কাছে খরচপাতি নেই, আরোহণের জানোয়ারও নেই এবং অন্য কোন মাল-সামানও নেই (এমতাবস্থায় জিহাদে আমরা কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি?) তখন 'আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন : তোমরা কি চাও? যদি তোমরা (আমার নিকট) কিছু পেতে চাও, তবে তোমরা আবার আমার কাছে এসো। (কেননা এখন আমার কাছে দেয়ার মতো কিছু নেই,) তখন আমি তোমাদেরকে তা প্রদান করব যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দেন। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে বাদশার নিকট সুপারিশ করব। আর যদি তোমরা চাও তবে ধৈর্যধারণ করো। কেননা আমি রসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় দরিদ্র মুহাজিরীন ক্বিয়ামাতের দিন সম্পদশালীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এতদ্‌শ্রবণে তারা বলে উঠল, আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা আর কিছুই যাচঞা করব না। (মুসলিম)[১০২]

ব্যাখ্যা : মানুষের আশ্রয়ের জন্য স্ত্রী, বসবাসের জন্য আবাসন জীবনের জন্য যথেষ্ট। যারা গরীব মুহাজির সহাবী তাদের এ দুয়ের কোনটিই ছিল না। আবার কারো একটি থাকলেও অন্যটি ছিল না। অতএব যে ব্যক্তি এসে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র-এর কাছে দুটো জিনিসই থাকার কথা জানালেন, ফলে তিনি তাকে ধনিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করলেন। এটা ছিল মুহাজির সহাবীদের জীবনের পরম পাওনা। এর সাথে যদি কারো চাকর বা ক্রীতদাস থাকত তবে তো সে বাদশাহ শ্রেণির, অবশ্য এটা আপেক্ষিক বিষয় ও রূপক কথা, কিন্তু তাদের জীবনে যেন ছিল এটাই বাস্তবতা। বাদশাহ বলার এও অর্থ হতে পারে যে, সে কপর্দকহীন নয় এবং অপরের ওপর কাজের নির্দেশ জারী করতে পারে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র সম্ভবত এ বাক্যটি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী থেকে গ্রহণ করেছেন : ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ "আর তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ২০)। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরকার ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ)

---

[১০২] সহীহ : মুসলিম ৩৭-(২৯৭৯), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২২২, সহীহুল জামি' ২১১৮, মুসনাদে আহমাদ ৬৫৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৮, শু'আবুল ঈমান ১০৪৯৩।

Scanned by CamScanner

ইবনু 'আব্বাস প্রমুখাৎ, উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছেন : বানী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তির যদি ঘর, স্ত্রী এবং খাদেম থাকত তবে তাকে বাদশাহ বলা হত।

হাদীসে عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ বলে বর্তমানে অধিকাংশ মিশকাতের সংস্করণে যে নাম রয়েছে সেটা ভুল; প্রকৃত বাক্য হবে عَنْ أَبِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ 'আবূ আবদুর রহমান হতে বর্ণিত' সহীহ মুসলিমে এভাবেই বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।

তিন ব্যক্তির অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা দীনের পথে ছিল, অর্থাৎ তারা বলছিলেন- আমাদের কাছে এমন কোন কিছু নেই যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করব, এমন কোন সওয়ারী নেই যা দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করব এবং এমন কোন আসবাবপত্র বা সামগ্রী নেই যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার করব অথবা তা বিক্রি করে ইসলামের কাজে ব্যয় করব। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাঃ তখন তিন ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, তোমরা যদি এগুলো পাওয়ার আশা কর তাহলে তোমরা অন্য সময় আমার নিকট আসবে, আমি বাদশাহর নিকট বলে অথবা বায়তুল মালের খাদেমকে বলে যতটুকু সম্ভব তোমাদের জন্য মঞ্জুর করব। সেটা দিয়ে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করবে। তোমরা ইচ্ছা করলে তোমাদের এই অভাব ও দারিদ্র্যতার উপর ধৈর্যধারণও করতে পার; কেননা ধৈর্যধারণ হলো সফলতা অর্জনকারীদের সর্বোচ্চ মাকাম এবং সম্পদ না পাওয়ার শ্রেষ্ঠ প্রশান্তি ও আনন্দ। অতঃপর তিনি তাদের রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস শুনিয়ে দিলেন যে, গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের চেয়ে জান্নাত গমনে চল্লিশ বছরের অগ্রগামী হবেন, এ কথা শুনে তারা সকলেই দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ পরিহার করে আখিরাতে জান্নাতের অগ্রগামীতাকে গ্রহণ করে নিলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৮ খণ্ড, হা. ২৯৭৯; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৭৪ পৃ.)

٥٢٥٨ ـ[٢٨] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ قُعُودٌ إِذْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ فَقُمْتُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِيُبْشِرْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوهَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَانَهُمْ أَسْفَرَتْ. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو: حَتّٰى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ أَوْ مِنْهُمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫২৫৮-[২৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মাসজিদে (নাবাবীতে) বসেছিলাম, তখন গরীব মুহাজিরগণও গোল হয়ে একস্থানে বসাছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নাবী ﷺ প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের নিকট বসে গেলেন। অতঃপর আমিও উঠে তাঁদের কাছে গেলাম। তখন নাবী ﷺ তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : এ সুসংবাদ গরীব মুহাজিরদেরকে পৌছে দেয়া উচিত, যাতে তাঁদের চেহারা আনন্দে ফুটে উঠে। (আর তা হলো এই,) "তারা ধনবান মুহাজিরদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। তিনি বলেন, তখন আমি দেখলাম যে, তাঁদের চেহারার বর্ণ উজ্জ্বল হয়ে গেল। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাঃ বলেন : এমনকি আমার মনে এ আকাঙ্ক্ষা জাগল, হায়! আমি যদি যদি তাঁদের সাথে থাকতাম অথবা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (দারিমী)[১০৩]

ব্যাখ্যা : যে মাসজিদে লোকেরা বসেছিলেন সেটি মাদীনার কোন একটি মাসজিদ, খুব সম্ভব সেটা মাসজিদে নাবাবী।

---

[১০৩] হাসান : দারিমী ২৮৪৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৮৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৭।

Scanned by CamScanner

حَلْقَةٌ শব্দের *লাম* বর্ণের উপর যবর, যের এবং সুকূন যোগে পাঠ করা হয়। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, حالق এর বহুবচন ছাড়া *লাম* বর্ণে হারকাত পাঠ সিদ্ধ নয়।

দ্র. حَلْقَةٌ অর্থাৎ- গোলাকার, বৃত্ত মাজলিস, আংটি ইত্যাদি এখানে বৃত্তাকার মাজলিস বা বৈঠক উদ্দেশ্য। সহাবীগণ অনেক সময়ই আল্লাহর রসূলকে মাঝখানে নিয়ে বৃত্তাকার হয়ে বসতেন, আবার সহাবীগণ কখনো নিজেরাও বৃত্তাকার হয়ে বসতেন। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করেছেন, «فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا» যে বৃত্তাকার মাজলিসের অভ্যন্তরে ফাঁকা দেখে সেখানে বসে। তিনি এ অধ্যায়ের অনুকূলে আবূ ওয়াক্বিদ আল লায়সী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেখানে الحَلْقَةُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (বুখারী হা. ৬৬, মুসলিম হা. ২১৭৬)

নাবী ﷺ মুহাজির সহাবীদের মাজলিসে যোগ দিলেন, অতঃপর হতদরিদ্র ও রিক্তহস্ত মুহাজির সহাবীদের জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক, বুভুক্ষ মুখ ও চেহারাগুলো দেখে তাদের সান্ত্বনার বাণী শুনালেন। তারা ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। لِيُبَشَّرْ আম্‌রে মাজহূল বা নির্দেশসূচক কর্মবাচ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কেউ কেউ এটাকে দু'আ অর্থে গ্রহণ করেছেন।

اسفار শব্দের অর্থ আলোকিত হওয়া, ফর্সা হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه-এর বর্ণনা- "অতঃপর আমি তাদের দেখলাম তাদের চেহারার বর্ণ উজ্জ্বল হয়ে গেছে।" এর অর্থ হলো- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদ অথবা দু'আ শুনে তারা তাদের অভাব, দারিদ্র্যতা ও ক্ষুধার কথা ভুলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, ফলে তাদের চেহারাগুলোর মলিনতা দূর হয়ে আলোকিত হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾﴾ "অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল।" (সূরাহ্ আল 'আবাসা ৮০ : ৩৮-৩৯)

তাই 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه দরিদ্র মুহাজির সহাবীদের মর্যাদার কথা শুনে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন- 'আহা! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম বা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!'

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৭৫ পৃ.)

٥٢٥٩ -[٢٩] وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ: أَمَرَنِىْ خَلِيلِىْ بِسَبْعٍ: أَمَرَنِىْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِىْ أَنْ أَنْظُرَ إِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِىْ وَلَا أَنْظُرَ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِىْ وَأَمَرَنِىْ أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِىْ أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِىْ أَنْ أَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِىْ أَنْ لَا أَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِىْ أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫২৫৯-[২৯] আবূ যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু (নাবী ﷺ) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। যথা- ১. তিনি (ﷺ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন গরীব-মিসকীনদের ভালোবাসার এবং তাদের সহচার্য লাভের, ২. আরো নির্দেশ দিয়েছেন– আমি যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাই, যে আমার চেয়ে নিম্নস্তরের এবং ঐ লোকের দিকে যেন না তাকাই, যে আমার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের, ৩. তিনি (ﷺ) আরো নির্দেশ দিয়েছেন– আমি যেন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ করি, যদিও তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ৪. তিনি (ﷺ) আরো নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কারো নিকট কোন কিছু না চাই, ৫. তিনি (ﷺ) আরো নির্দেশ করেছেন– আমি যেন ন্যায় ও সত্য কথা বলি, যদিও তা তিক্ত হয়, ৬. তিনি

Scanned by CamScanner

(ﷺ) আরো আদেশ দিয়েছেন– আমি যেন আল্লাহর (দীনের) ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি এবং ৭. তিনি আমাকে এ নির্দেশও দিয়েছেন– আমি যেন অধিক পরিমাণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "*লা-হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ*" "আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া কারো কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই" পাঠ করি। কেননা এ কথাগুলো 'আর্‌শের নিচের কোষাগার হতে আগত। (আহমাদ)[১০৪]

ব্যাখ্যা : خَلِيلُ শব্দের অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুহৃদ, প্রিয়তম, উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ ﷺ। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে সহাবীগণের নিকট প্রিয় আর কোন ব্যক্তি ছিল না। রসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাদের অনুরূপ ভালোবাসতেন। এজন্য সহাবীগণ কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়াসিয়্যাত, নির্দেশ ইত্যাদি বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, আমার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) আমাকে এই নির্দেশ অথবা এই ওয়াসিয়্যাত করেছেন। আর নাবী ﷺ-ও বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে কিছু নির্দেশ বা ওয়াসিয়্যাত করতেন। এমনি একটি ওয়াসিয়্যাতের কথা অত্র হাদীসে বিবৃত হয়েছে। আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে রসূলুল্লাহ ﷺ যে সাতটি বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করেন তা হলো :

১) মিসকীনকে ভালোবাসা এবং তাদের নিকটে যাওয়া, অর্থাৎ তাদের অবস্থার প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া এবং মালের সহায়ক হওয়া।

২) নীচের ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ্য করা উপরের ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টিপাত না করা, অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপারে নিজের সম্পদের চেয়ে কম সম্পদের অধিকারীদের প্রতি লক্ষ্য করা।

৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ওয়াসিয়্যাত করেন, যদিও সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় পশ্চাৎপদে চলে, অর্থাৎ আত্মীয় যদি দূরেও থাকে অথবা অনুপস্থিত থাকে কিংবা সম্পর্ক রক্ষা করতে না চায়, তবুও তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে চলা। এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, "তোমরা শুধু সালাম বিনিময় করে হলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।" 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হলো যদি তুমি কোন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকো, তাহলে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর, আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে তোমার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর এবং তা জোড়দার কর।

৪) অপরের নিকট কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-এর দু'আ ছিল : "হে আল্লাহ! তুমি আমার চেহারাকে তুমি ছাড়া অন্যকে সাজদাহ্ দেয়া থেকে যেমন সুরক্ষিত রেখেছ তেমনি আমার চেহারাকে অন্যের কাছে কিছু চাওয়া থেকেও পবিত্র রাখ।" ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে জিবরীল এসে বলেছিলেন, আপনার কোন প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ আমার কাছে সাহায্যের প্রয়োজন আছে? উত্তরে বলেন, আছে, তবে আপনার কাছে নয়! জিবরীল আলায়হিস সালাম তখন বললেন, তাহলে আপনার রবের কাছে সওয়াল করুন। ইবরাহীম আলায়হিস সালাম উত্তরে আবারও বললেন, আমার চাওয়ার বিষয় এবং আমার সার্বিক অবস্থা এমন ব্যাপারে আল্লাহর 'ইল্‌ম-ই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর অনেক বান্দা রয়েছে যারা নিজের বৈষয়িক প্রয়োজনও আল্লাহর কাছে যাচঞা করতে লজ্জাবোধ করেছেন, তারা কিভাবে অন্যের কাছে চাইতে পারেন?

৫) আল্লাহর নাবী আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এ নির্দেশ করেছেন যে, তিনি যেন তিক্ত হলেও সত্য কথা বলেন। অর্থাৎ সর্বদাই হাক্ব এবং ন্যায় কথা বলবে যদিও শ্রোতার নিকট তা কঠিন অথবা তিক্ত হয় অথবা বক্তব্যটি যদিও নিজের বিরুদ্ধে যায়।

---

[১০৪] সানাদ হাসান : মুসনাদে আহমাদ ২১৪৫৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৬৬।

Scanned by CamScanner

৬) তিনি (ﷺ) এ নির্দেশও করেছেন যে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহর রাস্তায় কথা বলতে, কাজ করতে অথবা অবস্থান নিতে নিন্দুকের নিন্দার ভয় এবং শত্রুতার ভয় যেন না করা হয়।

৭) আর 'ইবাদাতে আল্লাহর সাহায্য কামনায় এবং বিপদ মুসীবাত দূরীকরণে বিশেষ করে মনের দম্ভ-অহংকার দূরীকরণে আল্লাহর সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে বেশি বেশি এ কালিমা পাঠ করা "*লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ.....*"। এ বাক্যটি আল্লাহ তা'আলার 'আর্‌শে 'আযীমের তলদেশের ধনভাণ্ডার থেকে উৎসারিত হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণের ভাণ্ডার এবং উৎস হলো দয়াময় রহমানের 'আর্‌শের নীচে; তার সাহায্য ও শক্তি ছাড়া কেউই সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

কোন বর্ণনায় আছে, *লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ....* জান্নাতের ধন-ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত। এতে কোন বিরোধ নেই, কেননা জান্নাতের ছাদের উপরই দয়াময় রহমানের 'আর্‌শ।

এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম বায্‌যার ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাক্যটি শিখে পাঠ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি এর তাফসীর জান? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর নাফরমানী ও পাপ থেকে আল্লাহর হিফাযাত ছাড়া কেউ বিরত থাকতে পারে না। আর আল্লাহর আনুগত্য ও নেক কাজে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ শক্তি দিতে পারে না।"

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ বাক্যটি (আল্লাহ তা'আলার নিকট) আত্মসমর্পণ এবং নিজেকে সপে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৯ পৃ.)

٥٢٦٠ ـ [٣٠] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ الطَّعَامُ وَالنِّسَاءُ وَالطِّيبُ فَأَصَابَ اثْنَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدًا أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫২৬০-[৩০] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়ার মধ্য হতে তিনটি জিনিসকে ভালোবাসতেন– খাদ্য, নারী ও সুগন্ধি। এর মধ্যে দু'টি তো তিনি অর্জন করেছেন, আর একটি লাভ করেননি। লাভ করেছেন নারী ও সুগন্ধি। আর (পর্যাপ্ত পরিমাণ) খাদ্য লাভ করেননি। (আহমাদ)[১০৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়ার পছন্দনীয় তিনটি বস্তু ভোগ্য এবং জৈবিক চাহিদার উদ্দেশে ছিল না।

১) খাদ্য পছন্দনীয় ছিল দেহের সুস্থতা রক্ষা এবং 'ইবাদাতে শক্তি অর্জনের জন্য। সুখাদ্য সকল মানুষের মৌলিক অধিকারও বটে, অতএব এটাই ছিল তার প্রিয় হওয়ার কারণ।

২) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নারী পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। জাহিলী যুগে নারীর মাতৃত্বের অথবা স্ত্রীত্বের কোনই মর্যাদা ছিল না। রসূলুল্লাহ ﷺ যথাস্থানে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে নারীকে তার সঠিক আসনে অধিষ্ঠিত করাই এ ভালোবাসার উদ্দেশ্য। অন্যথায় তিনি 'আরবের সবচেয়ে সুন্দরী কুমারী নারীদের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বহু সন্তানের জননী বিধবা নারী পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী খাদীজাকে বিবাহ করে যৌবন ও জীবনের বৃহৎ অংশ অতিবাহিত করতেন না। সর্বোপরি হীন ও ঘৃণ্য ইচ্ছার অবলুপ্তি ঘটিয়ে উত্তম ও পবিত্র বস্তুর মাধ্যমে পার্থিব প্রশান্তি লাভ করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য।

---

[১০৫] **য'ঈফ** : কারণ এতে এমন এক বারী আছে যার নাম উল্লেখ নেই। আর আবূ ইসহাক্ব আস্ সাবী'ঈ মুদাল্লিস, আর সে মুখতালিত্ব।

Scanned by CamScanner

৩) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সুগন্ধি পছন্দনীয় ছিল। কতিপয় চিকিৎসাবিদের মতে এটা হলো মস্তিষ্ক সুস্থতার অন্যতম উপকরণ। উচ্চ মর্যাদা, ভদ্রতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতীক হলো সুগন্ধি ব্যবহার, এ কারণেই রসূলুল্লাহ ﷺ তা পছন্দ করতেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য ছাড়া অন্য দু'টি পেয়েছেন, এর অর্থ তিনি নারীকে তার আসনে পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন এবং উচ্চ মর্যাদা ও ভদ্রতার প্রকৃত রূপরেখা তৈরি করে এক পরিচ্ছন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রচুর সম্পদও পেয়েছেন। কিন্তু তিনি তা জমিয়ে রাখেননি, বরং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে দিয়েছেন। তাই তাকে দরিদ্র মনে করা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১৯-২০ পৃ.)

٥٢٦١ -[٣١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ قَوْلِهٖ: «حُبِّبَ إِلَيَّ» مِنَ الدُّنْيَا

৫২৬১-[৩১] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে অতি প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সলাতের মধ্যে। (আহমাদ ও নাসায়ী)[১০৬]

আর ইবনুল জাওযী «حُبِّبَ إِلَيَّ»-এর পরে مِنَ الدُّنْيَا-এ শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে যে তিনটি বস্তুর কথা বলা হয়েছে তার দু'টি বিষয় পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং তার ব্যাখ্যাও অতিবাহিত হয়েছে। এ হাদীসে বর্ণিত ভিন্ন তৃতীয় বস্তুটি হলো সলাত বা নামায যা চোখের শীতলতা বা প্রশান্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে فِعْلِ বা ক্রিয়াগুলো فِعْلِ مَجْهُوْلِ বা কর্মবাচ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, এজন্য বিষয়টি প্রকৃতি ও স্বভাবগত নয়, বরং এগুলো তাকে বাধ্য করে তার বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য সলাত এর ব্যতিক্রম, কেননা স্বভাবগতভাবেই রসূলুল্লাহ ﷺ তা পছন্দ করতেন। যেমন তিনি বিলালকে নির্দেশ করতেন : হে বিলাল! তুমি আমাকে সলাতের মাধ্যমে (অন্য সবকিছু থেকে) প্রশান্তি দাও, অর্থাৎ তুমি সলাতের জন্য আযান দাও।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশেফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২০ পৃ.)

٥٢٦٢ -[٣٢] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهٖ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫২৬২-[৩২] মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন তখন তাঁকে বললেন : নিজেকে বিলাসিতা হতে বাঁচিয়ে রেখ। কেননা আল্লাহর খাস বান্দাগণ বিলাসী জীবন-যাপন করেন না। (আহমাদ)[১০৭]

[১০৬] হাসান সহীহ : নাসায়ী ৩৯৩৯, আর্ রওযুন্ নাযীর ৫৩, সহীহুল জামি' ৩১২৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৫৮, মুসনাদে আহমাদ ১২৩১৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৭৯৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৮৮৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৩৮৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৪১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫২০৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৫৭৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৮৩৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইতোপূর্বে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয رضي الله عنه-কে ইয়ামানে ক্বাযী এবং গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তার রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিভিন্ন ওয়াসিয়্যাত-নাসীহাত করেন। অত্র হাদীসে এমনি একটি নাসীহাত বিবৃত হয়েছে। এ নাসীহাতে তিনি (ﷺ) তাকে অতিরিক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন থেকে নিজেকে রক্ষার কথা বলেছেন। কেননা অতি ভোজন ও সীমাতিরিক্ত বিলাসিতা মানুষকে শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে বাধ্য করে, ফলে সে আল্লাহর 'ইবাদাত করতে কমই সক্ষম হয়ে থাকে। উপরন্তু সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। এজন্য আল্লাহর খাস এবং প্রিয় বান্দারা মোটেও বিলাসী জীবন পছন্দ করেন না। এমন বিলাসী জীবন হলো কাফির-মুশরিক, জাহিল আল্লাহবিমুখ ব্যক্তিদের জন্য খাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ "আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক, আর আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্ত্বর তারা (তাদের পরিণতি) জেনে নিবে।" (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ০৩)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে- পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফিরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব নিকাশে বিশ্বাস করে না। (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন ৭২৫ পৃ.)

আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ "আর যারা কাফির তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম"– (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭ : ১২)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২০ পৃ.)

٥٢٦٣ -[٣٣] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَضِيَ مِنَ اللهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ»

৫২৬৩-[৩৩] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর তরফ থেকে অল্প রিয্‌ক্বের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার অল্প 'আমালে সন্তুষ্ট হন।[১০৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শব্দ مَنْ رَضِيَ অর্থ হলো : «مَنْ قَنَعَ. مِنْهُ بِقَلِيلٍ مِنَ الطَّعَامِ» "যে আল্লাহর দেয়া সামান্য জীবিকা পেয়েই পরিতুষ্ট; এতে সে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ করে না, কারো কাছে কিছু চায় না এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে জীবন নির্বাহ করে থাকে আল্লাহ তা'আলা তার অল্প 'আমালেই সন্তুষ্ট হন।

প্রকৃতপক্ষে বান্দার সন্তুষ্টি প্রথমত আল্লাহর সন্তুষ্টিরই প্রভাব, অতঃপর শেষে আল্লাহর সন্তুষ্টি তার জাতি সন্তুষ্টির চূড়ান্ত রূপ, আর তা হলো তার পুরস্কার। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২০ পৃ.)

٥٢٦٤ -[٣٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَاعَ أَوِ احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

---

[১০৭] হাসান : মুসনাদে আহমাদ ২২১৫৮, সহীহুল জামি' ২৬৬৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৩, শু'আবুল ঈমান ৬১৭৮।

[১০৮] খুবই য'ঈফ : য'ঈফাহ্ ১৯২৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৫৮৫, কারণ 'আবদুল্লাহ ইবনু শাবীব খুবই দুর্বল। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯২৫, য'ঈফুল জামি' ৫৬০১।

Scanned by CamScanner

৫২৬৪-[৩৪] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে অভুক্ত ও অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা মানুষের নিকট গোপন করে (সবর করে) তখন আল্লাহর জিম্মায় এ ও'য়াদা রয়েছে যে, তিনি বৈধভাবে এক বছরের রিয্‌ক্ব তাকে পৌছে দেবেন। (হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান বর্ণনা করেছেন)[১০৯]

ব্যাখ্যা : 'যে ব্যক্তি অভুক্ত থাকে' এটা প্রকৃত এবং বাস্তব ক্ষুধাকেই বুঝানো হয়েছে। অথবা এমন অভাব যে, কোন বস্তু তার ক্ষুধা, কিংবা অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর মতো নেই, কিন্তু সে তার ক্ষুধা ও অভাবের কথা কারো কাছে প্রকাশ করে না বরং ধৈর্যধারণ করে থাকে এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর হাক্ব রয়েছে এক বছর পর্যন্ত তাকে হালাল রিয্‌ক্ব দান করেন। এখানে 'হাক্ব' অর্থ পূর্ণ অঙ্গীকার অথবা তার নিকট আবশ্যক সিদ্ধান্ত। ক্ষুধা হলো ঐ ক্ষুধা যাতে ধৈর্য এবং অল্পে তুষ্টি রয়েছে, আর 'কিতমান' হলো নিজের অভাব তথা ক্ষুধাকে গোপন রাখা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২০ পৃ.)

٥٢٦٥ - [٣٥] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫২৬৫-[৩৫] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার, গরীব, পরিবারের বোঝা বহনকারী, অবৈধ উপায় থেকে মুক্ত– এমন বান্দাকে ভালোবাসেন। (ইবনু মাজাহ)[১১০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন :

«الْمَعْنَى أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ صَاحِبَ الْعِيَالِ وَفَقِيرَ الْحَالِ وَكَسِيرَ الْبَالِ تَعَفَّفَ عَنِ السُّؤَالِ. فَهُوَ الْمُؤْمِنُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ. فَلِذَا أَحَبَّهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ»

'দরিদ্র মু'মিন বান্দার" অর্থ হলো দরিদ্রতার সাথে সাথে সে অধিক পোষ্যের অধিকারী, ফকীরী হালাত ও ভগ্ন জীবন, কিন্তু অপরের নিকট কিছু চাওয়া থেকে মুক্ত থাকে, সেই হলো পূর্ণমাত্রায় মু'মিন। এজন্য আল্লাহ্ যুল জালাল ওয়াল জামাল তাকে ভালোবাসেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২০ পৃ.)

٥٢٦٦ - [٣٦] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: اسْتَسْقَى يَوْمًا عُمَرُ فَجِيءَ بِمَاءٍ قَدْ شِيبَ بِعَسَلٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَطَيِّبٌ لَكِنِّي أَسْمَعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَعَى عَلَى قَوْمٍ شَهَوَاتِهِمْ فَقَالَ ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ فَأَخَافُ أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا فَلَمْ يَشْرَبْهُ. رَوَاهُ رَزِينٌ

---

[১০৯] য'ঈফ মুনকার : য'ঈফাহ্ ১৯২৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০০৫৪, সানাদ য'ঈফ, কারণ ইসমা'ঈল ইবনু রজা' তাকে দারাকুত্বনী য'ঈফ বলেছেন। সহীহ ইবনু হিব্বান বলেন, এ হাদীসটি বাত্বিল। দেখুন- য'ঈফাহ্ ১৯২৭।

[১১০] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৪১২১, য'ঈফুল জামি' ১৭২২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫০১১। হাদীসটির সানাদের ব্যাপারে 'উক্বায়লী বলেন, 'ইমরান ইবনু হুসায়ন থেকে ক্বাসিম ইবনু মিহরান-এর শোনার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। আর তার থেকে মূসা ইবনু 'উবায়দাহ্ বর্ণনা করেছেন, আর সে মাতরূক। দেখুন- য'ঈফাহ্ ৫১।

Scanned by CamScanner

৫২৬৬-[৩৬] যায়দ ইবনু আসলাম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার পান করার জন্য পানি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে এমন পানি আনা হলো যাতে মধু মিশ্রিত ছিল। তখন তিনি বললেন : এটা বড়ই সুস্বাদু বটে। তবে আমি আল্লাহ তা'আলাকে এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর দোষারোপ করতে শুনেছি যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের প্রাপ্ত নি'আমাতের স্বাদ উপভোগ করেছ। অতএব আমি আশঙ্কা করছি (অনুরূপভাবে) আমাদেরকেও আগে-ভাগে দুনিয়াতে দ্রুতবেগে আমাদের ভালো কাজের প্রতিদান দেয়া হচ্ছে কিনা? এ বলে তিনি আর তা পান করলেন না। (রযীন)[১১১]

ব্যাখ্যা : মধুমিশ্রিত পানির ব্যাপারে 'উমার বলেন, اَلطَّيِّبُ 'উত্তম' শব্দটি সুন্দর, পবিত্র, সুস্বাদু ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ উত্তম বা সুস্বাদু যে অর্থেই ব্যবহৃত হোক না কেন তা প্রকৃতিগতভাবে, শার'ঈ দিক থেকে, উপকারিতা এবং গুণগত মানের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

'উমার -এর কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে কিছু শব্দ ও বাক্য উহ্য রয়েছে আর তা হলো : «أَنَّهُ لَطَيِّبٌ أَشْتَهِيهِ لَكِنِّي أَعْرِضُ عَنْهُ. لِأَنِّي سَمِعْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ....» (আমি জানি এ মধুমিশ্রিত) পানি বা শরবত অবশ্যই সুস্বাদু এবং পবিত্র, কিন্তু আমি তা বর্জন করছি এজন্য যে, আল্লাহ এমন এক জাতিকে অপছন্দ করেছেন বা দোষারোপ করেছেন যারা তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করার জন্যই নানা প্রকার সুখাদ্য ও পানীয়ের স্বাদ উপভোগ করেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন তোমরা দুনিয়ার জীবনেই তোমাদের স্বাদের বস্তুগুলো উপভোগ করেছ, আখিরাতের সঞ্চয় তোমাদের কিছুই নেই। আল্লাহ বলেন : "যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।" (সূরাহ্ ইসরা ১৮ : ১৮)

'উমার -এর মধুমিশ্রিত পানি বা শরবত গ্রহণ না করা ছিল স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধিতার জন্য এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২০ পৃ.)

٥٢٦٧ -[٣٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا شَبِعْنَا مِنْ تَمْرٍ حَتّٰى فَتَحْنَا خَيْبَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২৬৭-[৩৭] ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার জয় করা পর্যন্ত আমরা খেজুর দ্বারাও পরিতৃপ্ত হইনি। (বুখারী)[১১২]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার -এর কথা 'আমরা খেজুর দ্বারা পরিতৃপ্ত হইনি' এ 'আমরা' দ্বারা 'উমার -এর পরিবারের সদস্যদের বুঝানো হয়েছে।

মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো : «نَحْنُ مَعْشَرَ الصَّحَابَةِ مَعَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» আমরা সমস্ত সহাবী এবং আমাদের সাথে স্বয়ং রসূলুল্লাহ নিজেও। রসূলুল্লাহ ও তার পরিবার পরিজনও এর অন্তর্ভুক্ত, এটাই বাস্তব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২১ পৃ.)

---

[১১১] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি এর সানাদ পাইনি। "আদ্ দুর্‌দুল মানসূর ৬/৪২ পৃ. সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে 'উমার থেকে অনেক *আসার* উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেখানে এ *আসার*টি নেই। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। (হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪১ পৃ.)

[১১২] সহীহ : বুখারী ৪২৪৩।

Scanned by CamScanner

(٢) بَابُ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ

অধ্যায়-২ : আশা ও লালসা প্রসঙ্গ

ভাষা বিজ্ঞানী 'আল্লামাহ্ জাওহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الْأَمَلُ শব্দের অর্থ হলো الرَّجَاءُ আশা, আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা এবং তা অর্জনে ডুবে থাকা, মৃত্যু ও পরকালের পাথেয় ও প্রস্তুতি থেকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত এবং গাফিল থাকা। যেমন আল্লাহর বাণী :

﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

"আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং দীর্ঘ আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নিবে।" (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ০৩)

অবশ্য 'ইল্‌ম ও আ'মালের জন্য দীর্ঘ আশা, এটা নিন্দনীয় নয়তো বটেই বরং সর্বোসম্মতভাবে প্রশংসনীয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২০ পৃ.)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٢٦٨ - [١] عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ فَقَالَ: «هٰذَا الْإِنْسَانُ وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهٰذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২৬৮-[১] 'আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ একটি চতুর্ভূজ আঁকলেন এবং তার মধ্যে একটি রেখা টানলেন যা চতুর্ভূজ পাড় হয়ে বাহিরে চলে গেছে। অতঃপর মধ্য রেখাটির উভয় পার্শ্বে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এঁকে বললেন : (মনে করো, মধ্যের রেখাটি) এটা মানুষ। আর এটা (চতুর্ভূজ) তার বয়সের সীমা, যা তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। আর ঐ রেখার বাইরের অংশটি তার আকাঙ্ক্ষা। আর এ সমস্ত ছোট দাগগুলো তার বিপদ-মুসীবাত (যাতে সে আপতিত হতে পারে)। যদি সে একটি বিপদ হতে রক্ষা পায় তবে পরবর্তী বিপদে আক্রান্ত হয়। যদি সেটা হতেও রক্ষা পায় তবে এর পরেরটিতে আক্রান্ত হয়। (বুখারী)[১১৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ মাটির উপর কিংবা অন্য কোন কিছুর উপর একটি চতুর্ভূজ অংকন করেছিলেন। উক্ত চতুর্ভূজটি এবং তার ভিতরের রেখাসমূহ দ্বারা যা বুঝিয়েছেন নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো :

---

[১১৩] সহীহ : বুখারী ৬৪১৭, মুসনাদে আহমাদ ৩৬৫২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৪৪, তিরমিযী ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩১, দারিমী ২৭২৯।

Scanned by CamScanner

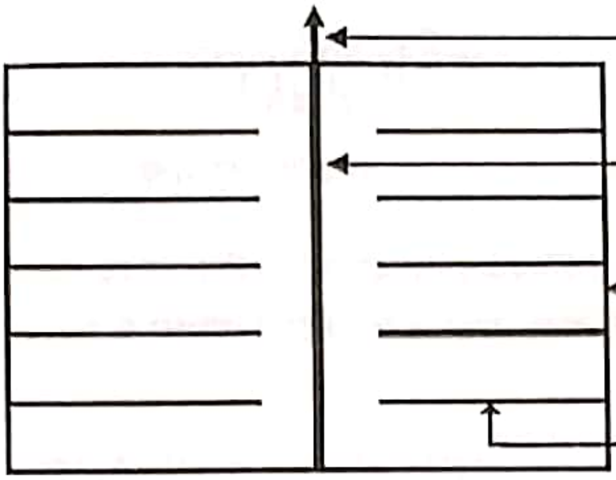

১ নং মধ্যস্থলের রেখাটি মানুষ।

২ নং চতুর্ভূজটি মানুষের হায়াতের সীমা।

৩ নং (হায়াতের সীমা নামক) চতুর্ভূজ অতিক্রমকারী রেখাটি হলো মানুষের আশা।

৪ নং ভিতরের ছোট ছোট রেখাগুলো ১ নং রেখার দিকে গিয়েছে, এগুলো হলো বিভিন্ন বিপদ-মুসীবাত।

হায়াতের রেখা দ্বারা বেষ্টিত মানুষের উক্ত বেষ্টনী ভেদ করে বের হওয়া অথবা পলায়ন করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কিন্তু তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা এত শক্তিমান ও দুর্বার যে, ঐ দুর্ভেদ্য হায়াত সীমা ভেদ করে অনেক দূরে পৌঁছে গিয়েছে।

এদিকে বিভিন্নমুখী বিপদ মুসীবাতের রেখাগুলো সারিবদ্ধভাবে তার দু'দিকে অবস্থান নিয়েছে, একের পর এক এগুলো তার ওপর আবর্তিত হয়, একটি থেকে রক্ষা পেলে অন্যটি আক্রমণ ও দংশন করে থাকে। সর্বশেষে কোন একটির আক্রমণ আর প্রতিহত করতে পারে না, ফলে সীমাহীন আশা নিয়ে হায়াতের সীমায় গিয়ে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আতুত্ তানক্বীহ ৮ম খণ্ড, ৪৮৫ পৃ.)

٥٢٦٩ ـ[٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا فَقَالَ: «هٰذَا الْأَمَلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২৬৯-[২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ) কয়েকটি রেখা আঁকলেন। তারপর বললেন : এটা (এ রেখাটি) আকাঙ্ক্ষা। আর এটা তার আয়ু (এর রেখা)। এ অবস্থায় আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে হঠাৎ কাছাকাছি রেখাটি (মৃত্যু) তার দিকে এগিয়ে আসে। (বুখারী)[১১৪]

٥٢٧٠ ـ[٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১১৪] সহীহ : বুখারী ৬৪১৮।

Scanned by CamScanner

৫২৭০-[৩] উক্ত রাবী (আনাস ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আদাম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দু'টি জিনিস তার মধ্যে জওয়ান হয়– সম্পদের প্রতি ভালোবাসা এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৫]

ব্যাখ্যা : 'আরবী يَهْرَمُ শব্দটি بَابُ سَمِعَ থেকে এসেছে, الْهَرَمُ মাসদার থেকে এর অর্থ বৃদ্ধ হওয়া, চুল সাদা হয়ে যাওয়া; এখানে দুর্বল হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

يَشِبُّ শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, يَنْمُو وَيَقْوٰى অর্থাৎ বাড়ে এবং শক্তিশালী হয়। অর্থাৎ আদাম সন্তান বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু তার দু'টি বস্তু বাড়তে থাকে এবং খুব শক্তিশালী হতে থাকে।

ইমাম বায়হাক্বীর 'তাজ' অনুরূপ 'ক্বামূস' গ্রন্থে বলা হয়েছে : «أَنَّ الْهَرَمَ كِبَرُ السِّنِّ مِنْ بَابِ عَلِمَ، وَشَبَّ شَبَابًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ»

هَرِمَ শব্দটি অধিক বয়সের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, এটি بَابُ عَلِمَ থেকে এসেছে আর شَبَّ شَبَابٌ এসেছে ضَرَبَ এর অধ্যায় থেকে।

সম্পদের লোভ হলো সম্পদ জমা করা বা পুঞ্জিভূত করা, তা কাউকে না দেয়া।

আর দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা হলো মৃত্যুকে দূরে ভাবা এবং হায়াতের সীমানায় কুলাবে না জেনেও দীর্ঘকাল বাঁচার আশায় আ'মাল স্থগিত রাখা কিংবা পরে করব বলে বিলম্বিত করা।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, يَشِبُّ শব্দটি اسْتِعَارَةٌ বা অলঙ্কার শাস্ত্রের রূপক ব্যবহার, এর অর্থ হলো- বৃদ্ধের অন্তর বা ক্বলব দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে যুবকের যৌবনকালের শক্তিতে শক্তিমান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৮৭ পৃ.)

٥٢٧١ -[٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২৭১-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান হতে থাকে। দুনিয়ার ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যানুরূপ। বৃদ্ধের এই দুনিয়াপ্রীতির দ্বারা মূলত মৃত্যুকে অপছন্দ করা। কেননা বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু ও পরকালের চিন্তা এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকা ছিল আবশ্যক কিন্তু সে তা ভুলে সম্পদ ও দীর্ঘায়ুর আশায় বিভোর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৮৮ পৃ.)

٥٢٧٢ -[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَعْذَرَ اللّٰهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتّٰى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[১১৫] সহীহ : বুখারী ৬৪২১, মুসলিম ১১৪-(১০৪৭), তিরমিযী ২৪৫৫, ইবনু মাজাহ ৪২৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১৩০২১, সহীহুল জামি' ৮১৭৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯০৬, আবূ ইয়া'লা ২৯৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২২৯, শু'আবুল ঈমান ১০২৬১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৭৪৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৮৬০।

[১১৬] সহীহ : বুখারী ৬৪২০, মুসলিম ১১৪-(১০৪৬), সহীহুল জামি' ৭৬৯৮।

Scanned by CamScanner

৫২৭২-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির আপত্তির অবকাশ রাখেননি যার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে ষাট বছরে পৌঁছে দিয়েছেন। (বুখারী)[১১৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত أَعْذَرَ শব্দটি عذر মূলধাতু থেকে উৎপন্ন অর্থ ওযর বা আপত্তি পেশ করা। এর উপর হামযা অক্ষরটি سلب مأخذ মাদ্দাহর অর্থ দূরীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার ওযর বা আপত্তি উঠিয়ে নেন, তার ওযর পেশ করার আর কোন সুযোগ রাখেন না। এর অর্থ হলো মানুষের বয়স যখন ষাট বছরে পৌঁছে যায় তখন সে এক সম্মানের জীবনে পদার্পণ করে; এটা তার জীবনের জন্য অতিরিক্ত পাওনা, এ সময়ে সে অতীতের পাপের জন্য তাওবাহ্ করবে, 'ইবাদাতে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে। কিন্তু এসবের পরোয়া না করে সে যদি গাফিল হয়েই থাকে তাহলে ক্বিয়ামাতের বিচারের কোর্টে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ ও 'ইবাদাত-বন্দেগী না করার কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণ করবেন না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৮৮ পৃ.)

٥٢٧٣ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২৭৩-[৬] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আদাম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। মূলত আদাম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারবে না, আর যে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে আল্লাহ তার তাওবাহ্ ক্ববূল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে ধন-সম্পদের দু'টি উপত্যকার কথা বলা হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় স্বর্ণের দু'টি উপত্যকার কথা বলা হয়েছে। অপর বর্ণনায়, স্বর্ণের দু'টি উপত্যকার কথা উল্লেখ রয়েছে। (لَابْتَغَى ثَالِثًا) 'সে তৃতীয় আরেকটির আকাঙ্ক্ষা করবে' অর্থাৎ আরেকটি বড় এবং বিশাল উপত্যকা সে কামনা করবে। এভাবে তাকে যদি সেটাও দেয়া যায় তাহলে চতুর্থ বা পঞ্চমটির আকাঙ্ক্ষা সে করবে। আর এভাবে তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা চলতে থাকবে। সম্পদ দিয়ে তার চোখও আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হবে না, হবে একমাত্র মাটি দ্বারা। অর্থাৎ ক্ববরের মাটিই কেবল তার অসীম আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। এতে নাবী ﷺ-এর সতর্ক সংকেত যে বখীলের বুখালতিটা হলো লোভের উত্তরাধিকারী এবং তা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের নিগড়ে প্রোথিত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন যা প্রচলিত প্রবাদ ও হাদীসের চেয়ে অধিক স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾

"বলুন : যদি আমার পালনকর্তার রহমাতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে খরচের ভয়ে তা অবশ্যই ধরে রাখতে, মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ১০০)

মানুষের সম্পদের লোভ এবং দরিদ্রতাভীতি হলো বুখালতি বা কৃপণতার মূল কারণ। এমনকি নিজের ব্যাপারেও সে কৃপণতা করে থাকে। এর দৃষ্টান্ত ঐ পিপাসিত পাখির চেয়েও অধিক যে সাগরের উপরে পিপাসা নিয়ে উড়ে বেড়ায় কিন্তু সাগরের পানি শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে না খেয়ে মারা যায়।

---

[১১৭] সহীহ : বুখারী ৬৪১৯, সহীহুল জামি' ১০৪৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮৯।

[১১৮] সহীহ : বুখারী ৫৪৩৬, মুসলিম ১১৬-(১০৪৮), তিরমিযী ২৩৩৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭১৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯০৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৯৬২৩, মুসনাদে আহমাদ ১৯২৯৯, আবূ ইয়া'লা ২৮৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৩৬, শু'আবুল ঈমান ১০২৭৪, দারিমী ২৭৭৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৮৯২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৮৮৩।

Scanned by CamScanner

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা তাওরাহ্ করবে আল্লাহ তাদের তাওবাহ্ ক্ববূল করবেন। অর্থাৎ যে আল্লাহর রহমাতের দিকে ফিরে আসবে এবং তার রহমাত কামনা করবে আল্লাহ তাকে তার রহমাতের আশ্রয়ে গ্রহণ করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৮৯ পৃ.)

٥٢٧٤ ـ[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫২৭৪-[৭] ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন : পৃথিবীতে অপরিচিত মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মতো জীবন-যাপন করো। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে ক্ববরবাসী মনে করো। (বুখারী)[১১৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার-এর শরীরে কোন একটি অংশ ধরে বলছিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন। মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শরীরে বা কাঁধে হাত রাখার হিকমাত হলো তাকে নিকটে টেনে নেয়া এবং নিজের দিকে মনোনিবেশ করানো, যাতে তার কথাগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করে নিতে পারে।

অতঃপর তিনি তাকে বললেন, তুমি দুনিয়ায় এভাবে থাক যেন একজন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা পথিক। এটা এজন্য যে, দুনিয়া হলো চলাচলের স্থান এবং (কোন নদী) পার হওয়ার সেতুসদৃশ। অতএব মু'মিনের উচিত 'ইবাদাত বন্দেগীর মধ্যে নিমগ্ন থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাস ও বছরগুলো পাড়ি দিয়ে প্রকৃত দেশ ও আবাসভূমি জান্নাতে পৌছার প্রতি উদ্গ্রীব থাকা।

রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আরো বলেন, তুমি তোমাকে ক্ববরবাসীদের মধ্যে গণনা কর। অর্থাৎ তুমি তোমাকে ক্ববরের অভিযাত্রী অথবা ক্ববরে বসবাসকারী হিসেবে ধরে নাও। এটা যেন ঐ বাক্যের মতো : «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا. وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا» তোমার মরণের আগেই তুমি মরে যাও এবং তোমার হিসাব গ্রহণের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৮৯ পৃ.)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٧٥ ـ[٨] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَأُمِّي نُطَيِّنُ شَيْئًا فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللهِ؟» قُلْتُ شَيْءٌ نُصْلِحُهُ. قَالَ: «الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذٰلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫২৭৫-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে এমন সময় অতিক্রম করলেন তখন আমি ও আমার মা কাদামাটি দ্বারা (ঘর) মেরামতের কিছু

---

[১১৯] সহীহ : বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৫৭, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, সহীহুল জামি' ৮৭০৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৫৭, মুসনাদে আহমাদ ৪৭৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৮, শু'আবুল ঈমান ১০২৪৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৪৭।

Scanned by CamScanner

কাজ করছিলাম। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : হে 'আবদুল্লাহ! এটা কি করছ? বললাম : আমরা একটি অংশ মেরামত করছি। তিনি (ﷺ) বললেন : মৃত্যু তা অপেক্ষা অধিক দ্রুত আগমনকারী। [আহমাদ ও তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাদীসটি গরীব][১২০]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) তার বাড়ীর সংস্কার কাজ করছিলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে বললেন, বিষয়টি এর চেয়েও দ্রুত। অর্থাৎ তুমি বাড়ীর সংস্কার অথবা বর্ধিতকরণের কাজ করছ, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কিংবা শক্তিশালী নির্মাণ কাঠামো তৈরির জন্য অথচ এটা ধ্বংসের আগেই তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে। মূলকথা বসবাস উপযোগী বাড়ীঘর পুনঃনির্মাণ বা সংস্কার এত জরুরী নয়। আমাদের দুনিয়ার জীবন তো পথিক মুসাফিরের ন্যায় অথবা কোন গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী সওয়ারীর ন্যায়। তুমি বাড়ী ঘর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সংস্কার করছ যাতে তোমার মৃত্যুর আগে তা ধ্বংস না হয়। কিন্তু হতে পারে তোমার বাড়ীঘর ধ্বংসের আগেই তোমার অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। অতএব তোমার বাড়ী-ঘর সংস্কারের চেয়ে তোমার 'আমাল সংস্কার করাই উত্তম। (মিরকাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৮৯ পৃ.)

٥٢٧٦ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُهْرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ بِالتُّرَابِ فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ يَقُولُ: «مَا يُدْرِينِيْ لَعَلِّيْ لَا أَبْلُغُهُ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيْ كِتَابِ «الْوَفَاءِ»

৫২৭৬-[৯] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করার পর মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতেন। আমি বলতাম : হে আল্লাহর রসূল! পানি তো আপনার কাছেই। তিনি (ﷺ) বলতেন, আমি কিরূপে জানব যে, (মৃত্যু আসার পূর্বে) আমি সে পর্যন্ত পৌছতে পারব কিনা? (শারহুস্ সুন্নাহ্ ও ইবনু জাওযী-এর কিতাবুল ওয়াফা')[১২১]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাক্য : (كَانَ يُهْرِيقُ الْمَاءَ) তিনি পানি ঢালতেন, এটা কিনায়া বা পরোক্ষ কথা; এর অর্থ তিনি পেশাব করতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ পানি হাতের নাগালে অথবা নিকটতম কোন স্থানে না পেলে সাথে সাথে আপাতত তায়াম্মুম করে নিতেন; যাতে পরবর্তী পানি পাওয়া বা উযূর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পবিত্র অবস্থায় থাকতে পারেন। মূলত তিনি জীবনের প্রতি এতটুকু নিশ্চয়তা মনে করতেন না যে, আগামী সলাত পর্যন্ত বা পানির নিকট পৌছা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব। (মিরকাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৯০ পৃ.)

٥٢٧٧ -[١٠] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «هٰذَا ابْنُ آدَمَ وَهٰذَا أَجَلُهُ» وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَ فَقَالَ: «وَثَمَّ أَمَلُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫২৭৭-[১০] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : এ হলো আদাম সন্তান আর এটা হলো তার জীবন-সীমা (মৃত্যু)। এটা বলে তিনি (ﷺ) তার পিছনে হাত রাখলেন। অতঃপর হাত বিস্তৃত করে বললেন : এ স্থানে মানুষের আকাঙ্ক্ষা। (তিরমিযী)[১২২]

---

[১২০] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ৫২৩৫, ইবনু মাজাহ ৪১৬০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৪৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৫৬।

[১২১] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্, ইমাম বাগাবী ৪০৩১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬২৯।

[১২২] সহীহ : তিরমিযী ২৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৯৯৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের দেহ অবয়বের দিকে ইশারা করে মানুষের প্রকৃত সত্তাকে বুঝিয়েছেন আর তার গ্রীবাদেশে হাত রেখে হায়াতের সীমা বুঝিয়েছেন মানুষ এর বাহিরে নয়। আর তিনি হাত প্রসারিত করে তার আকাঙ্ক্ষার পরিধি বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা হায়াতের পরিধি অতিক্রম করে অনেকখানি দূরে চলে গেছে। ঘাড়ের পিছনে হাত রেখে এ কথা বলা যে, এটা তার হায়াত এর অর্থ এই যে, মৃত্যু তার পিছনে অর্থাৎ ঘাড়ের সাথেই লটকানো রয়েছে। আর আকাঙ্ক্ষার দূরত্বের চেয়ে মৃত্যুর দূরত্ব খুবই কম বা নিকটে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্‌'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৯১ পৃ.)

٥٢٧٨ -[١١] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَرَزَ عُودًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ إِلَى جَنْبِهِ وَآخَرَ أَبْعَدَ مِنْهُ. فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هٰذَا؟» قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ أَعْلَمُ. قَالَ: «هٰذَا الْإِنْسَانُ وَهٰذَا الْأَجَلُ» أُرَاهُ قَالَ: «وَهٰذَا الْأَمَلُ فَيَتَعَاطَى الْأَمَلَ فَلَحِقَهُ الْأَجَلُ دُونَ الْأَمَلِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫২৭৮-[১১] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ নিজের সামনে (মাটিতে) একটি কাঠি গাড়লেন এবং তারই পার্শ্বে আরেকটি গাড়লেন। অতঃপর (তৃতীয়) আরেকটি গাড়লেন তা হতে বহু দূরে। তারপর উপস্থিত লোকেদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো এটা কি? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি (ﷺ) বললেন : (মনে করো) এ প্রথম কাঠিটি হলো মানুষ। আর দ্বিতীয়টি হলো তার মৃত্যু। রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দূরবর্তী তৃতীয় কাঠিটির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি (ﷺ) বলেছেন : "তা হলো তার লালসা ও আকাঙ্ক্ষা"। এদিকে সে মোহের দরিয়াতে ডুবে থাকে, অপরদিকে তা পূর্ণ না হতে মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১২৩]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত এ জাতীয় হাদীস দ্বারা রসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ তার হায়াত এবং তার আকাঙ্ক্ষার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। চিত্রটির নমুনা নীচে তুলে ধরা হলো :

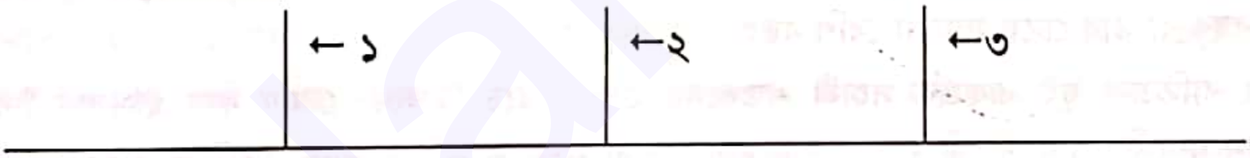

১ নং রেখা আদাম সন্তান (মানুষ)। ২ নং রেখা তার মৃত্যু।

৩ নং রেখা আদাম সন্তানের আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা ২ নং মৃত্যুরেখা ছেড়ে অনেক দূর চলে গেছে, অথচ তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হওয়ার আগেই ২ নং মৃত্যু রেখা তাকে পেয়ে বসে।

٥٢٧٩ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلٰى سَبْعِينَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫২৭৯-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমার উম্মাতের বয়সের সীমা ষাট হতে সত্তর বছর পর্যন্ত (তাদের মাঝে খুবকমই আছে যে এ সীমা অতিক্রম করবে)। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি গরীব][১২৪]

---

[১২৩] সানাদ জায়্যিদ বা ভালো : বাগাবী, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪০৯১।
[১২৪] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৩৩১, ইবনু মাজাহ ৪২৩৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উম্মাতে মুহাম্মাদীর ষাট থেকে সত্তর বছরের হায়াতের বিষয়টি অধিকাংশের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, অন্যথায় অনেকেই নব্বই এমনকি একশত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। এগুলো ব্যতিক্রম ঘটনা। এ হাদীস থেকে উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, উম্মাতের ষাট থেকে সত্তর বছরের হায়াত হলো 'ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এটা মধ্যম এবং ভারসাম্যপূর্ণ সময় যাতে উম্মাতের অধিকাংশ মানুষ পৌছতে পারে। আমাদের নাবী সায়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফাহ্ যথাক্রমে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব এবং 'উমার ফারূক رضي الله عنهما সহ অনেক বড় বড় ইসলামের মহান মনীষী যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ এই বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৯১ পৃ.)

٥٢٨٠ -[١٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْمَارُ أُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ فِيْ «بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ»

৫২৮০-[১৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের বয়স ষাট হতে সত্তর বছরের মাঝামাঝি এবং এমন লোকের সংখ্যা কম হবে যারা তা পাড়ি দিবে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১২৫]

এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইবনু শিখ্‌খীর-এর বর্ণিত হাদীস "রোগীর সেবাযত্ন" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। ষাট থেকে সত্তর বছর বয়স হলো এ উম্মাতের ভারসম্পন্ন বা জীবনের উৎকর্ষের নির্দিষ্ট স্তর (STANDARD TIME)। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এটা অতিক্রম করে একশত বা তার উর্ধ্বে পৌছতে পারে। সহাবীদের মধ্যে আনাস ইবনু মালিক, আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র প্রমুখ একশত বছর বা তার চেয়ে সামান্য বেশি বছর বেঁচে ছিলেন।

এছাড়াও ব্যতিক্রম দুই একজন সহাবী শতবর্ষের উর্ধ্বে বেঁচে ছিলেন, যেমন কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত, সালমান ফারসী প্রমুখ সহাবী رضي الله عنهم। সালমান ফারসী সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি আড়াইশত বছর জীবিত ছিলেন। এমনকি সাড়ে তিনশত বছরের কথাও উল্লেখ আছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; লুম্'আহ্ ৮ম খণ্ড, ৪৯১ পৃ.)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٨١ -[١٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

---

[১২৫] হাসান : তিরমিযী ৩৫৫০, ইবনু মাজাহ ৪২৩৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৫৭, সহীহুল জামি' ১০৭৩, আবূ ইয়া'লা ৫৯৯০, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৯৮০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৫৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৮৭২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৫৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৫৯।

Scanned by CamScanner

৫২৮১-[১৪] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন : এ উম্মাতের কল্যাণের সূচনা হলো (আল্লাহর ওপর) ইয়াক্বীন বা বিশ্বাস এবং (দুনিয়া) বিমুখতা অবলম্বন করা। আর অনিষ্টতার মূল হলো কৃপণতা ও লোভ-লালসা। (বায়হাক্বী)[১২৬]

ব্যাখ্যা : ইয়াক্বীন বা বিশ্বাস হলো এ উম্মাতের প্রথম মানবীয় কল্যাণ, এটা পরকালীন পরিণতি বিষয়ক এবং সংসারত্যাগ বা দুনিয়াবিরাগী বিষয়ক সূচক চিহ্ন। পক্ষান্তরে উম্মাতের প্রথম ফাসাদ বা বিপর্যয় সূচক চিহ্ন হলো কৃপণতা এবং দুনিয়ার প্রতি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ও অসীম লোভ লালসা।

হাদীসের শব্দ الْأَمَلُ 'আকাঙ্ক্ষা', 'আশা' এ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : «فَالْأَمَلُ إِنَّمَا هُوَ الْغَفْلَةُ عَنْ سُرْعَةِ الْقِيَامَةِ الصُّغْرٰى وَالْكُبْرٰى» "দুনিয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা হলো দ্রুত ক্বিয়ামাত অনুষ্ঠিত হওয়া থেকে অর্থাৎ তার ছোট-বড় সকল লক্ষণ থেকে অমনোযোগী ও বেপরোয়া হয়ে থাকা।" আর بُخْلُ কৃপণতার উৎস স্থল হলো حُبُّ الدُّنْيَا দুনিয়াপ্রীতি। এর সহায়ক কথা বলেছেন হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ), তিনি বলেছেন : «صَلَاحُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ وَفَسَادُهُ الطَّمَعُ» দীনের কল্যাণ হলো তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতি আর তার বিপর্যয় বা ধ্বংস হলো লোভ-লালসা।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২৫ পৃ.)

٥٢٨٢ -[١٥] وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِلُبْسِ الْغَلِيظِ وَالْخَشِنِ وَأَكْلِ الْجَشِبِ إِنَّمَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قِصَرُ الْأَمَلِ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫২৮২-[১৫] সুফ্ইয়ান আস্ সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খসখসে মোটা পোশাক পরিধান করা এবং স্বাদবিহীন খাদ্য খাওয়া পরহেজগারি নয়; বরং প্রকৃত পরহেজগারি হলো দুনিয়ার প্রতি মোহকে খাটো রাখা। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১২৭]

ব্যাখ্যা : (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا) হলো দুনিয়াবিরাগী হওয়া, এটা ইসলামের প্রশংসনীয় গুণাবলির একটি অন্যতম গুণ। এটাকে আমরা পরহেজগারি বলতে পারি। এ গুণ আত্মিক বিষয়, এতে লৌকিকতা বা প্রদর্শনীর কিছু নেই। কিছু মানুষ নিজের দরবেশী প্রকাশের জন্য মোটা এবং অমসৃণ কাপড় পরিধান করে থাকে, সুস্বাদু তরকারী বর্জন করে শুকনো মোটা রুটি খেয়ে জীবন নির্বাহ করে থাকে। অত্র হাদীসে তাদের কথাই বলা হয়েছে যে, এটা দুনিয়াবিরাগী বা পরহেজগারি নয়, বরং পরহেজগারি হলো قِصَرُ الْأَمَلِ দুনিয়ার মোহকে খাটো রাখা। হাদীসে উল্লেখিত বাক্য : (إِنَّمَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قِصَرُ الْأَمَلِ) "নিশ্চয় দুনিয়াবিরাগী বা পরহেজগারি হলো দুনিয়ার মোহকে খাটো রাখা" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَيِ: اقْتِصَارُ الْأَمَلِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْأَجَلِ بِالْمُسَارَعَةِ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزُّهْدَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ مَا يَكُونُ فِي الْحَالِ الْقَلْبِيِّ مِنْ عُزُوفِ النَّفْسِ عَنِ الدُّنْيَا وَمَيْلِهَا إِلَى الْعُقْبٰى.

অর্থাৎ, দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মোহকে খাটো করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং সে লক্ষে 'ইল্‌ম, আ'মাল ও তাওবার জন্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়া। অতএব সারকথা হলো প্রকৃত দুনিয়াবিরাগী ও পরহেজগারি অন্তরের বিষয় বা অবস্থা যা স্বীয় ক্বল্‌ব বা অন্তরকে দুনিয়ার মোহ-মায়া হতে পবিত্র রাখে এবং আখিরাতের দিকে ঝুকিয়ে দেয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২৬ পৃ.)

---

[১২৬] হাসান : সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪২৭, যুহদ লি আহমাদ ১০, শু'আবুল ঈমান ১০৮৪৪।
[১২৭] শারহুস্ সুন্নাহ্ সানাদ ছাড়া তা'লীক্ব হিসেবে; হিদায়াতুত্ রুওয়াত ৫/৪৬।

Scanned by CamScanner

٥٢٨٣ -[١٦] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ أَيُّ شَيْءٍ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: طِيبُ الْكَسْبِ وَقِصَرُ الْأَمَلِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫২৮৩-[১৬] যায়দ ইবনুল হুসায়ন (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলতে শুনেছি। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, দুনিয়াতে "যুহ্‌দ" বা পরহেজগারি কাকে বলে? উত্তরে তিনি বলেন, হালাল উপার্জন এবং আকাঙ্ক্ষা ছোট করা। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[১২৮]

ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا) দুনিয়া বিরাগীকে পরহেজগার অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। পরহেজগারির মেরুদণ্ড হলো হালাল রুযী, যার রুযী হালাল নয় সে কষ্মিনকালেও পরহেজগারিতার উপর দাঁড়াতে পারবে না।

অতএব পবিত্র এবং হালাল উপার্জন বা খাদ্য এবং পানীয় তাকে উপকারী 'ইল্‌ম ও নেক আ'মালের ওয়ারিস বানিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে বলেছেন, "তোমরা পবিত্র বস্তু খাও এবং নেক আ'মাল কর।" (সূরাহ্ আল মু'মিন ৪০ : ৫১)

অতএব এ হাদীসে হালাল রুযীকে (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا) এর প্রথম উপাদান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো- দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা বা কামনা-বাসনাকে খাটো করা। এটা মানুষকে দ্রুত মৃত্যু এসে যাওয়ার ভয়ে অধিক আ'মালে উদ্বুদ্ধ করে এবং পরকালের পুরস্কার প্রাপ্তিতে আগ্রহান্বিত করে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রকৃত (الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا) হলো হালাল খাদ্য গ্রহণ, হালাল বস্ত্র পরিধান, স্বল্প রুযীতেই পরিতুষ্ট থাকা এবং দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খাটো করে রাখা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩২৬ পৃ.)

(٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمُرِ لِلطَّاعَةِ

অধ্যায়-৩ : 'ইবাদাতের জন্য হায়াত ও দৌলতের আকাঙ্ক্ষা করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٢٨٤ -[١] عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَذُكِرَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ» فِي «بَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ»

---

[১২৮] য'ঈফ : সানাদে যায়দ ইবনুল হুসায়ন আছে, কিন্তু এটা ভুল। সঠিক হলো হাসান। আর সে যায়দ ইবনু হাসান ইবনু যায়দ ইবনু উমায়রিক আল হুসায়নী। 'আল মীযান' কিতাবে যাহাবী এভাবেই উল্লেখ করেছেন। আর মালিক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। আর বলেছেন, এটি মুনকার। মালিক থেকে তাকে চেনা যায় না। আর সে ৪০টি হাদীস তৈরি করেছে। ইবনুল জাওযী বলেন, সে ছিল মিথ্যুক। তৈরিকারী ও দাজ্জাল। আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৭৭৯, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৬ পৃ. ৫২১২নং।

Scanned by CamScanner

৫২৮৪-[১] সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরহেজগার, সম্পদশালী, নির্জনে 'ইবাদাতকারী বান্দাকে ভালোবাসেন (মুসলিম)[১২৯]

ইবনু 'উমার ﷺ-এর হাদীস, "দু'টি বস্তু ছাড়া অন্য কিছুতেই ঈর্ষা নেই" 'কুরআনের ফাযীলাত' অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরহেজগার বান্দাকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকে অথবা যে তার সম্পদকে বিনোদনমূলক কাজে ব্যয় করা থেকে দূরে থাকে। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহমূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকে এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈধ বিষয়সমূহে পরহেজগারিতা অবলম্বন করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(الْغَنِيَّ) 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্পদশালী দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তরের অভাবমুক্ততা। আর এ প্রকার ধনীই পছন্দনীয় যেহেতু রসূল ﷺ বলেন, «وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ» এবং ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) সম্পদশালী দ্বারা সম্পদের দিক দিয়ে ধনী হওয়া উদ্দেশ্য করেছেন।

(শারহুন্ নাবাবী ১৮/১৯৬৫)

অতএব সম্পদশালী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃতজ্ঞতা আদায়কারী সম্পদশালী বান্দা।

(الْخَفِيَّ) '*খা*' অক্ষরের নুকতা সহকারে– এর অর্থ দুই ধরনের হতে পারে। এক : যে অলস তার রবের 'ইবাদাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজের ইচ্ছামত কর্মে ব্যস্ত থাকে। দুই : লুকিয়ে ভালো কাজ করা। তথা যে ব্যক্তি এমনভাবে কোন কাজ বা দান-খয়রাত করে, কেউ তা অনুধাবন করতে পারে না। যেমন- হাদীসে এসেছে, «حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهٗ» (এমনভাবে দান করে যে, তার বাম হাত জানতে পারে না যা তার ডান হাত খরচ করেছে)। আর হাদীসের মর্ম এটাই অধিক স্পষ্ট।

আর যদি নুকতাবিহীন তথা حفي পড়া হয় তখন তার অর্থ হবে অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তার প্রতি ও অন্যান্য গরীব দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। তবে প্রথমটি হচ্ছে সঠিক।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (الْخَفِيَّ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নাফ্ল 'ইবাদাতগুলো মানুষের দৃষ্টির আড়ালে সম্পাদন করা যাতে অন্তরে রিয়া বা লৌকিকতা প্রবেশ না করে। অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ধন-সম্পদের কারণে মানুষের নিকট অহংকার ও গৌরব প্রকাশ পায় না বরং নিজেকে সর্বদা নমনীয় করে রাখে। অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাট বাজারে কম গমন করে তথা অপ্রকাশ্য থাকা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٨٥ -[٢] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ». قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهٗ وَسَاءَ عَمَلُهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

[১২৯] সহীহ : মুসলিম ১১-(২৯৬৫), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৩৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫১৪, আবূ ইয়া'লা ৭৩৭, শু'আবুল ঈমান ১০৩৭০।

Scanned by CamScanner

৫২৮৫-[২] আবূ বাক্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি (ﷺ) বললেন : যার জীবন দীর্ঘ হয় এবং 'আমাল ভালো হয়। সে আবার প্রশ্ন করল, মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি (ﷺ) বললেন : যার বয়স দীর্ঘ হয়, কিন্তু 'আমাল মন্দ হয়। (আহমাদ, তিরমিযী ও দারিমী)[১৩০]

ব্যাখ্যা : (أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ) কোন লোকটি উত্তম তথা কোন প্রকার লোক সর্বোত্তম।

(قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ») এ প্রসঙ্গে 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আরো দুই প্রকার লোকের বিবরণ অবশিষ্ট রয়েছে যাদের ভালো ও মন্দ কর্মসমূহ উভয়ই সমান সমান। তারা হলো যার বয়স কম তবে 'আমাল অনেক ভালো অথবা 'আমাল খারাপ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৩৩০)

٥٢٨٦ -[٣] وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّوْا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا قُلْتُمْ؟» قَالُوا: دَعَوْنَا اللهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟» أَوْ قَالَ: «صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لِمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫২৮৬-[৩] 'উবায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ দু' লোকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ হয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়জন তার এক সপ্তাহ অথবা এর কাছাকাছি সময়ে (আপন বাড়ি ঘরে) মারা গেল। লোকেরা এ ব্যক্তির জানাযাহ্ আদায় করে অবসর হলে নাবী ﷺ প্রশ্ন করলেন : তোমরা (এ মৃত ব্যক্তির জানাযায়) কি দু'আ পাঠ করেছ? তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট এ দু'আ করেছি তিনি যেন তাকে ক্ষমা করে দেন, তার প্রতি দয়া করেন এবং তাকে তার (শাহীদ) বন্ধুর সাথে মিলিত করেন। তখন নাবী ﷺ বললেন : এ ব্যক্তির সলাত এবং অন্যান্য ভালো 'আমাল কোথায় গেল যা সে তার (শাহীদ) ভাইয়ের মৃত্যুর পরে (এক সপ্তাহ জীবিত থাকাকালীন সময়ে) আদায় করেছিল? অথবা তিনি বলেছেন : শাহীদ ভাইয়ের সিয়ামের পরে এ ব্যক্তি যে কয়দিন আপন সিয়াম রেখেছিল? বস্তুত (জান্নাতে) তাদের উভয়ের মর্যাদার ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমপরিমাণ। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[১৩১]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ) নাবী ﷺ তার সহাবীদের থেকে দু'জন সহাবীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তারা দুনিয়াতে পরস্পর বন্ধুত্বের জীবনযাপন করছিল। কিন্তু তাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে শাহীদ হয়ে গেল। এর কিছু দিন পর (সপ্তাহ, মাস অথবা বছর) দ্বিতীয় বন্ধুত্ব মারা গেল। তার কাফন দাফন শেষে নাবী ﷺ সহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তার সম্পর্কে তোমরা কি বলছ? তারা বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন এবং তার পূর্বের বন্ধুর সাথে পরকালে জান্নাত নসীব করুন।

---

[১৩০] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ১৭৭১৬, তিরমিযী ২৩২৯, দারিমী ২৭৪২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৬৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৮৯২, রিয়াযুস্ সলিহীন ১১০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৪২০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৫০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৬৩।

[১৩১] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২৫২৪, নাসায়ী ১৯৮৫, আবূ দাউদ ২২৭৮, মুসনাদে আহমাদ ১৬১১৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৪২৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ২১১২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৬৭।

Scanned by CamScanner

ইবনু মাজার হাদীসে এসেছে, আবূ ত্বলহাহ্ স্বপ্নে দেখলেন ২য় বন্ধু প্রথম বন্ধুর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করেছে এতে তিনি আশ্চর্য হন এবং অন্যান্য সহাবীদেরকে বললে তারাও আশ্চর্য হয়। তখন নাবী ﷺ এ খবর শুনে বলেন, তোমরা তার ব্যাপারে আশ্চর্য হচ্ছে : তার অতিরিক্ত, সলাত, সিয়ামরত সাওয়াবগুলো কোথায় যাবে? তাদের দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে পার্থক্য হচ্ছে আসমান ও জমিনের পার্থক্যের ন্যায়। মিরক্বাত ভাষ্যকার বলেন, "এর কারণ হলো ২য় বন্ধুও আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত ছিল। তাই তিনি শাহীদের মর্যাদা হুকুমগতভাবে পেয়ে গেছেন। সেই সাথে আরো অতিরিক্ত সলাত, সিয়াম ও 'আমালযুক্ত হয়েছে তা না হলে আল্লাহর রাস্তায় শাহীদের চেয়ে অধিক সাওয়াবের কাজ আর নেই।"

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٢٨٧ -[٤] وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ» فَقَالَ: "إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نفرٍ: عبدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ رَحِمَهُ وَيَعْمَلُ لِلّٰهِ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ وَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِحَقٍّ فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

৫২৮৭-[৪] আবূ কাবশাহ্ আল আনমারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, (রসূল ﷺ বলেছেন) এমন তিনটি বিষয় আছে যার (সত্যতার) উপর আমি শপথ করতে পারি এবং আমি তোমাদের সম্মুখে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করব, তাকেও ভালোভাবে স্মরণ রাখবে। আর যে ব্যাপারে আমি শপথ করছি তা হলো– (ক) দান-খয়রাতের কারণে কোন বান্দার সম্পদে হ্রাস হয় না, (খ) যে নির্যাতিত বান্দা নির্যাতনের শিকার হয়ে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, (গ) আর যে বান্দা ভিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব ও নিঃস্বতার দরজা খুলে দেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : আমি যে হাদীসটি তোমাদেরকে বলব, তাকে খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করো। তা হলো– প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবন হলো চার শ্রেণির লোকের জন্য। যথা- ১. এমন বান্দা– আল্লাহ যাকে সম্পদ ও বিদ্যা উভয়টি দান করেছেন, তবে সে তা খরচ করতে আপন প্রভুকে ভয় করে (হারাম পথে ব্যয় করে না); আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পদের হাক্ব মোতাবেক 'আমাল করে (খরচ করে)। এ ব্যক্তির মর্যাদা সর্বোত্তম, ২. এমন বান্দা– যাকে আল্লাহ বিদ্যা দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দান করেননি। তবে সে এ সত্য এবং সঠিক নিয়্যাতে বলে, যদি আমার ধন-সম্পদ থাকত তাহলে আমি অমুকের মতো পুণ্যের পথে খরচ করতাম। এ দু' ব্যক্তির সাওয়াব একই সমান, ৩. এমন

Scanned by CamScanner

বান্দা– যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু বিদ্যা দান করেননি। তার বিদ্যা না থাকার কারণে সে নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আর্থিক সদাচরণ করে না এবং নিজ সম্পদ হাক্ব পথে খরচ করে না। এ ব্যক্তি হলো সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের, ৪. এমন বান্দা– যার কাছে সম্পদও নেই বিদ্যাও নেই। সে আকাঙ্ক্ষা করে বলে, যদি আমার কাছে সম্পদ থাকত, তাহলে আমি তা অমুক ব্যক্তির মতো খরচ করতাম। এ বান্দাও তার এ মন্দ নিয়্যাতের কারণে গুনাহের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির সমান। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি সহীহ][১৩২]

ব্যাখ্যা : (ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ) অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি এবং সেগুলোকে শক্তিশালীর জন্য ক্বসম করছি এবং এ প্রসঙ্গে হাদীস বলছি তোমরা মুখস্থ করে রাখ।

(مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ) সদাক্বাহ্ বা দান করাতে বান্দার সম্পদে কোন ঘাটতি হয় না বা বারাকাত কমে যায় না। বরং দুনিয়া ও আখিরাতে তার বিনিময় তাকে দেয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿...وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ...﴾ "তোমরা যা কিছু দান করে থাক তা তোমাদের পশ্চাতে রয়ে যায়।" (সূরাহ্ সাবা ৩৪ : ৩৯)

(وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا) বান্দাকে কোন ধরনের যুল্‌ম করা হলে সে তার উপর ধৈর্যধারণ করার দরুন আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। আবার কখনো অত্যাচারী ব্যক্তি ঐ মাযলূম ব্যক্তির লাঞ্ছনার স্বীকার হয়ে থাকে কর্মের যথাযথ প্রতিদান স্বরূপ।

(وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ) বান্দা যদি বিনা প্রয়োজনে সম্পদ বৃদ্ধির লোভে মানুষের নিকট হাত পাতে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর একের পর এক অভাবের দরজা খুলে দেন অথবা তার নিকট থেকে নি'আমাত তুলে নেন, ফলে সে শাস্তিতে পতিত হয়। তার জ্বলন্ত উদাহরণ ঐ কুকুরের ন্যায় যে মুখে এক খণ্ড হাড় নিয়ে পানির উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় স্বচ্ছ পানিতে হাড়ের প্রতিচ্ছবি দেখে লোভ করে তা নেয়ার জন্য হা করার সাথে সাথে তার মুখের হাড্ডিটিও পানিতে পড়ে যায়। অতএব লোভ নিন্দনীয় এবং লোভী সর্বদা বঞ্চিত হয়।

(إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ) দুনিয়া চার শ্রেণির লোকের জন্য :

[এক] (عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا) আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ধন-সম্পদ ও জ্ঞান উভয়টিই দিয়েছেন। আর সে উক্ত জ্ঞানের কারণে তার রবকে ভয় করে চলে এবং সম্পদের যথাযথ হাক্ব আদায় করে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে ও আল্লাহর রাস্তায় তার হাক্ব অনুযায়ী ব্যয় করে। আর এই প্রকার ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী।

[দুই] (وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا) ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা যাকে 'ইল্‌ম দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দান করেননি। তবে সে যদি বিশুদ্ধ নিয়্যাতের অধিকারী হয়ে বলে, আমার যদি সম্পদ থাকত তাহলে আমিও প্রথম শ্রেণির লোকের মতো 'আমাল করতাম– এই দুই শ্রেণির লোকের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকট এক সমান।

---

[১৩২] সহীহ : তিরমিযী ২৩২৫, ইবনু মাজাহ ৪২২৮, সহীহুল জামি' ৩০২৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮২৯৮।

Scanned by CamScanner

[তিন] (وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا) যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদের মালিক বানিয়েছেন, কিন্তু তাকে শার'ঈ কোন জ্ঞান দান করেননি। ফলে সে যদি জ্ঞান না থাকার কারণে উক্ত সম্পদে গণ্ডগোল বাধিয়ে ফেলে। কখনো তা যথাযথ ব্যয় না করে জমা করে রেখে দেয় আবার কখনো লোক দেখানোর উদ্দেশে ব্যয় করে থাকে। সে ঐ সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে রবের ভয় করে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে না এবং তার হাক্ব অনুযায়ী 'আমালও করে না। আর এ প্রকার লোক সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

[চার] (وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا) ঐ বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ এবং জ্ঞান কোনটিই দান করেননি। সে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে যে, যদি তার নিকট সম্পদ থাকত তাহলে উপরোক্ত ব্যক্তির ন্যায় 'আমাল করত। সে তার নিয়্যাতের কারণে পূর্বের ব্যক্তির ন্যায় সমান গুনাহের অধিকারী।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ইবনু মাজাহ ৩/৪২২৮)

٥٢٨٨ ـ[٥] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهٗ». فَقِيلَ: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهٗ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «يُوَفِّقُهٗ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫২৮৮-[৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে ভালো কাজে নিয়োজিত করেন। প্রশ্ন করা হলো– হে আল্লাহর রসূল! কিরূপে তার দ্বারা ভালো কাজ করান? তিনি (ﷺ) বললেন : মৃত্যুর আগে তাকে ভালো কাজ করার তাওফীক্ব দান করেন। (তিরমিযী)[১৩৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهٗ) আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার পরকালীন কল্যাণ কামনা করলে তাকে দিয়ে আনুগত্যমূলক কাজ করিয়ে নেন। সহাবীগণ রসূল ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন- এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ্ করার সুযোগ করে দেন এবং সৎকাজ করতে করতে উত্তম 'আমালের উপর মৃত্যু হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٢٨٩ ـ[٦] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫২৮৯-[৬] শাদ্দাদ ইবনু আওস رضي الله عنه থেকে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় আয়ত্তাধীনে রেখেছেন এবং মৃত্যুর পরের জন্য নেকির পুঁজি সংগ্রহ করেছে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত সবল ও বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে আল্লাহর প্রতি ক্ষমার আশা পোষণ করে, মূলত সে-ই অক্ষম (নির্বোধ)। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১৩৪]

ব্যাখ্যা : (الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ) বিচক্ষণ সেই ব্যক্তি যে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখে বা নিজের নাফ্সের হিসাব নিজেই করে থাকে। হাদীসে الْكَيِّسُ শব্দের অর্থ হচ্ছে, যে কোন বিষয়ের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে।

---

[১৩৩] সহীহ : তিরমিযী ২১৪২, সহীহুল জামি' ৩০৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৫৭, মুসনাদে আহমাদ ১২০৫৫, আবূ ইয়া'লা ৩৭৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৬৫৬।

[১৩৪] য'ঈফ : তিরমিযী ২৪৫৯, ইবনু মাজাহ ৪২৬০, য'ঈফ সুনান ইবনু মাজাহ ৯৩০, য'ঈফ আল জামি'উস্ সগীর ৪৩০৫, কারণ আবূ বাক্র ইবনু আবূ মারইয়াম য'ঈফ, বিস্তারিত য'ঈফাহ্ ৫৩১৯, রিয়াযুস্ সলিহীন ৬৭, মুসনাদে আহমাদ ১৭১৬৪, শু'আবুল ঈমান ১০৫৪৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৯৯৭, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৬৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৪৯।

Scanned by CamScanner

(مَنْ دَانَ نَفْسَهُ) এর অর্থ হচ্ছে যে নিজের নাফ্‌সে আল্লাহর বিধানের অনুগত করে রাখে।

কেউ কেউ বলেন, যে নিজের নাফ্‌সের হিসাব নেয়। অর্থাৎ যে দুনিয়াতে তার কথা, 'আমাল ও অবস্থা হিসাব করে দেখে। যদি তা ভালো হয় তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করে আর যদি মন্দ হয় তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করে এবং ছুটে যাওয়া 'আমালগুলো সম্পাদন করার চেষ্টা করে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا» এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ "...প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে..."- (সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ১৮)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ) অর্থাৎ মৃত্যু আসার পূর্বেই ভালো কাজগুলো সম্পাদন করে যাতে পরকালে আল্লাহ প্রদত্ত নূর পেতে সক্ষম হয়। অতএব মৃত্যু হচ্ছে দুনিয়ার কাজগুলোর পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যম, তাই পরিণতি ভেবে যে কাজ করে সেই জ্ঞানী।

(وَالْعَاجِزُ) অক্ষম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ এবং কাজের পরিণতি সম্পর্কে অসচেতন বা অবহেলাকারী। মূলত বিচক্ষণ ব্যক্তি হলো শক্তিশালী ঈমানদার আর অক্ষম ব্যক্তি হলো দুর্বল ঈমানের অধিকারী।

(مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا) যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসারী বানায় ফলে তাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় না এবং হারাম কাজে জড়িত হওয়াকে বাধা দান করে না।

(وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ) আর আল্লাহর নিকট এই আশা পোষণ করে যে, তিনি যেন তাকে ক্ষমা করে দেন, যদিও সে আল্লাহর আনুগত্য করা থেকে অবহেলা করে ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, আর সে এ কথা বলে, «رَبِّي كَرِيمٌ رَحِيمٌ» আমার রব্ অতি দয়ালু মেহেরবান। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ "...কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে?" (সূরাহ্ আল ইনফিত্বার ৮২ : ৬); আর ঘোষণা করেন, ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝﴾ "আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। আর আমার শাস্তি- তা বড়ই ভয়াবহ শাস্তি"- (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ৪৯-৫০)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬/২৪৫৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٩٠ -[٧] عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلٰى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنٰى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰى خَيْرٌ مِنَ الْغِنٰى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫২৯০-[৭] নাবী ﷺ-এর জনৈক সহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা এক মাজলিসে বসাছিলাম, এমন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে এ অবস্থায় আগমন করলেন যে, তাঁর মাথায় (সদ্য গোসলের) পানির চিহ্ন ছিল। । আমরা বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে প্রফুল্ল হৃদয়ের

Scanned by CamScanner

দেখছি। তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, ঠিকই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকজন মাল-সম্পদের আলোচনায় লিপ্ত হলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য সম্পদশালী হওয়াতে কোন ত্রুটি নেই। মূলত মুত্তাক্বীদের জন্য সুস্থ হওয়া সম্পদশালী হওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহের অন্যতম একটি নি'আমাত। (আহমাদ)[১৩৫]

ব্যাখ্যা : (نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ) আপনাকে আনন্দিত দেখছি অর্থাৎ আপনার চেহারায় আনন্দ ও খুশির ঝলক যেন চকচক করে প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

(قَالَ: ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِىْ ذِكْرِ الْغِنٰى) বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকজন ধন-সম্পদ সম্পর্কে বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল।

(فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ) অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "দরিদ্রতাই উত্তম তবে সম্পদশালী হওয়া দোষণীয় নয়, যে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে তার জন্য।"

(وَالصِّحَّةُ) তথা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির সম্পদশালী হওয়া দোষণীয় নয়, যে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। অথবা ধন-সম্পদ থেকে বেঁচে থাকার পরও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া দোষণীয় নয়, বরং এটাই উত্তম ঐ ধনী লোকের চেয়ে যে পরকালে হিসাব ও শাস্তির সম্মুখীন হবে।

(وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ) স্বচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে কৃতজ্ঞতায় হাসিখুশি থাকা নি'আমাতের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ জান্নাতুন্ না'ঈমের অধিকারী হওয়া। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ﴾ "আর যে তার প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য আছে দুটো বাগান"– (সূরাহ্ আর্ রহমান ৫৫ : ৪৬)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٢٩١ -[٨] وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيمَا مَضٰى يُكْرَهُ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ لَوْلَا هٰذِهِ الدَّنَانِيرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلَاءِ الْمُلُوكُ وَقَالَ مَنْ كَانَ فِىْ يَدِهٖ مِنْ هٰذِهٖ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَإِنَّهٗ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِينَهٗ وَقَالَ: الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ. رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৫২৯১-[৮] সুফ্ইয়ান আস্ সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীতকালে ধন-সম্পদকে অপছন্দ মনে করা হত। কিন্তু আজকাল ধন-সম্পদ হলো মু'মিন ব্যক্তির ঢাল। যদি এ দীনারসমূহ না থাকত এ সমস্ত রাজা-বাদশাহগণ আমাদেরকে হাত মোছার রুমাল বানিয়ে ফেলত (ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত)। তিনি আরো বলেন : যার হাতে এ ধন-সম্পদের কিছু পরিমাণ আছে, সে যেন অবশ্যই তার সঠিক ব্যবহার করে। কেননা, বর্তমান সময় যদি কেউ অভাবে পতিত হয়, সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম স্বীয় দীনের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন করবে। সুফ্ইয়ান আরো বলেছেন : হালালভাবে অর্জিত মালের মধ্যে অপচয়ের অবকাশ নেই। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৩৬]

ব্যাখ্যা : (تُرْسُ الْمُؤْمِنِ) তথা (সম্পদ) মু'মিনের ঢালস্বরূপ। কারণ বৈধ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহযুক্ত সম্পদে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর অত্যাচারী ও যুল্‌মের সাহচর্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অথবা সর্বসাধারণের নিকট নিজেকে সম্পদের বহিঃপ্রকাশ করা থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে।

[১৩৫] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২৩২০৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৩১, ইবনু মাজাহ ২১৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৪।
[১৩৬] সানাদ ছাড়া মু'আল্লাক্ব : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩/৫৬৪।

Scanned by CamScanner

(لَوْلَا هٰذِهِ الدَّنَانِيرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلَاءِ الْمُلُوكُ) যদি আমাদের হাতে কোন টাকা-পয়সা না থাকত তাহলে রাজা-বাদশাহরা আমাদেরকে তাদের পকেটের রুমাল বানাত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে অপদস্থ করত অথবা তাদের মন্দ পরিকল্পনার সত্যায়নকারী হিসেবে ব্যবহার করত। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট হিসাবের ভয়ে তা পরিত্যাগ করার চেয়ে উত্তম হলো মানুষের নিকট হাত না পাতা। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া উত্তম, তাকে ছাড়া অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে।

(اَلْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ) হালাল সম্পদ কম হওয়ার কারণে বেশি করে খরচ করার অবকাশ নেই।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার দ্বারা দু' ধরনের উদ্দেশ্য হতে পারে :

এক : হালাল কম হওয়ার দরুন অপচয় করার সম্ভাবনা রাখে না।

দুই : হালাল জিনিস বেশি করে খরচ করা উচিত নয়। কেননা পরবর্তীতে অন্যের নিকট হাত পাতার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

মূলকথা হলো হালাল জিনিস কম হোক বা বেশি হোক প্রয়োজন ব্যতিরেকে অপচয় করা ঠিক নয়। যেমন সুনাম অর্জন বা লোক দেখানো উদ্দেশে বেশি করে খাদ্য দান করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٢٩٢ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُنَادِىْ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّينَ؟ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِىْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ﴾ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৫২৯২-[৯] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন একজন ঘোষণাকারী এ ঘোষণা করবেন, ষাট বছর বয়সপ্রাপ্ত লোকেরা কোথায়? এটা বয়সের এমন একটি সীমা, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা (কুরআন মাজীদে) বলেছেন : "আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কোন উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? অথচ তোমাদের কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী এসেছে "এখন তোমরা শাস্তি আস্বাদন করো, তোমারে কোন সাহায্যকারী নেই"। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[১৩৭]

ব্যাখ্যা : (أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّيْنَ؟) ষাট বছর বয়সের অধিকারী ব্যক্তিরা কোথায়? আর এই বয়স সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ "...তোমাদেরকে এই পরিমাণ বয়স দান করেছি যাতে তোমাদের মধ্যে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে... ।" (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ৩৭)

﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ﴾ "...আর তোমাদের কাছে এসেছে সতর্ককারী..."– (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ৩৭)। এখানে সতর্ককারী বলতে বুঝানো হয়েছে- বার্ধক্যের চুলপাকা অথবা আল কুরআন অথবা রসূল অথবা মৃত্যু অথবা উল্লেখিত সবগুলোই উদ্দেশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৩৭] খুবই য'ঈফ : সানাদটি খুবই য'ঈফ। ইবরাহীম ইবনুল ফাযল হলেন মাতরূক। য'ঈফাহ্ ২৫৮৪। য'ঈফুল জামি' ৬৬৮, শু'আবুল ঈমান ১০২৫৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১২৫২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৯২৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৫৫।

Scanned by CamScanner

٥٢٩٣ -[١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ إِنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِيْ عُذْرَةَ ثَلَاثَةً "أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَكْفِينِيهِمْ؟» قَالَ طَلْحَةُ: أَنَا. فَكَانُوا عِنْدَهُ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ الْآخَرُ فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلٰى فِرَاشِهِ. قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ فِي الْجَنَّةِ وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلٰى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَالَّذِي اسْتُشْهِدَ آخِرًا يَلِيهِ وَأَوَّلَهُمْ يَلِيهِ فَدَخَلَنِيْ مِنْ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذٰلِكَ؟ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ»

৫২৯৩-[১০] ‘আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ‘আয্‌রাহ্ গোত্রীয় তিন ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) (সহাবায়ি কিরামদের উদ্দেশে) বললেন : তোমাদের মাঝে কে এদের দায়িত্ব নিতে পারে? ত্বলহাহ্ (রাঃ) বললেন : আমি। (শাদ্দাদ বলেন :) অতএব তারা ত্বলহাহ্-এর কাছে থাকতে লাগল, এরপর এক সময় নাবী (সাঃ) কোন এক অভিযানে একদল সৈন্য পাঠালেন, তখন তাদের একজন ঐ সেনাদলের সাথে বের হলো এবং যুদ্ধে শাহীদ হয়ে গেল। অতঃপর নাবী (সাঃ) অন্য একটি সেনাদল পাঠালেন। এ দলের সাথেও দ্বিতীয় একজন বের হলো এবং সেও শাহীদ হলো। এরপর (একদিন) তৃতীয়জন (স্বাভাবিক অবস্থায়) নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করল। বর্ণনাকারী (ইবনু শাদ্দাদ) বলেন, ত্বলহাহ্ (রাঃ) বললেন : এরপর আমি এক সময় উক্ত তিন ব্যক্তিকে (স্বপ্নযোগে) জান্নাতের মধ্যে দেখতে পেলাম এবং এটাও দেখলাম যে, স্বীয় বিছানায় মৃত ব্যক্তিটি তাদের সামনে রয়েছে এবং দ্বিতীয় অভিযানে শাহীদ ব্যক্তিটি রয়েছে তার পিছনে, আর এর পিছনে রয়েছে প্রথম ব্যক্তি। (ত্বলহাহ্ (রাঃ) বলেন :) তাদের এ ক্রমিক মানে আমার মনে একটি সন্দেহ জাগল। অতএব এ কথাটি আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন : কিসে তুমি আশ্চর্যান্বিত হলে? (জেনে রাখো!) যে ঈমানদার ইসলামের মধ্যে থেকে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল আদায় করার জন্য অতিরিক্ত বয়সের অবকাশ পেয়েছে এমন মু'মিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্য কেউ উত্তম নয়। (আহমাদ)[১৩৮]

ব্যাখ্যা : (فَرَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ فِي الْجَنَّةِ وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلٰى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ) আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে ঐ তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দেখলাম। আর যে বিনা যুদ্ধে বিছানায় মারা গিয়েছে তাকে দেখলাম সবার সামনে। ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মূলত এ কথা বলা উচিত ছিল : “তাদের দু'জনের সামনে দেখলাম, কিন্তু তা না বলে তাদের সকলের সামনে দেখলাম” দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, «أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ» তথা বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে দুই।

(فَدَخَلَنِيْ مِنْ ذٰلِكَ) তাদের তিনজনের মধ্যে যিনি পরে মারা গেছেন, তিনি সবার আগে, তারপর ২য় ব্যক্তি, তার পর ১ম ব্যক্তি। এরূপ ধারাবাহিকতা দেখে আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিল। তাই এ ব্যাপারটি রসূল (সাঃ)-এর নিকট পেশ করি। তিনি আমার কথা শুনে বললেন, তুমি এখানে কোন্ বিষয়টিকে অপছন্দ করছ?

(لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ) আল্লাহর নিকট ইসলামের উপর অধিক বয়সপ্রাপ্ত মু'মিনের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। কেননা যে বেশি বয়স পেয়েছে সে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহলীলসহ যাবতীয় মৌখিক ও শারীরিক ‘ইবাদাত বেশি পরিমাণে করতে সক্ষম হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১৩৮] হাসান সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ১৪০১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৬৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৫৪।

Scanned by CamScanner

٥٢٩٤ -[١١] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ عَبْدًا لَوْ خَرَّ عَلٰى وَجْهِهٖ مِنْ يَوْمَ وُلِدَ إِلٰى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللّٰهِ لَحَقَّرَهٗ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَوَدَّ أَنَّهٗ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ

৫২৯৪-[১১] মুহাম্মাদ ইবনু আবূ 'আমীরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছেন : যে বান্দা জন্মদিন হতে আল্লাহর আনুগত্যে ও বন্দেগীতে নতশির থেকে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করে, সে ক্বিয়ামাতের দিন তার কৃত 'ইবাদাত বন্দেগীকে খুবই নগণ্য মনে করবে এবং এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে যদি তাকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হয় তবে সে প্রতিদান ও সাওয়াবকে আরো বৃদ্ধি করতে সক্ষম হত। (আহমাদ)[১৩৯]

ব্যাখ্যা : خَرَّ পতিত হওয়া, মাথা অবনমিত করা, هَرَمًا অতিবৃদ্ধ, حَقَّرَهٗ তাকে তুচ্ছ মনে করবে। অর্থাৎ সারা জীবনের 'আমালকে তার নিকট খুবই নগণ্য বলে মনে হবে।

لَوَدَّ অবশ্যই কামনা করবে, ভালো মনে করবে। (كَيْمَا يَزْدَادَ) অর্থাৎ যাতে সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'আমালের প্রতিদান আরো বাড়িয়ে নিতে পারে। অধিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ার জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٤) بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ

অধ্যায়-৪ : তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) ও সব্‌র (ধৈর্যধারণ) প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٢٩٥ -[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২৯৫-[১] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্য সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা মন্ত্র-তন্ত্র করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তারা নিজেদের পরওয়ারদিগারের ওপর ভরসা রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪০]

---

[১৩৯] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ১৭৬৮৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৪৬।

[১৪০] সহীহ : বুখারী ৬৪৭২, মুসলিম ৩৭১-(২১৮), সহীহুল জামি' ৫৩৬৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৭৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ ১৯৯২৭, আবূ ইয়া'লা ১১২, শু'আবুল ঈমান ২৬৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৮৪০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭০৭৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০২৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (سَبْعُونَ أَلْفًا) ৭০ হাজার। 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যাই উদ্দেশ্য অথবা আধিক্য উদ্দেশ্য। 'আল্লামাহ্ মুবারকপূরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রথমটি তথা ৭০ হাজার সংখ্যাই এখানে উদ্দেশ্য। তবে তিরমিযীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো ৭০ হাজার এবং প্রতিপালকের দুই হাতের চৌল ভর্তি।

(هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ) তারা ঐ সমস্ত লোক যারা ঝাড়ফুঁক করায় না। না কুরআনের আয়াত দ্বারা, না তার নাম ও গুণাবলির দ্বারা।

(وَلَا يَتَطَيَّرُونَ) তারা পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে না অথবা পাখি বা কোন প্রাণী বা কোন কথাকে শুভ লক্ষণ মনে করে না বরং কোন বিপদ দেখলে এই দু'আ পাঠ করে :

«اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ. وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ. وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ» «اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ»

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার কল্যাণ ছাড়া আর কারো নিকট কল্যাণের আশা করা যায় না, তোমার ফায়সালাই চূড়ান্ত, তুমি ছাড়া আর কেউ গায়িব জানে না। পাখিরা তো তোমারই সৃষ্টি, তারা ভালো-মন্দের ক্ষমতা রাখে না, তুমি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই।

(وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, এটা ঐ সমস্ত আওলিয়ার বৈশিষ্ট্য যারা দুনিয়ার সামগ্রীর প্রতি খেয়াল রাখেন না। অতএব এটা নির্দিষ্ট শ্রেণির লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে সর্বসাধারণের জন্য ঝাড়ফুঁক এবং চিকিৎসা গ্রহণ করার অনুমোদন রয়েছে। তদুপরি যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করবে এবং দু'আ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার কষ্ট লাঘব কামনা করবে– তারা ঐ সমস্ত খাস বান্দা এবং আওলিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫/২৪৩৭)

٥٢٩٦ ـ[٢] وَعَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أُمَّتِيْ فَقِيلَ هٰذَا مُوسٰى فِيْ قَوْمِهِ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ لِي انْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ: هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ. قَالَ «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ. فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫২৯৬-[২] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে এসে (আমাদেরকে) বললেন, (পূর্বের নাবীগণের) উম্মাতদেরকে আমার সম্মুখে পেশ করা হল। (দেখলাম) একজন নাবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে রয়েছে মাত্র একজন লোক। আরেকজন নাবী, তাঁর সাথে রয়েছে কেবল দু'জন লোক। অন্য এক নাবীর সাথে রয়েছে একদল লোক। একজন নাবী এমনও ছিলেন, যাঁর সাথে কেউ ছিল না।

Scanned by CamScanner

অতঃপর দেখলাম এক বিরাট দল, যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম : এ দলটি যদি আমার উম্মাত হত! এ সময় বলা হলো, এটা মূসা আলায়হিস সালাম ও তাঁর জাতি। অতঃপর আমাকে বলা হলো, আপনি ভালো করে দৃষ্টি দিন। তখন আমি দিগন্ত জোড়া একটি বিশাল দল দেখলাম। এ সময় আমাকে আবার বলা হলো, আপনি এদিক-ওদিক দেখুন। তখন আমি বিরাট দল দেখতে পেলাম, যা (এ সকল) দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। এবার আমাকে জানানো হলো, এরা আপনার উম্মাত। এদের সামনে সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সমস্ত লোক যারা অশুভ-অমঙ্গল চিহ্ন বা লক্ষণ মানে না, ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং (আগুনে পোড়া লোহার) দাগ লাগায় না। তারা আপন পরওয়ারদিগারের ওপর ভরসা রাখে। তখন ‘উক্কাশাহ্ ইবনু মিহসান দাঁড়িয়ে বললেন : (হে আল্লাহর রসূল!) আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি (ﷺ) এ বলে দু‘আ করলেন : হে আল্লাহ! তাকেও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো! এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে আবেদন করল; আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন, তিনি যেন আমাকেও এদের মাঝে গণ্য করেন। তিনি (ﷺ) বললেন : এ ব্যাপারে ‘উক্কাশাহ্ তোমার আগে সুযোগ নিয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪১]

ব্যাখ্যা : (هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ) এরা আপনার উম্মাত। ‘আল্লামাহ্ কিরমানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে أُمَّة (উম্মাত) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : উম্মাতুল ইজাবা অথবা উম্মাতুল ইত্তিবা। কেননা নাবী ﷺ-এর উম্মাত তিন প্রকার। একটি অপরটি থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। (১) উম্মাতুল ইত্তিবা, (২) উম্মাতুল ইজাবা, (৩) উম্মাতুদ্ দা‘ওয়া। প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য যারা সৎকার্জ সম্পাদন করে। আর ২য়টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মুসলিম এবং তৃতীয় প্রকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত দুই প্রকার ব্যতীত অন্য সকল উম্মাত যাদের প্রতি নাবী ﷺ প্রেরিত হয়েছেন।

(وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا) এই উম্মাতের সাথে সত্তর হাজার লোক রয়েছে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হয়তো এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আপনার এই উম্মাত ছাড়াও আরো ৭০ হাজার লোক রয়েছে অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আপনার উম্মাতের মাঝে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। এর প্রমাণ হলো সহীহুল বুখারীর বর্ণিত হাদীস : «هٰذِهٖ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هٰؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا» “এরা হলো আপনার উম্মাত এদের মধ্য থেকে ৭০ হাজার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে”। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

(هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ) তারা অর্থাৎ ৭০ হাজার লোক তারাই, যারা পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে না বা কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না।

(وَلَا يَسْتَرْقُونَ) “ঝাড়ফুঁক করায় না” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : কুরআন ও সহীহ হাদীস বহির্ভূত দু‘আ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করায় না। যেমন, এমন অজ্ঞাত ঝাড়ফুঁক যা শির্কমুক্ত নয়।

(وَلَا يَكْتَوُونَ) লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেয় না। তবে প্রয়োজনে এটা করা যাবে কিন্তু এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্য কেবল আল্লাহর ওপর ন্যস্ত শুধু দাগের কোন ক্ষমতা নেই। যেমনটি কোন কোন সহাবী এ কাজ করেছেন। যেমন আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সহাবী সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস।

---

[১৪১] সহীহ : বুখারী ২৭৮৮, ২৭৮৯, মুসলিম ৩৬৭-(২১৬), তিরমিযী ১৬৪৫, ইবনু মাজাহ ২৭৭৬, মুসনাদে আহমাদ ২৪৯০, নাসায়ী ৩১৭১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৩৪২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭০৪, আবূ দাউদ ২২৪৯, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৬৮৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৯৪০৩, মুসনাদে আহমাদ ৯৮৮৪, আবূ ইয়া‘লা ৩৬৭৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২৪৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪৩৮০, দারিমী ২৪২১, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৬৫০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫০১০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০০৪।

Scanned by CamScanner

(وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ) আর তারা তাদের রবের ওপর সর্বদা ভরসা করে। এই বাক্যটি পূর্বে উল্লেখিত তিনটি বিষয় : ঝাড়ফুঁক না করা, কুলক্ষণে বিশ্বাস না করা এবং শরীরে লোহা গরম করে দাগ লাগানো থেকে বিরত থাকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। অথবা, প্রথমে নির্দিষ্ট গুণাবলি উল্লেখ করার পর আরো সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১/৬৫৪১)

হাদীসটির শিক্ষা : (১) কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং নেক বান্দাদের নিকট থেকে দু'আ চাওয়া, কেননা নেককাজে পিছিয়ে থাকার মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে। (২) 'উক্কাশাহ্-এর অগ্রগামীতা এবং উক্ত ৭০ হাজারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ওয়াহীর মাধ্যমেই হয়েছে যা অন্য কারো জন্য হয়নি। (৩) ২য় ব্যক্তি উক্ত মর্যাদা লাভের উপযুক্ত ছিলেন না যেমনটি উপযুক্ত ছিলেন 'উক্কাশাহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٢٩٧ -[٣] وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ كُلَّهٗ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهٗ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهٗ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫২৯৭-[৩] সুহায়ব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা একমাত্র মু'মিনদেরই বৈশিষ্ট্য। তার সচ্ছলতা অর্জিত হলে সে শোকর করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। তার ওপর কোন বিপদ আসলে সে ধৈর্য ধরে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (মুসলিম)[১৪২]

ব্যাখ্যা : عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ঈমানদারদের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। অর্থাৎ সর্বদা তার জান ও মালের কল্যাণকর অবস্থার জন্য। তার সকল অবস্থায় কল্যাণ রয়েছে আর এটা মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য নেই।

(إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ) যদি তার ওপর কোন কল্যাণ আসে তথা নি'আমাত ও জীবিকার প্রাচুর্যতা, স্বচ্ছলতা এবং কল্যাণকর কাজের সে যখন তাওফীক্ব পায়। তখন সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে যা তার জন্য কল্যাণকর।

(وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ) আর যদি তার কোন অকল্যাণ হয় তখনও ধৈর্যধারণ করে। দরিদ্রতা অসুস্থতা, দুঃখ, কষ্ট, বিপদাপদ ইত্যাদিতে পতিত হয় তখনও ধৈর্যধারণ করে আর তা তার জন্য কল্যাণকর হয়।

অতএব এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ কথা সর্বদা সঠিক নয় : «أَنَّ الْفَقِيْرَ الصَّابِرَ أَفْضَلُ مِنَ الْغَنِيِّ الشَّاكِرِ» নিশ্চয় ধৈর্যধারণকারী দরিদ্র, কৃতজ্ঞ ধনী ব্যক্তি থেকে উত্তম। বরং এ কথাটি সময়ের ভিন্নতা ও ব্যক্তির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়াই উত্তম। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ "আল্লাহই ভালো জানেন, তোমরা জান না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২১৬)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٢٩٨ -[٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১৪২] সহীহ : মুসলিম ৬৪-(২৯৯৯), মুসনাদে আহমাদ ১৮৯৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৯৮, সহীহুল জামি' ৩৯৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৮৯৬।

Scanned by CamScanner

৫২৯৮-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল ঈমানদার হতে অধিক উত্তম ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। (কেননা কল্যাণের মূলই হলো ঈমান; আর তা কমবেশি উভয় প্রকারের মু'মিনের মধ্যে মওজুদ আছে)। আর (দীনি) যে কাজে তোমার উপকার হবে, তার প্রতি আগ্রহ রাখো এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করো (কিন্তু তা অর্জনে) দুর্বলতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার কোন কাজে (চাই তা দীন সম্পর্কীয় হোক বা দুনিয়াবি ব্যাপারে হোক) কিছু ক্ষতি সাধিত হয় তখন তুমি এভাবে বলো না– "যদি আমি কাজটি এভাবে এভাবে করতাম তাহলে আমার এই এই ভালো হত।" বরং বলো, আল্লাহ এটাই ভাগ্যে রেখেছিলেন, আর তিনি যা চান তাই করেন। لَوْ তথা "যদি" শব্দটি শাইত্বনের কাজের পথকে খুলে দেয়। (মুসলিম)[১৪৩]

ব্যাখ্যা : (اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ) তোমার উপকারী বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর আর তা অর্জনে অপারগতা বা অক্ষমতা প্রকাশ করো না।

অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজের প্রতি আগ্রহী হও এবং তার নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা কর। সেজন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আর আনুগত্যমূলক কাজে অপারগতা বা অলসতা প্রকাশ করো না। এমনকি তার সাহায্য কামনার ক্ষেত্রেও না।

(وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا) যদি তোমার কোন অকল্যাণ হয় তবে এ কথা বলবে না, যদি আমি এটা করতাম তাহলে এমন এমন ফল পেতাম। বরং তাক্বদীরকে মেনে নাও এবং বল, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা لَوْ 'যদি' কথা বলাতে শায়ত্বনের পথ খুলে যায়। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন, কোন কোন 'আলিম বলেন, এই নিষিদ্ধতা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে এই বিশ্বাস রাখে, আমি এই কাজ না করলে এমনটি ঘটতো না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, তার জন্য নিষিদ্ধ নয়। এর দলীল হলো আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর উক্তি : «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ لَرَآنَا» যদি তাদের কেউ মাথা উঠাতো তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে ফেলত। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার এই উক্তি দলীল হতে পারে না। কেননা তিনি এর দ্বারা ভবিষ্যতের কথা বলেছেন। তাক্বদীর ঘটে যাওয়ার পর এ কথা বলেছেন বলে দাবী করা সঠিক নয়। এমনিভাবে বুখারীতে 'যদি' বলা বৈধ প্রসঙ্গে যতগুলো হাদীস রয়েছে সবগুলোর উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের সংবাদ দেয়া। তাক্বদীরের ব্যাপারে আপত্তিকর নয় বা তাতে অপছন্দনীয় কিছু নেই। তিনি এর মাধ্যমে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোন বাধা না আসে তাহলে অবশ্যই তা করবেন।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, অত্র হাদীসে 'যদি' বলার নিষিদ্ধতা বাহ্যিকভাবে অথবা সাধারণভাবে সর্বদাই নিষিদ্ধ। আর তা এই নিষেধাজ্ঞাটি ধমকসূচক, হারাম নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে হাদীসের পরবর্তী অংশ (فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) কেননা যদি বলা শায়ত্বনের পথ খুলে দেয়। অর্থাৎ অন্তরে তাক্বদীরের প্রতি অনিহা সৃষ্টি করে এবং শায়ত্বনের দ্বারা ওয়াস্ওয়াসা প্রদান করে।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬/২৬৬৫, মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫২৯৮)

---

[১৪৩] সহীহ : মুসলিম ৩৪-(২৬৬৪), ইবনু মাজাহ ৭৯, সহীহুল জামি' ৬৬৫০, মুসনাদুল হুমায়দী ১১১৪, মুসনাদে আহমাদ ৮৭৭৭, আবূ ইয়া'লা ৬২৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭২২, শু'আবুল ঈমান ১৯৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০৪৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৬৬৮।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٩٩ - [٥] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫২৯৯-[৫] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনিছে, (রসূল ﷺ বলেছেন) যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভরসা কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিয্‌ক্ব দান করবেন, যেরূপ পাখিকে রিয্‌ক্ব দিয়ে থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে (বাসায়) ফিরে আসে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১৪৪]

ব্যাখ্যা : (لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ) যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা ওপর যথাযথ ভরসা করতে এবং এ কথা নিশ্চিতভাবে অবগত হতে যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে এর কর্তা একমাত্র আল্লাহ। আর রিয্‌ক্বদাতা ও রোধকারী তিনিই, এরপর তোমরা উত্তম পদ্ধতি তার ওপর ভরসা করে চেষ্টা চালিয়ে যেতে তাহলে (لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ) তোমরাও রিয্‌ক্বপ্রাপ্ত হতে যেমনটি পাখিকে রিয্‌ক্ব দেয়া হয়। সে সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেটপূর্ণ করে আবার বাসায় ফিরে আসে।

ইমাম মুনাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পাখি সকাল বেলা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় পেট ভর্তি করে ফিরে আসে। অতএব উপার্জন করাই রিয্‌ক্বদাতা হতে পারে না বরং রিয্‌ক্বদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি এ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, ভরসা করা অর্থ কর্মহীন হয়ে বসে থাকা নয়। বরং যে কোন বৈধ পন্থার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা পাখিরা রিয্‌ক্বপ্রাপ্ত হয় চেষ্টা ও অন্বেষণের মাধ্যমে। আর এজন্যই ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসের মাধ্যমে উপার্জন বন্ধ করে বসে থাকার কথা বলা হয়নি। বরং রিয্‌ক্ব অন্বেষণ করার প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি (ﷺ) এর দ্বারা বুঝিয়েছেন, যদি তারা তাদের কর্মস্থলে যাওয়া আসার মাঝে ও চেষ্টা প্রচেষ্টার সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা করত এবং এটা অবগত হত যে, কল্যাণ একমাত্র আল্লাহর হাতে, তবে তারাও পাখির মতো নিরাপদে গনীমাতপ্রাপ্ত হয়ে ফিরত। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬/২৩৪৪, মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫২৯৯)

٥٣٠٠ - [٦] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ «رَوَاهُ فِي» شَرْحِ السُّنَّةِ «وَالْبَيْهَقِيُّ فِي» شُعَبِ الْإِيمَانِ" إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: «وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ»

---

[১৪৪] সহীহ : তিরমিযী ২৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৪১৬৪, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১০, মুসনাদে আহমাদ ২০৫, আবূ ইয়া'লা ২৪৭।

Scanned by CamScanner

৫৩০০-[৬] ইবনু মাস্‘উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছি তাছাড়া এমন কোন জিনিসই নেই যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আর যা থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি তাছাড়া এমন কোন জিনিসই নেই যা তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রূহুল আমীন আরেক বর্ণনায় আছে রূহুল কুদুস (জিবরীল আলায়হিস সালাম) আমার অন্তরে এ কথাটি ঢেলে দিয়েছেন যে, কোন দেহ তার (নির্ধারিত) রিয্ক্ব পরিপূর্ণভাবে ভোগ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ধনসম্পদ উপার্জনে উত্তম নীতি অবলম্বন কর। কাঙ্ক্ষিত রিয্ক্ব পৌঁছার বিলম্বতা যেন তোমাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার খোঁজার পথে তা অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা নির্ধারিত রিয্ক্ব আছে তা আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অর্জন করা যায় না। (আল্লামা বাগাবী’র “শারহুস্ সুন্নাহ্” এবং বায়হাক্বী’র শু‘আবুল ঈমান বর্ণনা করেছেন। তবে «وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ» “আর নিশ্চয় রূহুল কুদুস (জিবরীল আলায়হিস সালাম)” এ বাক্যটি বায়হাক্বী বর্ণনা করেননি)[১৪৫]

ব্যাখ্যা : মানুষকে জান্নাতের নিকবর্তী করা এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার যাবতীয় বিষয়ের দিক নির্দেশনা নাবী ﷺ করেছেন। এমনিভাবে মানুষকে জাহান্নামের নিকবর্তী করেও জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন সমস্ত বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, যাবতীয় উপকারী ও প্রতিরোধকারী বিষয়ে জ্ঞান কেবল কুরআন ও হাদীস থেকেই শিখতে হবে। এ দু’টি ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান চর্চা করা অপকারী কাজে জীবন নষ্ট করা।

(أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا) আল্লাহ তা‘আলা এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, সৃষ্টিকুলে কোন প্রাণী তার জন্য নির্ধারিত রিয্ক্ব পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ “আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিয্ক্ব দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন...”– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৪০)।

(أَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ) সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অর্জন কর এবং জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۝٥٧ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝٥٨﴾

“আমি জিন্ ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ‘ইবাদাত করবে। আমি তাদের থেকে রিয্ক্ব চাই না, আর আমি এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহই তো রিয্কদাতা, মহা শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত।” (সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ৫৬-৫৮)

(وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ) রিয্ক্ব প্রাপ্তির বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অন্যায়ভাবে, অবৈধ ও হারাম পন্থায় জীবিকা অর্জন করতে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর নিকট যে হালাল রিয্ক্ব ও জান্নাত রয়েছে তা আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব, অবৈধ পন্থায় নয়।

---

[১৪৫] সহীহ : শু‘আবুল ঈমান ১০৩৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭০০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮৬৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৩২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২১৩৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪১১১, ৪১১২।

Scanned by CamScanner

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এখান থেকে দলীল গ্রহণ করেন যে, হালাল ও হারাম সবই রিয্‌ক্ব এবং সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মুতাযিলাগণ বিরোধিতা করেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٠١ -[٧] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ بِمَا فِي يَدَيِ اللهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الرَّاوِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

৫৩০১-[৭] আবূ যার (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : কোন বৈধ বস্তুকে হারাম করা এবং ধনসম্পদকে ধ্বংস করার নাম দুনিয়া বর্জন করা নয়, বরং প্রকৃত দুনিয়া বর্জন হলো, আল্লাহ তা'আলার হাতে যা আছে তা অপেক্ষা তোমার হাতে যা আছে তা বেশি নির্ভরযোগ্য মনে না করা এবং যখন তোমার ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সেই বিপদ তোমার ওপর পতিত না হওয়ার পবিতর্তে সাওয়াবের আশায় তা বাকি থাকার প্রতি আগ্রহ বেশি হওয়া। [তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব, বর্ণনাকারী 'আম্‌র ইবনু ওয়াক্বিদ মুনকারুল হাদীস][১৪৬]

ব্যাখ্যা : (الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ...) হালালকে হারামে পরিণত করা এবং সম্পদ ধ্বংস করার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়, যেমনটি কতিপয় অজ্ঞ লোকেরা করে থাকে। এই ধারণাবশত হয়েই সে গোশত, মিষ্টি, ফলমূল খাওয়া এবং সুন্দর কাপড় পরিধান করা ও বিবাহ-শাদি ইত্যাদি বৈধ কাজ পরিত্যাগ করে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! পবিত্র বস্তুরাজি যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম করে নিও না আর সীমালঙ্ঘন করো না, অবশ্যই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"

(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৮৭)

এমনিভাবে রসূল (ﷺ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি এ সমস্ত কাজ করেছেন। তার চেয়ে পরিপূর্ণ অবস্থা আর কারো হতে পারে না।

(وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ) এমনিভাবে দুনিয়াবিমুখতা অর্থ সম্পদ নষ্ট করা নয়। ফলে সম্পদকে নষ্ট করবে এবং যথাস্থানে তা ব্যয় না করে সাগরে ফেলে দিবে অথবা ধনী-দরিদ্র বিচার না করে সকলকে দিয়ে দিবে এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে মানুষের নিকট হাত পাতবে।

(وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ بِمَا فِي يَدَيِ اللهِ) বরং সত্যিকার দুনিয়াবিমুখতা হলো তোমার নিকট যে ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে তার চেয়ে আল্লাহর তা'আলার নিকট যা কিছু

---

[১৪৬] খুবই য'ঈফ : তিরমিযী ২৩৪০, ইবনু মাজাহ ৪১০০, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৮৯৪, য'ঈফুল জামি' ৩১৯৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৮১। কারণ, 'আম্‌র ইবনু ওয়াক্বিদ মুনকারুল হাদীস। ইবনু হাজার আল আসক্বালানী, "আত তাক্বরীব" গ্রন্থে মাতরূক বলেছেন। দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৫৫।

Scanned by CamScanner

রয়েছে তার প্রতি অধিক আকাঙ্ক্ষিত হওয়া। যেমন ইবনু মাজার হাদীসে রয়েছে : আল্লাহর নিকট তার ধনভাণ্ডারে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যা কিছু রয়েছে তা তোমার কাছে যা আছে তা থেকে অধিক আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হওয়া উচিত। অতএব হাদীসের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য রিয্‌ক্বের যে ওয়া'দা করেছেন তার ওপর ভরসা থাকা উচিত এবং এ ধারণা রাখা যে, তিনি তোমাকে এমনভাবে রিয্‌ক্ব দিবেন যা তুমি কল্পনাও করতে পারনি এবং এমনভাবে দান করবেন যা তুমি কখনো উপার্জন করতে সক্ষম হওনি। এটা তোমার নিকট যে ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, মান সম্মান ইত্যাদি যা কিছু আছে তার থেকে অধিক শক্তিশালী ও স্থায়ী। কেননা তোমার সম্পদ একদিন শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা চিরস্থায়ী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ﴾ "তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা টিকে থাকবে..." (সূরাহ্ আল নাহ্‌ল ১৬ : ৯৬)

(وَأَنْ تَكُونَ فِيْ ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا) আর এমন যেন না হয়, তুমি সাওয়াবের আশায় বিপদে পতিত হওয়াকে অধিক কামনা করবে বিপদ না আশা থেকে। অর্থাৎ এমন মনে করবে না বিপদ আসলেই অধিক সাওয়াব হবে আর বিপদ না আসলে তোমারা সাওয়াব ছুটে যাবে।

(তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬/২৩৪০, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٠٢ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: «يَا غُلَامُ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫৩০২-[৮] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সওয়ারীর পিছনে বসাছিলাম। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ছেলে! আল্লাহর বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল আল্লাহ তোমাকে হিফাযাতে রাখবেন। আল্লাহর অধিকার আদায় কর, তবে তুমি আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। আর যখন তুমি কারো কাছে কিছু চাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে এবং যখন কারো সাহায্য চাইতে হয় তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সমস্ত সৃষ্টিজীব একত্র হয়ে তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তোমার কোন কল্যাণ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত সৃষ্টিজীব সমবেতভাবে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (তোমাদের ভাগ্যের সব কিছু লেখার পর) কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ শুকিয়ে গেছে। (আহমাদ ও তিরমিযী)[১৪৭]

ব্যাখ্যা : (يَا غُلَامُ) হে বৎস! غُلَامُ দ্বারা উদ্দেশ্য ছোট ছেলে, গোলাম বা দাস নয়। অভিধান গ্রন্থে غُلَامُ দ্বারা যুবক অর্থ করা হয়েছে অথবা সন্তান জন্মের পর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত বয়স। ডাক দেয়ার উদ্দেশ্য হলো যাতে সে প্রস্তুত হয় এবং দিক-নির্দেশনাগুলো ভালোভাবে গ্রহণ করে।

[১৪৭] সহীহ : তিরমিযী ২৫১৬, মুসনাদে আহমাদ ২৬৬৯, সহীহুল জামি' ৭৯৫৭, আবূ ইয়া'লা ২৫৫৬, শু'আবুল ঈমান ১৯৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১১২৫৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৪১৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৩০৪।

Scanned by CamScanner

(اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ) আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাকে হিফাযাত কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতে বিপদাপদ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন এবং পরকালে সকল প্রকার শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিবেন।

(اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি আল্লাহ অধিকারকে সংরক্ষণ কর এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর তাহলে তুমি তাকে তোমার সম্মুখে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে সংরক্ষণকারী হিসেবে দেখতে পাবে।

(وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ) অর্থাৎ যখন তুমি কোন কিছু চাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইবে। কেননা দেয়ার মতো যাবতীয় ধনভাণ্ডার তাঁর হাতে রয়েছে। অথবা বান্দার নিকটে নি'আমাত পৌছানো বা না পৌছানো কেবল তার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। আর তিনিই একমাত্র দাতা ও অভাবমুক্ত সত্তা, যিনি কারো কাছে মুখাপেক্ষী নন। অতএব একমাত্র তারই নি'আমাতের আশা করা উচিত অথবা শাস্তি প্রতিহত কামনা করা উচিত।

(وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ) অর্থাৎ আনুগত্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য কামনা করার ইচ্ছা করলে কেবল তারই নিকট সাহায্য কামনা করবে ও তারই ওপর ভরসা করবে সকল স্থানে ও সকল অবস্থায়।

(رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ) লাওহে মাহফূযে বান্দার তাক্বদীর সম্পর্কে যা লেখার ও নির্ধারণ করার ছিল তা হয়ে গেছে। এরপর কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে নতুন করে কোন কিছু লেখা থেকে। আর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বান্দার তাক্বদীর যা হবে তা লেখা হয়ে পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে। সেখানে নতুন করে আর কিছু সংযোজন করা হবে না অথবা কোন বিধান পরিবর্তন করাও হবে না।

(رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ) হাদীসাংশ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, তাক্বদীরের ফায়সালা, "আল্লাহর 'ইল্ম অনুযায়ী নির্ধারণ হয়ে গেছে তা আর পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না।"

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৫১৬, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٠٣ - [٩] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سُخْطُهٗ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৩০৩-[৯] সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আদাম সন্তানের সৌভাগ্য হলো আল্লাহর ফায়সালার উপর খুশি থাকা, আর আদাম সন্তানের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা ছেড়ে দেয়া। আর এটাও আদাম সন্তানের দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহর ফায়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। [আহমাদ ও তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব][১৪৮]

ব্যাখ্যা : (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ) আদাম সন্তানের সৌভাগ্যের নিদর্শন হচ্ছে সে আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করবে, অতঃপর তিনি তার জন্য যা ফায়সালা করেছেন এবং তার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এর বিপরীত দুর্ভাগ্য রয়েছে যেমনটি পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে,

---

[১৪৮] য'ঈফ : তিরমিযী ২১৫১, য'ঈফাহ্ ১৮০০, য'ঈফুল জামি' ৫৩০০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৯০৬।

Scanned by CamScanner

(وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سُخْطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ) আদাম সন্তানের জন্য দুর্ভাগ্য হচ্ছে আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা না করা এবং তিনি যা ফায়সালা করেছেন তার জন্য রাগান্বিত হওয়া ও সন্তুষ্ট না থাকা। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হচ্ছে রাগকে পরিহার করা। আর এটা সৌভাগ্যের নিদর্শন। তিনি দু'টি কারণে এটিকে বান্দার সৌভাগ্যের নিদর্শন ধার্য করেছেন– [এক] যাতে 'ইবাদাতের জন্য সমস্ত সময়কে ব্যয় করতে পারে। কেননা বান্দা যদি আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে সর্বদা চিন্তিত থাকবে। বিভিন্ন কার্যকলাপে মন ব্যস্ত থাকবে এবং বলবে, কেন এমনটি হলো, এমন হলো না কেন?

[দুই] যাতে তার রাগের কারণে তার ওপর আল্লাহর গযব নাযিল না হয়। বান্দার রাগের বহিঃপ্রকাশ হলো আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যা ফায়সালা করেছেন তার বিপরীত উল্লেখ করা। আর যে ব্যাপারে তার কল্যাণ ও অকল্যাণ কোনটাই জানা নেই সে ব্যাপারে তার এমন মন্তব্য করা এটা হলে আরো ভালো হত, উত্তম হত। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫/২১৫১, মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫৩০৩)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٠٤ -[١٠] عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: "إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا. قَالَ: مَا يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ فَقُلْتُ: اللهُ ثَلَاثًا" وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩০৪-[১০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার তিনি নাজ্দ অভিমুখে এক যুদ্ধ অভিযানে নাবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। (এ সময়ে] সহাবীগণ দ্বিপ্রহরের সময় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষরাজিতে ঢাকা একটি উপত্যকায় পৌছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ ও সেখানে অবতরণ করেন। লোকজন ছায়ার জন্য বিভিন্ন গাছের নিচে ছড়িয়ে পড়ল। রসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলা গাছের নিচে অবতরণ করে তাতে নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে রাখলেন। এদিকে আমরাও একটু শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম– তাঁর নিকট এক বেদুঈন উপস্থিত রয়েছে। নাবী ﷺ বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এ লোকটি এ সুযোগে আমার ওপরে আমার তরবারিখানাই উত্তোলন করেছিল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম, তার হাতে কোষমুক্ত তরবারি রয়েছে এবং সে বলল, বল দেখি, আমার হাত হতে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ তিনবার। এরপর তিনি (ﷺ) তাকে কোন শাস্তি দেননি এবং উঠে বসলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৯]

---

[১৪৯] সহীহ : বুখারী ২৯১০, মুসলিম ৩১১-(৮৪৩), সহীহুল জামি' ২২৪৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৪৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১০৯৬, মুসনাদে আহমাদ ১৪৩৭৪, আবূ ইয়া'লা ১৭৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৮৮২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৭৭২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৮৩৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯১১২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬২৪৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (قِبَلَ نَجْدٍ) নাজ্‌দের দিক থেকে। নাজ্‌দ বলা হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে অবস্থিত জমিনকে।

(قَفَلَ مَعَهُ) অর্থাৎ জাবির রাঃ নাবী ﷺ-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন।

(فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ) সহাবীগণ তথা মুজাহিদগণ দ্বিপ্রহরের সময় তথা ক্বায়লুলার সময়ে উপনীত হলেন।

(فِيْ وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ) ঘন কাটা বিশিষ্ট একটি উপত্যকায়।

(فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ) অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ অবতরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন অথবা সবাইকে অবতরণের নির্দেশ দিলেন একটি বড় গাছের নিচে।

(فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ) অতঃপর তিনি উক্ত গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে রাখলেন

(اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ।) গাচের ডালে লটকানো আমার তলোয়ারটি নিয়ে কোষমুক্ত করল।

(مَا يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟) তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?

(فَقُلْتُ: اللهُ ثَلَاثًا) অতঃপর আমি উত্তর দিলাম, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন অথবা আল্লাহ তা'আলার হিফাযাতের প্রতিশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছি, আল্লাহ! যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন, ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ "মানুষের অনিষ্ট হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৭)। তিনি আল্লাহ শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিপদের মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্য অথবা আশ্রয় প্রার্থনা করার সময় আল্লাহর নাম তিনবার বলা মুস্তাহাব।

(ফাতহুল বারী ২৯১৩, মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٠٥ -[١١] وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِيْ «صَحِيحِهِ» فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ: «اللهُ» فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَقَالَ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟» فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِذٍ. فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُولُ اللهِ». قَالَ: لَا وَلٰكِنِّيْ أُعَاهِدُكَ عَلٰى أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ فَخَلّٰى سَبِيلَهُ فَأَتٰى أَصْحَابَهُ فَقَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. هٰكَذَا فِيْ «كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ» وَفِيْ «الرِّيَاضِ»

৫৩০৫-[১১] আর আবূ বাক্‌র আল ইসমা'ঈলী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যখন বেদুঈন লোকটি তরবারি হাতে নাবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল, বল দেখি, আমার হাত হতে কে তোমাকে রক্ষা করবে? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ। এতে তার হাত হতে তরবারিটি নীচে পড়ে গেল! তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তরবারি নিজ হাতে তুলে বললেন, কে তোমাকে আমার হাত হতে রক্ষা করবে? সে বলল, (আশা করি) আপনি উত্তম তরবারি ধারণাকারী হবেন অর্থাৎ ক্ষমা করে দেবেন। তখন নাবী ﷺ বললেন, "তুমি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, আর আমি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল।" উত্তরে সে বলল, আমি এটা বলব না, তবে আপনার সাথে এ অঙ্গীকার করছি যে, আমি কখনো আপনার সাথে যুদ্ধ করব না এবং ঐ সমস্ত লোকেদের সঙ্গেও থাকব না যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করবে। এরপর নাবী ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন। সে আপন সঙ্গীদের কাছে এসে বলল, 'আমি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হতে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি।' এই বর্ধিত অংশটি হুমায়দী তাঁর গ্রন্থে এবং ইমাম নাবাবী 'রিয়াযুস্ সালিহীন' কিতাবে বর্ণনা করেছেন।[১৫০]

---

[১৫০] সহীহ : মুসনাদে 'আবৃদ ইবনু হুমায়দ ১০৯৬, মুসনাদে আহমাদ ১৪৯৭১, আবূ ইয়া'লা ১৭৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৮৮৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩২২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِذٍ) অতঃপর সে রূপকভাবে ক্ষমার অনুরোধ করে বলল, আপনি তরবারির উত্তম ধারণকারী হোন তথা আমাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান করুন।

(فَخَلّٰى سَبِيلَهٗ) অতঃপর তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

(فَأَتٰى أَصْحَابَهٗ) এরপর সে তার সঙ্গীদের নিকট তথা গোত্রের নিকট চলে এসে বলল, আমি তোমাদের নিকট একজন উত্তম, সম্মানিত ও সহিষ্ণু ব্যক্তির কাছ থেকে ফিরে আসলাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٠٦ -[١٢] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنِّيْ لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ: ﴿...وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ... ۝﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৫৩০৬-[১২] আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআনের এমন একটি আয়াত আমি জানি, যদি লোকেরা তার প্রতি 'আমাল করত, তবে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট হত। তা হলো, ﴿...وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ... ۝﴾ "...যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তিনি তার মুক্তির রাস্তা তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা হতে রিয্‌ক্ব দান করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না..."– (সূরাহ্ আত্ব ত্বলা-ক্ব ৬৫ : ২-৩)। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[১৫১]

ব্যাখ্যা : (إِنِّيْ لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ) আমি এমন একটি আয়াত জানি যদি প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতি 'আমাল করত তাহলে তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। আর তা হচ্ছে : ﴿...وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ... ۝﴾ "যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে তিনি তাকে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করবেন এবং এমন জায়গা থেকে রিয্‌ক্ব প্রদান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না"– (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ২-৩)। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বান্দাকে রক্ষাকারী হিসেবে যথেষ্ট। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٠٧ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْرَأَنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّيْ أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৫৩০৭-[১৩] ইবনু মাস্‌'ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ আয়াতটি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন– ﴿إِنِّيْ أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ﴾ অর্থাৎ "আমিই রিয্‌ক্বদাতা, ক্ষমতার আধার"। [তিরমিযী ও আবূ দাউদ; ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হাদীসটি হাসান সহীহ][১৫২]

ব্যাখ্যা : (أَقْرَأَنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ) রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এভাবে পড়তে শিখিয়েছেন : ﴿إِنِّيْ أَنَا الرَّزَّاقُ...﴾

---

[১৫১] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৪২২০, মুসনাদে আহমাদ ৫/১৭৮, দারিমী ২৭২৫, শু'আবুল ঈমান ১৩৩০, কারণ সানাদ মুনকাত্বি', হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৫৭ পৃ.।

[১৫২] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৯৯৩, তিরমিযী ২৯৪০, মুসনাদে বায্‌যার ১৮৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৩৭৪১, আবূ ইয়া'লা ৫৩৩৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৫২৭।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত ক্বিরাআতটি রসূল ﷺ থেকে শায বা কম প্রচলিত ক্বিরাআত।

প্রসিদ্ধ ক্বিরাআত হচ্ছে : ﴿إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন রিয্‌ক্বদাতা প্রবল শক্তির অধিকারী"– (সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত : ৫৮)। অর্থাৎ তিনি সবকিছুর করার ক্ষমতা রাখেন। অতএব তার ওপরই ভরসা করা এবং সকল বিষয় তার ওপর ন্যস্ত করা উচিত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٠٨ - [١٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهٖ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

৫৩০৮-[১৪] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এমন দুই ভাই ছিল তাদের একজন নাবী ﷺ-এর সেবায় আসত এবং অপর ভাই রুযী-রোজগার করত। একদিন এ পেশাদার ভাই নাবী ﷺ-এর কাছে ঐ ভাইয়ের সম্পর্কে অভিযোগ করে (যে, সে কাম-কাজ না করে আমার ওপর ভরসায় থাকে,) তখন তিনি (ﷺ) বললেন, হতে পার যে, তোমার সেই ভাইয়ের ওয়াসীলায় তোমাকে রিয্‌ক্ব প্রদান করা হচ্ছে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ গরীব)[১৫৩]

ব্যাখ্যা : (كَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ) নাবী ﷺ-এর যুগে দুই ভাই ছিল। এক ভাই নাবী ﷺ-এর নিকট জ্ঞান শিক্ষার জন্য আসত আর অপর ভাই জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করত। সম্ভবত তারা উভয়েই একসাথে খেতেন।

(فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ) কর্মজীবি ভাই নাবী ﷺ-এর নিকট তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তার ভাইকে সাংসারিক কাজে এবং জীবিকা অর্জনের কাজে সহযোগিতা করে না।

(فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهٖ») অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, আমার মনে হয় তুমি তার 'ইল্‌ম শিক্ষার বারাকাতে রিয্‌ক্বপ্রাপ্ত হচ্ছ। শুধু তোমার পেশাগত কাজের জন্য রিয্‌ক্বপ্রাপ্ত হচ্ছ না। অতএব তুমি তার প্রতি তোমার কাজের খোটা দিও না।

এ হাদীস থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দুনিয়াবী কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে পরকালের পাথেয় হিসেবে 'ইল্‌ম শিক্ষা ও তার 'আমাল করা বৈধ। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৭/২৯৪০, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٠٩ - [١٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ قَلْبَ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫৩০৯-[১৫] 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক উপত্যকায় মানুষের অন্তরের ঘাঁটি রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি তার অন্তরকে উক্ত প্রত্যেক ঘাঁটির দিকে ধাবিত

[১৫৩] সহীহ : তিরমিযী ২৩৪৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৬৯, মুসনাদে বায্যার ৬৯৮৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩২০, সহীহুল জামি' ৫০৮৪।

Scanned by CamScanner

করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার যে কোন ঘাঁটিতে ধ্বংস করতে পরোয়া করেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি তার ঘাঁটিসমূহের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (ইবনু মাজাহ)[১৫৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ) আদাম সন্তানের অন্তরের এক অংশ প্রত্যেক উপত্যকায় ধাবিত হয়। যেহেতু মানুষের মধ্যে একটি মাত্র অন্তর থাকে আর চিন্তাভাবনার উপত্যকা অনেক, তাই অন্তরের একাংশ ঘোরাফেরা করে সম্পূর্ণ অংশ নয়।

(فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا) অতএব যার অন্তর চিন্তা-ভাবনার সকল শাখার অনুসরণ করে সে যে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হলে আল্লাহকে উদ্ধারকারী হিসেবে পাবে না। আর যারা আল্লাহর ওপর সর্বদা ভরসা করে তাদের বিক্ষিপ্ত প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। আর এই অর্থেই নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যারা তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনাকে দীনের একক চিন্তায় রূপান্তর করে চলে আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣١٠ ـ[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عَبِيدِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫৩১০-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মহাপরাক্রমশালী পরোয়ারদিগার বলেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করত, তাহলে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে দিতাম, আর মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের শব্দ তাদেরকে শুনাতাম না। (আহমাদ)[১৫৫]

ব্যাখ্যা : (لَوْ أَنَّ عَبِيدِي أَطَاعُونِي) যদি আমার বান্দারা আমার সকল আদেশ নিষেধের আনুগত্য করত তাহলে রাতে আরামে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ওপর আমি বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। আর দিনের বেলায় তাদের কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় সূর্য উদিত করে দিতাম।

আর তাদেরকে রাতে অথবা দিনে কখনো বজ্রের আওয়াজ শুনাতাম না, যাতে তারা ভয় না পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ـ[١٧] وَعَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحَى فَوَضَعَتْهَا وَإِلَى التَّنُّورِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَأَتْ. قَالَ: وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُّورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا. قَالَ: فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ: أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا؟ قَالَتِ امْرَأَتُهُ: نَعَمْ مِنْ رَبِّنَا وَقَامَ إِلَى الرَّحَى فَذَكَرَ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُورُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[১৫৪] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৪১৬৬, য'ঈফুল জামি' ১৯০৯, কারণ, তাতে আছে আবূ শু'আয়ব সলিহ ইবনু রুযায়ক্ব আল 'আত্বার, আর সে মাজহূল, যেমনটি আছে 'আত্ তাক্বরীব' আর হাদীসটি মুনকার। যেমনটি আছে 'মীযান' গ্রন্থে। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ১/৫৮ পৃ.।

[১৫৫] য'ঈফ : মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৪২৪, ত্বয়ালিসী ২৫৮৬, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৫৯, হাকিম ৪/২৫৬, য'ঈফ হওয়ার কারণ সদাক্বাহ্ য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ৮৮৩।

Scanned by CamScanner

৫৩১১-[১৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের নিকট এসে দেখল তারা ক্ষুধা ও উপবাসে পড়ে আছে, তখন সে (দিশেহারা হয়ে) ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল। অতঃপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী খাদ্যের সন্ধানে বাইরে চলে গেছে। তখন সে আটা পেষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট আরেক পাটের উপর রাখল, অতঃপর চুলার কাছে গিয়ে তাতে আগুন জ্বালাল। এরপর দু'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রিযক্ব দান কর। এরপর সে চাক্কির নীচের তাগারীটির (বিরাট পাত্র) প্রতি লক্ষ্য করে দেখল তা ভর্তি হয়ে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে রুটি তৈরি করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখে যে, সেখানে পাত্রটি রুটির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর স্বামী ঘরে ফিরে (স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারো নিকট হতে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রবের নিকট হতে পেয়েছি। অতঃপর সে (লোকটি) চাক্কির নিকট গিয়ে তার পাটটি খুলে রাখল এবং নাবী ﷺ-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, যদি সে চাক্কির পাটটি না সরাত, তাহলে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত (এবং তা হতে আটা বের হতে থাকত)। (আহমাদ)[১৫৬]

ব্যাখ্যা : (دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى أَهْلِهٖ) এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রয়োজনীয় সামগ্রীর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য গৃহে প্রবেশ করল, যখন সে দেখল সবাই ক্ষুধায় দারিদ্র্যে জর্জরিত তখন সে জমিনে কাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। যখন তার স্ত্রী দেখল তার স্বামী লজ্জা-শরম ফেলে দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে তখন সে আটা ভাঙানো জাঁতাকল পরিষ্কার করে এক অংশ আরেক অংশের উপর রাখল এবং চুলায় আগুন জালিয়ে গরম করল। এরপর আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে শুরু করল; হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রিযক্ব প্রদান করুন, কেননা আমাদের খাদ্য শেষ হয়ে গেছে। আমরা শুধু আপনার কল্যাণেরই আশা করছি।

(فَنَظَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَأَتْ) অতঃপর স্ত্রী পেষণ যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখল যে, একটি বড় পাত্র আটায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে চুলার কাছে গিয়ে দেখল তা রুটিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে।

(قَالَ: فَرَجَعَ الزَّوْجُ) বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তার স্বামী বাড়িতে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি কিছু খেয়েছ? অথবা খাওয়ার কিছু পেয়েছ? তখন তার স্ত্রী বলল : হ্যাঁ, আমাদের রবের পক্ষ থেকে পেয়েছি। স্বামী আশ্চর্য হয়ে পেষণ যন্ত্রের দিকে গেল এবং তা উঠিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল।

(فَذُكِرَ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) অতঃপর নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করল। নাবী ﷺ সব ঘটনা শুনে বললেন, হায়! যদি সে পেষণ যন্ত্রটি না উঠাত তাহলে তা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত ঘুড়তে থাকত এবং তা হতে আটা বের হতে থাকত।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বান্দা যদি সাধ্যানুযায়ী হালাল কাজে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করে তাহলে আল্লাহ তার রিয্ক্বের ব্যবস্থা করে দেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣١٢ - [١٨] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ». رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ»

[১৫৬] য'ঈফ : শাহর ইবনু হাওশাব য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ৫৪০৬, মুসনাদে আহমাদ ১০৬৬৭।

Scanned by CamScanner

৫৩১২-[১৮] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বান্দার রিয্ক্ব তাকে এভাবে খুঁজে বেড়ায় যেমন তার মৃত্যুকাল তাকে খোঁজ করে। (আবূ নু'আয়ম তাঁর "হিল্ইয়াহ্" গ্রন্থে)[১৫৭]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ) বান্দার রিয্ক্ব তাকে এমনভাবে খুঁজে বেড়ায় যেমনভাবে মৃত্যুকাল তাকে খোঁজ করে। কেননা রিয্ক্ব ফুড়িয়ে গেলেই কেবল মৃত্যুর সময় চলে আসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ...﴾

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিয্ক্ব দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন..."– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৪০)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣١٣ -[١٩] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهٗ قَوْمُهٗ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ وَيَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩১৩-[১৯] ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে তাকাচ্ছি যখন তিনি কোন একজন এমন নাবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যাকে তার আপন কওমের লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিল, আর তিনি নিজের চেহারা হতে রক্ত মুছছিলেন, আর বলছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার ক্বওমের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ। (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৮]

ব্যাখ্যা : (كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ) জাবির (রাঃ) বলেন, আমি যেন নাবী (সাঃ)-কে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা বর্ণনা করতে দেখেছি। তিনি (সাঃ) পূর্ববর্তী কোন এক নাবী প্রসঙ্গে বলেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা তার মাথায় এমনভাবে আঘাত করে যে, মাথা ফেটে রক্ত চোখ মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল আর তিনি মুখ থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমর সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন অর্থাৎ তাদের এ কাজের জন্য দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন না। অথবা, না বুঝে কাজ করার জন্য তাদের তাওবার দরজা বন্ধ করে দিবেন না। এ রকম অর্থ করার কারণ হলো কাফিরদের শির্কী ও কুফ্রী করা সত্ত্বেও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বৈধ নয়।

তার এভাবে দু'আ করার মধ্যে পূর্ণ সহনশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু সম্প্রদায়ের অপরাধের কারণে তিনি রবের নিকট তাদের কৃতকর্মের জন্য অজ্ঞতাবশত, না জেনে করার ক্ষেত্রে ওযর পেশ করেছেন যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বুঝতে পারেনি।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অজ্ঞতাবশত কোন অপরাধ করলে তা জেনে বুঝে করার চেয়ে অপরাধ তুলনামূলক কম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ৬/৩৪৭৭)

---

[১৫৭] সহীহ : আবূ নু'আয়ম হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৮৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৩৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ২৬৭১, শু'আবুল ঈমান ১১৯১, মুসনাদে বায্যার ৪০৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭০৩।

[১৫৮] সহীহ : বুখারী ৩৪৭৭, মুসলিম ১০৫-(১৭৯২), আবূ ইয়া'লা ৫২১৬, মুসনাদে আহমাদ ৪১০৭।

Scanned by CamScanner

(٥) بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অধ্যায়-৫ : লোক দেখানো ও শুনানোর ব্যাপারে বর্ণনা

রিয়া হচ্ছে মূলত মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে কোন নেক 'আমাল করা। আর সুম্'আহ্ হচ্ছে, মানুষকে শুনানোর জন্য কোন ভালো কাজ বা ভালো কথা বলা। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা আসল উদ্দেশ্য থাকে না। কখনো উভয় শব্দকে এই অর্থ বুঝানোর জন্য তাগিদ হিসেবে নিয়ে আসা হয়। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে ইখলাস তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একনিষ্ঠভাবে কোন কাজ করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٣١٤ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩১৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও 'আমালের প্রতি দৃষ্টি দেন। (মুসলিম)[১৫৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সুন্দর বা বিশ্রি চেহারার দিকে বিবেচনার দৃষ্টিতে তাকান না। যেহেতু সুন্দর হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে কোন মূল্যায়ন নেই। এমনিভাবে তোমাদের সম্পদের আধিক্য বা স্বল্পতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। বরং তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তরের দিকে সেখানে কি একনিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা এবং দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে নাকি। উক্ত 'আমালের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে লৌকিকতা বা সুনাম, সুখ্যাতি অর্জন করা এবং সর্বপ্রকার মন্দ স্বভাব।

(وَأَعْمَالِكُمْ) এমনিভাবে তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের 'আমালের দিকে অর্থাৎ তার যথার্থতা ও খারাপের দিকে এবং এর উপর ভিত্তি করেই তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ইবনু মাজাহ ৩/৪১৪৩)

٥٣١٥ -[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ" وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩১৫-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি অংশীস্থাপনকারীদের হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে লোক কোন 'আমালে ('ইবাদাতে) আমার সাথে অন্যকে শারীক করে, আমি তাকেও তার সেই শির্কসহ বর্জন করি। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার সাথে

---

[১৫৯] সহীহ : মুসলিম ৩৪-(২৫৬৪), মুসনাদে আহমাদ ৭৮১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (قَالَ اللهُ تَعَالٰى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ) আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি অংশীদারীর অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অর্থাৎ যে কাজ কেবলমাত্র একনিষ্ঠতার সাথে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হবে, আমি কেবল ঐ 'আমালকেই গ্রহণ করব শির্‌কযুক্ত 'আমালকে নয়। এর সমর্থন হচ্ছে হাদীসের পরবর্তী বাক্য- "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ" "مَعِي" "غَيْرِي" "تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাজ করবে এবং তাতে আমার সন্তুষ্টির পাশাপাশি অন্য কোন মাখলূক্বের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে তাহলে আমি তাকে আমার রহমাতের দৃষ্টি থেকে পরিত্যাগ করব এবং তা শিরক্‌যুক্ত 'আমালকে ক্বূল করা থেকে বর্জন করব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣١٦ -[٣] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهٖ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِيْ اللهُ بِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩১৬-[৩] জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটিকে লোক সমাজে প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে লোক দেখানোর আচরণ করবেন (প্রকৃত সাওয়াব হতে সে বঞ্চিত থাকবে)। (বুখারী ও মুসলিম)[১৬১]

ব্যাখ্যা : (مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهٖ) যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জন ও প্রশংসা কুড়ানোর জন্য কোন 'আমাল করবে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তার প্রসিদ্ধি ঘটাবেন এবং পরকালে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে তাকে অপমানিত করবেন।

(وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِيْ اللهُ بِهٖ) আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য দুনিয়াতে কোন 'আমাল করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদান এভাবে দিবেন যে, তা মানুষকে দেখিয়েই শেষ, পরকালে এর কোন সাওয়াব পাবে না।

সহীহ মুসলিমে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য লোক দেখানো 'আমাল করবে, আল্লাহও তা দেখিয়ে দিবেন তথা তার গোপন রহস্য মানুষের নিকট প্রকাশ করে দিবেন। অথবা, হাদীসের অর্থ হচ্ছে যারা মানুষের দোষ-ত্রুটি শুনিয়ে বেড়ায় আল্লাহ ও তার দোষকে প্রকাশ করে দেন। অথবা, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদান দেখাবেন কিন্তু তাকে প্রদান করবেন না যাতে এর জন্য তার আক্ষেপ হয়। অথবা, এর অর্থ হচ্ছে, যারা মানুষকে জানানোর জন্য 'আমাল করবে আল্লাহ তা'আলা তা মানুষকে শুনিয়ে দিবেন এটাই তার অংশ হবে, কিন্তু বাস্তবে কোন সাওয়াব নেই।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১/৬৪৯৯, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬/২৩৮১)

٥٣١٧ -[٤] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْخَيْرَ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১৬১] সহীহ : বুখারী ৬৪৯৯, মুসলিম ৪৮-(২৯৮৭), তিরমিযী ২৩৮১, ইবনু মাজাহ ৪২০৬, সহীহুল জামি' ১১৫৫৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫২৯৮, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭৭৮, মুসনাদে আহমাদ ১১৩৭৫, আবূ ইয়া'লা ১০৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০৬, শু'আবুল ঈমান ৬৮১৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৬৭৫।

Scanned by CamScanner

٥٣١٧ -[٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْخَيْرَ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩১৭-[৪] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যে কোন ভালো কাজ করে আর লোকেরা তার সেই কাজের কারণে তার প্রশংসা করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, "এই কাজের কারণে লোকে তাকে পছন্দ করে।" (এতে কি তার সাওয়াব বাতিল হয়ে যাবে?) তিনি বললেন, (এরূপ প্রশংসিত হওয়া) এটা মু'মিনদের নগদ সুসংবাদ। (মুসলিম)[১৬২]

ব্যাখ্যা : (قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন ভালো কাজ করে কিন্তু মানুষ এর জন্য তার প্রশংসা করে, সে ব্যাপারে আপনার মতামত কি? অপর বর্ণনা মতে, মানুষ তাকে এজন্য ভালোবাসে।

(قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ») রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন, মু'মিনের জন্য প্রশংসা বা মুহাব্বাত পার্থিব জীবনে নগদ সুসংবাদ। বস্তুত আখিরাতে তার সাওয়াব বাকী থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيُّ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣١٨ -[٥] عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫৩১৮-[৫] আবূ সা'ঈদ ইবনু আবূ ফাযালাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন যখন মানুষদেরকে সমবেত করবেন, যেদিন গিয়ে সম্পর্কে সন্দেহের কোন সুযোগ নেই। সেদিন কোন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন 'আমাল করতে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়েছে, সে যেন আল্লাহ ছাড়া ঐ ব্যক্তির থেকেই তার প্রতিদান অন্বেষণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা অংশীদার অংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। (আহমাদ)[১৬৩]

ব্যাখ্যা : (إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত মানুষকে প্রতিদান দেয়ার জন্য হাশরের মাঠে জমা করবেন, যেদিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত একজন মালাক (ফেরেশতা) ঘোষণা করবেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য করণীয় কোন কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শারীক করেছে সে যেন গায়রুল্লাহর নিকট থেকে এর সাওয়াব নেয়, কেননা আল্লাহ তা'আলা অংশীদারের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অর্থাৎ তিনি শির্কযুক্ত 'আমাল কবূল করেন না।

---

[১৬২] সহীহ : মুসলিম ১৬৬-(২৬৪২), ইবনু মাজাহ ৪২২৫, মুসনাদে আহমাদ ২১৪১৭, মুসনাদে বায্যার ৩৯৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৬, শু'আবুল ঈমান ৬৯৯৯।

[১৬৩] হাসান : মুসনাদে আহমাদ ১৫৮৭৬, তিরমিযী ৩১৫৪, ইবনু মাজাহ ৪২০৩, সহীহুল জামি' ৪৮২, শু'আবুল ঈমান ৬৮১৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৮২২৭।

Scanned by CamScanner

৫৩১৯-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে লোক মানুষের কাছে নিজের 'আমালের কথা শুনায়, আল্লাহ তা'আলা তার মন্দ উদ্দেশে কৃত 'আমালকে মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[১৬৪]

ব্যাখ্যা : (مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهٖ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ) যারা মানুষকে দেখানোর জন্য কোন নেক 'আমাল প্রকাশ্যে করবে আল্লাহ তা'আলা তার উক্ত 'আমালকে মানুষের নিকট প্রকাশ করে দিবেন এবং পার্থিব জীবনে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করাবেন। অথবা, আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান স্বরূপ তার গোপনীয় দোষ-ত্রুটিকে মানুষের নিকট প্রকাশ করে দিবেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করবেন, তুচ্ছ করবেন, ছোট করে দিবেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮/৩১৫৪)

৫৩২٠ -[٧] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهٗ طَلَبَ الْاٰخِرَةِ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهٖ وَجَمَعَ لَهٗ شَمْلَهٗ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهٗ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللّٰهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ أَمْرَهٗ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ

৫৩২০-[৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে লোক (স্বীয় 'আমালে) পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যাত রাখে, আল্লাহ তার হৃদয়কে (মানুষ হতে) অমুখাপেক্ষী করে দেন এবং তার অগোছালো কাজ-কর্মগুলো তিনি গুছিয়ে দেন এবং দুনিয়াবী সম্পদ তার কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আসে। অপরদিকে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের নিয়্যাত রাখে, আল্লাহ তা'আলা নিঃস্বতাকে তার চক্ষুর সম্মুখে করে দেন। (অর্থাৎ সে সর্বদা অভাব-অনটনকেই দেখতে পায়), তার কাজকর্ম হজবরল হয়ে যায়। অথচ সে ইহকালীন সম্পদের কেবল ততটুকুই পায় যতটুকু তার জন্য ধার্য রয়েছে। (তিরমিযী)[১৬৫]

ব্যাখ্যা : (كَانَتْ نِيَّتُهٗ طَلَبَ الْاٰخِرَةِ) যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 'ইল্‌ম শিক্ষা করবে এবং তদানুযয়ী 'আমাল করবে।

(جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهٖ) আল্লাহ তা'আলা অল্পতেই তার অন্তরে পরিতৃপ্তি দান করবেন, ফলে সে অধিক পাওয়ার জন্য কষ্ট করবে না।

(وَجَمَعَ لَهٗ شَمْلَهٗ) তার বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে এমনভাবে অর্জন করা সহজ করে দিবেন যে সে কল্পনাই করতে পারবে না।

(وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ) এবং দুনিয়াতে তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত রয়েছে তা না চাইতেই তার কাছে চলে আসবে, এর জন্য অধিক পরিমাণ পরিশ্রমের দরকার হবে না।

(وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهٗ طَلَبَ الدُّنْيَا) আর যার উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করা। আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রতাকে তার চোখের সামনে উপস্থাপন করবেন তথা চোখের সামনে মানুষের প্রতি তার অভাব তৈরি করে দিবেন।

---

[১৬৪] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৬৮২১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫৬৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৯৩।

[১৬৫] সহীহ : তিরমিযী ২৪৬৫, সহীহুল জামি' ৬৫১০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৬৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৪৯, শু'আবুল ঈমান ১০৩৩৪, দারিমী ২২৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৮৮২।

Scanned by CamScanner

(وَشَتَّتَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ) এবং তার সুসজ্জিত বিষয়গুলোকে এলোমেলো করে দিবেন। সে অনেক চেষ্টা করেও অধিক কিছু লাভ করতে পারবে না। কেবল ততটুকুই সে পাবে যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৪৬৫, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٢١ - [٨] وَالدَّارِمِيُّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

৫৩২১-[৮] আর আহমাদ ও দারিমী হাদীসটি 'আবান'-এর মাধ্যমে যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।[১৬৬]

٥٣٢٢ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَا أَنَا فِي بَيْتِي فِي مُصَلَّايَ إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَأَعْجَبَنِي الْحَالُ الَّتِي رَآنِي عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَحِمَكَ اللهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৩২২-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি একদিন আমার ঘরে সলাত আদায় করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক লোক আমার নিকট আসলো। সে আমাকে এ (নেক) অবস্থায় দেখেছেন, এটা আমার মনে আনন্দ জাগল। (আমার খুশি হওয়াটা কি রিয়াকারী?) তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন, হে আবূ হুরায়রাহ্! তোমার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে, একটি হলো গোপনীয়তা, আর দ্বিতীয়টি হলো 'ইবাদাত প্রকাশ হয়ে পড়ার। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব][১৬৭]

ব্যাখ্যা : (بَيْنَا أَنَا فِي بَيْتِي فِي مُصَلَّايَ) আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমি বাড়ীতে আমার সলাতের চাদরে বসে আছি, এমন সময় আমার কাছে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে আমাকে দেখে ফেলে। আমাকে এ অবস্থায় দেখার কারণে আমি খুবই খুশি হই। আমার এ কাজটি কি রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَحِمَكَ اللهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ) রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। এতে তোমার দ্বিগুণ সাওয়াব অর্জিত হয়েছে। গোপনে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর 'ইবাদাত করার কারণে এবং প্রকাশ্যে 'আমাল দ্বারা অন্যরা তোমার অনুসরণ করার কারণে অথবা আনুগত্যমূলক কাজ করে তোমার আনন্দ লাভ করা ও তা মানুষের শিক্ষার জন্য প্রকাশ পাওয়ার কারণে। অথবা যে তার 'আমাল দেখেছে সেও উক্ত 'আমাল করবে এবং তাতে তার সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জিত হবে এ কারণে। আর এ অর্থেই রসূল ﷺ বলেছেন, «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا» অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি কোন উত্তম কাজ চালু করবে তার জন্য উক্ত ভালো কাজের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের সমপরিমাণ প্রতিদান যারা তার প্রতি 'আমাল করবে।"

(মুসলিম ৪/২০৫৯, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৩৮৪)

---

[১৬৬] সহীহ : দারিমী ২২৯।

[১৬৭] য'ঈফ : তিরমিযী ২৩৮৪, ইবনু মাজাহ ৪২২৬, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৯২৭, সহীহুল জামি' ৪৭৮৭। য'ঈফের কারণ হলো সা'ঈদ ইবনু সিনান হিফ্যের দিক থেকে য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ৪৩৪৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৭০৯, মুসনাদে বায্যার ৮৯২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৫, শু'আবুল ঈমান ৭০০৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪১৪২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৭০২।

Scanned by CamScanner

٥٣٢٣ -[١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ اللهُ: «أَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِؤُوْنَ؟ فَبِيْ حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلٰى أُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৩২৩-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যামানায় এমন কিছু সংখ্যক লোকের আগমন ঘটবে যারা দীনের দ্বারা দুনিয়া অর্জন করবে। (দীনদারী প্রকাশ করে মানুষকে ধোঁকায় ফেলবে) মানুষের দৃষ্টিতে বিনয়ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে মেষ-দুম্বার চামড়া পরিধান করবে, তাদের মুখের ভাষা হবে চিনি তুলনা মিষ্টি। পক্ষান্তরে তাদের অন্তর হবে বাঘের মতো (হিংস্র)। আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় লোকেদের ব্যাপারে বলেন, এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চায়, নাকি আমার ওপরে ধৃষ্টতা পোষণ করছে? (জেনে রাখ!) আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের ওপর তাদের মধ্য থেকে এমন বিপদ পাঠাব যাতে তাদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও দিশেহারা হয়ে পড়বে। (তিরমিযী)[১৬৮]

ব্যাখ্যা : (يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ) পরকালীন 'আমালের বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জন করবে। অর্থাৎ দুনিয়াবাসীকে পরকালীন 'আমাল দেখিয়ে ধোঁকা দিবে।

(يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ) তারা মানুষকে দুনিয়াবিমুখ পরকাল সন্ধানী হিসেবে বিশ্বাস করানোর জন্য ভেড়ার চামড়া বা পশমী পোশাক পরিধান করবে। তারা মানুষের সাথে নম্রতা কোমলা প্রদর্শন, মিসকীন ভাব ও সংযমী প্রদর্শন করবে। মূলত এর মাধ্যমে তারা মানুষের কাছে তোষামোদ প্রিয় ও বিনয়ী ভাব দেখিয়ে তাদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে মুরিদ বানানো এবং তাদের 'আক্বীদাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করবে।

(أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ) তাদের মুখের ভাষা মধুর চিনির চেয়ে মিষ্টি হবে এবং তাদের অন্তর হবে দুনিয়ার মানসম্মান ও সম্পত্তির প্রতি হিংস্র প্রাণীর চেয়েও ভয়ানক। অর্থাৎ তাদের অন্তর দুনিয়ার গৌরব ও সম্পদের লোভে অতি তিক্ত হবে, আর মুত্তাক্বীদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা প্রদর্শন করবে এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় পশুসুলভ আচরণ করবে।

(يَقُولُ اللهُ: «أَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ) আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার সহনশীলতা ও অবকাশের দরুন তারা কি আমার সাথে প্রতারণা করছে? এখানে প্রতারণার অর্থ হলো : আল্লাহকে ভয় না করার দরুন নিজেকে ক্ষতি করা, তাওবাকে উপেক্ষা করা, গুনাহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণে লেগে থাকা।

(أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِؤُوْنَ) নাকি মানুষকে ভালো কাজ প্রদর্শন করে ধোঁকা দিয়ে আমার সাথে দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছে?

(فَبِيْ حَلَفْتُ) আমার মর্যাদা ও 'ইয্‌যতের ক্বসম করে বলছি, আমি অবশ্যই উক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে একে অপরের ওপর ক্ষমতা দিয়ে ফিতনায় ফেলব।

(تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ) বিচক্ষণ 'আলিমগণ পর্যন্ত দিশেহারায় পড়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬/২৪০৪)

---

[১৬৮] **খুবই য'ঈফ :** তিরমিযী ২৪০৪, য'ঈফুল জামি' ৬৪১৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৩, সানাদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'উবায়দুল্লাহ মাতরূক, আর তার পিতা থেকে সে মাজহূল; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৬৩ পৃ.।

Scanned by CamScanner

٥٣٢٤ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ فَبِيْ حَلَفْتُ لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانَ فَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِؤُوْنَ؟" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৩২৪-[১১] ইবনু 'উমার (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : মহান কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি এমন কতক মাখলূক্ব সৃষ্টি করেছি যাদের মুখের বাণী চিনি অপেক্ষা সুমিষ্টি। আর তাদের হৃদয় সব্‌র অপেক্ষা তিক্ত। আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের ওপর এমন বিপর্যয় অবতীর্ণ করব যে, তাদের জ্ঞানী-গুণী লোকেরাও দিশেহারা হয়ে পড়েন। তারা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে নাকি আমার সাথে ধৃষ্টতা পোষণ করছে? [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][১৬৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا) আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই আমি এমন একদল মানুষকে সৃষ্টি করেছি যাদের ভাষা চিনির চেয়ে মিষ্টি এবং তাদের অন্তর হাক্বপন্থীদের প্রতি তিক্ত গাছের জুসের চেয়ে আরো তিক্ত হবে।

(فَبِيْ حَلَفْتُ لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً) আমার 'ইয্‌যতের ক্বসম করে বলছি তাদের ভিতর এমন ফিতনাহ্ ছড়িয়ে দিব যে, বিচক্ষণ 'আলিম পর্যন্ত তা নিয়ে পেরেশান থাকবে।

(فَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِؤُوْنَ؟) তারা কি আমার সাথে প্রতারণা করছে নাকি দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করছে? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٢٥ -[١٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৩২৫-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রতিটি কাজের মধ্যে একটা স্পৃহা থাকে। আমার প্রতি চেতনায় দুর্বলতাও রয়েছে। অতএব যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে এবং (সীমালঙ্ঘন বা হ্রাস না করে) মধ্যমপন্থার কাছাকাছি থেকে কাজ করে, তবে তোমরা তার সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষিত হতে পার। আর যদি তার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় তবে তোমরা তাকে হিসেবে ধরো না। (তিরমিযী)[১৭০]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً) নিশ্চয় প্রত্যেক কাজের প্রতি একটি লোভ, আগ্রহ ও কর্মতৎপরতা রয়েছে।

(وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً) আর প্রত্যেক কর্মতৎপরতার পিছনে দুর্বলতা রয়েছে। অর্থাৎ কোন বান্দা যদি 'ইবাদাত করার প্রতি সাধ্যাতিরিক্ত মনোনিবেশ করে তাহলে এক পর্যায়ে এসে সে দুর্বল হয়ে পড়বে ও তার কাজে শিথিলতা দেখা দিবে।

(فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ) যদি কল্যাণের প্রতি উদ্যোক্তা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে এবং তার কাজকে বন্ধ না করে সাধারণভাবে চালিয়ে যায় তাহলে তার ব্যাপারে সফলতার আশা প্রকাশ কর।

---

[১৬৯] য'ঈফ : তিরমিযী ২৪০৫, য'ঈফুল জামি' ১৬২, য'ঈফ হওয়ার কারণ সানাদে হামযাহ্ ইবনু আবূ মুহাম্মাদ নামের বারী য'ঈফ। হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৬৪।

[১৭০] হাসান : তিরমিযী ২৪৫৩, সহীহুল জামি' ২১৫১।

Scanned by CamScanner

(وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ) আর যদি সে প্রসিদ্ধতা অর্জনের জন্য অতিরিক্ত 'আমালের প্রতি মনোনিবেশ করে তাহলে তাকে কোন সৎ ও একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো না। কেননা সে লোক দেখানোর জন্য তার সমস্ত সময়কে 'ইবাদাতে কাটিয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৪৫৩, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٢٦ -[١٣] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِيْ دِيْنٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৩২৬-[১৩] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, দীনদারী বা ইহকালীন উচ্চ সম্মানের ব্যাপারে তার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়। তবে সে এটার আওতায় পড়বে না যাকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[১৭১]

ব্যাখ্যা : (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ) কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার এতটুকুই যথেষ্ট যে, পার্থিব অথবা পরকালীন দীনদারী কাজের প্রসিদ্ধির জন্য তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হয়। কেননা ব্যক্তি যখন কোন একটি স্বভাবের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে তখন তার মধ্যে আত্মগৌরবের অহঙ্কার, লৌকিকতা, নেক 'আমালের প্রশংসা ইত্যাদি লুক্কায়িত মন্দ গুণাবলি থেকে খুব কমই নিরাপদে থাকতে পারে।

(إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ) তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে তাক্বওয়ার স্থানে হিফাযাত করেন সেই কেবল উক্ত মন্দ গুণ থেকে বাঁচতে পারে। আর এজন্যই অনেক সুফী মতবাদ অবলম্বী দীনী 'ইবাদাত গোপন করে প্রবৃত্তির হীন মানসিকতা প্রকাশ করার নীতি অবলম্বন করে থাকে। হাসান বসারী (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল লোকে তো আপনার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে থাকে। উত্তরে তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) হাদীস দ্বারা তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যারা দীনের ক্ষেত্রে বিদ্'আতী এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে পাপাচারী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٢٧ -[١٤] عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابَهُ وَجُنْدَبٌ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ سَمَّعَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩২৭-[১৪] আবূ তামীমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি সফ্ওয়ান ও তাঁর সঙ্গীদের নিকট উপস্থিত হই, তখন জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে কিছু উপদেশ দিলেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বিশেষ কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক নিজের 'আমালের কথা লোকেদেরকে শুনায়, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন (লোক সম্মুখে)

---

[১৭১] য'ঈফ : তিরমিযী ২৪৫৩, কারণ 'আত্বা খুরাসানী য'ঈফ। অন্য সানাদে 'আবদুল 'আযীয ইবনু হুসায়ন য'ঈফ। বিস্তারিত য'ঈফাহ্ ১৬৭০, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৬৪ পৃ.; শু'আবুল ৬৯৭৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৯২৩।

Scanned by CamScanner

তাকে লাঞ্ছিত করবেন, আর যে ব্যক্তি কষ্টের পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামাতের দিন কষ্টে পতিত করবেন। তারা বললেন, আপনি আমাদেরকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মানুষের যে বস্তু নষ্ট হয় তা হলো তা পেট। অতএব যথাসম্ভব সে যেন শুধু হালাল খায় এবং এর উপরই অটল থাকে। আর যার সামর্থ্য হয় যে, তার ও জান্নাতের মধ্যে এক চুল্লু প্রবাহিত রক্ত আড়াল না করুক, তবে সে যেন তাই করে। (বুখারী)[১৭২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, «مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» যে ব্যক্তি কঠোরতা আরোপ করবে তথা সে নিজের সাধ্যের বাইরে কষ্ট করে অধিক 'আমালের চেষ্টা করবে অথবা অন্যকে তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দিবে আল্লাহ তা'আলাও ক্বিয়ামাত দিবসে তার ওপর কঠোরতা আরোপ করবেন।

«قَالُوا: أَوْصِنَا» সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে উপদেশ দিন। অথবা সানাদে উল্লেখিত সফওয়ান এবং তার সঙ্গীগণ জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন, আমাদেরকে আরো উপদেশ দিন।

«فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ» অতঃপর তিনি বললেন, দুনিয়াতে সর্বপ্রথম মানুষের শরীরের যে অঙ্গটি নষ্ট হবে বা দুর্গন্ধ ছড়াবে তা হলো মানুষের পেট। কেননা তা নষ্টের স্থান। অথবা, মৃত্যুর পর ক্ববরে সর্বপ্রথম পেট ফেটে দুর্গন্ধ ছড়াবে।

(فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا) যে ব্যক্তি পবিত্র খাদ্যদ্রব্য তথা হালাল খেতে সক্ষম সে যেন তাই করে অর্থাৎ সাধ্যানুযায়ী হালাল খায়। মনের খাহেশ মিটানোর জন্য অবৈধভাবে বেশি উপার্জন না করে বৈধ পন্থায় হালাল খাদ্য কম খাওয়ার চেষ্টা করে।

(وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ) আর যে ব্যক্তি প্রথম পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশকারী সফল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম, সে যেন এক মুঠো রক্ত প্রবাহিত করে জান্নাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। অর্থাৎ সাধ্যানুযায়ী সামান্য পরিমাণ অবৈধ কাজে জড়িত না হয়। যদি একমুঠো রক্ত প্রবাহিত করার কারণে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে যে বেশি পরিমাণে করবে তার কি অবস্থা হবে? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১৩/৭১৫২)

٥٣٢٨ -[١٥] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلٰى مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُتَفَقَّدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدٰى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৩২৮-[১৫] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদের দিকে বের হয়ে মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নাবী ﷺ-এর ক্ববরের নিকট দেখে বললেন, কিসে

[১৭২] সহীহ : বুখারী ৭১৫২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৪৪৪, শু'আবুল ঈমান ৫০১২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ১৬৩৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৪৯৫।

Scanned by CamScanner

আপনাকে কে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমাকে এমন একটি জিনিস কাঁদাচ্ছে যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- 'রিয়া'-এর সামান্য পরিমাণও শিরক। আর যে লোক আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতার মনোভাব রাখে, সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবান, আল্লাহভীরু, লোকচক্ষু হতে আত্মগোপনকারীদেরকে পছন্দ করেন। তারা হলো এমন সব ব্যক্তি যারা লোকচক্ষু হতে অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের খোঁজ নেয় না এবং তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেও কেউ তাদেরকে (মাজলিসে) আহ্বান করে না। আর তাদেরকে নিজেদের নিকট বসায় না। (অথচ) তাদের হৃদয় হলো হিদায়াতের মশাল। তারা প্রত্যেক অন্ধকারাচ্ছন্ন জীর্ণশীর্ণ কুটির হতে বের হয়। (ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[১৭৩]

ব্যাখ্যা : (مَا يُبْكِيكَ؟) কিসের কারণে তুমি কাঁদছ? রসূলের সাক্ষাতের আশায় নাকি কোন বিপদে পড়ে কাঁদছ? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনা একটি হাদীসের কারণে আমি কাঁদছি যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি।

(إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ) সামান্য পরিমাণ রিযা হলেই শির্ক। আর তা অন্ধকার রাত্রিতে কালো পাথরের উপর কালো পিপিলিকার পদচারণার আওয়াজ থেকেও সূক্ষ্ম। খুব কম শক্তিশালী লোকই তা থেকে দূরে থাকতে পারে। তাহলে দুর্বলের অবস্থা কি হতে পারে? আর এ কারণেই আমি কাঁদছি। অন্য আরেকটি কারণ হলো আল্লাহর ওয়ালীদেরকে কষ্ট দেয়। কেননা তাদের অধিকাংশই অপ্রকাশ্য থাকেন। মানুষ তাদেরকে কথায় ও কাজে কষ্ট দিয়ে থাকে। হাদীসের পরবর্তী অংশ এ কথার প্রমাণ বহন করে।

(مَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ) যারা কথায় বা কাজে আল্লাহর কোন ওয়ালীকে রাগান্বিত করবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা গুরুতর অপরাধ।

(إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিজে সৎকাজ সম্পাদনকারী ও আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশকারী বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। যারা সকল প্রকার শির্ক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে এবং মানুষের সাথে মেলামেশায় দৃষ্টির অগোচরে থাকে। অধিকাংশ মানুষের চোখের আড়ালে বসবাস করে। তারা এতই অপরিচিত যে, তারা সমাজে অনুপস্থিত থাকলে তাদেরকে খোঁজা হয় না। তারা উপস্থিত থাকলেও তাদেরকে খাওয়ার টেবিলে বসার জন্য দা'ওয়াত দেয়া হয় না এবং তাদেরকে কাছেও ডাকা হয় না।

(قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدٰى) তাদের অন্তরগুলো হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। তারাই হলো হিদায়াতের প্রতীক। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা সকলের উচিত।

(يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ) তাদের আবির্ভাব প্রত্যেক অন্ধকারাচ্ছন্ন ধূলামলিন বাসস্থানে। অর্থাৎ তাদের বাসস্থানগুলো খুবই নগণ্য হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকরণের অভাবে ঘরগুলো ধুলামলিন হবে এবং বাতির অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ইবনু মাজাহ ৩/৩৯৮৯)

٥٣٢٩ - [١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلّٰى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلّٰى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: هٰذَا عَبْدِيْ حَقًّا". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

[১৭৩] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ৩৯৮৯, য'ঈফুল জামি' ২০২৯, সিলসিলাতুল য'ঈফাহ্ ২৯৭৫, আবূ কুহযম য'ঈফ। দেখুন- য'ঈফাহ্ ২৯৭৫।

Scanned by CamScanner

৫৩২৯-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যখন প্রকাশ্যে সলাত আদায় করে তখন উত্তমভাবে আদায় করে এবং যখন নির্জনে সলাত আদায় করে তখনও অনুরূপ উত্তমভাবেই আদায় করে। এমন বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে-ই আমার প্রকৃত বান্দা। (ইবনু মাজাহ)[১৭৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ) বান্দা যখন প্রকাশ্যে সলাত আদায় করার সময় সকল প্রকার শর্ত, ওয়াজিবাত, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলো উত্তমরূপে আদায় করে, এমনিভাবে সমস্ত 'ইবাদাতেই প্রকাশ্যে সুন্দর করে আদায় করে।

আবার মানুষের দৃষ্টির অগোচরে 'ইবাদাত করলেও সুন্দর করে 'ইবাদাত করে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, (هٰذَا عَبْدِىْ حَقًّا) আমার এ বান্দা সত্যিই একনিষ্ঠ। তার সমস্ত কার্যকলাপ নিফাক্ব থেকে মুক্ত। সম্ভবত এ কারণেই রসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাত ও নাফ্‌ল সলাত বাড়ীতে আদায় করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٣٠ - [١٧] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُ ذٰلِكَ. قَالَ: «ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلٰى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ»

৫৩৩০-[১৭] মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : শেষকালে এমন কতক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা দৃশ্যত হবে বন্ধু, পক্ষান্তরে গোপনে হবে শত্রু। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তা কিভাবে হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, তাদের কেউ কারো কাছ থেকে স্বার্থের বশীভূত এবং একে অন্যের পক্ষ থেকে ভীত হওয়ার কারণে।[১৭৫]

ব্যাখ্যা : (يَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ) শেষ যামানায় এমন অনেক দলের আবির্ভাব হবে যারা প্রকাশ্যে ভ্রাতৃত্ব সুলভ আচরণ করবে কিন্তু গোপনে শত্রুতা পোষণ করবে।

(فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُ ذٰلِكَ) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তার কারণ কি? তিনি (ﷺ) উত্তরে বললেন, প্রত্যেক দল অপর দলের প্রতি লোভ করার কারণে এবং একদল অপর দলকে ভয় করার কারণে।

মূলত এটা আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা বা আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করার উদ্দেশে নয়। বরং তাদের ভ্রান্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এমন করবে। কখনো কোন সম্প্রদায়ের প্রতি নিজেদের স্বার্থে ভালোবাসা প্রকাশ করবে আবার কখনো অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করবে।

অতএব মানুষের সাথে এমন ভালোবাসা এবং শত্রুতার কোন মূল্য নেই। কেননা এসব নিজেদের প্রসিদ্ধির জন্যই করবে, আল্লাহ ওয়াস্তে নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৭৪] য'ঈফ : বাকিয়্যাহ্ য'ঈফ, ইবনু মাজাহ ৪২০০, য'ঈফুল জামি' ১৪৯৮।

[১৭৫] য'ঈফ : সানাদ য'ঈফ কারণ সানাদে আবূ বাক্‌র ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ মারইয়াম য'ঈফ, আর হাবীব ইবনু 'উবায়দ আর্ রুহাবী মু'আয رضي الله عنه-কে পাননি; মুসনাদে আহমাদ ২২১০৮।

Scanned by CamScanner

٥٣٣١ - [١٨] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ» رَوَاهُمَا أَحْمَدُ

৫৩৩১-[১৮] শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে লোক মানুষকে দেখানোর জন্য সলাত আদায় করে, সে শির্‌ক করল। যে দেখানোর নিয়্যাতে সিয়াম রাখল সে শির্‌ক করল, আর যে দেখানোর জন্য দান করল সেও শির্‌ক করল। আর যে দেখানোর জন্য সদক্বাহ্-দান করল সেও শির্‌ক করল। [উপরিউক্ত হাদীস দু'টি ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন][১৭৬]

ব্যাখ্যা : (مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ) যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সলাত আদায় করবে, তারা ছোট শির্‌কে লিপ্ত হবে। এমনিভাবে যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সওম পালন করবে তারাও শির্‌ক করবে। এখান থেকে জানা যাচ্ছে যে, সিয়ামের ক্ষেত্রেও রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও কেউ এটাকে অস্বীকার করে। কেননা সিয়াম নিয়্যাতের উপর নির্ভর করে। আর এখানে রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে বলা যায় এক্ষেত্রে রিয়া পাওয়া সম্ভব শারীকানা ভিত্তিতে। যেমন- কেউ সওম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি খ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বা অন্য উদ্দেশে জড়িত হলে। এমনিভাবে লোক দেখানো উদ্দেশে দান করলে সেও শির্‌ক করবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٣٢ - [١٩] وَعَنْهُ أَنَّهُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرْتُهُ فَأَبْكَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ» قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا وَلٰكِنْ يُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ. وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৩৩২-[১৯] উক্ত রাবী (শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, ঐ কথাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। এখন তার স্মৃতি আমাকে কাঁদাচ্ছে। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মাতের ওপর প্রচ্ছন্ন শির্‌ক ও গোপন প্রবৃত্তির আশঙ্কা করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার পরে আপনার উম্মাত কি শির্‌কে জড়াবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, জড়াবে। অবশ্য তারা সূর্য, চন্দ্রের উপাসনা করবে না, পাথর এবং মূর্তির পূজা করবে না, কিন্তু নিজেদের 'আমালসমূহ মানুষকে দেখানোর নিয়্যাতে করবে। আর গোপন প্রবৃত্তি হলো- যেমন তাদের কেউ সিয়ামবস্থায় সকাল করল, এরপর তার সম্মুখে প্রবৃত্তির কোন আগ্রহ উপস্থিত হলে সে সিয়াম পরিহার করে দেয়। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[১৭৭]

---

[১৭৬] য'ঈফ : শাহ্‌র ইবনু হাওশাব য'ঈফ।

[১৭৭] য'ঈফ : কারণ সানাদে 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যায়দ আয্ যাহিদ আল ক্বাস, সে মাতরূক, যেমনটি আছে "আল জারহ" ৬/১৭/২০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي الشِّرْكَ) আমি আমার উম্মাতের ওপর সবচেয়ে বেশি ভয় করছি লুক্কায়িত বা গোপন শির্কের যেমনটি কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ» আমি আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয় করছি তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ) গোপন প্রবৃত্তি। হাদীসের শেষাংশে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, (أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ) অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সওমের নিয়্যাত করবে, অতঃপর তার নিকট খাওয়া, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি কামনা-বাসনা জাগ্রত হলে, ফলে সে সওমকে ভেঙ্গে ফেলবে। আর এর মাধ্যমে সে হারামে লিপ্ত হবে। যেহেতু সে বিনা প্রয়োজনে আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করে মনের প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ইবনু মাজাহ শরাহ ৩/৪২০৫)

٥٣٣٣ -[٢٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟» فَقُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيَزِيدَ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَىٰ مِنْ نَظَرِ رجلٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫৩৩৩-[২০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা মাসীহ-দাজ্জাল সম্পর্কে একে অপরের মাঝে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে এসে বললেন, সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপারে অবগত করব না যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসীহ-দাজ্জাল হতেও অধিক ভয়ানক? আমরা বললাম, হ্যাঁ, বলুন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (ﷺ) বললেন, তা হলো গোপনীয় শির্ক অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সলাতে দাঁড়িয়ে এজন্য সলাতকে দীর্ঘায়িত করে যে, তার সলাত কোন ব্যক্তি দর্শন করছে। (ইবনু মাজাহ)[১৭৮]

ব্যাখ্যা : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي) আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না বা শিখিয়ে দিব না যা আমার নিকট তথা আমার শারী'আতে তোমাদের জন্য অধিক ভয়ের কারণ হবে দাজ্জালের ফিতনার চাইতেও। কেননা দাজ্জালের প্রকাশের সময় ও তার ফিতনাহ্ নির্ধারিত এবং তোমাদের জন্য তা থেকে হিফাযাত থাকা সম্ভব।

(فَقُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللّٰهِ) আমরা বললাম, হ্যাঁ! হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, (الشِّرْكُ الْخَفِيُّ) লুক্কায়িত শির্ক। আর তা হলো কোন ব্যক্তি সলাতের কোন রুকন লম্বা করবে অথবা সলাতের ধরণ পরিবর্তন করবে অথবা সংখ্যাকে বাড়িয়ে দিবে এ কারণে যে, লোকে তার সলাত দর্শন করছে। আল্লাহ যে তাকে দেখছে সেটাকে সে মনেই করবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٣٤ -[٢١] وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»: "يَقُولُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ: اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً وَخَيْرًا؟"

[১৭৮] হাসান : ইবনু মাজাহ ৪২০৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭, সহীহুল জামি' ২৬০৭।

Scanned by CamScanner

৫৩৩৪-[২১] মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : আমি তোমাদের জন্য যে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি আশঙ্কা করছি তা হলো ছোট শির্‌ক। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্‌ক কি? তিনি (ﷺ) বললেন, লোক দেখানো 'আমাল। (আহমাদ)[১৭৯]

আর ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) শু'আবুল ঈমানে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, বান্দাদের 'আমালের বিনিময়ের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকেদেরকে বলবেন, যাও তোমরা সেই সমস্ত লোকেদের কাছে, যাদেরকে দেখিয়ে দুনিয়াতে 'আমাল করেছিলে আর লক্ষ্য করো তাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় বা কোন কল্যাণ পাও কি না?

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ) নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করছি শির্‌কে আসগরের। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : শির্‌কে আসগর কি? তিনি (ﷺ) উত্তর দিলেন : রিয়া বা লোক দেখানো 'আমাল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٣٥ - [٢٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِي صَخْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كَوَّةَ خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ»

৫৩৩৫-[২২] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি এমন কঠিন পাথরের অভ্যন্তরে বসে 'আমাল করে– যার কোন দরজা বা জানালা নেই, এক সময় তার সেই 'আমাল মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বেই, চাই তা (ভালো বা মন্দ) যে কোন ধরনের 'আমালেই হোক বা কেন?[১৮০]

ব্যাখ্যা : (لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِي صَخْرَةٍ) যদি কোন ব্যক্তি একটি কঠিন পাথরের মাঝে অথবা কোন পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে 'ইবাদাত করে। সেখানে কোন দরজা নেই জানালাও নেই।

(خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ) উক্ত 'আমাল মানুষের মাঝে প্রকাশ পাবেই। যে ধরনের 'আমালই হোক না কেন? কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, (مَنْ كَانَ) অর্থাৎ 'আমালকারী তা প্রকাশ করতে চাক বা না চাক তা প্রকাশ হবেই। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ "তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তার প্রকাশকারী"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৭২)। (ইবনু মাজাহ শরাহ ৪২০৫, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٣٦ - [٢٣] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ أَظْهَرَ اللهُ مِنْهَا رِدَاءً يُعْرَفُ بِهِ»

৫৩৩৬-[২৩] 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তির কোন ভালো বা মন্দ স্বভাব গোপনীয়ভাবে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তা কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে দেন। তা দ্বারা তার পরিচয় উন্মোচিত হয়ে পড়ে।[১৮১]

---

[১৭৯] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৬৮৩১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪১৩৯।

[১৮০] য'ঈফ : আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯৪০, য'ঈফাহ্ ১৮০৭, কারণ সানাদে দাররাজ আছে, আবুল হায়সাম থেকে দাররাজ-এর বর্ণিত হাদীস য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৮০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৯৪২, হাকিম ৪/৩১৪।

[১৮১] খুবই য'ঈফ : হাফস্ ইবনু সুলায়মান মাতরূকুল হাদীস; য'ঈফাহ্ ১৯২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯৪২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ) যার মনের ভিতর গোপন অভিপ্রায় লুকায়িত রয়েছে, তা ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক। আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মাঝে এমন একটি আলামাত প্রকাশ করে দিবেন যার দ্বারা তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٣٧ -[٢٤] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ» رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৩৩৭-[২৪] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমি (আমার) এ উম্মাতের প্রতি ঐ সকল মুনাফিক্বদের জন্য শঙ্কিত, যারা একদিকে উপদেশ ও কল্যাণমূলক কথা বলবে, অপরদিকে অন্যায় ও অত্যাচারের বহিঃপ্রকাশ করবে। (উপরিউক্ত হাদীস তিনটি ইমাম বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান উল্লেখ করেছেন)[১৮২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ) আমি এই উম্মাতের ওপর ঐ সকল মুনাফিক্বদের অনিষ্টতার আশংকা করছি। যারা শারী'আতের কথা বলবে এবং উত্তম উপদেশ দিবে কিন্তু বাস্তবে তারা অন্যায় ও যুল্‌ম করবে এবং সরল সঠিক পথ থেকে দূরে থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٣٨ -[٢٥] وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ وَلٰكِنِّي أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِي وَوَقَارًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ" رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৩৩৮-[২৫] মুহাজির ইবনু হাবীব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বিদ্বান ব্যক্তির প্রতিটি কথা গ্রহণ করি না, বরং আমি তার নিয়্যাত ও আগ্রহকে ক্ববূল করি। অতএব যদি তার নিয়্যাত ও আগ্রহ আমার আনুগত্যের অনুকূলে হয়, তাহলে তার নিরবতাকে আমি আমার প্রশংসা এবং তার জন্য তাকে স্থিরতা ও ধৈর্যশীলতার অন্তর্ভুক্ত করি, যদিও মুখের বাক্য দ্বারা সে কিছুই উচ্চারণ না করে থাকে। (দারিমী)[১৮৩]

ব্যাখ্যা : (قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ) আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি 'আলিমের প্রত্যেক কথা ও মুখের নড়াচড়ার দিকে তাকাই না বরং তার অবস্থা অন্তরের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করি। আর এ অর্থেই আল্লাহ বলেন,

(وَلٰكِنِّي أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ) কিন্তু আমি তার ভালো কাজের নিয়্যাতকে অন্তরে কল্পনা করার সাথে সাথেই গ্রহণ করি। আর যদি গ্রহণ করি নিয়্যাতের সাথেই গ্রহণ করি যদিও তার আগ্রহ তা বিলম্বে বাস্তবায়ন হয়।

(فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي) যদি তার নিয়্যাত ও উদ্দিষ্ট ইচ্ছা আমার আনুগত্যমূলক কাজে হয় তাহলে তার চুপ থাকাকেও আমি আমার ওপর প্রশংসা হিসেবে ধরে নেই এবং ধরে নেই প্রশান্তি ও মজবুত 'ইল্‌ম হিসেবে। যদিও সে প্রশংসামূলক কথা না বলে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৮২] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি তার সানাদ পাইনি, শু'আবুল ঈমান ১৭৭৭; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৬৮।
[১৮৩] খুবই য'ঈফ : দারিমী ২৫২, মুহাজির ইবনু হাবীব মু'যাল। সদাক্বাহ্ মাজহূল, য'ঈফাহ্ ২০৫০।

Scanned by CamScanner

(٦) بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ

অধ্যায়-৬ : ভয় ও কান্না

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٣٣٩ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩৩৯-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল ক্বাসিম (মুহাম্মাদ) ﷺ বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ (নাফরমানদের জন্য আল্লাহর শাস্তি এবং হিসাব-নিকাশের দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে) যদি তোমরা তা জানতে, আমি যা জানি, তাহলে তোমরা কাঁদতে বেশি এবং হাসতে কম। (বুখারী)[১৮৪]

ব্যাখ্যা : (لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ) পরকালে পাপী বান্দাদের কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তির কথা যদি তোমরা জানতে যেমনিভাবে আমি জেনেছি তাহলে তোমরা অনেক কান্নাকাটি করতে অথবা আল্লাহর ভয়ে দীর্ঘসময় কাঁদতে। আর শেষ পরিণতি মন্দ হওয়ার আশঙ্কাকে বেশি প্রাধান্য দিতে অধিক আশা ভরসার চাইতে।

(وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا) এবং খুব কম হাসতে। সম্ভবত হাদীসটি আল্লাহর তা'আলার ঐ বাণীর অনুকূলে হয়েছে যেখানে তিনি বলেন, ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ "তারা যেন কম হাসে এবং বেশি কাঁদে।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৮২)

'আল্লামাহ্ হাফিয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলোচ্য হাদীসে علم বা জানার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব সম্পৃক্ত জ্ঞান এবং পাপী বান্দাদের জন্য তাঁর শাস্তি, মৃত্যুর সময়ের কঠিন অবস্থা, মৃত্যু এবং ক্বিয়ামাত সম্পর্কের জ্ঞান। অতএব এ স্থানে বেশি করে কান্না এবং কম করে হাসার কারণ সুস্পষ্ট। মূলত উদ্দেশ্য হলো বান্দাকে ভয় দেখানো। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৩১৩, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٤٠ - [٢] وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «وَاللّٰهِ لَا أَدْرِيْ وَاللّٰهِ لَا أَدْرِيْ وَأَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩৪০-[২] উম্মুল 'আলা আনসারিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর শপথ! আমি জানি না যে, আমার সাথে (পরকালে) কি ব্যবহার করা হবে? আর এটাও জানি না যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? অথচ আমি হলাম আল্লাহর প্রেরিত দূত। (বুখারী)[১৮৫]

---

[১৮৪] সহীহ : বুখারী ৬৬৩১, মুসলিম ১-(৯০১), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬৫১৩, মুসনাদে বায্যার ৪৬২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৩৩।

[১৮৫] সহীহ : বুখারী ২৬৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৬৩৪, ইসহাক্ব ইবনু রহওয়াইহি ১-২১৯৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (وَاللهِ لَا أَدْرِيْ وَاللهِ لَا أَدْرِيْ وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ) আল্লাহর ক্বসম আমি জানি না, আমার প্রতি পরকালে কি আচরণ করা হবে এবং তোমাদের প্রতিও কি ব্যবহার করা হবে, তা আমি জানি না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলোচ্য হাদীসের কয়েকটি দিক রয়েছে।

এক : রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তখন বলেছিলেন যখন 'উসমান ইবনু মায্'উন মারা গেলে তার স্ত্রী তাকে লক্ষ্য করে বলেছিল, «هَنِيْئًا لَكَ الْجَنَّةُ» "তোমার জন্য সুসংবাদ তুমি জান্নাতী।" গায়েবের ব্যাপারে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এমন মন্তব্য করা নাবী ﷺ তাকে ধমকিস্বরূপ এ হাদীসটি বলেছিলেন।

দুই : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথাটি রহিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর মাধ্যমে, ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ "যাতে আল্লাহ তোমার আগের ও পরের যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করেন"- (সূরাহ্ আল ফাত্হ ৪৮ : ২)।

তিন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর না জানার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানার সাথে সম্পৃক্ত। একদম জানেন না তা নয়।

চার : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর না জানার বিষয়টি পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তিনি ক্ষুধার্থ হবে নাকি পিপাসার্ত, সুস্থ না অসুস্থ, ধনী নাকি গরীব ইত্যাদি বিষয়ে। তবে পরকালীন ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিল না। যেহেতু তিনি এ এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, পরকালে তিনি (ﷺ) হবেন সবার চেয়ে সম্মানী, সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং তার সুপারিশ সর্বাগ্রে গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি।

(ফাতহুল বারী ১২/৭০১৮, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٤١ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا وَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهٗ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩৪১-[৩] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মি'রাজ রাত্রে অথবা স্বপ্নে) আমার সামনে জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হয়। তাতে আমি বানী ইসরাঈলের এমন একজন মহিলাকে দেখতে পাই যাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্যও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে জমিনে চলাফেরা করে পোকামাকড় ইত্যাদি খেতে পারত। পরিশেষে বিড়ালটি তা ক্ষুধায় মরে গেল। আমি আরো 'আম্‌র ইবনু 'আমির আল খুযা'ঈ-কে দেখতে পাই যে, সে জাহান্নামের আগুনে স্বীয় নাড়িভুঁড়িকে টানছে। এ ব্যক্তিই (দেবতার নামে) ষাঁড় ছাড়ার কুরীতি সর্বপ্রথম চালু করেছিল। (মুসলিম)[১৮৬]

ব্যাখ্যা : (عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ) আমার সামনে জাহান্নামে পেশ করা হলো, আমি দেখলাম সেখানে বানী ইসরাঈলের এক মহিলাকে তার একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু তাকে কোন প্রকার খাবার দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে পোকা-মাকড় শিকার করে খেতে পারে। ফলে বিড়ালটি ক্ষুধার কারণে মারা যায়।

---

[১৮৬] সহীহ : মুসলিম ৯-(৯০৪), সহীহুল জামি' ২৩৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২২৭৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২০২৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৩৮১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬২২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৪১।

Scanned by CamScanner

(وَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ) এবং আমি আরো দেখতে পেলাম ‘আম্‌র ইবনু ‘আমির আল খুযা‘ঈ-কে।

‘আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম মাক্কার মূর্তি পূজা চালু করে এবং মূর্তির উদ্দেশে পশু ছেড়ে দেয়া প্রথাকে চালু করে।

(يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ) সে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি নিয়ে টেনে বেড়াচ্ছে।

(وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ) আর সেই সর্বপ্রথম মূর্তির উদ্দেশে পশু ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করে। তার ধরণ হচ্ছে : কোন উট যখন অসুস্থ থেকে সুস্থ হয় অথবা কেউ সফর থেকে ফিরে আসে তখন বলে, আমার এ উটনীটি সায়িবা। উটনীকে বাঁধনমুক্ত করে ছেড়ে দিলে তা যথায় ইচ্ছা চড়ে বেড়াবে, খাদ্য খাবে। তার ওপর কোন বোঝা চাপাবে না, কেউ আরোহণ করবে না, তার দুগ্ধকে দহন করবে না। আর এসব কিছু করত মূর্তির নৈকট্য হাসিল করার জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ৬/৯০৪)

٥٣٤٢ - [٤] وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهٖ» وَحَلَّقَ بِأُصْبَعَيْهِ: الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَتْ زَيْنَبُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَنُهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৪২-[৪] যায়নাব বিনতু জাহ্‌শ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট এসে বললেন, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা‘বূদ নেই। ‘আরবের জন্য মহাবিপদ সেই দুর্যোগের কারণে, যা অতি কাছাকাছি। ইয়া’জূজ মা’জূজ-এর প্রাচীর আজ এই পরিমাণ খুলে গিয়েছে। এটা বলে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার নিকটবর্তী (তর্জনি) অঙ্গুলি গোল করে (ছিদ্রের পরিমাণটি) দেখালেন। তখন যায়নাব (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে ভালো লোক থাকাবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেড়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৭]

ব্যাখ্যা : (وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ) ‘আরবদের জন্য দুর্ভোগ। দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়াকে وَيْلٌ বলা হয়। ‘আরবদেরকে নির্দিষ্ট করে বলার কারণ হলো : সে সময় অধিকাংশ ‘আরবরাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইয়া’জূজ মা’জূজ বাহিনীর অনিষ্টের কারণে, যারা ‘আরবদের সাথে যুদ্ধ করবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার সংলগ্ন আঙ্গুলকে একত্রিত করে বৃত্ত তৈরি করে দেখিয়ে বললেন, ইয়া’জূজ মা’জূজ তাদের প্রাচীরের এই পরিমাণ খুলে ফেলেছে। আর প্রাচীর খুলে বাহিরে বের হওয়া ক্বিয়ামাতের আলামাত। তারা দাজ্জাল বের হওয়ার পরেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। মূলত ইয়া’জূজ ও মা’জূজ আদাম (আলায়হিস সালাম)-এর বংশধরের দু’টি কাফির সম্প্রদায়।

---

[১৮৭] সহীহ : বুখারী ৩৩৪৬, মুসলিম ১-(২৮৮০), তিরমিযী ২১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৩, সহীহুল জামি‘ ৭১৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৩১১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৮৭, মুসান্নাফ ‘আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৭৪৯, মুসনাদে ‘আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৩০৮, মুসনাদে আহমাদ ২৭৪৫৪, আবূ ইয়া‘লা ৭১৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৭, শু‘আবুল ঈমান ৭৫৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৩১১, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ১৯৪৩৫, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৭৩১৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৬৯২।

Scanned by CamScanner

(قَالَتْ زَيْنَبُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَنُهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟) যায়নাব رضي الله عنها বললেন, আমরা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হব অথচ আমাদের মাঝে অনেক নেক বান্দা থাকবে, বলা হয়েছে সৎ বান্দার ওপর নির্ভর করার ভিত্তিতে। রসূল ﷺ উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, ভালো রয়েছে। লোকেরাও ধ্বংস হবে যখন অশ্লীলতা বেড়ে যাবে। অশ্লীলতা বলতে পাপাচার, শির্‌ক, কুফরী ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬/২১৮৭)

٥٣٤٣ -[٥] وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ": «الْحَرَّ» بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ بِالْخَاءِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ الْأَثِيرِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيثِ. وَفِيْ كِتَابِ «الْحُمَيْدِيِّ» عَنِ الْبُخَارِيِّ وَكَذَا فِيْ «شَرْحِهِ» لِلْخَطَّابِيِّ: «تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ»

৫৩৪৩-[৫] আবূ 'আমির অথবা আবূ মালিক আল আশ্‌'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের মধ্যে কতিপয় সম্প্রদায় জন্মাবে যারা রেশমি কাতান এবং রেশমি কাপড় ব্যবহার করা, মদ্যপান করা এবং গান-বাদ্য করা বৈধ মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। সন্ধ্যায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে বাড়িঘরে প্রস্থান করবে (এমনি সময় তাদের নিকট কোন লোক তার প্রয়োজন নিয়ে আসলে তারা বলবে), আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এসো, কিন্তু রাত্রের আধারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পর্বতটিকে (তাদের ওপর) ধসিয়ে দেবেন। আর কারো কারো আকৃতিকে বানর ও শূকরে পরিবর্তিত করে দেবেন, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা বহাল থাকবে। (বুখারী)[১৮৮]

মাসাবীহের কোন কোন গ্রন্থে «الْخَزُّ»-এর স্থলে «الْحَرَّ» ح ও ر দ্বারা শব্দ গঠিত রয়েছে। কিন্তু তা অশুদ্ধ। বস্তুত এখানে «الْخَزُّ» অর্থাৎ خ ও ز সংযুক্ত শব্দই হবে। হুমায়দী ও ইবনু আসীর (রহিমাহুল্লাহ) অত্র হাদীসের বর্ণনায় অনুরূপই বলেছেন। আর হুমায়দীর কিতাবে বুখারী থেকে এবং ঐভাবে বুখারীর শরাহ গ্রন্থে ইমাম খত্ত্বাবী হতে হাদীসে বর্ণিত বাক্যটি নীচে উল্লিখিত শব্দে বর্ণিত রয়েছে- «تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ» "এমনি সময় তাদের নিকট কোন লোক তার প্রয়োজন নিয়ে আসলে তারা বলবে"।

ব্যাখ্যা : (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ) আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যার খাস বা এক ধরনের রেশমী কাপড় যা ঘোড়ার পিঠে পিছিয়ে বসা হয়, পাতলা রেশমী কাপড়, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র হালাল মনে করবে।

হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে কিছু সম্প্রদায় উল্লেখিত হারাম সামগ্রীকে কিছু বানোয়াট মনগড়া দলীলের ভিত্তিতে বৈধ মনে করবে। যেমন তাদের কোন কোন 'আলিম বলবে : রেশমী কাপড় যদি শরীরের সাথে

---

[১৮৮] সহীহ : বুখারী ৫৫৯০, আবূ দাউদ ৪০৩৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৬৭।

Scanned by CamScanner

লেগে থাকে তাহলে হারাম হবে। কিন্তু যদি কাপড়ের উপর দিয়ে পরিধান করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এটা রসূল ﷺ-এর হাদীসের স্পষ্ট বিরোধী। তিনি (ﷺ) বলেছেন, «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» "যারা দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করবে তারা পরকালে তা পরিধান করতে পরবে না।" (সহীহুল বুখারী)

তারা আরো বলে থাকে, পূর্ব যুগের অনেক বাদশাহ এবং বিচারকগণ রেশমী কাপড় পরতেন। যদি হারামই হত তাহলে পরতেন না ইত্যাদি।

(وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ) আর কিছু সম্প্রদায় পাহাড়ের পাদদেশে তাদের চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে বিচরণ করতে থাকবে। 'আলিমদের কাছে হাদীস-কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকবে। অথবা, তাদের রাখাল সকাল বিকাল চতুষ্পদ প্রাণী নিয়ে আসবে। ওগুলোর দুধ ও গোবর দ্বারা উপকৃত হবে।

(يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا) তাদের কাছে কোন লোক কোন কিছুর প্রয়োজনে আসলে বলবে, আগামীকালে আমাদের কাছে এসো। অতঃপর রাত্রিতেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর শাস্তি বর্ষণ করবেন, ফলে তাদের কিছু অংশের উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে এবং কিছু লোককে বানর ও শুকরে পরিণত করবেন। তারা বিকৃত অবস্থায় মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে অথবা তারা এই বিকৃত চেহারা নিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১০/৫৫৯০, 'আওনুল মা'বূদ ৭/৪০৩৫)

٥٣٤٤ -[٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلٰى أَعْمَالِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৪৪-[৬] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করেন তখন উক্ত শাস্তি তাদের সকলকে পেয়ে বসে। অতঃপর আখিরাতে তাদেরকে আপন 'আমাল অনুযায়ী উঠানো হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৯]

ব্যাখ্যা : (إِذَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا) আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে তাদের খারাপ কৃতকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করেন, তখন সম্প্রদায়ের ভালো মন্দ সকলের ওপর শাস্তি বর্ষিত হয়। অতঃপর হাশরের মাঠে প্রত্যেকেই তাদের কৃতকর্ম নিয়ে উঠবে। ভালোরা ভালো 'আমাল দিয়ে এবং মন্দরা মন্দ 'আমাল নিয়ে। অতঃপর প্রত্যেকেই তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করবে। ভালো হলে ভালো আর মন্দ হলে মন্দ পরিণতি ভোগ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১৩/৭১০৮)

٥٣٤٥ -[٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩৪৫-[৭] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক বান্দাকে ক্বিয়ামাতের দিন সে অবস্থায় উঠানো হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম)[১৯০]

---

[১৮৯] সহীহ : বুখারী ৭১০৮, মুসলিম ৮৪-(২৮৭৯), সহীহুল জামি' ৩০৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬২২, মুসনাদে আহমাদ ৪৯৮৫, আবূ ইয়া'লা ৫৫৮২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩১৫।

[১৯০] সহীহ : মুসলিম ৮৩-(২৮৭৮), সহীহুল জামি' ৮০১৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৬৭৪৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১০১৩, মুসনাদে আহমাদ ১৪৫৮৩, আবূ ইয়া'লা ১৯০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭৩১৩, শু'আবুল ঈমান ৩৫৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯০৭৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১২৫৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ) প্রত্যেক বান্দাকে হাশরের মাঠে তার কৃতকর্ম নিয়ে উঠানো হবে। তা ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٤٦ -[٨] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৫৩৪৬-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জাহান্নামের মতো ভয়ঙ্কর কোন জিনিস আমি কক্ষনো দেখিনি, পলায়নকারী যা হতে ঘুমিয়ে রয়েছে। আর জান্নাতের মধ্যে আনন্দদায়কও কোন জিনিস দেখিনি, অন্বেষণকারী যা হতে ঘুমিয়ে রয়েছে। (তিরমিযী)[১৯১]

ব্যাখ্যা : (مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ) আগুনের বা জাহান্নামের চেয়ে ভয়ানক কিছু রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

(نَامَ هَارِبُهَا) আগুন কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তাকে পলায়নকারী ঘুমিয়ে আছে, উদাসীন রয়েছে অথচ এটা আগুন থেকে পলায়নকারীর বৈশিষ্ট্য নয়। তার উচিত হলো পাপ কাজ দ্রুত পরিহার করে আনুগত্যমূলক কাজে দ্রুত ঝাপিয়ে পড়া।

(وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا) এবং জান্নাতের মতো নি'আমাতপূর্ণ এবং মেহমানদারীর জায়গা অন্য কোথাও দেখিনি তথাপি এর অন্বেষণকারীরা ঘুমিয়ে আছে। অথচ তাদের উচিত ছিল উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছাতে সকল প্রকার আদেশ নিষেধ পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৬০১)

٥٣٤٧ -[٩] وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنِّىْ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللّٰهِ». قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫৩৪৭-[৯] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি যা দেখতে পাই তোমরা তা দেখতে পাও না। আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। (ভারী ওযনে) আসমান কড়মড় করছে, আর এরূপ শব্দ কারা তার জন্য মানানসই বটে। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আসমানের মধ্যে চার অঙ্গুলি জায়গাও এমন নেই যেখানে মালাক (ফেরেশতা)'র ললাট আল্লাহর জন্য

[১৯১] হাসান : তিরমিযী ২৬০১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫১, সহীহুল জামি' ৫৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৬২, শু'আবুল ঈমান ৩৮৮।

Scanned by CamScanner

সাজ্‌দারত নয়। (আখিরাতের বিভীষিকা সম্পর্কে) আমি যা অবগত আছি, যদি তোমরা জানতে পারতে তাহলে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি। আর বিছানায় স্ত্রীদের সাথে উপভোগ বিলাসে লিপ্ত হতে না, বরং চিৎকার করে আল্লাহর আশ্রয় লাভের জন্য জঙ্গলে চলে যেতে। (এতদ্‌শ্রবণে) আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলে উঠলেন, হায় রে! যদি আমি (মানুষ না হয়ে) বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হয়। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১৯২]

ব্যাখ্যা : (إِنِّىْ أَرٰى مَا لَا تَـرَوْنَ) আমি যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না এবং যা শুনি তোমরা তা শুনতে পাও না।

(أَطَّتِ السَّمَاءُ) আকাশ মালায়িকার (ফেরেশতাদের) 'ইবাদাতে মুখরিত ধ্বনিতে শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এবং তার জন্য এটাই উপযুক্ত। সেখানে চার আঙ্গুল পরিমাণও জায়গা ফাঁকা নেই, সর্বত্র মালাক (ফেরেশতা) সাজদায় অবনত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ﴿وَمَا مِنَّـا إِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ﴾ "আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা নির্ধারিত স্থান রয়েছে।" (সূরাহ্ আস্ স-ফ্‌ফা-ত ৩৭ : ১৬৪)

(وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا) আল্লাহর ক্বসম, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে, বেশি বেশি কাঁদতে। আর বিছানায় স্ত্রীদের সাথে আনন্দ করতে না। তোমরা নির্জন ময়দানে বেরিয়ে পড়তে এবং আল্লাহর জন্য কান্নায় লুটিয়ে পড়তে যাতে করে তোমাদের বিপদাপদ বিদূরিত হয়।

(لَوَدِدْتُ أَنِّىْ شَجَرَةٌ تُعْضَدُ) আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমার ইচ্ছা হয়, যদি আমি মানুষ না হয়ে বৃক্ষ হতাম এবং আমাকে কেটে শেষ করা হত, তাহলে আমার কোন হিসাব থাকত না।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৬/২৩১২)

٥٣٤٨ -[١٠] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ. أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৫৩৪৮-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক ভয় পায় সে ভোররাতেই যাত্রা শুরু করে, আর ভোররাতেই যে লোক যাত্রা শুরু করে, সে গন্তব্য স্থলে পৌছতে পারে। জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার পণ্য খুবই দামী। জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার পণ্য হলো জান্নাত। (তিরমিযী)[১৯৩]

ব্যাখ্যা : (مَنْ خَافَ) যারা প্রভাতে শত্রুদলের আক্রমণকে ভয় পাবে।

(أَدْلَجَ) তারা প্রথম রাত্রিতে সফর করবে। (وَمَنْ أَدْلَجَ) যারা প্রথম রাত্রিতে সফর করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌছার আশঙ্কা করবে তারা রাত্রিতে বিনিদ্রিত থাকবে।

(بَلَغَ الْمَنْزِلَ) যারা রাত্রিতে বিনিদ্রিত থাকবে তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে যাবে।

---

[১৯২] لوددت أنى كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ অংশটুকু ব্যতীত হাসান : তিরমিযী ২৩১২, ইবনু মাজাহ ৪১৯০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৮০, মুসনাদে বায্‌যার ৩৯২৫, মুসনাদে আহ্‌মাদ ২১৫৫৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৮৮৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৭১৯।

[১৯৩] সহীহ : তিরমিযী ২৪৫০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫৪, ২৩৩৫, সহীহুল জামি' ৬২২২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৭৭, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১৪৬০, শু'আবুল ঈমান ১০৫৭৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮৫২।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ এ উপমাটি দিয়েছেন তাদের জন্য যারা পরকালের উদ্দেশে যাত্রাকারী। কেননা শায়ত্বন তাদের পথে বাধা দিবে। প্রবৃত্তির তাড়না এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তার সাহায্যকারী হবে। যদি সে তার যাত্রাপথে সজাগ থাকে এবং তার কার্যকলাপে একনিষ্ঠ থাকে, তাহলে সে শায়ত্বনের চক্রান্ত এবং তার সহযোগীর সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে নিরাপদে থাকবে।

(أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ) সাবধান! আল্লাহ তা'আলার পণ্যসামগ্রী তথা জান্নাতের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী অনেক মূল্যবান।

(أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ) সাবধান! জেন রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার মূল্যবান পণ্যসামগ্রী হচ্ছে উন্নতমানের জান্নাত আর এর ক্রয়কারী সামগ্রী হচ্ছে পরকালীন 'আমাল। যার ইঙ্গিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে,

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ "আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।" (সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ ১৮ : ৪৬)

আর এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে, ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১১)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৪৫০)

٥٣٤٩ -[١١] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي» كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ"

৫৩৪৯-[১১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নাম হতে ঐ ব্যক্তিকে বের করে নাও, যে একনিষ্ঠ অন্তর একদিন আমাকে স্মরণ করেছে অথবা কোন এক স্থানে আমাকে ভয় করেছে। (তিরমিযী আর বায়হাক্বী'র "কিতাবিল বা'সি ওয়ান্ নুশূর")[১৯৪]

ব্যাখ্যা : (أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي) যারা ঈমানের সাথে একনিষ্ঠভাবে আমার যিক্‌র করেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও।

(يَوْمًا) একদিন বা কিছু সময় বা কাল।

(أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ) অথবা পাপকাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে, কোন একস্থানে আমাকে ভয় করেছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

"আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।" (সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ : ৪০-৪১)

---

[১৯৪] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৯৪, শু'আবুল ঈমান ৭৪০, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৬৫, য'ঈফুল জামি' ৬৪৩৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৫। কারণ মুবারক ইবনু ফুযালাহ্ 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে আর সে একজন মুদাল্লিস। হ্যাঁ! হাকিম ১/৭০ পৃ.; তিনি তার শোনার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন আর তাকে সহীহ বলেছেন, যাহাবীও তাকে সমর্থন করেছেন। তবে সে সূত্রে মুআম্মালে ইবনু ইসমা'ঈল নামের বর্ণনাকারী আছে, যে য'ঈফ। দেখুন- তাখরীজ যিলালুল জান্নাহ্ হা. ৮৩৩। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৭২ পৃ. হা. ৫৫৭৯।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ উক্ত হাদীসে একনিষ্ঠতার সাথে যিক্‌র করার কথা বলেছেন। আর তা হচ্ছে অন্তরের একনিষ্ঠতার সাথে বিশুদ্ধ নিয়্যাতে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অন্যথায় সকল কাফিরই মৌখিকভাবে আল্লাহর যিক্‌র করে অন্তর দিয়ে নয়। এ কথার প্রমাণ হলো নাবী ﷺ-এর বাণী, «مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ» "যে ব্যক্তি অন্তরের একনিষ্ঠতার সাথে '*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*'-এর স্বীকৃতি প্রদান করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" আর ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা এবং তাকে আনুগত্যের কাজে নিয়োগ করা। নতুবা এটা হবে মনের প্রলাপ বাক্য এবং অস্থিরতা, যাকে ভয় বলা যায় না। আর তা হয়ে থাকে ভয়ঙ্কর কোন কিছু দর্শন করার ফলে। অতঃপর যখন উক্ত কারণ চলে যায় মন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

'আল্লামাহ্ ফুযায়ল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর? তখন তুমি চুপ থাকবে। কেননা তুমি যদি বল; না, তাহলে কুফরী করবে। আর যদি বল : হ্যাঁ, তাহলে মিথ্যা বলবে। এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত করেছেন ঐ ভয়ের দিকে যা মূলত পাপ কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৪৯৪)

٥٣٥٠ -[١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولٰئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫৩৫০-[১২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার (নিম্নবর্ণিত) এ আয়াতটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ "এবং যারা তাদের যা দান করার তা ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তরে দান করে"– (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৬০)। এরা কি তারা- যারা মদ্যপান করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, না, হে সিদ্দীক্বের কন্যা! বরং তারা এ আশঙ্কায় ভীত থাকে তাদের এ সমস্ত কাজগুলো সম্ভবত ক্ববূল নাও হতে পারে। এরা ঐ সমস্ত লোক যারা অগ্রগামী থাকে কল্যাণময় কাজে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১৯৫]

ব্যাখ্যা : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا﴾ "যারা যাকাত দেয় ও দান-খয়রাত ইত্যাদি কাজে অর্থ ব্যয় করে" ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ "এবং তাদের অন্তর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে" এ কারণে যে, যদি তাদের দান ক্ববূল না হয় অথবা সঠিক পন্থায় ব্যয় না করার কারণে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হয়। আয়াতের বাকী অংশ হচ্ছে, ﴿أَنَّهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ "তারা তো তাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।"

(أُولٰئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) "তারা তো কল্যাণকর কাজে সর্বদা দ্রুত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।" «وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» "এবং তারা তাতে অগ্রগামী"– (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৬১)। অর্থাৎ তারা সমস্ত মানুষের চাইতে আনুগত্যমূলক কাজে অগ্রগামী। অথবা, সাওয়াবের দিকে অথবা জান্নাতের দিকে।

(أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟) 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها প্রশ্ন করলেন, তাদের ভীত হওয়ার কারণ কি? তাহলে তারা কি মদ পান করে এবং চুরি করে?

---

[১৯৫] সহীহ : তিরমিযী ৩১৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৯৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৪৩১।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, না, হে সিদ্দীক্ব-এর কন্যা! বরং তারা হলো ঐ প্রকৃতির লোক যারা সিয়াম পালন করে, সলাত আদায় করে এবং দান-খয়রাত করে। কিন্তু তারা ভয় করে যে, তাদের 'আমালগুলো যদি কৃবূল না হয়। তারা যে মন্দ কাজ করে না তার প্রমাণ হচ্ছে আয়াতে শেষাংশ : ﴿أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ অর্থাৎ "তারা তো সর্বদা কল্যাণকর কাজে দ্রুত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।"

«وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» "এবং তাতে তারা অগ্রগামী।" আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا﴾-এর তাফসীর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮/৩১৭৫)

٥٣٥١ -[١٣] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ اذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৩৫১-[১৩] উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ যখন অতিবাহিত হয়, তখন নাবী ﷺ উঠে (সহাবীগণকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রলয়ঙ্কারী কম্পন আগত। তার পিছনে আসছে আর এক কম্পন (ক্বিয়ামাতপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুঁৎকার) মৃত্যু তার সাথে জড়িত বিষয়সমূহ নিয়ে আগত হবে, মৃত্যু তার সাথে জড়িত (তার পূর্ব-পশ্চাতের বিপদসহ) বিষয়সমূহ নিয়ে আগত হবে। (তিরমিযী)[১৯৬]

ব্যাখ্যা : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) হে লোকসকল! নাবী ﷺ এখানে 'লোক বলতে' ঐ সমস্ত সহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন যারা আল্লাহ তা'আলার যিক্র করা ও তাহাজ্জুদ ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকত। এখান থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে জেগে উঠে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

(جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ) নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, رَاجِفَة হলো শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার, যার দরুন সমস্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। আর رَادِفَة হলো দ্বিতীয় ফুঁৎকার, যার ফলে ক্বিয়ামাতের দিন সকল প্রাণী জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। মূলত رجف শব্দের অর্থ প্রকম্পিত হওয়া, নড়াচড়া করা। আর পবিত্র কুরআনে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছেন, ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝﴾ "সেদিন ভূকম্পন প্রকম্পিত করবে, তারপর আসবে আরেকটি ভূকম্পন"– (সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ : ৬-৭)। হাদীসে অতীতকালীন সীগা ব্যবহার করা হয়েছে এ কথা বুঝনোর জন্য যে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতএব جاءت (আগত) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতএব তোমরা এর ভীতিকর বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

(جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ) মৃত্যু তার সাথে যা আছে তা নিয়ে এসে গেছে। অর্থাৎ মৃত্যুকালীন সময়ে ও ক্বরে যে কষ্ট রয়েছে এবং তৎপরবর্তীকালে।

এখানে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যার মৃত্যু হয়েছে তার উপর ক্বিয়ামাত তথা ছোট ক্বিয়ামাত ঘটে গেছে যা মূলত বড় ক্বিয়ামাতের প্রমাণ বহনকারী। হাদীসে প্রথম جَاءَ الْمَوْتُ বলে আমাদের

[১৯৬] হাসান : তিরমিযী ২৪৫৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫৪, সহীহুল জামি' ৭৮৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬৭০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৭০, মুসনাদে আহমাদ ২১২৭৯, শু'আবুল ঈমান ১০৫৭৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৫৭৮।

Scanned by CamScanner

পূর্বে ঘটে যাওয়া মৃত্যুর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ দ্বারা যারা বেঁচে আছে তাদের ক্ষেত্রেও এটা অবশ্যই ঘটবে– এ কথার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫/২৪৫৭, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٥٢ -[١٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَلَاةٍ فَرَأَى النَّاسَ كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتُ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ". قَالَ: "فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ" قَالَ: «فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ. فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ. قَالَ: «وَيُقَيَّضُ لَهُ سَبْعُونَ تِنِّينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ إِلَى الْحِسَابِ» قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৩৫২-[১৪] আবূ সা'ঈদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ একদিন সলাতের উদ্দেশে বের হয়ে দেখলেন, লোকেরা যেন হাসছে। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা যদি স্বাদ বিনষ্টকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে তাহলে তা তোমাদেরকে বিরত রাখত তা হতে যা আমি দেখছি। কাজেই তোমরা সেই স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে খুব বেশি স্মরণ কর। প্রতিদিন ক্ববর নিজের ভাষায় এ কথা বলতে থাকে, আমি পরিবার-পরিজনদের হতে দূরবর্তী একটি ঘর। আমি স্বীয় সাথিহীন একাকী ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। আর মু'মিন বান্দাকে যখন দাফন করা হয়, তখন ক্ববর এই বলে তাকে শুভেচ্ছা জানায়, তোমার আগমন বারাকাতময় হোক, তুমি আপনজনের কাছেই এসেছ। আমার পৃষ্ঠের উপরে যারা চলাফেরা করছে, তাদের সকলের চাইতে তুমি ছিলে আমার নিকট অধিক প্রিয়। আজ আমাকে তোমার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক ধার্য করা হয়েছে এবং তোমাকে আমার নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। তুমি অচিরেই দেখতে পারবে আমি তোমার সাথে কিরূপ উত্তম আচরণ করি। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, তখন তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত ক্ববর বিস্তৃত হয়ে যাবে এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে! আর যখন পাপী অথবা কাফিরকে দাফন করা হয়, তখন ক্ববর তাকে বলে তোমার আগমন কল্যাণকর নয় এবং তুমি আপনজনের নিকট আসনি। বস্তুত যারা আমার পৃষ্ঠের উপর বিচরণ করছে তাদের সকলের অপেক্ষা তুমিই ছিলে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। আজ আমাকেই তোমার ওপর পরিচালক বানানো হয়েছে। আমার নিকট তোমাকে ন্যস্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কি ব্যবহার করি। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন তার ক্ববর তার উপর চাপ প্রয়োগ করবে, এমনকি তার পাঁজরের হাড় একটি আরেকটির ভিতরে ঢুকে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলো একটিকে আরেকটির

Scanned by CamScanner

মধ্যে প্রবেশ করিয়ে (পাঁজরের হাড় ঢুকার দৃশ্যই ইঙ্গিতে) দেখালেন। তারপর বললেন, সেই নাফরমান কাফিরের জন্য সত্তরটি বিষধর অজগর স্থির করা হবে (তাদের বিষক্রিয়া এত অধিক হবে যে,) যদি তাদের একটি এই পৃথিবীতে একবার ফুঁক মারে তাহলে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়ায় একটি ঘাসও উৎপন্ন হবে না। অবশেষে তাকে হিসাব-নিকাশে উপস্থিত করানো পর্যন্ত উক্ত অজগরসমূহ তাকে দংশন করতে ও ছোবল মারতে থাকবে। বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ক্ববর মূলত জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত। (তিরমিযী)[১৯৭]

ব্যাখ্যা : (خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَلَاةٍ) নাবী ﷺ সলাতের উদ্দেশে বের হওয়ার বাহ্যিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সেটা ছিল জানাযার সলাত। কেননা নাবী ﷺ-এর ব্যাপারে এটা প্রমাণিত যে, তিনি জানাযাহ্ দেখলে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তেন এবং অল্প কথা বলতেন।

(فَرَأَى النَّاسَ كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ) তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, লোকেরা হাসাহাসি করছে। يَكْتَشِرُونَ শব্দটি كشر মূল ধাতু থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ হাসার জন্য দাঁত বের করা। সম্ভবত এ শব্দটিতে 'তা' হরফটি মুবালাগাহ্ বা আধিক্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এই শব্দ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা অধিক হাসাহাসি ও কথার সমন্বয় করেছিল।

(قَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ) তিনি (ﷺ) বললেন, সাবধান! যদি তোমরা দুনিয়ার স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা বেশি করে স্মরণ করতে।

(لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى) তাহলে তা তোমাদেরকে আমি যে অবস্থায় দেখছি তা থেকে বিরত থাকতে। অর্থাৎ তোমরা গাফেলদের মতো হাসাহাসি ও কথাবার্তায় লিপ্ত হতে না।

(إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ) মূলত ক্ববর হচ্ছে, জান্নাতের একটি বাগান নতুবা জাহান্নামের একটি গর্ত।

সুফ্ইয়ান আস্ সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যারা অধিক মাত্রায় ক্ববরের কথা স্মরণ করে তারাই ক্ববরকে জান্নাতের বাগান হিসেবে পায় আর যারা তা স্মরণ করা থেকে গাফেল থাকে, তারাই ক্ববরকে জাহান্নামের গর্ত হিসেবে পায়।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৪৬০, মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, শারহু ইবনু মাজাহ ৩/৪২৫৮, শারহু সুনান আন্ নাসায়ী ২/১৮২৩)

٥٣٥٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ. قَالَ: «شَيَّبَتْنِي سُورَةُ هُودٍ وَأَخَوَاتُهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৩৫৩-[১৫] আবূ জুহায়ফাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবায়ি কিরামগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি (ﷺ) বললেন, সূরাহ্ হূদ ও ঐরূপ সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। (তিরমিযী)[১৯৮]

---

[১৯৭] য'ঈফ : তিরমিযী ২৪৬০, কারণ পরপর কয়েকজন বর্ণনাকারী য'ঈফ, ক্বাসিম ইবনুল হাকাম আল উরানী, সে 'উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল ওসাফী থেকে, সে 'আত্বিয়্যাহ্ থেকে; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৭৪ পৃ., হা. ৫২৮২।

[১৯৮] সহীহ : তিরমিযী ৩২৯৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫৫, মুসনাদে বায্যার ৯২, আবূ ইয়া'লা ৮৮০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৭৭৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ) হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বার্ধক্যে পৌছে গেছেন অর্থাৎ আপনার তো মাথার চুল পেকে গেছে। তবে 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ বার্ধক্য আসার পূর্বেই আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আপনার মাথায় অনেক চুল পেকে গেছে। যেহেতু তিরমিযী গ্রন্থে আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, «مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بِيضًا» আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ও দাড়িতে ১৪টির বেশি পাকা চুল গণনা করে পায়নি।

(قَالَ: «شَيَّبَتْنِيْ سُورَةُ هُودٍ وَأَخَوَاتُهَا») তিনি (ﷺ) উত্তর দিলেন। আমাকে সূরাহ্ হূদ এবং তার সমজাতীয় সূরাগুলো দুর্বল করে দিয়েছে। কেননা এ সূরাগুলোতে ক্বিয়ামাতের ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মাতের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে উম্মাতের চিন্তায় আমি সময়ের পূর্বে বার্ধক্যে পৌছে গেছি। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮/৩২৯৭, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٥٤ ـ[١٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ. قَالَ: شَيَّبَتْنِيْ هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَذُكِرَ حَدِيثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: لَا يَلِجُ النَّارَ «فِيْ» كِتَابِ الْجِهَادِ.

৫৩৫৪-[১৬] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র রাঃ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, সূরাহ্ হূদ, ওয়াক্বি'আহ্, মুরসালাত, 'আম্মা ইয়াতাসা- আলূন ও ইযাশ্ শাম্সু কুভ্ভিরাত ইত্যাদি আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। (তিরমিযী)[১৯৯]

এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ বর্ণিত হাদীস لَا يَلِجُ النَّارَ... "যারা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না" কিতাবুল জিহাদে উল্লেখ হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (شَيَّبَتْنِيْ هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ...) আমাকে সূরাহ্ হূদ, ওয়াক্বি'আহ্, মুরসলাত, 'আম্মা ও ইযাশ্ শামসু কুভ্ভিরাত সূরাহ্ বার্ধক্যে উপনীত করেছে। কেননা এই সূরাগুলোতে ক্বিয়ামাতের ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٥٥ ـ[١٧] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ. يَعْنِي الْمُهْلِكَاتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩৫৫-[১৭] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হে লোক সকল!) তোমরা এমন সকল কাজ করে থাক যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও চিকন। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। (বুখারী)[২০০]

---

[১৯৯] সহীহ : প্রাগুক্ত।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ) তোমরা কোন বড় ধরনের কাজ করার পরও তা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও অতি নগণ্য বা তুচ্ছ কাজ বলে মনে হয়। অর্থাৎ তোমরা কোন 'আমাল করার পর তা তোমাদের নিকট বিরাট সাওয়াবের কাজ বলে মনে কর অথচ তা প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

(مِنَ الْمُوْبِقَاتِ) বর্ণনাকারী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাকে الْمُهْلِكَاتِ ধ্বংসকারী কাজ হিসেবে গণ্য করতাম। (ফাতহুল বারী ১১/৬৪৯২, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٥٦ - [١٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৩৫৬-[১৮] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে 'আয়িশাহ্! তুমি ঐ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যেগুলোকে ছোট বলে ধারণা করা হবে। কেননা এ সমস্ত ছোট ছোট গুনাহগুলোর খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহ তরফ থেকে (ফেরেশতা) নিয়োজিত রয়েছে। (ইবনু মাজাহ, দারিমী, বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[২০১]

ব্যাখ্যা : (إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ) সগীরা গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা থেকে সাবধান হও। সগীরা গুনাহকে নির্দিষ্ট করে বলার কারণ হলো এ প্রকার পাপ সম্পাদনকারী এটা তুচ্ছ ভেবে তাওবাহ্ করা থেকে বিরত থাকে এবং এক্ষেত্রে আল্লাহর ভয়কে উপেক্ষা করে চলে। যদিও এর উপর অটল থাকলে এটা কাবীরাহ্ গুনাহে রূপান্তরিত হয় আর সগীরা থাকে না। প্রতিটি সগীরা গুনাহ আল্লাহর বড়ত্ব এবং মহিমার তুলনায় বড়, গুনাহ অল্প হলেও তা অনেক বেশি অন্যায়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কখনো কাবীরাহ্ গুনাহকে মোচন করেন কিন্তু সগীরা গুনাহের কারণে শাস্তি প্রদান করেন। আর এটা সূরাহ্ আন্ নিসার ৩১ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যেখানে তিনি বলেছেন, ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ অর্থাৎ শির্ক থেকে নিচের কাবীরাহ্ গুনাহকে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।

(فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا) কেননা সগীরা গুনাহ তুচ্ছকারীকে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত শাস্তি অন্বেষণ করে। অতএব এ থেকে উদাসীন থাকা উচিত নয়। বরং তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ইবনু মাজাহ ৪/৪২৪৩)

٥٣٥٧ - [١٩] وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: قَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِيْ مَا قَالَ أَبِيْ لِأَبِيكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ أَبِيْ قَالَ لِأَبِيكَ يَا أَبَا مُوسٰى هَلْ يَسُرُّكَ أَنَّ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِجْرَتَنَا مَعَهُ وَجِهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلَنَا كُلَّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا؟ وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ؟ فَقَالَ أَبُوكَ لِأَبِيْ: لَا وَاللهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا.

---

[২০০] সহীহ : বুখারী ৬৪৯২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৪৭৩, মুসনাদে বায্যার ৭৪৬৪, মুসনাদে আহমাদ ১১০০৮, আবূ ইয়া'লা ৪৩১৪, শু'আবুল ঈমান ৭২৫৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১২৮০।

[২০১] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৪২৪৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫১৩, ২৭৩১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৪৭২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৬৮, শু'আবুল ঈমান ৭২৬১, দারিমী ২৭২৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৩৭৭।

Scanned by CamScanner

وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَرْجُو ذٰلِكَ. قَالَ أَبِي: وَلٰكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذٰلِكَ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهٗ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ وَاللّٰهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩৫৭-[১৯] আবূ বুরদাহ্ ইবনু আবূ মূসা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার رضي الله عنه আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, না। নিশ্চয় আমার পিতা তোমার পিতাকে বললেন, হে আবূ মূসা! তুমি কি এতে খুশি থাকতে পার যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমাদের ইসলাম এবং তাঁর সাথে আমাদের হিজরত এবং তাঁর সাথে আমাদের জিহাদ এবং তাঁর সাথে আমাদের অন্যান্য সকল ‘আমাল আমাদের জন্য সম্বল হিসেবে গচ্ছিত থাকুক, আর তাঁর ইন্তিকালের পর আমরা যে সমস্ত ‘আমাল করেছি, এতে যদি আমরা (ভালো-মন্দ) সমানে সমানে বেঁচে যাই, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতদশ্রবণে তোমার পিতা আমার পিতাকে বললেন, না, (এতে আমি খুশি নই) আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পরে জিহাদ করেছি, সলাত আদায় করেছি, সিয়াম রেখেছি, আরো বহু ভালো ‘আমাল করেছি এবং আমাদের হাতে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতএব তার ব্যাপারেও আমরা (বিনিময়ে) আশা রাখি। ‘আবদুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, (তোমার পিতার কথা শুনে) তখন আমার পিতা বললেন, কিন্তু আমি সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে ‘উমার-এর প্রাণ! অবশ্য আমি এটাই কামনা করছি যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে আমরা যে সকল ভালো ‘আমালগুলো করেছিলাম শুধু সেগুলো গচ্ছিত থাকলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তাঁর মৃত্যুর পর আমরা যে সমস্ত ‘আমাল করেছি তাতে (উভয় দিক) সামনে সমান থাকলেই যথেষ্ট। তিনি (আবূ বুরদাহ্) বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমার পিতা (আবূ মূসা) হতে আপনার পিতা উত্তম ছিলেন। (বুখারী)[২০২]

ব্যাখ্যা : (بَـرَدَلَنَا) আমাদের জন্য স্থায়ী সাওয়াব যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বারাকাতে এবং তাঁর উপস্থিতিতে নষ্ট হয়নি, ঘাটতি হয়নি।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে এ ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, «الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ» শীতকালে সওম রাখা ঠাণ্ডা গনীমাত তথা তাতে কোন প্রকার কষ্ট এবং ক্লান্তি নেই। আর প্রতিটি প্রিয় জিনিসই হচ্ছে তাদের নিকট শীতল। অথবা এর অর্থ হলো স্থায়ী ও স্থিতিশীল গনীমাত।

(نَجَوْنَا مِنْهُ) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর আমরা যত ‘আমাল করেছি উক্ত ‘আমাল দ্বারা আমরা নাযাত পেয়ে যাই, তাই আমারে জন্য যথেষ্ট।

(كَفَافًا) সমানভাবে। (رَأْسًا بِرَأْسٍ) সমান সমান, আমাদের পক্ষেও না বিপক্ষেও না। তথা এর কারণে আমরা অধিক সাওয়াবও পাব না আবার শাস্তির সম্মুখীনও হব না। (ফাতহুল বারী ৭/৩৯১৫, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٥٨ - [٢٠] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "أَمَرَنِي رَبِّي بِتِسْعٍ: خَشْيَةِ اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضٰى وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأُعْطِيَ مَنْ

[২০২] সহীহ : বুখারী ৩৯১৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৪২০।

Scanned by CamScanner

حَرَمَنِيْ وَأَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِيْ فِكْرًا وَنُطْقِيْ ذِكْرًا وَنَظَرِيْ عِبْرَةً وَآمُرُ بِالْعُرْفِ «وَقِيلَ» بِالْمَعْرُوفِ" رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৫৩৫৮-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার প্রতিপালক আমাকে নয়টি কাজের আদেশ দিয়েছেন– ১. প্রকাশ্যে ও গোপনে যেন আল্লাহকে ভয় করি। ২. রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে যেন ন্যায় কথা বলি। ৩. অভাব ও ধনাঢ্যতা, উভয় অবস্থায় যেন মধ্যমপন্থা অবলম্বন করি। ৪. যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে যেন আত্মীয়তা ধরে রাখি। ৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি। ৬. যে আমার প্রতি অবিচার করে, আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। ৭. আমি যেন নিরবতায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকি। ৮. আমার বচন যেন আল্লাহর যিক্‌রে পরিণত হয়। ৯. আমার দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয় এবং আমি যেন ভালো কাজের আদেশ করি। (রযীন)[২০৩]

ব্যাখ্যা : (أَمَرَنِيْ رَبِّيْ بِتِسْعٍ) আমার প্রতিপালক আমাকে নয়টি বিষয়ে তথা ৯টি অভ্যাস সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

১) (خَشْيَةِ اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ) প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

২) (كَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضٰى) রাগ ও আনন্দ উভয় অবস্থায় ইনসাফ বজায় রাখা।

৩) (وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى) দরিদ্র এবং সচ্ছল উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থায় খরচ করা অথবা ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার মাঝামাঝি অবস্থান করা, বিপদে ভয় না পাওয়া ও সীমালঙ্ঘন না করা।

৪) (وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيْ) যারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখব। আর এটাই হচ্ছে অধিক সহনশীলতা ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ।

৫) (وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِيْ) যারা আমাকে বঞ্চিত করেছে, আমি তাদেরকে দান করব। এটা পরিপূর্ণ মহানুভবতা ও দয়ার প্রমাণ বহনকারী।

৬) (وَأَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ) যে আমাকে যুল্‌ম করেছে তার প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দেই। আর এটাই ধৈর্যের ফল ও মানুষের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশের মাধ্যম।

৭) (وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِيْ فِكْرًا) আমার চুপ থাকাটা যেন আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলি এবং সৃষ্টির নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করার বহিঃপ্রকাশ হয়।

৮) (وَنُطْقِيْ ذِكْرًا) 'আমার কথা' বলতে আল্লাহর তাসবীহ, প্রশংসা, পবিত্রতা, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা, কুরআন তিলাওয়াত এবং মানুষকে উপদেশ প্রদান করা হয়। আর আমার দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয়।

৯) (وَآمُرُ بِالْعُرْفِ «وَقِيلَ» بِالْمَعْرُوفِ) এবং সৎকাজ বা প্রচলিত ভালো কাজের আদেশ দেয়া।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٥٩ -[٢١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

[২০৩] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি এর কোন সানাদ পাইনি। 'রযীন' নামের কোন কিতাব পাওয়া যায় না।

Scanned by CamScanner

৫৩৫৯-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহর ('আযাবের) ভয়ে যে মু'মিন বান্দার দুই চক্ষু হতে অশ্রু বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, অতঃপর তার কিছু চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অবৈধ করে দেন। (ইবনু মাজাহ)[২০৪]

ব্যাখ্যা : (دُمُوعٌ) অশ্রুসিক্ত যার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন ফোটা।

(وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ) যদিও ঐ চোখের পানির পরিমাণ মাছির মাথা সমপরিমাণ হয়।

ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ অতঃপর ঐ পানি শুধু আল্লাহর ভয়ে মুখের উপর গড়িয়ে পড়ে, তাহলেই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ইবনু মাজাহ ৩/৪১৯৭)

(٧) بَابُ تَغَيُّرِ النَّاسِ

অধ্যায়-৭ : মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অধ্যায়

٥٣٦٠ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৬০-[১] ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : মানুষ উটের মতো, যাদের একশ'টির মধ্যে সওয়ারীর উপযোগী একটিও পাওয়া কঠিন হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[২০৫]

ব্যাখ্যা : (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ) মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও গুণাবলির দৃষ্টিকোণ থেকে একশত উটের সাথে তুলনা দেয়া যায়। উক্ত একশত উটের মধ্যে খুব কম এমন উট পাওয়া যাবে যারা শক্তিশালী, জোয়ান এবং আরোহণের উপযোগী। ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে খুব কম লোকই পাওয়া যায় যারা বন্ধু হওয়ার উপযোগী ও ভালোবাসা রাখার উপযুক্ত। যারা তাদের বন্ধুকে সহযোগিতা করবে এবং তার জন্য কোমলতা প্রদর্শন করবে।

ইবনু বাত্ত্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে উদ্ধৃত মানুষ বলতে ঐ সমস্ত লোকেদের বুঝানো হয়েছে যারা উত্তম যুগ তথা সহাবা, তাবি'ঈন ও তাবি'-তাবি'ঈনদের যুগের পরবর্তীতে আসবে। যেহেতু তাদের মধ্যে আমানাতদার কেউ থাকবে না। (ফাতহুল বারী ১১/৬৪৯৮, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ইবনু মাজাহ ৩/৩৯৯০)

---

[২০৪] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৪১৯৭, হাম্মাদ নামের বর্ণনাকারীর নাম মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হুমায়দ আয্ যুরাক্বী, তিনি য'ঈফ। য'ঈফুল জামি' ৫১৯৬, য'ঈফাহ্ ৪৪৯০।

[২০৫] সহীহ : বুখারী ৬৪৯৮, মুসলিম ২৩২-(২৫৪৭), মুসনাদে আহমাদ ৬০৩০, আবূ ইয়া'লা ৫৪৫৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৯৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১২৯২৮।

Scanned by CamScanner

٥٣٦١ -[٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قبلكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ: «فَمَنْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৬১-[২] আবূ সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাস এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে- এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুসরণ করবে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তারা কি ইয়াহূদ ও খ্রিষ্টানরা! তিনি বললেন, তবে আর কারা? (বুখারী ও মুসলিম)[২০৬]

ব্যাখ্যা : (لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قبلكُمْ) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে। এখানে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বলতে ঐ সমস্ত লোকেদের মনোপ্রবৃত্তি ও বিদ্'আত উদ্দেশ্য যা তারা তাদের নাবীদের পরে নিজের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করেছিল এবং দীনের মধ্যে পরিবর্তন এনেছিল ও ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছিল যা ছিল বানী ইসরাঈলের স্বভাব।

(شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ) এক বিঘত্ এবং এক হাত এক হাত অর্থাৎ তারা যেমন করবে তোমরাও ঠিক তেমনি করবে। (حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ) এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে, তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে। এখানে গুইসাপের গর্তের সাথে তুলনা দেয়ার কারণ হলো, এই প্রকার গর্ত খুব সংকীর্ণ ও খারাপ ধরনের। তা সত্ত্বেও যদি তারা সেখানে প্রবেশ করে তাহলে তোমরাও তা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও প্রবেশ করবে, তাদের অনুকরণের স্বার্থে। রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তারা কি ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়?

(قَالَ: فَمَنْ) তিনি উত্তরে বলরেন, যদি তাদেরকে উদ্দেশ্য না করি তাহলে আর কারা হবে? তোমরা আর কাদের অনুসরণ করবে? (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৫৬, শারহুন্ নাবাবী ১৬/২৬৬৯, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٦٢ -[٣] وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩৬২-[৩] মিরদাস আল আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভালো ও সৎ লোকেরা (পর্যায়ক্রমে) একের পর এক চলে যাবে। অতঃপর অবশিষ্টরা যব অথবা খেজুরের নিকৃষ্ট চিটার মতো থেকে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কোন গুরুত্ব দিবেন না। (বুখারী)[২০৭]

ব্যাখ্যা : (يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ) নেককার বান্দারা একের পর এক মৃত্যুবরণ করবে।

(حُفَالَةٌ) নিকৃষ্ট বা নিম্নমানের (লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে)।

(لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً) আল্লাহ তা'আলা তাদের কোন পরোয়াই করবেন না। তাদের মর্যাদাকে বাড়িয়েও দিবেন না এবং তাদের 'আমালকে ওযনও করবেন না। (ফাতহুল বারী ১১/৬৪৩৪, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২০৬] সহীহ : বুখারী ৩৪৫৬, মুসলিম ৬-(২৬৬৯), মুসনাদে আহমাদ ১০৮৩৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৮।

[২০৭] সহীহ : বুখারী ৬৪৩৪, সহীহুল জামি' ৮০৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৯৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫২৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭১০৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৬৭৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৮৮৭।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٦٣ -[٤] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطَاءَ وَخَدَمَتْهُمْ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ سَلَّطَ اللهُ شِرَارَهَا عَلٰى خِيَارِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৩৬৩-[৪] ইবনু ‘উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আমার উম্মাত গর্বের সাথে চলতে লাগবে এবং রাজা-বাদশাহদের সন্তানরা তথা পারস্য ও রূমের রাজ কুমাররা এদের খিদমাতে রত থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা উম্মাতের খারাপ লোকেদেরকে ভালো লোকেদের ওপর শাসক হিসেবে চেপে দেবেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][২০৮]

ব্যাখ্যা : (إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطَاءَ) যখন আমার উম্মাত অহমিকা বেশে দু'হাত দুলিয়ে চলবে।

(وَخَدَمَتْهُمْ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ) এবং রোম ও পারস্যের সন্তানরা তাদের খাদেম হবে এবং তাদের আনুগত্য করবে।

(سَلَّطَ اللهُ شِرَارَهَا عَلٰى خِيَارِهَا) তখন আল্লাহ তা‘আলা উত্তমের ওপর নিকৃষ্টদের ক্ষমতা দান করবেন।

মিরক্বাত ভাষ্যকার বলেন, এ হাদীসটি নাবী ﷺ-এর নুবুওয়্যাতের প্রমাণ বহনকারী। কেননা তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন সংবাদ দিয়েছেন যা পরবর্তীতে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কেননা যখন তারা রোম ও পারস্য দখল করল তখন তারা তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করল এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করল, যার ফলশ্রুতিতে তারা ক্ষমতা কেড়ে নিল এবং ‘উসমান রাঃ-কে হত্যা করল, অতঃপর বানী উমাইয়্যাগণ বানী হাশিম-এর সাথে যা করার তাই করল। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২২৬১, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٦٤ -[٥] وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৩৬৪-[৫] হুযায়ফাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের খলীফাহ্ বা বাদশাহকে হত্যা না করবে, তলোয়ার দ্বারা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হবে এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ ব্যক্তি তোমাদের দুনিয়ার মালিক (শাসক) না হবে। (তিরমিযী)[২০৯]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ) যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের খলীফাকে হত্যা করবে।

(وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ) এবং তোমাদের তরবারি দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মারামারি করবে।

(وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ) অযোগ্য এবং যালিমরা অন্যায়ভাবে রাজত্ব ও সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

---

[২০৮] সহীহ : তিরমিযী ২২৬১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫৭, সহীহুল জামি‘ ৮০১।

[২০৯] য‘ঈফ : ইবনু মাজাহ ৪০৪৩, তিরমিযী ২১৭০, য‘ঈফ ইবনু মাজাহ ৮৭৬, য‘ঈফুল জামি‘ ৬১১১; কারণ ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুর রহমান আল আনসারী আল আশহালী ইবনু মা‘ঈন বলেন, আমি তাকে চিনি না; সে য‘ঈফ। য‘ঈফাহ্ ২০৪৬।

Scanned by CamScanner

অত্র হাদীসটি এ অধ্যায়ে নিয়ে আসার দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত ফিতনাহ্ সংঘটিত হওয়ার কারণ হবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ছেড়ে দেয়ার জন্য।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২১৭০, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٦٥ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৫৩৬৫-[৬] উক্ত রাবী (হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ দুনিয়ার ব্যাপারে অধমের সন্তান সৌভাগ্যের অধিকারী বলে গণ্য না হবে ততক্ষণ ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। (তিরমিযী ও বায়হাক্বী'র "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্")[২১০]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ) যতক্ষণ না তাদের মধ্যে অধিক সম্পদের মালিক, আরামদায়ক জীবনযাপনের অধিকারী এবং উচ্চ ক্ষমতা ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তি দুনিয়ার মালিক হবে।

(لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ) নিকৃষ্টের পুত্র নিকৃষ্ট। অথবা এমন ব্যক্তি যার বংশ জানা যাবে না এবং চরিত্রের প্রশংসা করা হবে না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬২২০৯, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٦٦ -[٧] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكٰى لِلَّذِيْ كَانَ فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِيْ هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِيْ حُلَّةٍ وَرَاحَ فِيْ حُلَّةٍ؟ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرٰى وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ. قَالَ: «لَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৩৬৬-[৭] মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল কুরাযী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সে ব্যক্তিই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যিনি 'আলী رضي الله عنه হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাসজিদে বসাছিলাম। এমন সময় মুস্'আব ইবনু 'উমায়র رضي الله عنه এমন অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন যে, তাঁর চাদরে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। তাঁকে দেখে রসূলুল্লাহ ﷺ কেঁদে দিলেন। (অতীতে) তিনি কতই না সুখ-সাচ্ছন্দে ছিলেন, অথচ আজ তাঁর এ অবস্থা। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন তোমরা সকালে এক জোড়া পরিধান এবং বিকালে আরেক জোড়া পরিধান করে বের হবে। আর তোমাদের সম্মুখে রাখা হবে (পৃথক পৃথক প্রকারের) খানার পেয়ালা এবং তা তুলে নিয়ে রাখা হবে সে স্থলে আরেক পেয়ালা। আর তোমরা ঘরকে এমনভাবে পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করবে, যেভাবে আচ্ছাদিত করা হয় কা'বাহ্ ঘরকে। তখন সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেদিন আমরা আজকের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থায় থাকব। কেননা তখন আমাদের খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা

---

[২১০] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২২০৯, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩৫১, সহীহুল জামি' ৭৪৩১।

Scanned by CamScanner

থাকবে না। ফলশ্রুতিতে আমরা অধিক সময় আল্লাহর 'ইবাদাতের জন্য অবসর ও সুযোগ পাব। নাবী ﷺ বললেন, তোমাদের এ আন্দাজ সঠিক নয়, বরং তোমারা সেদিন অপেক্ষা এখনকার সময় ভালোই আছ। (তিরমিযী)[২১১]

ব্যাখ্যা : (مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ) মুস্‌'আব ইবনু 'উমায়র رضي الله عنه ছিলেন কুরায়শ বংশের। তিনি প্রথমে যারা আবিসিনিয়ার হিজরত করেছিলেন তাদের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। অতঃপর মাক্কায় ফিরে এসে তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ছেড়ে মাদীনায় রসূল ﷺ-এর নিকট হিজরত করেন। অতঃপর বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে তিনি অত্যন্ত আরামপ্রদ জীবনযাপন করতেন এবং সৌখিন পোশাক পরিধান করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর দুনিয়াবিমুখ ছিলেন এবং অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

(مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ) তিনি চামড়ার তালিযুক্ত একটি পোশাক পরিহিত ছিলেন। নাবী ﷺ তার বর্তমান অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। কেননা তিনি অতি কষ্টে জীবনযাপন করেছেন। অথচ তিনি তার সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

(كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ..) তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন তোমাদের ধন-সম্পদ বেড়ে যাবে। ফলে তোমাদের প্রত্যেকে সকালে একধরনের পোশাক পড়বে আবার বিকালে অন্য পোশাক পরবে। সৌখিন জীবনযাপন করবে আর তার সামনে পেয়ালা ভর্তি এক ধরনের খাবার রাখা হবে এবং সেটা উঠানোর সাথে সাথে আবার আরেক ধরনের খাবার ভর্তি পেয়ালা রাখা হবে। যা মূলত সৌখিন জীবনযাপনকারীরা করে থাকে। আর তোমাদের গৃহকে পর্দা দ্বারা সুসজ্জিত করবে যেমন কা'বাহ্ ঘরকে সাজানো হয়।

(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ) তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমরা তখন বর্তমানের চেয়ে ভালো জীবনযাপন করব। 'ইবাদাতের জন্য মুক্ত থাকতে পারব। আর আমাদের খাদেমরা জীবিকা উপার্জনের কাজ করবে।

(قَالَ: «لَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ) নাবী ﷺ বললেন, না, তোমরা সেদিনের চেয়ে এখনই ভালো আছ। কেননা ধনী ব্যক্তির চেয়ে সামান্য জীবিকার দরিদ্ররাই উত্তম। যেহেতু ধনীরা দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে, 'ইবাদাতের জন্য অবসর সময় পায় না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৪৭৬, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٦٧ - [٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلٰى دِينِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

৫৩৬৭-[৮] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, তখন তাদের মধ্যে দীন-শারী'আতের উপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণকারীর অবস্থা হবে হাতের মুষ্টিতে অগ্নিশিখা ধারণকারীর মতো। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সানাদ হিসেবে হাদীসটি গরীব][২১২]

---

[২১১] হাসান : তিরমিযী ২৪৭৬, য'ঈফুল জামি' ৪২৯৩; আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে তিরমিযী ও য'ঈফুল জামি'-তে য'ঈফ বলেন পরে তিনি 'যুহদু হান্নাদ; কিতাবে ২/৩৮৯-৩৯১ পৃষ্ঠায় এর শাহিদ পেয়ে যান। যাতে হাদীসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়, যেমনটি তিরমিযীও বলেছেন। দেখুন- সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩৮৪, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৮০ পৃ.।

[২১২] সহীহ : তিরমিযী ২২৬০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫৭, সহীহুল জামি' ৬৬৭৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫৭, মুসনাদে আহমাদ ৯০৬১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ) মানুষের কাছে এমন এক সময় আসবে, যে সময়ে দুনিয়া পরিত্যাগ করে দীনের কার্যকলাপকে হিফাযাত করা ঐ রকম কঠিন কাজ হবে, যে রকম জ্বলন্ত আগুনের টুকরাকে হাতের তালুতে ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জ্বলন্ত আগুনের কয়লাকে যেমনভাবে হাত পুড়ে যাওয়ার ভয়ে ধরে রাখা সম্ভব নয়, ঠিক তদ্রূপ দীনদার ব্যক্তি সে সময় দীনের উপর অটল থাকতে পারবে না। সে সময় পাপীদের দৌরাত্ম্য, পাপের ছড়াছড়ি হবে ঈমানের দুর্বলতার কারণে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত যেমনি আগুনের কয়লা হাতে ধারণ করা কঠিন ঠিক তদ্রূপ ঐ সময়ে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় না দিলে ঈমানের জ্যোতিকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২২৬০, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٦٨ -[٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورٰى بَيْنِكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حديثٌ غَرِيبٌ

৫৩৬৮-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ভালো লোকেরা, তোমাদের বিত্তবান ব্যক্তিরা হবে দানশীল এবং তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদিত হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন জমিনের পেট অপেক্ষা তার পিঠ হবে তোমাদের জন্য শ্রেয়। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের খারাপ লোকেরা হবে তোমাদের শাসক, বিত্তবান লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের কাজকর্ম অর্পণ করা হবে নারীদের ওপর তখন জমিনের পিঠ অপেক্ষা তার পেট হবে তোমাদের জন্য শ্রেয়। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][২১৩]

ব্যাখ্যা : (إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ) যখন তোমাদের শাসকগণ পরহেজগার হবে।

(وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ) এবং তোমাদের ধনবান ব্যক্তিরা দানশীল হবে।

(وَأُمُورُكُمْ شُورٰى بَيْنِكُمْ) এবং তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে হবে। যেমনটি আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ﴾ আর তাদের কার্যাবলী তাদের মধ্যে পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে হবে। (সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২ : ৩৮)

(فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا) তখন পৃথিবীর উপরিভাগ তোমাদের জন্য নিম্নভাগের চেয়ে উত্তম হবে। তথা মৃত্যুর চেয়ে তোমাদের বেঁচে থাকা উত্তম হবে।

(وَأُمُورُكُمْ إِلٰى نِسَائِكُمْ) আর যদি তোমাদের কর্মকাণ্ড তাদের মতামতের উপর নির্ভর করে। যেহেতু তারা হাদীসের ভাষায় বুদ্ধি ও দীনদারীতে পুরুষের তুলনায় কম। অন্য অর্থে যে সমস্ত পুরুষ মর্যাদা ও সম্পদের মোহে পরে নারীদের মতো অবস্থা হবে, দীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ হবে এবং সম্পদের

[২১৩] য'ঈফ : তিরমিযী ২২৬৬, য'ঈফুল জামি' ৬৪৬, কারণ সলিহ আল মুররী য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৮০।

Scanned by CamScanner

অপব্যবহারের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ হবে। আর তাদের হাতে ক্ষমতা চলে আসবে তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ভালো। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২২৬৬, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٦٩ -[١٠] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلٰى قَصْعَتِهَا». فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ». قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৩৬৯-[১০] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে (ইসলামবিদ্বেষী) অন্যান্য সম্প্রদায় একে অন্যকে আহ্বান করবে, যেরূপ খাবার পাত্রের প্রতি ভক্ষণকারী অন্যান্যদেরকে ডেকে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে সহাবীদের কেউ বললেন, তা কি এজন্য হবে যে, আমরা সেই সময় সংখ্যায় অল্প হব? তিনি (ﷺ) বললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতে (ভেসে যাওয়া) আবর্জনার মতো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হৃদয়ে '*ওয়াহ্ন*' সৃষ্টি করে দেবেন। তখন কোন একজন প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! '*ওয়াহ্ন*' কি? তিনি (ﷺ) বললেন, দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা (বাঁচার লোভ)। (আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে)[২১৪]

ব্যাখ্যা : (يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ) অচিরেই কাফির ও বাতিল সম্প্রদায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের শক্তিকে খর্ব করে তোমাদের অধিনস্থ ঘরবাড়ি ও সম্পদ দখল করার জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে আহ্বান করবে।

(كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلٰى قَصْعَتِهَا) যেমনিভাবে খাদ্য গ্রহণকারী ব্যক্তিরা একে অপরকে খাদ্যের প্লেটে ডাকে। অর্থাৎ যেমনিভাবে খাদ্যগ্রহণকারী তার প্লেট থেকে বিনা কষ্টে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে তারা তোমাদের অধিনস্থ ধন-সম্পদ বিনা বাধায় গ্রহণ করবে।

(وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ) বরং তোমরা বন্যার পানিতে ভেসে আসা আবর্জনার মতো অনেক থাকবে, কিন্তু তোমাদের কোন শক্তি ও সাহস থাকবে না। তাই তোমাদেরকে বন্যার আবর্জনা ও খরকুটার সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭/৪২৯০, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٧٠ -[١١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قَطَعَ عَنْهُمُ الرِّزْقَ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ». رَوَاهُ مَالِك

---

[২১৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৯৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫৮, সহীহুল জামি' ৮১৮৩।

Scanned by CamScanner

৫৩৭০-[১১] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খিয়ানাত বা আত্মসাতের রোগ ঢুকে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে শত্রুর ভয় ঢেলে দেন। যে সম্প্রদানের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যে সম্প্রদায় মাপে-ওযনে কম দেয়, তাদের রিয্‌ক্ব উঠিয়ে নেয়া হয়। যে সম্প্রদায় বিচারে ন্যায়নীতি রক্ষা করে না, তাদের মাঝে খুনাখুনি ব্যাপক হয়। আর যে সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাদের ওপর শত্রুকে চেপে দেয়া হয়। (মালিক)[২১৫]

ব্যাখ্যা : (وَلَا فَشَا الزِّنَا فِيْ قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ) আর যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে তখন তাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা বেড়ে যাবে। তথা তারা বিভিন্ন রোগ, মহামারিতে মারা যাবে অথবা অন্তর মরে যাবে অথবা 'আলিম সম্প্রদায়ের মৃত্যু হবে।

(وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ) এবং যখন কোন সম্প্রদায় মাপে, ওযনে বা সংখ্যায় ধোঁকাবাজি করবে বা প্রতারণা করবে, তখন তাদের হালালভাবে উপার্জিত সম্পদের বারাকাত নষ্ট হয়ে যাবে।

(وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ) আর যখন কোন সম্প্রদায় অন্যায়ভাবে বা অজ্ঞতাবশত ফায়সালা করবে, তখন তাদের মধ্যে রক্তপাত বা হত্যা বৃদ্ধি পাবে।

(وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ) আর যখন কোন সম্প্রদায় প্রাধান্য বিস্তারের আশায় ওয়া'দা ভঙ্গ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর শত্রুদেরকে ক্ষমতা প্রদান করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٨) بَابُ الْإِنْذَارِ وَالتَّحْذِيرِ

অধ্যায়-৮ : ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٣٧١ -[١] عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ خُطْبَتِهِ: "أَلَا إِنَّ رَبِّيْ أَمَرَنِيْ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هٰذَا: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوْا بِيْ مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهٗ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ: يَا رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوْا رَأْسِيْ فَيَدَعُوْهُ خُبْزَةً قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا أَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهٗ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[২১৫] মা'নান (অর্থগত) সহীহ : মালিক ১৬৭০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৬-১০৭, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৮১।

Scanned by CamScanner

৫৩৭১-[১] 'ইয়ায ইবনু হিমার আল মুজাশি'ঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ভাষণে বললেন, জেনে রাখ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে ঐ কথাটি অবহিত করি যা তোমরা জান না। আল্লাহ তা'আলা আজ আমাকে যে সমস্ত বিষয়ে অবগত করেছেন, (আল্লাহ বলেন,) আমি আমার বান্দাকে যে সমস্ত সম্পদ দান করেছি, তা হালাল। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, আমি আমার বান্দাদেরকে ন্যায় ও সত্যের উপরে সৃজন করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শায়ত্বন এসে তাদেরকে দীন হতে ঘুরিয়ে দেয়, আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম শায়ত্বন তাকে তাদের জন্য হারাম করে দেয় এবং শায়ত্বন তাদেরকে এ আদেশ করে যে, তারা যেন আমার সাথে ঐ জিনিসকে শারীক করে নেয় যার সম্পর্কে কোন দলীল বা প্রমাণ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর আল্লাহ জমিনবাসীদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, তখন (তাদের চরম গোমরাহির কারণে) কতিপয় আহলে কিতাব ছাড়া 'আরবী, আজমী সকলের ওপর খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, আমি তোমাকে (হে মুহাম্মাদ ﷺ) এজন্যই নাবী বানিয়ে পাঠায়েছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব আর তোমার সাথে তোমার উম্মাতেরও পরীক্ষা করব আমি তোমার ওপর একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানিতে ধুতে পারবে না (তা অন্তরে সংরক্ষিত, কাজেই কেউ মেটাতে পারবে না)। তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পাঠ করবে। আর আল্লাহ আমাকে এটাও নির্দেশ করেছেন- আমি যেন কুরায়শদেরকে জ্বালিয়ে (ধ্বংস করে) ফেলি। আমি বললাম, এতে কুরায়শগণ তো আমার মস্তক পিষে রুটির মতো চেপটা করে ফেলবে। (সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন) তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা তোমাকে যেভাবে (মাক্কাহ্ হতে) বের করে দিয়েছে, সেভাবে আমিও তাদেরকে (বাড়িঘর হতে) বের করে দেব। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আমি তোমার যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেব। তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। আমি শীঘ্রই তোমার খরচের ব্যবস্থা করে দেব। তুমি তাদের (কুরায়শদের) বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করব, আমি শত্রু-শক্তির পাঁচ গুণ বেশি সৈন্য আর তোমার অনুসরণ করে তাদের সঙ্গে নিয়ে ঐ সমস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমার নাফরমানি করে। (মুসলিম)[২১৬]

ব্যাখ্যা : (كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ) আমি আমার বান্দাদের যে সম্পদ দান করেছি তা সম্পূর্ণ হালাল, তাতে কোন প্রকার হারাম নেই এবং কোন বান্দা নিজের পক্ষ থেকে তাকে হারাম করতে পারবে না।

(وَإِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِىْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ) আর আমি আমার সকল বান্দাকে বাতিল পরিহার করে সত্য গ্রহণ করার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছি। তাই তো নাবী ﷺ বলেন, «كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» প্রত্যেক আদাম সন্তান সঠিক স্বভাব তথা তাওহীদের উপর জন্মগ্রহণ করে। (সহীহ মুসলিম ৪/২১৯৭)

(وَإِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ إِلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ) এবং আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি লক্ষ্য করেন এবং 'আরব ও অনারব সকলের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন, রাগান্বিত হন তাদের মন্দ কাজের তথা শির্ক ও কুফ্রীর উপর সবাই ঐকমত্য পোষণ করার জন্য। তবে ইয়াহূদী খ্রীষ্টানদের কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি নয়, যারা সঠিক ধর্মের উপর তথা 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর শরীরের উপর অবশিষ্ট ছিল, এমনকি নাবী ﷺ-এর প্রতি ঈমানও এনেছিল।

(إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ) আমি আপনাকে এজন্য পাঠিয়েছি যাতে আপনাকে পরীক্ষা করতে পারি কিভাবে আপনি আপনার সম্প্রদায়ের কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেন।

---

[২১৬] সহীহ : মুসলিম ৬৩-(২৮৬৫), সহীহুল জামি' ২৬৩৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০০৮৮, মুসনাদে বায্যার ৩৪৯১, মুসনাদে আহমাদ ১৭৫১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৩।

Scanned by CamScanner

(وَأَبْتَلِيَ بِكَ) এবং আপনার মাধ্যমে আপনার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করতে পারি তারা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, নাকি কুফ্‌রী করে।

(وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ) এবং আপনার প্রতি এমন এক মহান কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা কখনো পানিতে ধুয়ে শেষ হয়ে যাবে না। বরং আমি উক্ত কিতাবকে মু'মিনদের অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ "নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার হিফাযাতকারী।" (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ৯)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা এমন একটি কিতাব যা অন্তরে সুরক্ষিত রয়েছে, কাগজের পৃষ্ঠা ধুয়ে ফেললেও এটা মুছে যাবে না। অথবা, আসমান ও জমিন যতদিন বাকী থাকবে ততদিন এটা মানুষের মাঝে থাকবে। এর বিধান কোনদিন রহিত হবে না এবং এর পঠন কোন দিন বাদ যাবে না। আর এটাকেই রূপকভাবে বলা হয়েছে, এর পৃষ্ঠা পানিতে ধুয়ে মুছে যাবে না।

(تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ) অর্থাৎ ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় আপনার মস্তিষ্কে এটা বিদ্যমান থাকবে আপনি কখনো তা থেকে উদাসীন থাকবেন না।

(أَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ) আল্লাহর রাস্তায় সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করুন, আমি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এর বিনিময় প্রদান করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ "...তোমরা যা খরচ করবে তার বিনিময় ভবিষ্যতে প্রদান করা হবে, তিনি উত্তম রিয্‌ক্বদাতা"– (সূরাহ্ সাবা- ৩৪ : ৩৯)। (শারহুন্ নাবাবী ১৭/২৮৬৫, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٧٢ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِيْ: «يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيٍّ» لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوْا فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوْا: نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: «فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ». فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ نَادٰى: «يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ».

৫৩৭২-[২] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হয় ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ "(হে নাবী!) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও"– (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ২১৪); তখন নাবী (ﷺ) সফা পাহাড়ে উঠলেন এবং হে বানী ফিহ্‌র! হে বানী 'আদী! বলে কুরায়শদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করলেন, এতে তারা সকলে জড়ো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, বল তো আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, এ পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে বলল, হ্যাঁ, কারণ আমরা আপনাকে সদা সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, "আমি তোমাদের সম্মুখে

Scanned by CamScanner

একটি কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।" এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলল, সারাটা জীবন তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হলো ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ "আবূ লাহাব-এর উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং তার বিনাশ হোক"– (সূরাহ্ লাহাব ১১১ : ১)। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনাতে আছে, নাবী ﷺ ডাক দিলেন, হে 'আব্দ মানাফ-এর বংশধর! মূলত আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুসৈন্যকে দেখে স্বীয় গোত্রকে বাঁচানোর জন্য চলল। অতঃপর আশঙ্কা করল যে, শত্রু তাদের ওপর আগে এসে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই সে উচ্চৈঃস্বরে يَا صَبَاحَاهُ "হে সকাল বেলার বিপদ!" বলে সতর্ক করতে লাগল। (বুখারী)[২১৭]

ব্যাখ্যা : (أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيْ) তোমরা আমাকে সংবাদ দাও বা জানিয়ে দাও এই মর্মে যে, যদি আমি তোমাদেরকে বলি, শত্রুদল তোমাদের উপত্যকার পিছন থেকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাহলে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? অর্থাৎ আমার কথাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল : হ্যাঁ, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব? আমরা আপনার কাছ থেকে সত্য ছাড়া কোন দিন মিথ্যা কথা শুনিনি। অতএব আপনার কথা সত্য কি মিথ্যা তা পরীক্ষা করে দেখতে চাই না।

(قَالَ: «فَإِنِّيْ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٌ شَدِيدٌ») আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি নাযিলের পূর্বেই সতর্ক করছি। অতএব তোমরা যদি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন না কর, তাহলে অচিরেই তোমাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

(قَالَ أَبُو لَهَبٍ) আবূ লাহাব বলল! সে এ উপনামেই বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। তার আসল নাম 'আবদুল 'উয্‌যা ইবনু মুত্তালিব ইবনু হাশিম। নাবী ﷺ-এর চাচা আবূ লাহাব উপনাম বা কুনিয়াত হওয়ার দু'টি দিক রয়েছে। হয়তো সে অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল ফর্সা ছিল নতুবা তার উভয় গাল উজ্জ্বল ফর্সা ছিল। আবূ লাহাব নামটি তার পরিণতি বিবেচনায় যথাযথ হয়েছে। যেহেতু পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ "অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে"– (সূরাহ্ আল লাহাব ১১১ : ৩)।

(تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ) সারাদিন বা এখন থেকে দিনের বাকী অংশ তোমার জন্য ধ্বংস হোক।

(أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا) এ কথার সংবাদ দেয়ার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে ডেকে একত্রিত করেছ? অতঃপর তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ "ধ্বংস হোক আবূ লাহাব-এর হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক যে নিজেও।" অথবা এর অর্থ হচ্ছে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই ধ্বংহ হোক।

অত্র আয়াতে আবূ লাহাব-এর আসল নাম উল্লেখ না করে কুনিয়াত বা উপনাম ব্যবহার করা হয়েছে হয়তো এ নামে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য অথবা তার নাম 'আবদুল 'উয্‌যা হওয়ার কারণে অথবা সে জাহান্নামী হওয়ার জন্য উপনাম ব্যবহার করাই বেশি উপযুক্ত হয়েছে। যদিও আসল নামের মধ্যে সৌন্দর্য বেশি থাকে। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৮/৩৩৬৩, শারহুন্ নাবাবী 'কিতাবুল ঈমান' ৩/২০৮, ফাতহুল বারী 'কিতাবুত্ তাফসীর' ৮/৪৭৭০, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

৫৩৭৩-[৩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: «يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا

---

[২১৭] সহীহ : বুখারী ৪৭৭০, মুসলিম ৩৫৫-(২০৮), সহীহুল জামি' ৭৯০২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৮১।

Scanned by CamScanner

أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»

৫৩৭৩-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হলো, ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ "হে নাবী!) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করে দাও"– (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ২১৪); তখন নাবী (সাঃ) কুরায়শদেরকে আহ্বান করলে তারা সমবেত হলো। তিনি (সাঃ) সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি (সাঃ) বললেন, হে কা'ব ইবনু লুয়াই-এর বংশধর! হে মুর্রাহ্ ইবনু কা'ব-এর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর! হে 'আব্দ শামস্-এর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে বাঁচাও! হে 'আব্দ মানাফ-এর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে মুক্ত কর! হে হাশিম-এর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর! হে 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে ফাত্বিমাহ্! তুমি তোমার দেহকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! কেননা, আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) ভালো আচরণ দ্বারা সিক্ত করব। (মুসলিম)[২১৮]

বুখারী ও মুসলিম-এর যৌথ বর্ণনায় আছে, নাবী (সাঃ) বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের জানকে খরিদ করে নাও (অর্থাৎ- আমার ওপরে ঈমান এনে জাহান্নামের আগুন হতে আত্মরক্ষা কর)। আমি তোমাদের ওপর থেকে আল্লাহর শাস্তি কিছুই দূর করতে পারব না। হে আব্দ মানাফ-এর বংশধর! আমি তোমাদের ওপর হতে আল্লাহর শাস্তি কিছুই দূর করতে পারব না। হে রসূলুল্লাহর ফুফী সফিয়্যাহ্! আমি তোমাকে আল্লাহর 'আযাব হতে বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মাদ-এর মেয়ে ফাত্বিমাহ্! আমার কাছে দুনিয়াবী ধন-সম্পদ হতে যা ইচ্ছা তা চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারব না।

ব্যাখ্যা : (أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত কর।

(فَإِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا) তোমাদের কাউকে ব্যাপকভাবে অথবা নির্দিষ্ট করে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারব না, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান তাহলে আমি তোমাদেরকে তার শাস্তি হতে রক্ষা করতে সক্ষম হব না। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾

---

[২১৮] সহীহ : বুখারী ২৭৫৩, মুসলিম ৩৪৮-(২০৪), তিরমিযী ৩১৮৫, নাসায়ী ৩৬৪৪, সহীহুল জামি' ৭৯০৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৫৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৪, মুসনাদে আহমাদ ৮৩৮৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৪৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৫০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৫১১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৮।

Scanned by CamScanner

"(তাদেরকে) বল, আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি বা কোন কল্যাণ করার ইচ্ছে করলে তাঁর বিপক্ষে তোমাদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা কার আছে?..." (সূরাহ্ আল ফাত্‌হ ৪৮ : ১১)

এমনকি আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ﴾

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাছাড়া আমার নিজের ভালো বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই... ।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৮৮)

মূলত এ বিধানটি এককভাবে কাউকে রক্ষা করার জন্য। যদিও নাবী ﷺ-এর শাফা'আত মু'মিন বান্দাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। তথাপি তিনি বলেছেন- আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কিছুই করতে পারব না। এটা এ কারণে যে, এর মাধ্যমে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা, যাতে তারা পরকালীন পাথেয় উপার্জন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমার ওপর নির্ভর করে বসে না থাকে।

(غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا) তবে তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা দয়া, অনুগ্রহ, অন্যায়ের প্রতিবাদ ইত্যাদি ভালো আচরণের মাধ্যমে সর্বদা রক্ষা করে চলব।

(ফাতহুল বারী 'কিতাবুত্ তাফসীর' ৮/৪৭৭১, শারহুন্ নাবাবী 'কিতাবুল ঈমান' ৩/৩৪৮, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮/৩১৮৫, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٧٤ -[٤] عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "أُمَّتِيْ هٰذِهٖ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৩৭৪-[৪] আবূ মূসা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এ উম্মাত আল্লাহর রহমাতপ্রাপ্ত উম্মাত, তাদের ওপর পরকালে শাস্তি হবে না। তবে ইহকালে তাদের 'আযাব হলো ফিতনাহ্, ভূমিকম্প ও হত্যাযজ্ঞ। (আবূ দাউদ)[২১৯]

ব্যাখ্যা : (أُمَّتِيْ هٰذِهٖ) বর্তমানে বিদ্যমান আমার এই উম্মাতেরা অথবা সাধারণভাবে আমার উম্মাত।

(أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ) সকল নাবীর উম্মাতের চাইতে অতিরিক্ত রহমাতপ্রাপ্ত, কেননা তাদের নাবী রহমাতুল্লিল 'আলামীন তথা সারা বিশ্বের জন্য রহমাতস্বরূপ।

(لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْاٰخِرَةِ) পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি হবে না। তাদের অপরাধগুলো দুনিয়ার মেহনত, রোগ বালাই এবং বিভিন্ন বালা-মুসীবাতের মাধ্যমে প্রতিদান হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ দুনিয়াতের যাদের শাস্তি হয়ে যাবে পরকালে তাদের কাফিরদের মতো শাস্তি হবে না। তাই তো আল্লাহ বলেন, ﴿...مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهٖ...﴾ "...যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম করবে, সে তার বিনিময়প্রাপ্ত হবে... ।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১২৩)

উক্ত কথার সমর্থন হিসেবে হাদীসের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, (عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ)।

---

[২১৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৫৯, সহীহুল জামি' ১৩৯৬।

Scanned by CamScanner

তাদের শাস্তি হলো তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ, দুনিয়াতে বিগ্রহ, বিপদাপদ ভয়-ভীতি, অন্যায়ভাবে একে অপরকে হত্যা করা। মূলত দুনিয়ার শাস্তি পরকালে শাস্তি চাইতে অনেক হালকা। অথবা হাদীসটি ঐ সমস্ত লোকেদেরকে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের কোন কাবীরাহ্ গুনাহ নেই। অথবা এর মাধ্যমে হয়তো একটি বিশেষ দল তথা সহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছেন,

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শারীক করা ক্ষমা করবেন না, এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪: ৪৮)

'আল্লামাহ্ মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি মুশকিল তথা সন্দেহপূর্ণ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। কেননা হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে, এই উম্মাতের কাউকে শাস্তি প্রদান করা হবে না যদিও তারা কাবীরাহ্ সহ অন্যান্য গুনাহ করে থাকে। অথচ অন্য হাদীসে কাবীরাহ্ গুনাহকারীদের জন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তবে আমরা যদি হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করি তাতে সমস্যা দূরীভূত হয়। তা হলো এখানে উম্মাত বলতে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা নাবী ﷺ-কে যথাযথভাবে অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধকে পুরোপুরি মেনে চলে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটিতে খাস করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতের প্রশংসা করা হয়েছে। আর অন্যান্য সকল উম্মাতের চাইতে এই উম্মাতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। দুনিয়াতে তারা যদি কোন মুসীবাতে পতিত হয় এমনকি দুনিয়াতে যদি তাদের পায়ে কাটা বিঁধে, পরকালে এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহ মোচন করে দিবেন, যা অন্যান্য উম্মাতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নেই। এর প্রমাণ হলো হাদীসের ভাষ্য مَرْحُومَةٌ (অনুগ্রহপ্রাপ্ত)।

('আওনুল মা'বূদ ৭/৪২৭২, মিরক্বাতু মাফাতীহ)

٥٣٧٥ ـ [٥]، ٥٣٧٦ [٦] وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً ثُمَّ مُلْكًا عَضُوضًا ثُمَّ كَانَ جَبْرِيَّةً وَعُتُوًّا وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ يُرْزَقُونَ عَلٰى ذٰلِكَ وَيُنْصَرُونَ حَتّٰى يَلْقَوُا اللهَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৩৭৫-[৫], ৫৩৭৬-[৬] আবূ 'উবায়দাহ্ ও মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنهما রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : এ দীনের (ইসলামের) শুরু হয়েছে নুবুওয়্যাত ও রহমাতের দ্বারা। অতঃপর আসবে খিলাফাত ও রহমাতের যুগ, তারপর আসবে অত্যাচারী বাদশাহদের যুগ। এরপর আসবে নির্দয়তা উচ্ছৃঙ্খলতা ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ। তারা রেশমি কাপড় পরিধান করা, অবৈধভাবে নারীদের যৌনাঙ্গ উপভোগ করা এবং মদ্য পান করাকে বৈধ মনে করবে। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে রিয্ক্ব দেয়া হবে এবং (দুনিয়াবী কাজে) তাদেরকে সাহায্য করা হবে। অবশেষে এ পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে ক্বিয়ামাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[২২০]

---

[২২০] সহীহ : আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৬১৬, দারিমী ২/১১৪, যিলালুল জান্নাহ্ ১১৩০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ১৮০৩৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً) মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সংশোধনের নিমিত্তে ইসলামের এই সমস্ত বিধি-বিধানের সূচনা হয়েছে রহ্‌মাতপ্রাপ্ত নাবীর ওপর ওয়াহী অবতীর্ণের মাধ্যমে। উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর অনুগ্রহস্বরূপ।

(ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً) অতঃপর ইসলামের বিধি-বিধান নির্ভর করতে খিলাফাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিপূর্ণ অনুসরণীয় ক্ষমতার উপর ৩০ বছর পর্যন্ত এই উম্মাতের ওপর অনুগ্রহস্বরূপ।

(ثُمَّ مُلْكًا عَضُوضًا) অতঃপর প্রজাদের ওপর যুল্‌ম নির্ভর রাজতন্ত্রের আগমন ঘটবে। যারা অন্যায়ভাবে প্রজাদের উপর যুল্‌ম করবে। তবে 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয ব্যতীত যাকে ইসলামের পঞ্চম খলীফাহ্ ও দ্বিতীয় 'উমার হয়।

(ثُمَّ كَانَ جَبْرِيَّةً وَعُتُوًّا وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ) অতঃপর এ বিষয়টি অন্যায়ভাবে জোর দখল করে সংঘটিত হবে। যারা হবে অহংকারী ও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, আর এ ব্যবস্থাটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

প্রথমত, তারা ইমারতের শর্তাবলির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রজাদের ওপর অন্যায়ভাবে যুল্‌ম করবে।

দ্বিতীয়ত, প্রজাদের ওপর অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিবে। তৃতীয়ত, তারা জোর করে চাকুরী কুক্ষিগত করবে। হাক্বদার বিবেকবানদেরকে ক্ষমতা বঞ্চিত করবে। 'আলিম-'উলামাহ্ ও সৎ লোকেদেরকে উপেক্ষা করে চলবে। আর অধিকাংশ শাসকই কাফির ও বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে ও ক্ষমতা ধরে বাঁচার জন্য মুসলিমদের সাথে লড়াই করবে। তারা রেশমী কাপড় পড়া, মদ, জুয়া ও ব্যভিচারকে বৈধ মনে করবে।

(يُرْزَقُونَ عَلَى ذٰلِكَ وَيُنْصَرُونَ) আর তারা এ সমস্ত অবৈধ কাজকে বৈধতা দানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করবে এবং তারা এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য একে অন্যকে সাহায্য করবে এমনভাবে যে, বিবেকাবনরা তা বুঝতেই পারবে না। আর এভাবেই তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। তথা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এভাবেই চলবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾

"যালিমরা যা করছে সে ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে কক্ষনো উদাসীন মনে করো না। তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত ঢিল দিচ্ছেন যেদিন ভয়ে আতঙ্কে চক্ষু স্থির হয়ে যাবে"– (সূরাহ্ ইবরা-হীম ১৪ : ৪২)।

(মিরক্বাতু মাফাতীহ)

٥٣٧٧ - [٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ قَالَ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّاوِيُّ: يَعْنِي الْإِسْلَامَ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ" يَعْنِي الْخَمْرَ. قِيلَ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ؟ قَالَ: «يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৩৭৭-[৭] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম যে জিনিসকে উল্টিয়ে দেয়া হবে- বর্ণনাকারী যায়দ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বলেন- অর্থাৎ ইসলামী বিধানসমূহ যেভাবে কোন পাত্রকে উল্টিয়ে দেয়া হয়, তা হবে শরাবের ব্যাপারটি। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তা কিরূপে হবে? অথচ শরাব যে অবৈধ, তার বিধান তো আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে

Scanned by CamScanner

বলে দিয়েছেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তারা অন্য নামে তার নামকরণ করে বৈধ সাব্যস্ত করে নেবে। (দারিমী)[২২১]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ ... كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ) ইসলামের যে বিধিবিধান সর্বপ্রথম পরিবর্তন হয়ে যাবে বা উল্টে যাবে যেভাবে মদের বিধান পরিবর্তন হয়ে যাবে তা হলো মদের ব্যাপারটি।

(قِيلَ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ) বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে বিধানে হালাল বিষয় হারামে পরিণত হবে অথচ আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন?

(قَالَ: «يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) তিনি বললেন : মদের নাম পরিবর্তন করে অন্য নামকরণ করবে এবং এভাবে তাকে বৈধ প্রমাণ করবে যদিও তা অন্যায় ও হারাম হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٧٨ -[٨] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ» ثُمَّ سَكَتَ قَالَ حَبِيبٌ: فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ أُذَكِّرُهُ إِيَّاهُ وَقُلْتُ: أَرْجُو أَنْ تَكُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِّ وَالْجَبْرِيَّةِ فَسُرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ يَعْنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৫৩৭৮-[৮] নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন তোমাদের মাঝে নুবুওয়্যাত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে তুলে নেবেন, তারপর আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন নুবুয়্যাতের নিয়মানুযায়ী খিলাফাত থাকবে, অতঃপর এমন এক সময় তাও উঠিয়ে নেবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে দংশনকারী বাদশাহী? আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা যতদিন থাকার থাকবে, পরে এমন সময় তাকেও উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর চেপে বসবে একনায়কত্ব, অপ্রতিরোধ্য রাজতন্ত্র। আল্লাহর ইচ্ছা যতদিন থাকার থাকবে, পরে তাকেও তুলে নেবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে পুনরায় নুবুওয়্যাতের তরীকায় খিলাফাত। এ পর্যন্ত বলার পর রসূল (ﷺ)

[২২১] সহীহ : দারিমী ২১০০, আবূ দাউদ ৩৬৮৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯০, ইবনু মাজাহ ৩৩৮৪, নাসায়ী ৫৬৫৮, সহীহুল জামি' ৮০৯১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৩৭৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৩৭৫৮, মুসনাদে আহমাদ ১৮০৯৮, আবূ ইয়া'লা ৪৩৯০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৫৮, শু'আবুল ঈমান ৫১১৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫১৬৮, দারিমী ২১০০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৩৪২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭২৩৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৮৪৪।

Scanned by CamScanner

নীরব হলেন। বর্ণনাকারী হাবীব বলেন, যখন 'উমার ইবনু 'আবদুল আযীয খলীফাহ্ হলেন তখন আমি তাঁকে এ হাদীসটি লিখিয়ে পাঠালাম এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। অতঃপর বললাম, দংশনকারী ও একনায়কত্ববাদী রাজতন্ত্রের পর আমি মনে করি আপনিই ঐ আমীরুল মু'মিনীন বা খলীফাহ্ (যাঁর কথা রসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন)। এতে তিনি অর্থাৎ 'উমার ইবনু 'আবদুল আযীয আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্")[২২২]

ব্যাখ্যা : (تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُونَ) তোমাদের মধ্যে নুবুওয়্যাতের ধারা যতদিন আল্লাহ চান বাকী থাকবে, এরপর এই ধারা উঠে খিলাফাতের ধারা ৩০ বছর পর্যন্ত চালু হবে, এরপর নুবুওয়্যাত খিলাফাতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র চালু হবে। যারা পরস্পরে হানাহানি করবে যেমন কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করে। এই ধারা আল্লাহ যতদিন চান চলবে। এরপর চালু হবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। আল্লাহ যতদিন চান এই ধারা অব্যাহত থাকবে। এরপর আবার নুবুওয়্যাতের ধারায় খিলাফাত পরিচালিত হবে, অর্থাৎ ইনসাফ ফিরে আসবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২২২] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ১৮৪৩০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫, মুসনাদে বায্‌যার ২৭৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৭২।

Scanned by CamScanner

(٢٧) كِتَابُ الْفِتَنِ

পর্ব-২৭ : ফিতনাহ্

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٣٧٩ -[١] عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِيْ مَقَامِهِ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِيْ هٰؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৭৯-[১] হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং তখন থেকে ক্বিয়ামাত অবধি যা কিছু ঘটবে তার সকল কিছুই বর্ণনা করেন। তাঁর সেই ভাষণটি যারা স্মরণে রাখতে পারে তারা স্মরণে রেখেছে, আর যারা ভুলে যাওয়ার তার ভুলে গিয়েছে। নিশ্চয় আমার বন্ধুগণ (সহাবায়ি কিরামগণ)ও সে বিষয় অবগত আছেন। অবশ্য যখন কোন ঘটনা সামনে আসে, যার কথা আমি ভুলে গিয়েছি, তখন তাঁর (রসূল ﷺ-এর) সেই দিনের ভাষণটি আমার স্মরণে পড়ে। যেমন- উপস্থিত হলে তাকে দেখামাত্রই চেনা যায়- এই তো সেই অমুক লোক। (বুখারী ও মুসলিম)[২২৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) আবূ ইদরীস আল খাওলানী-এর সূত্রে হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর শপথ! আমার ও ক্বিয়ামাতের মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু সংঘটিত হবে, তা নিশ্চয় আমি অবগত আছি। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরবর্তী উম্মাতকে সতর্ক করার জন্যই এসব বিষয় বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٨٠ -[٢] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى يَصِيرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ: أَبْيَضُ بِمِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[২২৩] সহীহ : বুখারী ৬৬০৪, মুসলিম ২৩-(২৮৯১), আবূ দাউদ ৪২৪০, তিরমিযী ২১৯১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৫১, মুসনাদে বাযযার ২৮০৬, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৩৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বারানী ১৫৯৪৪।

Scanned by CamScanner

৫৩৮০-[২] উক্ত রাবী (হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মানুষের হৃদয়ে ফিতনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে, যেমন- আঁশ একটির পর আরেকটি বিছানো হয়ে থাকে এবং যেই হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে জায়গা দেয় না তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দু'ভাগে আলাদা হয়ে যায়। একপ্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের মতো শ্বেত, যাকে আসমান ও জমিন বহাল থাকা পর্যন্ত (ক্বিয়ামাত পর্যন্ত) কোন ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কালো। যেমন- উপুড় হওয়া পাত্রের মতো, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না, ফলে শুধুমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়। (মুসলিম)[২২৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন : ক্বিয়ামাতের পূর্বে এর আলামাতসমূহ পরপর ধারাবাহিকভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যেমনভাবে মাদুরের পাতাগুলো সুন্দরভাবে পরস্পর সাজিয়ে বসানো হয়। তেমনিভাবেই মানুষের হৃদয়ে ক্বিয়ামাতপূর্ব ফিতনাগুলো উদয় হবে এবং এসবের দ্বারা তারা প্রভাবিত হবে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন : ক্বিয়ামাতের পূর্বে ফিতনার আবির্ভাবের কারণে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হবে। একদল হবে সাদা মনের, আরেক দল হবে কালো মনের অধিকারী। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٨١ -[٣] وَعَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ: حَدَّثَنَا: «إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ». وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلُ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ: إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৮১-[৩] উক্ত রাবী (হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। যার একটি আমি সংঘটিত হতে দেখেছি। আর অপরটির প্রতীক্ষায় আছি। ১. তিনি (ﷺ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আমানাত মানুষের অন্তরসমূহের অন্তস্থলে (আল্লাহর নিকট হতে) অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তারা কুরআন হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তারপর সুন্নাহ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২. আমানাত কিরূপে উঠে যাবে- এ কথাটিও তিনি (ﷺ) আমাদেরকে বলেছেন। এমন সময় মানুষ নিদ্রা যাবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানাত তুলে নেয়া হবে। তখন শুধুমাত্র কালো দাগের মতো একটি সাধারণ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। অতঃপর মানুষ আবার নিদ্রা যাবে, তখন আমানাত উঠিয়ে নেয়া হবে। এতে এমন ফোসকা সদৃশ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে, যেমন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, তাকে তুমি নিজের পায়ের উপর রেখে রোমন্থন করলে তথায় ফুলে। তুমি অবশ্য স্ফীতি দেখতে পাবে, কিন্তু তার ভিতরে কিছুই নেই। আর লোকজন ভোরে

---

[২২৪] সহীহ : মুসলিম ২৩১-(১৪৪), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৩১৯, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩২৮, মুসনাদে বায্যার ২৮৪৪, সহীহুল জামি' ২৯৬০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৩৭০।

Scanned by CamScanner

উঠে স্বভাবত ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত হবে, কিন্তু কাউকেও আমানাত রক্ষাকারী পাবে না। তখন বলা হবে, অমুক সম্প্রদায়ে একজন বিশ্বস্ত ও আমানাতদার লোক রয়েছে। আবার কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কতই জ্ঞানী! সে কতই চালাক ও চতুর! এবং সে কতই সচেতন ও দৃঢ় প্রত্যয়ী! অথচ তার অন্তরে রাই পরিমাণও ঈমান নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[২২৫]

ব্যাখ্যা : মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন, "যার আমানাতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই। তাহ্‌রীর গ্রন্থকার সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ক্বিয়ামাতের পূর্বে ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর হতে আমানাতদারিতার অনুভূতি হ্রাস পাবে। আমানাতদারিতার প্রথমাংশ বিদূরিত হলে হৃদয়ে খিয়ানাতের কালো দাগ পড়ে যায়। এমনিভাবে আস্তে আস্তে আমানাতদারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, আমানাত রক্ষা করা পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন। আমানাতদারিতা হ্রাস পেলে ঈমানের ঘাটতি হয়। ক্বিয়ামাতের পূর্বে আমানাতদারিতা প্রচণ্ডভাবে কমে যাবে যে, আমানাতদার লোক বিরল হবে। তখন বলা হবে অমুক গোত্রে একজন আমানাতদার লোক আছেন।

ইমাম আবুল হাসান আল ওয়াহিদী (রহিমাহুল্লাহ) ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ...﴾ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন : আমানাত হচ্ছে সেসব ফারয কাজসমূহ যা আল্লাহর বান্দাদের জন্য প্রতিপালন আবশ্যক করেছেন। হাদীসের শেষাংশের সারকথা হচ্ছে, শেষ যামানায় মানুষেরা অন্যান্য ব্যক্তির চতুরতা, বুদ্ধি ও শারীরিক সৌন্দর্যের প্রশংসায় অধিক ব্যাপৃত হবে। অপরদিকে জ্ঞানী ও 'আমালদার কারো প্রশংসা করবে না।

হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : দীন পুরোটাই হচ্ছে আমানাত। আবুল আলিয়া (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে আল্লাহ তা'আলার আদেশকৃত ও নিষেধাজ্ঞার বিষয়সমূহ আমানাত। মুকাতিল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আনুগত্যই হচ্ছে আমানাত। ইমাম ওয়াহিদী (রহিমাহুল্লাহ)-র মতে, অধিকাংশ তাফসীরকারকের মত এটাই। আনুগত্য ও আল্লাহর ফার্‌যকৃত বিষয়সমূহ যা আদায় করলে সাওয়াব অর্জন হয় এবং নষ্ট করলে শাস্তি পেতে হয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

তাহরীর গ্রন্থকারের মতে, আলোচ্য হাদীসের সারমর্ম হচ্ছে- ক্বিয়ামাতের পূর্বে মানুষের হৃদয় হতে ধীরে ধীরে আমানাতের অনুভূতি দূর হয়ে যাবে এবং আমানাতদার লোকের সংখ্যা হবে বিরল। অতঃপর তা একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। এমনিভাবে আমানাতদার ব্যক্তির সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। আমানাতের বিষয়টি হৃদয়ের গহীনে অবস্থিত, তা গোপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

মুহাদ্দিসীন কিরামের মতে, আমানাত কোন ব্যক্তির হৃদয়ের জ্যোতিস্বরূপ। বিপর্যয়ের যুগে ধীরে ধীরে এই আলো মানুষের হৃদয় হতে মুছে গিয়ে পরিশেষে তা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে। তবে কতিপয় মুষ্টিমেয় ঈমানদার মু'মিন ব্যক্তি আমানাতদার থাকবেন এবং তারা হবেন সংখ্যায় খুবই কম। দিন দিন আমানাতদার ব্যক্তি কমে গিয়ে আমানাতদার ব্যক্তিদের খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে।

মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবনু হিব্বানে আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত সংকলিত হাদীসে এসেছে- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যার আমানাতদারিতা নেই তার দীন নেই।" ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তদীয় সহীহ আল জামি' গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ বলেছেন। উক্ত হাদীসে এসেছে- "যার আমানাতদারিতা নেই তার ঈমান নেই এবং যার প্রতিশ্রুতি নেই তার দীন নেই।" (তুহফাতুল আহওয়াযী)

---

[২২৫] সহীহ : বুখারী ৬৪৯৭, মুসলিম ২৩০-(১৪৩), তিরমিযী ২১৭৯, ইবনু মাজাহ ৪০৫৩, সহীহুল জামি' ১৫৮৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৯৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০১৯৪, মুসনাদুল হুমায়দী ৪৪৬, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৬২, শু'আবুল ঈমান ৫২৭১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৮৮৬।

Scanned by CamScanner

٥٣٨٢ -[٤] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهٗ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِىْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهٗ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِىْ وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِىْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلٰى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: «يَكُوْنُ بَعْدِىْ أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهُدَاىَ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِىْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِىْ جُثْمَانِ إِنْسٍ». قَالَ حُذَيْفَةُ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ الْأَمِيْرَ وَإِنْ ضَرَبَ ظهرك وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ "

৫৩৮২-[৪] উক্ত রাবী (হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه) বলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এক সময় মূর্খতা ও অকল্যাণের মাঝে নিমজ্জিত ছিলাম অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই কল্যাণ (দীন-ইসলাম) দান করেন। তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ আসবে, তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই ধোঁয়া কি ধরনের? তিনি (ﷺ) বললেন, লোকেরা আমার সুন্নাত বর্জন করে অন্য তরীকাহ্ গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকেদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মধ্যে ভালো কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সেই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আগমন করবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের পাশে দাঁড়িয়ে কতক আহ্বানকারী লোকেদেরকে সেই দিকে ডাকবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে তাদের পরিচয় অবহিত করুন। তিনি (ﷺ) বললেন, তারা আমাদের মতোই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে অবস্থায় উপনীত হলে তখন আমাকে কি কি অদেশ দেন? তিনি (ﷺ) বললেন, তখন তুমি মুসলিমদের দল ও মুসলিমদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোন মুসলিম জামা'আত ও মুসলিম ইমাম না থাকে (তখন আমাকে কি করেতে হবে)? তিনি (ﷺ) বললেন, তখন তুমি সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন দলকে বর্জন করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকড়ের আশ্রয় নিতে হয় এবং তুমি এই নির্জন অবস্থায়

Scanned by CamScanner

থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয় (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বাতিল থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে, এতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে)। (বুখারী ও মুসলিম)[২২৬]

সহীহ মুসলিম-এর এক রিওয়ায়াতে রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার (ওফাতের) পরে এমন কতিপয় ইমাম ও বাদশাহর আগমন ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত ও তরীকানুযায়ী 'আমাল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আগমন ঘটবে যারা শরীরে গঠনে এবং চেহারা আকৃতিতে মানুষই হবে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ হবে শায়ত্বনের মতো। হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি সেই অবস্থায় পতিত হই তখন আমার কর্তব্য কি হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার আমির (শাসক) যা বলে তা মানবে এবং তার অনুসরণ করবে, যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবুও তার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে।

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, আলোচ্য হাদীসে অকল্যাণ/অনিষ্ট দ্বারা ফিতনাহ্ উদ্দেশ্য। তাছাড়া এ দ্বারা গোমরাহী ও বিদ্'আতের প্রসার বুঝানো হয়েছে।

উক্ত হাদীসে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত দ্বারা তাওহীদ ও নুবুওয়্যাত সম্পর্কে অজ্ঞতাকে উদ্দিষ্ট করা হয়েছে। আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের পর নাবী ﷺ-এর আগমনের বারাকাতে আল্লাহ তা'আলা অশেষ কল্যাণ প্রদান করেছেন এবং কুফ্‌র ও ভ্রষ্টতার ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর আবার অকল্যাণ সংঘটিত হবে এবং তারপর আবারো কল্যাণ আসবে, তবে তার সাথে আঁধারও থাকবে। এ সময় লোকজন দীনের সাথে সুন্নাতের পরিপন্থী বিষয়সমূহ দীন হিসেবে পালন করবে এবং নাবী ﷺ-এর তরীকা ছেড়ে ভিন্ন তরীকা গ্রহণ করবে।

কারো মতে, আলোচ্য হাদীসে প্রথম ফিতনাহ্ দ্বারা 'উসমান رضي الله عنه-এর হত্যা ও তৎপরবর্তী ফিতনাকে বুঝানো হয়েছে। এরপরের কল্যাণ দ্বারা খলীফাহ্ 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয-এর খিলাফাতকাল উদ্দেশ্য। অতঃপর এমন কিছু রাজা বাদশা আসবে যারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভালো-মন্দ উভয় প্রকার কাজ করবে। কারো মতে, 'উসমান رضي الله عنه হত্যার পরবর্তী ফিতনার পর হাসান رضي الله عنه ও মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর মধ্যকার সন্ধি চুক্তিকে কল্যাণ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

শেষ যামানায় এমন কিছু দা'ঈ বা 'আলিমের আবির্ভাব হবে যারা মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, সন্দেহ সংশয় দ্বারা মানুষকে হিদায়াত থেকে বিরত রাখবে। সুন্নাত ব্যতিরেকে বিদ্'আতের দিকে এবং সংযম ব্যতীত পার্থিব আকাঙ্ক্ষার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে।

এ কারণেই নাবী ﷺ এ সকল দা'ঈ বা আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দেয়াকে গোমরাহীতে প্রবেশ ও জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন বিদ্বান, এ সকল ভ্রষ্ট দা'ঈ দ্বারা খারিজী ও রাফিজী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতৃপর্যায়ের লোকেদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা আখিরী যামানায় মানুষের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করবে যদিও তাদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি বিদ্যমান থাকবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

---

[২২৬] সহীহ : বুখারী ৩৬০৬, মুসলিম ৫১-(১৮৪৭), আবূ দাউদ ৪২৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৯১, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৭১১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭১১৩, মুসনাদে বায্যার ২৯৬০, মুসনাদে আহমাদ ২৩৪৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮০৩৩, হিলয়াতুল ১/২৭২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৫৩।

Scanned by CamScanner

٥٣٨٣ -[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩৮৩-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ভালো ‘আমালের দিকে দ্রুত অগবর্তী হও ঘুটঘুটে তিমির রাত্রির অংশ সদৃশ ফিতনার পতিত হওয়ার পূর্বেই, যখন কোন লোক ভোরে উঠবে ঈমানদার হয়ে আর সন্ধ্যা করবে কুফরী অবস্থায় এবং সন্ধ্যা করবে মু’মিন অবস্থায় আর প্রভাতে উঠবে কাফির হয়ে। সে ইহকালীন সামান্য সম্পদের বিনিময়ে নিজের দীন ও ঈমানকে বিক্রয় করে দেবে। (মুসলিম)[২২৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ফিতনার ব্যাপকতা প্রকাশের পূর্বে সৎ কাজের প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফিতনাহ্ বলতে মুসলিমদের মাঝে দীন ও দুনিয়াবী বিষয়কে কেন্দ্র করে হত্যা, লুটতরাজ, সংঘর্ষ ও পারস্পরিক মতবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছবে। এতে সাধারণ মুসলিমগণ সঠিকভাবে নিরাপদে ‘ইবাদাত-বন্দেগী পালন করতে সক্ষম হবে না। ফিতনার ভয়াবহতা এতটাই ব্যাপক হবে যে, একদিনের মাঝেই মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় ঈমানহারা হয়ে যাবে। সেই সময়ের ফিতনাকে আঁধার রাতের সাথে তুলনা করে এর রহস্যময় অস্পষ্টতাকে বুঝানো হয়েছে। এর কারণ উদঘাটন ও পরিত্রাণের উপায় বের করাও কঠিন হয়ে যাবে।

ইমাম তূীবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, শেষ যামানার ফিতনাগুলো হবে কঠিন, বিভৎস, জটিল ও অস্পষ্ট। অল্প সময়ের ব্যবধানে মানুষের ব্যাপক পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ মানুষের কথা, কাজ ও অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। যেমন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আমানাতের খিয়ানাত করা, সৎ-অসৎ কাজ, সুন্নাত-বিদ্‘আত এবং ঈমান ও কুফ্‌র। অতএব, এসব ফিতনাহ্ হতে দূরে অবস্থান করা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংশ্রব বর্জন করাই সর্বোত্তম। এসব ফিতনাহ্ হতে দূরে থাকার জন্য নাবী ﷺ কিছু পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রধান হলো, ধারালো অস্ত্র ভোঁতা করে দেয়া। এসব ফিতনায় কেউ যদি কোনভাবে আক্রান্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে আদাম আলায়হিস সালাম-এর পুত্রদ্বয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ হাবিলের ভূমিকা পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে কারণেই ‘ইবাদাত ও সৎকর্ম সম্পাদনে প্রতিযোগিতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
(মিরকাতুল মাফাতীহ)

ইমাম ইবনু মাজাহ ও ইমাম ত্ববারানী (রহিমাহুমাল্লাহ) আবূ উমামাহ্ হতে মারফূ‘ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, শীঘ্রই এমন ফিতনাহ্ আপতিত হবে যে, সকালে মানুষ মু’মিন থাকবে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিত্রাণ দিবেন সে ব্যতীত। (শারহু ইবনে মাজাহ ২/১৩০৫)

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম হাকিম (রহিমাহুমাল্লাহ) তদীয় গ্রন্থদ্বয়ে আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ‘ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা সাতটি বিষয়ের অপেক্ষার পূর্বে সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর, সেগুলো হলো : বিস্মৃতকারী দারিদ্র্যতা, সীমালঙ্ঘনকারী সচ্ছলতা, ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, হঠাৎ মৃত্যু অথবা দাজ্জালের আগমন।

---

[২২৭] সহীহ : মুসলিম ১৮৬-(১১৮), তিরমিযী ২১৯৫, সহীহুল জামি‘ ২৮১৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৫৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৫৮, মুসনাদে আহমাদ ৮০১৭, আবূ ইয়া‘লা ৬৫১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭০৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৫৮, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ২৭৭৪।

Scanned by CamScanner

٥٣٨٤ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: «تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ بِهٖ».

৫৩৮৪-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শীঘ্রই এমন ফিতনাহ্ দেখা দেবে, যখন বসা লোক দাঁড়িয়ে থাকা লোক অপেক্ষা উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী অপেক্ষা উত্তম হবে। এমনকি যে ব্যক্তি উক্ত ফিতনার দিকে চক্ষু তুলে দেখবে, ফিতনাহ্ তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে। অতএব যে ব্যক্তি তা হতে মুক্ত স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পাবে, তা দ্বারা তারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)[২২৮]

আর সহীহ মুসলিম-এর এক রিওয়ায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন এক ফিতনাহ্ আগমন করবে তখন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি হতে শ্রেয় হবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি হতে শ্রেয় হবে এবং দাঁড়ানো ব্যক্তি দ্রুতগামী অপেক্ষা শ্রেয় হবে। অতএব যে ব্যক্তি তা হতে নিরাপদ স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন অবশ্যই ঐ আশ্রয়স্থলে অবস্থান নেয়।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, শেষ যুগে ফিতনাগুলো হবে অসংখ্য ও ধারাবাহিকভাবে আগত। ইমাম ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) দাউদী হতে বর্ণনা করেন, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত ফিতনাগুলোয় যারা সরাসরি আক্রান্ত হবে তাদের পরস্পরের অবস্থা হবে অপেক্ষাকৃত গুরুতর। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা এসব ফিতনায় সরাসরি অংশ নিবে। কেননা, তাদের মাধ্যমে ফিতনার প্রসার ঘটবে ও অন্যরা এতে আক্রান্ত হবে। এদের মধ্যে যারা এসব ফিতনায় সবচেয়ে কম আক্রান্ত হবে তারাই হবে ভালো মানুষ। অতএব শেষ যামানার ফিতনাহ্ ও বিশৃঙ্খলা থেকে যত বেশি দূরে থাকা সম্ভব ততই ঈমানদারদের জন্য লাভজনক ও কল্যাণকর। (তুহফাতুল আহওয়াযী)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, হাদীসের মূল ভাষ্য হচ্ছে, ফিতনার যুগে কোনভাবেই হানাহানিতে যোগ দেয়া যাবে না। 'উলামায়ে কিরাম ফিতনার যুগে হানাহানিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। কতিপয় সহাবায়ি কিরামের মতে, ফিতনাহ্ বা বিশৃঙ্খলার সময় পারস্পরিক যুদ্ধে জড়ানো যাবে না। এমনকি কেউ যদি ঘরে প্রবেশ করেও কাউকে হত্যা করতে চায়। এমতাবস্থায় নিজেকে রক্ষার জন্য হলেও হানাহানিতে যুক্ত হওয়া যাবে না। আবূ বাকরাহ্ রাঃ এই অভিমত দিয়েছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাঃ ও অন্যান্য সহাবায়ে কিরামের মতে, নিজেকে রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে হানাহানিতে যুক্ত হওয়া যাবে না।

অধিকাংশ সহাবায়ি কিরাম ও তাবি'ঈ এবং মুসলিম 'উলামায়ি কিরামের মতে, সূরাহ্ আল হুজুরাতের ৯ নং আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমালঙ্ঘনকারী ও বিদ্রোহীদের দমনে ফিতনার যুগে হাক্বপন্থীদের সাহায্য করা ও তাদের পক্ষাবলম্বন করা ওয়াজিব। যেমন, আল্লাহ বলেন : "যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো।" এ মতটিই সহীহ। (তুহফাতুল আহওয়াযী)

---

[২২৮] সহীহ : বুখারী ৩৬০১, মুসলিম ১০-(২৮৮৬), ১৩-(২৮৮৭), মুসনাদে আহমাদ ৭৭৮৩, ২১৩৬৩, সহীহুল জামি' ৩৬২৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩৬১।

Scanned by CamScanner

ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) তদীয় জামি' আস্ সগীরে খালিদ ইবনু 'আরাফাহ্ হতে বর্ণনা করেন যে, শীঘ্রই অনেক ফিতনাহ্, দলাদলি ও মতবিরোধ দেখা দিবে, তুমি যদি পার, তবে নিহত হবে হত্যাকারী নয়। (জামি' আস্ সগীর ২/২৮৮, হা. ৪৬৭৯)

٥٣٨٥ -[٧] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ أَلَا ثُمَّ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ فِيهَا وَالْمَاشِيْ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ إِلَيْهَا أَلَا فَإِذَا وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» ثَلَاثًا فَقَالَ: رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتّٰى يُنْطَلَقَ بِيْ إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ فَضَرَبَنِيْ رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِيْ؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩৮৫-[৭] আবূ বাকরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই বিভিন্ন ধরনের ফিতনাহ্ দেখা দেবে। জেনে রাখ, এটার পর নানান ধরনের ফিতনাহ্ এসে পড়বে, সে সময় বসা অবস্থায় থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির তুলনায় হবে উত্তম এবং বলমান ব্যক্তি উক্ত ফিতনার দিকে দ্রুতগামী ব্যক্তির তুলনায় হবে উত্তম। জেনে রেখ! যখন সেই ফিতনাহ্ সংঘটিত হবে তখন যার কাছে উট সে যেন তার বকরি নিয়ে থাকে। আর যার ভূসম্পত্তি আছে, সে যেন উক্ত জমি-ভূমি নিয়েই থাকে। এ সময় জনৈক লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! যদি কারো উট, বকরি ও ভূসম্পত্তি না থাকে (তখন কি করবে)? তিনি (ﷺ) বললেন, তখন সে যেন নিজের তলোয়ারের প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং তার ধার-পার্শ্ব দিয়ে পাথরে আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেলে, অতঃপর সম্ভব হলে উক্ত ফিতনার স্থান থেকে পালিয়ে বাঁচবে। [অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন,] হে আল্লাহ! আমি কি তোমার আদেশসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি (ﷺ) তিনবার বললেন। এ সময় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! যদি কোন লোক বলপূর্বক আমাকে নিয়ে দুই দলের কোন এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়, অতঃপর কোন লোক তলোয়ারের আঘাতে আমাকে হত্যা করে অথবা তীর এসে আমায় বিঁধে এবং তাতে আমার মৃত্যু ঘটে, তখন (আমার পরিণাম সম্পর্কে) আপনার কি মতামত? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, সে তার নিজের এবং তোমার গুনাহ বহন করবে এবং জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (মুসলিম)[২২৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ফিতনার যুগে করণীয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রিয় নাবী ﷺ-এর নির্দেশনা হলো সম্ভব হলে উট/ছাগলের পালসহ পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে কোলাহলমুক্ত পরিবেশে নিজেকে রক্ষায় সেখানেই তা প্রতিপালনে আত্মনিয়োগ করবে। এমনিভাবে যার কৃষি জমি আছে, সে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করবে। যার পক্ষে এসব উপায় অবলম্বন সম্ভব নয়, সে নিজের ধারালো ও সক্রিয় অস্ত্রগুলো ভোঁতা ও নিষ্ক্রিয় করে নিশ্চুপ থাকবে। কোন পক্ষাবলম্বন না করে সাধ্যমত নিজের ঈমান ও 'আমাল রক্ষায় ব্যস্ত থাকবে এবং ফিতনার সংস্পর্শ হতে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। অর্থাৎ তৃতীয় স্বতন্ত্র পক্ষ হিসেবে

---

[২২৯] সহীহ : মুসলিম ১৩-(২৮৮৭), মুসনাদে আহমাদ ২১৩৬৩।

Scanned by CamScanner

নিজেকে যাবতীয় সমস্যা মুক্ত রাখবে। আর এটিই হচ্ছে বাস্তব প্রেক্ষাপটের আলোকে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন। কেননা এমতাবস্থায় মুসলিমদের কোন একটি গ্রুপে যোগ দিয়ে পারস্পরিক যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বকে উসকে দেয়া এবং ফিতনার প্রসার ঘটাতে সহযোগিতা করা কোনভাবেই জায়িয নয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীস এবং পূর্বোক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, কোনভাবেই ফিতনার যুগে কোন ধরনের হানাহানিতে অংশ নেয়া যাবে না। (শারহুন্ নাবাবী)

٥٣٨٦ -[٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩৮৬-[৮] আবূ সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন একটি সময় অতি নিকটবর্তী, যখন মুসলিমদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে বকরি, যা নিয়ে পর্বতশৃঙ্গে ও বারিপাতের স্থানসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফিতনাহ্ হতে বাঁচার উদ্দেশে সে স্বীয় দীন নিয়ে পলায়ন করবে। (বুখারী)[২৩০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ফিতনার যুগে একজন মু'মিনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আখ্যা দেয়া হয়েছে ছাগল। যা নিয়ে সে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে নির্জন জীবনযাপন করবে এবং এটিই তাঁর জন্য নিজের ঈমান রক্ষার সর্বোত্তম অবলম্বন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥٣٨٧ -[٩] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৮৭-[৯] উসামাহ্ ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ মাদীনার একটি গৃহের উপর আরোহণ করে (লোকেদেরকে) বললেন, আমি যা অবলম্বন করছি তোমরাও কি তা অবলম্বন করছ? তারা বললেন, জ্বী, না। তিনি বললেন, আমি অবলম্বন করছি যে, তোমাদের গৃহের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির মতো ফিতনাহ্ পতিত হচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩১]

ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন : উম্মাতকে সম্ভাব্য ফিতনাহ্ সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করার জন্য নাবী ﷺ-কে ফিতনার আলামাতসমূহ দেখানো হয়েছে। নাবী ﷺ ফিতনার বর্ণনা যেভাবে দিয়েছেন তার আলোকে বলা যায় যে, শেষ যামানার ফিতনাসমূহ ব্যাপকভাবে সকলকেই গ্রাস করবে। নির্দিষ্টভাবে কোন একক সম্প্রদায় বা গোত্র এতে আক্রান্ত হবে না। মুহাদ্দিসগণের মতে, সহাবায়ি কিরামের যুগে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ যেমন- উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীন ও 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যা এবং হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যার বিষয়ও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(শারহুন্ নাবাবী হা. ২৮৮৫, সহীহুল বুখারী ১৮৭৮, ২৪৬৭, ৩৫৯৭, ৭০৬০)

---

[২৩০] সহীহ : বুখারী ১৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৮০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ৩৫৫৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭১১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৫৮।

[২৩১] সহীহ : বুখারী ১৮৭৮, মুসলিম ৯-(২৮৮৫), সহীহুল জামি' ৭০৩০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭১২৭, মুসনাদুল হুমায়দী ৫৪২, মুসনাদে বায্যার ২৫৬৫, মুসনাদে আহমাদ ২১৭৯৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫৪৯।

Scanned by CamScanner

٥٣٨٨ -[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «هَلَكَةُ أُمَّتِيْ عَلٰى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩৮৮-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরায়শের কতক যুবকের হাতেই আমার উম্মাতের ধ্বংস নিহীত। (বুখারী)[২৩২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উম্মাতের ধ্বংস দ্বারা সহাবায়ি কিরামের জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে غِلْمَة দ্বারা কিছু সংখ্যক যুবক উদ্দেশ্য- প্রথমত 'উসমান (رضي الله عنه)-এর বিরোধী পক্ষ, দ্বিতীয়ত 'আলী ও হুসায়ন (رضي الله عنهما)-এর বিরোধী পক্ষ উদ্দেশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, আল জামি' আস্ সগীর ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৯, হা. ৯৫৯৩)

٥٣٨٩ -[١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৩৮৯-[১১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে, বিদ্যা উঠিয়ে নেয়া হবে, ফিতনাহ্-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, কার্পণ্যতা দেখা দেবে এবং 'হারজ'-এর আধিক্য হবে। লোকেরা প্রশ্ন করল, 'হারজ' কী? তিনি বললেন, হত্যা। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইমাম তূরিবিশ্‌তী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সময় নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ : দুনিয়ার শেষ সময় নিকটবর্তী হবে এবং আখিরাতও নিকটবর্তী হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হবে। কারো কারো মতে, সময়ের ব্যবধান কমে যাবে, সে যুগের মানুষের আয়ু হ্রাস পাবে ও সীমালঙ্ঘনের আধিক্যের কারণে সময়ের বারাকাত হ্রাস পাবে। 'উলামায়ে কিরাককে উঠিয়ে নেয়া হবে, ফিতনার আধিক্য হবে, কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে। ('আওনুল মা'বূদ হা. ৪২৪৯)

٥٣٩٠ -[١٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ؟ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ؟ فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩৯০-[১২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সেই পর্যন্ত দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে না, যে পর্যন্ত না মানুষের ওপর এমন একদিন আসবে, যেদিন হত্যাকারী বলতে পারবে না কেন সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবে না কেন সে নিহত হয়েছে। প্রশ্ন করা হলো, এটা কিরূপে হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, ফিতনার কারণে। যাতে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)[২৩৪]

---

[২৩২] সহীহ : বুখারী ৭০৫৮, মুসনাদে আহমাদ ৮২৮৭, সহীহুল জামি' ৭০৩৮।

[২৩৩] সহীহ : বুখারী ৮৫, মুসলিম ১১-(১৫৭), ইবনু মাজাহ ৪০৪৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৭৪৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৩৮৪, মুসনাদে বায্‌যার ১৬৯১, মুসনাদে আহমাদ ১০৭৩৫, আবূ ইয়া'লা ৬২৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৫১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৯৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০০৬১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩২৭৭।

[২৩৪] সহীহ : মুসলিম ৫৫-(২৯০৮), সহীহুল জামি' ৭০৭৬।

Scanned by CamScanner

٥٣٩١ - [١٣] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৩৯১-[১৩] মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফিতনার সময় 'ইবাদাতে ব্যস্ত থাকার প্রতিদান আমার দিকে হিজরত করে আসার সমপরিমাণ। (মুসলিম)[২৩৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ফিতনার যুগে দীনের উপর অটল থেকে 'ইবাদাত-বন্দেগী করাকে মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বে হিজরতের তুল্য গণ্য করা হয়েছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে ফিতনার যুগে 'ইবাদাতের অধিক ফাযীলাতের কারণ, এ সময় অধিকাংশ মানুষ 'ইবাদাত হতে গাফেল ও বিমুখ থাকে। কতিপয় লোকই কেবল এ সময় 'ইবাদাতে মশগুল থাকবে। (শারহুন্ নাবাবী ২৯৪৮, তিরমিযী ২২০১, ইবনু মাজাহ ৩৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৫)

٥٣٩٢ - [١٤] وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ. فَقَالَ: «اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ». سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৩৯২-[১৪] যুবায়র ইবনু 'আদী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ-এর নির্যাতনের অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ কর যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ কর। কেননা আগামীতে তোমাদের ওপর যে সময় আসবে, তা অতীতের তুলনায় আরো খারাপ হবে। আমি এ কথাগুলো তোমাদের নাবী ﷺ থেকে শুনেছি। (বুখারী)[২৩৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নাবী ﷺ-এর ওফাতের পর হতে দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক যুগেই তার পূর্ববর্তী যুগ হতে খারাপ হবে। তবে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর যুগে ব্যতিক্রম।

ইমাম ত্ববারানী (রহিমাহুল্লাহ) তদীয় সুনানে উত্তম সানাদে মাওকূফ সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন, যে বছরই অতিক্রান্ত হবে তার পরবর্তী বছর হবে মন্দ।

বিশুদ্ধ আরেকটি সানাদে রয়েছে, গতকাল ছিল আজকের চেয়ে উত্তম, আজ আগামীকালের চেয়ে উত্তম, এমনিভাবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সংগঠিত হতে থাকবে। (সহীহ সহীহুল বুখারী হা. ৭০৬৮)

---

[২৩৫] সহীহ : মুসলিম ১৩০-(২৯৪৮), তিরমিযী ২২০১, ইবনু মাজাহ ৩৯৮৫, সহীহুল জামি' ৪১১৯, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪০২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৫৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৮৮৪।

[২৩৬] সহীহ : বুখারী ৭০৬৮, মুসনাদে আহমাদ ১২৩৬৯, আবূ ইয়া'লা ৪০৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৫২।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٩٣ - [١٥] عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: وَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ أَنَسِيَ أَصْحَابِيْ أَمْ تَنَاسَوْا؟ وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلٰى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثَمِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهٖ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৩৯৩-[১৫] হুযায়ফাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কৃসম! আমি বলতে পারি না যে, আমার বন্ধুগণ (সহাবায়ি কিরামগণ) কি আসলেই ভুলে গিয়েছেন? নাকি না ভুলেও ভুলার ভান করে আছেন? আল্লাহর শপথ করে বলছি, রসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোন ফিতনাকারীর আলোচনা অবশিষ্ট রাখেননি, যা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে উক্ত ফিতনাহ্ সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা তিনশত বা তারও অধিক পর্যন্ত পৌছবে। বরং তিনি ঐ ব্যক্তির নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ পরিচয়ও আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাউদ)[২৩৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূল ﷺ তাঁর ওফাত পরবর্তী সময় হতে দুনিয়ার ধ্বংস হওয়া অবধি তিন শতাধিক মন্দ নেতা ও বিদ্‘আতী দা‘ঈদের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সহাবীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। যারা মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান করবে ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইন্ধন যোগাবে এবং এতে নেতৃত্ব দিবে। তাদের নাম, পিতা ও গোত্রের নাম এবং অনুসারী সংখ্যাসহ উল্লেখ করেছেন। এটি নাবী ﷺ-এর একটি মু‘জিযাহ্স্বরূপ। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥٣٩٤ - [١٦] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيْ أُمَّتِيْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫৩৯৪-[১৬] সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতাদের খুব বেশি আশঙ্কা করছি। আর আমার উম্মাতের ওপর যখন একবার তলোয়ার চালু হবে, তখন আর ক্বিয়ামাত অবধি তাদের হতে উঠবে না। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)[২৩৮]

ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত হাদীস পথভ্রষ্টকারী নেতা দ্বারা পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনকারী উদ্দেশ্য।

হাদীসের শেষাংশ আহলে হাক্ব দ্বারা জ্ঞানে ও ‘আমালে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জামা‘আতকে বুঝানো হয়েছে। যারা সর্বদাই বাতিলের উপর বিজয়ী থাকবে।

(সহীহ মুসলিম ১৯২০, আবূ দাউদ ৪২৫২, ইবনু মাজাহ [ভূমিকা] ৩৯৫২, তিরমিযী ২১৭৬, ২২২০)

---

[২৩৭] য‘ঈফ : আবূ দাউদ ৩২১৪৩। কারণ সানাদে ‘লাক্বী’সহ মাজহুল বলা হয়ে থাকে যে, তার নাম ইসহাক্ব ইবনু ক্বীসাহ্ ইবনু যুআয়ব আল খুযা‘ঈ আশ্ শামী সত্যবাদী, সে মুরসাল হাদীস বর্ণনাকারী। আওনুল মা‘বূদ ১১/২০৭ পৃ., হা. ৪২৪৩।

[২৩৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৫২, তিরমিযী ২২২৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৫২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১০-১৯৫৭, সহীহুল জামি‘ ১৭৭৩, মুসনাদে আহমাদ ২২৪৪৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭১৪, দারিমী ২৭৫২।

Scanned by CamScanner

٥٣٩٥ -[١٧] وَعَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا». ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَةُ: أَمْسِكْ: خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشْرَةً وَعُثْمَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَعَلِيٍّ سِتَّةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৫৩৯৫-[১৭] সাফীনাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (রসূল ﷺ বলেছেন) খিলাফাত ত্রিশ বছর অবশিষ্ট থাকবে। অতঃপর তা রাজতন্ত্র পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী সাফীনাহ্ رضي الله عنه বলেন, তা এরূপে বর্ণনা করে নাও- আবূ বাক্র সিদ্দীক্ رضي الله عنه-এর খিলাফাতকাল দু' বছর, 'উমার رضي الله عنه-এর খিলাফাতকাল দশ বছর, 'উসমান رضي الله عنه-এর বারো বছর এবং 'আলী رضي الله عنه-এর ছয় বছর। (আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৩৯]

ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ নুবুওয়্যাতের পর খিলাফাত কতদিন স্থায়ী হবে তার একটি মেয়াদ উল্লেখ করেছেন। তৎপরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধরণ কিরূপ হবে তা প্রিয়নাবী ﷺ উপস্থাপন করেছেন।

খিলাফাতে রাশিদার মেয়াদকাল ছিল ৩০ বছর। আবূ বাক্র رضي الله عنه ২ বছর ৩ মাস ১০ দিন, 'উমার رضي الله عنه- ১০ বছর ৬ মাস ৮ দিন, 'উসমান رضي الله عنه ১১ বছর ১১ মাস ৯ দিন, 'আলী رضي الله عنه ৪ বছর ৯ মাস ৭ দিন, হাসান رضي الله عنه ৭ মাস।

মুসনাদে আহমাদে সাফীনাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, আমার উম্মাতের খিলাফাতকাল হবে ৩০ বছর। অতঃপর রাজা-বাদশাহদের রাজত্ব ক্বায়িম হবে। ইমাম বায়হাক্বী তদীয় 'আল মাদখাল' গ্রন্থে সাফীনাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত আছে- প্রথম রাজত্ব ছিল মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর অধীন। শারহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে রয়েছে, যারা খিলাফাতে রাশিদার আদলে সুন্নাতে রসূল ﷺ-কে আঁকড়ে ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তারাই খলীফাহ্। পক্ষান্তরে যারা খিলাফাতে রাশিদার পরিপন্থী কাজ করেছেন তারা নিজেদেরকে খলীফাহ্ দাবী করলেও সেই দাবী যথার্থ নয়। বরং তারা রাজা হিসেবে গণ্য হবেন।

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তদীয় 'তারীখ' গ্রন্থে এবং ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত খিলাফাত হবে মাদীনায় এবং রাজতন্ত্র হবে শাম দেশে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٣٩٦ -[١٨] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَكُونُ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ؟ قَالَ: «السَّيْفُ» قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ بَقِيَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ تَكُونُ إِمَارَةٌ عَلَى إِقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ». قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ يَنْشَأُ دُعَاةُ الضَّلَالِ فَإِنْ كَانَ لِلّٰهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ». قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذٰلِكَ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ

[২৩৯] হাসান : মুসনাদে আহমাদ ১৮৪৩০, আবূ দাউদ ৪৬৪৬, তিরমিযী ২২২৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৪৩।

Scanned by CamScanner

أَجْرُهُ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ يُنْتَجُ الْمُهْرُ فَلَا يُرْكَبُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ» وَفِىْ رِوَايَةٍ: «هُدْنَةٌ عَلٰى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلٰى أَقْذَاءٍ». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ؟ قَالَ: «لَا تَرْجِعُ قُلُوْبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِىْ كَانَتْ عَلَيْهِ». قُلْتُ: بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلٰى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ مُتَّ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلٰى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৩৯৬-[১৮] হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এখন আমরা যে ভালো যুগে (ইসলামে) অবস্থান করছি, এর পরে কি কোন খারাপ যুগ আসবে যেমন এটার (ইসলামের) পূর্বে (জাহিলিয়্যাত) ছিল? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, আসবে। আমি প্রশ্ন করলাম, তা হতে বেঁচে থাকার উপায় কি? তিনি (ﷺ) বললেন, তলোয়ার (বাতিলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতে হবে)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সেই তলোয়ারী যুগের পরে কি মুসলিমের অস্তিত্ব থাকবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, থাকবে। তবে তখন প্রতিষ্ঠিত হবে রাজতন্ত্র। তার উৎপত্তি হবে মানুষের ঘৃণার উপর এবং সন্ধি-চুক্তি হবে ধোঁকার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, অতঃপর গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারী লোকের আগমন ঘটবে। তখন যদি আল্লাহর এই জমিনে কোন শাসক থাকে এবং সে তোমার পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে চাবুক মারে এবং (জোরপূর্বক) তোমার মাল-সম্পদ ছিনিয়েও নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য কর। যদি কোন শাসক না থাকে তবে তোমার মৃত্যু যেন এই অবস্থায় হয় যে, তুমি (সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে) কোন গাছের গোড়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী হবে। (নির্জনে থাকবে) আমি প্রশ্ন করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, অতঃপর দাজ্জালের আগমন ঘটবে। তার সঙ্গে থাকবে নদী ও আগুন। যে ব্যক্তি উক্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়বে, (আল্লাহর নিকট) তার প্রতিদান সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার নহরে প্রবেশ করবে তার পাপ অবধারিত হয়ে যাবে এবং তার (নেক 'আমালের) প্রতিদান বাতিল হয়ে যাবে। হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, ঘোড়ার বাচ্চা লাভ করা হবে, কিন্তু তা আরোহণের উপযুক্ত হওয়ার পূর্বেই ক্বিয়ামাত ক্বায়িম হয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, সেই ফিতনার সন্ধি চুক্তি হবে ধোঁকার উপর এবং জামা'আতবন্দি হবে ঘৃণার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! প্রতারণার চুক্তির অর্থ কী? তিনি (ﷺ) বলেলেন, লোকজনের অন্তর আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না। আমি প্রশ্ন করলাম, সেই ভালোর পরেও কি কোন খারাপ আসবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, এরপরে এসে পড়বে অন্ধ ও বধির ফিতনাহ্ (তখন আর তা হতে বের হওয়ার কোন পথও থাকবে না)। সে সময় এক দল লোক জাহান্নামের দাঁড়িয়ে ফিতনার দিকে আহ্বানকারী হবে। হে হুযায়ফাহ্! সেই সময় এ সকল আহ্বানকারীর কারো অনুসরণ করা অপেক্ষা যদি তুমি গাছের শিকড় অবলম্বন করে মৃত্যুবরণ কর, তা হবে তোমার পক্ষে উত্তম। (আবূ দাউদ)[২৪০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এই উম্মাতের শেষ যামানায় যেসব ফিতনার আবির্ভাব হবে তার ধরণ উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, ফিতনাহ্ হবে অন্ধ ও বধির। ফিতনাকে অন্ধ বলা হয়েছে এজন্য যে, এ সময়ে বিরাজমান মানুষজন সত্যপথ দেখতে ব্যর্থ হবে বা হাক্ব খুঁজে পেতে সক্ষম হবে না এবং সত্য

[২৪০] হাসান : আবূ দাউদ ৪২৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৯১, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৭১১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭১১৩, মুসনাদে বায্যার ২৯৬০, মুসনাদে আহমাদ ২৩৪৭৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৩৩২।

Scanned by CamScanner

কথা ও উপদেশ শুনবে না বা তা শুনতে অক্ষম হবে। তবে হাদীসের প্রথমাংশে যে তলোয়ারের কথা বলা হয়েছে, সেটিকে কতিপয় সহাবায়ি কিরাম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাঃ-এর যুগে মুরতাদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ইঙ্গিত রয়েছে। যা সূরাহ্ আল হুজুরাতের ৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

ইমাম ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে এ সময় মানুষেরা ফিতনাহ্ থেকে বাঁচার কোন পথ পাবে না। সত্য কথা ও উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষেরা উপলব্ধি ও অনুধাবন শক্তি হারিয়ে ফেলবে। সে সময় কতক আহ্বানকারী/একদল দা'ঈর উদ্ভব হবে যারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে দৃঢ়ভাবে আহ্বান করবে। অবস্থা এমন হবে যে, তারা যেন জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষকে তাতে প্রবেশের আহ্বান জানাবে। সে সময়ে রসূল ﷺ-এর নির্দেশনা হলো, এ সময় প্রয়োজনে গাছের গুড়ি আঁকড়ে থাকতে হবে। তবুও সেসব দা'ঈ/আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়া যাবে না এবং ফিতনায় জড়ানো যাবে না।

٥٣٩٧ -[١٩] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفًا خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا جَاوَزْنَا بُيُوتَ الْمَدِينَةِ قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ جُوعٌ تَقُومُ عَنْ فِرَاشِكَ وَلَا تَبْلُغُ مَسْجِدَكَ حَتّٰى يُجْهِدَكَ الْجُوعُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ أَعْلَمُ. قَالَ: «تَعَفَّفْ يَا أَبَا ذَرٍّ». قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ مَوْتٌ يَبْلُغُ الْبَيْتَ الْعَبْدُ حَتّٰى إِنَّهٗ يُبَاعُ الْقَبْرُ بِالْعَبْدِ؟». قَالَ: قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ أَعْلَمُ. قَالَ: «تَصْبِرُ يَا أَبَا ذَرٍّ». قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَتْلٌ تَغْمُرُ الدِّمَاءُ أَحْجَارَ الزَّيْتِ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ أَعْلَمُ. قَالَ: «تَأْتِي مَنْ أَنْتَ مِنْهُ». قَالَ: قُلْتُ: وَأَلْبَسُ السِّلَاحَ؟ قَالَ: «شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا». قُلْتُ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ نَاحِيَةَ ثَوْبِكَ عَلٰى وَجْهِكَ لِيَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهٖ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৩৯৭-[১৯] আবূ যার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে একটি গাধার উপরে আরোহী ছিলাম। যখন আমরা মাদীনার গ্রামাঞ্চল অতিক্রম করে বাহিরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ যার! তখন তোমার কি অবস্থা হবে যখন মাদীনায় এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে যে, ক্ষুধার তাড়নায় তুমি নিজ বিছানা হতে উঠে মাসজিদ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না, এমনকি ক্ষুধা তোমাকে পেরেশানী করে ফেলবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশি জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, হে আবূ যার! তখন তুমি আত্মসংযম করবে (হারাম কিংবা সন্দেহযুক্ত মাল ভক্ষণ করো না)। তিনি (ﷺ) পুনরায় বললেন, হে আবূ যর! তখন তোমার অবস্থা কিরূপ হবে যখন মাদীনায় এমন মহামারি দেখা দেবে যে, একটি ঘর একটি গোলামের মূল্যের সমপরিমাণে পৌছবে, এমনকি একটি ক্বরের স্থান একটি গোলামের বিনিময়ে বিক্রয় হবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, হে আবূ যার! তখন তোমার অবস্থা কি হবে যখন মাদীনায় এমন এক হত্যাযজ্ঞের সূচনা হবে যার রক্ত 'আহ্জারুয্ যায়ত' নামক স্থানকে ডুবিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক ভালো জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, তখন তুমি তার কাছেই চলে যাবে যার সাথে তুমি সম্পর্কিত (নিজের পরিবার অথবা নিজ ইমামের নিকট)। আমি বললাম, তবে কি আমি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হব? তিনি (ﷺ) বললেন, যদি তুমি এরূপ কর

Scanned by CamScanner

তাহলে তুমিও সে দলের সাথে শামিল হয়ে যাবে। আমি বললাম, তাহলে আমি কি করব? হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি (ﷺ) বললেন, যদি তুমি তলোয়ারের চাকচিক্যকে ভয় কর (তলোয়ারের সম্মুখে ভয় পাও), তাহলে পরিহিত কাপড়ের একাংশ স্বীয় মুখের উপরে স্থাপন করবে, যাতে সে তোমার ও নিজের পাপ বহন করে। (আবূ দাউদ)[২৪১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে প্রিয় নাবী ﷺ আবূ যার رضي الله عنه-কে চরম ফিতনার সময় নিজেকে শংকামুক্ত রাখার জন্য হানাহানিতে লিপ্ত হতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। এমনকি কেউ যদি কাউকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয় তাকে প্রতিরোধ করতেও নিষেধ করেছেন। এমতাবস্থায় নিহত হলেও যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে না। এ সময় কেউ যদি কোন মু'মিনকে হত্যা করতে উদ্যত হয় প্রতিরোধ করা যাবে না। নিহত হলে আদাম عليه السلام-এর পুত্র হাবিলের মতো নিজেকে মৃত্যুর জন্য সমর্পণ করতে হবে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে তলোয়ার বা ধারালো অস্ত্র ভোঁতা করার মর্ম হচ্ছে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানিতে শারীক হওয়ার পথরুদ্ধ করতে হবে। সে সময় মৃত্যুকে বরণ করার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কেননা, বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে আন্দোলনে শারীক হওয়ার চাইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই উত্তম। আন্দোলনে শারীক হলে ফিতনাহ্ আরো বৃদ্ধি পাবে। (ইবনু মাজাহ হা. ৩৯৫৭, আবূ দাউদ হা. ৪৩৩৪)

٥٣٩٨ -[٢٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُبْقِيتَ فِيْ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ؟ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هٰكَذَا؟» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. قَالَ: فَبِمَ تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «الْزَمْ بَيْتَكَ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

৫৩৯৮-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, (হে 'আবদুল্লাহ!) তখন তোমার কিরূপ হবে? যখন তুমি নিকৃষ্ট ও ইতর লোকেদের মধ্যে যাবে, তাদের অস্বীকার ও আমানাতের মাঝে ভেজাল এসে যাবে এবং পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের অবস্থা হবে এরূপ এবং (এ কথা বলে) উভয় হাতের অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন। 'আবদুল্লাহ رضي الله عنه বললেন, তখন আমার কর্তব্য কি হবে, আপনিই আমাকে নির্দেশ করুন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, যে কাজটি তুমি সত্য ও ভালো বলে জান, কেবলমাত্র তাই করবে এবং যা অসত্য ও খারাপ বলে জান তা দূরে সরিয়ে রাখবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, নিজ ঘরে বসে থাক, নিজের মুখ ও জবানকে নিজ আয়ত্তে রাখা। আর যা ভালো মনে কর, শুধু তাই কর এবং খারাপকে বর্জন কর। শুধুমাত্র নিজের ব্যাপারে সচেতন থাক এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা পরিহার কর। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ][২৪২]

---

[২৪১] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৬১, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৮, হাকিম ৪/৪২৩।

[২৪২] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩৪২, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ ২০৭৪১, মুসনাদে আহমাদ ৭০৪৯, সহীহুল জামি' ১২৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৭১১৫, মুসনাদে আহমাদ ১৮০০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০০৩৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৮৬৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৭৫৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭২৪৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিতনার যুগে মানুষকে চেনা কঠিন হয়ে যাবে। কেননা, প্রতিনিয়ত মানুষের চিন্তা-চেতনা, 'আমাল-আখলাক্ব, কাজকর্ম ও চলাফেরা পরিবর্তিত হবে। সে কারণেই মু'মিনদেরকে সতর্কতার সাথে জীবনযাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(ইবনু মাজাহ হা. ৩৯৫৭, আবূ দাউদ হা. ৪৩৪২)

٥٣٩٩ - [٢١] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ عَلٰى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «ذَكَرَ إِلٰى قَوْلِهِ» خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي" ثُمَّ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ".

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ: «كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَالْزَمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ». وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

৫৩৯৯-[২১] আবূ মূসা (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাত আসার আগে ঘোর অন্ধকার রাত্রির একাংশের মতো ফিতনাহ্ সংঘটিত হতে থাকবে তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মু'মিন এবং বিকালে কাফির এবং বিকালে মু'মিন এবং সকালে কাফিরে পরিণত হতে থাকবে। তাতে বসা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির তুলনায় উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে। তখন তোমরা তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার রশিগুলো কেটে দিবে। আর তোমাদের তলোয়ার পাথরে ঘষে তার ধার নষ্ট করে দেবে। এ সময় যদি কেউ আগ্রাসী হয়ে তোমাদের কাউকে আক্রমণ করে, তখন সে যেন আদাম (عليه السلام)-এর দুই ছেলের মধ্যে উত্তম ছেলের নীতি অনুসরণ করে। (আবূ দাউদ)[২৪৩]

আবূ দাউদ-এর অপর এক বর্ণনায়, خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي "দ্রুতগামী অপেক্ষা উত্তম" পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে সে সময় কী করতে নির্দেশ দেন? তিনি (ﷺ) বললেন, সেই সময় তোমরা আপন ঘরের চট হয়ে যাও। (বিছানা যেমন ঘরে পড়ে থাকে, তেমন তোমরাও ঘরে বসে থাকবে, অর্থাৎ ফিতনায় জড়িত হবে না)

আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ফিতনার সময় তোমরা নিজেদের ধনুক ভেঙ্গে ফেল এবং তার রশি কেটে ফেল। গৃহের ভিতরে আবদ্ধ থাক এবং আদাম-এর পুত্র (হাবিল)-এর নীতি অনুসরণ কর। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি সহীহ গরীব।

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাতের পূর্বে আবির্ভূত আলামাতসমূহের অন্যতম হলো মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হবে। প্রভাতে কেউ মুসলিম থাকলে সন্ধ্যায় সে নানা কারণে কাফির হয়ে যাবে। সে কারণে নিজের

---

[২৪৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪২৫৯, তিরমিযী ২১৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৬১, ইরওয়া ২৪৫১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৩৫, সহীহুল জামি' ২০৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৫৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭১২০, মুসনাদে আহমাদ ৯০৬১, আবূ ইয়া'লা ৬৫১৫, মুসলিম ১৮৬-(১১৮), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭০৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৫৫৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৭৭৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬২৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭২৪৯।

Scanned by CamScanner

ইসলাম ও ঈমান সুরক্ষায় সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ হতে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। সে সময়ের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হতে মুক্ত থাকতে নিজস্ব ধারালো অস্ত্রপাতি ভোঁতা করে দিতে হবে। যেন মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগ না থাকে। (ইবনু মাজাহ হা. ৩৯৬১, আবূ দাউদ হা. ৪২৫৯)

٥٤٠٠ - [٢٢] وَعَنْ أُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا؟ قَالَ: «رَجُلٌ فِي مَاشِيَتِهٖ يُؤَدِّي حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهٗ وَرَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهٖ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخَوِّفُونَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৪০০-[২২] উম্মু মালিক আল বাহিযিয়্যাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনার আলোচনা করলেন এবং তা খুবই কাছে বলেও বর্ণনা করলেন। তখন আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সেই সময় উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি নিজের গবাদি পশুর মধ্যে থেকে তার অধিকার (যাকাত ইত্যাদি) আদায় করবে এবং নিজ পরোয়ারদিগারের 'ইবাদাতে ব্যস্ত থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজের ঘোড়ার উপর আরোহণ করে শত্রুদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করবে এবং শত্রুরা তাকে ভয় দেখাবে। (তিরমিযী)[২৪৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনার যুগে উত্তম মানুষের গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। যারা নিজেকে ফিতনাহ্‌মুক্ত রাখতে চান তাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজের পশুপাল নিয়ে নির্জনে অবস্থান ও আল্লাহর 'ইবাদাতে মগ্ন থাকা। সেই সাথে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা ও মুসলিমদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ২১৭৭, মুসনাদে আহমাদ হা. ৬/৪১৯, ত্বারানী কাবীর হা. ২৫/১৫০, সহীহ আল জামি' হা. ৩২৯২)

٥٤٠١ - [٢٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫৪০১-[২৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে এমন ভয়াবহ ফিতনাহ্ দেখা দেবে, যা গোটা 'আরবভূমিকে গ্রাস করে ফেলবে। তাতে যারা নিহত হবে তারা জাহান্নামী। উক্ত হট্টগোলের সময় মুখের ভাষা হবে তলোয়ারের আঘাত অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[২৪৫]

ব্যাখ্যা : অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কেননা যে কাজের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করা আবশ্যক হয়ে যায় সে কাজগুলোতে তারা সরাসরি লিপ্ত ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : "নিশ্চয় পুন্যবানগণ থাকবে নি'আমাতপূর্ণ জান্নাতে এবং পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহান্নামে।" (সূরাহ্ ইনফিত্বা-র ৮২ : ১৩-১৪)

আল ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসে উল্লেখিত ফিতনায় নিহতদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিশ্চয় তারা জাহান্নামের অধিবাসী, কেননা উক্ত যুদ্ধে তারা দীনকে সমুন্নত কিংবা অত্যাচারীদের প্রতিহত করা বা অত্যাচারিতদের সাহায্য করার উদ্দেশে করেনি বরং তারা সম্পদ ও নেতৃত্ব পাওয়ার লোভে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, বিধায় তারা জাহান্নামী। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হা. ২১৭৮)

---

[২৪৪] **সহীহ :** তিরমিযী ২১৭৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২২৭।

[২৪৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২২৮৩, য'ঈফ তিরমিযী ৩৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৯৬৭, য'ঈফুল জামি' ২৪৭৫, আবূ দাউদ ৪২৬৫; কারণ সানাদে যিয়াদ ইবনু সীমানকূশ মাজহূল, আর লায়স হলো ইবনু আবূ সুলায়ম য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ৩২২৯।

Scanned by CamScanner

٥٤٠٢ -[٢٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بُكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪০২-[২৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে বোবা, বধির অন্ধ ফিতনাহ্ দেখা দেবে। যে ব্যক্তি তার দিকে দৃষ্টি দিবে উক্ত ফিতনাও তার দিকে দৃষ্টি দিবে, তাতে কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করা তলোয়ারের আঘাতের মতো ক্ষতিকর হবে। (আবূ দাউদ)[২৪৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নাবী (ﷺ)-এর বাণী : "অচিরেই বোবা, বধির ও অন্ধের ফিতনার আত্মপ্রকাশ ঘটবে"। এর অর্থ হলো : তারা সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য করবে না, তারা দীনের কোন নাসীহাত শুনবে না এবং তারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে না। বরং যে সত্যের স্বপক্ষে কথা বলবে তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া হবে এবং ফিতনাহ্ বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٠٣ -[٢٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتّٰى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ: وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ. قَالَ: "هِيَ هَرَبٌ وَحَرَبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي إِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلٰى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلٰى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتّٰى يَصِيرَ النَّاسُ إِلٰى فُسْطَاطَيْنِ: فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ. فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪০৩-[২৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী (ﷺ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি (ﷺ) নানাবিধ ফিতনাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, এমনকি 'ফিতনায়ে আহ্লাস'-এরও উল্লেখ করলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'ফিতনায়ে আহলাস' কি? তিনি (ﷺ) বললেন, তাতে পলায়নপর হবে (পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার দরুন একে অন্য থেকে পলায়ন করবে) এবং ছিনতাই হবে। অতঃপর দেখা দেবে 'ফিতনাতুস্ সার্‌রা' (ধনের প্রাচুর্যের বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে হওয়ার ফিতনাহ্), উক্ত ফিতনার ধোঁয়া আমার পরিবারস্থ এক ব্যক্তির পায়ের নিচ হতে উৎপত্তি লাভ করবে। সে আমার বংশের লোক বলে দাবি করবে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আমার আপনজনদের মধ্যে হবে না। মূলত পরহেজগার লোকই হলেন আমার বন্ধু। অতঃপর লোকেরা এমন ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা হস্তান্তরে একমত হবে, যে পাঁজরের হাড়ের উপর নিতম্বের মতো হবে (অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য ব্যক্তিই হবে তাদের অধিনায়ক)। তারপর শুরু হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনাহ্ তা কাউকেও ছাড়বে না, বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি চপেটাঘাত লাগাবেই (অর্থাৎ ফিতনার শিকার হয়ে পড়বে)। আর যখন বলা হবে ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, মানুষ ভোরে ঈমানদার হয়ে উঠবে, কিন্তু সন্ধ্যায় সে কাফির হয়ে যাবে। পরিশেষে

---

[২৪৬] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪২৬৪, য'ঈফুল জামি' ৩২৫৭, কারণ সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ। আনওয়ারুস্ সহীফাহ্ ১৫১ পৃ., আবূ দাউদ ৪২৬৪, য'ঈফাহ্ ২৪৭৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৭১৭।

Scanned by CamScanner

সকল মানুষ দু'টি তাবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল হবে ঈমানের, এখানে মুনাফিক্বী থাকবে না। আর অপর দল হবে মুনাফিক্বীর, যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। যখন অবস্থা এ সীমায় পৌছবে, তখন তোমরা দাজ্জালের আগমনের প্রতীক্ষা কর, সে ঐ দিনই অথবা পরের দিন আবির্ভূত হবে। (আবূ দাউদ)[২৪৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত বাক্য (وَلَيْسَ مِنِّيْ) সে আমার আপনজনদের কেউ নয়। অর্থাৎ সে আমার বাধ্যগত নয় অথবা 'আমালের ক্ষেত্রে সে আমার পরিবারভুক্ত বা আমার দলভুক্ত নয়। কেননা সে যদি আমার অনুগত হত তবে ফিতনায় পতিত হত না। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : "নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ।" (সূরাহ্ হূদ ১১ : ৪৬)

অথবা সে আমার প্রকৃত বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ অর্থের সমর্থনে বাণী : "নিশ্চয় মুত্তাক্বীগণ আমার বন্ধুবর্গ।" ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৩০৯ পৃ., হা. ৪২৩৮)

٥٤٠٤ -[٢٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪০৪-[২৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : দুর্ভাগ্য 'আরবদের জন্য যে, এক বিরাট ফিতনাহ্ তাদের কাছাকাছি। সে লোকই সাফল্যমণ্ডিত হবে, যে (তা হতে) নিজের হাতকে গুটিয়ে রাখবে। (আবূ দাউদ)[২৪৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নাবী ﷺ-এর দ্বারা 'উসমান رضي الله عنه-এর শাসনামালে মুসলিমদের মাঝে সংঘটিত মতপার্থক্য বা দলাদলি উদ্দেশ্য করেছেন। অথবা 'আলী رضي الله عنه এবং মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর মাঝে সংঘটিত দ্বন্দ্বকে বুঝিয়েছেন। আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নাবী ﷺ এটা দ্বারা ইয়াযীদ ও হুসায়ন رضي الله عنه-এর মাঝের দ্বন্দ্বকে বুঝিয়েছেন এবং এটাই সর্বাধিক নিকটবর্তী অর্থ। কেননা 'আরব ও অনারবদের সকলের মাঝে সে সময় সংঘটিত ফিতনাহ্ বা বিপর্যয় খুবই স্পষ্ট। আর সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যারা উক্ত যুদ্ধ থেকে দূরে থেকেছে তারাই সফলতা লাভ করেছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৩১৫ পৃ., হা. ৪২৪৪)

٥٤٠٥ -[٢٧] وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪০৫-[২৭] মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনাহ্ হতে পৃথক রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনাহ্ হতে পৃথক রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনাহ্ হতে পৃথক রাখা হয়েছে এবং সেই ব্যক্তিও সৌভাগ্যবান যে তাতে উপনীত হয়ে ধৈর্যধারণ করেছে। তার জন্য মুবারকবাদ। (আবূ দাউদ)[২৪৯]

---

[২৪৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৪২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৭২, মুসনাদে আহমাদ ৬১৬৮।

[২৪৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৪৯, মুসনাদে আহমাদ ৯৬৮৯, সহীহুল জামি' ৭১৩৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭২৫২, শু'আবুল ঈমান ৫৩৩০।

[২৪৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭৪৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৭৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : সে সময় কেউ হাক্ব কথা শ্রবণ করবে না, হাক্বের স্বপক্ষে কেউ কথা বলবে না এবং হাক্ব থেকে বাতিলকে আলাদা করে কেউ প্রকাশও করবে না। আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ হলো, তারা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করবে না। তারা কোন নাসীহাত শ্রবণ করবে না। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে না। বরং যারা হাক্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষে হাক্বের পক্ষে কথা বলবে তাদেরকে নানাবিধ কষ্ট দেয়াসহ বিভিন্ন ফিতনাহ্-ফাসাদে নিপতিত করা হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৩৩১ পৃ., হা. ৪২৫৮)

٥٤٠٦ - [٢٨] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪০৬-[২৮] সাওবান রضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে যখন একবার তলোয়ার চালিত হবে, তখন তা আর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বন্ধ করা হবে না। আর ক্বিয়ামাত সেই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মাতের কোন কোন সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যেই পর্যন্ত না আমার উম্মাতের কোন গোত্র মূর্তিপূজা করবে। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মাতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আগমন ঘটবে এবং তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নাবী হওয়ার দাবি করবে। অথচ সত্য কথা হলো, আমিই শেষ নাবী, আমার পরে আর কোন নাবী নেই। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন, আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর অনড় থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা ক্বিয়ামাত আসা পর্যন্ত তাদের কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)[২৫০]

ব্যাখ্যা : এখানে উদ্দেশ্য হলো তরবারি কিংবা অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র; যেমন- বর্শা, তীর ও কামান ইত্যাদি দ্বারা যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এখানে 'আস্ সায়ফ' বা তরবারি কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারির ব্যবহার তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি হত। আর এ যুদ্ধ ক্বিয়ামাত পর্যন্ত চলমান থাকবে, কোন শহরে তরবারি বা যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও অন্য কোন শহর বা অঞ্চলে তার প্রয়োজনীয়তা থাকবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬২ পৃ., হা. ২২০২)

٥٤٠٧ - [٢٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا». قُلْتُ: أَمِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى؟ قَالَ: «مِمَّا مَضَى». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[২৫০] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪২৫২, তিরমিযী ২২০২, সহীহুল জামি' ৮২৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৩৯০, ইবনু মাজাহ ৩৯৫২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১০৮, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯৫৬, বুখারী ৭১, মুসলিম ১৭৬-(১৯২৪), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৩৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৭১২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬১১১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৩৯৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪০৯।

Scanned by CamScanner

৫৪০৭-[২৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ইসলামের চাকা পঁয়ত্রিশ অথবা ছত্রিশ অথবা সাইত্রিশ বছর সঠিকভাবে ঘুরতে থাকবে। এটার পরে যদি লোকজন ধ্বংসের মুখোমুখী হয়, তবে তারা পূর্ববর্তী লোকেদের পথে চলার কারণেই ধ্বংস হবে। অতঃপর দীনের নেযাম যদি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা তাদের মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, সেই সত্তর বছর কি উল্লিখিত (পঁয়ত্রিশ) বছরের পরে আসবে, নাকি আগের সেই বছরগুলোসহ? তিনি (ﷺ) বললেন, আগের বছরগুলোসহ। (আবূ দাঊদ)[২৫১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত বাক্য (فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ) অর্থাৎ দীনের মধ্যে সংশয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কারণে তাদের পথ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হবে। যেমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণ দীনের মধ্যে সংশয়, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যদিকে দীনের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশয় প্রবেশ না করিয়ে যদি দীনের উপর অবিচল থাকে তবে তাদের অবিচল থাকাটা ৭০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে। 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে দীন দ্বারা বাদশাহী উদ্দেশ্য হতে পারে। তিনি বলেন : এর দ্বারা উমাইয়্যাহ্ বাদশাহী যুগ এবং তা 'আব্বাসীয়দের হাতে স্থানান্তরিত হওয়া পর্যন্ত উদ্দেশ্য হতে পারে। আর খুরাসানে 'আব্বাসীয় রাজত্বের আত্মপ্রকাশ হওয়া পর্যন্ত স্বীকৃত উমাইয়্যাহ্ রাজত্বকাল বা বাদশাহী ছিল। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর [খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর] কথা উল্লেখ করার পর বলেন : আল্লাহ তা'আলা আবূ সুলায়মান তথা খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ)-কে "দয়া করুন"। তিনি এটা তাঁর গবেষণা অনুযায়ী বলেছেন, তবে এটা অবশ্যই জানা উচিত যে, নাবী (ﷺ) সমগ্র উম্মাত ব্যতীত শুধু উমাইয়্যাহ্ বাদশাহীকে উদ্দেশ্য করে কোন কথা বলেননি। বরং সমগ্র উম্মাতকে দীনী বিধি-বিধান, হুকুম-আহকামের উপর অবিচল থাকার কথা বুঝিয়েছেন। যার সূচনা হয়েছিল হিজরীর প্রথম পর্যায় থেকে। আর তিনি তাদেরকে এ মর্মে খবর দিয়েছেন যে, নিশ্চয় তারা দীনের উপর অবিচল থাকবে ৩৫, ৩৬, কিংবা ৩৭ বছর। অতঃপর তারা ঐক্যের লাঠি ভেঙ্গে ফেলবে এবং তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। এহেন অবস্থায় যদি তারা ধ্বংস হয় তাহলে তাদের পথটা তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহূদ-নাসারাদের পথের ন্যায় হবে। আর যদি তারা ঐক্য ও আনুগত্যের উপর এবং সত্যের সাহায্যের উপর অটুট থাকে তবে এটা তাদের ৭০ বছর পর্যন্ত পূর্ণ থাকবে (আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন)। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৩৭৮ পৃ., হা. ৪২৪৮)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٠٨ -[٣٠] عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلٰى غَزْوَةِ حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسٰى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[২৫১] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪২৫৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৭৬, সহীহুল জামি' ২৯৩৪, আবূ ইয়া'লা ৫২৮১।

Scanned by CamScanner

৫৪০৮-[৩০] আবূ ওয়াক্বিদ আল লায়সী (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হুনায়নের যুদ্ধে বের হলেন, তখন তিনি মুশরিকদের এমন এক গাছের নিকট দিয়ে গমন করলেন, যাতে তারা নিজেদের অস্ত্রসমূহ ঝুলিয়ে রাখত। উক্ত গাছটিকে 'যাতু আন্ওয়াত্ব' বলা হত। এটা দেখে কোন কোন নতুন মুসলিমরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! ঐ সমস্ত মুশরিকদের মতো আমাদের জন্যও একটি 'যাতু আন্ওয়াত্ব' ধার্য করে দিন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) (বিস্ময় প্রকাশে) বললেন, '*সুবহা-নাল্ল-হ*' মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ও তাঁকে বলেছিল, "...(হে মূসা!) আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য নির্ধারণ করে দিন যেরূপ ঐ কাফির সম্প্রদায়ের উপাস্য রয়েছে..."– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৩৮)। তোমরাও তো সেরূপ কথা বললে, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমরা ঐ সকল লোকেদের পথ অনুকরণ করে চলবে, যারা তোমাদের আগে অতীত হয়ে গেছে। (তিরমিযী)[২৫২]

ব্যাখ্যা : উম্মাতে মুহাম্মাদী তাদের পূর্ববর্তীদের তথা ইয়াহূদ-নাসারাদের পথ-পদ্ধতি ও কর্মপন্থার অনুকরণ করবে। আলোচ্য হাদীসের সমর্থনে ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি তথা ইয়াহূদ-নাসারাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে প্রতি বিঘতে বিঘতে ও প্রতি হাতে হাতে, এমনকি যদি তারা গুইসাঁপের গর্তেও প্রবেশ করে তবে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। এছাড়া যদি তাদের কেউ রাস্তায় কোন মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তবে অবশ্যই তোমরাও সেটা করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٠٩ ـ[٣١] وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولٰى يَعْنِيْ مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدٌ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ أَحَدٌ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَبِالنَّاسِ طَبَاخٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৪০৯-[৩১] ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম ফিতনাহ্ হলো 'উসমান (রাঃ)-এর হত্যা। এরপর বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সহাবীও অবশিষ্ট ছিলেন না। দ্বিতীয় ফিতনাহ্ হলো 'হার্‌রা'র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অতঃপর হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী একজন সহাবীও অবশিষ্ট রইলেন না। আর তৃতীয় ফিতনাহ্ সংঘটিত হওয়ার পর তা কখনো শেষ হয়নি, যতদিন মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও সৎ গুণাবলি বিদ্যমান ছিল। (তখন সহাবী ও তাবি'ঈদের কেউই অবশিষ্ট থাকেননি)। (বুখারী)[২৫৩]

ব্যাখ্যা : 'উসমান (রাঃ)-এর হত্যাটাই হলো প্রথম ফিতনাহ্ বা প্রথম বিপর্যয়। অতঃপর তার পরবর্তীতে বদ্‌রী কোন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন না। অর্থাৎ তারা সকলেই 'উসমান (রাঃ)-এর হত্যার ফিতনাহ্ ও আল হার্‌রাতে সংঘটিত ফিতনার মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদের মধ্যে সা'দ ইবনু ওয়াক্কাস (রাঃ) সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং হার্‌রায় সংঘটিত ফিতনার প্রায় দু' বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ৩৪২ পৃ., হা. ৪০২৪)

---

[২৫২] সহীহ : তিরমিযী ২১৮০, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৩৭৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৮৪৮, মুসনাদে আহমাদ ২১৯৪৭, আবূ ইয়া'লা ১৪৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭০২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩২১৮।
[২৫৩] সহীহ : বুখারী ৪০২৪।

Scanned by CamScanner

নিহায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে যে, হার্‌রাহ্ হলো কালো পাথর বিশিষ্ট মাদীনার একটি উচ্চভূমি। এখানে ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্-এর সময়কালে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। যখন তার সৈন্যবাহিনী মাদীনাহ্ দখল করে নিয়েছিল এবং শামবাসীরা তাদেরকে মাদীনার অধিবাসী সহাবী ও তাবি'ঈনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বৈধতা দিয়েছিল এবং ৬৩ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে মুসলিম ইবনু 'উক্ববাহ্ আল মুর্‌রিয়্যাহ্ তাদের ওপর আমীর নিযুক্ত হন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

(١) بَابُ الْمَلَاحِمِ

অধ্যায়-১ : যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কীয়

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٤١٠ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتّٰى يَبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَحَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتّٰى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي بِهِ وَحَتّٰى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذٰلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلٰى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪১০-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দু'টি বৃহৎ দল পরস্পরে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত না হবে। এ উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে, অথচ তাদের মূল দাবি হবে এক অভিন্ন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আগমন না ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর নাবী বলে দাবি করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না (দীনী) বিদ্যা উঠিয়ে নেয়া হবে। ভূমিকম্পের সংখ্যা বা পরিমাণ বেড়ে যাবে। সময়ের (পরিধি) নিকটবর্তী হয়ে আসবে। ফিতনার সূচনা ঘটবে। খুন-খারাবি বেড়ে যাবে। আর এমনকি তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদের

Scanned by CamScanner

এমন প্রাচুর্য দেখা দেবে যে, সম্পদশালী লোক ও ধন-সম্পদের মালিক চিন্তিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এজন্য যে, কে তার সদাক্বাহ্ গ্রহণ করবে? এমনকি যার কাছেই তা পেশ করা হবে বলে উঠবে, আমার এই সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ না লোকজন সুউচ্চ দালান নির্মাণকার্যে একে অপরের প্রতিযোগিতা করবে। যতক্ষণ না এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ক্ববরের কাছ দিয়ে গমনকালে বলবে, হায়! আমি যদি এ স্থানে থাকতাম। আর যতক্ষণ না পশ্চিমদিক হতে সূর্য উদিত হবে। অতঃপর সূর্য যখন (পশ্চিমদিক হতে) উদিত হবে, তখন লোকেরা তা দেখার পর সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু সে সময় এমন হবে যে, তখনকার ঈমান কোন লোকের কাজে আসবে না। সে ব্যক্তি ইতোপূর্বে ঈমান গ্রহণ করেনি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোন ভালো কাজ করেনি। আর ক্বিয়ামাত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, দু' ব্যক্তি (ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশে) একে অন্যের সম্মুখে কাপড় খুলবে, কিন্তু সে কাপড় ক্রয়-বিক্রয় করার কিংবা গুটিয়ে নেয়ারও সুযোগ পাবে না। আর ক্বিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এমতাবস্থায় যে, এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী দোহন করে দুগ্ধ নিয়ে আসবে, কিন্তু তা পান করারও সময় পাবে না। আর ক্বিয়ামাত অবশ্যই এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, এক ব্যক্তি তার চৌবাচ্চা ঠিকঠাক বা নির্মাণ করতে থাকবে, কিন্তু তাতে সে পানি পান করার সময় পাবে না। আর ক্বিয়ামাত এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, এক ব্যক্তি খাদ্যের লোকমা বা গ্রাস তার মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার সুযোগ পাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫৪]

ব্যাখ্যা : বায্যার (রহিমাহুল্লাহ) বিশুদ্ধ সানাদে যায়দ ইবনু ওয়াহ্ব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফাহ্ -এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা কেমন আছ! তোমাদের দীনের অনুসারীরাই তো পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তারা তখন বলেন, আপনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে কি আদেশ প্রদান করছেন? অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তাদের দিকে লক্ষ্য কর যারা 'আলী -এর খিলাফাতের দিকে আহ্বান করছে। অতঃপর উক্ত দলের আনুগত্য গ্রহণ কর, কারণ ওটা হাক্বের উপর রয়েছে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়মান আল জু'ফী (রহিমাহুল্লাহ) যিনি ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর একজন উস্তায ছিলেন, তিনি তার প্রণীত কিতাব "কিতাবুস্ সিফ্ফীন" নামক গ্রন্থে গ্রহণযোগ্য সানাদে আবূ মুসলিম আল খওলানী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নিশ্চয় তিনি [আবূ মুসলিম আল খওলানী (রহিমাহুল্লাহ)] মু'আবিয়াহ্ -কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি তো খিলাফাতের বিষয়ে 'আলী -এর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পরেছেন, আপনি কি তার সমকক্ষ? তিনি বললেন : না, আমি এটা অবশ্যই জানি যে, নিশ্চয় তিনি আমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ও খিলাফাতের সর্বাধিক হাক্বদার। কিন্তু তোমরা কি এটা জান না যে, নিশ্চয় 'উসমান নির্যাতিত অবস্থায় অত্যন্ত নির্মমভাবে খুন হয়েছেন? অথচ আমি তাঁর চাচাত ভাই, আমি তাঁর রক্তের বিনিময় চাই। তোমরা 'আলী -এর কাছে যাও এবং তাকে বলো তিনি যেন 'উসমান -এর হত্যাকারীকে আমাদের হাতে তুলে দেন। অতঃপর তারা আমীরুল মু'মিনীন 'আলী -এর কাছে এ বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি ['আলী] বললেন, সে খিলাফাতের বায়'আতে প্রবেশ করেছে এবং তাদের বিচারের দায়িত্ব আমার। অতঃপর 'আলী 'ইরাক্ব থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিফ্ফীনে অবতরণ করেন অন্যদিকে মু'আবিয়াহ্ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিফফীনে অবতরণ করলেন। আর এটা সংঘটিত হয়েছিল ৩০ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে।

---

[২৫৪] সহীহ : বুখারী ৭১২১, মুসলিম ১৭-(১৫৭), মুসনাদে আহমাদ ৮১২১, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৮৬৫৮, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭৪৯, মুসনাদে বায্যার ১০৩১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৩৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৬৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১৫৩।

Scanned by CamScanner

মুসনাদে আহমাদে হাবীব ইবনু আবূ সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আমরা সিফ্ফীনে থাকা অবস্থায় 'আম্র (রাঃ) মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-কে বললেন, আপনি একটি মুসহাফ (কুরআন) 'আলী (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিন এবং তাকে আল্লাহর কিতাবের ফায়সালার দিকে আহ্বান করুন, কেননা তিনি ('আলী (রাঃ)) আপনার এ প্রস্তাব কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারবেন না।

অতঃপর এক লোক মুসহাব নিয়ে এসে বলল : আমাদের ও আপনাদের মাঝে বিবাদ নিরসন করবে আল্লাহর কিতাব। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর ফায়সালা আমরা উভয়পক্ষ মেনে নেব। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের অংশবিশেষ প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তারপর তাদের একদল ফিরে যায় বিমুখ হয়ে।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৩)

অতঃপর 'আলী (রাঃ) বলেন, "হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রগামী। অতঃপর 'আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বনকারী একদল যারা পরবর্তীতে খাওয়ারিজ হয়েছিল তারা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন, আমরা কি তরবারি নিয়ে তাদের সঙ্গে ততক্ষণ যুদ্ধ করব না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফায়সালা এসে যায়? অতঃপর সাহ্ল ইবনু হুনায়দ (রাঃ) বললেন, হে লোকসকল! তোমরা সংযত হও অবশ্যই আমরা তো হুদায়বিয়ার দিন দেখেছি। অতঃপর তিনি মুশরিকদের সাথে করা নাবী ﷺ-এর সন্ধিচুক্তির ঘটনা বর্ণনা করলেন।

আলোচ্য হাদীসে নাবী ﷺ প্রায় ৩০ জন মিথ্যা নাবীর আবির্ভাবের কথাও বলেছেন।

ইবনুয্ যুবায়র কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নিশ্চয় ক্বিয়ামাতের পূর্বক্ষণে ৩০ জন মিথ্যুক নাবীর আবির্ভাব ঘটবে, তন্মধ্যে একজন সন্'আর অধিবাসী আল আসওয়াদ আল আনাসী এবং ইয়ামামার অধিবাসী মুসায়লামাহ্। আহমাদ-এর শব্দে রয়েছে, আবূ ইয়া'লা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ক্বিয়ামাতের পূর্বক্ষণে ৩০ জন মিথ্যুকের আগমন ঘটবে। আমি বললাম, (আবূ ইয়া'লা) তাদের আলামাত কি? তিনি বললেন, তারা এমন কিছু পদ্ধতি নিয়ে আসবে তোমরা ইতোপূর্বে কখনও ছিলে না। যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে অবশ্যই তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/১০০ পৃ.)

٥٤١١ ـ [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَحَتّٰى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪১১-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ততদিন পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যতক্ষণ না তোমরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা ছোট চক্ষু, লাল চেহারা, চেপটা নাকবিশিষ্ট, তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাঁজ চামড়ার ঢালের মতো। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৫]

[৫৫৫] সহীহ : বুখারী ২৯২৯, মুসলিম ৬২-(২৯১২), আবূ দাউদ ৪৩০৪, সহীহুল জামি' ৭৪১৩, তিরমিযী ২২১৫, ইবনু মাজাহ ৪০৯৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৭৮২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৩৫২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১১০০, মুসনাদে বায্যার ৭৮০৩, মুসনাদে আহমাদ ১০১৫৫, আবূ ইয়া'লা ৫৮৭৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৭০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৬৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এ সব কিছু নাবী ﷺ-এর মু'জিযাহ্, ঐ সকল তুর্কীদের সাথে যুদ্ধের সময় নাবী ﷺ-এর বর্ণনাকৃত সমস্ত গুণাবলি তাদের মাঝে পাওয়া গেছে, যেমন : তাদের ছোট ছোট চোখ, চেহারা লাল বর্ণ, চেপ্টা নাক, গোলাকার মুখমণ্ডল যেন তাদের মুখমণ্ডল পেটানো চেপ্টা ঢালের ন্যায়, তারা লোমের তৈরি জুতা পড়বে। আমাদের যামানায় নাবী ﷺ-এর দেয়া তাদের ব্যাপারে সমস্ত গুণাবলি মুসলিমগণ পেয়েছেন। মুসলিমগণ তাদের সাথে একাধিকবার যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের (তুর্কীদের) যুদ্ধ এখনও চলমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে মুসলিমদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

(শারহুন্ নাবাবী ১৮/৩৯৬ পৃ., হা. ২৯১২)

٥٤١٢ ـ[٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ فُطْسَ الْأُنُوفِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৪১২-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে পর্যন্ত তোমরা আজমী 'খূয্ ও কিরমান' জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না, সে পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। তাদের চেহারা হবে লাল বর্ণের, চেপটা নাক, ছোট চক্ষুবিশিষ্ট এবং মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাঁজ চামড়ার ঢালের মতো। আর তাদের জুতা হবে পশমের। (বুখারী)[২৫৬]

ব্যাখ্যা : এখানে 'খূয' এবং 'কিরমান'– এ দু'টি নগরী তুর্কীর অন্তর্ভুক্ত নয়। 'খূয' হলো 'ইরাক্বের অনারব একটি অঞ্চল। কারো মতে খূয হলো অনারবদের একটা শ্রেণিমাত্র। আর কিরমান হলো অনারবদের একটি প্রসিদ্ধ নগরী যা খুরাসান ও ভারত সাগরের মাঝামাঝিতে অস্থিত। (ফাতহুল বারী ৬/৪০১ পৃ., হা. ৩৫৯০)

٥٤١٣ ـ[٤] وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ: «عِرَاضَ الْوُجُوهِ»

৫৪১৩-[৪] অপর এক বর্ণনাতে 'আম্র ইবনু তাগলিব رضي الله عنه বর্ণনা করেন, তাদের চেহারা হবে চওড়া।[২৫৭]

٥٤١٤ ـ[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتّٰى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِيْ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهٗ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪১৪-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিমগণ ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। তখন মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি ইয়াহূদী পাথর এবং গাছের আড়ালে লুকিয়ে আত্মগোপন করবে, তখন সেই

---

[২৫৬] সহীহ : বুখারী ৩৫৯০, সহীহুল জামি' ৭৪১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৪৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৭০।

[২৫৭] সহীহ : বুখারী ২৯২৭, আবূ দাউদ ৪৩০৬, ইবনু মাজাহ ৪০৯৮, সহীহুল জামি' ২২০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪২৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৬২৬, মুসনাদে বায্যার ৪৩৯৯, মুসনাদে আহমাদ ১০৪০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৪৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৬৭।

Scanned by CamScanner

পাথর ও বৃক্ষ বলবে, হে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! এই যে ইয়াহূদী আমার পিছনে রয়েছে। অতএব এদিকে আসো এবং তাকে হত্যা কর। তবে শুধু 'গারক্বদ' নামক বৃক্ষ ডেকে বলবে, না, কেননা তা ইয়াহূদীদের গাছ। (মুসলিম)[২৫৮]

ব্যাখ্যা : গারক্বদ হলো এক ধরনের সুপরিচিত কাঁটাদার বৃক্ষ যা বায়তুল মাক্বদিস অঞ্চলে উৎপাদন হয়ে থাকে। আর এখানেই দাজ্জাল ও ইয়াহূদীরা নিহত হবে। (শারহুন্ নাবাবী ১৮/৩৬ পৃ.)

٥٤١٥ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪১৫-[৬] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত ক্বায়িম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না 'কাহ্তান' গোত্র হতে এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে, সে লোকেদেরকে লাঠি দ্বারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫৯]

ব্যাখ্যা : নু'আয়ম ইবনু হাম্মাদ আরত্বাত ইবনু মুনযির (রহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় ক্বাহত্বানী ইমাম মাহদী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ইমাম মাহদী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুসারী হবে। আরত্বাত ইবনু মুনযির-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, নিশ্চয় ক্বাহত্বানী লোকটি ২০ বছর যাবৎ রাজত্ব করবে। তবে এটা কঠিন মনে হয় যে, 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর সময়কালে ক্বাহত্বানী লোকটাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০৬ পৃ.)

٥٤١٦ -[٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِيْ حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ". وَفِيْ رِوَايَةٍ: "حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِيْ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪১৬-[৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহজাহ নামক এক লোক মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত্র-দিনের আবর্তন শেষ হবে না (ক্বিয়ামাত হবে না)। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে যাবৎ গোলাম বংশ হতে 'জাহজাহ' নামক এক ব্যক্তি শাসক না হবে। (মুসলিম)[২৬০]

٥٤١٧ -[٨] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِيْ فِي الْأَبْيَضِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪১৭-[৮] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (রসূল ﷺ বলেছেন) নিশ্চয় মুসলিমদের এক দল 'কিসরার' (পারস্যের) সম্রাট বংশের গোপন সম্পদ জয় করবে যা একটি শ্বেত প্রাসাদে রক্ষিত রয়েছে। (মুসলিম)[২৬১]

---

[২৫৮] সহীহ : মুসলিম ৮২-(২৯২২), মুসনাদে আহমাদ ৯৩৮৭, সহীহুল জামি' ৭৪২৭।

[২৫৯] সহীহ : বুখারী ৩৫১৭, মুসলিম ৬০-(২৯১০), মুসনাদে আহমাদ ৯৩৯৫, মুসনাদে বায্যার ৮১৬১, সহীহুল জামি' ৭৪২৫।

[২৬০] সহীহ : মুসলিম ৬১-(২৯১১), সহীহুল জামি' ৭২৭৪।

[২৬১] সহীহ : মুসলিম ৭৮-(২৯১৯), মুসনাদে আহমাদ ২০৮৫৪, সহীহুল জামি' ৫০৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৮৬৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫৭৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ সকল 'উলামাগণ বলেছেন যে, এর অর্থ হলো : 'ইরাক্বে কিসরা বলতে কিছু থাকবে না এবং সিরিয়াতে কায়সার রাজত্বও থাকবে না যেমনটা নাবী ﷺ-এর যামানায় ছিল। নাবী ﷺ আমাদেরকে কিসরা ও কায়সার টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব নাবী ﷺ যা বলেছেন, তাই বাস্তবায়িত হবে। অতএব মুসলিমগণ সে দু'টি নগরীতে বিজয় লাভ করবে এবং মুসলিমদের জন্য তা আবাসস্থল হবে। "আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা"। আর মুসলিমগণ কিসরা ও কায়সারের সমস্ত সম্পদগুলো আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করবে। যেমনটা নাবী ﷺ বলেছেন।
(শারহুন্ নাবাবী ১৮ খণ্ড, ৪১০ পৃ., হা. ২৯১৯)

٥٤١٨ -[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ كِسْرٰى فَلَا يَكُونُ كِسْرٰى بَعْدَهٗ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهٗ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِيْ سَبِيلِ اللهِ» وَسَمّٰى «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪১৮-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (পারস্য সম্রাট) কিসরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কেউই কিসরা হবে না। আর শীঘ্রই (রোম সম্রাট) ক্বায়সার ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কেউই ক্বায়সার হবে না। এটাও অবশ্যম্ভাবী যে, তাদের রক্ষিত ধন-সম্পদ বিজিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বণ্টিত হবে। আর তিনি (ﷺ) যুদ্ধকে প্রতারণা বলে অভিহিত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৬২]

٥٤١٩ -[١٠] وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪১৯-[১০] নাফি' ইবনু 'উত্বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা 'আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ অভিযান চালাবে এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাতে বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জয়যুক্ত করবেন। তারপর রূমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এটাতেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জয়যুক্ত করবেন। অবশেষে তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাতেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। (মুসলিম)[২৬৩]

ব্যাখ্যা : এখানে সহাবীগণকে সম্বোধন করা হলেও এর দ্বারা সমগ্র জাতি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের বিজয় দান করবেন এবং মুসলিম মিল্লাতের সাহায্যার্থে বাণী ইসরাঈলদের ওপর আল্লাহর পক্ষ হতে ধ্বংস পতিত হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৬২] সহীহ : বুখারী ৩০২৭, মুসলিম ৭৬-(২৯১৮), তিরমিযী ২২১৬, নাসায়ী ৫৩৮৮, সহীহুল জামি' ৮৪৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৭২১, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮১৫, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১০০২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১০৯৪, মুসনাদে বায্যার ৪২৮৬, মুসনাদে আহমাদ ৭১৮৪, আবূ ইয়া'লা ৫৮৮১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৮৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৮২৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৬০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৭৩, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪০৪১।

[২৬৩] সহীহ : মুসলিম ৩৮-(২৯০০), মুসনাদে আহমাদ ১৫৪১, সহীহুল জামি' ২৯৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৭২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮০১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৬৯১।

Scanned by CamScanner

٥٤٢٠ -[١١] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: "اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৪২০-[১১] 'আওফ ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় আমি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে আসলাম। এ সময় তিনি (ﷺ) একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন ক্বিয়ামাতের আগের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গণনা করে রাখ। ১. আমার মৃত্যু। ২. অতঃপর বায়তুল মাক্বদিস বিজয়। ৩. ব্যাপক মহামারি যা তোমাদেরকে বকরির মোড়কের মতো আক্রমণ করবে। ৪. ধনসম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে (নগণ্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। ৬. অতঃপর রূমকদের সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে, পরে তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকার নীচে অবস্থান নিয়ে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে। (বুখারী)[২৬৪]

ব্যাখ্যা : আবূ দাউদে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে এবং উক্ত বর্ণনার শুরুতে রয়েছে যে, অচিরেই তোমরা রূমকদের সাথে সন্ধি চুক্তি করবে, অতঃপর তোমরা এবং তারা মিলিত হয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে, তাদেরকে তোমরা সাহায্যও করবে। অতঃপর তোমরা এক ভূখণ্ডে অবতরণ করবে। অতঃপর ক্রুশধারী একজন লোক ক্রুশ উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশের বিজয় হয়েছে (খ্রিষ্টানদের বিজয় হয়েছে)।

অতঃপর একজন মুসলিম তার প্রতিবাদে দাঁড়িয়ে যাবে তখন রূমকরা (খ্রিষ্টানরা) বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং মালহামার যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতে থাকবে। ইবনু মাজাহ্‌র অপর বর্ণনায় মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত রয়েছে যে, মালহামার বড় যুদ্ধ, কুসতুনিয়ার বিজয় এবং দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ সাত মাসের মাঝেই সংঘটিত হবে। তবে 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র رضي الله عنه-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, মালহামার যুদ্ধ ও মাদীনাহ্ বিজয়ের মাঝের ব্যবধান থাকবে মাত্র ৬ বছর এবং সপ্তম বছরেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।
(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৭ পৃ.)

٥٤٢١ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ

---

[২৬৪] সহীহ : বুখারী ৩১৭৬, সহীহুল জামি' ১০৪৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/১২৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৫০০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২৯৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯২৯০।

Scanned by CamScanner

وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاؤُوا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللّٰهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهٖ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهٖ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪২১-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রূমকগণ (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) আ'মাক্ব অথবা দাবিক্ব নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং মাদীনার তৎকালীন উত্তম লোকেদের একটি সেনাদল তাদের মোকাবিলায় বের হবে। যুদ্ধের জন্য যখন মুসলিমগণ সারিবদ্ধ হবে, তখন রূমকগণ বলবে, তোমাদের যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কিছু সংখ্যক লোকজনকে বন্ধি করে নিয়ে এসেছ। তাদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব। মুসলিমগণ বলবেন, আল্লাহর শপথ! এটা কখনো হতে পারে না। আমরা আমাদের সেই সকল মুসলিম ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। এরপর মুসলিমগণ রূমক কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, কিন্তু মুসলিমদের এক-তৃতীয়াংশ রূমকদের মোকাবিলা থেকে পলায়ন করবে। আল্লাহ তা'আলা এই পলায়নকারীদের তাওবাহ্ কখনো গ্রহণ করবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম শাহীদ হিসেবে গণ্য হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ রূমকদের ওপর বিজয়ী হবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কখনো ফিতনায় ফেলবেন না। অবশেষে তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। অতঃপর যখন তারা গনীমাতের মাল-সম্পদ ভাগ করণে ব্যস্ত হবে এবং তাদের তরবারিসমূহ যায়তূন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক এ সময় হঠাৎ শায়ত্বন এ ঘোষণা দেবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে মাসীহে দাজ্জাল তোমাদের বাড়িঘরে ঢুকে পড়েছে। এতদশ্রবণে মাদীনার সেই সেনাদল সেদিকে বের হয়ে পড়বে। অথচ সেই ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন মুসলিমগণ কনস্টান্টিনোপল ছেড়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে তখনই দাজ্জালের আগমন ঘটবে। এ সময় মুসলিমগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, তৎক্ষণাৎ সলাতের উদ্দেশে (মুয়ায্যিন কর্তৃক) ইক্বামাত দেয়া হবে এবং এ মুহূর্তে 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) আকাশ থেকে (দামিশ্ক্বের জামি' মাসজিদের মিনারায়) অবতরণ করবেন এবং মুসলিমদের ইমামতি করে সলাত আদায় করাবেন। অতঃপর যখন আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাঁকে দেখতে পাবে, তখন সে এমনিভাবে গলে যেতে থাকবে যেমনিভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি 'ঈসা (আঃ) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে 'ঈসা (আঃ) যে বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন, রক্তমাখা সে বর্শাটি তিনি লোকেদের সকলকেই দেখাবেন। (মুসলিম)[২৬৫]

ব্যাখ্যা : আ'মাক্ব এবং দাবিক্ব এ দু'টি সিরিয়ার আলেপ্পো নগরীর কাছাকাছি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। আর কুসতুনতূনিয়্যাহ্ হলো রোমের প্রসিদ্ধ বড় শহরগুলোর মধ্য হতে একটি বড় শহর।

(শারহুন্ নাবাবী ১৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২২-২২৩)

---

[২৬৫] সহীহ : মুসলিম ৩৪-(২৮৯৭), সহীহুল জামি' ৭৪৩৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৮৬।

Scanned by CamScanner

٥٤٢٢ -[١٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتّٰى لَا يُقْسَمَ مِيْرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ. يَعْنِي الرُّوْمَ فَيَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيْءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنٰى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيْءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنٰى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَتَشَتَّرَطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يُمْسُوا فَيَفِيْءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنٰى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتَتِلُوْنَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا حَتّٰى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَلَا يُخَلِّفُهُمْ حَتّٰى يَخِرَّ مَيِّتًا فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَيِّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ؟ فَبَيْنَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ: أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِيْ ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا فِيْ أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشْرَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنِّيْ لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪২২-[১৩] ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্বিয়ামাত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মীরাস ভাগ করা হবে না এবং গনীমাতের মালেও লোকেরা খুশি হবে না। অতঃপর ইবনু মাস্‘উদ رضي الله عنه (এটার ব্যাখ্যায়) বলেছেন, শত্রু অর্থাৎ রূমক নাসারাগণ সিরিয়ার মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদলের সমাবেশ করবে। আর মুসলিমগণও রূমকদের মোকাবিলায় এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করবে। অতঃপর মুসলিমগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে শত্রুর মোকাবিলায় মৃত্যু অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেবে, পূর্ণ বিজয় লাভ না করে যারা প্রত্যাবর্তন করবে না। তারপর উভয়পক্ষ যুদ্ধ করতে থাকবে রাত্রের আঁধার নেমে বাধা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত। অতঃপর উভয়পক্ষের প্রত্যেকেই আপন আপন শিবিরে ফিরে আসবে। কেউই কারো ওপর বিজয়ী হবে না। অবশ্য উভয় সেনাদলের অগ্রবর্তী সৈন্যরা সকলেই নিহত হয়ে যাবে। অতঃপর (দ্বিতীয় দিন) মুসলিমগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে মৃত্যু অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য পাঠাবে, যারা বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, তারপর উভয়পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। অবশেষে রাত্র তাদের মধ্যে আড়াল হয়ে যাবে এবং উভয় দলই বিজয় ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রবর্তী দলও নিহত হয়ে যাবে। এরপর তৃতীয় দিনও মুসলিমগণ একদল সৈন্য পাঠাবে এবং বিজয়ী হওয়া ব্যতীত ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে। অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয়পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। পরিশেষে উভয়পক্ষই বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রবর্তী দলটিও বিলীন হয়ে যাবে। অতঃপর চতুর্থ দিন মুসলিমদের অবশিষ্ট সকলেই একত্রে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে পরাজিত করে মুসলিমদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান

Scanned by CamScanner

করবেন। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ এমন লড়াই করবে যে, ইতোপূর্বে এরূপ ঘোরতম যুদ্ধ আর কখনো দেখা যায়নি। এমনকি যদি কোন উড়ন্ত পাখি লড়াইয়ের ময়দানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তা সেনাদলকে পিছনে ফেলতে সক্ষম হবে না, বরং তা মরে পড়ে যাবে (পঁচা লাশের দুর্গন্ধের কারণে অথবা যুদ্ধেক্ষেত্র অতিক্রম করতে অক্ষম হওয়ার কারণে) কোন পিতা বা পরিবারের একশত সন্তান থাকলে যুদ্ধ শেষে গুণে দেখবে, তাদের মধ্যে মাত্র একটি লোক বেঁচে আছে। এমতাবস্থায় কিভাবে গনীমাতের সম্পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি আনন্দিত হতে পারে? আর কারই বা মীরাস বণ্টিত হবে? মুসলিমগণ এ অবস্থায় থাকতেই সহসা এটা অপেক্ষা আরো একটি বিরাট যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে। তারা এ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল (সদলবলে) তাদের পরিবার-পরিজনদের মাঝে পৌঁছে গেছে। এ সংবাদ শ্রবণমাত্রই তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা সেখানে ফেলে দিয়েই দাজ্জালের উদ্দেশে ছুটে চলবে এবং শত্রুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে পাঠাবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে পাঠানো হবে নিশ্চিতভাবে আমি তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের নাম-ধাম এবং তাদের অশ্বগুলোর বর্ণ কিরূপ হবে তা অবগত আছি। তারা হবে সর্বাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহী। অথবা বলেছেন, তৎকালীন ভূপৃষ্ঠের উত্তম আরোহীদের অন্যতম। (মুসলিম)[২৬৬]

ব্যাখ্যা : হয়তো সম্পদ কমে যাওয়া, ফকীর বেড়ে যাওয়া এবং মীরাস বণ্টন সংঘটিত হওয়ার কারণে কোন উত্তরাধিকারী না পাওয়া অথবা ঋণের পরিমাণ অধিক থাকায় উত্তরাধিকারীদের মাঝে মীরাস বণ্টন হবে না। অথবা এটাও হতে পারে যে, সম্পদশালীরা অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে, ফলে তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য কোন সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٢٣ -[١٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِيْ إِسْحَاقَ فَإِذَا جَاؤُوْهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا. قَالَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ الرَّاوِيْ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: "الَّذِيْ فِي الْبَحْرِ يَقُولُوْنَ الثَّانِيَةَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ ثُمَّ يَقُولُوْنَ الثَّالِثَةَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوْنَهَا فَيَغْنِمُوْنَ فَبَيْنَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُوْنَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪২৩-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কি এমন একটি শহরের নাম শুনেছ, যার একদিকে খোলা ময়দান এবং অপরদিকে সাগর রয়েছে? তারা বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (ﷺ) বললেন, ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না ইসহাক্ব আলাইহিস সালাম-এর বংশধরের সত্তর হাজার লোক উক্ত শহরে যুদ্ধ করবে। তারা যখন তথায় আসবে তখন তারা এর আশেপাশে

---

[২৬৬] সহীহ : মুসলিম ৩৭-(২৮৯৯), মুসনাদে আহমাদ ৩৬৪৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪৮০, আবূ ইয়া'লা ৫২৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৮৬।

Scanned by CamScanner

অবস্থান করবে, কিন্তু অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করবে না এবং কোন বর্শা তীরও নিক্ষেপ করবে না। বরং তারা শুধুমাত্র *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার'* ধ্বনি উচ্চারণ করবে। শহরের এক পার্শ্বের প্রাচীর এতেই ভেঙ্গে পড়বে। বর্ণনাকারী সাওর ইবনু ইয়াযীদ বলেন, আমার ধারণা, রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) বলেছেন, (প্রথম ধ্বনিতে) সাগর পার্শ্বের দেয়ালটি ভেঙ্গে পড়বে। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার'* ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এবার অপর দিকের প্রাচীরটি (যা ময়দানের দিকে ছিল) ভেঙ্গে পড়বে। তারপর যখন তৃতীয়বার তারা *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার'* বলে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করবে, তখন শহরের প্রবেশ দ্বারটি বিস্তৃত হয়ে যাবে এবং তারা এতে প্রবেশ করবে, আর গনীমাত সংগ্রহ করতে থাকবে। তারা যখন এ গনীমাতের সম্পদ বণ্টনে ব্যস্ত হবে, তখন হঠাৎ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। তখন তারা সেই সমস্ত ধন-সম্পদ ফেলে দাজ্জালের মোকাবিলায় ফিরে আসবে। (মুসলিম)[২৬৭]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর কথা : এমন একটি শহরের কথা তোমরা শুনেছ যার কিছু অংশ স্থলভাগ ও কিছু অংশ হবে পানিতে। যেখানে ৭০ হাজার বানূ ইসহাক্ব তথা ইসহাক্ব-এর বংশধরেরা যুদ্ধ করবে। আল ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : জামি'উল উসূলেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তিনি আরো বলেন : কোন কোন 'উলামাগণ বলেন যে, প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মত হলো বানী ইসমা'ঈল-এর বংশধর। আর আলোচ্য হাদীসটি এটারই প্রমাণ বহন করে। কেননা এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'আরব। অর্থাৎ 'আরবরা উল্লেখিত শহরে যুদ্ধ করবে। আর এ শহর বলতে কুসতুনতূনিয়্যাহ্-কেই বুঝানো হয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৮/৩৬ পৃ.)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٢٤ - [١٥] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَفَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪২৪-[১৫] মু'আয ইবনু জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বায়তুল মাক্বদিসের পার্থিব উন্নতি মাদীনাহ্ ধ্বংস হওয়ার কারণ হবে। আর মাদীনার ধ্বংস বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও মহাযুদ্ধের সূচনা করবে এবং মহাযুদ্ধ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পূর্ব সংকেত হবে, আর কনস্টান্টিনোপলের বিজয় হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্ব সংকেত। (আবূ দাউদ)[২৬৮]

٥٤٢٥ - [١٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمَلْحَمَةُ الْعُظْمٰى وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِيْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

---

[২৬৭] সহীহ : মুসলিম ২৯২০, সহীহুল জামি' ৩৬৩৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৬৯।

[২৬৮] হাসান : আবূ দাউদ ৪২৯৪, সহীহুল জামি' ৪০৯৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭২০৯, মুসনাদে আহমাদ ২২০৭৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৬৬৩৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২৯৭।

Scanned by CamScanner

৫৪২৫-[১৬] উক্ত রাবী (মু'আয ইবনু জাবাল রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহাযুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে সংঘটিত হবে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৬৯]

٥٤٢٦ -[١٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: هٰذَا أَصَحُّ

৫৪২৬-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিশ্বযুদ্ধ ও মাদীনার (শহরটির) বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আগমন ঘটবে। [ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি অধিক সহীহ][২৭০]

٥٤٢٧ -[١٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتّٰى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحٌ وَسَلَاحٌ: قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪২৭-[১৮] ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অদূর ভবিষ্যতে মুসলিমগণ মাদীনায় ঘেরাও হবে এবং তাদের দূর প্রান্তসীমা হবে সালাহ পর্যন্ত। আর 'সালাহ' হলো খায়বারের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। (আবূ দাউদ)[২৭১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে মাদীনাহ্ বলতে মাদীনাতুন্ নাবী ﷺ উদ্দেশ্য। শত্রু কর্তৃক মুসলিমগণ সেখানে বন্দি হয়ে পড়বে অথবা মুসলিমগণ কাফিরদের থেকে পালিয়ে যাবে এবং মাদীনাহ্ ও সালাহ্-এর মধ্যবর্তী স্থানে একত্রিত হবে। অথবা কিছুসংখ্যক মুসলিম মাদীনার দুর্গে প্রবেশ করবে এবং কিছুসংখ্যক মুসলিম মাদীনার চতুর্দিকে পাহারা বসাবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٢٨ -[١٩] وَعَنْ ذِي مِخْبَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتّٰى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ" وَزَادَ بَعْضُهُمْ: «فَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[২৬৯] য'ঈফ : তিরমিযী ২২৩৮, ইবনু মাজাহ ৪০৯২, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৮৯০, য'ঈফ আবূ দাউদ ৯২৫, সহীহুল জামি' ৫৯৪৫, মুসনাদে আহমাদ ২২০৯৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৬০১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৩১৩, আবূ বাক্‌র নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ।

[২৭০] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৪০৯৩, আবূ দাউদ ৪২৯৬, মুসনাদে বায্‌যার ৩৪০৫, মুসনাদে আহমাদ ১৭৭২৭, কারণ সানাদে বাক্বিয়্যাহ্ আছে।

[২৭১] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৫০, সহীহুল জামি' ৮১৮১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৯২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৪৩২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫৬০।

Scanned by CamScanner

৫৪২৮-[১৯] যূ-মিখবার ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা রূমকদের সাথে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একসঙ্গে অপর একটি শত্রুদলের মোকাবিলা করবে। তাতে (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে, তোমরা গনীমতও লাভ করবে এবং নিরাপদে থাকবে। তারপর তোমরা (উভয় দল) ফিরে আসবে, অবশেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি প্রশস্ত ও সুজলা-সুফলা স্থানে অবতরণ করবে। সেখানে খ্রিষ্টানদের এক ব্যক্তি একটি ক্রুশ উঁচু করে বলবে, ক্রুশের বারাকাতে আমরা বিজয় লাভ করছি। এটা শুনে মুসলিমদের এক ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে রূমক খ্রিষ্টানরা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবে এবং ভীষণ যুদ্ধের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী একত্রিত করবে। কোন কোন বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বলেছেন, তখন মুসলিমগণ সাথে সাথে আপন অস্ত্রসমূহ ধারণ করবে এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ দলকে শাহাদাতের দ্বারা সম্মানিত করবেন। (আবূ দাউদ)[২৭২]

ব্যাখ্যা : هدنة (হুদনাহ্) হলো, মুসলিমগণ ও রোমানদের মাঝে সম্পাদিত যুদ্ধ বিরতির একটি চুক্তি। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের ও রোমানদের মাঝে একটি যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৪৩৪ পৃ., হা. ৪২৮৫)

٥٤٢٩ - [٢٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪২৯-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা হাবশীদের এড়িয়ে চল যে পর্যন্ত তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ না করে। কেননা (এমন এক সময় আসবে) ক্ষুদ্র পা-বিশিষ্ট এক হাবশী ব্যক্তিই কা'বার নিচের লুক্কায়িত সম্পদ বের করবে। (আবূ দাউদ)[২৭৩]

ব্যাখ্যা : কা'বায় প্রোথিত ধন-ভাণ্ডার একজন হাবশী দাস উদ্ধার করবে যার উপাধি হলো, যুস্ সুওয়াইক্বতায়ন (দু' পায়ের ক্ষুদ্র গোড়ালি বিশিষ্ট)। অর্থাৎ তার পায়ের গোড়ালি হবে অতি সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র। যদিও হাবশীদের পায়ের গোড়ালি স্বভাবত ক্ষুদ্র কিন্তু ক্ষুদ্রাকারের গোড়ালি হওয়ায় সে অন্যদের থেকে আলদা ধরনের হবে।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যুস্ সুওয়াইক্বতায়ন নামক হাবশী দাস 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর সময়কালে ইয়া'জূজ-মা'জূজ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আত্মপ্রকাশ করবে। 'ঈসা আলায়হিস সালাম তাকে দমন করার জন্য ৭০০-৮০০ সৈন্য পাঠাবেন, যখন মুসলিম সৈন্যবাহিনী সেদিকে গমন করবে তখন আল্লাহ তা'আলা সুগন্ধযুক্ত শান্তির বাতাস প্রেরণ করবেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মু'মিনের আত্মা কবয করবেন। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত) ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৩৭৮ পৃ., হা. ৪৩০১)

٥٤٣٠ - [٢١] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

---

[২৭২] সহীহ : আবূ দাউদ ২৭৬৭, সহীহুল জামি' ৩৬১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭০৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪১১২।

[২৭৩] হাসান : আবূ দাউদ ৪৩০৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৭২, সহীহুল জামি' ৯০, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯১৭৭, মুসনাদে বায্যার ২৩৫৫, মুসনাদে আহমাদ ২৩২০৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৩৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৬৯।

Scanned by CamScanner

৫৪৩০-[২১] নাবী ﷺ-এর জনৈক সহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাবশীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ না করে। আর (অনুরূপভাবে) তুর্কীদেরকেও ছেড়ে রাখ, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করে। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[২৭৪]

ব্যাখ্যা : হাবশীদের সাথে যুদ্ধ পরিত্যাগ করার কারণ হলো, তাদের অসুবিধা অনেক কঠিন এবং তাদের ভূখণ্ডটি ঠাণ্ডা প্রধান অঞ্চল আর 'আরব বাহিনী গরম প্রধান অঞ্চলের অধিবাসী বিধায় হাবশায় প্রবেশ করার বিষয়টি তাদের ওপর চাপানো হয়নি। কিন্তু যখন তারা জোরপূর্বক মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে তখন কারো জন্য যুদ্ধ পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। কেননা উক্ত অবস্থায় জিহাদ ফারযে 'আইন এবং প্রথম অবস্থায় তা ফারযে কিফায়াহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٣١ -[٢٢] وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَدِيثٍ: «يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الْأَعْيُنِ» يَعْنِي التُّرْكَ. قَالَ: «تَسُوقُونَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتّٰى تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا السِّيَاقَةِ الْأُولٰى فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوْ بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَأَما الثَّالِثَةِ فَيُصْطَلَمُوْنَ» أَوْ كَمَا قَالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৩১-[২২] বুরয়দাহ্ রাঃ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) এক হাদীসে বলেছেন, ছোট চক্ষুবিশিষ্ট একদল তুর্কী তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে (তারা তিনবার আক্রমণ করবে) তোমরা তিনবারই তাদেরকে ধাওয়া করবে। পরিশেষে তোমরা তাদেরকে 'আরব উপদ্বীপে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে। অতএব প্রথম ধাওয়ায় যারা পলায়ন করবে, শুধু তারাই রক্ষা পাবে। আর দ্বিতীয়বারে কিছু সংখ্যক রক্ষা পাবে এবং কিছু সংখ্যক ধ্বংস হবে। আর তৃতীয়বারে (কেউই রক্ষা পাবে না, বরং) তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা রসূল ﷺ যে রকম বলেছেন। (আবূ দাউদ)[২৭৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্য হতে যে সকল মুসলিম তুর্কীদের তিনবার তাড়া করে নিয়ে যাবে। এমনকি তারা তাদেরকে জাজিরাতুল 'আরবে বা 'আরব উপদ্বীপে নিয়ে যাবে এবং সেখানে তাদের মুখোমুখী হবে। প্রথম ধাওয়াতে যারা পালিয়ে যাবে তারা মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় ধাওয়াতে কিছুসংখ্যক পালিয়ে যাবে এবং কিছু সংখ্যক মুসলিমদের হাতে নিহত হবে। আর তৃতীয় ধাওয়াতে তাদের মূলোৎপাটন হবে।

মুসনাদে আহমাদের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তুর্কীদের আত্মপ্রকাশ ঘটা ও তাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ করা এবং তাদের হত্যা করা। এসব সংঘটিত হবে নাবী ﷺ-এর দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তারা (তুর্কীরা) সে সময় বের হবে। আল্লাহ ছাড়া তাদের সংখ্যা কেউ নির্ধারণ করতে পারবে না। এমনকি তারাই ইয়া'জূজ-মা'জূজরূপে আত্মপ্রকাশ করবে (আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন)।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃ., হা. ৪২৯৭)

٥٤٣٢ -[٢٣] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَنْزِلُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ بِغَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَيَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِذَا كَانَ فِيْ

---

[২৭৪] হাসান : আবূ দাউদ ৪৩০২, নাসায়ী ৩১৭৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৭২, সহীহুল জামি' ৩৩৮৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪৩৮৫. আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৬৮।

[২৭৫] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৩০৫, কারণ সানাদে দুর্বলতা আছে।

Scanned by CamScanner

آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْأَعْيُنِ حَتّٰى يَنْزِلُوا عَلٰى شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ فِي أَذْنَابِ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৩২-[২৩] আবূ বাকরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এক সময় আমার উম্মাতের কতিপয় লোক একটি নিম্নভূমিতে অবতরণ করবে, উক্ত স্থানটিকে তারা 'বাসরাহ্' নামে অভিহিত করবে এবং স্থানটি হবে 'দাজলাহ্' নামক একটি নদীর কাছে। নদীর উপরে একটি সেতু হবে। উক্ত স্থানটিতে অধিবাসীদের সংখ্যা হবে অত্যধিক। অবশেষে তা মুসলিমদের শহরসমূহের মাঝে অন্যতম একটি শহরে পরিগণিত হবে। অতঃপর শেষ যামানায় চওড়া মুখমণ্ডল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুবিশিষ্ট 'ক্বনতূরার' বংশধরগণ উক্ত শহরবাসীদের বিরুদ্ধে (লড়াই করার জন্য) আসবে এবং তারা উক্ত নদীর পাড়ে এসে আস্তানা গাড়বে। (তাদেরকে দেখে) শহরবাসী তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একভাগ গবাদি পশুর পিছনে মাঠে-ময়দানে আশ্রয় নেবে (অর্থাৎ শত্রুর মোকাবিলা এড়িয়ে পশুপালন ও ক্ষেত-খামারের কাজে আত্মনিয়োগ করবে)। ফলে তারা সকলেই ধ্বংস হবে। আর একভাগ 'ক্বনতূরার আওলাদের' নিকট (আত্মসমর্পণ করে) নিরাপত্তা চাইবে, তারাও ধ্বংস হবে। আর অবশিষ্ট একভাগ নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে পশ্চাতে রেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তারা প্রত্যেকেই শাহীদ হিসেবে গণ্য হবে। (আবূ দাউদ)[২৭৬]

ব্যাখ্যা : আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা নাবী (ﷺ)-এর মু'জিযাগুলার একটি মু'জিযাহ্, তিনি যেমনটা বলেছেন ঠিক তেমনি ঘটনা ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল। (আল্লাহ অধিক জ্ঞাত)

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৪৪২ পৃ., হা. ৪২৯৮)

٥٤٣٣ -[٢٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا فَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَأَهَا وَنَخِيلَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ وَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ." رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৩৩-[২৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনাস! লোকেরা ক্রমান্বয়ে শহর-নগড় গড়ে তুলবে। তন্মধ্যে 'বাসরাহ্' নামেও একটি শহর গড়ে তুলবে। যদি তুমি কখনো উক্ত শহরের কাছ দিয়ে অতিক্রম কর কিংবা শহরে প্রবেশ কর, তবে তার লবণাক্ত জমি, ঘাস বা তৃণলতা ও তার খেজুর বৃক্ষের এবং তার বাজার ও আমিরদের দ্বার থেকে দূরে থাকবে এবং সেই শহরের ভিতরে অবস্থান না করে বাইরে কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করবে। কেননা সে স্থান এমন সময় ধসে যাবে, তথায় পাথর বর্ষিত হবে এবং ভীষণ ভূকম্পন সংঘটিত হবে। সেখানে এমন এক সম্প্রদায় বসবাস করবে, যারা সহীহ সালামতে মানুষরূপে রাত্রি যাপন করবে, আর সকাল করবে বানর ও শূকরের আকৃতিতে। (আবূ দাউদ)[২৭৭]

---

[২৭৬] হাসান : আবূ দাউদ ৪৩০৬, সহীহুল জামি' ৮১৭০।
[২৭৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩০৭, সহীহুল জামি' ৭৮৫৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এখানে سباخ শব্দটি مسبخة এর বহুবচন যার অর্থ জলাভূমি, লবণাক্ত ভূমি। এখানে এটা একটি লবণাক্ত জায়গার নাম। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এটা এমন ভূখণ্ড যার উপরাংশটা লবণক্ষেত্র এবং যেখানে বিরল কিছু গাছ ছাড়া তেমন কিছুই উৎপন্ন হয় না। আর كلأ শব্দের অর্থ হলো ঘাস বা তৃণলতা। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃ., হা. ৪২৯৯)

٥٤٣٤ -[٢٤] وَعَنْ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ يَقُولُ: انْطَلَقْنَا حَاجِّينَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا: إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا: الْأُبُلَّةُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولُ هٰذِهٖ لِأَبِي هُرَيْرَةَ؟ سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَقَالَ: هٰذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ» فِي بَابِ: «ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ». إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৫৪৩৪-[২৪] সালিহ ইবনু দিরহাম রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা কিছু লোক (বাসরাহ্ হতে) হাজ্জের জন্য রওয়ানা হলাম। হঠাৎ এক লোকের (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ-এর) সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের পার্শ্বে 'উবুল্লাহ্' নামে কোন একটি জনপদ আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে আমার জন্য কে এই দায়িত্বটি গ্রহণ করবে যে, উক্ত শহরের 'আশ্শার' নামক মাসজিদে আমার পক্ষ থেকে দুই অথবা চার রাক্'আত নফল সলাত আদায় করবে এবং (সলাতের নিয়্যাতে অথবা শেষে) বলবে, 'এটার প্রতিদান আবূ হুরায়রাহ্র জন্য!' আমি আমার বন্ধু আবুল ক্বাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি! আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন 'আশ্শার মাসজিদ' থেকে কতিপয় শাহীদকে উঠাবেন। বদ্রের শাহীদদের সাথে তারা ব্যতীত আর কেউই উত্থিত হবে না। (আবূ দাঊদ)[২৭৮]

বর্ণনাকারী বলেন, 'উবুল্লাহ্'র উক্ত মাসজিদখানি ইউফ্রেটিস (ফুরাত) নদীর নিকটবর্তী কোন এক স্থানে অবস্থিত। অচিরেই আমরা *ইন্শা-আল্ল-হ* ইয়ামান ও সিরিয়ার বর্ণনাস্থলে আবুদ্ দারদা মারফত বর্ণিত হাদীস «إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ» "নিশ্চয় মুসলিমদের শিবির....." বর্ণনা করব।

ব্যাখ্যা : ইবনুল আনবারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে خليل (খলীলী) এর অর্থ পরিপূর্ণ প্রেমিক। প্রকৃত ভালোবাসার মাধ্যমে পূর্ণ প্রেমিক হওয়া, যে ভালোবাসার কোন কমতি ও ত্রুটি নেই।

আল ওয়াহিদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ কথাটি উত্তম ও পছন্দনীয়, কেননা আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর বন্ধু ও ইবরাহীম আল্লাহ তা'আলার খলীল বা বন্ধু। আর মাসজিদ আল 'আশ্শারে আল্লাহ তা'আলা শাহীদদের একত্রিত করবেন। এটা মূলত ক্বর থেকে উত্থান ঘটানো উদ্দেশ্য। অথবা তাদেরকে শাহীদী মর্যাদা প্রদান করা হবে। তবে এই উম্মাত তথা নাবী ﷺ-এর উম্মাতের শাহীদ নাকি পূর্ববর্তী জাতির শাহীদ এটা জানা যায় না। (আল্লাহ অধিক জ্ঞাত) (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৭৮] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৩০৮; কারণ সানাদে বর্ণিত ইবরাহীম ও তাঁর পিতা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মাশহূর বা অপ্রসিদ্ধ, আর হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। দারাকুত্বনী তাকে য'ঈফ বলেছেন। আর বুখারী বলেন, তার অনুসরণ করা যায় না। য'ঈফাহ্ ৩১১৬।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٣٥ -[٢٥] عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ: قَالَ: هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ وَكَيْفَ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهٖ وَجَارِهٖ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هٰذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِيْ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ: ذَاكَ أَحْرٰى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا. قَالَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةٌ إِنِّيْ حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৩৫-[২৫] শাক্বীক্ব (রহিমাহুল্লাহ) হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা ‘উমার رضي الله عنه-এর নিকট বসাছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তির রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফিতনাহ্ সম্পর্কীয় বাণী স্মরণ আছে কি? হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে তিনি (ﷺ) যেভাবে বলেছেন। ‘উমার رضي الله عنه বললেন, তা পেশ কর। এ ব্যাপারে তুমি সৎসাহসী। আচ্ছা বল দেখি, তিনি (ﷺ) ফিতনাহ্ সম্পর্কে কেমন বলেছেন? আমি বললাম, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, তার নিজের সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে। তার সলাত-সিয়াম, সদাক্বাহ্ এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেবে। ‘উমার رضي الله عنه বললেন, আমি ঐ ফিতনাহ্ সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনাহ্ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উত্থিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, সেই ফিতনাহ্ সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! উক্ত ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? তা তো আপনার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কি ভেঙ্গে দেয়া হবে, না খোলা হবে? হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না, বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। তখন ‘উমার رضي الله عنه বললেন, তাহলে সাধারণত এটাই প্রকাশ পায় যে, তা আর কখনো বন্ধ করা হবে না। রাবী বলেন, তখন আমরা হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করলাম- আচ্ছা! ‘উমার رضي الله عنه কি জানতেন দরজাটি কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন আগামীকালের পূর্বে রাত্রির আগমন সুনিশ্চিত। আমি তাঁকে (‘উমারকে) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা কোন গোলকধাঁধা নয়। রাবী বলেন, আমরা তো এ ব্যাপারে হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه-কে প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছিলাম তাই মাসরূক-কে বললে তিনি হুযায়ফাহ্-কে প্রশ্ন করলেন, দরজাটি কি? উত্তরে তিনি বললেন, দরজাটি হলেন, ‘উমার’ নিজেই। (বুখারী ও মুসলিম)[২৭৯]

---

[২৭৯] সহীহ : বুখারী ৫২৫, মুসলিম ২৩১-(১৪৪), তিরমিযী ২২৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৫, সহীহুল জামি‘ ৪১৯৫, মুসান্নাফ ‘আবদুর রয্যাক্ব ২০৭৫২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭১২৯, মুসনাদে ‘আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪৪৭, মুসনাদে বায্যার ২৮৪৪, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩২৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৩২৭, হিলওয়াতুল আওলিয়া ৪/৩৬৯, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ১৭৭৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : আয্ যায়ন ইবনু আল মুনীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : পরিবারের ফিত্নাহ্ হলো তাদের কারো প্রতি ভালোবাসার দুর্বলতাবশত ঝুঁকে যাওয়া অথবা সম্পদ কিংবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের ঘর বণ্টনের ক্ষেত্রে কারো দিকে ঝুঁকে যাওয়া বা কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া এমনকি সন্তানদের ব্যাপারেও এমনটি করা এবং তাদের আবশ্যকীয় হাক্ব আদায়ের ব্যাপারে একপেশে নীতি গ্রহণ করা। আর সম্পদের ফিতনাহ্ হলো 'ইবাদাত ছেড়ে শুধু সম্পদ নিয়েই ব্যস্ত থাকা অথবা আল্লাহ তা'আলার হাক্ব পরিত্যাগ করে সম্পদের মাঝেই নিজেকে ব্যস্ত রাখা। সন্তানের ফিতনাহ্ হলো স্বভাবতই এক সন্তানের ওপর অন্য সন্তানকে সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া। প্রতিবেশীর ফিতনাহ্ হলো তাদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকারে লিপ্ত হওয়া।

এখানে অন্য সকল 'ইবাদাত ছাড়া শুধুমাত্র সলাতের সাথে উল্লেখিত 'ইবাদাতগুলোকে এ ফিতনার কাফ্ফারাহ্ হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে সলাতের গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা অন্যান্য 'ইবাদাতে কুফরী থেকে সংশোধনের উপায় নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৪৭ পৃ., হা. ২২৫৮)

٥٤٣٦ -[٢٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: فَتْحُ الْقُسْطُنْطِينِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৪৩৬-[২৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্বিয়ামাতের নিকটবর্তী সময় কনস্টান্টিনোপল (মুসলিমদের হাতে) বিজয় হবে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব][২৮০]

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে কুসতুনত্বায়নিয়্যাহ্ বা কনস্টান্টিনোপল-এর বিজয় হবে। অবশ্য এ বিষয়ের পর্যালোচনা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٢) بَابُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

অধ্যায়-২ : ক্বিয়ামাতের আলামাত

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٤٣٧ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيُقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «يَقِلُّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[২৮০] সানাদ সহীহ মাওকূফ : তিরমিযী ২২৩৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৬৯।

Scanned by CamScanner

৫৪৩৭-[১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের আলাআতসমূহের মধ্যে রয়েছে- বিদ্যা উঠে যাবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে, ব্যভিচার (যিনা) বেড়ে যাবে, মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেশি হবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৮১]

ব্যাখ্যা : এখানে 'ইল্‌ম উঠে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'ইল্‌মের বাহকের মৃত্যুবরণ করা। বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, বিদ্যা কমে যাবে। এ ব্যাপারে হাফিয 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিদ্যা কমে যাওয়ার বিষয়টি প্রথম সংঘটিত হবে, এরপর বিদ্বানের মৃত্যুবরণের মাধ্যমে বিদ্যা উঠে যাবে (আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত)। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৫৬ পৃ.)

٥٤٣٨ -[٢] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৩৮-[২] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের আগে বহু মিথ্যাবাদীর আগমন ঘটবে। অতএব তোমরা তাদের হতে সতর্ক থাক। (মুসলিম)[২৮২]

ব্যাখ্যা : আল মুজাহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উল্লেখিত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অজ্ঞতা বেড়ে যাওয়া, জ্ঞান কমে যাওয়া এবং হাদীস জালকারীদের আগমন ঘটা, আর সেগুলোকে রসূলের নামে চালিয়ে দেয়া। এছাড়া এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মিথ্যা নবী দাবিদারের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যেমন নাবী ﷺ-এর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে হয়েছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٣٩ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৪৩৯-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ লোকেদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে প্রশ্ন করল, ক্বিয়ামাত কখন হবে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, আমানাত যখন নষ্ট করা হবে তখন ক্বিয়ামাতের প্রতীক্ষা কর। লোকটি প্রশ্ন করল, তা কিভাবে নষ্ট করা হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন ক্বিয়ামাতের প্রতীক্ষা কর। (বুখারী)[২৮৩]

---

[২৮১] সহীহ : বুখারী ৮০, মুসলিম ৮-(২৬৭১), তিরমিযী ২২০৫, ইবনু মাজাহ ৪০৪৫, সহীহুল জামি' ২২০৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৬৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭২৮০, মুসনাদে আহমাদ ১৩১১২, আবূ ইয়া'লা ২৯৩১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৯০৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/২৮০।

[২৮২] সহীহ : মুসলিম ১০-(১৮২২), সহীহুল জামি' ২০৫০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৮৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৫৩৩, মুসনাদে বায্‌যার ২৮৮৮, মুসনাদে আহমাদ ২০৯২২, আবূ ইয়া'লা ৭৪৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৫০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৮৬৫।

[২৮৩] সহীহ : বুখারী ৬৪৯৬, মুসনাদে আহমাদ ৮৭১৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৮৬০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৯৪৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِذَا وُسِّدَ) অর্থাৎ এটা মূলত বালিশ কিংবা গদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখনকার আমীরগণ যখন বসতেন তখন গদির উপর বসতেন। আলোচ্য হাদীসে ক্ষমতার মুসনাদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যখন ক্ষমতার মুসনাদ বা সিংহাসনটি অযোগ্যদের জন্য নির্ধারিত হবে তখনই ক্বিয়ামাতের সময় ঘনিয়ে আসবে।
(ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮, হা. ৫৯)

٥٤٤٠ -[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتّٰى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتّٰى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: «تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ».

৫৪৪০-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং (পানির মতো) তা প্রবাহিত হতে থাকবে। এমনকি লোকেরা নিজেদের সম্পদের যাকাত বের করবে বটে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কোন লোক পাবে না। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন, ক্বিয়ামাতের আগে 'আরব ভূমি সুজলা-সুফলা উদ্যান ও প্রবাহিত নদ-নদীতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। (মুসলিম)[২৮৪]

সহীহ মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, মাদীনার জনবসতি তথা দালান-কোঠা 'ইহাব' অথবা (বলেছেন,) 'ইয়াহাব' নামক জায়গা পর্যন্ত পৌছে যাবে।

ব্যাখ্যা : এটা এমনও হতে পারে যেমনটা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয-এর যামানায় ঘটেছিল। অতএব এটা ক্বিয়ামাতের আলামাত নয়।

'আদী ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন : যদি তুমি দীর্ঘ হায়াত লাভ কর তবে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, মানুষ দু' হাত ভর্তি করে স্বর্ণ নিয়ে এটা দান করার জন্য দান গ্রহীতাকে অনুসন্ধান করবে।

যায়দ ইবনুল খত্ত্বাব-এর বর্ণনায় উত্তম সানাদে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয-এর সময়কালে মানুষ এমন অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল যে, লোকজন আমাদের কাছে অনেক সম্পদ নিয়ে এসে বলত, এগুলো সব গরীবদেরকে দান করে দিন। কিন্তু লোকজন গরীব লোক না পাওয়ার কারণে সম্পদগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন। 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয রহিমাহুল্লাহ লোকজনকে ধনী করে দিয়েছিলেন।
(ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, ৪৫৯ পৃ., হা. ৭১২০)

٥٤٤١ -[٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৪১-[৫] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে এমন এক খলীফাহ্ (ইমাম) হবেন যিনি ধন-সম্পদ বণ্টন করবেন আর তা গণনাও করবেন না।

---

[২৮৪] সহীহ : বুখারী ১৪১২, মুসলিম ৬০-(১৫৭), সহীহুল জামি' ৭৪২৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৩৮৪, মুসনাদে আহমাদ ৮১২০, আবূ ইয়া'লা ৬২৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৮১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/১৭২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৫১১।

Scanned by CamScanner

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মাতের শেষ যুগে এমন এক খলীফাহ্ হবেন, যিনি মুষ্টি ভরে ধন-সম্পদ বিতরণ এবং গুণে গুণে তা দান করবেন না। (মুসলিম)[২৮৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত খলীফাহ্ ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত উদার ও দানশীল হওয়ার পাশাপাশি দিকবিদিক বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় করার মাধ্যমে প্রচুর গনীমাতপ্রাপ্ত হবেন বিধায় বেহিসাব দান করতে থাকবেন। (শারহুন্ নাবাবী ১ম খণ্ড, ৪৬১ পৃ., হা. ২৯২৪)

٥٤٤٢ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৪২-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী উন্মুক্ত হয়ে যাবে (শুকিয়ে যাবে) এবং তার তলদেশ হতে স্বর্ণের খনি বের হবে। তখন সেখানে যে কেউ উপস্থিত হয়, সে যেন তা হতে গ্রহণ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের সমর্থনে সহীহ মুসলিমে অন্যভাবে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন, জমিন তার বক্ষস্থিত সোনা-রূপা স্তম্ভের ন্যায় কলিজার টুকরাসহ বমি করে দিবে। অতঃপর হত্যাকারী এসে বলবে, আমি এর জন্যই খুন করেছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এসে বলবে, এর জন্যই তো আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম এবং তাদের হাক্ব নষ্ট করেছিলাম। চোর এসে বলবে, এসবের জন্যই তো আমার হাত কাটা হয়েছে। অতঃপর সকলেই ছেড়ে দিবে এবং কেউই এর থেকে কিছুই নিবে না। ইবনু মাজাহতে সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, তোমাদের মূল্যবান খনিজ সম্পদের নিকটে তিনজনকে হত্যা করা হবে। যারা প্রত্যেকেই খলীফার সন্তান। এ হাদীসটি ইমাম মাহদী আলায়হিস সালাম-এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হবে ইমাম মাহদী আলায়হিস সালাম-এর আত্মপ্রকাশের কাছাকাছি সময়ে এবং এটা 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর আগমন ও আগুন বের হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হবে।
(ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, ৪৬২-৬৩ পৃ., হা. ৭১১৯)

٥٤٤٣ -[٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مَنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّيْ أَكُونُ أَنَا الَّذِيْ أَنْجُوْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৪৩-[৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফুরাত নদী তার তলদেশে রক্ষিত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। উক্ত সম্পদ নিয়ে মানুষের মধ্যে মারাত্মক খুনাখুনি হবে। সে ফিতনায় শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই বলবে, হয়তো আমি বেঁচে যাব (একাই সম্পদ ভোগ করব)। (মুসলিম)[২৮৭]

---

[২৮৫] সহীহ : মুসলিম ৬৯-(২৯১৪/২৯১৩), মুসনাদে আহমাদ ১১৩৫৭, সহীহুল জামি' ৮১৫০, আবূ ইয়া'লা ১২১৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪০১।

[২৮৬] সহীহ : বুখারী ৭১১৯, মুসলিম ৩০-(২৮৯৪), আবূ দাউদ ৪৩১৩, সহীহুল জামি' ৮১৮০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৮০, মুসনাদে আহমাদ ২১২৯৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৯৩।

[২৮৭] সহীহ : মুসলিম ২৯-(২৮৯৪), ইবনু মাজাহ ৪০৪৬, সহীহুল জামি' ৭৪২৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮০৪, মুসনাদে আহমাদ ৮৩৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৯১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৩৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ বিরাট মহামূল্যবান সোনার পাহাড় সমপরিমাণ সম্পদ। হতে পারে এটা পূর্বে উল্লেখিত সম্পদ হতে ভিন্ন এবং পাহাড়টাই সোনার খুনি হিসেবে আবিষ্কৃত হবে। এখানে তাদের প্রত্যেকেরই দাবি হলো আমি মুক্তি পাব ,অর্থাৎ তারা সকলেই সম্পদ পাওয়ার আশায় যুদ্ধ করবে এবং অবশিষ্টরা সম্পদ হস্তগত করার আশায় যুদ্ধ করতে থাকবে। তবে এটা অত্যন্ত নিকৃষ্টতর আশা যা 'আমালগুলো বিনষ্ট করবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৮ম খণ্ড, ৭৯ পৃ.)

٥٤٤٤ -[٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِيْ هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِيْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحِمِيْ. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِيْ هٰذَا قُطِعت يَدِيْ ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ فَلَا يَأْخُذُوْنَ مِنْ شَيْئًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৪৪-[৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (এমন এক সময় আসবে যে,) জমিন তার কলিজার টুকরা বের করবে যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের থামের মতো হবে। উক্ত সম্পদের নিকট কোন হত্যাকারী এসে (ঘৃণার সাথে) বলবে, হায়রে! ধন-সম্পদের জন্যই আমি (অন্যায়ভাবে) হত্যা করেছিলাম? অতঃপর আত্মীয়তা ছিন্নকারী এসে বলবে, এই সম্পদের জন্যই কি আমি আপন আত্মীয়স্বজনদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম? তারপর চোর এসে বলবে, এই সম্পদের জন্যই কি আমার হাত কাটা হয়েছে? অতঃপর তারা সকলেই উক্ত ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাবে, কেউই তা হতে কিছুই গ্রহণ করবে না। (মুসলিম)[২৮৮]

٥٤٤٥ -[٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ ويقولُ: يَا لَيْتَنِيْ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِلَّا الْبَلَاءُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৪৫-[৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত শেষ হবে না যে পর্যন্ত না কোন লোক ক্ববরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় উক্ত ক্ববরের উপরে গড়াগড়ি দিতে থাকবে এবং আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপের সাথে বলবে, হায়রে, কতই না ভালো হত, এ ক্ববরবাসীর স্থানে যদি আমিই এ ক্ববরের অধিবাসী হতাম? তার এ আকাঙ্ক্ষা দীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না; বরং দুনিয়ার বিপদ ও মুসীবাতের তাড়নায় অধৈর্য হয়ে প্রকাশ করবে। (মুসলিম)[২৮৯]

ব্যাখ্যা : অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনটি বিষয় যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন পূর্ব হতে যারা ঈমান আনয়ন করেনি এবং ঈমান সে অনুযায়ী সৎকাজ করেনি তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না। উক্ত তিনটি বিষয় হলো : ১. পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়া, ২. দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হওয়া এবং ৩. জমিনে প্রাণীর আত্মপ্রকাশ হওয়া। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস আহলুস্ সুন্নাহ অনুসারীদের জন্য শী'আ ইসমা'ঈলিয়্যাহ্ বাতিনিয়্যাহ্ কর্তৃক ব্যাখ্যা ভ্রান্তবিরোধী দলীল। (শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃ.)

---

[২৮৮] সহীহ : মুসলিম ৬২-(১০১৩), তিরমিযী ২২০৮।

[২৮৯] সহীহ : মুসলিম ৫৪-(১৫৭), ইবনু মাজাহ ৪০৩৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৭৮, সহীহুল জামি' ৭০০২।

Scanned by CamScanner

٥٤٤٦ - [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبَصْرٰى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৪৬-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হিজায ভূমি থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত না হবে, (যার দরুন) বাসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৯০]

٥٤٤٧ - [١١] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৪৪৭-[১১] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত আসার প্রথম নিদর্শন হলো, এমন এক আগুন বের হবে, তা মানুষদেরকে পূর্বদিক থেকে তাড়িয়ে পশ্চিমদিকে নিয়ে একত্রিত করবে। (বুখারী)[২৯১]

ব্যাখ্যা : কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসে উল্লেখিত আগুন মাদীনার হিজায হতে ৬৫৪ হিজরীর জুমাদিউল আখির মাসের তিন তারিখ বুধবার দিবাগত রাত্রে প্রকাশ হয়েছিল আর এটা চলমান ছিল জুমু'আহ্‌বার ফাজ্‌র পর্যন্ত, অতঃপর তা শান্ত হয়ে যায়।

আর যে আগুন মানুষদেরকে একত্রিত করবে সেটা এ আগুন নয়। তবে খালিদ ইবনু সিনান আল 'আব্বাসীর সময়ে এ ধরনের আগুন হিজাযের কোন কোন অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উল্লেখিত দু'টি আগুনের একটি ক্বিয়ামাতের পূর্বে প্রকাশ পাবে এবং অপরটি ক্বিয়ামাতে একেবারে সন্নিকটে প্রকাশ পাবে এবং এর পরপরই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে (আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত)। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, ৪৭১-৭২ পৃ., হা. ৭১১৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٤٨ - [١٢] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُوْنُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُوْنُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৪৪৮-[১২] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যামানা সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। অর্থাৎ একটি বছর হবে একটি মাসের সমান। একটি মাস হবে

---

[২৯০] সহীহ : বুখারী ৭১১৮, মুসলিম ৪২-(২৯০২), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৮৩, সহীহুল জামি' ৭৪০৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮০৮।

[২৯১] সহীহ : বুখারী ৪৪৮০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৯৮৭।

Scanned by CamScanner

একটি সপ্তাহের সমান, আর একদিন হবে এক ঘণ্টার পরিমাণ, আর একটি ঘণ্টা হবে অগ্নিশিখা উঠার সময় পরিমাণ। (তিরমিযী)[২৯২]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উক্ত যামানাতে বারাকাত কমে যাবে এবং প্রত্যেক স্থান হতে কল্যাণ বিনষ্ট হবে। মানুষদের বিপদাপদের আধিক্যের কারণে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে আর তারা বড় বড় ফিতনার মোকাবেলায় এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, তাদের দিনরাত কিভাবে কাটবে সেদিকে তাদের কোন খেয়াল থাকবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫ পৃ., হা. ২২৩২)

٥٤٤٩ - [١٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُول الله ﷺ لِنَغْنَمَ عَلٰى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِيْ وُجُوْهِنَا فَقَامَ فِيْنَا فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ وَلَا تَكِلْهُمْ إِلٰى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ» ثُمَّ وَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى رَأْسِيْ ثُمَّ قَالَ: «يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُوْرُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِيْ هٰذِهٖ إِلٰى رَأْسِكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৪৪৯-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু হাওয়ালাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ গনীমাতের সম্পদ লাভ করার জন্য আমাদেরকে পদাতিক বাহিনী হিসেবে এক অভিযানে পাঠালেন। আমরা এমন অবস্থায় ফিরে আসলাম যে, আমরা গনীমাতের কিছুই লাভ করতে পারিনি। তিনি আমাদের চেহারায় ক্লান্তি ও দুর্বলতার ছাপ দেখতে পেয়ে আমাদের মাঝে (বক্তৃতার উদ্দেশে) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তাদের দায়িত্ব এভাবে আমার ওপর অর্পণ করো না যে, আমি তাদের পক্ষ হতে তা বহন করতে দুর্বল হয়ে পড়ি। (হে আল্লাহ!) তাদের ওপর এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করো না যা সমাধা করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। (হে আল্লাহ!) তাদেরকে অন্য লোকের ওপরও অর্পণ করো না। কেননা তারা নিজেদের প্রয়োজনকে তাদের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (ﷺ) আমার মাথার উপর স্বীয় হাত রেখে বললেন, হে ইবনু হাওয়ালাহ্! যখন তুমি দেখবে খিলাফাত (মাদীনাহ্ হতে স্থানান্তরিত হয়ে) পবিত্র ভূমিতে (সিরিয়ায়) পৌছে গেছে, তখন তুমি বুঝে নিবে যে, ভূমিকম্প, দুঃখ-দুর্দশা, বড় বড় নিদর্শনসমূহ ও ফিতনাহ্-ফাসাদ খুবই কাছে এসে গেছে এবং আমার এই হাত তোমার মাথা থেকে যত নিকটে, ক্বিয়ামাত সেদিন এটা অপেক্ষাও অতি কাছাকাছি হবে। (আবূ দাঊদ)[২৯৩]

ব্যাখ্যা : মাদীনাহ্ হতে সিরিয়া পর্যন্ত খিলাফাত বিস্তৃতি লাভ করবে যেমনটা বানূ উমাইয়্যার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর ক্বিয়ামাত প্রকম্পের পূর্বক্ষণে (ইসরাফীল-এর প্রথম ফুৎকারে) প্রচণ্ড বেগে ভূমিকম্প হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন জমিনকে প্রকম্পিত করা হবে"– (সূরাহ্ আয্ যিলযা-ল ৯৯ : ১)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٥٠ - [١٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهٗ وَعَقَّ أُمَّهٗ وَأَدْنٰى صَدِيْقَهٗ وَأَقْصٰى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ

---

[২৯২] সহীহ : তিরমিযী ২৩৩২, মুসনাদে আহমাদ ১০৯৫৬, সহীহুল জামি' ৭৪২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৪২।
[২৯৩] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৫৩৫, সহীহ আবূ দাঊদ ২২৮৬।

Scanned by CamScanner

الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৪৫০-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন গনীমাতের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে ব্যবহার করা হবে, আমানাতকে গনীমাতের সম্পদ মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা ধারণ করা হবে, দীন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য বিদ্যা হাসিল করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে আর বন্ধুকে খুব কাছে স্থান দেবে এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মাসজিদসমূহে উচ্চ আওয়াজ করা হবে, ফাসিক্ব লোকই গোত্রের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম লোক তাদের নেতা হবে, ক্ষতির আশঙ্কায় মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং এ উম্মাতের পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকেদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। সেই সময় তোমরা অপেক্ষা কর, রক্তবর্ণের ঝড়ের, ভূকম্পনের, ভূমি ধসের, রূপ বিকৃতির, পাথর বর্ষণের এবং সুতা ছেঁড়ে পুঁতির দানা যেভাবে পড়তে থাকে অনুরূপ একটির পর একটি নিদর্শনসমূহের। (তিরমিযী)[২৯৪]

ব্যাখ্যা : «ظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ» মাসজিদে লোকজন উচ্চ আওয়াজ করে কথা বলবে। বিশেষভাবে ব্যবসায়িক লেনদেন, অনর্থক কথা ও হাসি-তামাসা; এসবই মাসজিদে চলতে থাকবে। মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এসব বর্তমান যামানায় অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ- আমাদের কতিপয় হানাফী 'উলামাগণ বলেন : মাসজিদে যিক্‌র-আযকারও উচ্চ আওয়াজ করা হারাম।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৬ পৃ., হা. ২২১০)

(وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا) এখানে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিশ্চয় এ আলামাতটি এ জাতির বৈশিষ্ট্য যা পূর্ববর্তী জাতির মাঝে ছিল না। আর এটাই হলো ক্বিয়ামাতের আলামাত। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এ জাতি পূর্ববর্তীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে ও তাদেরকে খারাপভাবে স্মরণ করবে। তাদের কোন সৎ 'আমালের অনুসরণ না করা এটাই যেন তাদেরকে অভিশাপ দেয়া। বিশ্ববাসীর কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে বলেছেন : "পূর্ববর্তী মুহাজির ও আনসারগণ এবং যারা তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১০০) আমরা তাদের শানে কি বলব? আল্লাহ তা'আলা এটাও শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের ভাইগণ যারা ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন"– (সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ১০)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٥١ - [١٥] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ» وَعَدَّ هٰذِهِ الْخِصَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ «تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ» قَالَ: «وَبَرَّ صَدِيقَهٗ وَجَفَا أَبَاهُ» وَقَالَ: «وَشُرِبَ الْخَمْرُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[২৯৪] য'ঈফ : তিরমিযী ২২১১, য'ঈফুল জামি' ২৮৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭৭৪, কারণ সানাদে রুমায়হ্ মাজহূল। য'ঈফাহ্ ১৭২৭।

Scanned by CamScanner

৫৪৫১-[১৫] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাত যখন পনেরোটি কাজে লিপ্ত হবে (যা পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে), তখন তাদের ওপর বিভিন্ন প্রকারের বিপদ-বিপর্যয় অবতীর্ণ হবে। তিনি (ﷺ) উক্ত পনেরোটি কাজ কী কী তা গণনা করে বলেছেন, তন্মধ্যে 'দীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশে বিদ্যার্জন করা হবে', এ বাক্যটির উল্লেখ নেই এবং তাতে বলেছেন বন্ধুর সাথে ভালো আচরণ করবে এবং পিতার সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করবে, মদ পান করা হবে এবং রেশমি পোশাক পরিধান করা হবে। (তিরমিযী)[২৯৫]

٥٤٥٢ -[١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهٗ اِسْمِىْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُو دَاوُدَ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتّٰى يَبْعَثَ اللهُ فِيهِ رَجُلًا مِنِّىْ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهٗ اِسْمِىْ وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِىْ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا»

৫৪৫২-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বংশের এক ব্যক্তি সারা 'আরব ভূখণ্ডের মালিক না হবে। তার নাম হবে আমার নামে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৯৬]

আবূ দাউদ-এর অপর এক বর্ণনায় আছে- তিনি (ﷺ) বলেছেন : যদি দুনিয়া শেষ হতে মাত্র একদিন বাকি থাকে, আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনকে খুবই দীর্ঘায়িত করবেন এবং পরিশেষে সে দিনের মধ্যে আমার বংশের অথবা বলেছেন, আমার আহলে বায়তের এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা জমিনকে তেমনিভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেমনিভাবে তৎপূর্বে যুল্ম ও অত্যাচারে তা ভরপুর ছিল।

ব্যাখ্যা : তিনি (ইমাম মাহদী), যার প্রকৃত নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ। এখানে শী'আদের দাবিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করা হয়েছে। তাদের দাবি হলো : প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বর্তমান রয়েছেন এবং আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছেন এবং তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আল আসকারী। (আস্তাগফিরুল্লহ)

(حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبَ) ইমাম মাহদী আলায়হিস সালাম 'আরব ভূখণ্ডের শাসক হবেন। 'ফাতহুল ওয়াদূদ' নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, এখানে 'আরবদের নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে এই কারণে যে, কেননা তারাই জাতি হিসেবে মূল ও সম্মানিত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে অনারবদের কথা উল্লেখ না থাকলেও তারা এ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবেন। কারণ যখন তিনি 'আরবের শাসনকর্তা হবেন তখন সকল মুসলিমের কালিমাহ্ একই হবে এবং তারা সকলেই একটি হাতের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হবেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৩৪৬ পৃ., হা. ৪২৭৬)

---

[২৯৫] য'ঈফ : তিরমিযী ২২১০, য'ঈফ জামি ৬০৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৪০৭, সানাদে ফারজ ইবনু ফুযালাহ্ য'ঈফ। য'ঈফাহ্ ১১৭০।

[২৯৬] হাসান সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৮২, তিরমিযী ২২৩০, মুসনাদে আহমাদ ৩৫৭২, মুসনাদে বায্যার ১৮০৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০০৬৯।

Scanned by CamScanner

٥٤٥٣ - [١٧] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৫৩-[১৭] উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (রসূল ﷺ বলেছেন) মাহদী আমার বংশের তথা ফাত্বিমার বংশ হতে জন্মলাভ করবেন। (আবূ দাউদ)[২৯৭]

ব্যাখ্যা : আল খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আল ইতরাহ্ হলো কোন লোকের ঔরসজাত সন্তান। তবে কখনও এটা নিকটাত্মীয় অর্থে এর ব্যবহার হয়। যেমন আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন : আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট আত্মীয়। হাফিয ইমাদুদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : একাধিক হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, 'আব্বাসীয় রাজত্বকালের পর ইমাম মাহদী আলায়হিস সালাম-এর আগমন ঘটবে এবং তিনি আহলে বায়তের অন্তর্গত ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর সন্তান হাসান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বংশ হতে জন্মগ্রহণ করবেন। আস্ সানাদী (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু মাজাহ্‌র টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দারাকুত্বনীতে যে হাদীসটি এককভাবে 'উসমান ইবনু 'আফফান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে মারফূ'ভাবে বর্ণিত রয়েছে। "ইমাম মাহদী আলায়হিস সালাম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বংশধর থেকে আসবেন"। এটা সানাদগতভাবে গরীব। দারাকুত্বনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : বানী হাশিম-এর কৃতদাস মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মান্নাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসের সানাদে অতি মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে (আল্লাহই সর্বজ্ঞাত)।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮, হা. ৪২৭৮)

٥٤٥٤ - [١٨] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَهْدِيُّ مِنِّيْ أَجْلَى الْجَبْهَةِ وَأَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৫৪-[১৮] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাহদী হবেন আমার বংশের উজ্জ্বল চেহারা, উঁচু নাকবিশিষ্ট। ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা তিনি জমিনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেমনিভাবে তার আগে তা যুল্‌ম ও অবিচারে পরিপূর্ণ ছিল। আর তিনি সাত বছর ক্ষমতার মালিক থাকবেন। (আবূ দাউদ)[২৯৮]

٥٤٥٥ - [١٩] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قِصَّةِ الْمَهْدِيِّ قَالَ: "فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِيْ أَعْطِنِيْ. قَالَ: فَيَحْثِيْ لَهُ فِيْ ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৪৫৫-[১৯] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। ইমাম মাহদীর ঘটনা প্রসঙ্গে (রসূল ﷺ) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবে, হে মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন! আমাকে কিছু দান করুন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : তখন তিনি তাকে নিজের হাতের অঞ্জলি ভরে তার কাপড়ের মধ্যে এই পরিমাণ সম্পদ প্রদান করবেন, যতটুকু সে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। (তিরমিযী)[২৯৯]

---

[২৯৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৪২৮৪, ইবনু মাজাহ ৪০৮৬, সহীহুল জামি' ৬৭৩৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮০।

[২৯৮] হাসান : আবূ দাউদ ৪২৮৫, সহীহুল জামি' ৬৭৩৬।

[২৯৯] হাসান : তিরমিযী ২২৩২, ইবনু মাজাহ ৪০৮৩, মুসনাদে আহমাদ ১১১৭৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইমাম মাহদী আলায়হিস সালাম ভিক্ষুকের বহনযোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ দান করবেন। ভিক্ষুক লোকটি যত মাল বহন করতে সক্ষম তত সম্পদ তাকে দান করবেন। কারণ সে সময় প্রচুর রাষ্ট্রীয় সম্পদ, গনীমাত ও বিভিন্ন এলাকার বিজিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সম্পদ থাকবে। এছাড়া তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে দানশীল। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০৬ পৃ., হা. ২২৩২)

٥٤٥٦ - [٢٠] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذٰلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذٰلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ النَّاسَ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৫৬-[২০] উম্মু সালামাহ্ নাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি () বলেছেন : (শেষ যামানায়) একজন খলীফার মৃত্যুর সময় লোকেদের মধ্যে দ্বিতীয় খলীফাহ্ নিয়োগের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেবে। তখন মাদীনাহ্ থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে মাক্কার দিকে ছুটে পলায়ন করবে। এ সময় মাক্কাবাসীরা তার নিকট এসে তাকে বলপূর্বক ঘর হতে বের করে আনবে। কিন্তু সে তা পছন্দ করবে না। অতঃপর হাজারে আসওয়াদ ও মাক্বামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে লোকেরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে। এরপর সিরিয়া থেকে একটি সৈন্যবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হবে। কিন্তু মাক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝামাঝি 'বায়দা' নামক স্থানে তাদেরকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। অতঃপর যখন চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা বাস্তবে এ অবস্থা দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার 'আবদালগণ এবং 'ইরাক্বের এক বিরাট দল তাঁর নিকট আসবে এবং তাঁর হাতে বায়'আত করবে। অতঃপর কুরায়শের এক লোক যার একদল সৈন্য পাঠাবে, ইমামের সেনাবাহিনী তাদের ওপর জয় লাভ করবে। এটাই 'ফিতনায়ে কাল্‌ব'। ইমাম মানুষের মধ্যে তাদের পয়গাম্বর (মুহাম্মাদ)-এর সুন্নাত মোতাবেক কাজকর্ম পরিচালনা করবেন এবং পৃথিবীতে ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বছর এ অবস্থায় অবস্থান করবেন। অতঃপর ইন্তিকালের পর মুসলিমগণ তাঁর জানাযাহ্ আদায় করবেন। (আবূ দাঊদ)[৩০০]

ব্যাখ্যা : 'আলী হতে হাসান সানাদে বর্ণিত রয়েছে যে, সিরিয়া থেকে ইমাম মাহদীর আনুগত্য স্বীকার করবেন একদল আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ যারা সংখ্যায় চল্লিশজন হবেন। যখন তাদের মধ্য হতে কেউ মারা যাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থলে অন্যজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তাদেরকে শত্রুদের ওপর সাহায্য করবেন। এ হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আল 'আযীযী ও মান্নাবী (রহিমাহুমাল্লাহ) হাসান সানাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মান্নাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাকিম-এর বর্ণনায় কিছু বর্ধিত রয়েছে যে, সে সকল লোকজন (উল্লেখিত ৪০ জন)

---

[৩০০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪২৮৬, য'ঈফাহ্ ১৯৬৫, আবূ খলীলের সাথি (সহিব) মাজহূল, য'ঈফাহ্ ১৯৬৫; য'ঈফুল জামি' ৬৪৩৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৭৬৯, মুসনাদে আহমাদ ২৬৭৩১, আবূ ইয়া'লা ৬৯৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৫৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৩৬৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১১৫৩।

Scanned by CamScanner

সলাত, সিয়াম কিংবা তাসবীহ পাঠের কারণে অন্যদের থেকে অগ্রগামী হয়নি। বরং তারা উত্তম চরিত্র, সততা, বিশুদ্ধ নিয়্যাত, প্রশান্ত হৃদয়ের হওয়ার জন্য তারা অন্যদের থেকে অগ্রগামী হয়েছে। তারাই আল্লাহর দল। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, ৩৫১ পৃ., হা. ৪২৮০)

٥٤٥٧ -[٢١] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلَاءً يُصِيبُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ حَتّٰى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثُ اللهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَرْضٰى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّتْهُ مِدْرَارًا وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ حَتّٰى يَتَمَنَّى الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتَ يَعِيشُ فِي ذٰلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهٖ وَقَالَ صَحِيحٌ

৫৪৫৭-[২১] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন বিপদ-আপদের কথা আলোচনা করলেন, যা এ উম্মাতের শেষ সময় এসে পৌছবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তা হতে আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। এ সময় আল্লাহ তা'আলা আমার বংশ ও আমার পরিবার হতে এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতে পাঠাবেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা জমিনকে এমনিভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন। যেমনিভাবে তা ইতোপূর্বে যুল্‌ম-অবিচারে পরিপূর্ণ ছিল। তার কার্যকলাপে আসমান ও জমিনের অধিবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আকাশ তার এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রাখবে না; বরং সম্পূর্ণই বের করে দেবে। (প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা দেখে) জীবিত লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। লোকেরা এই অবস্থায় সাত অথবা নয় বছর জীবনযাপন করবে। (হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক'-এ বলেন, হাদীসটি সহীহ)[৩০১]

٥٤٥٨ -[٢٢] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ حَرَّاثٌ عَلٰى مُقَدِّمَتِهٖ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورٌ يُوَطِّنُ أَوْ يُمَكِّنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللهِ وَجَبَ عَلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ: إِجَابَتُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৫৮-[২২] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : (শেষ যামানায়) নহরের ঐ প্রান্ত (তথা বুখারা ও সমরকন্দ প্রভৃতি স্থান) থেকে এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যিনি 'হারিসে হার্‌রাস' নামে পরিচিত হবেন (হার্‌রাস অর্থ কৃষক বা চাষি)। তার সেনাবহিনীর সম্মুখভাগে 'মানসূর' নামে এক ব্যক্তি থাকবেন। তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবার-পরিজনকে (ইমাম মাহদীকে) এমনভাবে আশ্রয় দান করবেন যেমনভাবে কুরায়শগণ আশ্রয় দিয়েছিল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে। তখন সমস্ত ঈমানদারের ওপর তাকে (হারিস অথবা মানসূরকে) সাহায্য করা কিংবা তিনি (ﷺ) বলেছেন, তার ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ)[৩০২]

---

[৩০১] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ৪২৮২, তিরমিযী ২৩৪৫, সহীহুল জামি' ৫৩০৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫২৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৭৭০, মুসনাদে বায্‌যার ১৫৫৬, মুসনাদে আহমাদ ১১৩৩১, আবূ ইয়া'লা ৯৮৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৪১২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১২৩৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৩৮।

[৩০২] **য'ঈফ :** কারণ আবূ ইসহাক্ব মাজহূল; আবূ দাউদ ১৪২৯০, য'ঈফুল জামি' ৬৪১৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : যদিও কুরায়শগণ নাবী ﷺ-কে প্রথমে মাক্কাহ্ থেকে বের করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের সন্তান-সন্ততিরা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং নাবী ﷺ ও তাঁর সহাবীগণকে তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা তাঁর মৃত্যুর পর তারা আশ্রয় প্রদান করেছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٥٩ -[٢٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ وَحَتّٰى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৪৫৯-[২৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সেই সময় পর্যন্ত ক্বিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত না পশু মানুষের সাথে কথা বলবে এবং যে পর্যন্ত না কারো চাবুক তার সাথে কথা বলবে এবং তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে। আর তাকে তার উরু (রান) জানিয়ে দেবে যে, তার স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে কি (কুকর্ম) করেছে। (তিরমিযী)[৩০৩]

ব্যাখ্যা : জংলী হিংস্র প্রাণী যেমন : সিংহ অথবা হিংস্র পাখি যেমন বাজপাখি এদের কেউ মানবজাতির সঙ্গে মিশতে বাধা দিতে পারবে না। মানুষ ঈমানদার কিংবা কাফির যেই হোক না কেন এ প্রাণীগুলো সবার সাথেই কথা বলবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২১৮১)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٦٠ -[٢٤] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَلْآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫৪৬০-[২৪] আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের নিদর্শনসমূহ দুইশত বছর পর হতে প্রকাশ পেতে থাকবে। (ইবনু মাজাহ)[৩০৪]

٥٤٦١ -[٢٥] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللهِ الْمَهْدِيَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৫৪৬১-[২৫] সাওবান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্য আসতে দেখবে, তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। কেননা তার মাঝে আল্লাহর খলীফাহ্ মাহদী থাকবেন। (আহমাদ ও বায়হাক্বী'র "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্")[৩০৫]

---

[৩০৩] সহীহ : তিরমিযী ২১৮১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২, সহীহুল জামি' ৭০৮৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৫৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৯৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৪২।

[৩০৪] মাওযূ' : ইবনু মাজাহ ৪০৫৭, য'ঈফাহ্ ১৯৬৬, য'ঈফুল জামি' ২২৬৪, 'আওন ইবনু 'উমারাহ্ য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৯৬৬।

[৩০৫] মুনকার য'ঈফ : মুসনাদে আহমাদ ২২৪১, দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ ৬/৫১৬, 'আলী ইবনু যায়দ য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ৮৫, য'ঈফুল জামি' ৫০৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : তাদের কেউ ফেরাতে পারবে না কারণ তাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ' সানাদে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমরা খোরাসান হতে আগত কালো পতাকাবাহীদের দেখবে তখন তোমরা উক্ত পতাকাবাহী দলের অনুসারী হবে। কেননা উক্ত পতাকাবাহীদের মাঝেই থাকবেন ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৭ পৃ., হা. ২২৬৯)

٥٤٦٢ -[٢٦] وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمّٰى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ

৫৪৬২-[২৬] আবূ ইসহাক্ব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পুত্র হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার এই পুত্র একজন নেতা। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তার ঔরসে এমন এক লোকের আগমন ঘটবে, যার নাম হবে তোমাদের নাবীর নামানুসারে। তিনি হবেন তাঁর (নাবীর) চরিত্রের সদৃশ, কিন্তু চেহারা ও দৈহিক গঠনে তাঁর সদৃশ হবে না। অতঃপর 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু উক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা সারা ভূপৃষ্ঠকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। [আবূ দাউদ, তবে ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর রিওয়ায়াত সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত ঘটনাটি বর্ণনা করেননি][৩০৬]

٥٤٦٣ -[٢٧] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فُقِدَ الْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا فَاهْتَمَّ بِذٰلِكَ هَمًّا شَدِيدًا فَبَعَثَ إِلَى الْيَمَنِ رَاكِبًا وَرَاكِبًا إِلَى الْعِرَاقِ وَرَاكِبًا إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الْجَرَادِ هَلْ أُرِيَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَآهَا عُمَرُ كَبَّرَ.

وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ أَلْفَ أُمَّةٍ سِتُّمِائَةٍ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِي الْبَرِّ فَإِنَّ أَوَّلَ هَلَاكِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجَرَادُ فَإِذَا هَلَكَ الْجَرَادُ تَتَابَعَتِ الْأُمَمُ كَنِظَامِ السِّلْكِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৪৬৩-[২৭] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বছর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন, সে বছর তিনি (হিজায এলাকায়) টিড্ডি (পঙ্গপাল) দেখতে পাননি, তিনি এতে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি ইয়ামান, 'ইরাক্ব এবং সিরিয়ার দিকে আরোহী পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, সে সকল এলাকায় কেউ কোন টিড্ডি দেখেছে কিনা? পরে ইয়ামানের দিকে প্রেরিত আরোহী এক মুষ্টি টিড্ডি এনে তাঁর সামনে ছড়িয়ে দিল। তা দেখে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু *'আল্ল-হু আকবার'* ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

আর তিনি ('উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এক হাজার সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ছয়শত সমুদ্রে এবং চারশত স্থলে। আর এ উভয়বিধ প্রাণীর

---

[৩০৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪২৯০; কারণ সানাদে আবূ ইসহাক্ব ও 'আলী-এর মাঝে ইনক্বিত্বা' আছে, য'ঈফাহ্ ৬৪৮৫।

Scanned by CamScanner

মাঝে সর্বপ্রথম ধ্বংস হবে টিড্ডিসমূহ। যখন টিড্ডি ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর উভয় জায়গার প্রাণীসমূহ একটির পর একটি এমনভাবে ধ্বংস হতে থাকবে যেমন, সুতা ছেঁড়া দানা একটির পর আরেকটি পড়তে থাকে। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৩০৭]

(٣) بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ

অধ্যায়- : ক্বিয়ামাতের পূর্বলক্ষণসমূহ এবং দাজ্জালের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٤٦٤ -[١] عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ. فَقَالَ: «مَا تَذْكُرُونَ؟». قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ: "إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلٰى مَحْشَرِهِمْ". وَفِيْ رِوَايَةٍ: «نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرَةِ «وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৬৪-[১] হুযায়ফাহ্ ইবনু আসীদ আল গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা পরস্পরে কথাবর্তা বলছিলাম, এমন সময় নাবী ﷺ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করছ? তারা বললেন, আমরা ক্বিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছি। সে সময় তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত ক্বিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর তা হলো- ১. ধোঁয়া, ২. দাজ্জাল। ৩. চতুষ্পদ জন্তু, ৪. পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, ৫. 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম-এর (আকাশ হতে) অবতরণ, ৬. ইয়া'জূজ ও মা'জূজ আগমন, ৭,৮,৯. তিনটি ভূমিধস, পূর্বাঞ্চলে, পশ্চিমাঞ্চলে এবং 'আরব উপদ্বীপে; ১০. সর্বশেষে ইয়ামান হতে এমন এক অগ্নি বের হবে যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থান (সিরিয়ার) দিকে নিয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, 'আদান (এডেন)-এর অভ্যন্তর থেকে আগুন বের হবে, যা মানুষদেরকে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে নেবে এবং অন্য এক রিওয়ায়াতে দশম লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এমন এক বাতাস প্রবাহিত হবে যা মানুষদেরকে (কাফিরদেরকে) সাগরে নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম)[৩০৮]

---

[৩০৭] য'ঈফ : সানাদে শায়খুন মাজহূল, শু'আবুল ঈমান ১০১৩২।

[৩০৮] সহীহ : মুসলিম ৩৯-(২৯০১), আবূ দাউদ ৪৩১১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৪৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৩৮০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৯৫৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ) "তা ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখবে।"

(فَذَكَرَ الدُّخَانَ) অতঃপর তিনি (ﷺ) ধোয়ার কথা বললেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পবিত্র কুরআনে সূরাহ্ দুখানে এর বর্ণনা হয়েছে- "যখন আকাশ ধোয়ার ছেয়ে যাবে"- (সূরাহ্ আদ্ দুখা-ন ৪ : ১০)। আর এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রকাশ পেয়েছিল।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- ধোয়া বলতে সেই অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা কুরায়শরা আক্রান্ত হয়েছিল। কুরায়শরা দুর্ভিক্ষের কারণে তাদের মাঝে ও আকাশের মাঝে বাতাসকে ধোয়ার মতো দেখতে পেয়েছিল। ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতকে অনেকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন- এটা হবে বাস্তব ধোয়া। কেননা নাবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত ছেয়ে যাবে এবং ৪০দিন অবস্থান করবে। মু'মিনগণ এর দ্বারা সর্দিতে আক্রান্ত হবে আর কাফিরগণ মাতাল হয়ে যাবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এই ধোয়া এখনো প্রকাশ পায়নি, ক্বিয়ামাতের পূর্বের প্রকাশ পাবে। অথবা উভয় সহাবীর মতের সমন্বয়ে বলা যেতে পারে। এখানে দু' ধরনের ধোয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৮/২৯০১)

دَابَّةً (দাব্বাহ্) বা জন্তু বলতে যা বুঝায় তা হলো পবিত্র কুরআনের ভাষায় ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ "যখন প্রতিশ্রুত (ক্বিয়ামাত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে।" (সূরাহ্ আন্ নামল ২৭ : ৮২)

মুফাসসিরগণ বলেন, এটা হবে বিরাট এক জীব যা সফা পাহাড়ের ফাটল থেকে বের হবে। ইবনুল মালিক বলেন, দাব্বা বা বড় জন্তুটি তিনবার প্রকাশ পাবে- ইমাম মাহদীর সময়ে, এরপর 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর সময়ে, অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে উদয়ের পর।

(وَنُزُوْلَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) এবং 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর অবতরণ। এখানে ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়নি। মূলত 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম ইমাম মাহদীর একই সময় অবতীর্ণ হবেন। ইমাম ত্বাবারানী আওস ইবনু আওস থেকে মারফূ' সূত্রে উল্লেখ করেন, 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম দামিশ্‌ক্বের একটি সাদা মিনারায় অবতরণ করবেন। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু মারইয়াম সিরিয়ার 'লুদ' নামক স্থানে প্রবেশ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর ইয়া'জূজ ও মা'জূজ বের হবে। হাদীসে ধারাবাহিকভাবে নিদর্শনগুলো উল্লেখ না করে সাধারণভাবে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত প্রথম নিদর্শন হবে ধোয়া, এরপর 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর অবতরণ, এরপর ইয়া'জূজ মা'জূজ, অতঃপর দাব্বাহ্ বা ভূমিকে একটি বিরাট জন্তুর আত্মপ্রকাশ, সর্বশেষে সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হওয়া। কেননা 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর সময়ে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করবে। যদি দাজ্জাল ও 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পূর্বে সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হয় তাহলে তো ঈমান ক্ববূলই হবে না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ) এবং তিনটি ভূমিধস হবে। একটি প্রাচ্যে, একটি প্রাশ্চাত্যে এবং একটি 'আরব উপদ্বীপে।

(وَآخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ) এবং সর্বশেষ নিদর্শন হবে ইয়ামান দেশ থেকে আগুন বের হবে। আর মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, হিজায থেকে দু'টি আগুন বের হবে। দু'দিক থেকে মানুষকে এক জায়গায় একত্রিত করবে। অথবা আগুনের সূচনা হবে ইয়ামানে

Scanned by CamScanner

এবং শেষ হবে হিজাযে গিয়ে। অপর এক বর্ণনায়, দশম নিদর্শন আগুনের পরিবর্তে বাতাস বলা হয়েছে। অর্থাৎ- অগ্নি মিশ্রিত প্রচণ্ড বাতাস কাফিরদেরকে সাগরে নিয়ে ফেলবে। আর তা হবে কাফির ও পাপীদের একত্রিত হওয়ার স্থান। আর তখন সাগর আগুনে পরিণত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ "যখন সমুদ্রগুলোকে প্রজ্জ্বলিত করে উত্তাল করা হবে।" (সূরাহ্ আত্ তাকভীর ৮১ : ৬)

এর বিপরীত হবে মু'মিনদের আগুন। মূলত আগুন মু'মিনদের ভীতির কারণ হবে এবং চাবুকের ন্যায় তাদেরকে তাড়িয়ে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিবে। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٦٥ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا. الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَأَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৬৫-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ভালো 'আমাল অর্জনে তৎপর হও। ১. ধোঁয়া, ২. দাজ্জাল, ৩. দাব্বাতুল আর্য (মৃত্তিকাগর্ভ হতে বহির্ভূত জন্তু), ৪, পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, ৫. সর্বগ্রাসী ফিতনাহ্ ও ৬. তোমাদের ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপিত ফিতনাহ্। (মুসলিম)[৩০৯]

ব্যাখ্যা : (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا) অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের ছয়টি আলামাত প্রকাশ হওয়ার পূর্বে দ্রুত নেক 'আমালগুলো সম্পাদন কর। কেননা এগুলো প্রকাশ পেলে তোমরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ফলে 'আমাল করা কঠিন হয়ে যাবে। অথবা এরপর 'আমাল করলেও কোন মূল্যায়ন হবে না ও তা ক্বূল হবে না।

(وَأَمْرَ الْعَامَّةِ) তথা তোমাদের নিকট নেতৃত্বের ফিতনাহ্ আসার পূর্বেই যা তোমাদেরকে নেক 'আমাল করা থেকে ব্যস্ত রাখবে।

(وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ) তোমাদের কারো নিকট মৃত্যুর মতো ঘটনা এসে পড়বে পূর্বেই যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট। অথবা মানুষের, যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট। অথবা মানুষের জানমাল এবং এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মানুষকে নেক 'আমাল করা থেকে ব্যস্ত রাখে। শব্দটি তাসগীর বা ছোট করে উপস্থাপন করার কারণ হলো এটি এর পরবর্তী পুনঃরুত্থান, হাশর, হিসাব ইত্যাদির তুলনায় ছোট।

'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদেরকে এই নিদর্শনগুলো প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই নেক 'আমাল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা যখন এগুলো প্রকাশ পাবে তখন তাদেরকে অস্থির করে তুলবে এবং কর্ম-বিমুখ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ইবনু মাজাহ ৩/৪০৫৬)

٥٤٦٦ -[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا قَرِيبًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৩০৯] সহীহ : মুসলিম ১২৮-(২৯৪৭), ইবনু মাজাহ ৪০৫৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৫৯, সহীহুল জামি' ৫১২৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩৫৪, মুসনাদে বায্যার ৬৩৯৪, মুসনাদে আহমাদ ৯২৬৭, আবূ ইয়া'লা ৫৬১৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৪৯১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৪৯৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫৭৪।

Scanned by CamScanner

৫৪৬৬-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের নিদর্শনসমূহরে মাঝে প্রথম প্রকাশ পাবে এ দু'টি, একটি পশ্চিমাকাল হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং অপরটি চাশতের সময় মানুষের সামনে 'দাব্বাতুল আর্‌য' বের হওয়া। এ দু'টির মধ্যে যেটাই প্রথমে প্রকাশ পাবে, অপরটি তার পরপরই খুবই নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হবে। (মুসলিম)[৩১০]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا) "ক্বিয়ামাতের প্রথম নিদর্শন হলো : সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসের মর্মার্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যদি বলা হয় সূর্য-পশ্চিম দিগন্তে উদিত হওয়া প্রথম নিদর্শন নয় বরং এর পূর্বে ধোয়া ও দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তাহলে এর উত্তর হলো, হয়তো এটি ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। অথবা এ নিদর্শনটি ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার অস্তিত্বকে সাব্যস্তকারী একটি নিদর্শন। প্রথম পর্যায়ে প্রকাশ পাবে ধোয়া এবং দাজ্জালের আবির্ভাব আর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশ পাবে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হওয়া। ভূমিকম্প আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। এ হাদীসে প্রথম নিদর্শন হিসেবে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদয়ের কথা বলা হয়েছে তা মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম হিসেবে। কেননা বায়হাক্বীর বর্ণনার এসেছে, প্রথমে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, এরপর 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর অবতরণ হবে, এরপর ইয়া'জূজ মা'জূজ ও দাব্বাতুল আর্‌য। এর পরবর্তীতে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হবে। যদি এটাই প্রথম নিদর্শন হয় তাহলে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর অবতরণের পর কাফিরদের ঈমান আনতে কোন কাজ হবে না। কেননা সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হলে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আর 'আমালও ক্ববূল হবে না, যারা ইতোপূর্বে ঈমান আনেনি।

(وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ) এবং ভূগর্ভ থেকে বিরাট একটি জন্তু মানুষের নিকট পূর্বাহ্নে বের হওয়া।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে (واو) অব্যয়টি সাধারণভাবে একত্রিত করার জন্য এসেছে। ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। (واو) বর্ণটি (او) অথবা বুঝাবে। হাদীসে বর্ণিত أَيُّهُمَا দু'টির যে কোন একটি প্রকাশ পেলে অপরটি তার পরেই প্রকাশ পাবে। কথার দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٦٧ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৬৭-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান ও 'আমাল তার কোন কাজে আসবে না, যদি তার পূর্বে ঈমান এনে না থাকে অথবা ঈমানের সাথে 'আমাল সঞ্চয় না করে থাকে। আর তা হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং 'দাব্বাতুল আর্‌য' বের হওয়া। (মুসলিম)[৩১১]

ব্যাখ্যা : (ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) তিনটি নিদর্শন প্রকাশ পেলে যারা ইতোপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান অনুযায়ী 'আমাল করেনি, তাদের 'আমাল কোনই কাজে আসবে

[৩১০] সহীহ : মুসলিম ১১৮-(২৯৪১), আবূ দাঊদ ৪৩১০, ইবনু মাজাহ ৪০৬৯, সহীহুল জামি' ২০১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৯৭০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৩২৬, মুসনাদে আহমাদ ৬৮৮১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬৪৫।

[৩১১] সহীহ : মুসলিম ২৪৯-(২৫৮), তিরমিযী ৩০৭২, মুসনাদে আহমাদ ৯৭৫, সহীহুল জামি' ৩০২৩।

Scanned by CamScanner

না। নিদর্শন তিনটি হলো : সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হওয়া দাজ্জাল এবং দাব্বাতুল আর্‌য বা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়া আসা বিরাট প্রাণী।

এ হাদীসে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হওয়ার কথা আগে বলা হয়েছে যদিও তা অন্যান্য নিদর্শনের পরে আসার কথা। কেননা তাওবাহ্ ক্ববূল না হওয়ার ব্যাপারটি এর সাথে সংশ্লিষ্ট। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا) এর ব্যাখ্যায় 'আওনুল মা'বূদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, মু'তাযিলাগণ এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন যে, ঈমানের সাথে 'আমালের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি 'আমাল করলেও তার দ্বারা উপকৃত হবে না। এর জবাব হচ্ছে, ব্যক্তি তার 'আমাল দ্বারা অবশ্যই উপকৃত হবে। কিন্তু যদি কোন কাফির ক্বিয়ামাতের উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর ঈমান আনে অথবা কোন ফাসিক্ব বা পাপী ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে তাওবাহ্ করে, নেক 'আমাল করতে থাকে তাহলে এই 'আমাল কোনই কাজে আসবে না।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'ফাতহুল ক্বদীর' গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সত্য উন্মোচনের জন্য তা পাঠকের পড়া উচিত। ('আওনুল মা'বূদ ৭/৪৩৪)

٥٤٦٨ -[٥] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: «أَيْنَ تَذْهَبُ؟». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا وَيُقَالُ لَهَا: اِرْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى" ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৬৮-[৫] আবূ যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি জান, তা কোথায় যাচ্ছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি (ﷺ) বললেন, তা আল্লাহর 'আর্‌শের নিচে গিয়ে সাজদায় রত হয় এবং (পূর্বাকাশে উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করবে অথচ তাকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাকে বলা হবে, তুমি যেদিক থেকে এসেছ সেদিকেই ফিরে যাও। অতঃপর তা পশ্চিমাকাশ হতে উদিত হবে। এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা- ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ "সূর্য তার গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যায়"- (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ৩৮)। তিনি বলেন, গন্তব্যস্থল হলো 'আর্‌শের নীচ। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১২]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ) সূর্যাস্তের সময় 'আর্‌শের নীচে যায় এবং পুনরায় উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। ইবনু বাত্ত্বল বলেন, সূর্যের অনুমতি প্রার্থনার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাতে জীবন দান করেন এবং সে কথা বলে। আর আল্লাহ তা'আলা জড় ও মৃত প্রাণীকে কথা বলাতে সক্ষম। আবার কেউ কেউ বলেন, সূর্যের দিকে অনুমতি প্রার্থনা করার বিষয়টি রূপক অর্থে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য নয় বরং তার জন্য ধার্যকৃত মালাক (ফেরেশতা) অনুমতি প্রার্থনা করে। 'আল্লামাহ্ কুসতুলানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সূর্য তার অভ্যাস অনুযায়ী পূর্বদিক থেকে উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। ফলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী পূর্বদিক থেকে প্রকাশ পায়। 'আল্লামাহ্ হাফিয বলেন, হাদীসে 'আর্‌শের নিচে কথার অর্থ হলো, যখন তা 'আর্‌শের ঠিক নিচে চলে আসে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর বিরোধী নয়।

---

[৩১২] সহীহ : বুখারী ৩১৯৯, মুসলিম ২৫০-(১৫৯), মুসনাদে আহমাদ ২১৫৮১, সহীহুল জামি' ৭৮২৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৪৭০।

Scanned by CamScanner

﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ "তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন।" (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ৮৬) এর মর্ম হচ্ছে সূর্যাস্তের সময় দৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করা। আর 'আর্‌শের নিচে সাজদাহ্ তখনই হয় যখন তা অস্ত যায়।

فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى" ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ অচিরেই এমন একদিন আসবে যখন সূর্য সাজদাহ্ করবে কিন্তু তা গৃহীত হবে না এবং পুনরায় উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। আর তাকে বলা হবে, তুমি যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। অতঃপর সে পশ্চিমদিক থেকে উদিত হবে। আর এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ "সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে।" (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ৩৮)

হাফিয বলেন, এ হাদীসটি তাদের মতামতকে খণ্ডন করে যারা ধারণা করে যে, مُسْتَقَرُّهَا এর মর্ম হলো সূর্যের উচ্চতা যেখানে গিয়ে শেষ হয়। আর যার কারণে বছরের দিনটি সবচেয়ে বড় হয়। অথবা দুনিয়া ধ্বংসের নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত। হাফিয বলেন, হাদীসের বাহ্যিক উদ্দেশ্য হলো, প্রতিদিনে ও রাতে সাজদার সময় স্থির থাকা। আর যাকে جرى বা চলমান বলে।

'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, তা 'আর্‌শের নীচে এমনভাবে স্থির থাকে যা আমাদের জ্ঞান পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি কতিপয় মুফাসসির থেকে আরো বর্ণনা করে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সূর্য তার জন্য নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আবর্তমান অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত।

আবার কেউ কেউ বলেন, আবর্তন অর্থ হচ্ছে সূর্য যত দূর পর্যন্ত উপরে উঠে গ্রীষ্মের সবচেয়ে বড় দিনে। এরপর নীচে নামতে থাকে শীতের সর্বনিম্ন ছোট দিন আসা পর্যন্ত। যা বছরের সবচেয়ে ছোট দিন হিসেবে গণ্য হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২১৮৬)

٥٤٦٩ -[٦] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৬৯-[৬] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আদাম আলায়হিস সালাম-এর সৃষ্টি থেকে ক্বিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনাহ্ অপেক্ষা কোন ফিতনাহ্ বৃহত্তর নয়। (মুসলিম)[৩১৩]

ব্যাখ্যা : (مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ) আদাম আলায়হিস সালাম সৃষ্টির পর থেকে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় আর কোন ফিতনাহ্ এবং বড় কষ্টদায়ক কোন কিছু নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٧٠ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْكُمْ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهٗ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৩১৩] **সহীহ :** মুসলিম ১২৬-(২৯৪৯), সহীহুল জামি' ৫৫৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪৭১, মুসনাদে আহমাদ ১৫৫৫, ১৬২৯৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৯০২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬১০।

Scanned by CamScanner

৫৪৭০-[৭] 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি তোমাদের নিকট নিশ্চয় গোপন নয়। নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন, কিন্তু দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। তার এই চোখটি হবে ফোলা আঙ্গুরের মতো। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১৪]

ব্যাখ্যা : (أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى) দাজ্জালের ডান চক্ষু ত্রুটিযুক্ত, যেন তা একটি আঙ্গুরের দানার মতো উপরের দিকে উঠানো রয়েছে। অথবা চোখের জ্যোতি হারিয়ে গেছে। এ হাদীসে (أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى) বলা হয়েছে। আবার অন্য বর্ণনায় أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُسْرٰى বলা হয়েছে। ইমাম মুসলিম উভয় বর্ণনাকে তার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মূলকথা হলো দাজ্জালের উভয় চক্ষু ত্রুটিযুক্ত। একচোখের জ্যোতি নেই আর অন্য চোখের ত্রুটি রয়েছে। এটা ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ)-এর সর্বশেষ কথা। (শারহুন্ নাবাবী ২/২৭৩)

ইবনু মাজাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, দাজ্জালের বাম চক্ষু ত্রুটিযুক্ত, তার মাথার চুল কোকড়ানো। তার কাছে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জাহান্নাম মূলত জান্নাত আর জান্নাতটি জাহান্নাম। ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) ফতহুল বারী গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন : এই ভিন্নতা দর্শক ও প্রদর্শনকারীর ভিন্নতার আলোকে হবে। হয়তো দাজ্জাল একজন জাদুকর হিসেবে কোন কিছুকে বিপরীত আকৃতিতে পেশ করে দেখাবে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের নিয়ন্ত্রিত জান্নাতের ভিতরে জাহান্নাম এবং জাহান্নামের ভিতরে জান্নাত লুকিয়ে রাখবেন। এটিই অগ্রাধিকার যোগ্য। অথবা জান্নাত দ্বারা নি'আমাত ও রহমাতকে রূপকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে আর জাহান্নাম দ্বারা কষ্ট ও পরীক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। যে তার আনুগত্য করবে সে তাকে জান্নাত দ্বারা পুরস্কৃত করবে। প্রকৃতপক্ষে পরকালে এটা তাকে জাহান্নামে ধাবিত করবে। এমনিভাবে এর বিপরীতটা হবে বিপরীত। অথবা এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, দাজ্জালের ফিতনায় পড়ে দর্শক অস্থির হয়ে আগুনকে জান্নাত মনে করবে অথবা এর বিপরীত। (ইবনু মাজাহ ৩/৪০৭১)

٥٤٧١ - [٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: ك ف ر". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৭১-[৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এমন কোন নাবী গত হননি যিনি তাঁর উম্মাতকে কানা মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করেননি। তোমরা জেনে রাখ! সে (দাজ্জাল) নিশ্চয় কানা হবে। আর তোমরা এটাও নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের প্রভু (আল্লাহ) কানা নন। তার (দাজ্জালের) চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে লিখে থাকবে ك ف ر (অর্থাৎ কাফির)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১৫]

ব্যাখ্যা : (مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ) প্রত্যেক নাবীই তার উম্মাতকে মিথ্যাবাদী জ্যোতিহীন চোখ বিশিষ্ট (দাজ্জাল) সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন «لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَه الدَّجَّالَ» "নূহ (আলায়হিস সালাম)-এর পর এমন কোন নাবী আসেননি যারা তার জাতিকে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেননি। অর্থাৎ সবাই দাজ্জাল সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করেছেন।" মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, «لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ أُمَّته وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِه» নূহ (আলায়হিস সালাম) তার জাতিকে (দাজ্জাল) থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার পরবর্তী সকল নাবীই।

---

[৩১৪] সহীহ : বুখারী ৩৪৩৯, মুসলিম ২৭৪-(১৬৯), সহীহুল জামি' ২৬৩৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪৫৬, মুসনাদে বাযযার ৪৬৩৪, মুসনাদে আহমাদ ৪৯৪৮, আবূ ইয়া'লা ৫৮২৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৯৩৮।

[৩১৫] সহীহ : বুখারী ৭১৩১, মুসলিম ১০১-(২৯৩৩), তিরমিযী ২২৪৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৫৭, সহীহুল জামি' ৫৭৮৯, মুসনাদে বাযযার ৭১৪৬, মুসনাদে আহমাদ ১২০২৩, আবূ ইয়া'লা ৩২৬৫।

Scanned by CamScanner

অতএব এখানে প্রশ্ন হতে পারে, নূহ আলায়হিস সালাম কিভাবে তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন অথচ একাধিক হাদীস থেকে জানা যায় যে, সে কতিপয় নিদর্শনের পরে আবির্ভূত হবে এবং 'ঈসা আলায়হিস সালাম চতুর্থ আসমান থেকে অবতরণ করে তাকে হত্যা করবে এবং শারী'আতে মুহাম্মাদীয়া অনুযায়ী দেশ শাসন করবেন। এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে : নূহ আলায়হিস সালাম এবং তার পরবর্তী নাবীগণের নিকট দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় জানা ছিল না তথাপি তারা তাদের জাতিকে তার ফিতনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করেছেন, এর প্রমাণ হচ্ছে রসূল ﷺ-এর বাণী যা একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়েছে : «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجه» "যদি আমি তোমাদের নিকট বর্তমান থাকা অবস্থায় সে প্রকাশ পায় তাহলে আমি তাকে পরাজিত করব।" এ হাদীস থেকে জানা যায় তার এ কথাটি ছিল তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন দাজ্জালের আগমনের সময় এবং তার নিদর্শন তার নিকট অস্পষ্ট ছিল। ফলে সম্ভাবনা ছিল যে, সে তার জীবদ্দশাতেই আসতে পারে। পরবর্তীতে তিনি তার আগমনের সময় সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছেন তাই তিনি এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। এভাবে সমস্ত হাদীসের মাঝে সমন্বয় হয়ে গেল। ('আওনুল মা'বূদ ৭/৪৩০৮)

(أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) "সাবধান, নিশ্চয় সে ত্রুটিপূর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট আর তোমাদের প্রতিপালক ত্রুটিপূর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট নন।"

দাজ্জালের মধ্যে অনেকগুলো নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও শুধু এটিকে উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্ত হয়েছে এর কারণ হলো এ বৈশিষ্ট্যটি জ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষ সকলেই অনুভব করতে পারে। এমনকি যারা যুক্তি প্রমাণ বুঝে না তারাও। যদি সে সৃষ্টিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ইলাহ দাবী করে তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চয় সে মিথ্যাবাদী। ('আওনুল মা'বূদ ৭/৪৩০৮)

মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, (وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) তথা তোমাদের রব সত্তাগত ও গুণগত দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত। নাবী ﷺ এই কথাকে সাধারণ মানুষের বিবেক অনুযায়ী বোধগম্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে। যেহেতু তিনি বলেছেন- «كَلِّمِ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» অর্থাৎ তুমি মানুষের সাথে কথা বল তার বিবেক অনুপাতে। পবিত্র কুরআনে ও এ নীতি অবলম্বন করা হয়েছে,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١٩٤ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۝١٩٥﴾

"আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মতোই বান্দা। (ঠিক আছে) তাদেরকে ডাকতে থাক, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।

তাদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলাফেরা করে? তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে? তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে? তাদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে? বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শারীক করছ তাদেরকে আহ্বান কর, আর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৯৪-১৯৫)

এই আয়াতদ্বয় দ্বারা আল্লাহ বুঝতে চেয়েছেন কাফিরদের মূর্তিগুলো খুবই অসহায়; তাদের হাত, পা, চোখ, কান কিছুই নেই। অতএব কি করে এগুলো মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতা রাখে? এর অর্থ এই নয় যে, যদি তাদের এই অঙ্গগুলো থাকত, তাহলে তারা মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৪৫৭১)

Scanned by CamScanner

(مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر) তার দুই চোখের মাঝে তথা কপালে লেখা থাকবে কাফির। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে মানুষকে কুফ্‌রীর দিকে ডাকবে, হিদায়াতের দিকে নয়। অতএব পরিহার করা উচিত। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই উম্মাতের জন্য একটি বিরাট নি'আমাত যে, তিনি তার দু' চোখের মাঝে কুফ্‌র কথাটি লিখে দিয়েছেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দাজ্জাল একজন মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটা স্পষ্ট দলীল, যা দেখে প্রত্যেকে চিনে নিতে পারবে। শুধু দেহের বর্ণনা দিয়েই শেষ করা হয়নি, কেননা অনেক বিবেক তা দেখেও বুঝতে পারবে না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ ৪৫৭১)

৫৪৭২-[৯] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ؟ : إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৭২-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি কথা বলব না? সে কথাটি অতীতের কোন নাবীই তার সম্প্রদায়কে বলেননি। আর তা হলো, নিশ্চয় সে (দাজ্জাল) হবে কানা। সে জান্নাত ও জাহান্নামের সাদৃশ্য সাথে নিয়ে আসবে। তখন সে যা বলবে জান্নাত, প্রকৃতপক্ষে তা হবে জাহান্নাম। তার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সাবধান করছি যেমন নূহ (আলায়হিস সালাম) তাঁর সম্প্রদায়কে তার সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১৬]

ব্যাখ্যা : (إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) সে তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম সদৃশ জিনিস নিয়ে মানুষের নিকট আগমন করবে। যা আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তির জন্য আসল অবস্থায় রূপান্তর করে দেখাবেন। সে যেটাকে জান্নাত বলবে বস্তুত সেটাই হবে জাহান্নামের আগুন। আর যেটাকে আগুন বলবে সেটা হবে জান্নাত"। হাদীসের ভাষ্যকার বলেন, যে তার জান্নাতে প্রবেশ করবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। কেননা সে তাকে বিশ্বাস করেছে। অনুরূপভাবে যে তার আনুগত্য করবে না সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে, মূলত সেই জান্নাতের অধিকারী হবে, কেননা সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই সমস্ত হাদীস দাজ্জাল অস্তিত্বের সত্যতার জন্য হাক্বপন্থী মতবাদীদের দলীল। সে এমন এক ব্যক্তি, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ক্ষমতাবলীর অধিকারী করবেন। যেমন- মৃত্যুকে জীবিত করা, দুনিয়ার প্রাচুর্যতার ধনভাণ্ডার তার হাতে ন্যাস্ত থাকবে, আকাশকে হুকুম করা মাত্রই বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তরু তাজাও শস্যে ভরে উঠবে। আর আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে তাকে হত্যা করতে অপারগ করবেন। শুধুমাত্র 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) তাকে হত্যা করবেন এবং সঠিক দীন প্রতিষ্ঠা করবেন। তার গঠন অনেক বড় যা জ্ঞানীদের বিবেককে হয়রান করে তুলে। সে এত দ্রুত পুরা দুনিয়া প্রদক্ষিণ করবে যে, তার কৃতকর্মে দুর্বল ঈমানের অধিকারীগণ চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না পেয়ে তাকে বিশ্বাস করে ফেলবে। এজন্য সকল নাবীই তাদের ক্বওমকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। আর সঠিক বুঝের অধিকারীগণ তার ধোঁকায় পতিত হবে না ও তাকে বিশ্বাস করবে না।

---

[৩১৬] সহীহ : বুখারী ৩৩৩৮, মুসলিম ১০৯-(২৯৩৬), সহীহুল জামি' ২৫৯১।

Scanned by CamScanner

(وَإِنِّىْ أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهٖ نُوْحٌ قَوْمَهٗ) আর আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি যেমনভাবে নূহ আলায়হিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন। যদি প্রশ্ন করা হয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে নূহ আলায়হিস সালাম-কে নির্দিষ্ট করে কেন উল্লেখ করলেন? তাহলে এর উত্তর হলো, যেহেতু নূহ আলায়হিস সালাম প্রসিদ্ধ নাবীদের মধ্যে একজন অগ্রগামী নাবী যার কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا﴾ "তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহ আলায়হিস সালাম-কে"– (সূরাহ্ আশ্ শূরা- ৪২ : ১৩)।

উক্ত আয়াতে নূহ আলায়হিস সালাম-কে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হলো, তিনি সকল বিজ্ঞ রসূলগণের মধ্যে আগমনের দিক থেকে প্রথম ছিলেন। অন্যথায় মর্যাদার দিক থেকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বাগ্রে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ﴾ "আমি পয়গাম্বরগণের কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম তনয় 'ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম"– (সূরাহ্ আল আহযা-ব ৩৩ : ৭)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫৪৭২)

٥٤٧٣ - [١٠] وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهٗ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تَحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى الَّذِىْ يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهٗ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: «إِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيْظَةٌ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهٗ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ»

৫৪৭৩-[১০] হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দাজ্জাল নিজের সাথে পানি ও আগুন নিয়ে বের হবে। মানুষ দৃশ্যত যা পানি ধারণা করবে, মূলত তা হবে জ্বলন্ত আগুন। আর মানুষ যা আগুন ধারণা করবে, বাস্তবে তা হবে ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি। অতএব তোমাদের যে কেউ সেই দাজ্জালের যুগ পাবে, সে যেন যা আগুন দেখতে পায় তাতে প্রবেশ করে। কেননা তা হবে সুস্বাদু মিষ্ট পানি। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১৭]

সহীহ মুসলিমে এতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল হবে মুদিত চক্ষুবিশিষ্ট। তার চক্ষুর উপর নখ পরিমাণ মোটা চামড়া থাকবে, চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে লেখা থাকবে 'কাফির'। প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মু'মিন তা পড়তে পারবে।

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهٗ مَاءً وَنَارًا) "দাজ্জাল বের হবে এবং তার সাথে থাকবে পানি এবং আগুন।" مَاءً পানি বলতে বুঝানো হয়েছে পানি থেকে উৎপন্ন নি'আমাত সামগ্রী।

পূর্বের হাদীসে বাহ্যিকভাবে যাকে জান্নাত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা তার অনুসরণ করবে তারা তাই চাবে। আর نَارًا আগুন বলতে বুঝানো হয়েছে, যা মূলত শাস্তি ও কষ্টের কারণ হবে এবং এর দ্বারা সে তার অবাধ্যদেরকে ভয় দেখাবে।

(فَأَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تَحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ) অর্থাৎ মানুষ যাকে পানি হিসেবে দেখবে তা হবে দগ্ধকারী আগুন আর যাকে আগুন হিসেবে দেখবে মূলত সেটাই হবে সুপেয়

[৩১৭] সহীহ : বুখারী ৭১৩০, মুসলিম ১০৭-(২৯৩৪/২৯৩৫)।

Scanned by CamScanner

পানি। এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের আগুনকে সুপেয় ঠাণ্ডা পানিতে রূপান্তরিত করবেন তাদের জন্য যারা তাকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা প্রকাশ করবে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের জন্য নমরূদের আগুনকে শীতল ও আরামদায়ক করে দিয়েছিলেন। আর দাজ্জালের সত্যতার প্রমাণের জন্য যা দিয়েছেন তা দগ্ধকারী আগুনে পরিণত করবেন। মূলকথা হলো, সে ফিতনাহ্ প্রসার করার জন্য যা কিছুই প্রকাশ করবে তা বাস্তব নয় বরং তা ধারণা ও ধাঁধাঁ, যেমনটি যাদুকররা করে থাকে। আর আল্লাহ সেগুলোকে বাস্তব আগুন ও পানিতে পরিণত করতে সক্ষম। যেহেতু তিনি সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী।

অতএব তোমাদের মধ্যে যারা দাজ্জাল ও তার কার্যাবলী দেখবে তারা যেন তার আগুনকেই গ্রহণ করে এবং তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করে। তার আগুনকে কোন পরোয়া না করে, কেননা তার আগুন মূলত সুপেয় পানি হবে অথবা আল্লাহ তা পানিতে রূপান্তরিত করে দিবেন।

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় আছে, «الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ» অর্থাৎ দাজ্জারের একচক্ষু কপালের ন্যায় সমান থাকবে, তাতে চোখের কোন চিহ্ন থাকবে না। তার উপর মোটা মাংসখণ্ড বা চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকবে। আর তার দুই চোখের মাঝে كَافِرٌ লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তি পড়তে পারবে। সে শিক্ষিত হোক বা না হোক। সহীহ মুসলিমে মু'মিন এর পরিবর্তে মুসলিম কথা উল্লেখ আছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫৪৭৩, ফাতহুল বারী ১৩/৭১৩০)

٥٤٧٤ -[١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرٰى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّتُهُ وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৭৪-[১১] উক্ত রাবী (হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের বাম চোখ কানা, মাথার কেশ অত্যধিক। তার সঙ্গে থাকবে তার জান্নাত ও জাহান্নাম। বাস্তবে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম। (মুসলিম)[৩১৮]

ব্যাখ্যা : (الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرٰى) দাজ্জালের বাম চক্ষু ত্রুটিযুক্ত। অন্য বর্ণনায় আছে, «أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى» তার ডান চক্ষু ত্রুটিপূর্ণ। আবার বলা হয়েছে, «مَمْسُوحُ إِحْدٰى عَيْنَيْهِ» তার দু'টি চোখের একটি কপালের ন্যায় সমান থাকবে। এ সমস্ত বর্ণনার সমন্বয়ে বলা যায়, মূলত তার একচোখ নেই আর অপর চোখ ত্রুটিপূর্ণ। তাই বলা যায়, তার উভয় চোখই ত্রুটিপূর্ণ। অথবা বলা যায়, তার চোখের ত্রুটি বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাবে। কোন কোন লোক দেখবে তার বাম চক্ষু ত্রুটিপূর্ণ, আবার কোন লোক দেখবে তার ডান চক্ষু ত্রুটিপূর্ণ যা দ্বারা প্রমাণিত হবে সে ত্রুটিপূর্ণ এবং তার দাবীতে একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি। ভাষ্যকার বলেন, এখানে সম্ভাবনা রয়েছে বর্ণনাকারী হয়তো ভুলে গেছেন। যার কারণে বর্ণনার ভিন্নতা হয়েছে। (جُفَالُ الشَّعَرِ) তার মাথায় ঘন চুল থাকবে। আর তার কাছে জান্নাত ও জাহান্নামের আগুন থাকবে। তার আগুন হবে মূলত জান্নাত আর জান্নাত হবে আগুন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫৪৭৪, শারহুন্ নাবাবী ১৮/২৯৩৪)

٥٤٧٥ -[١٢] وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيفَتِي عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

---

[৩১৮] সহীহ : মুসলিম ১০৪-(২৯৩৪), ইবনু মাজাহ ৪০৭১, সহীহুল জামি' ৩৪০০, মুসনাদে আহমাদ ২৩২৯৮।

Scanned by CamScanner

إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ «فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهٖ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهٖ كَأَيَّامِكُمْ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ. قَالَ: «لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». قُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: "كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهٖ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِيْ كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانٍ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيحِ نَفَسِهٖ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسٰى قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلٰى عِيسٰى: أَنِّيْ قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِيْ لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلٰى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُ: لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهٖ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُوْنَ حَتّٰى يَنْتَهُوا إِلٰى جَبَلِ الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ وَأَصْحَابُهُ حَتّٰى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسٰى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسٰى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسٰى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ.

Scanned by CamScanner

وَفِيْ رِوَايَةٍ تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهْبَلِ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتّٰى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِيْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّيْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتّٰى إِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. إِلَّا الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُهٗ: "تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهْبَلِ إِلٰى قَوْلِهٖ: سَبْعَ سِنِيْنَ". رَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ

৫৪৭৫-[১২] নাওওয়াস ইবনু সাম্‘আন (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) দাজ্জালের আলোচনাকালে বললেন, যদি তার আগমন ঘটে আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকি, তখন তোমাদের মধ্যে আমিই তার সাথে দলীল-প্রমাণে বিজয়ী হব। আর আমি যদি বিদ্যমান না থাকি এবং তার আগমন ঘটে, তখন তোমাদের প্রত্যেক লোকই সরাসরি দলীল-প্রমাণে তার মোকাবিলা করবে। তখন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলাই হবেন সাহায্যকারী। সে হবে, একজন জোয়ান, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ফোলা চক্ষুবিশিষ্ট। আমি তাকে (ইয়াহূদী) ‘আবদুল ‘উযযা ইবনু ক্বত্বান-এর সাথে তুলনা করতে পারি। অতএব কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর শুরুর আয়াতগুলো পাঠ করে।

অপর এক বর্ণনা আছে যে, সে যেন তার সামনে সূরাহ্ কাহ্ফ-এর প্রথমাংশ হতে পাঠ করে। কেননা এ আয়াতগুলো তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনাহ্ হতে নিরাপদে রাখবে। সে সিরিয়া ও ‘ইরাক্বের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে বের হবে এবং চলার পথে ডানে ও বামে (’র অঞ্চলসমূহ) ক্ষতিকর ফাসাদ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা (ঈমান ও ‘আক্বীদায়) দীনের উপর দৃঢ় থাকবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সে কতদিন জমিনে অবস্থান করবে? তিনি (ﷺ) বললেন, চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান এবং একদিন হবে এক মাসের সমান আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের স্বাভাবিক দিনগুলোর মতো। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আচ্ছা বলুন তো, সেই একদিন, যা এক বছরের সমান হবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! জমিনে তার চলার গতি কি পরিমাণ দ্রুত হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, সে মেঘের মতো যার পিছনে প্রবল বাতাস রয়েছে। অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে (তার অনুসরণে) আহ্বান করবে। অতএব লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ করবে, ফলে জমিন (ঘাস-ফসলাদি) উৎপাদন করবে। লোকেদের গবাদিপশু সন্ধ্যায় যখন ফিরবে, তখন উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট এবং দুধে ওলান ভর্তি (অবস্থায়) কোমর টেনে ফিরবে। অতঃপর সে (দাজ্জাল) অপরদিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তার দাবি অস্বীকার করবে। তখন সে তাদের নিকট থেকে ফিরে আসবে। অতএব সে ক্বওমের লোকেরা মহাদুর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। ফলে তাদের হাতে ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না। অতঃপর সে (দাজ্জাল) একটি

Scanned by CamScanner

অনাবাদ পতিত জায়গা অতিক্রম করবে এবং তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার ভিতরে যে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ রয়েছে তা বের করে দাও। অতঃপর উক্ত ধন-সম্পদ এমনিভাবে তাদের পেছনে ছুটতে থাকবে, যেমনিভাবে মৌমাছির দল তাদের সরদার মৌমাছির পিছনে ছুটে চলে।

অতঃপর দাজ্জাল যৌবনে পূর্ণাঙ্গ এক যুবককে তার প্রতি আহ্বান করবে, (কিন্তু তার প্রতি অস্বীকারের দরুন) দাজ্জাল তাকে তরবারির আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলবে এবং উভয় খণ্ডকে এত দূরে দূরে নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব পরিমাণ তাদের মধ্যে ব্যবধান হবে। অতঃপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের কাছে ডাকবে, ফলে ঐ যুবক জীবিত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বোল হয়ে উঠবে। যখন সে এ সকল কাণ্ডে লিপ্ত, ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম-কে (আকাশ হতে) পাঠাবেন এবং তিনি দামিশ্‌কের পূর্ব প্রান্তের শ্বেত মিনারা হতে হলুদ রঙের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন মালাকের (ফেরেশতার) পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘর্ম ঝরবে, আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা স্বচ্ছ মুক্তার মতো ঝরতে থাকবে। যে কোন কাফির তার শ্বাস-বায়ু তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌছে যাবে। এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তিনি তাকে (বায়তুল মাক্বদিসের) 'লুদ্দ' নামক দরজার কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায় 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে আসবে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ফিতনাহ্ হতে নিরাপদে রেখেছিলেন। তখন তিনি তাদের মুখমণ্ডল থেকে নিরাপদে রেখেছিলেন। তখন তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত ফিরাবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্য কি পরিমাণ সুউচ্চ মর্যাদা রয়েছে সে সুসংবাদও প্রদান করবেন। এদিকে তিনি এ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর নিকট এ সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছু সংখ্যক বান্দা সৃষ্টি করে রেখেছি, যাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই। অতএব তুমি আমার বান্দাদেরকে 'তূর' পর্বতে নিয়ে সংরক্ষণ (একত্রিত) কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে নিচে জমিনে নেমে দ্রুত বিচরণ করতে থাকবে এবং তাদের প্রথম দল 'ত্ববারিয়্যাহ্' নদী (সিরিয়ার একটি নদী) অতিক্রম করবে এবং তারা এটার সবটুকু পানি পান করে ফেলবে। ফলে তাদের সর্বশেষ দল সে স্থান অতিক্রম করার সময় বলবে, হয়তো কোন সময় এখানে পানি ছিল। অতঃপর তার সামনে অগ্রসর হয়ে 'খমার' নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌছবে। এটা বায়তুল মাক্বদিসের নিকটে অবস্থিত পাহাড়। এখানে পৌছে তারা বলবে, জামিনে যারা বসবাস করত, ইতোমধ্যে আমরা নিশ্চিত সকলকে হত্যা করে ফেলি! এই বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে।

আর আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরগুলোকে রক্তমাখা অবস্থায় তাদের দিকে ফিরিয়ে দেবেন। এ সময় আল্লাহর নাবী ('ঈসা আলায়হিস সালাম) ও তাঁর সঙ্গীগণকে তূর পর্বতে মারাত্মক দুরাবস্থায় অবরোধ করা হবে। অর্থাৎ তাঁরা ভীষণ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হবেন। এমনকি তাঁদের কারো জন্য একটি গরুর মাথা এ যুগের একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) অপেক্ষা বেশি মূল্যবান হবে। এই চরম অবস্থায় আল্লাহ নাবী 'ঈসা আলায়হিস সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর দিকে রুজূ' হবেন (এবং ইয়া'জূজ ও মা'জূজ-এর ধ্বংসের জন্য দু'আ করবেন) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ের উপর বিষাক্ত কীটের 'আযাব অবতীর্ণ করবেন। (এটা উট, বকরির নাকের মধ্যে জন্মে) ফলে তারা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহর নাবী 'ঈসা আলায়হিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ পর্বত থেকে নিচে জমিনে অবতরণ করবেন। কিন্তু ইয়া'জূজ ও মা'জূজ-এর মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ হতে মুক্ত, এমন একবিঘত জমিনও খালি পাবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করবেন।

Scanned by CamScanner

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বখতী উটের ঘাড়ের মতো লম্বা লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট পাখির ঝাঁক পাঠাবেন। পাখির দল তাদের মরদেহসমূহকে তুলে নেবে এবং যেখানে আল্লাহ ইচ্ছা সেখানে নিয়ে নিক্ষেপ করবে।

অবশ্য অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তাদেরকে 'নহবল' নামক স্থানে নিয়ে ফেলে দিবে এবং মুসলিমগণ তাদের ধনুক, তীর এবং তীর রাখার কোষসমূহ সাত বছর পর্যন্ত লাকড়িস্বরূপ জ্বালাতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যার কারণে জনবসতির কোন একটি অংশ, চাই তা মাটির ঘর হোক কিংবা পশমের হোক বাদ থাকবে না, ধৌত করে পরিষ্কার করে দিবে। অবশেষে তা আয়নার মতো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারপর জমিনকে বলা হবে, তোমার ফল-ফলাদি বের করে দাও এবং তোমার কল্যাণ ও বারাকাত ফিরিয়ে আনো। ফলে সে সময় এক দল লোক একটি ডালিম পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে এবং তার খোসা দ্বারা লোকেরা ছায়া লাভ করবে। আর দুগ্ধের মধ্যে বারাকাত দান করা হবে। এমনকি একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি গাভীর দুধ এক সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি বকরির দুধ একটি পরিবারের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন আল্লাহ তা'আলা একটি স্নিগ্ধ বাতাস প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ করবে এবং উক্ত বায়ু প্রতিটি মু'মিন মুসলিমের আত্মা কবয করবে, অতঃপর কেবলমাত্র পাপী ও মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে, আর তারা গাধার মতো পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন তাদের ওপরেই ক্বিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে। (মুসলিম; তবে রিওয়ায়াতের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهْبَلِ হতে سَبْعَ سِنِيْنَ পর্যন্ত তিরমিযী বর্ণনা করেছেন)[৩১৯]

ব্যাখ্যা : (ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ) রসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জালের কথা আলোচনা করলেন অর্থাৎ তার আবির্ভাব তার সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং তার মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলার ব্যাপারে আলোচনা করলেন।

(إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ) যদি সে বের হয় আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকি তাহলে আমি দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করব।

(دُونَكُمْ) তোমাদের সম্মুখে থাকব এবং তোমাদের পক্ষ থেকে প্রতিহত করব। আমি তোমাদের নেতৃত্ব দিব ও তোমাদের সামনে থাকব। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নাবী ﷺ দাজ্জালের সাথে বিজিত হওয়ার জন্য তার উম্মাতের মধ্যে কোন ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

(وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ) আর যদি সে বের হয় এবং আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান না থাকি তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথে দলীল প্রমাণের সাহায্যে ঝগড়া ও বিতর্ক করে তাকে পরাজিত করবে। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ আর অনিষ্ট থেকে নিজেকে দলীল প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিহত করবে। এটা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি সে দলীল শুনে। অন্যথা এর অর্থ হবে প্রত্যেকেই নিজের ওপর থেকে তার অনিষ্টকে প্রতিহত করবে তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করে এবং তার দেয়া 'আযাবকে গ্রহণ করার মাধ্যমে।

(وَاللهُ خَلِيفَتِيْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ) অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের অভিভাবক এবং তার হিফাযাতকারী। তিনি তাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন ও তার অনিষ্টকে প্রতিহত করবেন। এটা একটি স্পষ্ট দলীল যে, আল্লাহর মু'মিন বান্দা সর্বদা বিজয় লাভ করবে যদিও তার সাথে কোন নাবী অথবা ইমাম না থাকে। এর মাধ্যমে শী'আদের ইমাম আগমনের ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে।

---

[৩১৯] সহীহ : মুসলিম ১১০-(২৯৩৭), তিরমিযী ২২৪০, আবূ দাউদ ৪৩২১, ইবনু মাজাহ ৪০৭৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৩৬৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০৭৮৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৮৮৪।

Scanned by CamScanner

(فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ) যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে পেয়ে যায় তাহলে সে যেন সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর শুরু থেকে কিছু অংশ পাঠ করে তাহলে তা তোমাদেরকে তার ফেতনা থেকে হিফাযাত করবে। আবূ দাউদ ও সহীহ্ মুসলিমে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে। তবে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর শেষ দশ আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, যে সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর শুরু থেকে তিনটি আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফিত্‌নাহ্ থেকে বেঁচে থাকবে। অতএব হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা যায় এভাবে :

১) যে দশটি আয়ত পাঠ করল, সে তিনটির 'আমালও করে ফেলল।

২) অথবা দশটি আয়াতের হাদীস মুখস্থের ক্ষেত্রে এবং তিনটির হাদীস পাঠ করার ক্ষেত্রে। অতএব যে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে এবং তিনটি পাঠ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনাহ্ থেকে বাঁচবে।

৩) অথবা যারা দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তারা দাজ্জালের সাক্ষাৎ হলে তার ফিতনাহ্ থেকে বাঁচবে আর যারা তিনটি আয়াত পাঠ করবে তারা তার ফিতনাহ্ থেকে বাঁচবে যদিও তার সাক্ষাৎ না হয়।

৪) অথবা মুখস্থ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, না দেখে পাঠ করা আর বাঁচার অর্থ হলো দাজ্জালের ফিতনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া।

(قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟) আমরা বললাম : হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তিনি পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি (ﷺ) বললেন, ৪০ দিন যা ১ দিন হবে ১ বছরের মতো দীর্ঘ অথবা চিন্তা-ভাবনার ব্যাপকতার জন্য ১ দিন ১ বছর মনে হবে এবং ১ দিন মাসের মতো এবং ১ দিন জুমু'আর মতো এবং অন্যান্য দিনগুলো তোমাদের দিনের মতোই হবে। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর মর্ম হচ্ছে প্রথম দিনটি মু'মিনদের চিন্তার ব্যাপকতা ও কঠিন বিপদাপদের জন্য এক বছর মনে হবে। দ্বিতীয় দিনটি তার চক্রান্ত ও সমস্যাগুলো আগের তুলনায় সহজ হওয়ায় মাসের মতো মনে হবে এবং তৃতীয় দিনটি জুমু'আর দিনের মতো দীর্ঘ মনে হওয়ার কারণ হলো সত্য দিন দিন প্রকাশিত হবে এবং মিথ্যার প্রভাব কমতে থাকবে।

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যে দিনটি বছরের মতো দীর্ঘ হবে তাতে কি শুধু একদিনের সলাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, না, বরং তোমরা এর নির্ধারণ করে নাও। 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) কতিপয় ভাষ্যকার থেকে এর মর্ম বর্ণনা করে বলেন, যে দিনটি বছরের সমান দীর্ঘ হবে সে দিনটিকে প্রতিদিনের সময় অনুযায়ী ভাগ করে সলাত আদায় করবে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসের মর্ম হচ্ছে প্রতিদিন সূর্য উদয়ের পর যুহর পর্যন্ত যতটুকু সময় হয় সেই পরিমাণ সময় অতিক্রম করলে যুহরের সলাত আদায় করবে। এরপর যতটুকু সময় অতিক্রম করলে আসরের সময় হয় ততটুকু সময় পরে 'আস্‌রের সলাত আদায় করবে। এরপর মাগরিব 'ইশা ফাজ্‌র এভাবে ঐ দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ভাগ করে সলাত আদায় করবে। তাহলেই ১ বছর সমপরিমাণ দীর্ঘ দিনের সকল ফারয সলাতসমূহ যথাসময়ে আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় যে দিনটি মাসের মত হবে এবং তৃতীয় যে দিনটি জুমু'আর মতো হবে তা প্রথম দিনটির মতো সময়ানুযায়ী সলাত আদায় করবে।

(فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ) অতঃপর 'ঈসা আলাইহিস সালাম দামিশ্‌ক্বের পূর্বদিকে সাদা মিনার থেকে নেমে আসবেন। 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী ইবনু মাজার বর্ণনার টীকায় বলেন, 'আল্লামাহ্ ইবনু কাসীর ভিন্ন সূত্রে বলেন যে, তিনি 'ঈসা আলাইহিস সালাম বায়তুল মাক্বদিস মাসজিদে অবতরণ করবেন। উভয় বর্ণনায় সমন্বয় হচ্ছে, বায়তুল মাক্বদিস দামিশ্‌ক্ব শহরের অন্তর্গত, অতএব এটাই সঠিক মত। অতঃপর 'ঈসা আলাইহিস সালাম বাবে লুদ্দ নামক স্থানে দাজ্জালকে ধরে হত্যা করে ফেলবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হা. ৪৩১৩)

Scanned by CamScanner

٥٤٧٦ - [١٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ. فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هٰذَا الَّذِي خَرَجَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ. فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ. فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ". قَالَ: "فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ". قَالَ: "فَيَأْمُرُ الدَّجَّال بِهِ فَيُشَبَّحُ. فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا". قَالَ: "فَيَقُول: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي؟" قَالَ: "فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ". قَالَ: «فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِيشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتّٰى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ». قَالَ: "ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً". قَالَ: "ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ". قَالَ: «فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قَالَ: «فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هٰذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৭৬-[১৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন সময় দাজ্জালের আগমন ঘটবে এবং একজন মর্দে মুসলিম তার সামনে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হবে। তখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক অর্থাৎ দাজ্জালের বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে। তারা প্রশ্ন করবে, তুমি কোথায় যেতে ইচ্ছা করছ? সে বলবে, ঐ ব্যক্তির নিকট যেতে চাই যে বের হয়েছে। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন তারা লোকটিকে বলবে, তুমি কি আমাদের রবের (দাজ্জালের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করনি? সে বলবে, আমাদের প্রকৃত রব্ তো অজানা নন। তখন তারা বলবে, এ লোকটিকে হত্যা করে ফেল। তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের রব্ (দাজ্জালের) কি এই বলে নিষেধ করেনি যে, তার সামনে উপস্থিত না করা ছাড়া যেন কাউকে তোমরা হত্যা না কর? তখন তারা লোকটিকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে আসবে। যখন সে মর্দে মু'মিন দাজ্জালকে দেখবে, তখনই সে লোকেদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, হে লোকসকল! এই তো সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। তিনি (ﷺ) বলেন, এ কথা শুনে দাজ্জাল ঐ লোকটিকে মারাত্মক সাজা দেয়ার নির্দেশ করে বলবে, এটাকে শক্ত করে ধর এবং তার মাথায় জোরে আঘাত কর। তখন লোকটিকে এমনভাবে প্রহার করা হবে যে, তার পিঠ ও পেট চেপটা হয়ে যাবে। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন দাজ্জাল বলবে, তুমি কি এখনো আমার প্রতি ঈমান আনবে না? উত্তরে লোকটি বলবে, 'তুমিই তো মিথ্যুক মাসীহ!' এবার দাজ্জাল লোটিকে করাত দ্বারা কর্তনের নির্দেশ দিবে। তখন সে মর্দে মু'মিনের মাথা হতে কর্তিত হবে, এমনকি তার পদদ্বয় পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করা হবে। অতঃপর দাজ্জাল সে খণ্ডিত দুই টুকরার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবে তারপর সে উক্ত খণ্ডকে লক্ষ্য করে বলবে, 'তুমি দাঁড়িয়ে যাও'। এবার লোকটি জীবিত হয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে বলবে, এখন কি তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে? উত্তরে

Scanned by CamScanner

সেই মর্দে মু'মিন বলবে, এখন তো আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর সে মর্দে মু'মিন লোকেদেরকে আহ্বান করে বলবে, হে লোক সকল! তোমরা জেনে রাখ! এ দাজ্জাল এ যাবৎ আমার সাথে যা কিছু করেছে, আমার পরে আর কোন মানুষের সাথে তা করতে সক্ষম হবে না। তিনি (ﷺ) বলেন, এবার দাজ্জাল তাকে আবার যাবাহ করতে উদ্যত হবে। কিন্তু লোকটির গর্দান ও বুকের মধ্যবর্তী স্থান তামায় পরিণত করে দেয়া হবে, ফলে সে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। তিনি (ﷺ)বলেন, এবার দাজ্জাল তার হাত পা বেঁধে ফেলবে এবং তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। উপস্থিত লোকেরা ধারণা করবে, দাজ্জাল তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাকে জান্নাতের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ মর্দে মু'মিনই হবে রব্বুল 'আলামীনের কাছে সবচেয়ে বড় শাহীদ ব্যক্তি। (মুসলিম)[৩২০]

ব্যাখ্যা : (فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ) অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ করবে একদল অস্ত্রধারী যুবক যারা সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত। তারা হবে দাজ্জালের সৈনিক।

(مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ) অর্থাৎ সে তোমাদের ও আমাদের কারো সত্যিকার রব্ নয়। অথবা হে মু'মিন সম্প্রদায়! সে তোমাদের রব্ নয়। এখানে অব্যয়টি না-বোধক অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আমাদের নিকট আমাদের রবের কোন এমন গুণাবলি গোপন নেই, যেন আমরা তাকে বাদ দিয়ে তার নিকট যাব ও তার ওপর নির্ভর করব। সে রব্ না হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সে মাখলূক্ব। আর কোন মাখলূক্বের মধ্যে রুবূবিয়্যাহ্ অথবা উলূহিয়্যার গুণ থাকতে পারে না। তাছাড়া সে হচ্ছে ত্রুটিযুক্ত এক চোখ অন্ধ আর আমাদের রবের কোন ত্রুটি নেই।

(فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ) অতঃপর দাজ্জাল তার উভয় হাত এবং পা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিবে তখন মানুষেরা ধারণা করবে তাকে জাহান্নামে ফেলে দিয়েছে। মূলত তাকে জান্নাতে ফেলা হবে। ভাষ্যকার বলেন, হয়তো তাকে দুনিয়ার কোন উদ্যানে ফেলা হবে। অথবা তাকে দাজ্জালের নিকট সংরক্ষিত জাহান্নামেই ফেলা হবে কিন্তু আল্লাহ সেটাকে জান্নাতে রূপান্তর করে দিবেন। যেমনভাবে অতীতে ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম-এর জন্য আগুনকে শীতল ও নিরাপদ শান্তিদায়ক করে দিয়েছিলেন। যেটাই ধরা হোক না কেন, উল্লেখিত প্রথমবার ছাড়া তার হাতে আর মৃত্যু সংঘটিত হবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ হা. ৫৪৭৬, শারহুন্ নাবাবী ১৮/২৯৩৮)

٥٤٧٧ -[١٤] وَعَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتّٰى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ» قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيلٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৭৭-[১৪] উম্মু শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা দাজ্জালের (ফিতনাহ্) থেকে পলায়ন করবে, এমনকি পাহাড়-পর্বতসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেবে। উম্মু শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! তখন 'আরব (মুজাহিদীনগণ) কোথায় থাকবেন? তিনি (ﷺ) বললেন, সংখ্যায় তারা খুবই কম হবে। (মুসলিম)[৩২১]

---

[৩২০] সহীহ : মুসলিম ১১৩-(২৯৩৮), আবূ ইয়া'লা ১৪১০, সহীহুল জামি' ৮০৪৮।

[৩২১] সহীহ : মুসলিম ১২৫-(২৯৪৫), তিরমিযী ৩৯৩০, সহীহুল জামি' ৫৪৬১, মুসনাদে আহমাদ ২৭৬৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৯৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ২০৭৫৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ) মানুষেরা তথা মু'মিনগণ দাজ্জালের ভয়ে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। বর্ণনাকারী উম্মু শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তখন আল্লাহর পথে জিহাদকারী 'আরবগণ কোথায় থাকবে? নাবী ﷺ উত্তরে বললেন, তখন 'আরবগণ সংখ্যায় খুব কম থাকবে তারা তার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ হা. ৫৪৭৭, শারহুন্ নাবাবী হা. ২৯৪৫)

٥٤٧٨ ـ [١٥] وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ إِصْفَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৭৮-[১৫] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ইস্ফাহানের সত্তর হাজার ইয়াহূদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের মাথা থাকবে চাদরে ঢাকা। (মুসলিম)[৩২২]

ব্যাখ্যা : (يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ إِصْفَهَانَ) ইস্ফাহান নগরীর ৭০ হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ করবে যাদের পোশাক হবে তায়লাস নামক বিশেষ কাপড়ের। অন্য বর্ণনাতে তাদের সংখ্যা হবে নব্বই হাজার। কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনাই সঠিক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৮শ খণ্ড, হা. ২৯৪৫)

٥٤٧٩ ـ [١٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৭৯-[১৬] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'দাজ্জাল' অবশ্যই আগমন করবে। কিন্তু তার প্রতি মাদীনায় গিরিপথে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। অবশ্য সে মাদীনার পার্শ্ববর্তী একটি লবণাক্ত বালুকাময় এলাকায় অবতরণ করবে। তখন তার কাছে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। অথবা (বলেছেন) পুণ্যবান লোকেদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলবেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই সেই দাজ্জাল যার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন।' তখন দাজ্জাল (উপস্থিত লোকেদেরকে) বলবে, দেখ! যদি আমি এ লোকটিকে হত্যা করে আবার তাকে জীবিত করি, তবে কি তোমরা আমার ব্যাপারে (আল্লাহ হওয়া সম্পর্কে) সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, না। তখন সে তাকে হত্যা করবে, অতঃপর তাকে আবার জীবিত করবে। তখন সেই লোকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সম্পর্কে এখন পূর্বের চেয়েও বেশি সন্দেহমুক্ত। আবার দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে, কিন্তু তাকে লোকটির উপর সেই ক্ষমতা দেয়া হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৩]

---

[৩২২] সহীহ : মুসলিম ১২৪-(২৯৪৪), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৮০, সহীহুল জামি' ৮০১৬।

[৩২৩] সহীহ : বুখারী ১৮৮২, মুসলিম ১১২-(২৯৩৮), সহীহুল জামি' ৭৯৯২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮২৪, মুসনাদে আহমাদ ১১৩৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪২৭৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ) দাজ্জাল মাদীনার দিকে আগমন করবে। কিন্তু তার জন্য মাদীনায় প্রবেশ করা হারাম করা হয়েছে। ফলে সে মাদীনার নিকটবর্তী সিরিয়া পথে মরুভূমিতে অবতরণ করবে যেখানে লবণাক্ততার কারণে কোন ধরনের ঘাস জন্মাবে না। অতঃপর তার দিকে একজন মহান ব্যক্তি এগিয়ে যাবে। সম্ভবত তিনি খিযির আলায়হিস সালাম। তাকে দেখামাত্রই বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তুমি দাজ্জাল। যে ব্যাপারে নাবী ﷺ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল তার পাশের লোকজনকে লক্ষ্য করে বলবে, যদি আমি মেরে পুনরায় জীবিত করি তাহলে কি তোমরা আমার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করবে তথা আমি যে ইলাহ সে ব্যাপারে। তারা বলবে, না, আমরা সন্দেহ করব না। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দাজ্জালের কথা যদি আমি তাকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করি তাহলে তোমরা কি আমার ব্যাপারে সন্দেহ করবে? তারা উত্তর দিবে, না। এখানেই সমস্যা রয়েছে। কেননা দাজ্জাল যা প্রকাশ করবে তাতে তার প্রভুত্বের প্রমাণ করবে না। যেহেতু তার সৃষ্টিগত ত্রুটি রয়েছে। সে হবে এক চোখ বিশিষ্ট কানা। আর আমাদের প্রভু ত্রুটিমুক্ত। এটাই প্রমাণ করে যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যুক হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হলো তার কপালে 'কাফির' লিখা থাকবে। তাহলে এর উত্তর কয়েকভাবে দেয়া যেতে পারে :

১) সম্ভবত তারা তার ভয়েই স্বীকারোক্ত করবে তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে নয়। ২) এটাও সম্ভাবনা রাখে যে, তারা মূলত সত্যই বলেছিল, আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদিতায় কোন সন্দেহ করি না, কেননা যদি কেউ তার মিথ্যাবাদী ও কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফির হয়ে যাবে। অতএব তারা তার ভয়ে বিষয়টি একটি পেঁচিয়ে বলেছিল, আমরা তোমার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ করি না। ৩) এটাও সম্ভাবনা রাখে যে, যারা বলেছিল, আমরা তোমরা ব্যাপারে সন্দেহ করি না তারা ছিল ইয়াহূদী ও অন্যান্য হতভাগা কাফির।

(فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ) অতঃপর ঐ মুসলিম ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর কসম, আজ তুমি মিথ্যাবাদী হওয়ার ধারণা আমার মধ্যে আরো বেড়ে গেল। এরপর তিনি লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলবে, হে লোক সকল! এ লোকই হচ্ছে মাসীহুদ্ দাজ্জাল তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে না। যে তার আনুগত্য করবে সে জাহান্নামী হবে আর যে তাকে অমান্য করবে সে জান্নাতে যাবে।

ইবনুত্ তীন দাউদী থেকে বর্ণনা করে বলেন, এ কথা বলার সাথে সাথে দাজ্জাল মাটিতে মিশে যাবে যেমন লবণ পানিতে মিশে যায়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হা. ৭১৩২; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২৪২)

٥٤٨٠ -[١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৮০-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : মাসীহে দাজ্জাল পূর্বদিক থেকে আগমন করে মাদীনাহ্ মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতে চাইবে। এমনকি সে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌছে যাবে। অতঃপর মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার চেহারা (গতি) সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দেবেন এবং সেখানেই সে ('ঈসা আলায়হিস সালাম-এর হাতে) ধ্বংস হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৪]

---

[৩২৪] সহীহ : বুখারীতে নেই, মুসলিম ৪৮৬-(১৩৮০), মুসনাদে আহমাদ ৯১৫৫, আবূ ইয়া'লা ৬৪৫৯, সহীহুল জামি' ৭৯৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৭৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৭০, তিরমিযী ২২৪৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ) তথা দাজ্জাল পূর্বদিকে তথা সিরিয়ার দিক থেকে মাদীনাহ্ অভিমুখে আসতে থাকবে। যখন উহুদ পাহাড়ের পিছন দিকে অবস্থান নিবে তখন মালাক (ফেরেশতা) তার মুখকে সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবে। সামনের দিকে আর অগ্রসর হতে পারবে না। এটাই প্রমাণ করে যে, সে রব্ হওয়ার অক্ষম। কেননা সে অপারগ হয়ে পিছনের দিকে ফিরে যাবে। মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। মাক্কায় তো পারবেই না। আর সে সিরিয়াতে 'ঈসা আলাইহিস সালাম-এর হাতে নিহত হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২৪৩)

٥٤٨١ -[١٨] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৪৮১-[১৮] আবূ বাকরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দাজ্জালের কোন ধরনের ভয়ভীতি মাদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। (সে সময়) মাদীনার সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে এবং প্রত্যেক দ্বারে দু' দু'জন মালাক (ফেরেশতা) (পাহাড়া দেয়ার জন্য) নিয়োজিত থাকবেন। (বুখারী)[৩২৫]

ব্যাখ্যা : (لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ) মাদীনায় দাজ্জালের ভীতি প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা মাদীনার চতুর্দিকে সাতটি দুর্গ থাকবে। প্রতিটি ফটকের দুর্গের দরজায় দু'জন করে মালাক থাকবে এবং সেখান দিয়ে দাজ্জালের প্রবেশকে প্রতিহত করবে। আবূ নু'আয়ম ফিতান অধ্যায়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, দাজ্জাল মাদীনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বিশাল এক সৃষ্টিকে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তিনি বলবেন, আমি জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন তার রসূলের মাদীনার সম্মানকে রক্ষা করার জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٨٢ -[١٩] وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ فَأَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ قَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ

---

[৩২৫] সহীহ : বুখারী ১৮৭৯, মুসনাদে আহমাদ ২০৪৫৯, সহীহুল জামি' ৭৬৭৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৪২৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৩১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬২৭।

Scanned by CamScanner

إِنْسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَلَعِبَ بِنَا الْبَحْرُ شَهْرًا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ اعْمِدُوا إِلَى هٰذَا فِي الدَّيْرِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ هَلْ تُثْمِرُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا تُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قُلْنَا هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ. قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قُلْنَا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ. قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي: إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ وَإِنِّي يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ هُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا. "قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ: «هٰذِهِ طَيْبَةُ هٰذِهِ طَيْبَةُ هٰذِهِ طَيْبَةُ» يَعْنِي الْمَدِينَةَ «أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ. أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ" وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৮২-[১৯] ফাত্বিমাহ্ বিনতু ক্বায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সলাতের জন্য ঘোষণা দিতে শুনতে পেলাম। সলাত শেষ করে তিনি (ﷺ) মিম্বারে উপবিষ্ট হলেন এবং মুচকি হেসে বললেন, প্রত্যেক লোক নিজ নিজ সলাতের স্থানে বসে থাক। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি? সহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য বা কোন ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত করিনি; তোমাদেরকে একত্রিত করেছি বরং তামীম আদ্ দারী-এর বর্ণিত একটি ঘটনা শুনানোর জন্যই। তামীম আদ্ দারী ছিলেন একজন খ্রিস্টান, তিনি (আমার নিকট) এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে এমন একটি ঘটনা শুনিয়েছেন, এটা ঐ কথারই সাথে মিল রাখে যা আমি তোমাদেরকে মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছিলাম। তিনি বলেছেন, একবার তিনি 'লাখ্‌ম ও জুযাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিলেন। সাগরের ঢেউ তাদেরকে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এদিক- সেদিক ঘুরাতে ঘুরাতে পরিশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তারা এমন একটি জানোয়ার দেখতে পেলেন যার সমস্ত দেহ বড় বড় পশমে ঢাকা। অধিক পশমের কারণে তার

Scanned by CamScanner

অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই নির্ণয় করা যায়নি। তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোর অকল্যাণ হোক! তুই কে? সে বলল, আমি 'জাস্সাসাহ্' (অর্থাৎ গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারিণী)। তোমাদের তথ্যাদি শুনার ও জানার প্রত্যাশী। তামীম আদ্ দারী বলেন, উক্ত জন্তুর কাছে লোকটির কথা শুনে তার প্রতি আমাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার হলো যে, তা জিন্ হতে পারে। তখন আমরা দ্রুত সেখানে গেলাম এবং গির্জায় প্রবেশ করে সেখানে এমন একটি প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম যা ইতোপূর্বে আমরা আর কখনো দেখতে পাইনি। সে ছিল খুব মজবুত করে বাঁধা অবস্থায়, তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাঁটুদ্বয় নিচের উভয় গিঁটের সাথে লৌহশিকল দিয়ে একত্রে বাঁধা ছিল। আমরা তাকে বললাম, তোর অকল্যাণ হোক! তুই কে? সে বলল, নিশ্চয় তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, তবে তোমরা আগে আমাকে বল দেখি তোমরা কে? তারা বললেন, আমরা 'আরবের লোক। আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম দীর্ঘ একমাস সাগরের তরঙ্গ আমাদেরকে এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌছিয়েছে। অতঃপর আমরা এ দ্বীপে প্রবেশ করার পর সারা দেহ ঘন লোমে আবৃত এমন একটি জন্তুর সাথে আমাদের দেখা হলো। সে বলল, আমি 'জাস্সাসাহ্'। সে আমাদেরকে এ গির্জায় আসতে বলায় আমরা দ্রুত তোমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি। সে বলল, আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি! 'বায়সান' এলাকার খেজুর বাগানে ফল আসে কি? (বায়সান হিজাযের একটি জায়গার নাম) আমরা বললাম, হ্যাঁ, আসে। সে বলল, সেই বাগানের গাছে অদূর ভবিষ্যতে ফল ধরবে না। অতঃপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি! 'তৃবারিয়্যাহ্'-এর নদীতে কি পানি আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল, অচিরেই তার পানি শুকিয়ে যাবে। এবার সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বল দেখি! 'যোগার' ঝরনার পানি আছে কি? আর তথাকার অধিবাসীগণ কি উক্ত ঝরনার পানি দ্বারা তাদের ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করে। অতঃপর সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বল দেখি! উম্মিদের নাবীর সংবাদ কী? আমরা বললাম, তিনি মাক্কাহ্ থেকে হিজরত করে বর্তমান ইয়াসরিব (মাদীনায়) অবস্থান করছেন। সে প্রশ্ন করল, বল দেখি! 'আরবরা কি তার সাথে লড়াই করেছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে প্রশ্ন করল, তিনি (সে নাবী) তাদের সাথে কি আচরণ করেছেন? এর উত্তরে আমরা বললাম যে, তাঁর আশেপাশের 'আরবদের ওপরে তিনি জয়ী হয়েছেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে। এতদশ্রবণে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ! তাঁর আনুগত্য করাই তাদের পক্ষে কল্যাণজনক হয়েছে। আচ্ছা এখন আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করছি- আমি মাসীহে দাজ্জাল, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে।

আমি বের হয়ে জমিনে বিচরণ করব। মাক্কাহ্-মাদীনাহ্ ছাড়া এমন কোন জনপদ বাকি থাকবে না, চল্লিশ দিনের মধ্যে যেখানে আমি প্রবেশ করব না। সেই দু' স্থানে প্রবেশ করা আমার ওপরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার একটিতে প্রবেশ করতে চাইব, তখন নাঙ্গা তরবারি হাতে মালাক (ফেরেশতা) এসে আমাকে প্রবেশ করা হতে বাধা প্রদান করবে। মূলত তার প্রত্যেক প্রবেশ পথে মালাক পাহারারত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ ﷺ নিজ লাঠি দ্বারা মিম্বারে টোকা দিয়ে বললেন, এটা তাইবাহ্, এটা ত্বায়বাহ্, এটা ত্বায়বাহ্ (মাদীনাহ্)। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, বল দেখি! এর আগে আমি কি তোমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করিনি? লোকেরা বলল, জী হ্যাঁ। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, দাজ্জাল সিরিয়ার কোন এক দরিয়ায় অথবা ইয়ামানের কোন এক দরিয়ায় আছে। পরে বললেন, না, বরং সে পূর্বদিক হতে আগমন করবে। এ বলে তিনি (ﷺ) হাত দ্বারা পূর্বদিকে ইঙ্গিত করলেন। (মুসলিম)[৩২৬]

---

[৩২৬] **সহীহ :** মুসলিম ১১৯-(২৯৪২), আবূ দাউদ ৪৩২৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৪০৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ) তিনি (ﷺ) মিম্বার তথা কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত আসনের উপর বসলেন। তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, «صعد المنبر» তিনি (ﷺ) মিম্বারে চড়লেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপদেশ দাতার মিম্বারে বসে উপদেশ দেয়া জায়িয। কিন্তু জুমু'আর সলাতে অবশ্যই দাঁড়িয়ে খুত্বাহ্ দিতে হবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২৫৩)

(لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ) কেননা তামিম আদ্ দারী একজন খ্রিষ্টান লোক ছিলেন, সে এসে আমার কাছে মুসলিম হয়েছে এবং আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আর তা অনুকূল হয়েছে সেই হাদীসের যা আমি তোমাদেরকে মাসিহে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলাম। এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই হাদীসের বাস্তব নমুনা যা তিনি বলেছেন, «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» 'অনেক জ্ঞানবহনকারী জ্ঞান-শিক্ষা দাতার চেয়ে বেশি জানেন'। এখান থেকে জানা যায় যে, বড়রা ছোটদের থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন।' যেহেতু নাবী ﷺ বলেছেন, «كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» "প্রজ্ঞাময় কথা মু'মিনের হারানোর সম্পদ, সে যেখানেই তা পাবে অধিক হাক্বদার হবে'– (তিরমিযী হা. ২৬৮৭)। আর 'আলী رضي الله عنه বলেন, «اُنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ» 'কি বলেছে তা দেখ, কে বলেছে তার দিকে দেখো না।' (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَنَا الْجَسَّاسَةُ) আমি একজন গুপ্তচর। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাকে جَسَّاسَ বা গোয়েন্দা নামকরণ কারণ হলো সে দাজ্জাল সম্পর্কে সংবাদ অনুসন্ধান করত। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত হয়েছে সে ছিল পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত দাব্বাতুল আর্‌য।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২৫৩)

'আওনুল মা'বূদ গ্রন্থে جَسَّاسَ বা গোয়েন্দা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে একজন লম্বা চুলবিশিষ্ট মহিলা। তাহলে উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় হতে পারে এভাবে, হয়তো দাজ্জালের গোয়েন্দা ছিল দু'জন। একজন দাব্বাতুল আর্‌য আর অপরজন মহিলা। অথবা সম্ভবত গোয়েন্দাটি ছিল একজন শায়ত্বন। সে কখনো দাব্বার আকৃতি ধারণ করত আবার কখনো মহিলার আকৃতি ধারণ করত। আর শায়ত্বন তো বিভিন্ন রূপধারণ করার ক্ষমতা রাখেই। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হা. ৪৩১৭)

(قُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟) আমরা বললাম, তোমার ধ্বংস হোক তুমি কে? এখানে সহাবীগণ আশ্চর্য হয়ে مَنْ এর স্থলে مَا বলে ফেলেছেন। যেহেতু সে একজন ব্যক্তি ছিল তাই তার পরিচয় ও তার অবস্থা জানার জন্যই তারা তাকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছিল। 'আরবী ভাষায় কখনো مَا অব্যয়টি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে, ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ "শপথ আসমানের আর সেটা যিনি বানিয়েছেন তাঁর"– (সূরাহ্ আশ্ শামস্ ৯১ : ৫)। আর 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সম্ভবত তারা তাদের ধারণা বহির্ভূত আশ্চর্যজনক প্রাণীকে দেখে তার অবস্থা জানার জন্য مَنْ أَنْتَ এর স্থলে مَا أَنْتَ বলে ফেলেছে।

(فَأَخْبِرُونِيْ مَا أَنْتُمْ؟) তোমরা আমাকে বল, তোমরা কে? এখানে দাজ্জাল ও তাদের মতো করেই প্রতি উত্তর করল। কেননা সেও অনুমান করতে পারেনি এই স্থানে মানুষ কোথা থেকে এলো। তাই তাদের পরিচয় জানতে জিজ্ঞেস করল, (أَخْبِرُونِيْ مَا أَنْتُمْ؟) বল তোমরা কে? আর তোমাদেরকে আমি যেসব প্রশ্ন করব তার উত্তর দাও। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَلَا إِنَّهُ فِيْ بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ) "সাবধান! নিশ্চয় সে (দাজ্জাল) সিরিয়ার পার্শ্বের সাগরে অথবা ইয়ামানের সাগরের পার্শ্বে অবস্থান করছে।" তিনি (তামীম আদ্ দারী-এর কথা অনুযায়ী) স্পষ্ট করে তার অবস্থান বর্ণনা করেননি। এতে কোন কল্যাণ থাকতে পারে। যেহেতু 'আরবগণ সে সময় এই দুই সাগরেই

Scanned by CamScanner

গমন করত। মূলত সাগর একটাই যা 'আরব উপদ্বীপের পাশ দিয়ে দীর্ঘভাবে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর তিনি উক্ত মত দু'টিকে বাতিল করে সঠিক মতামত পেশ করে হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন যে, সে পূর্বদিক থেকে আবির্ভূত হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٨٣ -[٢٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: هٰذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ" قَالَ: "ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ فِي الدَّجَّالِ: «رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ» وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» فِيْ «بَابِ الْمَلَاحِمِ» وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فِي «بَابِ قِصَّةِ ابْنِ الصَّيَّادِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

৫৪৮৩-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আজ রাত্রে (স্বপ্নে) দেখেছি যে, আমি কা'বার কাছে উপস্থিত। সেখানে আমি গৌরবর্ণের এক লোককে দেখতে পেলাম। যিনি তোমার দেখা গৌরবর্ণের সর্বাপেক্ষা সুন্দর লোকেদের অন্যতম। তার দীর্ঘ চুল ছিল, যা তোমার দেখা সর্বাপেক্ষা সুন্দর বাবরি চুলের অন্যতম ছিল। যেগুলোকে সে আঁচড়িয়ে গুছ-গাছ করে রেখেছিল উক্ত চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধের উপর ভর করে কা'বাহ্ ঘরের ত্বওয়াফ করছিলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, এ লোকটি কে? উত্তরে (ফেরেশতাগণ) বললেন, ইনি মাসীহ ইবনু মারইয়াম। অতঃপর আমি আরেক লোককে দেখলাম, যার কেশ ছিল সম্পূর্ণ কোঁকড়ানো, জটবাঁধা। আর তার ডান চোখ ছিল কানা, দেখতে যেন চক্ষুটি ফোলা আঙ্গুরের মতো। লোকেদের মধ্যে (ইয়াহূদী) ইবনু ক্বতান-এর সাথে যার বাহুলাংশে সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে। সেও দুই লোকের কাঁধে ভর করে কা'বাহ্ ঘর ত্বওয়াফ করছে। আমি প্রশ্ন করলাম, এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বললেন, এটা মাসীহে দাজ্জাল। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৭]

অপর এক বর্ণনাতে তিনি দাজ্জালের বর্ণনায় বলেছেন, সে লাল বর্ণের, মোটা দেহ, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চক্ষু কানা, মানুষের মাঝে ইবনু ক্বতানই তার কাছাকাছি সাদৃশ্য। আর আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস لَا تَقُومُ السَّاعَةُ "মহাযুদ্ধ অধ্যায়"-এ বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ শীঘ্রই إِبْنِ صَيَّادٌ -এর ঘটনায় বর্ণনা করব- ইন্‌শা-আল্ল-হ!

ব্যাখ্যা : (رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ) আমি গতরাতে আমাকে কা'বাহ্ ঘরের পার্শ্বে দেখেছি। নাবীদের স্বপ্ন সত্য। তাদের স্বপ্নে দেখা বাস্তবে দেখার মতই, আমি বাদামী রঙের সুন্দর গঠনের একজন মানুষকে

---

[৩২৭] সহীহ : বুখারী ৫৯০২, মুসলিম ২৭৯-(১৬৯), মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪০৫, সহীহুল জামি' ৮৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৩১।

Scanned by CamScanner

দেখেছি, যার চুলগুলো কানের লতি অতিক্রম করেছে। তার চুল ছিল পরিপাটি ও ঝলমলে, মনে হয় যেন পানি ঝরে পড়ছে। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে কা'বাহ্ ঘরের তৃওয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তৃওয়াফকারীগণ অথবা ফেরেশতাগণ উত্তর দিল, তিনি হচ্ছেন মারইয়াম আলায়হিস সালাম-এর পুত্র 'ঈসা মাসীহ।

নাবী ﷺ বলেন, এরপর আমি ঘন কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট ডান চোখ ত্রুটিযুক্ত, আলোহীন, আঙ্গুরের মত ফুলা উপরে উঠানো লোককে দেখলাম যে, ইবনু কৃতান নামক ইয়াহূদীর মতো সাদৃশ্য রাখে। সে দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহর তৃওয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কে? মালাক (ফেরেশতা) অথবা তৃওরাফকারীগণ উত্তর দিলেন, সে হচ্ছে মাসীহুদ্ দাজ্জাল।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দাজ্জালকে মাসীহ বলার কারণ হলো সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত তাই। আর 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে মাসীহ বলা হয় যেহেতু তার হাতের স্পর্শে কুষ্ঠরোগী ভালো হয়ে যেত অথবা তিনি তার মায়ের পেট থেকে তেল মালিশের মাধ্যমে বেরিয়ে আসেন তাই। দাজ্জালকে মাসীহ বলার আরেকটি কারণ হলো তার একচোখ মুছে ফেলা হয়েছিল সে কিছুই দেখতে পেত না অথবা সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে পুরো দুনিয়া প্রদক্ষিণ করার ক্ষমতা রাখবে। শুধু মাক্কাহ্ ও মাদীনাহ্ ছাড়া সেজন্য। আর দাজ্জালকে মাসীহুদ্ দাজ্জাল নামকরণের মাধ্যমে 'ঈসা আলায়হিস সালাম থেকে আলাদা করা হয়েছে। মূলত মাসীহ হলেন 'ঈসা আলায়হিস সালাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٨٤ - [٢١] عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِىْ حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ: قَالَتْ: قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعَرَهَا قَالَ: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ اذْهَبْ إِلٰى ذٰلِكَ الْقَصْرِ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعَرَهُ مُسَلْسَلٌ فِى الْأَغْلَالِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَّالُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৮৪-[২১] ফাত্বিমাহ্ বিনতু ক্বায়স রাযিয়াল্লাহু আনহা তামীম আদ্ দারী-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তামীম আদ্ দারী বলেছেন, সেই দ্বীপে প্রবেশ করলে আমি সেখানে এমন একটি নারীর সাক্ষাৎ পেলাম যার মাথার কেশ এত লম্বা যে, তা জমিনে হিঁচড়িয়ে চলে। তামীম প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি 'জাসসাসাহ্' (গোপন তথ্য অন্বেষণকারিণী)। অতঃপর সে বলল , তুমি এ প্রাসাদের দিকে যাও। অতএব আমি সেখানে আসলাম। সেখানে লম্বা লম্বা চুলবিশিষ্ট এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে দৃঢ়ভাবে লোহার শিকলে বাঁধা, আসমান জমিনের মাঝখানে লাফালাফি করছে। আমি প্রশ্ন করলাম, তুই কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল। (আবূ দাউদ)[৩২৮]

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ) তামীম আদ্ দারী-এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আমি একজন মহিলার পাশ দিয়ে গেলাম। এখানে মহিলাটি ছিল দাজ্জালের গুপ্তচর। অন্য হাদীসে দাব্বাতুল আর্‌য বলা হয়েছে। সম্ভবত উক্ত মহিলাকেই দাব্বা বলা হয়েছে। কেননা দাব্বা বলতে 'আরবীতে প্রত্যেকই প্রাণীকে বুঝায় যারা

---

[৩২৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩২৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তৃবারানী ২০৩৭৩।

Scanned by CamScanner

জমিনে চলাচল করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ "পৃথিবীতে চলমান প্রতিটি প্রাণীর রিয্‌ক্বের দায়িত্ব আল্লাহর"– (সূরাহ্ হূদ ১১ : ৬)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হা. ৪৩২০)

٥٤٨٥ - [٢٢] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّيْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتّٰى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا. إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَتْ بِنَاتِئَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৮৫-[২২] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের কথা বারংবার আলোচনা করেছি, তবুও এই আশঙ্কা করছি যে, তোমরা তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে নাও পার। (জেনে রাখ) মাসীহে দাজ্জাল হবে খাটো, পায়ের নলা লম্বা লম্বা। চুল খুব কোঁকড়ানো, এক চোখ কানা, অপর চোখ সমান। অর্থাৎ একেবারে ভিতরেও ডুবে থাকেনি এবং বাইরেও উঠে থাকেনি। এরপরও যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে যাও, তাহলে এ কথা স্মরণ রাখ যে, তোমাদের প্রভু কানা নন। (আবূ দাউদ)[৩২৯]

ব্যাখ্যা : (إِنِّيْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ) 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে যত বিবরণ দিয়েছি যাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমরা তার সম্পর্কে ভুলেই যাবে, কিছুই বুঝতে পারবে না। এজন্যই তোমরা ভালোভাবে বুঝে নাও।

(فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) যদি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা হয় প্রভু অর্থাৎ দাজ্জাল তোমাদেরকে অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করে নিজেকে ইলাহ বলে দাবী করে আর তোমরা তা বুঝতে অক্ষম হও তাহলে জেনে রেখো তোমাদের প্রভু কিন্তু ত্রুটিমুক্ত। দাজ্জাল হবে ত্রুটিপূর্ণ। তার একচক্ষু আলোহীন হবে আরেক চক্ষু আঙ্গুরের মতো ফুলা হবে, উপরের দিকে উঠানো থাকবে। এটিই প্রমাণ করবে সে একজন মিথ্যাবাদী। ইলাহ হওয়ার উপযুক্ত নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হা. ৪৩২০)

٥٤٨٦ - [٢٣] وَعَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّيْ أُنْذِرُكُمُوهُ» فَوَصَفَهُ لَنَا قَالَ: «لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِيْ أَوْ سَمِعَ كَلَامِيْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «مِثْلُهَا» يَعْنِي الْيَوْمَ «أَوْ خَيْرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৫৪৮৬-[২৩] আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। (রসূল (ﷺ) বলেছেন) নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর পরে এমন কোন নাবী আগমন করেননি, যিনি স্বীয় জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি। আমিও তদ্রূপ তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছি। তারপর তিনি (ﷺ) আমাদেরকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বললেন, হয়তো তোমাদের কেউ, যে আমাকে দেখেছে

---

[৩২৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩২০, সহীহুল জামি' ২৪৫৯।

Scanned by CamScanner

অথবা যে আমার কথা শুনেছে, সে দাজ্জালকে পেতে পারে। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তখন আমাদের অন্তরসমূহের অবস্থা কিরূপ হবে? বললেন, বর্তমানে যেরূপ আছে। অর্থাৎ আজ যেমন তখনো তেমন বা এটা অপেক্ষা শ্রেয়। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৩৩০]

ব্যাখ্যা : (إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ) নূহ আলায়হিস সালাম-এর পর প্রত্যেক নাবীই তাদের সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ আলায়হিস সালাম ও তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন কিন্তু তার পরবর্তীগণ আরো বেশি করে সতর্ক করেছেন। অত্র হাদীসে নূহ আলায়হিস সালাম-এর পর বলতে নূহ আলায়হিস সালাম-কে বাদ দিয়ে নয় বরং তিনি সহ বুঝানো হয়েছে।

(لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِيْ) যারা আমাকে দেখেছে তারা হয়তো অচিরেই দাজ্জালের দেখা পেতে পারে। অর্থাৎ তার আগমন অতি নিকটে। আর যারা আমার কথা শুনেছে তারাও অথবা যারা আমার হাদীস শুনেছে তথা যাদের কাছে আমার হাদীস পৌঁছেছে, তারাও দাজ্জালের দেখা পেতে পারে যদিও কিছু দিন দেরি হয়। হাদীসে উল্লেখিত أَوْ অব্যয়টি বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সন্দেহমূলক নয় বরং ধরণ উল্লেখ উদ্দেশ্য। তথা যারা আমাকে দেখেছে আমার কথা শুনেছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

সকল নাবী আলায়হিস সালাম দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে এমনকি সলাতের মধ্যেও। তথাপি কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট তার সম্পর্ক কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। এর মধ্যে কি হিকমাত নিহিত রয়েছে? এর উত্তর কয়েকভাবে দেয়া যেতে পারে।

এক : আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে :

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا...﴾

"যেদিন তোমার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন প্রকাশ পাবে সেদিন ঐসব ব্যক্তির ঈমান কোনই কাজে আসবে না যারা ইতোপূর্বে ঈমান আনয়ন করেনি এবং ঈমান অনুযায়ী সৎকাজ করেনি?"

(সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৫৮)

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সুনান গ্রন্থে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনটি আলামাত যখন প্রকাশ পাবে তখন ঐ সব ব্যক্তির ঈমান কোনই কাজে আসবে না যারা ইতোপূর্বে ঈমান আনেনি। দাজ্জালের আগমন, দাব্বাতুল আর্‌য এবং সূর্য পশ্চিমদিক থেকে উদিত হওয়া।

দুই : পবিত্র কুরআনে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর অবতীর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾

"আহলে কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণি রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর ওপর তাদের মৃত্যুর পূর্বেই।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৫৯)

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, 'ঈসা আলায়হিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন। আল্লাহ তা'আলা একজনের উল্লেখ দ্বারা তার বিপরীতটা উল্লেখ না করাকে যথেষ্ট মনে করেছেন।

---

[৩৩০] য'ঈফ : সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সুরাকাহ্ য'ঈফ। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/১৩৭, তিরমিযী ২২৩৪, আবূ দাউদ ৪৭৫৬, য'ঈফুল জামি' ২০৭৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪৭৬, মুসনাদে বায্‌যার ১২৮০, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯৩, আবূ ইয়া'লা ৮৭৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬৩০।

Scanned by CamScanner

তিন : আল্লাহ তা'আলা তাকে হীন ও তুচ্ছ ভেবে তার নাম কুরআনে উল্লেখ না করে তার পরবর্তী ইয়া'জূজ মা'জূজ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। যা পরোক্ষভাবে উল্লেখ হয়ে যায়।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২৩৪)

٥٤٨٧ -[٢٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৪৮৭-[২৪] 'আম্র ইবনু হুরায়স (রহিমাহুল্লাহ) আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জাল পূর্বাঞ্চলের খুরাসান এলাকা থেকে বের হবে, এমন এক গোত্র তার আনুগত্য গ্রহণ করবে যাদের চেহারা হবে ঢালের মতো চেপটা। (তিরমিযী)[৩৩১]

ব্যাখ্যা : (الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ) দাজ্জাল পূর্বদিক থেকে যাকে সিরিয়া বলা হয় সেই দেশে আত্মপ্রকাশ করবে। আর যারা তাকে অনুসরণ করবে তাদের মুখের আকৃতি হবে ঢালের মতো প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২৩৭)

٥٤٨٨ -[٢٥] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ مِنْهُ فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৪৮৮-[২৫] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমনের সংবাদ শুনে, সে যেন তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকে। আল্লাহর শপথ! কোন ব্যক্তি নিজেকে মু'মিন ধারণা করে তার কাছে যাবে, কিন্তু তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডের ধোঁকায় পড়ে সে তার অনুকরণ করে ফেলবে। (আবূ দাঊদ)[৩৩২]

ব্যাখ্যা : (مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ مِنْهُ) যে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের কথা শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে এবং তার থেকে দূরে থাকাই সৌভাগ্যবান হবে। কেননা সে তার অলৌকিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্বাস করে তার অনুসরণ করে ফেলতে পারে। যা তাকে কাফির বানিয়ে দিবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হা. ৪৩১১)

٥٤٨٩ -[٢٦] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَاضْطِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّارِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

---

[৩৩১] সহীহ : তিরমিযী ২২৩৭, ইবনু মাজাহ ৪০৭২, সহীহুল জামি' ৩৪০৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৯১, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪, মুসনাদে বাযযার ৪৭, মুসনাদে আহমাদ ৩৩, আবূ ইয়া'লা ৩৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬০৮।

[৩৩২] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৩১৯, সহীহুল জামি' ১১২৪৭, মুসনাদে আহমাদ ১৯৮৮৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৪৯৫৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬১৬।

Scanned by CamScanner

৫৪৮৯-[২৬] আসমা' বিনতু ইয়াযীদ ইবনুস্ সাকান রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাজ্জাল চল্লিশ বছর জমিনে থাকবে। এর বছর হবে মাসের মতো, মাস হবে সপ্তাহের মতো এবং সপ্তাহ হবে এক দিনের মতো। আর দিন হবে খেজুরের একটি শুকনা ডাল আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার সময়ের মতো। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৩৩৩]

ব্যাখ্যা : (يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً) দাজ্জাল পৃথিবীতে ৪০ বছর অবস্থান করবে। ইতোপূর্বে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দাজ্জাল ৪০ দিন অবস্থান করবে। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় হবে অবস্থা ও পরিমাণে তারতম্যের মাধ্যমে যেমনটি অত্র হাদীসে ইঙ্গিত বহন করছে। একটি বছর একটি মাসের মতো দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। মাস একটি জুমু'আর মতো তথা সপ্তাহের মত মনে হবে। আর সপ্তাহ দিনের মতো মনে হবে। আর দিন এত দ্রুত শেষ হবে যেমন একটি খেজুর গাছের ডাল আগুনে পুড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় মনে হবে, তথা একটি দিন একটি ঘণ্টার ন্যায় দ্রুত শেষ হবে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٩٠ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৫৪৯০-[২৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের আনুগত্য স্বীকার করবে, তাদের মাথায় থাকবে সবুজ বর্ণের নিকাব। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৩৩৪]

ব্যাখ্যা : (يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ أُمَّتِي) আমার উম্মাতের একটি দল (তারা হবে ইস্ফাহানের ইয়াহূদী মতালম্বী) তাদের সংখ্যা হবে ৭০ হাজার যাদের মাথায় সবুজ রং অংকিত মুকুট থাকবে। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ৭০ হাজার লোক সকলেই যদি সম্পদশালী হন তাহলে দরিদ্রের অবস্থা কি হতে পারে? মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, দরিদ্ররা আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকবে তাদের অনুসরণ করবে না। তবে যারা সম্পদের লোভী হবে তারা অনুসরণ করবে। যেমনটি ধনীরা আরো সম্পদশালী হওয়ার জন্য তার অনুসরণ করবে। যদিও অনুসৃত ব্যক্তি, বাতিলপন্থী হয়ে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٩١ - [٢٨] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ سَنَةٌ تُمْسِكُ السَّمَاءُ فِيهَا ثُلُثَ قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا. وَالثَّانِيَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَيْ قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا. وَالثَّالِثَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ وَالْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ. فَلَا يَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ وَلَا ذَاتُ ضِرْسٍ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا هَلَكَ وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِيَّ فَيَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ بَلَى فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِهِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ

---

[৩৩৩] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩/৬০৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮২২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৫৮২, মুসনাদে আহমাদ ২৭৬১২।

[৩৩৪] খুবই য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪২৬৫, আবূ হারূন-এর নাম 'উমারাহ্ ইবনু জুওয়াইন, সে মাতরূক। য'ঈফাহ্ ৬০৮৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮২৫।

Scanned by CamScanner

ضُرُوعًا وَأَعْظَمِهِ أَسْنِمَةً". قَالَ: "وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ أَبُوهُ فَيَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَخَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِينَ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ". قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَالْقَوْمُ فِي اهْتِمَامٍ وَغَمٍّ مِمَّا حَدَّثَهُمْ. قَالَتْ: فَأَخَذَ بِلَحْمَتَيِ الْبَابِ فَقَالَ: «مَهْيَمْ أَسْمَاءُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ خَلَعْتَ أَفْئِدَتَنَا بِذِكْرِ الدَّجَّالِ. قَالَ: «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا حَيٌّ فَأَنَا حَجِيجُهُ وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ إِنَّا لَنَعْجِنُ عَجِينَنَا فَمَا نَخْبِزُهُ حَتَّى نَجُوعَ فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «يُجْزِئُهُمْ مَا يُجْزِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫৪৯১-[২৮] আসমা' বিনতু ইয়াযীদ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহে ছিলেন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, দাজ্জালের আগমনের পূর্বের তিন বছর এরূপ হবে যে, এটার প্রথম বছর আসমান তার এক-তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং জমিন তার এক-তৃতীয়াংশ ফলন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বছর আসমান তার দুই-তৃতীয়াংশ বর্ষণ তার জমিন তার দুই-তৃতীয়াংশ ফলন বন্ধ রাখবে। আর শেষ তৃতীয় বছর আসমান তার সমস্ত বর্ষণ এবং জমিন তার সমুদয় ফলন বন্ধ রাখবে, ফলে ক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণী (যেমন- গরু, ছাগল প্রভৃতি) এবং শিকারী দাঁতবিশিষ্ট জন্তু (যেমন- হিংস্র জানোয়ার) নিঃশেষ হয়ে যাবে। দাজ্জালের সর্বাধিক মারাত্মক ফিতনাহ্ এটা হবে যে, সে কোন বেদুঈনের কাছে এসে বলবে, বল তো, যদি আমি তোমার মৃত উটগুলো জীবিত করে দেই, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমাদের প্রভু? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন শায়ত্বন তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটাতাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সামনে উপস্থিত হবে। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির কাছে আসবে যার ভাই এবং পিতা মারা গেছে। তাকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভাইদের জীবিত করে দেই তবে কি তুমি আমাকে তোমার প্রভু বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয় বিশ্বাস করব। তখন শায়ত্বন তার পিতা ও ভাইয়ের হুবহু আকৃতি ধারণ করে আসবে। আসমা' رضي الله عنها বলেন, এ পর্যন্ত আলোচনা করে তিনি (ﷺ) স্বীয় কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেন, এবং পরে ফিরে আসলেন। এদিকে দাজ্জালের এ সমস্ত তাণ্ডবের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পতিত হলো। আসমা' رضي الله عنها বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তখন দরজায় উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন, হে আসমা'! কি হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বের করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, (দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই) সে যদি বের হয় আর আমি জীবিত থাকি, আমিই তখন দলীল-প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিহত করব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যেক মু'মিনের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই হবে আমার স্থলাভিষিক্ত। আসমা' رضي الله عنها বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ, আমাদের অবস্থা হলো আমরা আটার খামির তৈরি করি এবং রুটি তৈরি করে অবসর হতে না হতেই পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। অতএব সেই দুর্ভিক্ষের সময় মু'মিনের অবস্থা কেমন হবে? জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, সেই বস্তুই তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তা হলো তাসবীহ ও তাক্বদীস (অর্থাৎ আল্লাহর যিক্‌র ও পবিত্রতা বর্ণনা করা)। (আহমাদ)[৩৩৫]

---

[৩৩৫] য'ঈফ : কারণ শাহ্‌র ইবনু হাওশাব য'ঈফ। মুসনাদে আহমাদ ২৭৬২০, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৮২১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ) দাজ্জালের সামনে অথবা তার আগমনের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। আর বিভিন্নভাবে বারাকাত চলে যাবে। প্রথম বছরে আকাশ আল্লাহর হুকুমে এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং জমিন দুই-তৃতীয়াংশ ফসল ফলাবে। আর তৃতীয়বর্ষে আকাশ এক ফোটা পানিও বর্ষণ করবে না এবং জমি কোন ফসল জন্মাবে না, তখন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। আর দেশের ধনভাণ্ডার ও সম্পদ দাজ্জালের অধীনে থাকবে এবং সর্বপ্রকার নি'আমাত ও ফল-ফসল তার আয়ত্বে থাকবে। সকল পশু-পাখি অনাহারে মারা যাবে। তখন তার ফিতনাহ্ প্রকট আকার ধারণ করবে এবং মানুষের ঈমান নষ্ট করবে।

(إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا حَيٌّ فَأَنَا حَجِيجُهُ) (রসূল ﷺ বলেন) যদি আমার জীবদ্দশায় দাজ্জাল আবির্ভূত হয় তাহলে আমি সাহসিকতার সাথে দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তাকে পরাজিত করব। আর আমি যদি না থাকি তাহলে আমার প্রতিপালক আমার পক্ষ থেকে প্রতিটি মু'মিনকে সাহায্য করবেন। যেহেতু তিনি তার দীনের একমাত্র সংরক্ষক এবং তার নাবীকে সাহায্যকারী এবং যারা তার প্রতি ঈমান আনবে তাদের অভিভাবক। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, প্রতিটি ব্যক্তি নিজে নিজেই প্রতিরোধ করবে। অর্থাৎ নিজের ওপর আপতিত ফিতনাকে ঈমানের দৃঢ়তা ও দলীল প্রমাণের সাহায্যে প্রতিরোধ করবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হা. ৪০৭৭)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٩٢ -[٢٩] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ؟» قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ. قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৯২-[২৯] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার চেয়ে বেশি প্রশ্ন আর কেউ করেননি। তিনি আমাকে এটাও বলেছেন, সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি বললাম, লোকেরা যেহেতু বলাবলি করে যে, তার (দাজ্জালের) সাথে রুটির পাহাড় এবং পানির ঝরনা থাকবে। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর নিকট তা তো খুবই সহজ (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালকে লাঞ্ছিত করবেন)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩৬]

ব্যাখ্যা : (وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ؟») নাবী ﷺ আমাকে তোমার জন্য তার অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী হিসেবে যথেষ্ট। আমি বললাম, লোকেরা অথবা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বলছে তার নিকট পাহাড় পরিমাণ সম্পদ থাকবে এবং পানির সমুদ্র থাকবে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সে সময়ে পানির সংকট দেখা দিবে এবং ফিতনাহ্-ফাসাদে পৃথিবী ভরে যাবে ও ভূ-পৃষ্ঠের বারাকাত উঠে যাবে।

(قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ) তিনি (ﷺ) বলেন, আল্লাহর তা'আলার নিকট এ সমস্ত খুবই সহজ। তিনি তাকে উক্ত ক্ষমতা প্রদান করবেন ঈমান পরীক্ষা করার জন্য। মু'মিন বান্দা তা দেখে মনে করবে এটা

---

[৩৩৬] **সহীহ :** বুখারী ৭১২২, মুসলিম ৩২-(২১৫২), ইবনু মাজাহ ৪০৭৩, মুসনাদে আহমাদ ১৮১৯২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৬৫৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৮২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৩২৬।

Scanned by CamScanner

তার জন্য পরীক্ষা, তাই সে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকবে কিন্তু কাফিররা পদস্খলিত হবে। অথবা উক্ত বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর তা'আলার জন্য এটি খুবই নগণ্য ব্যাপার যে, তিনি তার সত্যতার পক্ষে কিছু নিদর্শন প্রদান করবেন, যা দেখে বাহ্যিকভাবে মানুষ ধোঁকা খাবে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে প্রকাশ্য এমন আলামাত দিয়ে দিবেন যা তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। তার কপালে 'কাফির' লেখা থাকবে। যে পড়াশুনা জানে না, সেও পড়তে পারবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১৩তম খণ্ড, হা. ৭১২২)

٥٤٩٣ -[٣٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ سَبْعُونَ بَاعًا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ»

৫৪৯৩-[৩০] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : দাজ্জাল একটি ধবধবে সাদা বর্ণের গাধায় আরোহী হয়ে বের হবে। তার দু' কানের মধ্যবর্তী স্থানটি সত্তর (দূরত্ব) পরিমাণ চওড়া হবে। (বায়হাক্বী'র "কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর")[৩৩৭]

ব্যাখ্যা : (حِمَارٍ أَقْمَرَ) শুভ্র গাধা তথা দাজ্জাল উজ্জ্বল চেহেরা বিশিষ্ট ধবধবে সাদা গাধার পিঠে আরোহণ করে আবির্ভূত হবে। গাধাটির দুই কানের মধ্যের দূরত্ব হবে ৭০ গজ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٤) بَابُ قِصَّةِ ابْنِ صَيَّادٍ

অধ্যায়-৪ : ইবনু সইয়্যাদ-এর ঘটনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٤٩٤ -[١] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الْخطاب انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ الصَّيَّادِ حَتّٰى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ؟ فَرَصَّهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «آمَنت بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهِ» ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: «مَاذَا تَرٰى؟» قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ». قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا» وَخَبَأَ لَهُ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ

[৩৩৭] সানাদ খুবই য'ঈফ : কারণ সানাদে 'আবদুল 'আযীয ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল মাদানী মাতরূক, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির তাকে মিথ্যুক বলেছেন; য'ঈফাহ্ ১৯৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৫৩৬।

Scanned by CamScanner

بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ فَقَالَ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ: «اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَأْذَنُ لِي فِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ. فَقَالَتْ: أَيْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ هٰذَا مُحَمَّدٌ. فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ». قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৪৯৪-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন (আমার পিতা) 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه একদল সহাবীসহ সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইবনু সইয়্যাদ-এর কাছে গমন করলেন। তারা সকলে ইবনু সইয়্যাদ-কে বানী মাগালাহ্-এর টিলার পাদদেশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। সে সময় ইবনু সইয়্যাদ প্রাপ্ত বয়সে পৌছার কাছাকাছি বয়সী ছিল। কিন্তু সে নাবী ﷺ-এর আগমন অনুভব করতে পারেনি। পরিশেষে রসূলুল্লাহ ﷺ তার পিঠে হাত মেরে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রসূল? তখন সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি উম্মীদের রসূল। অতঃপর ইবনু সইয়্যাদ রসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি (ইবনু সইয়্যাদ) আল্লাহর রসূল? তখন নাবী ﷺ তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর তিনি (ﷺ) ইবনু সইয়্যাদ-কে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমার কাছে সত্যবাদী (ফেরেশতা) ও মিথ্যাবাদী (শায়ত্বন) উভয়েই আগমন করে থাকে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার নিকট প্রকৃত ব্যাপার হজবরল হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি (আমার অন্তরে) একটি বিষয় তোমার নিকট গোপন করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় রসূলুল্লাহ ﷺ ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ "...অপেক্ষা কর সেদিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে যা সুস্পষ্ট (দেখা যাবে)"- (সূরাহ্ আদ্ দুখা-ন ৪৪ : ১০)। তা থেকে গোপন রাখলেন। ইবনু সইয়্যাদ বলল, লুক্কায়িত কথা হলো, 'দুখ' (ধোঁয়া)। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি দূর হও। কখনো তুমি নিজের সীমার বাইরে যেতে পারবে না। (অর্থাৎ ওয়াহী সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই) এ সময় 'উমার رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। সেই যদি (দাজ্জাল) হয়, তাহলে তুমি তাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না।

আর যদি সে না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় কোন লাভ নেই। ইবনু 'উমার رضي الله عنه বলেন, এরপর একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ ও উবাই ইবনু কা'ব আল আনসারী رضي الله عنه সেই খেজুর উদ্যানের দিকে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইবনু সইয়্যাদ ছিল। তিনি খেজুর গাছের আড়ালে গোপনে অগ্রসর হলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল ইবনু

Scanned by CamScanner

সইয়্যাদ তাঁকে দেখার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনে নেবেন। তখন ইবনু সইয়্যাদ একটি চাদর জড়িয়ে তার বিছানায় শোয়া ছিল এবং গুনগুন শব্দ করছিল। তখন সইয়্যাদ-এর মা দেখতে পেল, নাবী ﷺ খেজুর গাছের ডালের আড়ালে রয়েছেন। অতএব সে ইবনু সইয়্যাদকে ডাক দিল, হে সফ! আর এটা ইবনু সইয়্যাদ-এর নাম, এই যে মুহাম্মাদ! তৎক্ষণাৎ ইবনু সইয়্যাদ চুপ হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তার মা তাকে ঐভাবে থাকতে দিত, তাহলে সমস্ত কিছু স্পষ্ট হয়ে যেত । 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ জনগণের মাঝে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন। আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করে দাজ্জালের বিষয় উল্লেখ করে বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান করে দিচ্ছি। মূলত এমন কোন নাবী অতীত হননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে চাই, যা অন্য কোন নাবী স্বীয় জাতিকে বলেননি। তোমরা জেনে রাখ, সে (দাজ্জাল) কানা। আর তোমরা এটাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা কানা নন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩৮]

ব্যাখ্যা : (انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ) 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه সহাবীদের একটি ছোট দলসহ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইবনু সইয়্যাদ-এর উদ্দেশে বের হলেন। তারা তাকে মুগালাবাহ্ গোত্রের ছেলেদের সাথে খেলারত অবস্থায় পেলেন। সে সময় ইবনু সইয়্যাদ ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালেগ হওয়ার উপক্রম। নাবী ﷺ তার অজান্তেই পিছন দিক থেকে তার পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল। অতঃপর সে হতচকিত হয়ে অথবা রাগান্বিত হয়ে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিরক্ষর 'আরবদের নাবী।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সে 'আরবদের কথা বলেছে, কারণ সে সময় অধিকাংশ 'আরব লেখাপড়া জানত না। ইবনু সইয়্যাদ তার কথায় যদিও একদিকে সত্যবাদী কিন্তু অপরদিকে শুধু 'আরবের প্রতি রিসালাতকে সম্পৃক্ত করে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়। কেননা তিনি 'আরব ও অনারব সকলের জন্য প্রেরিত নাবী। তার এ কথা ইয়াহূদীদের কথার মতই। এটা শায়ত্বন কর্তৃক তাকে শিখানো কথা। অথবা সে ইয়াহূদীদের কাছে শুনে এ কথা বলেছে।

(ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّىْ رَسُولُ اللهِ؟) অতঃপর ইবনু সইয়্যাদ বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল। সে এ কথা দ্বারা নুবুওয়্যাত দাবী করছে অথবা শাব্দিক অর্থে রসূল বলেছে। তথা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিতনাহ্ ও পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

(فَرَصَّهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِه») নাবী ﷺ ইবনু সইয়্যাদ-এর কথার উত্তর দিলেন এভাবে, আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করি অতএব চিন্তা করে দেখ তুমি কি সেই দলের কিনা?

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উত্তরে বাহ্যিকভাবে সংশয় দেখা দিচ্ছে বাস্তবেই সে রসূল কিনা? তবে তার ফিতনার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সঠিক কথা হচ্ছে, নাবী ﷺ বলেছেন, আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং বিশ্বাস করি, তুমি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নও। যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে তাহলে

---

[৩৩৮] সহীহ : বুখারী ১৩৫৪, মুসলিম ৯৫-(২৯৩০), তিরমিযী ২২৪৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ ২০৮১৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪৮৫, মুসনাদে বায্যার ১৬৮৯, মুসনাদে আহমাদ ৬৩৬০, আবূ ইয়া'লা ৫২২৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৫৮।

Scanned by CamScanner

অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনতাম। নাবী ﷺ-এর এই বক্তব্য সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য যখন তিনি জানতেন না যে, তিনিই শেষ নাবী, তারপর আর কোন নাবী আসবে না।

নাবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে সে নাবী দাবী করা সত্ত্বও নাবী ﷺ তাকে হত্যা করেননি। কারণ সে ছিল শিশু আর ইসলামে শিশু হত্যা নিষেধ অথবা সে সময় ইয়াহূদীদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি ছিল আর ইবনু সইয়্যাদ তাদের মিত্র গোষ্ঠীর লোক ছিল। তার উক্ত কথার কারণে জিম্মা থেকে সে বেরিয়ে যায়নি। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সে স্পষ্ট করে নুবুওয়্যাতের দাবী করেনি। যেমন তার কথা, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি নাবী? এটা ছিল প্রশ্নমূলক কথা, স্পষ্ট দাবীমূলক কথা নয়।

«إِنِّىْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا» আমি তোমার পরীক্ষার জন্য একটি কথা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ-এর প্রকৃত অবস্থা সহাবীদের নিকট প্রকাশ করার জন্য তাকে পরীক্ষা করলেন, সে সময় একটা যাদুকর শায়ত্বন এসে তার মুখ দ্বারা কথা বলায়। নাবী ﷺ যে কথা মনে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা হলো পবিত্র কুরআনের আয়াত, ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ "অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা কারণ যখন আকাশ ধুয়ায় ছেড়ে যাবে"– (সূরাহ্ আদ্ দুখা-ন ৪৪ : ১০)। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু সইয়্যাদ নাবী ﷺ-এর মনের কথার মধ্য থেকে শুধু একটি শব্দ বলতে সক্ষম হয়েছে আর তাহলে (الدُّخُ ধোয়া) সে সম্পূর্ণ আয়াত বলতে সক্ষম হয়নি যেহেতু শায়ত্বন এতটুকুই আসমান থেকে সংগ্রহ করে তার নিকট এসে বলেছে।

(لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ) 'উমার رضي الله عنه তাকে হত্যা করতে চাইলে নাবী ﷺ বলেন, সে যদি সত্যিই তার দাবীতে সত্য হয় অর্থাৎ দাজ্জাল হয় তাহলে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। কেননা তাকে হত্যা করার জন্য 'ঈসা আলায়হিস সালাম আগমন করবেন ও হত্যা করবেন। আর যদি তা না হয় তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ইতোপূর্বে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ-এর উক্ত কথা দ্বারা ইঙ্গিত করছেন সম্ভবত সে দাজ্জাল কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

ইমাম বায়হাক্বী তাঁর "আল বা'সা আন্ নুসূর" কিতাবে উল্লেখ করেন, ইবনু সইয়্যাদ-এর ব্যাপারে 'আলিমদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, সে দাজ্জাল; আবার কেউ বলেন, সে দাজ্জাল নয় অন্য কেউ। তাদের দলীল হলো, সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে এই উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের সাথে অধিক সাদৃশ্য হবে 'আবদুল 'উয্যা ইবনু কুত্বন ইয়াহূদীর সাথে। অতএব ইবনু সইয়্যাদ দাজ্জাল নয়। তামীম আদ্ দারীর হাদীসে দাজ্জালের যে ফিতনার কথা বলা হয়েছে তার সাথে ইবনু সইয়্যাদ-এর আলোচনা এক জিনিস নয়। কিন্তু ইবনু 'উমার رضي الله عنه এবং জাবির رضي الله عنه শপথ করে বলেন, ইবনু সইয়্যাদই মূলত দাজ্জাল, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন, ইবনু সইয়্যাদ-এর ঘটনাটি মূলত সন্দেহভাঁজন এবং সমস্যামূলক। তাই তাকে কেউ দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন, আবার কেউ বলেন সে অন্য কেউ। আর এজন্যই নাবী ﷺ তার বাণীতে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি বরং তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তার মধ্যে দাজ্জালের কিছু গুণাবলি রয়েছে। অতএব সে দাজ্জাল হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

(تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) তোমরা নিশ্চিত করে জেনে রাখ, তোমাদের রব্ অন্ধ নন, ত্রুটিযুক্ত নন। কিন্তু সে অন্ধ জ্যোতিহীন চোখবিশিষ্ট। যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সে ইলাহ হওয়ার উপযুক্ত নয়।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পূর্ববর্তী সকল নাবীই দাজ্জাল সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করে গেছেন কিন্তু সে যে অন্ধ বা আলোকহীন চোখবিশিষ্ট হবে, এ কথা কেউ হয়তো জানতেন না বা কেউ এ কথা স্পষ্ট করে বলে যাননি যে, সে হবে অন্ধ, আলোহীন, ত্রুটিযুক্ত চোখবিশিষ্ট। অথবা বলা যেতে পারে, নাবী ﷺ-এর এই খবর প্রদান করার মাধ্যমে তার কারামাত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। আর এ কথাও জানা যায় যে, সর্বসাধারণ এমনকি তাদের জ্ঞানীরাও এ ব্যাপারে বুঝতে সক্ষম হবে যে, দাজ্জাল মিথ্যাবাদী।
(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ৩০৫৫; শারহুন্ নাবাবী ১৮শ খণ্ড, হা. ২৯৩০)

٥٤٩٥ -[٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَعْنِي ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ مَاذَا تَرَى؟» قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَى؟» قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لُبِسَ عَلَيْهِ فَدَعُوهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৯৫-[২] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ)-এর সাথে মাদীনার কোন এক রাস্তায় ইবনু সইয়্যাদ-এর সাক্ষাৎ হলো, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এটা সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল? সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহ প্রতি, তাঁর ফেরেশতগণের প্রতি, তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর পাঠানো সমস্ত রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর রসূল ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপরে একখানা সিংহাসন দেখতে পাই। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সাগরের উপর ইবলীসের সিংহাসন দেখ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি আর কি দেখতে পাও? সে বলল, দু'জন সত্যবাদী এবং একজন মিথ্যাবাদী অথবা বলল, দু'জন মিথ্যাবাদী এবং একজন সত্যবাদীকে দেখতে পাই। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিষয়টি তার উপর হযবরল হয়ে পড়েছে। অতএব তোমরা তাকে পরিত্যাগ কর। (মুসলিম)[৩৩৯]

ব্যাখ্যা : (فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولَ اللهِ؟) ইবনু সইয়্যাদ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে উল্টা প্রশ্ন করল : আপনি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? তখন নাবী ﷺ বললেন, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর রসূলগণের প্রতি। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এভাবে উত্তর দেয়ার কারণ কি তা আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে আলোচনা করে এসেছি।

(مَاذَا تَرَى؟) নাবী ﷺ তাকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? সে বলল, পানির উপর একটি 'আর্‌শ। নাবী ﷺ তার জবাবে বললেন, তুমি সাগরের উপর ইবলীসের 'আর্‌শ দেখতে পাও। এছাড়া আর কি দেখতে পাও? সে বলল, আমি দু'জন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী অথবা দু'জন মিথ্যাবাদী ও একজন সত্যবাদী দেখতে পাই। অর্থাৎ আমার কাছে দু'জন ব্যক্তি এসে সত্য সংবাদ দেয় আর

[৩৩৯] সহীহ : মুসলিম ৮৭-(২৯২৫), মুসনাদে আহমাদ ১৫২০৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৫০৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৮৪।

Scanned by CamScanner

একজন মিথ্যা সংবাদ দেয়। ইবনু সইয়্যাদ-এর এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে মূলত মিথ্যুক। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে সাহায্য করা হয় সে সন্দেহমূলকভাবে কথা বলবে না।

«لُبِسَ عَلَيْهِ فَدَعُوهُ» অর্থাৎ তার নিকট বিষয়টি জ্যোতিষীর কারণে উলোটপালট হয়ে গেছে, অতএব তাকে পরিহার কর, তার কোন কথায় বিশ্বাস করা যাবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৮দশ খণ্ড, হা. ২৯২৫)

٥٤٩٦ -[٣] وَعَنْهُ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৯৬-[৩] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। ইবনু সইয়্যাদ নাবী ﷺ-কে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি (ﷺ) বললেন, তা ময়দার মতো সাদা এবং নির্ভেজাল কস্তুরির মতো (সুগন্ধি) হবে। (মুসলিম)[৩৪০]

ব্যাখ্যা : «دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ» জান্নাতের মাটি হবে পরিষ্কার সাদা আটার মতো, আর তাতে মিস্‌ক জাতীয় সুগন্ধি পাওয়া যাবে।

ক্বামূস গ্রন্থে বলা হয়েছে, دَرْمَكَةٌ হচ্ছে «دَقِيقُ الْحُوَّارَى، وَالتُّرَابُ النَّاعِمُ» তথা সাদা আটা এবং মসৃন মাটি।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, الدَّرْمَكَةُ হচ্ছে সাদা আটা। জান্নাতের মাটিকে তার সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য হলো তা হবে সাদা ও মসৃণ এবং মিস্‌কের সাথে তুলনা করার কারণ হলো তা হবে সুগন্ধিযুক্ত। আর প্রত্যেক সাদা খাবারকে حُوَّارَى বলা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৮দশ খণ্ড, হা. ২৯২৮)

٥٤٩٧ -[٤] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتّٰى مَلَأَ السِّكَّةَ. فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلٰى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللّٰهُ مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৯৭-[৪] নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মাদীনার কোন এক পথে ইবনু সইয়্যাদ-এর সাথে ইবনু 'উমার رضي الله عنه-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন ইবনু 'উমার رضي الله عنه তাকে এমন একটি কথা বললেন, যাতে সে খুবই রাগান্বিত হলো। এমনকি রাগে সে এমনভাবে ফুলে উঠল যেন গলি ভরে গেল। অতঃপর ইবনু 'উমার رضي الله عنه তাঁর বোন হাফসার নিকট গেলেন এবং হাফসার কাছে সেই খবর আগেই পৌছেছিল। তখন হাফসাহ্ رضي الله عنها তাঁকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি দয়া করুন। তুমি ইবনু সইয়্যাদ থেকে কি (জানতে) চেয়েছিলেন? তুমি জান না যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (দাজ্জাল) কোন এক বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে অত্যধিক ক্রোধান্বিত অবস্থায় বের হবে। (মুসলিম)[৩৪১]

---

[৩৪০] সহীহ : মুসলিম ৯৩-(২৯২৮), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪৩৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৩৯৫৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৮৭৬, মুসনাদে আহমাদ ১১৪০৭, আবূ ইয়া'লা ১২১৮।

[৩৪১] সহীহ : মুসলিম ৯৮-(২৯৩২), মুসনাদে আহমাদ ২৬৪৬৮, সহীহুল জামি' ২৩৮০, আবূ ইয়া'লা ৭০৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৯৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৮৮৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : فَانْتَفَخَ রাগে ফুলে উঠল, السِّكَّةَ গলি বা পথ। «إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا» অর্থাৎ দাজ্জাল হঠাৎ করে রেগে যাবে এবং আত্মপ্রকাশ করবে আর নুবুওয়্যাত দাবী করবে ও ফিতনাহ্ বিস্তার করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٩٨ - [٥] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ صَيَّادٍ إِلٰى مَكَّةَ فَقَالَ: مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ؟ يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَّالُ أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ». وَقَدْ وُلِدَ لِي أَلَيْسَ قَدْ قَالَ: «هُوَ كَافِرٌ». وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ»؟ وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ. ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ: أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَوْلِدَهٗ وَمَكَانَهٗ وَأَيْنَ هُوَ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهٗ قَالَ: فَلَبَسَنِي قَالَ: قُلْتُ لَهٗ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ. قَالَ: وَقِيلَ لَهٗ: أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৯৮-[৫] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ইবনু সইয়্যাদ-এর সাথে মাক্কার পথে যাত্রী হলাম। সে আমাকে বলল, আমি লোকের পক্ষে থেকে আশ্চর্যজনক ধারণার সম্মুখীন হয়েছি। লোকেরা বলে, আমিই দাজ্জাল। আপনি কি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেননি যে, দাজ্জালের কোন সন্তানাদি হবে না? অথচ আমার সন্তানাদি আছে। এ কথাটি তিনি কি বলেননি যে, সে কাফির? অথচ আমি একজন মুসলিম। তিনি কি এ কথাটি বলেননি যে, সে মাক্কাহ্ ও মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মাদীনাহ্ থেকে এসেছি এবং মাক্কায় যাচ্ছি। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) বলেন, অতঃপর সে আমাকে শেষ কথাটি বলল যে, আল্লাহর শপথ! জেনে রাখুন, আমি তার (দাজ্জালের) জন্ম সময়, জন্মস্থান এবং বর্তামানে সে কোথায় থাকে নিশ্চিতভাবে জানি এবং আমি তার বাপ মাকেও চিনি। রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ)) বলেন, তার এই শেষ কথাটি আমাকে সন্দেহে ফেলে দিল। তখন আমি বললাম, তোর সারাদিন অকল্যাণ হোক, তখন (সফর সঙ্গীদের) কেউ বলল, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তুমিই সেই (ব্যক্তি)? সে বলল, যদি দাজ্জালের পদবি (গুণাবলি) আমাকে প্রদান করা হয়, তাহলে তাকে অপছন্দ করব না। (মুসলিম)[৩৪২]

ব্যাখ্যা : (مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ؟ يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَّالُ) ইবনু সইয়্যাদ আশ্চর্য হয়ে বলে, আমি মানুষের কথা থেকে সবচেয়ে বেশি অবাক হই যখন তারা আমার ব্যাপারে বলে যে, আমি দাজ্জাল অথচ নাবী (ﷺ) দাজ্জালের ব্যাপারে বলেছেন, তার কোন সন্তান হবে না, আমার তো সন্তান আছে, সে হবে কাফির আর আমি মুসলিম, সে মাক্কাহ্ ও মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু আমি তো মাদীনাহ্ থেকে আসলাম আবার মাক্কার উদ্দেশে রওয়ানা করেছি।

(أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَوْلِدَهٗ وَمَكَانَهٗ وَأَيْنَ هُوَ) সাবধান! আল্লাহর ক্বসম! আমি দাজ্জালের জন্মগ্রহণের সময়কাল, জন্মস্থান এবং বর্তমানে সে কোথায় আছে সব জানি এবং তার মা-বাবা কে তাও জানি।

(فَلَبَسَنِي) হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) বলেন, এতে সন্দেহ সৃষ্টি হলো।

---

[৩৪২] সহীহ : মুসলিম ৯০-(২৯২৭), মুসনাদে আহমাদ ১১৯৪২।

Scanned by CamScanner

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথা শুনে তার ব্যাপারে যার মধ্যে সন্দেহ তৈরি হল। যেহেতু সে প্রথমে দাবী করল আমি একজন মুসলিম আবার পরক্ষণই গায়িব সম্পর্কে দাবী করল যে, আমি অধিক জানি। আর যে গায়িবের দাবীদার সে কাফির। অতএব তার মুসলিম ও কাফির হওয়া না হওয়া নিয়ে আমি সন্দিহান হলাম।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সে দাজ্জালের জন্ম ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছে দাবী করল কিন্তু স্পষ্ট করে না বলেই রেখে দিল যা আমাকে সন্দিহান করে তুলল। অথবা তার এ সমস্ত কথা, আমার সন্তান আছে, মাক্কাহ্ ও মাদীনায় প্রবেশ এবং মানুষ আমাকে দাজ্জাল মনে করে, আমাকে সন্দেহে ফেলে দিল।

(أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ؟) আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি তোমাকেই সেই ব্যক্তি তথা দাজ্জাল বলা হয় তাহলে কি খুশি হবে? তখন ইবনু সইয়্যাদ বলল, যদি দাজ্জালের ঐ সমস্ত গুণাবলি যার দ্বারা সে মানুষকে ধোঁকা দিবে, পথভ্রষ্ট করবে, আমাকে তা দেয়া হয় তাহলে আমিও অপছন্দ করব না। মোট কথা হচ্ছে, দাজ্জালের গুণাবলিতে খুশি হওয়া দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, সে মূলত কাফির। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٤٩٩ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقِيتُهُ وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ فَقُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ. قَالَ: فَنَخَرَ كَأَشَدِّ نَخِيرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৪৯৯-[৬] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ইবনু সইয়্যাদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম দেখলাম, তার চোখ ফোলা। আমি প্রশ্ন করলাম, কখন থেকে তোমার চক্ষুর এ অবস্থা, যা আমি দেখছি? সে বলল, আমি জানি না। তখন আমি বললাম. তুমি জান না অথচ তা তোমার মাথায় রয়েছে? তখন সে বলল, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তোমার লাঠির মধ্যেও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করতে ক্ষমতা রাখেন। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমি তার নাকের ছিদ্র থেকে গাধার আওয়াজের চেয়েও বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। (মুসলিম)[৩৪৩]

ব্যাখ্যা : (وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ) তার চোখ ফুলে উঠেছে। যেন দুই চোখের মাঝে মাংস ফুলে উঠে চামড়া ঝুলে পড়েছে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার চক্ষু ফুলে উঠেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে।

(قُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ তা'আলা কখন তোমার চক্ষুকে এমন করেছেন? আমি তা ফুলা দেখছি। এতে যেন ইবনু সইয়্যাদ পরীক্ষায় পড়ে গেল, সেকি তাকে তাতে একমত পোষণ করবে, না ভিন্নমত পোষণ করবে। তাই সে উত্তর দিল, আমি জানি না।

(قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟) আমি (ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললাম, তুমি জান না, অথচ এটা তোমার মাথায়ই রয়েছে? স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব বলে মনে হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবেই এটা সম্ভব। সৃষ্টিগতভাবে তার চোখে কোন কিছু ঘটতে পারে যা সে জানে না। কেননা যখন তাক্বদীরের বিষয় চলে আসে চক্ষু তখন অন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দোষ ধরা থেকে অন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু পরের দোষ ঠিকই ধরতে পারে। অন্যের চোখের ময়লা দেখতে পায় কিন্তু নিজের চোখের কাষ্ঠখণ্ডও দেখতে পায় না।

---

[৩৪৩] সহীহ : মুসলিম ৯৯-(২৯৩২), মুসনাদে আহমাদ ২৬৪৬৯।

Scanned by CamScanner

(قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ) ইবনু সইয়্যাদ উত্তর দিল আল্লাহ তা'আলা কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তোমার অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তুমি জানতে পারবে না।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর কথা, তা তোমার মাথায়ই রয়েছে অথচ তুমি তা জান না? এ কথার প্রেক্ষিতে ইবনু সইয়্যাদ বলে, আল্লাহ কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে অতি নিকটতম হওয়া সত্ত্বেও তুমি তা জানতে পারবে না। সে এ কথা দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছে, হয়তো চোখে এমন কিছু ঘটে যেতে পারে যার অনুভূতি তার মধ্যে থাকে না। মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটে যায় যা নিয়ে সে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, অন্য কিছুর অনুভূতি উপলব্ধি করতেই পারে না।

মিরক্বাত লেখক বলেন, এ রকম দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে, যেমন- কেউ যদি অধিক আনন্দে থাকে বা দুশ্চিন্তায় থাকে সে ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না।

(فَنَخَرَ كَأَشَدِّ نَخِيْرِ حِمَارٍ) সে নাক দিয়ে এমন বিকট আওয়াজ করছে, যেমন- গাধা আওয়াজ করে থাকে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ "নিশ্চয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ"– (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ১৯)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৮তম খণ্ড, হা. ২৯৩২)

٥٥٠٠ -[٧] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ. قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلٰى ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫০০-[৭] মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি আল্লাহর শপথ করে বলতেন যে, ইবনু সইয়্যাদই দাজ্জাল। তখন আমি বললাম, আপনি আল্লাহর শপথ করে বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি 'উমার (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-এর সামনে ক্বসম করে বলতে শুনেছি, অথচ নাবী (ﷺ) তাতে কোন আপত্তি করেননি। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৪]

ব্যাখ্যা : (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, নিশ্চয় ইবনু সইয়্যাদই দাজ্জাল। তাকে বলা হলো, তুমি ক্বসম করে বলছ যে, ইবনু সইয়্যাদই দাজ্জাল অথচ তার ব্যাপারটি সন্দেহভাঁজন। শুধুমাত্র ধারণা করে এ কথা বলা হয়। তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'উমার (রাঃ) স্বয়ং রসূল (ﷺ)-এর উপস্থিতিতে ক্বসম করে বলেছেন, নিশ্চয় সেই দাজ্জাল, কিন্তু নাবী (ﷺ) তাকে বাধা দেননি। যদি সে দাজ্জাল নাই হত তাহলে রসূল (ﷺ) অবশ্যই তা অপছন্দ করতেন বা বাধা দিতেন। যেহেতু তিনি চুপ ছিলেন তাই ক্বসম করা বৈধ হয়েছে।

অথবা বলা যায়, 'উমার (রাঃ) দাজ্জাল দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন ইবনু সইয়্যাদ ঐ সমস্ত দাজ্জালের একজন যারা নুবুওয়্যাত দাবী করবে অথবা মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। প্রকৃতপক্ষে সে আসল দাজ্জাল নয়। যেহেতু রসূল (ﷺ) নিজেই তার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না যা তার উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি তাকে বলেছিলেন, যদি সে দাজ্জাল হয় তাহলে তুমি তার হত্যাকারী নও, তাকে হত্যা করবে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)। আর যদি সে না হয় তাহলে তাকে হত্যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এখানে 'উমার (রাঃ) রসূল

[৩৪৪] সহীহ : বুখারী ৭৩৫৫, মুসলিম ৯৪-(২৯২৯), আবূ দাউদ ৪৩৩১।

Scanned by CamScanner

ﷺ-এর নিরবতার উপর প্রবল ধারণা করে ক্বসম করেছেন এবং এটা তার জন্য বৈধ হয়েছে। [আল্লাহই সর্বাধিক ভালো জানেন]

মির্‌ক্বাত গ্রন্থকার বলেন, নাবী ﷺ 'উমার رضي الله عنه-কে বাধা দেননি। কারণ তিনি ঐ সমস্ত দাজ্জালদের একজন যাদের ব্যাপারে তিনি মানুষকে সতর্ক করেছিলেন এই বলে, «يَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ» "আমার এই উম্মাতের মধ্যে ৩০ জনের মতো মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আর ইবনু সইয়্যাদ ঐ সমস্ত দলের একজন থেকে বাদ নয়। কেননা সে নাবী ﷺ-এর উপস্থিতিকেই নুবুওয়্যাত দাবী করেছিল, তাই 'উমার رضي الله عنه-এর ক্বসম করা সত্য বহির্ভূত হয়নি অথবা তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন তার মধ্যে দাজ্জালের কিছু গুণাবলি রয়েছে। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১৩দশ খণ্ড, হা. ৭৩৫৫; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হা. ৪৩২৩)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٠١ - [٨] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ: وَاللهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ»

৫৫০১-[৮] নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার رضي الله عنهما বলতেন, ইবনু সইয়্যাদ যে মাসীহে দাজ্জাল, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। (আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী'র "কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর")[৩৪৫]

ব্যাখ্যা : (وَاللهِ مَا أَشُكُّ) ইবনু 'উমার رضي الله عنهما ক্বসম করে বলেন যে, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় ইবনু সইয়্যাদই হচ্ছে মাসীহুদ্ দাজ্জাল। এতে কোন সন্দেহ নেই। এই হচ্ছে সেই যার ব্যাপারে নাবী ﷺ সতর্ক করেছেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٠٢ - [٩] وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدْ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৫০২-[৯] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হার্‌রাহ্ যুদ্ধে দিন থেকে আমরা ইবনু সইয়্যাদ-কে আর খুঁজে পাইনি। (আবূ দাউদ)[৩৪৬]

ব্যাখ্যা : (قَدْ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ) জাবির رضي الله عنه বলেন, আমরা হাররার দিন তথা ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্ যেদিন মাদীনাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন, সেদিন ইবনু সইয়্যাদ-কে খুঁজে পাইনি। বলা হয়, এটা তাদের বর্ণনার বিপরীত, যারা বলেছিল ইবনু সইয়্যাদ মাদীনায় মারা গেছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মূলত এটা (তাকে না পাওয়া) উক্ত বর্ণনার বিপরীত বুঝায় না। তাকে না পাওয়ার কারণ হলো, সে মাদীনাতেই মারা গেছে, অন্য কোথাও অথবা সে মাদীনায় মারা যায়নি, তবে আত্মপ্রকাশের আগ পর্যন্ত কোথাও বেঁচে আছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

[৩৪৫] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩৩২।

[৩৪৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩৩২।

Scanned by CamScanner

٥٥٠٣ -[١٠] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَضْرَسُ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ». ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: «أَبُوهُ طُوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَأُمُّهُ امْرَأَةٌ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيلَةُ الْيَدَيْنِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ. فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِمَا فَقُلْنَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَا: مَكَثْنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَضْرَسُ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: مَا قُلْتُمَا: وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৫০৩-[১০] আবূ বাকরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দাজ্জালের বাপ-মা ত্রিশ বছর পর্যন্ত নিঃসন্তান থাকবে। অতঃপর তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে হবে কানা, লম্বা লম্বা দাঁতবিশিষ্ট ও অকেজো। তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যাবে কিন্তু তার অন্তর ঘুমাবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার পিতামাতার অবস্থা বললেন, তার পিতা হবে পাতলা দেহবিশিষ্ট, ছিপছিপে লম্বা, তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের মতো সরু। আর তার মাতা হবে মোটা দেহবিশিষ্ট, হাত দুইখানা লম্বা লম্বা। আবূ বাকরাহ্ (রাঃ) বলেন, মাদীনার ইয়াহূদীদের ঘরে (এ জাতীয়) একটি সন্তান জন্ম হওয়ার কথা আমরা শুনতে পেলাম। তখন আমি ও যুবায়র ইবনুল 'আও্ওয়াম (তাকে দেখতে) গেলাম এবং তার পিতামাতার কাছে পৌছে দেখলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের উভয়ের ব্যাপারে যেরূপ বর্ণনা করেছিলেন, তারা হুবহু সেরূপই। অতঃপর আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করলাম, তোমাদের কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল, ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমরা নিঃসন্তান ছিলাম, অতঃপর আমাদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যে কানা, বড় বড় দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চোখ ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা তাদের নিকট থেকে বের হয়ে দেখি যে, সে সন্তান একখানা চাদর মুড়া দিয়ে রৌদ্রের মধ্যে শুয়ে আছে এবং তা হতে গুনগুন শব্দ শুনা যাচ্ছে। তখন সে মাথা থেকে চাদর সরিয়ে বলল, তোমরা দু'জনে কি কথা বলেছ? আমরা প্রশ্ন করলাম, আমরা যা বলেছি তুমি তা শুনেছ? সে বলল, হ্যাঁ শুনেছি। আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রায় যায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। (তিরমিযী)[৩৪৭]

ব্যাখ্যা : (يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا) দাজ্জালের পিতা-মাতা ত্রিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তাদের কোন সন্তান জন্মাবে না। দাজ্জাল বলতে স্বয়ং দাজ্জাল হতে পারে, অথবা উক্ত ৩০ জন দাজ্জালের যে কোন একজন হতে পারে। যার বিবরণ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ) এরপর তার একজন পুত্র সন্তান হবে। সে হবে অন্ধ তথা জ্যোতিহীন চোখ বিশিষ্ট, বড় বড় মাড়ির দাঁতবিশিষ্ট, তার দ্বারা খুব কম উপকার পাওয়া যাবে। তার চক্ষু ঘুমাবে ঠিকই কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকবে। 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ সে ঘুমালেও তার কাছে শায়ত্বনী

---

[৩৪৭] য'ঈফ : তিরমিযী ২২৪৮, আবূ দাউদ ২০২, সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদ্'আন য'ঈফ।

Scanned by CamScanner

ওয়াস্ওয়াসার ধারাবাহিকতা জারি থাকবে, ফলে তার কুচক্রি চিন্তা-ভাবনা বন্ধ হবে না। যেমনিভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতের চিন্তায় বিভোর থাকায় ঘুমালেও তার মন জাগ্রত থাকত।

(ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ) অতঃপর নাবী ﷺ তার পিতা-মাতার বিবরণ আমাদেরকে পেশ করলেন। তার পিতা হবে দীর্ঘকায় শরীরে হালকা মাংসবিশিষ্ট তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের ন্যায় দীর্ঘ। আর তার মা হবে মোটাসোটা অথবা দীর্ঘদেহের অধিকারী বড় বড় স্তন বিশিষ্ট এবং লম্বা লম্বা হাতবিশিষ্ট তথা দেহের তুলনায় হাত দীর্ঘ হবে।

(مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ) সে সূর্যের আলোতে মাটিতে শায়িত অবস্থায় ছিল। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ সে মাটিতে শুয়েছিল। যেমনভাবে হাদীসে এই শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে। নাবী ﷺ বলেন,

إِنِّي عِنْدَ اللهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ.

অর্থাৎ আমি আল্লাহর কিতাবে শেষ নাবী হিসেবে তখনো লিখিত ছিলাম যখন আদাম আলায়হিস সালাম মাটিতে মিশে ছিল। (মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭১৬৩ : সহীহ লিগয়রিহী)

(وَلَهُ هَمْهَمَةٌ) আর তার ভিতর থেকে অস্পষ্ট কথার আওয়াজ বের হচ্ছিল। হামহামাহ্ বলা হয় ঘোড়ার দ্রুত চলার সময় আওয়াজের ন্যায় বুকের ভিতর কোন শব্দের প্রতিধ্বনি হওয়াকে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২৪৮)

٥٥٠٤ -[١١] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ وَلَدَتْ غُلَامًا مَمْسُوحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةً نَابُهُ فَأَشْفَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ يَكُونَ الدَّجَّالَ فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيفَةٍ يُهَمْهِمُ. فَآذَنَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا أَبُو الْقَاسِمِ فَخَرَجَ مِنَ الْقَطِيفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَهَا قَاتَلَهَا اللهُ؟ لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ" فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَتْ صَاحِبَهُ إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَإِلَّا يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ». فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُشْفِقًا أَنَّهُ هُوَ الدَّجَّالُ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৫৫০৪-[১১] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক সময় মাদীনার জনৈকা মহিলা এমন একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল, যার এক চোখ মোছানো, মাঢ়ির দাঁতগুলো মুখের বাহির পর্যন্ত লম্বা, তাতে রসূলুল্লাহ ﷺ আশঙ্কা করেছিলেন যে, হয়তো সে-ই দাজ্জাল। অতঃপর একদিন তিনি (ﷺ) তাকে দেখলেন, সে একখানা চাদর জড়িয়ে শুয়ে গুনগুন করছে, তখন তার মা তাকে ডেকে বলল, হে 'আবদুল্লাহ! এই যে আবুল ক্বাসিম ﷺ। তখন সে চাদরের ভিতর হতে বের হলো, এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ (বিরক্তির সুরে) বললেন, এ মহিলাটির কি হলো আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, যদি সে তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিত, তাহলে প্রকৃত অবস্থা উদঘাটিত হয়ে যেত। অতঃপর বর্ণনাকারী জাবির ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণিত হাদীসের মতো বর্ণনা করেন। তখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি সে প্রকৃত দাজ্জালই হয়, তবে তুমি তার হত্যাকারী নয়, বরং তার হত্যাকারী হলেন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম। আর যদি সে প্রকৃত দাজ্জালই না হয়, তাহলে এমন এক লোককে হত্যা করা তোমার

Scanned by CamScanner

অধিকার নেই, যে নিরাপত্তা চুক্তির আওতার রয়েছে। বর্ণনাকারী জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তখন থেকে এই আশঙ্কা করতেন যে, হয়তো সে (ইবনু সইয়্যাদ)-ই প্রকৃত দাজ্জাল। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৩৪৮]

ব্যাখ্যা : (فَأَشْفَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) রসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাতের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন এ কারণে যে, হয়তো সে দাজ্জাল হতে পারে। (যেহেতু দজ্জালের গুণাবলির সাথে ইবনু সইয়্যাদ-এর গুণাবলির মিল পাওয়া গেছে)

(فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُشْفِقًا أَنَّهُ هُوَ الدَّجَّالُ) রসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাতের ব্যাপারে সর্বদা ভীত থাকতেন এ কারণে যে, হয়তো ইবনু সইয়্যাদই দাজ্জাল হতে পারে। কতিপয় গবেষক এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, ইবনু সইয়্যাদ-এর কতিপয় গুণাবলি দাজ্জালের সাথে মিল ও অমিল থাকায় নাবী ﷺ তার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন এবং ধারণা করেছিল সে দাজ্জাল হতে পারে। এটা নাবী ﷺ-এর দাজ্জাল সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ জানার পূর্বের ঘটনা। যখন তিনি তামীম আদ্ দারী-এর ঘটনার মাধ্যমে সকলকে দাজ্জালের ফিতনাহ্ সম্পর্কে অবগত করলেন তখন তার উক্ত ধারণা দূরীভূত হয় যে, ইবনু সইয়্যাদ প্রকৃত দাজ্জাল নয়। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা একে আরো শক্তিশালী করে যে, তিনি ইবনু সইয়্যাদ-এর সাথে মাক্কার উদ্দেশে যাত্রা সঙ্গী হয়েছিলেন।

মূলত দাজ্জালের পিতা-মাতার গুণাবলির সাথে ইবনু সইয়্যাদ-এর পিতামাতার গুণাবলি মিলে যাওয়ার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় না যে, নিশ্চিতভাবে উভয়েই এক ব্যক্তি। এমনিভাবে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার পূর্বের কৃসম খাওয়া এবং রসূল ﷺ তার প্রতিবাদ না করার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সেই দাজ্জাল। কেননা এটা ছিল তার বাস্তব ঘটনা অবগত হওয়ার পূর্বের অবস্থা। তাই তিনি সে সময় উম্মাতের জন্য ভীত ছিলেন।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلُ الثَّالِثُ

আর এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই

(٥) بَابُ نُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ

অধ্যায়-৫ : 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর অবতরণ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥٠٥ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتّٰى لَا

---

[৩৪৮] হাসান : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩/৬০৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৯৯৮।

Scanned by CamScanner

يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ الْآيَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫০৫-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই ইবনু মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। তিনি (খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতীক) শূলী ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্‌ইয়াহ্ প্রথা রহিত করবেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না) এবং মাল-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কেউই তা ক্ববূল করবে না। সেই সময় একটি সাজদাহ্ দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। অতঃপর আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি তোমরা চাও (তবে প্রমাণ হিসেবে) এ আয়াতটি পাঠ কর- ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ "তাঁর ('ঈসা আলায়হিস সালাম-এর) ওফাতের পূর্বে প্রতিটি আহলে কিতাব তার উপরে ঈমান আনবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৫৯)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৯]

ব্যাখ্যা : (فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ) অতঃপর তিনি খ্রিষ্টানদের ক্রশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শারহুস্ সুন্নাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, তিনি খ্রিষ্টীয় মতবাদকে ধ্বংস করে দীনে হানীফের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

(وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ) এবং তিনি শুকর মেরে ফেলবেন। অর্থাৎ তিনি শুকর লালন পালন ও তা খাওয়া হারাম ঘোষণা করবেন এবং হত্যার নির্দেশ দিবেন।

শারহুস্ সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূলত শুকর সম্পূর্ণভাবে অপবিত্র। যেহেতু 'ঈসা আলায়হিস সালাম ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক শুকরকে মেরে ফেলতে বলবেন আর শারী'আতে উপকারী বস্তু ধ্বংস করা বৈধ নয়। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে, শুকর সম্পূর্ণভাবে হারাম হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের সাথে কখনো তা বৈধ হতে পারে।

(وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ) আর তিনি আহলে কিতাবের উপর থেকে জিয্‌ইয়াহ্ বা কর প্রথা উঠিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করবেন। মূলত সত্য দীন ছাড়া আর কেউ তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে না। অথবা তিনি তাদের ওপর থেকে জিয্‌ইয়াহ্ বা কর উঠিয়ে দিবেন এ কারণে যে, তখন তা গ্রহণ করার মত কোন লোক থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে সম্পদের প্রতি কারো লোভ থাকবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে হাদীসের পরবর্তী বাক্য (وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) অর্থাৎ সম্পদ এত অধিক হবে যে, তা কেউ গ্রহণ করবে না।

(حَتَّى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) এমনকি একটি সাজদাহ্ দেয়া দুনিয়া ও তার যাবতীয় বস্তুর চেয়ে উত্তম হবে। কেননা তাতে 'ইবাদাতের মাধ্যমে প্রশান্তি অর্জন নিহিত রয়েছে। এখানে সাজদাহ্ বলতে পরিপূর্ণ সলাতকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু সলাতের মধ্যে সাজদাহ্ও অন্তর্ভুক্ত। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাস্তবেই একটি সাজদার মূল্যায়ন এমনটি হবে। যেহেতু মানুষেরা আল্লাহর আদেশ পালনে অনুরাগী হবে এবং দুনিয়া থেকে বিরাগী হবে। তাই তাদের কাছে একটি সাজদাহ্ দুনিয়া ও তার যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম হবে।

---

[৩৪৯] সহীহ : বুখারী ৩৪৪৮, মুসলিম ২৪২-(১৫৫), সহীহুল জামি' ৭০৭৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৭৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৫৬৫।

Scanned by CamScanner

(ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾)

অতঃপর আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা চাইলে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পড়ে দেখ, আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, 'ঈসা আলায়হিস সালাম শেষ যামানায় এই দুনিয়ায় আগমন করবেন, যা রসূলের বাণীর সত্যায়নকারী সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর মৃত্যুর পূর্বেই তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন শুধু ইসলাম ধর্মই অবশিষ্ট থাকবে অন্য কোন ধর্ম থাকবে না। অথবা আয়াতের অর্থ এরূপও হতে পারে আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই প্রাণ হরণের পূর্বেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু তখন তার ঈমান কোনই কাজে আসবে না। অথবা প্রত্যেক আহলে কিতাবই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে কিন্তু তা কোনই কাজে আসবে না। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতই অধিক গ্রহণযোগ্য।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ৩৪৪৮; শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হা. ২৪২)

٥٥٠٦ -[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْعٰى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ».

৫৫০৬-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় ইবনু মারইয়াম সত্যপরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন। তিনি শূলী ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্ইয়াহ্ প্রথা রহিত করে দেবেন। লোকেরা জোয়ান জোয়ান তাজা-তাগড়া উষ্ট্রীসমূহ ছেড়ে দেবে, অথচ কেউই তার প্রতি গুরুত্ব দিবে না। মানুষের অন্তর হতে কার্পণ্য, হিংসা ও বিদ্বেষ সমূলে দূর হয়ে যাবে এবং 'ঈসা আলায়হিস সালাম মানুষদেরকে সম্পদ প্রদানের জন্য ডাকবেন, কিন্তু (প্রয়োজন না থাকায়) কেউই তা গ্রহণ করবে না। (মুসলিম)[৩০]

বুখারী ও মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে- তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন ইবনু মারইয়াম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে ইমাম হবেন। (অর্থাৎ 'ঈসা আলায়হিস সালাম হবেন শাসক, আর সলাতের ইমামতি করবেন মাহদী)

ব্যাখ্যা : (لَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصَ) যুবতী উটনীকে ছেড়ে দিবেন অর্থাৎ তার মাধ্যমে কোন কাজ করা হবে না। যেহেতু এ ধরনের উটনী আরো অধিক থাকবে অথবা এর অর্থ হচ্ছে উটের যাকাত গ্রহণ করা ও আদায় করার জন্য কাউকে নির্দেশ দিবেন না। যেহেতু গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না। অথবা উট দেখাশুনার জন্য সেগুলোর সাথে কোন রাখাল থাকবে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ এটাও হতে পারে, এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ করা ছেড়ে দিবে, যেহেতু তারা অভাবমুক্ত হবে।

---

[৩০] সহীহ : মুসলিম ২৪৩-(১৫৫), আবূ দাউদ ১০৪০৯, আবূ ইয়া'লা ৬৫৮৪।

Scanned by CamScanner

(وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ) তাদের মধ্যে থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। ফলে কোন শত্রুতা থাকবে না। কেননা দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসার কারণেই এগুলো হয়ে থাকে, যেহেতু অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থাকবে না, তাই হিংসা-বিদ্বেষ বিতাড়িত হবে।

«كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ» তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হবেন, অথচ তোমাদের মাঝে ইমাম (মাহদী) বিদ্যমান থাকবেন।

অত্র হাদীসাংশে إِمَامُكُمْ مِنْكُم বলতে বুঝাচ্ছে, তোমাদের মধ্য থেকেই হবেন না 'ঈসা আলায়হিস সালাম। কেননা তিনি খলীফাহ্ বা প্রতিনিধি হিসেবে আসবেন। অথবা, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে, 'ঈসা আলায়হিস সালাম নাবী ﷺ-এর উম্মাত হিসেবে আবির্ভূত হবেন না, বরং তার উম্মাতের সমর্থনকারী হিসেবে ও সহযোগী হিসেবে আসবেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : إِمَامُكُمْ শব্দে كُم সর্বনাম দ্বারা 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'ঈসা আলায়হিস সালাম তোমাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে সলাতের ইমামতি করবেন। অথবা এটাও হতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ইমামের মাধ্যমে সম্মানিত হবে। এমতাবস্থায় তোমাদের মাঝে 'ঈসা আলায়হিস সালাম অবতরণ করবেন তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? তখন 'ঈসা আলায়হিস সালাম তোমাদের দীনের সম্মানে তোমাদের ইমামের পিছনে সলাতের ইকতিদা করবেন। এর প্রমাণ হচ্ছে পরবর্তী আগত হাদীস। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আবূ যার আল হারাবী বলেন, যাওবাকী (রহিমাহুল্লাহ) কতিপয় পূর্বসুরী 'আলিম থেকে বর্ণনা করেন, إِمَامُكُمْ مِنْكُم এর অর্থ হচ্ছে 'ঈসা আলায়হিস সালাম কুরআন দ্বারা ফায়সালা করবেন ইঞ্জীল দিয়ে নয়।

ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : إِمَامُكُمْ مِنْكُم এর অর্থ হচ্ছে, শারী'আতে মুহাম্মাদী ক্বিয়ামাত পর্যন্ত জারি থাকবে এবং প্রত্যেক যুগে কতিপয় বিচক্ষণ 'আলিম থাকবে। এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, 'ঈসা আলায়হিস সালাম অবতীর্ণ হলে তিনি ইমাম হবেন। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তিনি ইমাম হবেন, তাহলে এর অর্থ হলো তিনি তোমাদের জামা'আতের একজন হবেন।

'আল্লামাহ্ ইবনু জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি 'ঈসা আলায়হিস সালাম এসে ইমামতি করেন তাহলে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, তিনি কি নতুন কোন ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে আসবেন, নাকি প্রতিনিধি হিসেবে আসবেন? তাই তিনি মুক্তাদী হিসেবে মাসজিদে সলাত আদায় করবেন। যাতে নাবী ﷺ-এর বাণী- لَا نَبِيَّ بَعْدِي আমার পরে আর কোন নাবী আসবেন না– এ কথার প্রতি কোন সন্দেহের দাগ না লাগে।

ক্বিয়ামাতের পূর্বে 'ঈসা আলায়হিস সালাম আগমন করে ইমামের পিছনে ইক্তিদা করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর জমিনে কোন সময় নেতৃত্বশূন্য থাকবে না। আল্লাহই সর্বাধিক ভালো জানেন।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হা. ৩৪৪৯)

৫৫০৭-[৩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». قَالَ: "فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Scanned by CamScanner

৫৫০৭-[৩] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের একদল লোক সত্যের উপর দৃঢ় থেকে (বাতিলের বিরুদ্ধে) বিজয়ীরূপে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করবেন। সে সময়ের লোকেদের আমীর বা নেতা (ইমাম মাহদী) তাকে বলবেন, আপনি এদিকে আসুন এবং লোকেদেরকে সলাত আদায় করিয়ে দিন। তিনি বলবেন না; বরং তোমরা একে অপরের ইমাম। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতকে মর্যাদা দান করেছেন। (মুসলিম)[৩৫১]

ব্যাখ্যা : (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ) সঠিক পন্থা অবলম্বন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অথবা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

ظَاهِرِينَ শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করবে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ "সাবধান, নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয় লাভ করবে।"

(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৫৬)

(فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا) 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম ক্বিয়ামাতের পূর্বে অবতরণ করবেন। তখন তাদের (মুসলিমদের) আমীর বলবেন, আসুন, সলাতের ইমামতি করুন। কেননা, ইমামের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি সবচেয়ে উত্তম। আর আপনি হলেন নাবী। আপনিই উপযুক্ত। তখন তিনি বলবেন, না আমি ইমাম হব না, কেননা এর দ্বারা মানুষ ধারণা করবে তোমাদের ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। অথবা, তিনি ইমামতি করবে না, যেহেতু তোমাদের ইমামের জন্য ইক্বামাত দেয়া হয়েছে। তাই তিনিই ইমামের জন্যে উত্তম ব্যক্তি। প্রথম মতটিই সঠিক। হাদীসের পরবর্তী বাক্যে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় :

(إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ) নিশ্চয় তোমাদের কতকের ওপর কতককে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণার্থে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে। আর আমার ওপর দায়িত্ব হলো ঐ আমীরকে সহায়তা করা।

(تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ) এই উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মানিত করার জন্য।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহর বিধান হলো মুসলিমদের ইমাম হবেন তাদেরই একজন এবং তাদের আমীর হবেন তাদের অপরজন তাদের সম্মানের জন্য ও তাদের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২২৯)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِيْ

আর এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই

---

[৩৫১] সহীহ : মুসলিম ২৪৭-(১৫৬) মুসনাদে আহমাদ ২৪৮৪, আবূ দাউদ ২২৪৫, সহীহুল জামি' ৭২৯৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯৬০, মুসনাদে আহমাদ ১৪৭৬২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮১৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৬৪৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯০৭৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৯২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৩৪৯।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٠٨ -[٤] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيْ فِيْ قَبْرِيْ فَأَقُوْمُ أَنَا وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ». رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيْ كِتَابِ الْوَفَاءِ

৫৫০৮-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'ঈসা ইবনু মারইয়াম 'আলায়হিস্ সালাম জমিনে অবতরণ করবেন, এরপর তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানাদিও জন্মিবে এবং তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করবেন। তাঁকে আমার সাথে আমার ক্ববরের সাথে দাফন করা হবে। ক্বিয়ামাতের দিন আমি ও 'ঈসা ইবনু মারইয়াম একই ক্ববরস্থান থেকে আবূ বাক্‌র ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মধ্যখান হতে উত্থিত হব। (ইবনু জাওযী তাঁর "আল ওয়াফা" গ্রন্থে)[৩৫২]

ব্যাখ্যা : (يَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ) 'ঈসা 'আলায়হিস্ সালাম দুনিয়ায় আগমন করে বিয়ে করবেন ও তার সন্তান হবে এবং ৪৫ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন।

এ হাদীস বাহ্যিকভাবে তাদের মতের বিপক্ষে যাচ্ছে। যারা বলেন, 'ঈসা 'আলায়হিস্ সালাম-কে ৩৩ (তেত্রিশ) বছর বয়সে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি দুনিয়ায় এসে সাত বছর অবস্থান করবেন। ফলে তার মোট বয়স হবে ৪০ বছর। তার সাত বছর অবস্থান সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে হাদীস রয়েছে।

অতএব উভয় বর্ণনার সমন্বয় হচ্ছে সহীহ হাদীসে বর্ণিত রিওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে অথবা ৫ বছরকে পূর্ণসংখ্যা না হওয়ার কারণে গণনায় ধরা হয়নি।

(ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيْ فِيْ قَبْرِيْ) অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাকে আমার ক্ববরস্থানে দাফন করা হবে। হাদীসে আমার ক্ববরে দাফন করা হবে বলা হয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে, তাকে রসূল ﷺ-এর পার্শ্বে দাফন করা হবে। যেন তাদের দু'জনের ক্ববর একটাই। ক্বিয়ামাতের দিন আমি ও 'ঈসা 'আলায়হিস্ সালাম একই ক্ববরস্থান থেকে উঠব আর আমাদের দুই পাশে দু'জন সহাবী আবূ বাক্‌র ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থাকবেন। আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু থাকবে ডানে আর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থাকবে বামে। আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে একটি ক্ব্‌র খালি আছে।

মিরক্বাত ভাষ্যকার বলেন, আর উক্ত জায়গাটি হবে 'ঈসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর ক্ববরস্থান। রসূল ﷺ ও আবূ বাক্‌র-এর মাঝে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৫২] মুনকার : আল 'ইলালুল মুতানাহিয়াহ্ ১৫২৯, কারণ 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আন্'উম আল ইফরীক্বী য'ঈফ। য'ঈফাহ্ ৬৫৬২।

Scanned by CamScanner

(٦) بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ

অধ্যায়-৬ : ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়া এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল তখন হতেই তার ক্বিয়ামাত সংঘটিত হয়ে গেল

ক্বিয়ামাতকে السَّاعَةِ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেহেতু তা হঠাৎ সংঘটিত হবে। আর তা মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হবে যদিও তা দীর্ঘসময় ধরে হওয়া সম্ভব। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, السَّاعَةِ দ্বারা সময়ের একটি অংশকে বুঝায় এবং ক্বিয়ামাত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর কিতাব ও রসূল ﷺ-এর সুন্নাতে শব্দটি তিনটি প্রকারে বিভক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত الْكُبْرٰى ক্বিয়ামাতে কুবরা বলতে সমস্ত মানুষকে হিসাবের জন্য পুরুত্থান করাকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত الْوُسْطٰى বা মধ্যম ক্বিয়ামাত বলতে শিঙ্গা ফুঁৎকারের মাধ্যমে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে এবং الصُّغْرٰى বা ছোট ক্বিয়ামাত বলতে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

তাই ক্বিয়ামাত বলতে উক্ত তিন প্রকারকে বুঝানো হয়েছে অথবা শুধু মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর সর্বাধিক ভালো জানেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥٠٩ -[١] عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ». قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهٖ كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَلَا أَدْرِيْ أَذَكَرَهٗ عَنْ أَنَسٍ أَوْ قَالَهٗ قَتَادَةُ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫০৯-[১] শু'বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে, তিনি আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ও ক্বিয়ামাত এ দু'টি অঙ্গুলির মতো প্রেরিত হয়েছি। শু'বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ক্বতাদাহ্-কে বলতে শুনেছি, তিনি এ হাদীসটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যেমন মধ্যমা ও তর্জনী (শাহাদাত) অঙ্গুলির মাঝে একটি অন্যটি হতে কিছু বর্ধিত। অতঃপর শু'বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বলতে পারি না, এ ব্যাখ্যাটি কি ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) আনাস رضي الله عنه হতে শুনে বলেছেন, নাকি ক্বতাদাহ্ নিজেই বলেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫৩]

ব্যাখ্যা : «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» আমি প্রেরিত হয়েছি এবং ক্বিয়ামাত হাতের দুই আঙ্গুলের ন্যায় কাছাকাছি সময়ে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার দুনিয়ার আগমন এবং ক্বিয়ামাত সংঘটিত

---

[৩৫৩] সহীহ : বুখারী ৬৫০৪, মুসলিম ৪৩-(৮৬৭), তিরমিযী ২২১৪, নাসায়ী ১৫৭৮, ইবনু মাজাহ ৪৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৫০, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৭৭১, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১১৬৬, মুসনাদে বায্যার ৪২৯৪, মুসনাদে আহমাদ ২১০৮১, আবূ ইয়া'লা ৩১৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ১০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৭৮৬, দারিমী ২৭৫৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৮৫৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৯৬৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬০০৮।

Scanned by CamScanner

হওয়ার ব্যবধান খুবই কাছাকাছি। যেমন হাতের দুই আঙ্গুলের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান। অর্থাৎ শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যে যতটুকু ব্যবধান ততটুকু।

অথবা এর মর্ম হচ্ছে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব এবং ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার দাবী করার মাঝে কোন ব্যবধান নেই। যেমন হাতের দুই আঙ্গুলের মঝে কোন কিছুর ব্যবধান নেই।

মির্‌ক্বাত ভাষ্যকার আরেকটি মতামত দিয়েছেন, আর তা হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শারী'আত ক্বিয়ামাতের সাথে সংলগ্ন। ক্বিয়ামাতের পূর্বে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন শারী'আত দ্বারা পৃথক করা হবে না।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৫০৫)

٥٥١٠ -[٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫১০-[২] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (নাবী ﷺ বলেছেন) মৃত্যুর একমাস পূর্বে বলেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন করছ ক্বিয়ামাত কখন হবে? অথচ তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! বর্তমানে এই ভূপৃষ্ঠে যে ব্যক্তিই বেঁচে আছে, একশত বছর অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউই জীবিত থাকবে না। (মুসলিম)[৩৫৪]

ব্যাখ্যা : (أُقْسِمُ بِاللهِ) আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা আমাকে ক্বিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? এর জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর আমি যা জানি তা হচ্ছে ক্বিয়ামাতে সুগরা। এরপর তিনি বলেন, (مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ) অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে এখন বসবাস করছে একশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের একটি প্রাণীও জীবিত থাকবে না। এর মাধ্যমে নাবী ﷺ তার সহাবীদের উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ সহাবীদের কেউ বেঁচে থাকবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলেছেন। যদিও কয়েকজন সহাবী জীবিত ছিলেন। যেমন, আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه এবং সালমান رضي الله عنه। সবচেয়ে সঠিক কথা হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীস বর্ণনার পর থেকে ১০০ বছর পর কোন সহাবী আর বেঁচে থাকবে না। বাস্তবেও তাই হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥١١ -[٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫১১-[৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আজ যারা ভূপৃষ্ঠে বেঁচে আছে, একশত বছর অতিবাহিত হতেই তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। (মুসলিম)[৩৫৫]

---

[৩৫৪] সহীহ : মুসলিম ২১৮-(২৫৩৮), মুসনাদে আহমাদ ১৪৫৩৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৯৮৭, আল আদাবুল মুফরাদ ৯৬১।

[৩৫৫] সহীহ : মুসলিম ২১৯-(২৫৩৯), সহীহুল জামি' ৫৭৯৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৫৬০, মুসনাদে আহমাদ ১৪৪৯১, আবূ ইয়া'লা ২৭৫৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৯৮৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৭৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২২১০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫২২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ -এর সময়কাল থেকে পরবর্তী একশত বছর পর পৃথিবীতে কোন সহাবী অবশিষ্ট থাকবে না। এর অর্থ এটা নয় যে, কোন মানুষই বেঁচে থাকবে না।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ৬৫৫০)

٥٥١٢ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ عَنِ السَّاعَةِ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلٰى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هٰذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتّٰى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫১২-[৪] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক বেদুঈন লোকই নাবী -এর নিকট এসে প্রশ্ন করত, ক্বিয়ামাত কখন হবে? তখন তিনি () তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বলতেন, এই বালকটি যদি জীবিত থাকে, তবে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই তোমাদের ওপর ক্বিয়ামাত ঘটে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫৬]

ব্যাখ্যা : (يَسْأَلُونَهُ عَنِ السَّاعَةِ) রসূলুল্লাহ -এর নিকট প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোকজন এসে ক্বিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। একদিন নাবী তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এই ব্যক্তি যদি বেঁচে থাকে, তার বার্ধক্যকাল পৌছার আগেই তোমাদের ওপর ক্বিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে। তথা ক্বিয়ামাত সুগরা বা ছোট ক্বিয়ামাত হবে। এর অর্থ হচ্ছে রসূল -এর এই বক্তব্যের ১০০ বছর উপস্থিত সকলের মৃত্যু হবে অথবা অধিকাংশের মৃত্যু হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৫১১)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥١٣ -[٥] عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ فِيْ نَفَسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هٰذِهٖ هٰذِهٖ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৫১৩-[৫] মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ নাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি () বলেছেন : আমি ক্বিয়ামাতের (সময়ের) শুরুতেই প্রেরিত হয়েছি। অবশ্য আমি তা হতে এতটুকু পরিমাণ আগে আগমন করছি, যে পরিমাণ এ অঙ্গুলি ঐ অঙ্গুলি হতে বেড়ে রয়েছে। এ কথা বলে তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (তিরমিযী)[৩৫৭]

ব্যাখ্যা : (بُعِثْتُ فِيْ نَفَسِ السَّاعَةِ) অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের আত্মপ্রকাশের অতি নিকটতম সময়ে আমি আবির্ভূত হয়েছি। তথা ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার প্রথম লক্ষণ হলো নাবী -এর নুবুওয়্যাত লাভের

---

[৩৫৬] সহীহ : বুখারী ৬৫১১, মুসলিম ১৩৬-(২৯৫২), সহীহুল জামি' ১৪৪৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৯৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৫৫৯, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১২৯৬, মুসনাদে বায্যার ৬৭৭২, মুসনাদে আহমাদ ১৩৪১০, আবূ ইয়া'লা ২৭৫৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৫।

[৩৫৭] য'ঈফ : তিরমিযী ২২১৩, য'ঈফুল জামি' ৬০৮৯, মুসনাদে বায্যার ৩৪৬২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭১১৭; কারণ মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ শক্তিশালী নয়, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/১৫১।

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে দুনিয়ার আগমন করা। এটা 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য। আর মিরক্বাতের ভাষ্যও তাই।

(فَسَبَقْتُهَا) আমি ক্বিয়ামাতের অগ্রগামী হয়েছি যেমনভাবে তর্জনী মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রগামী হয়েছে। অর্থাৎ তর্জনী যেমন মধ্যমা আঙ্গুলের পাশে মিলে রয়েছে এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল থেকে একটু দূরত্বে রয়েছে তেমনি আমি ও ক্বিয়ামাত পাশাপাশি এসেছি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২২১৩)

٥٥١٤ ـ[٦] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنِّيْ لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِيْ عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ». قِيلَ لِسَعْدٍ: وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ؟ قَالَ: خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৫১৪-[৬] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন : আমি আশাবাদী যে, আমার উম্মাত তাদের প্রভুর কাছে এত অসহায় নয় যে, তিনি তাদেরকে অর্ধ দিনেরও অবকাশ দেবেন না। সা'দ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, সেই অর্ধ দিনের পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বললেন, পাঁচশত বছর। (আবূ দাউদ)[৩৫৮]

ব্যাখ্যা : «إِنِّيْ لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِيْ عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ» আমি আশা করি আমার সম্পদশালী উম্মাতেরা হিসাবের জন্য ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হবে না। তাদের প্রভুর নিকট। আমার সম্পদশালী উম্মাতগণ দরিদ্র উম্মাতের সাথে জান্নাতে মিলিত হতে অর্ধ দিবস তথা ক্বিয়ামাতের অর্ধ দিবস পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে। হাদীসের বর্ণনাকারী সা'দ ইবনু আবূ ওয়াককাস-কে জিজ্ঞেস করা হলো, অর্ধ দিবস সময় কতটুকু? তিনি উত্তর দিলেন ৫০০ বছর। বর্ণনাকারী অর্ধ দিবসের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেছেন,

﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾

"নিশ্চয় তোমার প্রভুর নিকট একদিনের পরিমাণ হলো তোমাদের পার্থিব গণনায় এক হাজার বছর সমপরিমাণ"– (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৪৭)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হা. ৪৩৪২)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥١٥ ـ[٧] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلٰى آخِرِهِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِيْ آخِرِهِ فَيُوشِكُ ذٰلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৫১৫-[৭] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এ দুনিয়ার স্থায়িত্বের উপমা হলো একটি কাপড়ের ন্যায় যা একপ্রান্ত হতে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে সামান্য কিছু অংশ ছাড়া, আর ওই অবশিষ্টাংশটুকুও অচিরেই ছিঁড়ে যাবে। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৩৫৯]

---

[৩৫৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩৫০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৪৩, সহীহুল জামি' ১৮১১, ২৪৮১, মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৫।

[৩৫৯] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ১০২৪০, য'ঈফুল জামি' ৫২৫১। কারণ ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল 'আত্ত্বা য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ১৯৭০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (مَثَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهٖ إِلٰى آخِرِهٖ) এই দুনিয়ার উদাহরণ একটি কাপড়ের ন্যায় যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেটে দুই টুকরা করা হয়েছে। শুধু একটি সুতার সাথে ঝুলে আছে। অচিরেই ঐ সুতাও ছিড়ে যাবে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন খুবই কম সময়ের জন্য। যা দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। এরপরই আসবে আখিরাতের জীবন যা হবে চিরস্থায়ী। তথায় কেউ সৌভাগ্যবান হবে আবার কেউ হবে হতভাগা।
(মিরকাতুল মাফাতীহ)

(٧) بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلٰى شِرَارِ النَّاسِ

অধ্যায়-৭ : নিকৃষ্ট লোকেদের ওপরেই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥١٦ -[١] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اَللّٰهُ اَللّٰهُ".
وَفِيْ رِوَايَةٍ: "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى أَحَدٍ يَقُوْلُ: اَللّٰهُ اَللّٰهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫১৬-[১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাত তখনই সংঘটিত হবে, যখন জমিনের মধ্যে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মতো কেউ থাকবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে- এমন কোন লোকের ওপরে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলেছে। (মুসলিম)[৩৬০]

ব্যাখ্যা : "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اَللّٰهُ اَللّٰهُ" পৃথিবীতে আল্লাহর যিক্র বলা মানুষ থাকা অবস্থায় ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না।

হাদীসে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দ দু'টি তাগিদ বুঝানোর জন্য দ্বিত্ত করে আনা হয়েছে। অথবা শব্দটি দু'বার আনার মাধ্যমে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র বুঝানো হয়েছে। অথবা এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট অথবা তিনিই আমার মা'বূদ।

ভাষ্যকার বলেন, اَللّٰهُ শব্দটিতে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে আল্লাহই 'ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র মা'বূদ, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নন। আর যদি যবর দিয়ে পড়া হয় তখন অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার 'ইবাদাত কর। অতএব এই মতে হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পৃথিবীতে মুসলিম অবশিষ্ট থাকবে এবং মানুষকে আল্লাহ থেকে সতর্ক করবে। অথবা, যখন আল্লাহর যিক্র করার কেউ থাকবে না তখন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার হিকমাত বাকী থাকবে না। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবী অবশিষ্ট রয়েছে সৎকর্মপরায়ণ 'আলিম ও নেক বান্দা ও মু'মিনদের বদৌলতে। অপর এক বর্ণনা মতে, আল্লাহ বলা কারো ওপর ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ২য় খণ্ড, হা. ২৩৪)

---

[৩৬০] সহীহ : মুসলিম ২৩৪-(১৪৮), তিরমিযী ২২০৭, সহীহুল জামি' ৭৪২০, মুসনাদে আহমাদ ১২০৬২, আবূ ইয়া'লা ৩৫২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৪৯, শু'আবুল ঈমান ৫২৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫১১।

Scanned by CamScanner

٥٥١٧ -[٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلٰى شِرَارِ الْخَلْقِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫১৭-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নিকৃষ্ট মানুষের ওপরই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। (মুসলিম)[৩৬১]

ব্যাখ্যা : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلٰى شِرَارِ الْخَلْقِ» ক্বিয়ামাত শুধুমাত্র সৃষ্টির দুষ্ট প্রকৃতির তথা অবাধ্য কাফিরদের ওপর সংঘটিত হবে। অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের পূর্বে ইয়ামান থেকে এক প্রকার হাওয়া এসে মু'মিনদের মৃত্যু হবে। শুধু অবাধ্য পাপী বান্দারা অবশিষ্ট থাকবে। আর তখনই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে।

যদি বলা হয় এই হাদীসটি পূর্বে উল্লেখিত হাদীস, "আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।" এর সাথে সাংঘর্ষিক। তাহলে এর উত্তরে বলব, উক্ত হাদীসটি ব্যাপক অর্থে যুগের চাহিদা অনুপাতে প্রযোজ্য। আর এই অধ্যায়ের হাদীসটি বিশেষ করে ক্বিয়ামাতের পূর্ব মুহূর্তের জন্য খাস। অতএব কোন বৈপরীত্য নেই।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ইবনু মাজাহ্ ৩য় খণ্ড, হা. ৪০৩৯)

٥٥١٨ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ». وَذُو الْخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫১৮-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 'যুল খলাসাহ্' মূর্তির নিকট দাওস গোত্রের একটি মূর্তি ছিল, জাহিলী যুগে তারা এটার উপাসনা করত। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬২]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ) অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দাওস গোত্রের মহিলারা তাদের নিতম্ব যুল খলাসাহ্ মূর্তির নিকট হেলিয়ে দুলিয়ে পূজা করবে। হাদীসে বর্ণিত تَضْطَرِبَ অর্থ تَتَحَرَّكَ হেলে দুলে চলা, নিতম্বের মাংসের এক অংশ অপর অংশের সাথে ঘর্ষণ লাগা।

أَلَيَاتُ নিতম্বের উপর ফুলে থাকা মাংস খণ্ড। কেউ কেউ বলেন, পিঠের নিম্নাংশ ও রানের উপরের অংশে জমে থাকা মাংস, যার উপর ভর করে বসা হয়।

(أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ) অর্থ দ্বারা দাওস মহিলারা মুরতাদ হয়ে মূর্তির চতুর্দিকে ত্বওয়াফ করবে।

(ذِي الْخَلَصَةِ) দাওসের প্রধান মূর্তি যাকে জাহিলী যুগে মুশরিকরা পূজা করত।

অথবা (ذِي الْخَلَصَةِ) হলো ইয়ামান দেশের নির্মিত কা'বাহ্ ঘর, রসূল (ﷺ) জারির ইবনু 'আবদুল্লাহ-কে প্রেরণ করে তা ধ্বংস করেন।

হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে : তারা মূর্তিপূজার মাধ্যমে জাহিলী যুগের দিকে ফিরে যাবে। যেভাবে দাওস গোত্রের মহিলারা যুল খলাসাহ্ মূর্তির চতুর্দিকে নিতম্ব হেলিয়ে দুলিয়ে নৃত্য প্রদর্শন করে পূজা করত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হা. ৭১১৬; শারহুন্ নাবাবী ১৮শ খণ্ড, হা. ২৯০৬)

---

[৩৬১] সহীহ : মুসলিম ১৭৬-(১৯২৪), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৩৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪০৯।

[৩৬২] সহীহ : বুখারী ৭১১৬, মুসলিম ৫১-(২৯০৬), সহীহুল জামি' ৭৪১০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭২৪৬, মুসনাদে বায্যার ৭৭৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৭৬৬৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৪৯।

Scanned by CamScanner

٥٥١٩ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى يُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزّٰى». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أَنَّ ذٰلِكَ تَامًّا. قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتُوُفِّيَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقٰى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلٰى دِيْنِ آبَائِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫১৯-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, লাত ও 'উয্যা এ মূর্তিদ্বয়ের উপাসনা না করা পর্যন্ত দিন ও রাত্র শেষ হবে না (অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের পূর্বে আবার লাত ও 'উয্যা মূর্তির পূজা করা হবে)। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার ধারণা ছিল, যখন আল্লাহ তা'আলা ﴿هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ "তিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত আর সঠিক দীনসহ পাঠিয়েছেন যাবতীয় দীনের উপর একে বিজয়ী করার জন্য যদিও মুশরিকগণ অপছন্দ করে"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৩); আয়াতটি নাযিল করেছেন, তখন মূর্তিপূজার দিন শেষ হয়ে গেছে। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, যতদিন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, ততদিন এ অবস্থায় থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি সুগন্ধময় বাতাস প্রেরণ করত, তাতে ঐ সকল লোকেদের মৃত্যু ঘটবে যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে। অতঃপর কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে। অতঃপর কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে না। তখন তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের দিকে ফিরে যাবে। (মুসলিম)[৩৬৩]

ব্যাখ্যা : «لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى يُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزّٰى» রাত ও দিন অতিবাহিত হবে না তথা ক্বিয়ামাত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না লাত এবং 'উয্যার 'ইবাদাত করা হবে। লাত হলো সাক্বিফ গোত্রের মূর্তি এবং 'উয্যা হলো গাত্বফান গোত্রের মূর্তি।

(أَنَّ ذٰلِكَ تَامًّا) আমি ধারণা করেছি যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রেরণের মাধ্যমে মূর্তির 'ইবাদাত চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আর তা ফিরে আসবে না।

(إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ক্বিয়ামাতের পূর্বে আল্লাহ যতদিন চান মূর্তিপূজা আবার ফিরে আসবে। আর তখন আল্লাহ তা'আলা সুঘ্রাণযুক্ত এক প্রকার বায়ু প্রেরণ করবেন, ফলে যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করবে। শুধু তারাই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যারা পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাবে ও শির্‌কে লিপ্ত হবে। আর তাদের ওপরই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে।

(لَا خَيْرَ فِيهِ) যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই অর্থাৎ ইসলাম থাকবে না, ঈমান থাকবে না, কুরআন থাকবে না, হাজ্জ থাকবে না, ইসলামের অপর রুকনও থাকবে না, ভালো ভালো 'আলিমও থাকবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৬৩] সহীহ : মুসলিম ৫২-(২৯০৭), তিরমিযী ২২২৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৪১, মুসনাদে আহমাদ ৮৩৪৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৯১।

Scanned by CamScanner

٥٥٢٠ -[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ» لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ عَامًا «فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ فِي النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ» قَالَ: "فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا" قَالَ: "وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ فَيَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ. فَيُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ. فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ". قَالَ: «فَذٰلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَذُكِرَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ» فِي «بَابِ التَّوْبَةِ».

৫৫২০-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাজ্জাল বের হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জানি না তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বছর এটার কোনটি বলেছেন? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম-কে পাঠাবেন। দেখতে তিনি 'উরওয়াহ্ ইবনু মাস্'উদ-এর মতো। তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। তিনি ('ঈসা আলায়হিস সালাম) সাত বছর এ জমিনে অবস্থান করবেন, সেই যুগে দু'জন লোকের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক থেকে একটি ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন, উক্ত বায়ু ভূপৃষ্ঠে এমন একজন লোককেও জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে অণু-কণা পরিমাণ পুণ্য বা ঈমান থাকবে। যদি সে সময় তোমাদের কেউ পাহাড়ের ভিতরেও আত্মগোপন করে, উক্ত বাতাস সেখানে প্রবেশ করেও তার রূহ কবয করবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অতঃপর কেবলমাত্র নিকৃষ্ট ফাসিক্ব ও খারাপ লোকগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। তারা নিষ্ঠুর পাখিদের মতো দ্রুতগামী এবং খুন-খারাবিতে হিংস্র জন্তুর ন্যায় নিষ্ঠুর হবে। ভালো-মন্দ তারতম্য করার কোন যোগ্যতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। তখন শায়ত্বন একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের কাছে এসে বলবে, তোমাদের ডাকে কী সাড়া দিব না? তখন লোকেরা বলবে, আচ্ছা তুমিই বল আমাদের কি করা উচিত। অতঃপর শায়ত্বন তাদেরকে মূর্তিপূজায় আদেশ করবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করতে থাকবে। অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যে লোকই উক্ত আওয়াজ শুনবে, সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক-সেদিক মাথা ঘুরাতে

Scanned by CamScanner

থাকবে। তিনি (ﷺ) বললেন, সর্বপ্রথম উক্ত আওয়াজ সেই লোকই শুনতে পাবে, যে তার উটের জন্য পানির হাওয মেরামত কার্যে রত। সে তখন ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুয়াশার মতো খুব হালকা ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তাতে ঐ সকল দেহগুলো সজীব হয়ে উঠবে, যেগুলো ক্ববরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে রয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াবে। অতঃপর ঘোষণা দেয়া হবে, হে লোকসকল! তোমরা দ্রুত তোমাদের প্রভুর দিকে ছুটে আসো। (ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে) ঐখানে তাদেরকে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। অতঃপর মালায়িকাহ্- (কেফেরেশতাদেরকে) বলা হবে, ঐ সকল লোকেদেরকে বের কর যারা জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে। তখন মালায়িকাহ্ বল বেন, কতজন থেকে কতজন বের করব? বলা হয়, প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলার পর তিনি (ﷺ) বললেন, এটা সেদিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে- يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا 'সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে।' (অর্থাৎ সেদিনের বিভীষিকায় শিশুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ 'সেদিন বিরাট সংকটময় অবস্থায় প্রকাশ পাবে।' (মুসলিম)[৩৬৪]

মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ» পূর্বে 'তাওবার' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ» দাজ্জাল বের হয়ে ৪০ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ এর কোন ব্যাখ্যা দেননি। হয়তো ৪০ দিন হবে না হয় মাস আর তা না হলে বছর হতে পারে। এই তিনটির কোন একটি নাবী ﷺ উদ্দেশ্য করেছেন।

(فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ) অতঃপর নিকৃষ্ট মানুষেরাই বেঁচে থাকবে দোদুল্যমান অবস্থায়। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, خِفَّةِ الطَّيْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সামান্য সন্দেহ হলেই দোদুল্যমান ও উৎকণ্ঠায় থাকবে। মন্দ বা খারাপ লোকেদের তুলনা দিতে গিয়ে এই উদাহরণ দেয়ার কারণ হলো তারা তাদের মধ্যে প্রশান্তি ও স্থিরতায় থাকবে না। তারা পাখির মতো বিচরণ করতে থাকবে সংশয়ে, পাচার ও বিপর্য সৃষ্টিতে।

(وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ) তারা পশুর ন্যায় জ্ঞানশূন্য থাকবে। তাদের মধ্যে কোন ধৈর্য পরিলক্ষিত হবে না। সর্বদা রাগান্বিত থাকবে এবং দয়ামায়া কম থাকবে।

(لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا) তারা কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি মন্দ কিছুই বুঝবে না। ফলে তাদের কর্মে উলটপালট দেখা দিবে।

(فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ) অতঃপর শায়ত্বন মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে তাদের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা শায়ত্বন মানুষের কথা পবিত্র কুরআনে বলেছেন এভাবে,

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ "এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর নিকট মানুষ এবং জিন্ শায়ত্বনকে শত্রু হিসেবে পাঠিয়েছি।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১১২)

(فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ) অতঃপর শায়ত্বন তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় হিসেবে মূর্তিপূজার প্রতি আদেশ করে বলবে, আল্লাহর কাছে 'আমাল পৌছাতে হলে এই মূর্তিগুলোয় ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ "আমরা তো তাদের 'ইবাদাত করি এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য পৌছিয়ে দিবে।"

(সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৩)

---

[৩৬৪] সহীহ : মুসলিম ১১৬-(১৯৪০), মুসনাদে আহমাদ ৬৫৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৫৩, দারিমী ১৪১৭।

Scanned by CamScanner

তারা আরো বলেন, ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ﴾ "এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" (সূরাহ্ ইউনুস ১২ : ১৮)

(فَيُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ) অতঃপর মালায়িকারকে (ফেরেশতাদেরকে) উদ্দেশ্য করে বলা হবে, সমস্ত মানুষের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা করে ফেল। তখন সম্বোধিত মালাক জিজ্ঞেস করবে কত জন?

(فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ) তখন বলা হবে প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বইজনকে আলাদা করে ফেল। যারা তাদের কৃতকর্মের দ্বারা জাহান্নামকে আবশ্যক করে নিয়েছে।

সম্ভবত এরা হবে কাফির। যারা বিনা হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেথায় চিরদিন অবস্থান করবে। অথবা, যারা অপরাধের কারণে জাহান্নামী হবে এবং শাস্তির পরিমাণ অনুযায়ী তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে অধিক অবগত।

(فَذٰلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا) সেই সময়টি এতই ভয়ানক হবে যে, শিশু বাচ্চারা ঐ অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হবে। يَوْمَ শব্দটি যবরযুক্ত পড়তে হবে। যেহেতু পবিত্র কুরআনে এভাবেই ব্যবহার হয়েছে।

(يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا) এমনিভাবে পরবর্তী يَوْمَ শব্দার্থও যবরযুক্ত পড়তে হবে। এটাও পবিত্র কুরআনের অনুরূপ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ "যেদিন (ক্বিয়ামতে) পায়ের গোছা (হাঁটুর নিম্নভাগ) উন্মোচিত হবে..."– (সূরাহ্ আল ক্বলাম ৬৮ : ৪২) । অর্থাৎ ভয়াবহ অবস্থা 'আরবীতে বলা হয় : «كَشَفَتِ الْحَرْبُ عَنِ السَّاقِ» যখন যুদ্ধ কঠিন অবস্থা ধারণ করে। মূলত শব্দটির ব্যবহার এসেছে একটি বিশেষ প্রসঙ্গে, তা হলো যখন উটের পেটের ভিতর বাচ্চা মারা যায় তখন তার ধ্বংসকারী ব্যক্তি তার হাতকে জরায়ুতে প্রবেশ করিয়ে তার পা ধরে টেনে বের করে আনে। অতঃপর প্রত্যেক জটিল ও মারাত্মক বিষয়ের ক্ষেত্রে ساق শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়।

'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মাশায়েখগণের নিকট এটি বহুল প্রচলিত যে, প্রত্যেক ঐ ব্যাপারে শব্দটিকে প্রয়োগ করা যেখানে বিষয়টি জটিল কিন্তু এর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা সম্ভবপর নয়। আর যারা এর ব্যাখ্যা করেছেন তারা বলেছেন, ব্যাপারটি হলো দুনিয়ার প্রস্থান এবং ক্বিয়ামাতের আগমন একটি বিভীষিকাময় অবস্থা। যখন এটা স্পষ্ট হবে এবং তার অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাবে তখন বিষয়টিকে বলা হবে «كَشَفَ عَنْ سَاقِهِ» যদিও সংবাদের ক্ষেত্রে কোন ساق বা পায়ের সম্পর্ক নেই।

(وَذُكِرَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ») মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হিজরত ততদিন বন্ধ হবে না যতদিন তাওবার দরজা বন্ধ হবে না। আর তাওবাহ্ ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত না হবে। হাদীসে উল্লেখিত হিজরতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গুনাহকে পরিত্যাগ করে কল্যাণের পথে ফিরে আসা অথবা বিদ্'আতী গৃহ পরিত্যাগ করে সুন্নাতের গৃহে পদার্পণ করা অথবা খারাপ রাষ্ট্র থেকে কল্যাণের রাষ্ট্রে চলে আসা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৮তম খণ্ড, হা. ২৯৪০)

Scanned by CamScanner

(٢٨) كِتَابُ أَحْوَالُ الْقِيَامَةِ وَبَدْءِ الْخَلْقِ

পর্ব-২৮ : সৃষ্টির সূচনা ও ক্বিয়ামাতের বিভিন্ন অবস্থা

(١) بَابُ النَّفْخِ فِي الصُّوْرِ

অধ্যায়-১ : শিঙ্গায় ফুঁৎকার

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥٢١ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ. «ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ» قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ لَا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ».

৫৫২১-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি ফুঁকের মধ্যখানে দূরত্ব হবে চল্লিশ। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আবূ হুরায়রাহ্! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অপারগ। (অর্থাৎ আমি জানি না) তারা প্রশ্ন করল, চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। লোকেরা প্রশ্ন করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি জবাব দিতে অস্বীকার করি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন মৃত দেহগুলো এমনভাবে জীবিত হয়ে উঠবে, যেমনিভাবে (বৃষ্টির পানিতে) ঘাস-লতা ইত্যাদি গজিয়ে উঠে। অতঃপর তিনি (ﷺ) বলেছেন, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া মানবদেহের সকল কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং ক্বিয়ামাতের দিন সেই হাড্ডি হতে গোটা দেহের পুনর্গঠন করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬৫]

---

[৩৬৫] সহীহ : বুখারী ৪৯৩৫, মুসলিম ১৪১-(২৯৫৫), সহীহুল জামি' ৫৫৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৭৪।

Scanned by CamScanner

আর মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (নাবী ﷺ) বলেছেন : মাটি আদাম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবদেহ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং (ক্বিয়ামাতের দিন) তা হতে তাকে পতন করা হবে।

ব্যাখ্যা : (مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ) দু' ফুঁকের মাঝে অর্থাৎ মেরে ফেলার ফুঁক ও জীবিত করার ফুঁকের মাঝে ব্যবধান হবে চল্লিশ। (أَبَيْتُ) অস্বীকার করলাম। অর্থাৎ আমি জবাব দানে অপারগ হলাম। কারণ আমি জানি না কোন্‌টি সঠিক। ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলা দু' ফুঁকের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান চল্লিশ বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা আমি জানি না, সেটা চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর? তাই আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপরে মিথ্যা বলা থেকে এবং যা আমি জানি না সেটা সম্পর্কে বর্ণনা থেকে বিরত থাকলাম। ফাতহুল বারী ভাষ্যকার বলেন, أَبَيْتُ এর অর্থ হলো চল্লিশ সংখ্যা থেকে উদ্দেশ্য দিন, না মাস, না বছর তা নিশ্চিতভাবে বলতে রাযী হলাম না বরং আমি নিশ্চিতভাবে বললাম যে, তা শুধু চল্লিশই ছিল।

فَيَنْبُتُونَ বৃষ্টিতে সৃষ্টজীবের দেহগুলো গজিয়ে উঠবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ ঘটনা ঘটবে দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেয়ার পরে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ) বানী আদাম-এর দেহের সকল অংশকেই মাটি খেয়ে ফেলবে শুধু একটি হাড্ডি ব্যতীত। এটা বিশেষ হাড্ডি। যেমন বিশেষভাবে নাবী-রসূলদের দেহকে মাটিতে খাওয়া আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

(عَجْبَ الذَّنَبِ) '*আইন* বর্ণে যবর ও *জিম* বর্ণে সুকূন যোগে এটা এমন সূক্ষ্ম-মিহি হাড্ডি যা পৃষ্ঠদেশের সর্বনিম্নে অবস্থিত। আর সেটা হলো মেরুদণ্ডের হাড়ের নীচের মাথা। আদাম সন্তানের এই হাড্ডি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়। আর এ অংশটুকু অবশিষ্ট থেকে যায় যাতে তার উপর সৃষ্টজীবকে পুনরায় গঠন করা যায়। (ফাতহুল বারী ১৮ খণ্ড, হা. ২৯৫৫)

মিশকাতের (উর্দূ অনুবাদে) ব্যাখ্যায় অনুরূপ লিখা হয়েছে, (عَجْبَ الذَّنَبِ) এমন হাড্ডিকে বলা হয় যেখান থেকে জানোয়ারদের লেজ বের হয়। মানব শরীরের এই হাড্ডিকে নিতম্বের হাড় বলা হয়। মানুষের সমস্ত দেহ মাটিতে মিশে যাবে কিন্তু এ হাড্ডি ব্যতীত। মায়ের পেটে মানুষকে সৃষ্টি করার সময় প্রথমে এখান থেকে শুরু করা হয়। ক্বিয়ামাতের সময় এ হাড্ডি থেকে দেহ গঠন করা শুরু হবে। সমস্ত দেহের অঙ্গগুলো এর সাথে যুক্ত হয়ে যেমন দেহ ছিল তেমনভাবে প্রস্তুত হবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৬)

মিরক্বাত ভাষ্যকার বলেন, কোন হাদীসে এসেছে, এ অংশকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং এ অংশ সর্বশেষ জীর্ণ করা হয়। এর রহস্য হলো এটা মানবদেহের ভিত্তি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٢٢ _[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫২২-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন জমিনকে মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে নেবেন, আর আকাশকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহগণ কোথায়? (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬৬]

---

[৩৬৬] সহীহ : বুখারী ৪৮১২, মুসলিম ২৩-(২৭৮৭), আবূ দাউদ ৪৭৩২, ইবনু মাজাহ ১৯৮, সহীহুল জামি' ৮০০৯, মুসনাদে 'আবদ্ ইবনু হুমায়দ ৭৪২, মুসনাদে বায্যার ৬১০৫, মুসনাদে আহমাদ ৮৮৫০, আবূ ইয়া'লা ৫৫৫৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৬৯২, দারিমী ২৭৯৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩১৪৬।

Scanned by CamScanner

আর মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (নাবী ﷺ) বলেছেন : মাটি আদাম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবদেহ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং (ক্বিয়ামাতের দিন) তা হতে তাকে পতন করা হবে।

ব্যাখ্যা : (مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ) দু' ফুঁকের মাঝে অর্থাৎ মেরে ফেলার ফুঁক ও জীবিত করার ফুঁকের মাঝে ব্যবধান হবে চল্লিশ। (أَبَيْتُ) অস্বীকার করলাম। অর্থাৎ আমি জবাব দানে অপারগ হলাম। কারণ আমি জানি না কোন্‌টি সঠিক। ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলা দু' ফুঁকের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান চল্লিশ বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা আমি জানি না, সেটা চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর? তাই আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপরে মিথ্যা বলা থেকে এবং যা আমি জানি না সেটা সম্পর্কে বর্ণনা থেকে বিরত থাকলাম। ফাতহুল বারী ভাষ্যকার বলেন, أَبَيْتُ এর অর্থ হলো চল্লিশ সংখ্যা থেকে উদ্দেশ্য দিন, না মাস, না বছর তা নিশ্চিতভাবে বলতে রাযী হলাম না বরং আমি নিশ্চিতভাবে বললাম যে, তা শুধু চল্লিশই ছিল।

فَيَنْبُتُونَ বৃষ্টিতে সৃষ্টজীবের দেহগুলো গজিয়ে উঠবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ ঘটনা ঘটবে দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেয়ার পরে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ) বানী আদাম-এর দেহের সকল অংশকেই মাটি খেয়ে ফেলবে শুধু একটি হাড্ডি ব্যতীত। এটা বিশেষ হাড্ডি। যেমন বিশেষভাবে নাবী-রসূলদের দেহকে মাটিতে খাওয়া আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

(عَجْبَ الذَّنَبِ) '*আইন* বর্ণে যবর ও *জিম* বর্ণে সুকূন যোগে এটা এমন সূক্ষ্ম-মিহি হাড্ডি যা পৃষ্ঠদেশের সর্বনিম্নে অবস্থিত। আর সেটা হলো মেরুদণ্ডের হাড়ের নীচের মাথা। আদাম সন্তানের এই হাড্ডি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়। আর এ অংশটুকু অবশিষ্ট থেকে যায় যাতে তার উপর সৃষ্টজীবকে পুনরায় গঠন করা যায়। (ফাতহুল বারী ১৮ খণ্ড, হা. ২৯৫৫)

মিশকাতের (উর্দূ অনুবাদে) ব্যাখ্যায় অনুরূপ লিখা হয়েছে, (عَجْبَ الذَّنَبِ) এমন হাড্ডিকে বলা হয় যেখান থেকে জানোয়ারদের লেজ বের হয়। মানব শরীরের এই হাড্ডিকে নিতম্বের হাড় বলা হয়। মানুষের সমস্ত দেহ মাটিতে মিশে যাবে কিন্তু এ হাড্ডি ব্যতীত। মায়ের পেটে মানুষকে সৃষ্টি করার সময় প্রথমে এখান থেকে শুরু করা হয়। ক্বিয়ামাতের সময় এ হাড্ডি থেকে দেহ গঠন করা শুরু হবে। সমস্ত দেহের অঙ্গগুলো এর সাথে যুক্ত হয়ে যেমন দেহ ছিল তেমনভাবে প্রস্তুত হবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৬)

মিরক্বাত ভাষ্যকার বলেন, কোন হাদীসে এসেছে, এ অংশকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং এ অংশ সর্বশেষ জীর্ণ করা হয়। এর রহস্য হলো এটা মানবদেহের ভিত্তি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٢٢ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫২২-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন জমিনকে মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে নেবেন, আর আকাশকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহগণ কোথায়? (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬৬]

---

[৩৬৬] **সহীহ :** বুখারী ৪৮১২, মুসলিম ২৩-(২৭৮৭), আবূ দাউদ ৪৭৩২, ইবনু মাজাহ ১৯৮, সহীহুল জামি' ৮০০৯, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭৪২, মুসনাদে বায্যার ৬১০৫, মুসনাদে আহমাদ ৮৮৫০, আবূ ইয়া'লা ৫৫৫৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৬৯২, দারিমী ২৭৯৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩১৪৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : الْمَلِكُ এখানে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। (এক) এর অর্থ ক্ষমতা। তখন সেটা আল্লাহর সত্তাগত গুণ হিসেবে গণ্য হবে। (দুই) তার অর্থ জোর খাটানো বা পরিবর্তন করা। তখন এটা কর্মগত গুণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। এ হাদীসে আল্লাহর ডান হাতের প্রমাণ বিদ্যমান যা আল্লাহর জাতের গুণের অন্যতম। তবে তার হাত কোন মাখলূক্বের হাতের মতো নয়, যেমনটি মুজাস্‌সামাহ্ তথা কায়াবাদীগণ আকৃতি বর্ণনা করে থাকে। এ হাদীস দ্বারা জাহ্‌মিয়াদের মতো খণ্ডন হয়ে যায়। কারণ সব সৃষ্টি মরে যাওয়ার পরে ধ্বংস হয়ে গেলে কোন কিছু আর মাখলূক্ব হিসেবে থাকে না, তাহলে কিভাবে আল্লাহর কালামকে মাখলূক্ব বলা যাবে? যখন কেউ থাকবে না তখন আল্লাহ বলবেন : আজ কার রাজত্ব? যখন কেউ উত্তর দেয়ার থাকবে না তখন আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের উত্তর দিয়ে বলবেন, প্রতাপশালী এক আল্লাহর জন্যই সবকিছু। আর যারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কথাকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা তাকে শুনিয়ে থাকেন তাদের মতটিও এর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। কারণ যখন আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলবেন তখন কোন মাখলূক জীবিত থাকবে না। সেজন্য তিনি নিজেই স্বীয় উত্তর দিয়ে বলবেন, ﴿...لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ "অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী এক ও একক আল্লাহর"– (সূরাহ্ ইউসুফ ১২ : ৩৯, সোয়াদ ৩৮ : ৬৫, আয্ যুমার ৩৯ : ৪, আল মু'মিন ৪০ : ১৬)। অতএব প্রমাণ হলো যে, তিনি এসব কথা বলবেন। আর তাঁর কথাগুলো হচ্ছে তাঁর সত্তাগতগুণ যা মাখলূক্ব নয়।

ইসহাক্ব ইবনু রহ্ওয়াই বলেন : এ কথা সঠিক যে, কুল মাখলূক্ব ধ্বংস হবার পরে আল্লাহ বলবেন, আজ কার রাজত্ব? যখন এর উত্তর কেউ দিবে না তখন আল্লাহ স্বীয় জবাবে বলবেন, ﴿...لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ "...প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর"– (সূরাহ্ আল মু'মিন ৪০ : ১৬)

হিশাম ইবনু 'উবায়দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনায় রয়েছে : তিনি বলেন, যখন সমস্ত সৃষ্টিজীব মারা যাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত যখন কেউ বাকী থাকবে না, তখন আল্লাহ বলবেন, ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ "আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার?" (সূরাহ্ আল মু'মিন ৪০ : ১৬)। কিন্তু কেউ এর উত্তর দিবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের কথার জবাব নিজে দিয়ে বলবেন, ﴿...لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾। অতএব এটা আল্লাহ তা'আলার কথা এতে কারো সন্দেহ নেই। আর এটা কোন ওয়াহীও নয়। কারণ সব প্রাণ মৃত্যুর করার গ্রাসে নিপতিত হয়েছে, অতএব আল্লাহ নিজেই এর উত্তর দিবেন। (ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হা. ৭৩৮২)

٥٥٢٣ -[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "يَطْوِي اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِيْنَ بِشِمَالِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْأُخْرٰى ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫২৩-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেবেন, অতঃপর তাকে ডান হাতে রেখে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় দুনিয়ার অহংকারী ও স্বৈরাচারী যালিমরা? অতঃপর বাম হাতে জমিনসমূহকে গুটিয়ে নিবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অপর হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় স্বৈরাচারী অবিচার ও অহংকারীগণ। (মুসলিম)[৩৬৭]

---

[৩৬৭] সহীহ : মুসলিম ২৪-(২৭৮৮), আবূ দাউদ ৪৭৩২, ইবনু মাজাহ ১৯৮, সহীহুল জামি' ৮০০৯, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭৪২, আবূ ইয়া'লা ৫৫৫৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : আল্লাহর দুই হাতকে কুদরত অর্থে প্রয়োগ করা বাতিল ব্যাখ্যা। আর এ কাজকে দুই হাত দ্বারা সমাধা করার ইঙ্গিত হাদীসে দেয়া হয়েছে। কারণ আমাদের কাজকর্ম দুই হাত দ্বারাই সম্পাদন হয়। তাই যা দিয়ে বুঝব তা দ্বারা আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যাতে আমাদের অন্তকরণে বিষয়টি আরো অধিক স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এখানে ডান ও বাম হাতের উল্লেখ হয়েছে যাতে উদাহরণটি পূর্ণতা লাভ করে। কারণ আমরা যা কিছু ভালো তা ডান হাত দ্বারা সমাধা করি এবং অন্যগুলো বাম হাত দ্বারা সম্পাদন করি। আর আমাদের ক্ষেত্রে ডান হাত বেশি শক্তিশালী যতটুকু শক্তিশালী বাম হাত নয়। বুঝা গেল, আসমানসমূহ জমিনের তুলনায় বেশি বড় তাই তাকে ডান হাতের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং জমিনকে বাম হাতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যদিও আল্লাহর কোন হাতেই কোন কিছু ভারী নয় এবং কোন হাত দুর্বল নয়। আর আল্লাহ তা'আলা এমন গুণে গুণান্বিত নন যে, কোন কিছু তার নিকটে অধিক ভারী বা কঠিন।

(শারহুন্ নাবাবী ১৭ খণ্ড, হা. ২৭৮৮)

সহীহ মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করলেন, অতঃপর হাতকে মুড়ালেন ও খুললেন। এ হাদীস থেকে ভালোভাবে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে যে হাতের উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা হাতই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই হাতকে কুদরতের ব্যাখ্যা করা বাতিল। এজন্য যে, নাবী ﷺ সহাবীদেরকে হাত, মুষ্টিবদ্ধ করে দেখিয়েছেন। এতে তাদের কোন আশ্চর্যের কারণ ছিল না। এতেই বুঝা গেল, সহাবীদের رضي الله عنهم 'আক্বীদাহ্ এটাই ছিল। আরো বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলা যেমন স্বীয় সত্তার ক্ষেত্রে যেভাবে গুণান্বিত, অনুরূপভাবে হাত মুবারকের ক্ষেত্রেও তেমনভাবে গুণান্বিত।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭)

٥٥٢٤ -[٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى أُصْبُعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلٰى أُصْبُعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلٰى أُصْبُعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرٰى عَلٰى أُصْبُعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا اللهُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقًا لَهٗ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫২৪-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ইয়াহূদী পাদ্রি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে) পেয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। জমিনকে এক আঙ্গুলের উপর, পর্বতমালা ও গাছসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এবং কাদা-মাটিকে এক আঙ্গুলের উপর, আর অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিজগতকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন। অতঃপর এ সমস্ত কিছুকে নাড়া দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আমিই আল্লাহ! ইয়াহূদী পাদ্রির কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বিস্ময়ে হয়ে হেসে ফেললেন, তিনি যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ "আল্লাহ তা'আলার যতটুকু সম্মান করা দরকার ছিল তারা ততটুকু সম্মান করেনি, অথচ

Scanned by CamScanner

ক্বিয়ামাতের দিন সম্পূর্ণ পৃথিবী তাঁর মুষ্টিতে থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী ডান হাতে গুটানো থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা যাকে শারীক করে তিনি তার উর্ধ্বে"– (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৬৭)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬৮]

ব্যাখ্যা : ইয়াহূদী 'আলিমের কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বিস্মিত হয়ে হাসলেন এটা তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নয় বরং তাকে সত্যায়ন করার জন্য এবং তার কথার সঠিকতাকে জানার জন্য। ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ﴾ এর অর্থ মানুষ আল্লাহকে যেভাবে চেনা দরকার সেভাবে চেনে না। যেভাবে সম্মান করা প্রয়োজন সেভাবে সম্মান দেখায় না এবং যেভাবে তার উপাসনা করা উচিত সে মতো উপাসনা করে না। এ হাদীস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যেমনভাবে কুরআন ও হাদীস থেকে তাঁর হাতের প্রমাণ রয়েছে। এর পূর্বেও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত হাদীসগুলোর ব্যাপারে সালাফে সালিহীনদের 'আক্বীদাহ্ এই যে, তারা এসব হাদীসকে প্রকাশ্য অর্থের উপর গ্রহণ করেন এবং তার উপর ঈমান আনেন। আল্লাহ তা'আলার আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলার ওপর সোপর্দ করেন এবং সাদৃশ্য প্রদান থেকে বিরত থাকেন। কোন কোন যুক্তিবিদ বলেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহূদী 'আলিমের কথাকে রদ করার জন্য হেসেছিলেন, কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কারণ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ-সহ বড় বড় ফাকীহ সহাবী স্বয়ং এ রিওয়ায়াতে সত্যায়ন করেছেন। যদি তিনি (ﷺ) তার রূপদান করাকে বাধা দিতেন তাহলে নাবী ﷺ এ আয়াত পাঠ করতেন না। অতএব পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, ঐ এসব যুক্তিবাদীরা চিন্তাভাবনা না করে মনের বশে পড়ে যা ইচ্ছা বলেছেন। এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলি কী কী তা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। অর্থাৎ যেসব নাম ও গুণাবলি কুরআন ও হাদীসে এসেছে সেগুলো স্বীকার করা এবং যা প্রমাণিত নয় তা না বলা উচিত। (মিশকাতুল মাসাবীহ মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮)

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় আঙ্গুলকে মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং সম্প্রসারিত করলেন আসমান ও জমিনকে মুষ্টিবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করা হবে শুধুমাত্র মাখলূক্বের সাথে এর উদাহরণ দেয়ার জন্য।

তিনি আরো বলেন : আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কিত মুশকিল হাদীসগুলোর দ্বারা নাবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত। আমরা আল্লাহ ও তার গুণাবলির উপর বিশ্বাস রাখি। তাঁর সাথে কোন কিছুর সাদৃশ্য দেই না। কারণ কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন"– (সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২ : ১১)। আর রসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে যা নিশ্চিত হয়েছেন তা সঠিক ও সত্য। তার জ্ঞান সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানব তা মহান আল্লাহরই অনুগ্রহে আর যা আমাদের নিকটে অস্পষ্ট থাকবে তার উপর আমরা ঈমান আনব। আর এর প্রকৃত জ্ঞানকে মহান আল্লাহর নিকটে সোপর্দ করব। (শারহুন্ নাবাবী ১৭ খণ্ড, হা. ২৭৮৮)

٥٥٢٥ ـ [٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهٖ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ﴾ فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «عَلَى الصِّرَاطِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

[৩৬৮] সহীহ : বুখারী ৭৪১৪, মুসলিম ১৯-(২৭৮৬), তিরমিযী ৩২৩৮, মুসনাদে আহমাদ ৪০৮৭, আবূ ইয়া'লা ৫৩৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৪৫১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০১৮১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৮৫৭।

Scanned by CamScanner

৫৫২৫-[৫] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ﴾ "যেদিন এ জমিনকে আরেক জমিনে রূপান্তরিত করা হবে এবং আকাশমণ্ডলীকে আরেক আকাশে"– (সূরাহ্ ইব্রাহীম ১৪ : ৪৮)। সেদিন সকল মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, 'পুলসিরাতের' উপর। (মুসলিম)[৩৬৯]

ব্যাখ্যা : ﴿تُبَدَّلُ الْأَرْضُ...﴾ শারহুস্ সুন্নাতে রয়েছে تَبَدَّلُ বলা হয় কোন জিনিসের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া এবং إِبْدَال বলা হয় কোন কিছুকে অন্য জায়গায় স্থাপন করা।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ পরিবর্তন কখনো সত্তা বা অস্তিত্বে হয়ে থাকে। যেমন তোমার কথা «بَدَّلْتُ الدَّرَاهِمَ دَنَانِيْرَ» আমি দিরহামকে দীনারে পরিবর্তন করলাম। আবার কখনো পরিবর্তন গুণের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন তোমার কথা «بَدَّلْتُ الْحَلْقَةَ خَاتَمًا» আমি আংটাকে আংটিতে রূপান্তরিত করলাম। যখন তুমি সেটাকে গলিয়ে আংটিতে পরিবর্তন করবে। জমিনের পরিবর্তন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এ পরিবর্তনটা আসমান-জমিনের গুণের মধ্যে হবে। যেমন শিঙ্গার প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জমিনকে সমতল করে উকাযী চামড়ার মতো টানবেন যাতে কোন উচু নীচু না থাকে। আবার কেউ বলেন, পরিবর্তনটা অস্তিত্বে হবে। তখন জমিনকে অন্য এক অপরিচিতরূপে পরিবর্তন করা হবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে মানুষকে সাদা রঙের জমিনের উপর জমায়েত করা হবে তাতে খুনাখুনি ও পাপের কাজ হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

সাহ্ল ইবনু সা'দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ক্বিয়ামাতের দিন মানুষকে চেপ্টা ও গোলাকার রুটির মতো সাদা মাটির জমিনে একত্রিত করা হবে। যেখানে কারো কোন চিহ্ন থাকবে না। (সহীহুল বুখারী)

'আম্র ইবনু মায়মূন رضي الله عنه বলেন : এ জমিন পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তা হবে সাদা রূপার মতো যাতে থাকবে না কোন রক্তারক্তি, না থাকবে কোন পাপকর্ম। ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেদিন জমিন রৌপ্যের ন্যায় সাদা বরণ ধারণ করবে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, ঐ দিন জমিন ময়দার ন্যায় সাদা হবে। 'আলী رضي الله عنه বলেন, সেদিন জমিন হবে রৌপ্যের এবং আসমান হবে স্বর্ণের। উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه বলেন, সেদিন আসমান বাগান হয়ে থাকবে।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন সারা জমিন আগুন হয়ে যাবে। এর পিছনে থাকবে জান্নাত, যার নি'আমাতরাশি বাইরে থেকে দেখা যাবে।

(তাফসীর ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড, মাকতাবাতুস্ সফা, সূরাহ্ ইবরাহীম ৪৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(الصِّرَاطِ) জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুলকে সিরাত বলা হয়। যখন মানুষেরা হিসাবের জন্য অবস্থানস্থল ত্যাগ করার পর পুলের নিকট অন্ধকারে পৌছবে। যেমন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যখন আসমান-জমিনকে পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষেরা কোথায় থাকবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা পুলের নিকট অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। আর এ স্থানে মুনাফিক্বরা মু'মিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং মু'মিনদের পিছে পড়বে ও মু'মিনরা এগিয়ে যাবে। তাদের মাঝে একটা দেয়ালের আড় হয়ে যাবে যাতে তারা মু'মিনদের নিকটে পৌছতে বাধাপ্রাপ্ত হয় । ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) মাসরূক-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন সমবেত

---

[৩৬৯] সহীহ : মুসলিম ২৯-(২৭৯১), সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩১।

Scanned by CamScanner

করবেন, অতঃপর তাদেরকে স্বীয় 'আমালের পরিমাণ অনুসারে নূর দান করবেন, কাউকে এর চাইতেও বেশি, কাউকে তার ডান হাতে খেজুর গাছের সমান দান করবেন, কাউকে তার ডান হাতে এর চাইতে কম। এমনকি সর্বশেষ জনকে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে নূর দান করা হবে যা একবার জ্বলে উঠবে আর একবার নিভে যাবে। যখন তা আলো দিবে তখন সে তার পা এগিয়ে নিবে। আর যখন নিভে যাবে সে দাঁড়িয়ে পড়বে। তারপর সে এবং অন্যরা পুলসিরাত পার হবে। পুল হবে তরবারির ধারের মতো, পিচ্ছিল ও স্খলনকারী। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের নূর অনুসারে পার হও। তাদের মধ্যে কেউ তারকা ছুটার গতির ন্যায়, কেউ বাতাসের গতির মতো, কেউ চোখের পলকে, আবার কেউ পুরুষদের দৌড়ের গতিতে। আবার কেউ ধীরে দৌড়ে পার হয়ে যাবে। তারা সবাই 'আমাল অনুযায়ী পার হবে। এভাবে শেষে এক ব্যক্তি আসবে যার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপরে নূর থাকবে। এক হাত পড়ে যাবে আর এক হাত লেগে থাকবে এক পা পড়ে যাবে এবং এক পা লেগে থাকবে। আগুন তার পার্শ্বদেশকে ধরে ফেলবে। রাবী বলেন : অতঃপর তারা মুক্তি পাবেন। যখন তারা এখান থেকে রেহাই পাবে তখন তারা বলবে, *আলহামদুলিল্লা-হ* সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তোমার কাছ থেকে মুক্তি দিয়েছেন তোমাকে দেখিয়ে দেয়ার পর। আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন বস্তু দিয়েছেন যা আর কাউকে প্রদান করেননি।

(হাকিম হা. ৩৪২৪, ৮৭৫১; শারহুল 'আক্বীদাতুত্ তহাবীয়া পৃ. ৩৪১-৪২)

٥٥٢٦ ـ[٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৫২৬-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেঁচিয়ে নেয়া হবে। (বুখারী)[৩৭০]

ব্যাখ্যা : التَّكْوِيْر অর্থ اللَّفُّ গুটানো, জড়ানো, মোড়ানো। এখান থেকেই تَكْوِيرُ الْعِمَامَةِ (পাগড়ি পেঁচানো)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ﴾ "রাত দিনকে ঢেকে নেয়"– (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫)। এটা একত্রিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআনে এসেছে, ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ "সূর্য আর চাঁদকে একত্রে জুড়ে দেয়া হবে"– (সূরাহ্ আল ক্বিয়া-মাহ্ ৭৫ : ৯)।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে কয়েক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে– (এক) একত্রিত হওয়া বা মোড়ানো অর্থে। (দুই) উত্তোলন অর্থে। (তিন) যখন কোন কিছুকে নিক্ষেপ করে তখন তারা বলে, «طَعْنَةٌ مُكَوَّرَةٌ مِنْ كَوَّرَهِ» অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে নিজ কক্ষপথ থেকে নিক্ষেপ করা হবে। এই অর্থ অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কোন কোন বর্ণনার শেষে «مُكَوَّرَانِ فِي النَّارِ» "জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে" রয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনু ওয়াহ্হাব 'কিতাবুল আহওয়ালে' 'আত্বা ইবনু ইয়াসার-এর সূত্রে আল্লাহর বাণী ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ "সূর্য আর চাঁদকে একত্রে জুড়ে দেয়া হবে"– (সূরাহ্ আল ক্বিয়া-মাহ্ ৭৫ : ৯); এর ব্যাখ্যায় বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন চন্দ্র-সূর্যকে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ দুটোকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশে জাহান্নামে ফেলা হবে না। বরং দুনিয়াতে যারা এ দুটোর 'ইবাদাত করেছে, তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য। যাতে তারা বুঝতে পারে যে,

---

[৩৭০] **সহীহ :** বুখারী ৩২০০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৪।

Scanned by CamScanner

চন্দ্র ও সূর্যের 'ইবাদাত করা বাতিল ছিল। কেউ কেউ বলেন, এ দুটোকে জাহান্নাম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেথায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (ফাতহুল বারী হা. ৩২০০)

সূর্য ও চন্দ্রকে জড়ানো হবে যখন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং এ পৃথিবী ধ্বংস হবে। তখন আর আলোর কোন প্রয়োজন থাকবে না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এগুলোর ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণে এর উপাসনাকারীরা লজ্জিত হবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٢٧ -[٧] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَأَصْغٰى سَمْعَهُ وَحَنٰى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "قُولُوْا: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৫২৭-[৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কিভাবে আরাম-আয়েশে থাকতে পারি? অথচ শিঙ্গাওয়ালা (ইসরাফীল আলায়হিস সালাম) শিঙ্গা মুখে দাবিয়ে রেখেছেন, কান ঝুঁকিয়ে রেখেছেন, মাথা নুয়ে রেখেছেন। তিনি কেবল এ প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে, তাতে ফুঁক দেয়ার জন্য কখন নির্দেশ দেয়া হয়? এ কথা শুনে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! যখন অবস্থা এমনই, তাহলে আমাদেরকে কি করতে আদেশ দেন? তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা حَسْبُنَا اللّٰهُ ونِعمَ الْوَكِيْلُ (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক) পড়তে থাক। (তিরমিযী)[৩৭১]

ব্যাখ্যা : (أَنْعَمُ) অর্থাৎ আমি খুশিতে থাকব কিভাবে? বা সুখী জীবন নিয়ে স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করব কিভাবে? নিহায়াতে রয়েছে, এটা نَعْمَةٌ (নূনে যবর যোগে) থেকে গৃহীত, এর অর্থ সুখ, আনন্দ, বিলাসিতা। التقام (মুখে বাঁশির মাথা রাখা) এবং إِصْغَاءِ (মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা)।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর অর্থ কিভাবে আমার জীবনযাপন সুখের হবে অথচ শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সময় অতি আসন্ন। এর দ্বারা এ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বাঁশিওয়ালা তার মুখে বাঁশির মাথাকে রেখে প্রতিক্ষা করছে যাতে সে নির্দেশ দেয়া মাত্র ফুঁ দিতে পারে।

حَسْبُنَا اللّٰهُ এটা মুবতাদা ও খবর অর্থাৎ كَافِيْنَا اللّٰهُ "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট"। এখানে مَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ উহ্য রয়েছে। যা মূলত ছিল نِعْمَ الْمَوْكُولُ إِلَيْهِ اللّٰهُ মহাশক্তিশালী হিসেবে আল্লাহ উত্তম। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৩১)

٥٥٢٨ -[٨] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

---

[৩৭১] সহীহ : তিরমিযী ২৪৩১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৭৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৫৮৭, মুসনাদে আহমাদ ৩০১০, আবূ ইয়া'লা ১০৮৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮২৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১০৮২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৪৯৩২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৪৫।

Scanned by CamScanner

৫৫২৮-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : 'সূর' হলো একটি শিং যাতে ফুঁ দেয়া হবে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারিমী)[৩৭২]

ব্যাখ্যা : (قَرْنٌ يُنْفَخُ) অর্থাৎ শিঙ্গায় ইসরাফীল আলায়হিস্ সালাম দু'বার ফুঁৎকার দিবেন।
(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৩০)

কেউ কেউ বলেন, শিঙ্গার মাথা আসমান ও জমিনের প্রস্থতার সমান। কেউ কেউ বলেন, শিঙ্গার মাথা আসমান ও জমিনের প্রস্থতার সমপরিমাণ গোলাকার। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٢٩ -[٩] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِهٖ تَعَالٰى ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ﴾ : الصُّورُ قَالَ: و ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ : النَّفْخَةُ الْأُولٰى وَ ﴿الرَّادِفَةُ﴾ : الثَّانِيَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَرْجَمَةِ بَابٍ

৫৫২৯-[৯] ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ "যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে"– (সূরাহ্ আল মুদ্দাসসির ৭৪ : ৮)-এর মধ্যে نَاقُورِ (*না-কূর*) দ্বারা শিঙ্গা এবং [﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ "সেদিন ভূকম্পন প্রকম্পিত করবে"– (সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ :৬)] এর মধ্যে الرَّاجِفَةُ (*রা-জিফাহ্*) দ্বারা প্রথম ফুঁৎকার এবং [﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ "তারপর আসবে আরেকটি ভূকম্পন"– (সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ : ৭)] الرَّادِفَةُ (*রা-দিফাহ্*) দ্বারা দ্বিতীয় ফুঁৎকারের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। (বুখারী)[৩৭৩]

ব্যাখ্যা : نَاقُور থেকে উদ্দেশ্য শিঙ্গা। আয়াতের অর্থ হলো যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে সেদিন কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ আয়াতে رَاجِفَةُ থেকে উদ্দেশ্য হলো এতে পৃথিবী ও পাহাড় নড়ে উঠবে এবং কম্পিত হবে। رَاجِفَةُ শব্দটি رجف থেকে বের হয়েছে। যার অর্থ নড়াচড়া করা, প্রকম্পিত হওয়া। ﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ আয়াতে رَادِفَةُ থেকে উদ্দেশ্য দ্বিতীয় ফুঁৎকার যা প্রথমটির পরে হবে। এর অর্থ একটি বস্তুর পরে আরেকটি পৌঁছা। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الرَّاجِفَةُ হলো সে মহাপ্রলয় যখন আসমান জমিন প্রকম্পিত হবে। আর সেটা প্রথম ফুঁৎকারের সময় ঘটিতব্য অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর الرَّادِفَةُ হলো সে মহাঘটনা যা প্রথমটার পরে সংঘটিত হবে। আর সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় ফুঁৎকার।

الصُّورُ। এর আলোচনা কুরআনের সূরাহ্ আন্'আম, মু'মিনূন, নাম্‌ল, যুমার, ক্বাফ বিভিন্ন সূরায় একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে। শব্দটি *সোয়াদ* বর্ণে পেশ ও *ওয়াও* বর্নে সুকূনযোগে। এভাবে প্রসিদ্ধ ক্বিরাআতে ও হাদীসসমূহে রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, দেহসমূহে ফুঁৎকার দেয়ার উদ্দেশ্য হলো যাতে আত্মাগুলো দেহে ফিরে আসে। ত্ববারী একদল মানুষ থেকে বর্ণনা করে বলেন, তারা বলেন : শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া থেকে

---

[৩৭২] সহীহ : তিরমিযী ৩৪৭২, আবূ দাউদ ৪৭৪২, সহীহুল জামি' ৩৮৬৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮০।
[৩৭৩] বুখারী (অধ্যায়ের হাদীস) ৬৫১৭।

Scanned by CamScanner

উদ্দেশ্য হলো দেহসমূহে যাতে আত্মাগুলো ফিরে আসে। যেমন আল্লাহ বলেন ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ "আর তাতে আমার পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দেব"– (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ২৯, সোয়াদ ৩৮ : ৭২)।

আবূ শায়খ 'কিতাবুল উযমায়' ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বিহ-এর সূত্রে বলেন, আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গাকে সৃষ্টি করেছেন সাদা মতি দ্বারা নির্মল কাঁচপাত্রে, অতঃপর 'আর্‌শকে বললেন, শিঙ্গাকে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে। তারপর বললেন, كن (হয়ে যাও)। এতে ইসরাফীল আলায়হিস সালাম সৃষ্টি হলেন। অতঃপর তিনি ইসরাফীলকে শিঙ্গা নিয়ে থাকার জন্য নির্দেশ দিলে তিনি তা গ্রহণ করলেন। তাতে সৃষ্টিকুলের রূহ সংখ্যক ছিদ্র রয়েছে। তারপর তিনি লম্বা হাদীস বর্ণনা করলেন। এতে আছে সমস্ত আত্মাকে শিঙ্গায় জমা করা হবে। অতঃপর আল্লাহ ইসরাফীল আলায়হিস সালাম-কে আদেশ দিলে তাতে ফুঁৎকার দিবেন। ফলে সব আত্মা দেহে প্রবেশ করবে। এভাবে প্রথমে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। (ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, ৪৩ নং অধ্যায় "باب نفخ الصور" এর তা'লীক্ব)

٥٥٣٠ ـ[١٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاحِبَ الصُّورِ وَقَالَ: «عَنْ يَمِيْنِهٖ جِبْرِيْلُ عَنْ يَسَارِهٖ مِيكَائِيْلُ»

৫৫৩০-[১০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শিঙ্গা ফুঁৎকারকারীর (অর্থাৎ ইসরাফীল-এর) বর্ণনায় বলেছেন, তার ডান পার্শ্বে জিবরীল আলায়হিস সালাম এবং বাম পার্শ্বে মীকাঈল আলায়হিস সালাম থাকবেন।[৩৭৪]

ব্যাখ্যা : তাফসীরে বায়যাবীতে جِبْرِيْل (জিবরীল) সম্বন্ধে আট রকম শব্দ রয়েছে। যার মধ্যে ৪টি প্রসিদ্ধ– (٤) جَبْرِيْلُ (٣) جَبْرَئِيْلُ (٢) جِبْرِيْلُ (١) جِبْرَئِيْل। ('আওনুল মা'বূদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ৩৯১১ ও ৯২)

٥٥٣١ ـ[١١] وَعَنْ أَبِي رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُعِيدُ اللهُ الْخَلْقَ؟ وَمَا آيَةُ ذٰلِكَ فِي خَلْقِهٖ؟ قَالَ: «أَمَا مَرَرْتَ بِوَادِيْ قَوْمِكَ جَدْبًا ثُمَّ مَرَرْتَ بِهٖ يَهْتَزُّ خَضِرًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَتِلْكَ آيَةُ اللهِ فِي خَلْقِهٖ (كَذٰلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتٰى) رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ.

৫৫৩১-[১১] আবূ রযীন আল 'উক্বায়লী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতকে কিভাবে পুনরুত্থান করবে, তার সৃষ্টির মধ্যে তার কোন চিহ্ন আছে কি? তিনি (ﷺ) বললেন, আচ্ছা বল দেখি। তুমি কি তোমার এলাকার (খরার সময়) কোন তৃণ মাঠের উপর দিয়ে অতিক্রম করনি? অতঃপর (বৃষ্টি বর্ষণের পরে) যখন তুমি সেই মাঠের উপর দিয়ে চলাচল কর তখন তা বাতাসে দোলায়িত তরতাজা ঘাস ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়? আমি বললাম, হ্যাঁ দেখেছি। এবার তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর সৃষ্টিজগতে এটাই তার বাস্তব নিদর্শন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন। (হাদীস দু'টি রযীন রিওয়ায়াত করেছেন)[৩৭৫]

ব্যাখ্যা : جَدْبٌ যেটা الْخِصْبُ (উর্বর)-এর বিপরীত। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, يَهْتَزُّ অবস্থাসূচক বাক্য আর خَضِرًا। শব্দটি تَمْيِيز এর ভিত্তিতে নসব হয়েছে। উপত্যকার গাছপালার সাথে اَهْتِزَازُ শব্দের ব্যবহার দ্বারা সুন্দর চিত্রের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। যেমন বলা হয় «اهْتَزَّ فُلَانٌ فَرَحًا» (অমুক ব্যক্তি

---

[৩৭৪] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৯৯৯, কারণ 'আত্বিয়্যাহ্ আল 'আওফী য'ঈফ, মুসনাদে আহমাদ ১১০৮৪, আবূ ইয়া'লা ১৩০৫।
[৩৭৫] সানাদ য'ঈফ : ওয়াকী' ইবনু হাদাস মাজহূলুল হাল; মুসনাদে আহমাদ ১৬২৩৭, হিদায়াহ্ ১৬১।

Scanned by CamScanner

আনন্দে আলোড়িত হয়েছে) অর্থাৎ সে কারণে চঞ্চল হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে চঞ্চল হয় এবং আনন্দিত হয় সে তখন শিহরিত হয়। فَتِلْكَ آيَةُ اللهِ অর্থাৎ তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ "তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেন আর তা তার জন্য খুবই সহজ"– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ২৭)। ﴿كَذٰلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتٰى﴾ "এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবন দান করেন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৭৩)। সুস্পষ্ট কথা হল- এসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার চিহ্নের প্রমাণস্বরূপ। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নতুনভাবে সৃষ্টি করা এবং পুনরায় সৃষ্টি করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী- ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ "বল, তাকে তিনিই জীবন্ত করবেন যিনি ওগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত– (সূরাহ্ ইয়া-সীন ৩৬ : ৭৯)। অর্থাৎ নতুন সূচনা এবং পুনরাবৃত্তির প্রত্যেকটির ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। এ হাদীসের মতো অর্থ আল্লাহ তা'আলার আয়াতে বিদ্যমান। যেমন- তিনি বলেন, ﴿فَانْظُرْ إِلٰى آثَارِ رَحْمَةِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ "অতএব আল্লাহ্‌র রহমাতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, এভাবেই নিশ্চয় তিনি মৃতকে জীবিত করবেন, কেননা সব কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান"– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৫০)। মানে যিনি মৃত্যু জমিনকে জীবিত করতে পারেন তিনিই মানুষকে মরার পরে জীবিত করতে ক্ষমতা রাখেন। তিনিই সব নির্ধারিত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। সৃষ্টির দলীলের উপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, তিনি সামগ্রিক ক্ষমতার অধিকারী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٢) بَابُ الْحَشْرِ

অধ্যায়-২ : হাশ্‌র

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥٣٢ -[١] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৩২-[১] সাহ্‌ল ইবনু সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মানবমণ্ডলীকে লাল-শ্বেত মিশ্রিত এমন এক সমতল ভূমিতে একত্রিত করা হবে যেমন তা সাফাই করা আটার রুটির মতো। সে জমিনে কারো (ঘর বা ইমারতের) কোন চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭৬]

ব্যাখ্যা : «أَرْضٍ عَفْرَاءَ» খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الْعَفَرُ হলো সাদা যা তুষারশুভ্র নয়। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الْعَفَرُ। এমন সাদা যাকে কিছুটা লাল করা হয়। এজন্য বলা হয়, عَفَرُ الْأَرْضِ তা হচ্ছে

[৩৭৬] সহীহ : বুখারী ৬৫২১, মুসলিম ২৮-(২৭৯০), সহীহুল জামি' ৮০৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৮০, আবূ ইয়া'লা ৭৫৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩২০, শু'আবুল ঈমান ৩৫৭।

Scanned by CamScanner

জমিনের উপরিভাগ। ইবনু ফারিস বলেন, عَفْرَاءَ অর্থ নির্ভেজাল সাদা। দাউদী বলেন, «شَدِيدَةُ الْبَيَاضِ» প্রচুর সাদা। তিনি বলেন, প্রথম অর্থটি অধিক নির্ভরযোগ্য।

«كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ» আটা যা ভেজাল ও আবর্জনামুক্ত। এটা খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মত।

«لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ» অন্য বর্ণনায় مَعْلَمٌ রয়েছে। عَلَمٌ ও مَعْلَمٌ একই অর্থে ব্যবহার হয়। খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চিহ্ন। مَعْلَمٌ *মীম* ও *লাম* বর্ণের যবর এবং এ দুটোর মাঝে *'আইন* সাকিন। আর তা এমন জিনিস যার দ্বারা পথের নির্দেশনা লাভ করা যায়। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উদ্দেশ্য হলো তাতে কোন বসবাস, বাড়িঘর বা প্রাচীন ঐতিহ্যের কোন চিহ্ন নেই। আর নেই তাতে এমন কোন প্রকারের নিদর্শন যাতে পথের দিশা পাওয়া যায়। যেমন- পাহাড় বা স্পষ্ট বড় প্রস্তরখণ্ড। আবূ মুহাম্মাদ ইবনু জামরাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- এতে আল্লাহর মহান ক্ষমতার দলীল রয়েছে। আর এর দ্বারা ক্বিয়ামাত দিবসের আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি জানানো যায়। যাতে শ্রোতারা জাগ্রত জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে এবং এ বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ কোন কিছুতে পতিত হওয়ার পূর্বে তার বিশেষ বিষয়াদি সম্পর্কে জানা থাকলে অন্তরকে প্রস্তুত ও উদ্দীপ্ত করা যায়। হঠাৎভাবে আপতিত হতে হয় না। সে দিনটা হবে ন্যায়নীতি ক্বায়িম করার দিন ও হাক্ব প্রকাশের দিন। অতএব হিকমাতের দাবী হলো যে স্থানে এসব কিছু হবে সে স্থানটা গুনাহ ও যুল্মের কর্মকাণ্ডমুক্ত থাকবে। আর এতে মু'মিন বান্দাদের নিকটে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদার সাথে উপযুক্ত জমিনে সমাসীন হবেন। কারণ সেখানে কর্তৃত্ব শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য নিবেদিত ও নির্ধারিত, আর সে স্থান শুধুমাত্র তার জন্য হওয়াই সমীচিন। [সংক্ষেপিত] (ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, হা. ৬৫২১)

٥٥٣٣ -[٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ». فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ. فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلٰى». قَالَ: تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ بَالَامٌ وَالنُّونُ. قَالُوا: وَمَا هٰذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৩৩-[২] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন দুনিয়ার এই জমিনটি হবে একটি রুটির মতো, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে হাতের মাঝে নিয়ে এমনভাবে উলট-পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফর অবস্থায় তাড়াতাড়ি করে এই হাতে সেই হাতে নিয়ে রুটি তৈরি করে এবং এই রুটি দিয়ে জান্নাতবাসীদের আপ্যায়ন করা হবে। নাবী ﷺ-এর আলোচনা এ পর্যন্ত পৌঁছলে তখন জনৈক ইয়াহূদী এসে বলল, হে আবুল ক্বাসিম ﷺ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কল্যাণ দান করুন। আমি কি আপনাকে অবগত করব না যে, (তাওরাতে উল্লেখ আছে,) ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতবাসীদেরকে কি বস্তু দিয়ে সর্বপ্রথম আপ্যায়ন করা হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, বল! সে বলল, এ জমিন হবে একটি রুটি, যেরূপ নাবী ﷺ বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়াহূদীর কথা শুনে নাবী ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর চোয়ালের দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে

Scanned by CamScanner

পড়ল। অতঃপর ইয়াহূদী বলল, আমি কি আপনাকে জানাব না যে, সে খাদ্যের তরকারি কি হবে? তা হবে *বা, লাম* ও *নূন*। সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, এটা আবার কী? সে বলল, ষাঁড় ও মাছ। সে দু'টির কলিজার উপরের অতিরিক্ত যে গোশত তা সত্তর হাজার লোকে খাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭৭]

ব্যাখ্যা : خُبْزَةً অর্থ রুটি আর তা এমন আটা যা চুলায় আগুনে জ্বালানোর পর তার গর্তে রাখা হয়। সে গর্তকে মানুষ গরম ছাই বা খাক বা মাটি বলে।

يَتَكَفَّؤُهَا-এর অর্থ নোয়ানো, ঝুকানো। এ থেকে ব্যবহৃত হয় كَفَأْتُ الْإِنَاءَ (যখন তুমি তাকে উল্টাবে)।

(خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ) খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এমন রুটি যা মুসাফিরের জন্য তৈরি করা হয়। কারণ এটাকে বিছানো হয় না যেমন পাতলা রুটিকে বিছানো হয়। মূলত হাতের উপরে উলটপালট করা হয় যাতে সেটা সমান হয়।

(نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ) তা হলো এমন জিনিস যা আহলে জান্নাতদের মেহমানদারী হিসেবে তৈরি করা হবে। বলা হয়, أصلح القوم نزلهم অর্থাৎ খাবারের পূর্বে মেহমানের জন্য তাড়াতাড়ি যা পেশ করা হয়। হাদীসের জমিনের রুটির সাদৃশ্য তার দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) সেদিন জমিনের আকৃতি বর্ণনা করা। অন্যটি হলো রুটির বর্ণনা সম্পর্কে যা জান্নাতীদের জন্য আতিথেয়তা হবে। অথবা নতুনভাবে এবং বিরাট পরিমাণের বর্ণনা সম্পর্কে।

হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দুনিয়ার জমিন আগুনে পরিবর্তিত হওয়া হাক্বীক্বী বা আসল অর্থে ধরতে হবে এবং অবস্থান স্থলের ব্যক্তিদের খাদ্যের জন্য রুটিতে পরিবর্তিত হওয়াকে রূপক অর্থে গণ্য করতে হবে।

بَالَامٌ শব্দটির ব্যাপারে মতভেদ আছে। শব্দটি হাদীসের বর্ণনায় হিব্রু ভাষায় রয়ে গেছে। যে কারণে সহাবীগণ শব্দটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে বলেন, এটা হিব্রু ভাষা যার অর্থ বলদ।

(يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا) ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অতিরিক্ত অংশ বলতে কলিজার সাথে যুক্ত আলাদা অংশ বুঝানো হয়েছে যা উৎকৃষ্ট। সে কারণে তা খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সত্তর হাজার জনকে। আর তারাই বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে উৎকৃষ্টমানের খাদ্য সামগ্রী দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে। আর সত্তর হাজার সংখ্যা দ্বারা অধিক সংখ্যককে বুঝানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এতে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। (ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, হা. ৬৫২০-২১)

জমিন খাদ্যে রূপান্তরিত হওয়া বিবেকবিরোধী নয়। এখন জমিনের মাটি থেকে নতুন নতুন চমৎকার সাদযুক্ত ফলমূল উৎপাদন হচ্ছে। আবার আল্লাহ তা'আলা যদি জমিনকে দুধে ময়দায় রূপান্তর করেন, এটা আল্লাহর নিকটে দূরের ব্যাপার নয়। যে দলটি জমিনী রুটিকে খাবে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী দল। তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো হবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮১ পৃ.)

٥٥٣٤ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ.

[৩৭৭] সহীহ : বুখারী ৬৫২০, মুসলিম ৩০-(২৭৯২), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪৩৮, সহীহুল জামি' ২৯৮৮।

Scanned by CamScanner

تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْ وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِىْ مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسُوْا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৩৪-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (ক্বিয়ামাতের দিন) তিন ধরনের মানবমণ্ডলীর হাশর হবে। জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী, জাহান্নাম হতে ভীত-সন্ত্রস্ত; আর একদল হবে এক উটে (সওয়ারীতে) দু'জন কোন একটিতে তিনজন, কোন এক উটে চারজন, আবার কোন এক উটে দশজন ধারাক্রমে আরোহণ করবে। অবশিষ্ট আরেক দল তাদেরকে আগুনে একত্রিত করবে। দিনের বেলায় তারা যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও সেখানে তাদের সাথে অবস্থান করবে। তারা রাতে যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও সেখানে তাদের সঙ্গে রাত্রে অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে ভোরে ও সন্ধ্যায় তারা যেখানে থাকবে, আগুনও তাদের সঙ্গে সেখানে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭৮]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى ثَلَاثِ طَرَائِقَ) মানুষকে তিন স্তরে জমায়েত করা হবে। «رَاغِبِينَ وَرَاهِبِينَ» জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী এবং জাহান্নাম থেকে ভীত, এরা প্রথম উপায়ে আসবে।

(وَاثْنَانِ عَلٰى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلٰى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلٰى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلٰى بَعِيرٍ) সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় সবগুলোর পূর্বে واو রয়েছে। তবে বুখারীর বর্ণনায় শুধু প্রথমে واو আছে। দু' বর্ণনায় এরা দ্বিতীয় উপায়ে জমায়েত হবে।

(تَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ) সহীহ মুসলিম-এর অপর বর্ণনাতে ক্বিয়ামাতের পূর্বের ঘটিত নিদর্শনাদির উল্লেখ রয়েছে। যেমন পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় হওয়া। এর শেষে আছে এগুলোর শেষে বের হবে আগুন যা এডেনের গর্ত থেকে বের হবে এবং মানুষকে খেদিয়ে প্রস্থান করাবে। তাদের সাথে আগুন অবিচ্ছিন্নভাবে থাকবে। এরা তৃতীয় উপায়ে জমায়েত হবে। খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাশর ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে হবে। মানুষদেরকে জীবিত অবস্থায় শামের দিকে জমা করা হবে। এদের ব্যাপার ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে তারা খালি পায়ে বিবস্ত্র হয়ে পায়ে হেটে আসবে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এই হাশর তথা জমায়েতটা হবে দুনিয়াতে ক্বিয়ামাতের পূর্বে। এটা হচ্ছে ক্বিয়ামাতের শেষ নিদর্শন, যা আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। কারণ তাতে সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি যাপন ও কায়লূলাহ্ বা বিশ্রামের বিষয়ে উল্লেখ হয়েছে যা আখিরাতে থাকে না। আবার অন্য হাদীসে রয়েছে, যতক্ষণ হিজায থেকে আগুন বের না হবে ততক্ষণ ক্বিয়ামাত হবে না। মুসলিম ব্যতীত অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন তোমরা এ আগুনের কথা শুনবে তখন তোমরা শামের উদ্দেশে বের হও এ যেন তিনি তাদেরকে কষ্ট দেয়ার পূর্বে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

হুলায়মী ও গাযালী (রহিমাহুমাল্লাহ) উল্লেখ করেন যে, এটা আখিরাতের হাশর। হুলায়মী বলেন, তিন ধরনের মানুষকে তিন উপায়ে আখিরাতে জমা করা হবে। প্রথম শ্রেণি হলো أبرار তথা নেককারগণ যারা আল্লাহর সাওয়াবের প্রত্যাশী বা রাগিবীন এবং ভয় ও আশার মধ্যে অবস্থানকারী বা রাহিবীন।

২য় শ্রেণি- মিশ্রিত ব্যক্তি যারা উটের উপরে আসবে। আর ৩য় শ্রেণি হলো কাফির, যাদেরকে আগুনে একত্রিত করবে। তাদের দলীল নাসায়ীতে রয়েছে, «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»।

---

[৩৭৮] সহীহ : বুখারী ৬৫২২, মুসলিম ৫৯-(২৮৬১), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ২২১২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৯০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫১০৭।

Scanned by CamScanner

সিনদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মত হলো, এটা দুনিয়ার হাশ্‌র এবং ক্বিয়ামাতের সর্বশেষ নিদর্শন। এটাই উপযুক্ত মত, এতে ক্বায়লূলাহ্ বা আরাম নেয়া অথবা অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে।

ইসমা'ঈলী আলোচিত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নগ্ন, খালি পা ও পদব্রজের হাদীসের মাঝে সমন্বয় করেছেন এভাবে যে, হাশর থেকে ধর্তব্য হলো বিক্ষিপ্ত মানুষকে একত্রিত করা। যেটা মাখলূক্বকে ক্ববর থেকে খালি পায়ে বিবস্ত্র অবস্থায় বের করা, অতঃপর হাঁকিয়ে হিসাবের জন্য একত্রিত করা হবে। এ সময় মুত্তাক্বীদেরকে উটের উপর আরোহণ করে জমায়েত করা হবে। আবার অন্য কেউ এভাবে দুই বিপরীত হাদীসকে একত্রিত করেছেন যে, মানুষদের ক্ববর থেকে উঠার বর্ণনা দেয়া হয়েছে ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসে, অতঃপর সেখান থেকে অবস্থানস্থলে যাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসে।

এ মতটিকে আরো শক্তিশালী করেছে আহমাদ, নাসায়ী ও বায়হাক্বীতে বর্ণিত আবূ যার (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, মানুষেরা ক্বিয়ামাতের দিন তিন দলে একত্রিত হবে– এক) কাপড় পরিহিত, আগ্রহী আরোহী দল। দুই) পদব্রজে চলা দল। তিন) এমন দল যাদেরকে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) মুখের ভরে টেনে আনবেন।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) খত্ত্বাবী (রাঃ)-এর মতকে সঠিক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

(ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, হা. ৬৫২২; নাসায়ী ২য় খণ্ড, হা. ২০৮৪)

٥٥٣٥ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِيْ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ: أُصَيْحَابِيْ أُصَيْحَابِيْ فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ إِلٰى قَوْلِهٖ ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৩৫-[৪] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : (হে লোক সকল!) ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে খালি পায়ে, খালি দেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। তারপর তিনি (ﷺ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন- ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ "আমি তোমাদেরকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে আনব যেমন প্রথমবার তৈরি করেছিলাম, এটা আমার প্রতিশ্রুতি, যা আমি অবশ্যই পূরণ করব"– (সূরাহ্ আল আম্বিয়া ২১ : ১০৪)। (অতঃপর রসূল (ﷺ) বললেন,) সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরিধান করানো হবে, তিনি হবেন ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন, আমি দেখব যে, আমার উম্মাতের কিছুসংখ্যক লোককে গ্রেফতার করে বামদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন আমি বলব, তারা যে আমার উম্মাতের কিছু লোক, তারা যে আমার উম্মাতের কিছু লোক। (কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?) তখন আল্লাহ বলবেন, যখন থেকে আপনি তাদেরকে রেখে পৃথক হয়ে চলে এসেছেন, তখন হতেই তারা দীনকে পরিত্যাগ করে উল্টা পথে চলেছিল। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহর নেক বান্দা

Scanned by CamScanner

'ঈসা আলায়হিস সালাম যেমন বলেছিলেন অনুরূপ বলব, 'আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিনই আমি তাদের অবস্থা অবহিত ছিলাম..... আপনি সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী' পর্যন্ত। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭৯]

ব্যাখ্যা : «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» الْغُرْلُ এর অর্থ غَيْرُ مَخْتُونِينَ (খতনাহীন)। قُلْفَةٌ অর্থাৎ এমন চামড়াকে বলা হয় যাকে খতনা দেয়াতে কেটে ফেলতে হয়। এটা কাটাবিহীন উঠানো হবে। (শারহুন্ নাবাবী ১৭শ খণ্ড, হা. ২৮৬)

حُفَاةً এমন ব্যক্তি যার কোন জুতা এবং মোজা নেই। عُرَاةً যার কোন আবরণ বা সতর নেই। বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ দাউদে বর্ণিত আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে রয়েছে, যখন আবূ সা'ঈদ-এর মৃত্যু হাজির হলো তখন তিনি নতুন কাপড় নিয়ে ডাকলেন ও তা পরিধান করে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেন, নিশ্চয় মৃত্যু ব্যক্তি যে কাপড়ে মারা গেছে, সে কাপড়ে তাকে পুনরুত্থান করা হবে। ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস ও আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু-এর হাদীসকে এভাবে এক করা যায় যে, কারো হাশ্‌র হবে বিবস্ত্র হয়ে। আর কারো হাশর হবে কাপড় পরে অথবা সবাইকে উলঙ্গ করে জমা করা হবে। অতঃপর নাবী আলায়হিস সালাম-দেরকে কাপড় পরানো হবে। আর যাকে প্রথমে কাপড় পরানো হবে তিনি হলেন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম। অথবা মানুষ যে কাপড়ে মারা গেছে সে কাপড়সহ ক্ববর থেকে উত্থিত হবে। অতঃপর কাপড় তাদের থেকে খুলে পড়বে হাশরের সূচনালগ্নে। তারপর তারা উলঙ্গ হয়ে জমায়েত হবে। অতঃপর প্রথমে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে কাপড় পরিধান করানো হবে। আবার কেউ আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসকে শাহীদের জন্য ধরেছেন। কারণ তাদের ব্যাপারে নির্দেশ হলো যে, তাদেরকে স্ব স্ব কাপড়ে ঢেকে দাফন করতে হবে। আবূ সা'ঈদ শাহীদদের ব্যাপারে উপরোক্ত নির্দেশনা শুনেছেন কিন্তু তা সবার জন্য ধরে নিয়েছেন। যারা সাধারণের জন্য ধরেছেন, তাদের মধ্যে মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আন্হু অন্যতম।

ইবনু আবূদ্ দুনিয়া 'আম্‌র ইবনু আসওয়াদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা মু'আয ইবনু জাবাল-এর আম্মাকে দাফন করতে গেলে তিনি নির্দেশ দিলেন মায়ের জন্য। তাই আমরা নতুন কাপড়ে কাফন দিলাম। আর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উত্তম কাফনের ব্যবস্থা কর। কারণ এতেই তাদেরকে উঠানো হবে। কোন বিদ্বান কাপড়কে 'আমালের অর্থ গ্রহণ করেছেন। কাপড় 'আমালে অর্থে ব্যবহার হওয়ার উদাহরণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾ "আর তাক্বওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ২৬)। ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ "তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ"– (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ৪)। এটা ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যা। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো «وَعَمَلَكَ فَأَخْلِصْهُ» আর তোমার 'আমালকে নির্ভেজাল কর।

এ কথাটা আরো মজবুত হয় জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্হু-এর মারফূ' হাদীস দ্বারা বলা হয়েছে, «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার শেষ 'আমালের সাথে উঠানো হবে" হাদীসটিকে মুসলিম বর্ণনা করেন। কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করেন। তার মতটি কুরআনের আয়াত দ্বারা সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ "(ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ বলবেন) তোমরা আমার নিকট তেমনই নিঃসঙ্গ অবস্থায় হাজির হয়েছ যেমনভাবে আমি তোমাদেরকে

---

[৩৭৯] সহীহ : বুখারী ৩৪৪৭, মুসলিম ৫৬-(২৮৫৯), তিরমিযী ২৪২৩, নাসায়ী ২০৮১, সহীহুল জামি' ৭৮৭০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৭৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৬৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৯৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪৮৩, মুসনাদে বায্‌যার ২০২৩, মুসনাদে আহমাদ ১৯৫০।

Scanned by CamScanner

প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৯৪)। তিনি আরো বলেন, ﴿...كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ "...যেভাবে প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পুনরায়ও সেভাবেই সৃজিত হবে"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ২৯)। অতএব আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসকে শাহীদদের জন্য প্রযোজ্য হিসেবে ধরতে হবে। কারণ তাদেরকে স্বীয় কাপড়ে দাফন করতে হয় এবং তাতেই তাদেরকে উঠানো হবে যাতে তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়।

(أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ) কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) সহীহ মুসলিম-এর শারাহতে বলেন, خلائق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমাদের নাবী ব্যতীত বাকী সব। অতএব তিনি নিজের সম্বোধনের ব্যাপকতার মধ্যে প্রবেশ করবেন না। কিন্তু কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ছাত্র পরে বলেন, যদি 'আলী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস না থাকত তবে তাঁর কথা ঠিক হত। 'আলী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, ক্বিয়ামাতের দিন প্রথম খলীলুল্লাহ 'আলায়হিস সালাম-কে দু'টি কিবতী কাপড় পরানো হবে। অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ-কে 'আর্শের ডানে চমৎকার এক সেট পোশাক পরানো হবে।

'উবায়দ ইবনু 'উমায়র-এর মুরসালে বর্ণিত হয়েছে, মানুষকে খালি পায়ে উলঙ্গ করে উঠানো হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি আমার খলীলকে উলঙ্গ দেখেছি। তাই ইবরাহীম 'আলায়হিস সালাম-কে সাদা কাপড় পরানো হবে। তিনি হবেন প্রথম কাপড় পরিহিত ব্যক্তি। ইবরাহীম 'আলায়হিস সালাম প্রথম কাপড় পরা ব্যক্তি হওয়ার রহস্য হলো তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার সময় বিবস্ত্র করা হয়েছিল। কেউ বলেন, পায়জামা দ্বারা সতর ঢাকার সুন্নাত তিনিই প্রথম চালু করেছিলেন। সে কারণে তাঁকে প্রথম কাপড় পরানো হবে। আল্লাহ বলবেন, তোমরা আমার খলীলকে কাপড় পরাও যাতে মানুষেরা বুঝতে পারে যে, তাদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবরাহীম 'আলায়হিস সালাম প্রথম কাপড় পরিহিত ব্যক্তি হিসেবে বিশেষিত হওয়াতে এ কথা আবশ্যক হয় না যে, তিনি আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ থেকে সাধারাণভাবে উত্তম।

(إِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ) এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ما احدثوا بعدك এর ব্যাখ্যা।

নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথার উদ্দেশ্য নিয়ে 'আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। (এক) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুনাফিক্ব মুরতাদগণ। তাদেরকে উজ্জ্বল চিহ্নসহ হাশর করা হবে। অতঃপর নাবী ﷺ তাদের ওপর থাকা চিহ্ন দেখে ডাকতে থাকবেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হবে এরা সেসব লোক নয় যাদের সাথে আপনি ওয়া'দা করেছেন। এরা আপনার পরে পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের জন্য যে ইসলাম প্রকাশ পেয়েছিল তার উপর তারা মৃত্যুবরণ করেনি।

(দুই) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে সমস্ত ব্যক্তিরা যারা রসূল ﷺ-এর যামানায় ছিল, পরে তারা মুরতাদ হয়েছে। তাদের ওপরে উযূর চিহ্ন না থাকলেও নাবী ﷺ তাদেরকে ডাকবেন। কারণ তিনি (ﷺ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাদের ইসলাম সম্পর্কে জানতেন। তাদের ব্যাপারে বলা হবে, আপনার পরে তারা মুরতাদ হয়েছে।

(তিন) এ কথার অর্থ হলো উদ্দেশ্য হবে কাবীরা গুনাহগার ব্যক্তি, যারা তাওহীদের উপরে মৃত্যুবরণ করেছে এবং বিদ্'আতী ব্যক্তি যারা বিদ্'আতের কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়নি।

(তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড হা. ২৪২৩)

Scanned by CamScanner

বায়যাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, مُرْتَدِّيْنَ শব্দটি তাঁদের ইসলাম থেকে মুরতাদ হওয়ার দলীল নয়। বরং তারা গণ্য হবে মু'মিনদের বিরুদ্ধাচরণকারী হিসেবে এবং ঈমানের দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুত মুরতাদ হিসেবে। তারা সৎ 'আমালকে মন্দ দিয়ে বদলিয়ে দিত। (ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, হা. ৬৫২৬)

(الْعَبْدُ الصَّالِحُ) থেকে উদ্দেশ্য 'ঈসা আলায়হিস সালাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٣٦ -[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৩৬-[৫] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষদেরকে খালি পায়ে, খালি দেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! নারী পুরুষ সকলে কি একজন আরেকজনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবেন? তিনি (ﷺ) বললেন, হে 'আয়িশাহ্! সে সময়টি এত ভয়ঙ্কর হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ পাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮০]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ ইবনু উনায়স থেকে মুসনাদে আহমাদ ও হাকিমে বর্ণিত আছে, আল্লাহ বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন। তিনি (ﷺ) স্বীয় হাত দ্বারা শামের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, عُرَاةً. غُرْلًا. بُهْمًا بُهْمًا। আমরা বললাম, بُهْمًا কাকে বলে? তিনি (ﷺ) বললেন, যার কাছে কিছু নেই।

সহীহ মুসলিমে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ-এর বর্ণনায় রয়েছে, «يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ»। নাসায়ী এবং হাকিম-এর বর্ণিত হয়েছে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা থেকে যে, «يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ» আমি বললাম, লজ্জাস্থানের কি অবস্থা হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ»। তিরমিযী ও হাকিমে একটু বেশি এসেছে। তাতে রয়েছে পুরুষ ও নারীগণ অপরকে বাদ দিয়ে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় পুরুষেরা মহিলার দিকে বা নারীরা পুরুষের দিকে তাকাবে না। ইবনু আবুদ্ দুন্ইয়াতে আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত আছে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে মানুষের হাশ্‌র হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, খালি পায়ে বিবস্ত্র হয়ে। তিনি আবার বললেন, লজ্জাস্থানের কি হবে? তিনি (ﷺ) বলেন, আমার ওপরে একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, তোমার গায়ে কাপড় থাকুক বা না থাকুক তোমার এতে কোন ক্ষতি হবে না। তা হলো لِكُلِّ امْرِئٍ الْآيَةَ। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৫২৭)

٥٥٣٧ -[٦] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৩৮০] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৪৭, মুসলিম ৫৬-(২৮৫৯), তিরমিযী ২৪২৩, নাসায়ী ২০৮৩, সহীহুল জামি' ৫২৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৭৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৬৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৯৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪৮৩, মুসনাদে বায্যার ২০২৩, মুসনাদে আহমাদ ২৪৩১০, আবূ ইয়া'লা ২৫৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩১৬, শু'আবুল ঈমান ৩৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ২২০৮, দারিমী ২৮০০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২৭০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২১৪৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭১৫।

Scanned by CamScanner

৫৫৩৭-[৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! ক্বিয়ামাতের দিন কাফিরদেরকে কিরূপে মুখের উপরে হাঁটিয়ে একত্রিত করা হবে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে দুই পায়ে চালিয়েছিলেন তিনি কি ক্বিয়ামাতের দিন তাকে মুখের উপর চালানোর সাধ্য রাখেন না? (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮১]

ব্যাখ্যা : (يُحْشَرُ الْكَافِرُ) আনাস (রাঃ) থেকে অন্য সূত্রে হাকিম-এর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, জাহান্নামীদেরকে মুখের ভরে জমা করা হবে। বায্যারে বর্ণিত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে, মানুষকে তিনভাবে জমায়েত করা হবে। একদল বাহনের উপরে, আরেক দল পদব্রজে এবং একদল মুখের ভরে। বলা হলো কিভাবে তারা মুখের ভরে চলবে? এসব হাদীসের সামষ্টিক অর্থ হলো নৈকট্যশীলরা আরোহণ করে করে অন্য মুসলিমরা পায়ে হেঁটে। আর কাফিরদেরকে মুখের ভরে এনে জমা করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হা. ৪৭৬০)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে ব্যক্তি বলল, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, কাফিররা মুখের উপর ভর করে চলবে। এটা কিভাবে সম্ভব? হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যে সত্তা পায়ে চলার ক্ষমতা দেন তিনি মুখমণ্ডলকেও ক্ষমতা দিতে পারেন। অর্থাৎ আল্লাহর নিকটে সব কঠিন বিষয় সহজ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

৥٥٥٣٨ -[٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لَا تَعْصِنِيْ؟ فَيَقُولُ لَهُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِيْ أَلَّا تُخْزِيَنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُتَلَطِّخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৫৩৮-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম তার পিতা আযর-এর সাক্ষাৎ পাবেন। তখন আযর-এর চেহারা হবে কালো ধুলাবালি মিশ্রিত। তখন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে (দুনিয়াতে) বলেছিলাম না যে, আপনি আমার কথা অমান্য করবেন না? তখন তাঁর পিতা তাঁকে বলবেন, আজ আমি তোমার অবাধ্যতা করব না। অতঃপর ইবরাহীম আলায়হিস সালাম বলবেন, হে প্রতিপালক! আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, হাশরের দিন আমাকে অপমানিত করবেন না। অথচ আজ আমার পিতা আল্লাহর রহমাত থেকে বঞ্চিত, অতএব এর চেয়ে অধিক লাঞ্ছনা ও অপমান আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত অবৈধ করে রেখেছি। অতঃপর ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে বলা হবে, তুমি তোমার পায়ের তলার দিকে দেখ। তিনি সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই হঠাৎ দেখবেন যে, তাঁর সামনে কাদা গোবরে লণ্ডভণ্ড শিয়াল আকৃতি একটি নিকৃষ্ট পশু দাঁড়িয়ে আছে। তখনি তাকে চার পা ধরে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। (বুখারী)[৩৮২]

---

[৩৮১] সহীহ : বুখারী ৪৭৬০, মুসলিম ৫৪-(২৮০৬), মুসনাদে আহমাদ ১৩৪১৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৮১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫০৭, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১১৮১, মুসনাদে আহমাদ ১৩৪১৬, আবূ ইয়া'লা ৩০৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩২৩, হিলওয়াতুল আওলিয়া ২/৩৪৩।

[৩৮২] সহীহ : বুখারী ৩৩৫০, সহীহুল জামি' ৮১৫৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৯৩৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (عَلٰى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ) এটা কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের সাথে মিল রয়েছে; যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞﴾ "সেদিন কতক মুখ হবে ধূলিমলিন। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে"– (সূরাহ্ আল 'আবাসা ৮০ : ৪০-৪১)। অর্থাৎ তাকে ধুলোই ঢেকে ফেলবে। غَبَرَةٌ বলা হয় মাটির ধুলোকে। আর قَتَرَةٌ বলা হয় হতাশায় বা দুঃখে সৃষ্ট মলিনতাকে? কেউ বলেন, দুঃখ বা বিপদে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললে তাকে قَتَرَةٌ বলা হয়। আর যার গায়ে ধুলো পড়ে তাকে غَبَرَةٌ বলা হয়। এটি একটি বাহ্যিক বা অনুভবযোগ্য, অন্যটি আত্মিক বা মানসিক। কেউ বলেন, অধিক এমন ধুলোকে قَتَرَةٌ বলা হয় যা মুখমণ্ডলকে মলিন করে দেয়। কেউ বলেন, ধোয়াশে কালোকে قَتَرَةٌ বলা হয়। এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزٰى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ) এখানে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম স্বীয় পিতার ব্যাপারে তাঁর শাফা'আত ক্ববূল না হওয়ায় নিজকে أَبْعَدِ বলে ধরে নিয়েছেন। কেউ বলেন, أَبْعَدِ শব্দটি ابيه থেকে صِفَةٌ হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর পিতা আল্লাহর রহমাত থেকে অনেক দূরে। কারণ পাপী ব্যক্তি আল্লাহর রহমাত থেকে দূরে থাকে। আর কাফির তো আরো দূরে। কেউ বলেছেন, أَبْعَدِ ইসমে তাফযীল بعيد সিফাতুল মুশাববাহার অর্থে ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ ধ্বংস। ইসমে তাফযীলের অর্থে ব্যবহার হওয়াই অধিক মজবুত। কারণ ইবরাহীম ইবনু তহমান-এর বর্ণনায় রয়েছে, «وَإِنْ أَخْزَيْتَ أَبِي فَقَدْ أَخْزَيْتَ الْأَبْعَدَ»।

(فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُتَلَطِّخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقٰى فِي النَّارِ) এ বাক্যের মধ্যে ذِيخٌ শব্দটি '*যাল*' বর্ণে যের, *ইয়া* সাকিন ও পরে '*খা*' অর্থ পুরুষ হায়েনা। কেউ কেউ বলেন, অধিক চুলবিশিষ্ট হলে তাকে ذِيخٌ বলা হয়। مُتَلَطِّخٌ শব্দের অর্থ মেখে যাবে। কোন ভাষ্যকার বলেন, গোবর, রক্ত বা মাটিতে মেখে যাবে। কোন বর্ণনায় আছে, তার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর বলবেন, হে ইবরাহীম! তোমার পিতা কোথায়? তিনি বলবেন, আপনি তো আমার নিকট থেকে তাকে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলবেন, নিচে লক্ষ কর। তিনি যখন তাকাবেন তখন দেখবেন একটি প্রাণী ময়লায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাঁর পিতাকে বিকৃত করে হায়েনা করবেন।

আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে রয়েছে, হায়েনার আকৃতিতে দুর্গন্ধযুক্ত বিভৎস চেহারায় পরবর্তিত হবে।

আইয়ূব-এর বর্ণনায় রয়েছে, তার নাক ধরে বলবেন, হে আমার বান্দা! এটা তোমার পিতা। তিনি বলবেন, তোমার ক্বসম! এটা নয়।

বলা হয়, তার চেহারাকে বিকৃত করার হিকমাত হলো ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর মন যেন তার থেকে সরে যায় এবং সে আসল চেহারায় জাহান্নামে না থাকে। কারণ এতে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম অপমান হবেন।

কেউ বলেন, হায়েনার চেহারায় বিকৃত হওয়ার হিকমাত হলো, হায়েনা প্রাণীর মধ্যে সর্বাধিক আহমাদ। আর আযর মানুষের মাঝে সবচাইতে বড় আহাম্মক। কারণ তার ছেলের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও কুফরীর উপর অনঢ় থেকেছে আমৃত্যু। ইবরাহীম আলায়হিস সালাম তার পিতার প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। আর তিনি তার জন্য বাহুকে কোমল করেছেন। কিন্তু সে অমান্য করেছে এবং অহংকারবশত কুফরীর উপর গো ধরেছে। সে কারণে ক্বিয়ামাতের দিন তার সাথে অপমানজনক আচরণ করা হবে।

কেবলমাত্র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে যা সে তার পিতাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। দেখুন- সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১৪। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হা. ৪৭৬৮-৬৯)

Scanned by CamScanner

٥٥٣٩ -[٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৩৯-[৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সকল মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে, যা তাদের ঘাম জমিনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে, এমনকি তা দু'কান পর্যন্ত পৌঁছে লাগামে পরিণত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৩]

ব্যাখ্যা : বায়হাক্বীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস রাঃ থেকে বর্ণিত, সেদিনের বিপদ খুব কঠিন হবে। এমনকি ঘাম কাফিরের মুখ বরাবর হবে। তাঁকে বলা হলো, মু'মিনরা কোথায় থাকবে? তিনি (ﷺ) বললেন, তারা থাকবে স্বর্ণের চেয়ারের উপরে। আর তাদেরকে মেঘ ছায়া দান করবে। আবূ মূসা রাঃ-এর বর্ণনায় রয়েছে, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের মাথার উপর সূর্য থাকবে। আর তাদের 'আমালসমূহ মাথার উপর ছায়া দিবে।

ইবনু আবূ শায়বায় সালমান রাঃ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন সূর্যকে দশ বছরের তাপ প্রদান করা হবে। অতঃপর তা মানুষের খুলির কাছাকাছি করা হবে যেন তা ধনুকের রশির সমান। মানুষেরা ঘর্মাক্ত হবে, এতে ঘাম চুয়ে মানুষের দেহের সমান হয়ে যাবে। এত উঁচু হয়ে যাবে যে, মানুষেরা ঘড় ঘড় আওয়াজ করবে। সে তাপে সেদিন মু'মিন নারী-পুরুষের কোন ক্ষতি হবে না।

আবূ ইয়া'লা রাঃ-এর বর্ণনায় আছে, ক্বিয়ামাতের দিন ঘাম মানুষের মুখ পরিমাণ হবে যেমন মুখে লাগাম থাকে। এতে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামে দিয়ে হলেও এখান থেকে আমাকে অবকাশ দিন। এসব অবস্থা হাশরের ময়দানে ঘটবে। তাদের 'আমাল অনুযায়ী শাস্তির অবস্থা বিভিন্ন রকম হবে। আর কাফিররা তো কঠিন বিপদে অবস্থান করবে।

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী মানুষ এই বিপদের অন্তর্ভুক্ত। তবে অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এটা বিশেষ এক শ্রেণি। তারা সংখ্যায় বেশি। এর মধ্য থেকে বাদ দেয়া হয়েছে নাবীদেরকে, শাহীদদের ও আরো যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতএব সবচেয়ে বেশি ঘাম হবে কাফিরদের, অতঃপর কাবীরা গুনাহগারদের, অতঃপর পরবর্তী শ্রেণিদের। কাফিরদের সংখ্যার তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা অতি নগণ্য হবে।

এগুলো সব অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত? যে এথেকে বিরত থাকবে, সে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব জানিয়ে দেয়ার উপকারিতা হলো যাতে শ্রোতাগণ সতর্ক হয় এবং ঐসব বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হা. ৬৫৩২)

٥٥٤٠ -[٩] وَعَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلٰى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا» وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهٖ إِلٰى فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৬৮৩] সহীহ : বুখারী ৬৫৩২, মুসলিম ৬১-(২৮৬৩), মুসনাদে আহমাদ ৯৪১৬, সহীহুল জামি' ১৬৭৯।

Scanned by CamScanner

৫৫৪০-[৯] মিক্বদাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামাতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি কাছাকাছি করে দেয়া হবে। এমনকি তা প্রায় এক মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে। অতএব তখন তার তাপে মানব সম্প্রদায় আপন আপন 'আমাল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। কারো ঘাম টাখনু পর্যন্ত হবে। কারো হাঁটু অবধি। কারো কোমর অবধি আর কারো জন্য এ ঘাম লাগাম পর্যন্ত হয়ে যাবে (অর্থাৎ তার মুখের ভিতরে লাগামের ন্যায় ঢুকে যাবে) এ কথাটি বলে রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। (মুসলিম)[৩৮৪]

ব্যাখ্যা : كَمِقْدَارِ مِيلٍ এটা মূলত «حَتّٰى يَكُونَ مِقْدَارُ قُرْبِ الشَّمْسِ مِنْهُمْ مِثْلَ مِقْدَارِ مِيلٍ» সূর্য তাদের কাছে দূরত্ব হবে এক মাইলের সমপরিমাণ।

কেউ কেউ এ হাদীসে এ সন্দেহের সৃষ্টি করেছে যে, সূর্য পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ মাইল দূরে থাকার পরেও এত তাপ অনুভূত হয় তাহলে এক মাইল উপরে হলে তার কিরণ বা তার অগ্নিশিখা দ্বারা সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এসব বিষয় আখিরাতের বর্ণনা। তথাকার দেহে সে মতোই হবে। ফলে সে দেহ এত তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখবে। যেমন বুধ গ্রহ সূর্যের এ পরিমাণ কাছে যে, জমিনবাসী এক মুহূর্ত টিকতে পারবে না। এ সত্ত্বেও বুধ গ্রহের মাখলুক্বরা আরামে রয়েছে। যাদের ঘাম পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌছবে তাদের ভালো আমল খুব বেশি। এদের উপরে অন্যদেরকে অনুমান করে নিতে হবে যে, যার যত নেক আমল কম হবে, তার ততটুকু পরিমাণ ঘামে ডুবে যাবে।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তুমি যদি বল, যখন ঘাম হবে সমুদ্রের মতো, এতে কারো মুখ পর্যন্ত পৌছবে, তাহলে কিভাবে অন্যের টাখনু পর্যন্ত হবে? এর জবাবে আমরা বলব যে, আল্লাহ তা'আলা কারো পায়ের নীচে জমিনকে উঁচু করবেন। অথবা বলা যায়, মানুষের 'আমাল অনুযায়ী তার ঘামকে আটকিয়ে রাখবেন। ফলে এর বিপরীত কারো নিকটে পৌছবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য নদীর স্রোতকে আটকিয়ে ছিলেন। মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, শেষের মতটি গ্রহণযোগ্য। কারণ আখিরাতের সব বিষয় স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোর ব্যতিক্রম। সবকিছুই বিবেকের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকশিত হয় না। তুমি কি দেখ না এক ক্ববরে দু'জন ব্যক্তির একজনকে শাস্তি দেয়া হয় এবং অন্যজন সুখে আরামে থাকে। একজন তো অন্যজনের ব্যাপারে কিছুই বুঝে না। এর উদাহরণ দুনিয়াতেও। দু'জন ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্ন দু' রকম। একজন চিন্তিত ও পেরেশান হয়। আর অন্যজন আনন্দে থাকে। উপরন্তু একই জায়গায় দু'জন উপবিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে একজন উপরে থাকে। আবার অন্যজন সর্বনিম্নে অবস্থান করে। অথবা একজন সুস্থ থাকে অন্যজন ব্যথায় অথবা দুঃখ কষ্টে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٤١ - [١٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى: يَا آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ. قَالَ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهٗ يَشِيبُ الصَّغِيرُ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَأَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ: «أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ

---

[৩৮৪] সহীহ : মুসলিম ৬২-(২৮৬৪), সহীহুল জামি' ২৯৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৮৭, শু'আবুল ঈমান ২৫৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৯৯০।

Scanned by CamScanner

رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا قَالَ: «مَا أَنْتُمْ فِى النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৪১-[১০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। একদিন তিনি (ﷺ) বললেন : (ক্বিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তা'আলা আদাম (আলায়হিস সালাম)-কে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আদাম! আদাম (আলায়হিস সালাম) উত্তরে বলবেন, হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত! আপনার আনুগত্যই আমার জন্য সৌভাগ্য। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার আওলাদের মধ্য হতে জাহান্নামের দলকে বের কর। আদাম (আলায়হিস সালাম) বলবেন, জাহান্নামের দলে কতজন? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক সন্তানধারী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর তোমরা লোকেদেরকে দেখবে নেশাগ্রস্ত, মূলত তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বরং আল্লাহর 'আযাবই কঠিন। সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, আমাদের মধ্য থেকে কে হবে সেই একজন? তিনি বললেন, বরং তোমরা এ সুসংবাদ জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজদের থেকে এক হাজার। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ কথা শুনে আমরা সকলে *'আল্ল-হু আকবার'* বলে উঠলাম। অতঃপর বললেন, আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ। তখন আমরা পুনরায় বললাম *'আল্ল-হু আকবার'*। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে আমরা আবার বললাম, *'আল্ল-হু আকবার'*। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, মানুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে যেমন একটি সাদা গরুর চামড়ার মধ্যে একটি কালো লোম অথবা একটি কালো গরুর চামড়ার মধ্যে একটি সাদা লোম । (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৫]

ব্যাখ্যা : (بَعْثَ النَّارِ) অর্থাৎ জাহান্নামে প্রেরিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত দল। (مَا بَعْثُ النَّارِ؟) এর অর্থ «مَا مِقْدَارُ مَبْعُوثِ النَّارِ؟» জাহান্নামে প্রেরিত লোকেদের সংখ্যা কত? কেউ বলেন, مَا এখানে সংখ্যাবাচক كَمِ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এর বিপরীতে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে রয়েছে, «مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ» প্রতি একশতে নিরানব্বই জন এর উত্তরে কিরমানী বলেন, এখানে সংখ্যার কোন বিবেচনা নেই বরং এর দ্বারা মু'মিনদের সংখ্যা কম ও কাফিরদের সংখ্যা বেশি বুঝানো হয়েছে, আবার আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসকে মোট বানী আদাম-এর ওপর প্রয়োগ করতে হবে। তখন প্রতি হাজারে দশজন হবে। এই অর্থই বেশি কাছাকাছি হবে। কারণ ইয়া'জূজ-মা'জূজের আলোচনা আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে এসেছে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে নয়। অথবা প্রথম হাদীসকে সমগ্র সৃষ্টির সাথে যুক্ত করতে হবে এবং দ্বিতীয় হাদীসকে এ উম্মাতে মুহাম্মাদীর সাথে যুক্ত করতে হবে। অতএব প্রতি এক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন হবে কাফির এবং প্রতি একশতে নিরানব্বই জন হবে পাপী। এটাই অধিক স্পষ্ট। (يَشِيبُ الصَّغِيرُ) ছোটরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে অধিক চিন্তা ও বড়

[৩৮৫] সহীহ : বুখারী ৩৩৪৮, মুসলিম ৩৭৯-(২২২), সহীহুল জামি' ১৪১০২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮০।

Scanned by CamScanner

উদ্বেগের কারণে। বাগাবীর বর্ণনায় রয়েছে, এতে শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে। আর ভয়ে গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত করে ফেলবে।

হাসান বলেন, স্তন্যদানকারিণী মা দুধ ছাড়ার আগেই সন্তানকে ভুলে যাবে। গর্ভবতী পেটে থাকা বাচ্চাকে অপূর্ণ প্রসব করবে। এ অর্থ সে ব্যক্তির মতকে অধিক মজবুত করে যে বলে, এ কম্পন সংঘটিত হবে দুনিয়াতে। কারণ ক্বিয়ামাতের পর গর্ভবতী হয় না। আরা যারা বলে, এসব ঘটনা ক্বিয়ামাতে সংঘটিত হবে। তারা বলেন, এর্ দ্বারা বিষয়টি ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। ব্যাপারটি বাস্তব নয়। যেমন মানুষের কথা «أَصَابَنَا أَمْرٌ يَشِيبُ فِيهِ الْوَلِيدُ» আমাদের এমন ব্যাপার হয়েছে যাতে শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিপদ।

যখন তারা বিষয়টিকে খুব বড় মনে করল এবং তাতে ভয়ের উদ্রেক হলো তখন তিনি (ﷺ) তাদের মনে আশায় সঞ্চার করার জন্য বললেন, أَبْشِرُوا। 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।'

(فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ) এর অর্থ হলো, অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিপরীতে ইয়া'জূজ-মা'জূজ থেকে একহাজার জন হবে। এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাহান্নামীদের সংখ্যা জান্নাতীদের সংখ্যা থেকে বেশি হবে। হয়তো নৈকট্যশীল মালাক (ফেরেশতা) ও হূরদের থাকার মাধ্যমে জান্নাতীদের সংখ্যা বাড়বে।

«أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসে এ নির্দেশনা আছে যে, ইয়া'জূজ-মা'জূজেরা এ হুমকির মধ্যে শামিল। আর ইয়া'জূজ-মা'জূজ ছাড়া অন্য পূর্ববর্তী উম্মাতরাও এর মধ্যে শামিল। অতএব যখন মোট জান্নাতীদের অর্ধেক পূর্ববর্তী উম্মাতের উপরে সমবেত হবে তখন তাদের এক হাজারের জন্য একজন করেই হবে। সম্ভবত এ হাদীসটির উম্মাতে মুহাম্মাদীর দুই-তৃতীয়াংশ জান্নাতে যাওয়ার বর্ণিত হাদীসের পূর্বের হাদীস। কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতীদের একশত বিশটি কাতার হবে। তন্মধ্যে আশিটি হবে উম্মাতে মুহাম্মাদীর ও চল্লিশটি হবে বাকী উম্মাতের। আর এটাও হতে পারে যে, তাদের অর্ধেক প্রথমে প্রবেশ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٤٢ -[١١] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৪২-[১১] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (ক্বিয়ামাতের দিন) যখন আমাদের প্রভু পায়ের নলা বা গোছা উন্মোচিত করবেন, তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই তাঁকে সাজদাহ্ করবে। আর বিরত থাকবে ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে রিয়া (লোক দেখানো) ও শুনানোর জন্য সাজদাহ্ করত, তারা সাজদাহ্ করতে চাইবে কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ ও কোমর একটি কাষ্ঠফলকের মতো শক্ত হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৬]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা যে সব বস্তু নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন সে সবগুলো সত্য এবং প্রকাশ্য অর্থেই গণ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার আকার আকৃতি ও হাকীকাত, কোন মানুষের নিকট জানা নেই।

---

[৩৮৬] **সহীহ :** বুখারী ৪৯১৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৮৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৭৭।

Scanned by CamScanner

এসবের উপর ঈমান আনা উচিত। আর এসবের আকৃতি প্রকৃতির ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা উচিত। উপমা ও তুলনা থেকে বেঁচে থাকা দরকার। এ কল্পনা না হয় যে, (আল্লাহ মাফ করুক) আল্লাহ তা'আলার হাত, চেহারা, চোখ অথবা নলা কোন সৃষ্টির হাত, চেহারা ও চোখের মতো। বরং যেমন তাঁর জাত বা সত্তার তুলনাহীন তেমনিভাবে তাঁর গুণাবলির ক্ষেত্রেও। এটা সালাফদের 'আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাস। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٤٣ ـ[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ». وَقَالَ: "اِقْرَؤُوا ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৪৩-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন খুব মোটাতাজা একজন বড় লোক আসবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা একটি মশার পাখার সমানও হবে না। অতঃপর তিনি এর প্রমাণস্বরূপ বললেন, তোমরা এই আয়াতটি পাঠ কর- ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ "আমি ক্বিয়ামাতের দিন কাফিরদের (নেক 'আমালের) জন্য কোন ওযনই স্থাপন করব না"– (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ১০৫)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৭]

ব্যাখ্যা : (لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ) অর্থাৎ মান-মর্যাদা, প্রভাব, মাংস-চর্বি নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন السَّمِينُ শব্দটি عَطْفَ بَيَانٍ হবে। (لَا يَزِنُ) সমান হবে না। (عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ) আল্লাহর নিকটে একটি মাছি পাখা পরিমাণও ওযন হবে না, এর অর্থ তার কোন মূল্য নেই। যেমন 'আরবদের কথা, «مَا لِفُلَانٍ عِنْدَنَا وَزْنٌ» অমুকের আমাদের কাছে কোন দাম নেই। হাদীসে এসেছে, যদি দুনিয়ামূল্য আল্লাহর নিকটে মাছির ডানার সমান হত তাহলে আল্লাহ কাফিরকে সামান্য পরিমাণ পানিও পান করাতেন না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٤٤ ـ[١٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟" قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهٗ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا". قَالَ: «فَهٰذِهٖ أَخْبَارُهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

৫৫৪৪-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন- ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ "ক্বিয়ামাতের দিন জমিন তার বৃত্তান্তসমূহ প্রকাশ করে দেবে"– (সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ : ৪)। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান, জমিনের বর্ণনা কি? সহাবীগণ বললেন, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, জমিনের বক্তব্য হলো, প্রত্যেক পুরুষ ও

---

[৩৮৭] সহীহ : বুখারী ৪৭২৯, মুসলিম ১৮-(২৭৮৫), সহীহুল জামি' ২৪০৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩২০১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৮১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭১৯৬।

Scanned by CamScanner

প্রত্যেক নারী সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দিবে যে, সে তার পিঠে থাকাকালে কী কী কর্মকাণ্ড করেছে। তা এভাবে বলবে যে, অমুকে অমুক কাজটি অমুক দিন করেছে। এটাই জমিনের বৃত্তান্ত। [আহমাদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব][৩৮৮]

ব্যাখ্যা : تُحَدِّثُ অর্থাৎ (জমিন) বর্ণনা করবে।

(أَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ) বান্দা-বান্দী বলতে প্রত্যেক নর-নারীর ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া যে, অমুক এমন সৎকাজ বা এমন পাপ কাজ সম্পাদন করেছে। (يَوْمَ كَذَا وَكَذَا) অর্থাৎ এই মাসে বা এই বছরে। (قَالَ: «هٰذِهٖ) অর্থাৎ এই সাক্ষ্যসমূহ বা উপরোক্ত ব্যাপারগুলো হলো তার বর্ণনা।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪২৯, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٤٥ ـ[١٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ». قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ ازْدَادَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৫৪৫-[১৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সেই অনুশোচনার কারণ কী? তিনি বললেন, যদি সে ভালো হয়, তখন এজন্য অনুতপ্ত হয় যে, কেন সে আরো অধিক পুণ্যের কাজ করেনি। আর যদি খারাপ হয়, তখন এজন্য লজ্জিত হয় যে, কেন সে নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেনি। (তিরমিযী)[৩৮৯]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا نَدِمَ) এর অর্থ আফসোস করা বা আক্ষেপ করা, অনুতপ্ত হওয়া। অতএব প্রত্যেকের উচিত মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে গনীমাতরূপে গ্রহণ করা এবং মরণ আসার আগেই ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করা। সহাবীগণের প্রশ্ন (مَا نَدَامَتُهُ) তাদের আফসোসের কারণ কী? আর তা হলো যদি সে সৎকর্মশীল হয় তাহলে সে দুঃখিত হয়ে বলবে, কেন যে তার ভালো 'আমালকে বাড়ায়নি। আর যদি সে মন্দ ব্যক্তি হয় তাহলে সে দুঃখ করে বলবে, কেন যে গুনাহ পরিত্যাগ করেনি এবং নিজকে পাপকাজে জড়ানো থেকে বিরত রাখেনি। যদি সে গুনাহ ছেড়ে দিত ও মন্দ কাজে জড়ানো থেকে মুক্ত থাকত এবং তাওবাহ্ করে ভালো হয়ে যেত! (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হা. ২৪০৩)

٥٥٤٦ ـ[١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلٰى وُجُوهِهِمْ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلٰى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: «إِنَّ الَّذِىْ أَمْشَاهُمْ عَلٰى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلٰى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৩৮৮] সানাদ য'ঈফ : তিরমিযী ২৪২৯, সহীহুল জামি' ৬৪৫০, ইয়াহ্ইয়া মুনকারুল হাদীস; য'ইফাহ্ ৪৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ ৮৮৫৪।

[৩৮৯] খুবই য'ঈফ : তিরমিযী ২৪০৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯৬০, য'ঈফুল জামি ৫১৪৬, ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'উবায়দুল্লাহ য'ঈফ।

Scanned by CamScanner

৫৫৪৬-[১৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মানুষদেরকে তিন ভাগে একত্রিত করা হবে। একদল আসবে পায়ে হেঁটে, দ্বিতীয় দল আসবে আরোহীত হয়ে এবং তৃতীয় দল আসবে নিজেদের মুখের উপরে ভর করে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তারা নিজেদের চেহারা উপরে ভর করে কিভাবে চলবে। তিনি (ﷺ) বললেন, নিশ্চয় যিনি তাদেরকে দু'পায়ে চালিত করতে পারেন, তিনি তাদেরকে চেহারার উপরে ভর দিয়ে চালাবার সাধ্যও রাখেন। তোমরা জেনে রাখ! তারা নিজেদের মুখের উপরে চলাকলে প্রতিটি টিলা-টংকর ও কাঁটা-কুটা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে। (তিরমিযী)[৩৯০]

ব্যাখ্যা : (صِنفًا مُشَاةً) একদল পায়ে হেঁটে আসবে, তারা এমন মু'মিন যারা সৎ 'আমালের সাথে মন্দকে মিশ্রিত করেছে। এক শ্রেণি উটের উপরে আরোহণ করবে, তারা অগ্রগামীপূর্ণ মু'মিন। আসলে مُشَاةً বা পদব্রজে গমনকারী দ্বারা শুরু করেছেন তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। যেমন আল্লাহর বাণীতে বলা হয়েছে, ﴿...فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ...﴾ "...অতঃপর তাদের কতক নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে..."– (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ৩২)। অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿...يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا...﴾ "...যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন..."– (সূরাহ্ আশ্ শূরা- ৪২ : ৪৯)। অথবা প্রথমত তাদের ক্ষমার প্রয়োজন থাকার কারণে।

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন কেন অগ্রগামীদের পূর্বে পদব্রজে গমনকারীদেরকে উল্লেখ করেছেন? এর উত্তরে আমরা বলব যে, ঈমানদারদের মধ্যে তাদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে।

(كَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟) কিভাবে তারা মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে? এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, ﴿...وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا...﴾ "...ক্বিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব তাদের মুখের উপর ভর করে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায়..."– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৯৭); তাঁর সংবাদ সত্য ওয়া'দা সত্য এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(يَتَّقُونَ) অর্থাৎ তারা আত্মরক্ষা করবে এবং বেঁচে থাকতে চাইবে সব উঁচু-নীচু ও কষ্টকর জায়গা থেকে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো, তারা মুখের মাধ্যমে বাঁচতে চাইবে। এর দ্বারা তাদের অপমানজনক অবস্থা ও কঠিন কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট জায়গায় হেঁটে যেতে ও রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু থেকে বাঁচতে হাত ও পায়ের পরিবর্তে মুখমণ্ডল ব্যবহার করবে। এটা এজন্য যে, যে সত্তা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও পরিমিত আহার দান করেছেন তাঁকে তারা সাজদাহ্ করেনি।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৮ম খণ্ড, হা. ৩১৪২)

٥٥٤٧ -[١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

---

[৩৯০] য'ঈফ : তিরমিযী ৩১৪২, য'ঈফুল জামি' ৬৪১৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৮৮, মুসনাদে আহমাদ ৪৬৩২, কারণ 'আলী ইবনু যায়দ আর আওস মাজহূল; মুসনাদে আহমাদ ৪৬৩২।

Scanned by CamScanner

৫৫৪৭-[১৬] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দৃশ্যটি এমনভাবে দেখতে পছন্দ করে যে, তা তার চোখের সামনে উপস্থিত সে যেন ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ "যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে"– (সূরাহ্ আত্ তাকভীর ৮১ : ১); এবং ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفطرَتْ﴾ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে"– (সূরাহ্ আল ইনফিত্বা-র ৮২ : ১); ও ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقَّتْ﴾ "যখন আকাশ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে"– (সূরাহ্ আল ইনশিক্বা-ক্ব ৮৪ : ১); এ সূরাহ্ কয়েকটি (মর্ম বুঝে) পাঠ করে। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৩৯১]

ব্যাখ্যা : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্বিয়ামাত দিবসের অবস্থা ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে জেনে সন্তুষ্ট হতে চায়।

(كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ) স্বচোখে দেখা বা চোখের সামনে দেখা। যেমন তুমি বলে থাক «جَعَلْتُ الشَّيْءَ رَأْيَ عَيْنِكَ وَبِمَرْأًى مِنْكَ» আমি বস্তুটিকে তোমার চোখের সামনে রাখলাম যাতে তুমি দেখতে পার।

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ হাফিয ইবনু কাসীর-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ أَظْلَمَتْ অন্ধকার হয়ে পড়বে। মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যখন তা বিলীন ও অন্তর্হিত হবে। আওফী, মুজাহিদ ও যহ্হাক একই অর্থ বলেন। ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : যখন তার আলো দূরীভূত হবে। كُوِّرَتْ-এর ব্যাখ্যায় রাবী ইবনু হাস্‌সাম বলেন, যখন তাকে ছুঁড়ে ফেলা হবে। আবূ সালিহ বলেন, এর অর্থ যখন তাকে নিক্ষেপ করা হবে এবং উল্টানো হবে। যায়দ ইবনু আসলাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জমিনে নিপতিত হবে। ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের নিকট সঠিক ব্যাখ্যা হলো, কোন বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে একত্রিত করাকে تَكْوِيرُ বলা হয়। এখান থেকে تَكْوِيرُ الْعِمَامَةِ পাগড়ির কোন অংশকে অন্য অংশের সাথে মিলানো।

তখন আল্লাহর বাণী, كُوِّرَتْ এর অর্থ হবে তার কিছু অংশ অন্য অংশের সাথে একত্রিত করা। অতঃপর তা লেপ্টিয়ে নিক্ষেপ করা। যখন এরূপ করা হবে তখন তা আলোহীন হয়ে পড়বে। হাফিয ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, انْفَطَرَتْ। অর্থ انشقَّتْ বিদীর্ণ হওয়া এবং انشقَّتْ অর্থ انْصَدَعَتْ। ফেটে যাবে; এ সূরাগুলো উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো এগুলোতে ক্বিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ আতঙ্কজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৮ম খণ্ড, হা. ৩৩৩৩)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٤٨ -[١٧] عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ ﷺ حَدَّثَنِي: "أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفْوَاجٍ: فَوْجًا رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ وَفَوْجًا يَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ وَفَوْجًا يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ وَيُلْقِي اللهُ الْآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلَا يَبْقَى حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

[৩৯১] সহীহ : তিরমিযী ৩৩৩৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮১, মুসনাদে আহমাদ ৪৮০৬, সহীহুল জামি' ৬২৯৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭১৯।

Scanned by CamScanner

৫৫৪৮-[১৭] আবূ যার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী সত্যায়নকারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষদেরকে তিন দলে একত্রিত করা হবে। একদল হবে আরোহী, খাওয়া-দাওয়ায় পরিতৃপ্ত ও পোশাকে আচ্ছাদিত। আরেক দল হবে এমন যাদেরকে ফেরেশতাকুল মুখের উপরে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। আরেক দল হবে, যারা পায়ে হেঁটে চলবে এবং দৌড়াতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বাহনের উপর বিপদে আপতিত করবেন। এটা থেকে কোনটিই নিরাপদ থাকবে না। এমনকি যে একটি বাগানের মালিক সে উক্ত বাগানের বিনিময়ে বাহনের জন্য হাওদাসহ একটি উট পেতে চাইলেও তা পেতে সক্ষম হবে না। (নাসায়ী)[৩৯২]

ব্যাখ্যা : يَسْعَوْنَ অর্থাৎ দ্রুত গতিতে জমিনে চলা। الْآفَةَ থেকে উদ্দেশ্য হলো الْآفَةَ الموت মৃত্যুর মহামারি। بِذَاتِ الْقَتَبِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উষ্ট্রী।

এ ব্যাপারটি আখিরাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। "قطب" ক্বফ ও ত্বো বর্ণে যবর যোগে এটা উটের অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন অন্যদের ক্ষেত্রে إكاف ব্যবহার হয়।

(فَوْجًا يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ..... لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا) কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ বাক্যটি ইঙ্গিত করে যে, এসব কিছু দুনিয়াতে সংঘটিত হবে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। (শারহু সুনান আন্ নাসায়ী ২য় খণ্ড, হা. ২০৮৫)

এটা হাশর যা ক্বিয়ামাতের পূর্বে পৃথিবীতে সংঘটিত হবে। আর এগুলোই সর্বশেষ নিদর্শন। হাদীসের বর্ণনা প্রসঙ্গ ও হাদীসটির এ অধ্যায় উল্লেখ করার মাধ্যমে এ ইঙ্গিত বহন করে যে, এর দ্বারা ক্বিয়ামাতের হাশর উদ্দেশ্য কিন্তু রসূল -এর বাণী (إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ) "নিশ্চয় কোন ব্যক্তির বাগান থাকবে...." এ কথা দ্বারা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ক্বিয়ামাতের হাশর নয়। তেমনিভাবে নাবী -এর বাণী (طَاعِمِينَ كَاسِينَ) একদল খাওয়া-দাওয়া পরিতৃপ্ত ও পোশাকাচ্ছাদিত হয়ে উপস্থিত হবে, এটাও সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এর দ্বারা ক্বিয়ামাতের হাশর উদ্দেশ্য নয়।

এ ব্যাপারে ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)-ও বলেন, এ হাশর ক্বিয়ামাতের হাশর নয়। কারণ আখিরাতের হাশরে কেউ খাওয়া-দাওয়ায় পরিতৃপ্ত অবস্থায় এবং পোশাকাচ্ছাদিত হয়ে উপস্থিত হবে না। বরং এটা এমন হাশর যা ক্বিয়ামাতের আলামাত। যেমনটি অধ্যায়ের অনুচ্ছেদের হাদীসের পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অতএব এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮)

---

[৩৯২] য'ঈফ : নাসায়ী ২০৮৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৮৯, য'ঈফুল জামি ১৮০১, মুসনাদে আহমাদ ২১৪৯৪, ওয়ালীদ ইবনু 'আবদুল্লাহ জামি' এককভাবে উল্লেখ করেছেন ও ভুল করেছেন; হিদায়াহ্ ৫/১৬৮।

Scanned by CamScanner

(٣) بَابُ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَالْمِيْزَانِ

অধ্যায়-৩ : হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥٤٩ -[١] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ». قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ: (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا) فَقَالَ: «إِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِكُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৪৯-[১] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন,) আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেননি, "শীঘ্রই তার নিকট থেকে সহজ হিসাব নেয়া হবে"। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, সেটা হলো শুধু পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসাব খুটিনাটি যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৯৩]

ব্যাখ্যা : (مَنْ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ) ফায়িক গ্রন্থকার বলেন, বলা হয় نَاقَشَهُ الْحِسَابَ যখন খুঁটিনাটি করে হিসাব নেয়া হয় এবং কম বা বেশি কিছুই ছাড়া হয় না। তন্ন তন্ন করে খোঁজা, অর্থাৎ বলা হবে, অমুকে কেন কাজ করেছে, অমুকে কেন করেনি। এজন্য হিসাবের সামনে মুক্তি পাওয়া খুবই মুশকিল। প্রতি নিঃশ্বাসে আল্লাহর নি'আমাত রয়েছে। আর সব নি'আমাতের শুকরিয়া করা ওয়াজিব। তো এমন 'ইবাদাত কোন বান্দা করতে সক্ষম হবে যে, সে এক মুহূর্তও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকবে না।

هلك এর অর্থ ধ্বংস হওয়া, যেসব মন্দ 'আমাল প্রকাশ করেছে তার বিনিময়ে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার বাণীতে সহজ হিসাব বলতে এর মর্মার্থ হলো তার 'আমালকে পেশ করা মাত্র। আসলে খুঁটিনাটি করে হিসাব নেয়া নয়। আয়াতে হিসাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পেশ করা অর্থাৎ 'আমাল প্রকাশ করে দেয়া। এতে সে তার গুনাহকে চিনতে পারবে। পরে তাকে ক্ষমা করা হবে তার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে। যেমন খুঁটিনাটি হিসাব তা প্রতি ইনসাফ করার অর্থে ব্যবহার হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪২৬)

٥٥٥٠ -[٢] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৩৯৩] সহীহ : বুখারী ৪৯৩৯, মুসলিম ৮০-(২৮৭৬), সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৬৯, সহীহুল জামি' ৬২২০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৯৪, আবূ ইয়া'লা ৪৪৫৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৬৫৯।

Scanned by CamScanner

৫৫৫০-[২] 'আলী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার রব্ কথাবার্তা বলবেন না। তার ও তার প্রভুর মাঝে কোন দোভাষী এবং এমন কোন পর্দা থাকবে না, যা তাকে লুকিয়ে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে, তখন আগে প্রেরিত 'আমাল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকাবে, তখন আগে পাঠানো 'আমাল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সম্মুখের দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা একেবারে চেহারার সামনে অবস্থিত। অতএব এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৯৪]

ব্যাখ্যা : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ» مِنْ অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার হয়েছে না-বোধকের পরিব্যপ্তি বুঝানোর জন্য। বার্তাটি মু'মিনদের জন্য। আল্লাহ বান্দার সাথে কথা বলবেন বিনা মাধ্যমে। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। تَرْجُمَانٌ অর্থ দোভাষী, যিনি কোন কথাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বুঝিয়ে দেন, রূপান্তরিত করেন, ব্যাখ্যা করেন।

বান্দা ডানদিকে তার সৎ 'আমালগুলোকে উপস্থিত পাবে অথবা তার নির্ধারিত বিনিময় দেখতে পাবে। আর বামদিকে স্বীয় মন্দ 'আমালকে উপস্থিত পাবে।

(وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) অর্থাৎ 'তোমরা অর্ধেক খেজুর অথবা কিয়দাংশ সদাক্বাহ্ করে হলেও তা করো', এর অর্থ সামান্য খেজুর বা অন্য কিছু হলেও তা দান কর। কারণ তা তোমাদের ও জাহান্নামের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আর অবশ্যই সদাক্বাহ্ ঢালস্বরূপ এবং জান্নাতের যাওয়ার ওয়াসীলাহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাফিয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, স্বল্প পরিমাণে হলেও সদাক্বাহ্ ও সৎ 'আমালকে তোমাদের ও জাহান্নামের মাঝে রক্ষার উপায় অবলম্বন করো। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪১৫)

٥٥٥١ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ حَتّٰى قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأٰى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ. قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادٰى بِهِمْ عَلٰى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ: (هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلٰى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৫১-[৩] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (ক্বিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নিজের কাছাকাছি করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা নিজ বাজু তার উপরে রেখে তাকে ঢেকে নেবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে বন্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি! তুমি এ গুনাহটি করেছ কি? তুমি এ গুনাহটি সম্পর্কে অবহিত আছ কি? সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার রব! আমি অবহিত আছি।

[৩৯৪] সহীহ : বুখারী ৭৫১২, মুসলিম ৬৭-(১০১৬), তিরমিযী ২৪১৫, ইবনু মাজাহ ১৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮৬৩, মুসনাদে আহমাদ ১৮২৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৭৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১২৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৬৪৬, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৯১৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৫৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৪২৫।

Scanned by CamScanner

শেষ পর্যন্ত এক একটি করে তার কৃত সকল গুনাহের স্বীকৃতি আদায় করবেন। এদিকে সে বান্দা মনে মনে ধারণা করবে যে, সে এই সমস্ত অপরাধের কারণে নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এ সকল অন্যায় ঢেকে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে তোমাকে মুক্তি দিব। অতঃপর তাকে নেকির 'আমালনামা দেয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিক্বদেরকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে আনা হবে এবং উচ্চৈঃস্বরে এ ঘোষণা দেয়া হবে- এরা তারা, যারা আপন প্রভুর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করত। জেনে রাখ, এ সমস্ত যালিমদের ওপর আজ আল্লাহর লা'নাত। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৯৫]

ব্যাখ্যা : كَنَفُ অর্থ বাজু বা ডানা, এর উপরেও আকার-আকৃতি বর্ণনা ব্যতীত ঈমান আনা ওয়াজিব। এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন। এর হরফ ও আওয়াজ রয়েছে, সম্বোধিত ব্যক্তি এ পবিত্র কথাকে বিনা কষ্টে বুঝতে পারবে। আর এটা হরফ ও আওয়াজ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

(মিশকাতুল মাসাবীহ মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯০)

(إِنَّ اللّٰهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ) মু'মিন এখানে অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা মু'মিনের জিনস্ উদ্দেশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

কাফির ও মুনাফিক্বদের কোনভাবেই ক্ষমা করা হবে না, বরং আল্লাহর লা'নাত বা অভিশাপ তাদের ওপর কার্যকর হবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার লা'নাত থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(সম্পাদকীয়)

٥٥٥٢ -[٤] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللّٰهُ إِلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫৫২-[৪] আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ক্বিয়ামাতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে এক একটি করে ইয়াহূদী অথবা নাসারা প্রদান করবেন, অতঃপর বলবেন, এটা জাহান্নাম থেকে তোমার মুক্তির বিনিময়। (মুসলিম)[৩৯৬]

ব্যাখ্যা : (إِلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ) মুসলিম পুরুষ হোক বা মহিলা أو হরফটি এখানে تَنْوِيعٌ শ্রেণি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ) অর্থাৎ এ কিতাবীরা তোমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমাদের বিনিময়স্বরূপ। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুক্তিপণ হলো যার মাধ্যমে রক্ষা পাওয়া যায়।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যেহেতু প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটি স্থান ও জাহান্নামের একটি স্থান নির্ধারিত রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি যে যথাযথভাবে ঈমান আনবে তার জাহান্নামের স্থানকে জান্নাতের স্থানের সাথে বদলানো হবে আর যে ঈমান আনবে না সে এর বিপরীত। কাফিররা জাহান্নামের মু'মিনদের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হবে। এর আরেকটি কারণ হলো যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম পূর্ণ করার ক্বসম করেছেন, সেহেতু মু'মিনদের বাঁচিয়ে ও রক্ষা করে কাফির দ্বারা পূর্ণ করবেন। অতএব কাফিররা সেখানে মু'মিনদের বিনিময় বা মুক্তিপণস্বরূপ জাহান্নামে নিপতিত হবে। ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হয়তো তাদেরকে তিরস্কার করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৯৫] সহীহ : বুখারী ২৪৪১, মুসলিম ৫২-(২৭৬৮), ইবনু মাজাহ ১৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৫৪৩৬, সহীহুল জামি' ১৮৯৪, আবূ ইয়া'লা ৫৭৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৫৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২১৬।

[৩৯৬] সহীহ : মুসলিম ৪৯-(২৭৬৭), শু'আবুল ঈমান ৩৭৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৭৪।

Scanned by CamScanner

এ হাদীসের অর্থ আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে এভাবে এসেছে, প্রত্যেকের জন্য জান্নাতে একটি স্থান ও জাহান্নাম একটি স্থান আছে। অতঃপর যখন মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করে তখন জাহান্নামে কাফির তার স্থলাভিষিক্ত হয় স্বীয় গুনাহের কারণে।

অন্য একটি বর্ণনার মর্মার্থ এরূপ যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের পাপকে ক্ষমা করবেন। আর তা ঝরিয়ে সমপরিমাণ গুনাহ কাফিরদের ওপর চাপিয়ে দিবেন তাদের গুনাহ ও কুফরীর কারণে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় 'আমালের দরুন জাহান্নামে দাখিল করবেন, মুসলিমদের গুনাহের জন্য নয়। কারণ একের বোঝা অন্যজন বহন করবে না। আল্লাহ যখন মুসলিমদের পাপকে ক্ষমা করবেন, তখন কাফিরদের গুনাহকে রেখে দিবেন। (শারহুন্ নাবাবী ১৭শ খণ্ড, হা. ২৭৬৭)

٥٥٥٣ -[٥] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيُقَالُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৫৫৩-[৫] আবূ সা'ঈদ (আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন নূহ আলায়হিস সালাম-কে উপস্থিত করে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি আমার হুকুম-আহকাম মানুষদের কাছে পৌছিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, পৌছিয়ে ছিলাম হে আমার রব! তখন তার উম্মাতগণকে প্রশ্ন করা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে (আমার হুকুম-আহকাম) পৌছিয়ে দিয়ে ছিলেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে (এ দিন সম্পর্কে) কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন নূহ আলায়হিস সালাম-কে বলা হবে, তোমার সাক্ষী কে আছে? উত্তরে নূহ আলায়হিস সালাম বলবেন, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতগণ! রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদেরকে তখন উপস্থিত করা হবে এবং তোমরা এ সাক্ষ্য দিবে যে, অবশ্যই নূহ আলায়হিস সালাম তাঁর উম্মাতের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন- অর্থাৎ আর আমি তোমাদেরকে এভাবেই একটি মধ্যপন্থী উম্মাতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির সাক্ষী হতে পার। আর রসূল (মুহাম্মাদ ﷺ) তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। (বুখারী)[৩৯৭]

ব্যাখ্যা : এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ "আল্লাহ যেদিন রসূলগণকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন, তোমাদেরকে কী জবাব দেয়া হয়েছিল। তারা বলবে, আমরা কিছুই জানি না, তুমিই সকল গোপন তত্ত্ব জান"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১০৯);এর বিপরীত নয়। কারণ সাড়া দেয়া এক জিনিস এবং প্রচার করা অন্য জিনিস। তাছাড়া রসূলগণ এ বিষয়টিকে আল্লাহর 'ইল্‌মের উপর ছেড়ে দিবেন।

---

[৩৯৭] সহীহ : বুখারী ৩৭৪৯, তিরমিযী ২৯৬১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৩৬১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৮৬৩৫, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৯১৩, শু'আবুল ঈমান ২৬৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৪৫৯, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩৫১৮।

Scanned by CamScanner

وَسَطًا শব্দের অর্থ মধ্যম। কেউ কেউ ন্যায়পরায়ণ ও শ্রেষ্ঠ বলেন, কারণ তারা নাসারাদের মতো বাড়াবাড়ি করেন না। আর ইয়াহূদীদের মতো অবহেলা বা সম্মানকে খাটো চোখে দেখে না, নাবীদের ব্যাপারে তাদের অস্বীকার করা হত্যা করা বা শূলে চড়ানোর মতো অতি বাড়াবাড়ি করে না। উপরন্তু الْوَسَطًا এর ব্যাখ্যা العدل। ন্যায়পরায়ণতা «هو من وسط قومه» সে তাদের ক্বওমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) অর্থাৎ তিনি তোমাদের পর্যবেক্ষক এবং তোমাদের ব্যাপারে অবগত। তিনি তোমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং কথার প্রশংসা করেন আর তোমাদের জন্য সাক্ষী।

شهيد শব্দটি رَقِيبُ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ ন্যায়পরায়ণতার জন্য পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। সে কারণে তাদের গোপন ও বাহ্যিক বিষয়সমূহ অবগত হওয়ার জন্য তিনি তাদের অবস্থাসমূহকে সংরক্ষণ করবেন। অতঃপর তাদের প্রশংসা করবেন। আর এজন্যও যে, তারা সমস্ত উম্মাতের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ। উম্মাতে মুহাম্মাদী পূর্বের উম্মাতদের সাক্ষ্য হবেন আর তিনি (ﷺ) তাঁর উম্মাতের সাক্ষ্য হবেন। সমস্ত নাবী সবার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٥٤ - [٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا أَضْحَكُ؟". قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟" قَالَ: "يَقُولُ: بَلَى". قَالَ: "فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي". قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا". قَالَ: "فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي". قَالَ: «فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ». قَالَ: "فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫৫৪-[৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতঃপর প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, ক্বিয়ামাতের দিন বান্দা যে তার প্রভুর সাথে কথা বলবে, সে কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমাকে অবিচার থেকে নিরাপত্তা দান করনি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ। তখন বান্দা বলবে, আজ আমি আমার সম্পর্কে আপনজন ছাড়া আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি আজ নিজেই তোমার সাক্ষী হিসেবে এবং কিরামান কাতিবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তার মুখের উপর আল্লাহ তা'আলা মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা (কে কখন কি কি কাজ করেছ) বল? তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে দেবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গসমূহকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে হতভাগা অঙ্গসমূহ! তোরা দূর হ! তোদের ধ্বংস হোক! তোদের জন্যই তো আমি আমার প্রভুর সাথে তর্ক করছিলাম। (মুসলিম)[৩৯৮]

[৩৯৮] সহীহ : মুসলিম ১৭-(২৯৬৯), সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৫৮, সহীহুল জামি' ৮১৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬১২, আবূ ইয়া'লা ৩৯৭৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৫৮, শু'আবুল ঈমান ২৬৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَا أُجِيزُ)-এর অর্থ لا أقبل অর্থাৎ অনুমোদন করব না বা গ্রহণ করব না। (عَلَى نَفْسِيْ إِلَّا شَاهِدًا مِنِّيْ) অর্থাৎ আমার শ্রেণি বা জাতি ব্যতীত সাক্ষী গ্রহণ করব না। কারণ মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) আমাদের বিরুদ্ধে সৃষ্টির পূর্বে ফ্যাসাদ সৃষ্টির সাক্ষ্য প্রদান করেছিল।

(كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا) সেদিন প্রত্যেকের বিচারের জন্য নিজের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কারণ প্রত্যেকের মুখের উপর মোহর মেরে দেয়া হবে। ফলে তাদের হাত কথা বলবে এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের পা সাক্ষ্য দিবে।' (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ৬৫)

অন্যত্র রয়েছে, "যেদিন প্রকাশ করে দিবে তাদের জিহ্বা, হাত ও পা যা তারা করেছে।"
(সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ২৪)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদের কর্ণ, চক্ষু ও চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।"
(সূরাহ্ ফুসসিলাত ৪১ : ২০)

আবূ ইয়া'লা, ইবনু আবূ হাতিম, ত্বারানী ও ইবনু মারদুওয়াইহ সা'ঈদ (রহিমাহুমুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন ক্বিয়ামাত হবে, তখন কাফিরেরা তাদের 'আমাল বুঝতে পারবে। অতঃপর অস্বীকার করবে ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। তাকে বলা হবে এরা তোমার পড়শি তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে বলবে, তারা মিথ্যা বলছে। তাকে আবার বলা হবে, তোমার পরিবার-পরিজন তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলবে, তারা মিথ্যা বলেছে। অতঃপর বলা হবে, তোমরা ক্বসম খাও। তারা ক্বসম খেলে আল্লাহ তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন। আর তাদের জিহ্বা, পা ও হাত বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করাবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٥٥ -[٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِيْ سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِيْ سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا تُضَارُّونَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِيْ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا». قَالَ: "فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ: أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ بَلٰى قَالَ: "أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ: فَإِنِّيْ قَدْ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِيْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهٗ مِثْلَ ذٰلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِيْ بِخَيْرٍ ما اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ: هٰهُنَا إِذًا. ثُمَّ يُقَالُ الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِيْ نَفْسِهٖ: مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهٖ: انْطِقِيْ فَتَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذٰلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهٖ وَذٰلِكَ الْمُنَافِقُ وَذٰلِكَ يسخطُ اللهُ عَلَيْهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَذُكِرَ حَدِيثُ أَبِيْ: «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ» فِيْ «بَابِ التَّوَكُّلِ» بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

Scanned by CamScanner

৫৫৫৫-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সহাবীগণ বললেন) হে আল্লাহর রসূল! ক্বিয়ামাতের দিন কি আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি (ﷺ) বললেন, দ্বিপ্রহরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের মধ্যে পরস্পরের বাধা সৃষ্টি হয়? তারা বললেন, না। তিনি (ﷺ) আরো বললেন, পূর্ণিমার রাত্রে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণ চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন প্রকারের অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ দু'টির কোন একটিকে দেখতে তোমাদের যে পরিমাণ অসুবিধা হয়, সেদিন তোমাদের প্রভুকে দেখতে সে পরিমাণ অসুবিধাও হবে না। এরপর তিনি (ﷺ) বলেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা কোন এক বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দান করিনি? আমি তোমাকে স্ত্রী দান করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশবর্তী করে দেইনি? আমি কি তোমাকে এ সুযোগ দেইনি যে, তুমি নিজ গোত্রের নেতৃত্ব দিবে এবং তাদের নিকট থেকে এক-চতুর্থাংশ সম্পদ ভোগ করবে? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, (হে আমার পরোয়ারদিগার!) অতঃপর রসূল ﷺ বলেন, বান্দাকে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে? তোমার কি এ ধারণা ছিল? বান্দা বলবে, না। এবার আল্লাহ বলবেন, (দুনিয়াতে) তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে রয়েছিলে, আজ আমিও অনুরূপভাবে তোমাকে ভুলে থাকব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন, সেও অনুরূপ বলবে। তারপর তৃতীয় এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাকেও অনুরূপ কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার প্রতি, তোমার কিতাবের প্রতি এবং তোমার সমস্ত নাবীগণের প্রতি ঈমান রেখেছি, সলাত আদায় করেছি, সিয়াম রেখেছি এবং দান-সদাক্বাহ্ করেছি। মোটকথা সে সাধ্য পরিমাণ নিজের নেক কার্যসমূহের একটি তালিকা আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা! তুমি তো তোমার কথা বললে, এখন এখানেই দাঁড়াও, এক্ষুণি তোমার সাক্ষী উপস্থিত করছি। এ কথা শুনে বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে, কে আছে এমন যে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার উরুকে বলা হবে, তুমি বল, তখন তার উরু, হাড় মাংস প্রভৃতি এক একটি করে বলে ফেলবে, তারা যা যা করেছিল। তার মুখে মোহর লাগিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এজন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে যেন সে বান্দা কোন ওযর-আপত্তি পেশ করতে না পারে। মূলত যে বান্দার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সে হলো মুনাফিক্ব এবং এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হবেন। (মুসলিম)[৩৯৯]

আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ» আমার উম্মাত থেকে জান্নাতে প্রবেশ করবে; "তাওয়াক্কুলের অধ্যায়ে" ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (هَلْ تُضَارُّوْنَ) এর অর্থ হলো এতে কি তোমাদের কোন ভিড় হয় যাতে কেউ তোমাদের কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাকে স্বীকৃতি দানের উপর উদ্বুদ্ধ করা। ظَهِيْرَةٌ বলা হয় মধ্য দিবসকে যখন সূর্য উপরে থাকায় ও পৃথিবীর কিরণ সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। তীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, তোমাদের প্রতিপালককে দর্শন করতে তোমাদের পরস্পরের কোন কষ্ট হবে না। যেমন চন্দ্র বা সূর্যের কোনটিকে দেখতে তোমাদের পরস্পরের কষ্ট হয় না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৯৯] সহীহ : বুখারী ৭৪৩৭, মুসলিম ১৬-(২৯৬৮), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬০৯, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১১৭৮, মুসনাদে আহমাদ ৭৯১৪, আবূ ইয়া'লা ৬৬৮৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬৪২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭৩৬।

Scanned by CamScanner

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর مَعَالِم السُّنَن গ্রন্থে বলেন, الضَّرَر বলা হয় কোন বস্তু নিয়ে মতানৈক্যের সময় দু'জনের বিতর্ক করা। একজন এটা নিয়ে বিতর্ক করে, অন্যজন আরেকটা নিয়ে মতভেদ করে। তখন বলা হয় «قَدْ وَقَعَ الضِّرَار بَيْنهمَا» তাদের উভয়ের মাঝে মতানৈক্য বা মতভেদ হয়েছে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, كَمَا تُضَارُّونَ অর্থাৎ তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে না। অতএব আল্লাহর দিদার লাভের ক্ষেত্রে কখনো তোমরা সন্দেহ করবে না। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হা. ৪৭১৭)

(لَيْلَةَ الْبَدْرِ) পূর্ণিমার রাত্রিকে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তখন চাঁদ সর্বাধিক পরিমাণে আলোময় হয়। (তুহফাতুল আওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৫৪৯)

এ উপমা হলো আল্লাহ তা'আলাকে দেখার সাথে আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে নয়। কারণ সূর্য ও চন্দ্র হলো আল্লাহর সৃষ্টি। আর সৃষ্টিজীব কক্ষনো আল্লাহর মতো হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কোন জিনিস তাঁর মতো নয়। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার দীদার কোন কঠিন বিষয় নয়। এ হাদীস থেকে ক্বিয়ামাতের দিনে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ দীদার স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আর এটাই আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মত। বিদ্বানদের মত ও অধিকাংশ উম্মাতের নিকট আখিরাতে দীদারে ইলাহী প্রমাণিত বিষয়। আর খারিজী, মু'তাযিলা ও মুর্জিয়াদের কেউ কেউ এটাকে অস্বীকার করে।
(ফাতহুল বারী সংক্ষিপ্ত; মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯৩ পৃ.)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٥٦ -[٨] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫৫৫৬-[৮] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রভু আমার সাথে ওয়া'দা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের ওপর 'আযাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার এবং আমার প্রভুর তিন অঞ্জলি ভর্তি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৪০০]

ব্যাখ্যা : (لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ) অর্থ হিসাব-নিকাশে তাদেরকে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করা হবে না। (وَلَا عَذَابَ) এর অর্থ দু'টি হতে পারে। (এক) তাদেরকে প্রথমে শাস্তি দেয়া হবে না। (দুই) তারা যে শাস্তির জন্য ধার্য হয়েছে সে শাস্তি হবে না। (سَبْعُونَ أَلْفًا) ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। হয়তবা নির্দিষ্ট সংখ্যা অথবা অধিক পরিমাণে বুঝানো। حَثَيَات শব্দকে رَبِّي এর সাথে إِضَافَة করাতে আধিক্য বেশি বুঝানো হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৪০০] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২২৩৫৭, তিরমিযী ২৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৪২৮৬, সহীহুল জামি' ৭০৬২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬১৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯০৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭১৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৪৪২৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪০৪।

Scanned by CamScanner

حاء (ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ) ও ياء বর্ণে যবর সহকারে যা حَثْيَةٌ এর বহুবচন। মানুষ তার দুই হাত দ্বারা পরিমাপ ছাড়া বিনা হিসাবে দান করলে তাকে الْحَثْيَةُ অথবা الْحَثْوَةُ বলে।

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অবশ্যই আল্লাহ আমাকে এ মর্মে ওয়া'দা দিয়েছেন যে, আমার উম্মাত থেকে সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইয়াযীদ ইবনু আখনাস বলেন, আল্লাহ ক্বসম! আপনার সে উম্মাতের দৃষ্টান্ত যেমন মাছির মাঝে লালচে সুন্দর মাছির মতো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার সাথে সত্তর হাজারের ওয়া'দা করেছেন। আবার প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার এবং আমার জন্য আরো তিন অঞ্জলি বেশি করেছেন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৩৭)

٥٥٥٧ ـ[٩] وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ: فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَا يَصِحُّ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৫৫৫৭-[৯] হাসান [বাসরী] (রহিমাহুল্লাহ) আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মানবমণ্ডলীকে তিনবার আল্লাহ তা'আলার কাছে উপস্থিত করা হবে। প্রথম দু'বার কথোপকথন ও ওযর-আপত্তির জন্য আর তৃতীয়বার 'আমালনামা উড়ে প্রত্যেকের হাতে পৌছবে এবং তা কেউ ডান হাতে গ্রহণ করবে আর কেউ বাম হাতে। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৪০১]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে কোন হাদীস শুনেছেন বলে প্রমাণ নেই, কাজেই এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

ব্যাখ্যা : (يُعْرَضُ النَّاسُ) আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। (ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ) কেউ বলেন, এর অর্থ তিনবার। প্রথমবার তারা আত্মরক্ষার জন্য বলবে, নাবীরা আমাদের কাছে প্রচার করেনি। আর তারা আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবে। দ্বিতীয়বার তারা অজুহাত পেশ করে স্বীকার করবে এই বলে যে, এসব আমি না জেনে ভুলে 'আমাল করেছি বা অনুরূপ বলবে। তৃতীয়বারে প্রমাণপঞ্জিসহ হাতেনাতে ধরা পরে যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার 'আমালনামা ডান অথবা বাম হাতে ধারণ করবে।

(فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ) এখানে فاء ব্যাখ্যামূলক। অর্থাৎ তাদের যে ডান হাতে গ্রহণ করবে সে সৌভাগ্যবান। আর যে বাম হাত গ্রহণ করবে, সে দুর্ভাগা। (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪২৫)

٥٥٥٨ ـ[١٠] وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسٰى.

৫৫৫৮-[১০] আর কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান [বাসরী] (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটি আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪০২]

---

[৪০১] য'ঈফ : তিরমিযী ২৪২৫, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৯৩২, য'ঈফুল জামি' ৬৪৩২, মুসনাদে আহমাদ ১৯৭৩০, হাসান আবূ মূসা থেকে শোনেননি।

[৪০২] য'ঈফ : কারণ হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে শোনেননি।

Scanned by CamScanner

٥٥٥٩ -[١١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِيْ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ؟ فَيَقُوْلُ: لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ قَالَ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى. إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهٗ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ احْضُرْ وَزْنَكَ. فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِيْ كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫৫৫৯-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন এমন এক লোককে (মুক্তি দেয়া হবে এভাবে যে, তাকে) জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে যার 'আমালনামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টির সীমা অবধি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লেখক মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) কি তোমার প্রতি অবিচার করেছে? সে বলবে না; হে আমার প্রভু! আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন, তবে কি তোমার পক্ষ হতে কোন ওযর পেশ করার আছে? সে বলবে, না; হে আমার রব্! তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, তোমার একটি পুণ্য আমার নিকট পুণ্য আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আজ তোমার প্রতি কোন যুল্‌ম্ বা অবিচার করা হবে না। এরপর এক টুকরা কাগজ বের করা হবে, যাতে রয়েছে- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল"। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার 'আমালের ওযন দেখার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে বলবে, হে প্রভু! ঐ সমস্ত বিরাট বিরাট রেজিস্ট্রির মোকাবিলায় এই এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার ওপর কোন অবিচার করা হবে না। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর ঐ সকল রেজিস্ট্রিগুলো পাল্লার এক পালিতে এবং এ কাগজের টুকরাখানি আরেক পালিতে রাখা হবে। তখন দফতরগুলোর পালি হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং কাগজের টুকরার পালি ভারী হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে। মোটকথা, আল্লাহর নামের সাথে অন্য কোন জিনিস ওযনী হতে পারবে না। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৪০৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ) অর্থাৎ বের করবেন বা বাছাই করবেন সমস্ত সৃষ্টির সামনে এক ব্যক্তিকে এবং তাকে মুক্তি দিবেন। (تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا) আর তাদের 'আমালনামার খাতা হবে নিরানব্বই ভলিয়ম, অর্থাৎ বড় খাতা। প্রত্যেক খাতার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে মানুষের দৃষ্টি সীমার সমপরিমাণ। كَتَبَة যা كَاتِب এর বহুবচন। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الْكِرَامُ الْكَاتِبُوْنَ (সম্মানিত ফেরেশতাগণ)।

---

[৪০৩] সহীহ : তিরমিযী ২৬৩৯, ইবনু মাজাহ ৪৩০০, সহীহুল জামি' ১৭৭৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৫, শু'আবুল ঈমান ২৮৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৯০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৭২৫।

Scanned by CamScanner

(فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ) الْبِطَاقَة হলো ছোট্ট টুকরা, আর কোন কোন অভিধানে বলা হয়েছে, كِتْبَة এর ওযনে بِطَاقَة অর্থ কাপড়ের ছোট টুকরা যাতে তার মূল্যমান লেখা থাকে।

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ) মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা হতে পারে তার প্রথম উচ্চারিত কালিমাহ্। অথবা অন্য সময়েরও হতে পারে যা তৎক্ষণাৎ গ্রহণযোগ্য ছিল। (احْضُرْ وَزْنَكَ) অর্থাৎ তোমার 'আমালের ওযনের সময় তোমার এ ছোট্ট টুকরা নিরানব্বই খাতার সাথে ওযন করা হবে তখন তুমি হাযির থাকবে। যাতে তোমার ওপর যুল্‌মহীনতা এবং অনুগ্রহের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়।

(مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ) এখানে «اِسْمَ الْإِشَارَةِ» তুচ্ছতার অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেন সে এতগুলো খাতার সঙ্গে তুচ্ছ এ টুকরাকে ওযন করা মেনে নিতে পারছে না। সে কারণে পুনরায় বলা হলো, তুমি এটাকে তুচ্ছ ভেব না। কারণ এটা মহান আল্লাহর নিকটে অনেক বড়। (ثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ) অর্থাৎ টুকরাটি ভারী হয়ে গেল।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, 'আমালগুলো তো আকৃতিহীন বস্তু? যা ওযন করা সম্ভব নয়। কায়িক বস্তুকে পরিমাপ করা যায়। এর উত্তরে বলা যায় 'আমালনামা বা খাতাকে মাপা হবে যাতে 'আমালগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে। এটা অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়। অথবা আল্লাহ তা'আলা কথা ও কাজসমূহকে কায়াসম্পন্ন বানাবেন, অতঃপর তা পরিমাপ করবেন। আকৃতিবিহীন বস্তুর ওযন নিয়ে প্রশ্ন উঠানো আজকাল অনর্থক, কেননা আধুনিক অনেক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অনেক কায়া বা আকৃতিবিহীন বস্তুর ওযন সম্পন্ন হচ্ছে। যেমন শরীরের তাপমাত্রা, হৃদকম্পন, রক্তের চলাচল গতি ইত্যাদি পরিমাপের নির্ভুল পরিমাপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মহান আল্লাহর নিকট কায়া ও আকৃতিবিহীন 'আমাল মাপা কি কোন ব্যাপার হলো? এতে গুনাহের চাইতে 'ইবাদাত ভারী হওয়ার কারণে ভালো 'আমাল ভারী হবে এবং মন্দ 'আমাল হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হা. ২৬৩৯; মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯৫ পৃ.)

٥٥٦٠ ـ[١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا يُبْكِيكِ؟». قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "أَمَّا فِيْ ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ: أَيَخِفُّ مِيزَانُهٗ أَمْ يَثْقُلُ؟ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ (هَاؤُمُ اقْرَؤُوْا كِتَابِيَهْ) حَتّٰى يَعْلَمَ: أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهٗ أَفِيْ يَمِينِهٖ أَمْ فِيْ شِمَالِهٖ؟ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ؟ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ: إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৫৬০-[১২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। একদিন তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) বললেন, জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। (আচ্ছা বলুন তো!) ক্বিয়ামাতের দিন আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (হে 'আয়িশাহ্!) জেনে রাখ, তিনটি জায়গা এমন হবে, যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। একটি 'মীযানের কাছে' যতক্ষণ না সে জেনে নিবে যে, তার 'আমালের পাল্লা ভারী হয়েছে নাকি হালকা। দ্বিতীয়টি 'আমালনামা পাওয়ার সময়', যখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এই নাও তোমার 'আমালনামা এবং তা পড়ে দেখ। যে পর্যন্ত না সে জেনে নিবে যে, তা তাকে ডান হাতে দেয়া হচ্ছে নাকি পিছন থেকে বাম হাতে? আর তৃতীয় হলো 'পুলসিরাত' পার হওয়ার সময়, যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। (আবূ দাউদ)[৪০৪]

---

[৪০৪] **য'ঈফ :** কারণ হাসান বাসরী 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/১৭৪ পৃ.; আবূ দাউদ ৪৭৫৫, য'ঈফুল জামি' ১২৪৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ ... فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا) অর্থাৎ আপনি কী আপনার পরিবারদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন স্মরণ করবেন? রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিন স্থানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এর অর্থ হলো, বিশেষভাবে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। কিন্তু «الشَّفَاعَةُ الْعُظْمٰى» (বড় শাফা'আত) সবার জন্য 'আম। ক্বিয়ামাতের দিন দাড়িপাল্লা ক্বায়িম করে খাতাগুলোকে পরিমাপ করা হবে যাতে বান্দাদের 'আমালসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে। যার দু'টি পাল্লা থাকবে, একটি নেকীর জন্য অপরটি গুনাহর। প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে তার পাল্লাহ হালকা হচ্ছে না ভারী। এর প্রকাশ্য অর্থ থেকে বুঝা যায়, এটা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। এর বাইরে নাবী-রসূলগণও নন।

هَاؤُمْ অর্থ গ্রহণ কর। নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলে হাক্বদের অভিমত হলো, অবশ্যই এটা বিস্তৃত পুল যা জাহান্নামের পৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত, সব মানুষকে সেটা অতিক্রম করতে হবে। অতঃপর মু'মিনরা তাদের 'আমাল ও মর্যাদা অনুযায়ী রেহাই পাবে আর অন্যরা তথায় পতিত হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٦١ ـ[١٣] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَمْلُوكِيْنَ يَكْذِبُونَنِيْ وَيَخُونُونَنِيْ وَيَعْصُونَنِيْ وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ تَعَالٰى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِيْ وَلِهٰؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৫৬১-[১৩] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এসে বসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে কতিপয় গোলাম আছে। আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার ধন-সম্পদ খিয়ানাত করে এবং আমার নির্দেশের অবাধ্য হয়, তাই আমি তাদেরকে গালমন্দ করি এবং মারধরও করে থাকি। (ক্বিয়ামাতে) তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থা কী হবে? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন গোলামদের খিয়ানাত, অবাধ্য, মিথ্যা বলা এবং তোমার শাস্তি দেয়া সবকিছুর হিসাব নেয়া হবে। যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অন্যায়ের সমান হয়, তখন ব্যাপার সমান সমান থাকবে। তুমি পুণ্যও পাবে না এবং তোমাকে কোন শাস্তিও দেয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অন্যায়ের তুলনায় কম হয়, তখন তাদের অতিরিক্ত অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য তুমি

Scanned by CamScanner

সাওয়াব পাবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অন্যায়ের তুলনায় বেশি হয়, তখন গোলামদের জন্য তোমার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ সকল কথা শুনে লোকটি অন্যত্র সরে দাঁড়াল এবং চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আল্লাহর এ বাণীটি পড়নি? ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ "ক্বিয়ামাতের দিন আমি ন্যায় ও নির্ভুল ওযনের পাল্লা স্থাপন করব এবং কোন লোকের প্রতি একটুও যুল্‌ম হবে না। যদি কোন 'আমাল সরিষা দানা পরিমাণও হয় আমি তাও উপস্থিত করব, আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট"– (সূরাহ্ আল আম্বিয়া- ২১ : ৪৭)। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার নিজের এবং ঐ সমস্ত গোলামদের ব্যাপারে তাদেরকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া অপেক্ষা উত্তম আর কিছু পচ্ছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি যে, তারা সকলেই মুক্ত। (তিরমিযী)[৪০৫]

ব্যাখ্যা : (مَمْلُوكِينَ) ক্রীতদাস শব্দটি বহু বচনে ব্যবহৃত হয়েছে; এখানে পুরুষ-মহিলা উভয়েই শামিল। অধিকাংশের প্রতি খেয়াল রেখে পুংলিঙ্গের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

(فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ) অর্থাৎ তাদের গালমন্দ ও শাস্তির দেয়ার কারণে আল্লাহর সামনে আমার কি অবস্থা হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বিস্তারিত বিবরণ দেন যা হাদীসের নীচের অংশ বিধৃত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٦٢ -[١٤] وَعَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: «أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫৫৬২-[১৪] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন কোন সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (রসূল ﷺ বলতেন) اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا (হে আল্লাহ! আমার নিকট থেকে সহজ হিসাব নিও) আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! সহজ হিসাব কি? তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তার বান্দার 'আমালনামার প্রতি দৃষ্টিদান মাত্র, অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। হে 'আয়িশাহ্! জেনে রাখ, সেদিন যার হিসাবে যাচাই-বাছাই করা হবে, সে নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে। (আহমাদ)[৪০৬]

ব্যাখ্যা : (يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ) এটা ফারয সলাতে অথবা নাফ্‌ল সলাতে হতে পারে। দাঁড়ানোর কোন অংশে বা রুকূ'র মধ্যে অথবা রুকূ' থেকে উঠার মধ্যে অথবা সাজদাতে বা সাজদাহ্ থেকে উঠে বসার মধ্যে বলতেন।

(اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا) এটা হয়তোবা উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং গাফলতি থেকে সতর্ক করার জন্য। الْمُنَاقَشَةُ অর্থ তদন্ত করা বা খতিয়ে দেখা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪০৫] সহীহ : তিরমিযী ৩১৬৫, মুসনাদে আহমাদ ২৬৪৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২২৯০, শু'আবুল ঈমান ৮৫৮৬।
[৪০৬] হাসান : মুসনাদে আহমাদ ২৪২৬১, য'ঈফ আবূ দাউদ-এর আলোচনায় ৫৫৭নং, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৮৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৭২, শু'আবুল ঈমান ২৭০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৬৪৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭২৭।

Scanned by CamScanner

٥٥٦٣ -[١٥] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَنْ يَقْوٰى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)؟ فَقَالَ: «يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ».

৫৫৬৩-[১৫] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ যেদিন সম্পর্কে বলেছেন, 'সেদিন সকল মানুষ উভয় জাহানের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।' আমাকে বলুন! কোন লোকের সেই ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর সাধ্য হবে। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, সেদিন (-এর ভয়াবহতা) ঈমানদারের জন্য খুবই হালকা করা হবে। এমনকি ঐ দিন তার জন্য একটি ফার্‌য সলাত (আদায়ের সময়ের) ন্যায় হবে।[৪০৭]

ব্যাখ্যা : مَن يَقْوٰى অর্থ من يقدر কে সক্ষম হবে। (عَلَى الْقِيَام) অর্থ আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে।

(يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা لِيَوْمٍ عَظِيمٍ এর পরিবর্তে। অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা প্রকাশ করবেন ও প্রতাপশালীদের ওপর তাঁর ক্ষমতার কতৃত্ব প্রকাশ করবেন। বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু 'উমার (রাঃ) এ সূরাটি পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ) (لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) পর্যন্ত পৌছতেন তখন তিনি কেঁদে ফেলতেন এবং এরপর তিনি পড়তে পারতেন না। (عَلَى الْمُؤْمِنِ) অর্থাৎ পূর্ণ মু'মিন অথবা সলাত আদায়কারীদের ওপর। (عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ) অর্থাৎ ফার্‌য সলাত আদায়ের সমপরিমাণ অথবা ফার্‌য সলাতের ওয়াক্তের সমপরিমাণ। স্পষ্ট কথা হলো মু'মিনদের বিভিন্ন অবস্থাভেদে সেটার সময় বিভিন্ন রকম হবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٦٤ -[١٦] وَعَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ (يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) مَا طُولُ هٰذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ «الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ».

৫৫৬৪-[১৬] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঐ দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সেই অস্বাভাবিক দীর্ঘদিনে মানুষের অবস্থা কেমন হবে? তিনি (সাঃ) বললেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! মু'মিনের জন্য সেদিন খুবই হালকা করা হবে, এমনকি দুনিয়াতে একটি ফার্‌য সলাত আদায় করার সময় তুলনা তার জন্য এটা হালকা সময় মনে হবে। (হাদীস দু'টি বায়হাক্বী'র "কিতাবুল বা'সি ওয়ান্‌নুশূর"-এ রিওয়ায়াত করেছেন)[৪০৮]

ব্যাখ্যা : (مَا طُولُ هٰذَا الْيَوْمِ؟) অর্থাৎ এ দীর্ঘ দিনে মানুষের কী অবস্থা হবে? এত দীর্ঘ দিনে তারা দাঁড়াতে সক্ষম হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এ দীর্ঘ দিন পূর্ণ মু'মিনদের ওপর হালকা হবে।

---

[৪০৭] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটির সানাদ আমি পাইনি, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/১৭; শু'আবুল ঈমান-এ সানাদ ছাড়া ১/৩২৪ পৃ.।

[৪০৮] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান অনুচ্ছেদ ১/৩২৪, মুসনাদে আহমাদ ১১৭৩৫, সানাদে ইবনু লাহী'আহ্ আছে।

Scanned by CamScanner

এমনকি তাদের নিকটে একটি ফার্‌য সলাত আদায়ের চাইতে বা তার জন্য ক্বিয়াম করার সময়ের চাইতে সহজ হবে। যে সলাত তারা দুনিয়ায় আদায় করত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٦٥ -[١٧] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُحْشَرُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِي مُنَادٍ فَيَقُولُ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ؟ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُؤْمَرُ لِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৫৫৬৫-[১৭] আসমা' বিনতু ইয়াযীদ رضي الله عنها রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মানবমণ্ডলীকে একটি ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন একজন ঘোষক এ ঘোষণা করবে, ঐ সমস্ত লোকেরা কোথায়? যারা (রাত্রে) আরামের বিছানা থেকে নিজেদের পার্শ্বকে দূরে রেখেছিল, তখন অল্প কিছু সংখ্যক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর অবশিষ্ট সকল মানুষ থেকে হিসাব নেয়ার নির্দেশ করা হবে। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৪০৯]

ব্যাখ্যা : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ؟) তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে দূরে থাকে। এখানে রূপক ও ব্যাপকার্থক রয়েছে। এতে আল্লাহর বাণী, ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ "তারা (জাহান্নামের) ভীতি ও (জান্নাতের) আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে"– (সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্ ৩২ : ১৬); এর ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়। এর দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ নিয়ে মতভেদে রয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা তাহাজ্জুদগুজার লোকেরা উদ্দেশ্য। কেউ বলেন, আওয়াবীন সলাত আদায়কারী ব্যক্তিরা উদ্দেশ্য। অথবা এর দ্বারা 'ইশা ও ফাজ্‌র সলাত আদায়কারী ব্যক্তিরাও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর এ ধরনের গুণসম্পন্ন লোক ইসলামে খুব কম সংখ্যক। আল্লাহ বলেন, ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ "তারা রাত্রিকালে খুব কমই শয়ন করত"– (সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ১৭)। ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ "...কিন্তু যারা ঈমান আনে আর সৎ 'আমাল করে তারা ব্যতীত, এদের সংখ্যা খুবই কম..."– (সূরাহ্ সোয়াদ ৩৮ : ২৪)।

তারা জান্নাতে যাবে বিনা হিসাবে কারণ তারা আনুগত্যের তিক্ততার উপর সব্‌র করেছে আর রাতের নিদ্রার স্বাদকে পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ "আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি"– (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ১০)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٤) بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ

অধ্যায়-৪ : হাওযে কাওসার ও শাফা'আতের বর্ণনা

কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'টি হাওয থাকবে। একটি পুলসিরাতের পূর্বে অবস্থানের জায়গায়, অন্যটি থাকবে জান্নাতে। উভয় হাওযের নাম কাওসার। তাদের ভাষায় কাওসার অর্থ অধিক কল্যাণ। সঠিক কথা হলো হাওযের ব্যবস্থা হবে মীযানের পূর্বে। কারণ মানুষেরা ক্ববর থেকে পিপাসার্ত হয়ে বের হবে। অতঃপর তারা নাবীদের অবস্থানস্থলে হাওয থাকবে। আমি বলি, জামি'তে রয়েছে, হে নাবী

[৪০৯] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৩২৪৪, শাহ্‌র ইবনু হাওশাব য'ঈফ, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৬।

Scanned by CamScanner

ﷺ। আপনার জন্য হাওযে কাওসার রয়েছে। তারা গর্ব করে বলবে যে, কারা বেশি আগমন করেছে? আমি আশা করি যে, আমি তাদের মাঝে সর্বাধিক সংখ্যা নিয়ে আগমনকারী হব।

রাগিব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الشَّفْعُ। বলা হয় কোন জিনিসকে অনুরূপ জিনিসের সাথে যুক্ত করা এখান থেকে الشَّفَاعَةُ। নির্গত হয়েছে। আর তা বলা হয় অন্যকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে যোগদান করা তার থেকে গোপন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারাণের তুলনায় বেশি মর্যাদাবান ব্যক্তির যুক্ত হওয়া তার চাইতে কম মর্যাদার লোকের সাথে শাফা'আত সংঘটিত হবে ক্বিয়ামাতে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥٦٦ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: الْكَوْثَرُ الَّذِىْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৫৬৬-[১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মি'রাজের রাত্রে) জান্নাত ভ্রমণকালে অকস্মাৎ আমি একটি নহরের কাছে উপস্থিত হলাম, যার উভয় পার্শ্বে শূন্যগর্ভ মুক্তার গুম্বুজ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটাই সেই কাওসার যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তার মাটি মিশ্‌কের মতো সুগন্ধময়। (বুখারী)[৪১০]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই ভ্রমণ ছিল মি'রাজের রজনীতে যা সহীহুল বুখারীতে সূরাহ্ আল কাওসার-এর তাফসীরে বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য ইমাম দাউদী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ধারণা এটা ক্বিয়ামাতে সংঘটিত হবে। তিনি বলেন, যদি এটা ঠিক হয় তবে বুঝা যাচ্ছে যে, নিশ্চয় হাওয এমন যাকে মানুষেরা জান্নাতে থাকা নদী ব্যতীত অন্য হাওযকে ছেড়ে আসবে। অথবা তারা জান্নাতের বাহিরে থেকে ভিতরে নহরকে দেখতে পাবে।

এ ব্যাখ্যা বিনা প্রয়োজনে অদ্ভূত কষ্টের নামান্তর। এটা বাদ দিয়ে বলা যায় যে, জান্নাতের বাহিরে থাকা হাওযটা বিস্তৃত হয়ে এসেছে জান্নাতের অভ্যন্তর থেকে। তাহলে এতে কোন জটিলতা থাকবে না।

শূন্যগর্ভ মোতির গম্বুজ পরিবেষ্টিত নহর দেখে রসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল-কে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি?

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে হাওযে কাওসার দান করেছেন যা সূরায়ে কাওসারে উল্লেখ হয়েছে জিবরীল সেদিকে ইশারা করে বললেন, এটা সেই নহর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি....।" (সূরাহ্ আল কাওসার)

'কাওসার' হলো প্রভুত কল্যাণ, এ কল্যাণ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ মর্যাদা। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মর্যাদা হলো আল কুরআন, নুবুওয়্যাত ও রিসালাত, উম্মাতের আধিক্যতা এবং অন্যান্য উচ্চ মর্যাদাসমূহ। যেমন মাক্বামে মাহমূদ, প্রশংসার দীর্ঘ পতাকা এবং হাওয, এসবই 'কাওসার' শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৪১০] সহীহ : বুখারী ৬৫৮১, তিরমিযী ৩৩৬০, মুসনাদে আহমাদ ১৩০১২, সহীহুল জামি' ২৮৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭২০, আবূ ইয়া'লা ২৮৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৭৪।

Scanned by CamScanner

এখানে উল্লেখ আছে, (فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ) তার মাটি মিশ্‌কের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। কোন কোন বর্ণনায় طِيبه-এর পরিবর্তে طِيبه 'তার সুগন্ধি মিশকের ন্যায়' উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম তিনি আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে طِينُه-এর পরিবর্তে تُرَابُهُ 'তার ধুলা' উল্লেখ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১খণ্ড, ৫৩৩ পৃ., হা. ৬৫৮১)

(فَإِذَا طِينُهُ) হুদবাহ সন্দেহে পড়েছেন সেটা طِيب হবে না طِين হবে? কিন্তু আবুল ওয়ালীদ সন্দেহাতীত বলেছেন যে, সেটা নূন সহকারে অর্থাৎ طِين হবে, এটাই নির্ভরযোগ্য। (ফাতহুল বারী হা. ৬৫৮১)

٥٥٦٧ -[٢] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৬৭-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাওযের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমপরিমাণ এবং তার চতুর্দিকও সমপরিমাণ আর তার পানি দুধ অপেক্ষাও অধিক সাদা এবং তার ঘ্রাণ মৃগনাভি অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিময়, আর তার পানপাত্রসমূহ আকাশের তারকার মতো। যে তা থেকে একবার পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১১]

ব্যাখ্যা : এখানে হাওযে কাওসারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা তার পরিধির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে, যা চতুর্ভূজ আকারে ধরলে প্রত্যেক পাড়ের দূরত্ব এক মাসের পথ। কেউ কেউ এর গভীরতাকেও সমপরিমাণ বলে মনে করেন। 'আরবীতে سَوَاءٌ শব্দ দ্বারা পরিমাপের সকল দিককেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হাওযে কাওসারের পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَبْيَضُ শব্দটি ইসমে তাফযীলের সাধারণ অর্থে না এসে اشد أَبْيَض এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা 'ইল্‌মে নাহু-এর একটি ব্যতিক্রম নিয়ম। তার পানি মৃগণাভী অপেক্ষা বেশি সুঘ্রাণযুক্ত বা খুশবুদার হবে যা মানুষের হৃদয়কে প্রশান্ত করে দিবে। তার কিনারায় রক্ষিত পানপাত্রসমূহ হবে আকাশের তারকার ন্যায় অসংখ্য এবং উজ্জ্বল। যে ব্যক্তি এ নহরের পানি পান করতে পারবে সে আর কখনো হাশরের পিপাসায় পিপাসিত হবে না। মূলত এটি জান্নাতের একটি পানীয় যা হাশরের ময়দানে নাবী ﷺ নিজ হাতে কুরআন সুন্নাহর সঠিক অনুসারীদের পান করাবেন। বিদ্'আতীরাও এ পানি পান করতে হাওযে কাওসারের দিক এগিয়ে যাবে, নাবী ﷺ-ও তাদের পান করানোর জন্য উদ্যত হবেন, এমন সময় তাদের এবং পানির মাঝে পর্দা পরে যাবে। মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) নাবী ﷺ-কে উক্ত পানি পান করাতে দিবেন না। পরের হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, ৫৩ পৃ., হা. ৬৫৭৯, শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হা. ২২৯২)

٥٥٦٨ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا

---

[৪১১] সহীহ : বুখারী ৫৫৭৯, মুসলিম ২৭-(২২৯২), সহীহুল জামি' ৩১৬১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬১৩, মুসনাদে বায্‌যার ২৪৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৫২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ৮৮৯. আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯০২৯।

Scanned by CamScanner

يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَكُمْ سِيمَاءُ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫৬৮-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার হাওযের (উভয় পার্শ্বের) দূরত্ব আয়লাহ্ ও 'আদ্ন-এর মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকেও অধিক। তার পানি বরফের চেয়ে অধিক সাদা এবং দুধমিশ্রিত মধুর তুলনায় অনেক মিষ্ট। তার পানপাত্রসমূহ নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আর আমি আমার হাওযের কাওসারে আগমন করা থেকে লোকেদেরকে (অন্যান্য উম্মাতদেরকে) তেমনিভাবে বাধা দেব, যেমনিভাবে কোন লোক তার নিজের হাওয থেকে অন্যের উটকে পানি পানে বাধা দিয়ে থাকে। সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সেদিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, সেদিন তোমাদের বিশেষ চিহ্ন থাকবে যা অন্যান্য উম্মাতের কারো জন্য হবে না। তোমরা আমার কাছে এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উযূর কারণে উজ্জ্বল থাকবে। (মুসলিম)[৪১২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যার কিয়দংশ পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে হাওযে কাওসারের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থের দূরত্ব আয়লাহ্ হতে 'আদ্ন-এর দূরত্বের চেয়েও বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। আয়লাহ্ হলো সিরিয়ার শেষ প্রান্তের একটি শহর যা ইয়ামান সাগরের নিকটে অবস্থিত। আর 'আদ্ন হলো ভারত মহাসাগরের সন্নিকটে ইয়ামানের প্রান্তসীমা। কোন কোন হাদীসে দূরত্বের সীমা বর্ণনা করতে গিয়ে আরো কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন 'আদ্ন থেকে আম্মান, আয়লাহ্ থেকে সন্'আ ইত্যাদি। এসবগুলো স্থানের দূরত্ব মোটামুটি একই আর তা হলো প্রায় একমাসের পথ বা তার চেয়ে একটু বেশি।

অতএব বর্ণনার ভিন্নতা দোষণীয় কিছু নয়। শ্রোতা সাধারণের অবস্থার আলোকে তাদের পরিচিত স্থানের ধারণা দিয়ে দূরত্ব বুঝানোই উদ্দেশ্য। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা তো নিছক দৃষ্টান্ত মাত্র।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) কতিপয় মানুষকে এখানে অর্থাৎ হাওযের পাড়ে আসতে বাধা দিবেন এবং তাদের তাড়িয়ে দিবেন। এরা হলো মুনাফিক্ব, মুরতাদ। সামনের হাদীস থেকে বুঝা যায়, তারা বিদ্'আতী। রাখাল যেমন অন্যের উটকে নিজের ঘাস-পানির হাওয বা বাসনে অংশগ্রহণের ভয়ে তাড়িয়ে দিয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঠিক তেমনিভাবে তাদের তাড়িয়ে দিবেন। কতিপয় সহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! সেদিন কি আপনি আমাদের চিনতে পারবেন? এর অর্থ হলো সেদিন কি আপনি আমাদেরকে ঐ সকল মুনাফিক্ব, মুরতাদ, বিদ্'আতীদের মধ্য থেকে চিনে আলাদা করতে পারবেন এবং আপনার ঐ হাওযে কাওসারের পানি পান করাবেন? উত্তরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) আরো বললেন, সেদিন তোমাদের বিশেষ চিহ্ন বা নিদর্শন থাকবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ "চিহ্নসমূহ তাদের মুখমণ্ডলের উপর সাজদার কারণে পরিস্ফুট হয়ে আছে...।" (সূরাহ্ আল ফাত্হ ৪৮ : ২৯)

---

[৪১২] সহীহ : মুসলিম ৩৬-(২৪৭), সহীহুল জামি' ৩৮২১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১১৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬১৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪১৪৬, মুসনাদে বায্যার ৫০৫৬, মুসনাদে আহমাদ ২৭৯৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৭৩৩, শু'আবুল ঈমান ৪০৩৪, দারিমী ২৮৩৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪২০।

Scanned by CamScanner

যে চিহ্ন অন্য কোন উম্মাতের মধ্যেই আর নেই। এছাড়াও তোমরা আমার নিকট দিয়ে এমন অবস্থায় অতিক্রম করবে যে, তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত-পাগুলো উযূর কারণে উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকবে। যা দেখে আমি তোমাদের অন্যদের থেকে বাছাই করে নিব।

অন্যান্য নাবীদের শারী'আতেও উযূর বিধান ছিল এবং তাদের উম্মাতগণ হয়তো বা উযূ করেছেন কিন্তু কোন নাবীর উম্মাতের মধ্যেই ঐ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে না, তবে নাবীগণের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে, অতএব তাদের কথা স্বতন্ত্র। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, ১১৭ পৃ., হা. ২৪৭)

٥٥٦٩ -[٤] وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «تَرٰى فِيهِ أَبَارِيقَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ»

৫৫৬৯-[৪] অপর এক বর্ণনায় আছে, আনাস (রাঃ) বলেন, উক্ত হাওযে সোনা ও রূপার এত অধিক পানপাত্র থাকবে, যার সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির মতো (অগণিত)।[৪১৩]

ব্যাখ্যা : আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় হাওযের কিনারায় রক্ষিত পানপাত্রগুলোর বিবরণ এসেছে এই যে, সেগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি আর সংখ্যা হলো আকাশের নক্ষত্র সমপরিমাণ। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, একাধিক গুণের ও মূল্যমানের পানপাত্র পানকারী আওলিয়া, স্বালিহীন ইত্যাদির মর্যাদার তারতম্যের কারণেই ভিন্ন ভিন্ন হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٧٠ -[٥] وَفِيْ أُخْرٰى لَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ. فَقَالَ: "أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ: أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ".

৫৫৭০-[৫] অন্য এক বর্ণনায় আছে, সাওবান (রাঃ) বলেন, (রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো) তার পানীয় কেমন হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। তাতে জান্নাত হতে আগত দু'টি জলধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। এটার একটি সোনার অপরটি চাঁদির।[৪১৪]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমে সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ঐ হাওযের পানির গুণাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, সেটা দুধের চেয়েও অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে অধিক মিষ্ট। এ পানি জান্নাতের মূল হাওয থেকে দু'টি স্বর্ণ ও রৌপ্যের জলপ্রবাহ দিয়ে এসে হাওযে স্বজোরে পতিত হচ্ছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٧١ -[٦] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّيْ. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৪১৩] সহীহ : মুসলিম ৪৩-(২৩০৩), ইবনু মাজাহ ৪৩০৫, সহীহুল জামি' ৫৫৯২, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬১৮, মুসনাদে বাযযার ৭০৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১৩৫২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৫৪।

[৪১৪] সহীহ : মুসলিম ৩৬-(২৩০০), তিরমিযী ৮৭৭, ইবনু মাজাহ ৪৩০২, সহীহুল জামি' ২০৫৯, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১১৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫১৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮৬১৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৭২, মুসনাদে বাযযার ২৪৬২, মুসনাদে আহমাদ ২৫৫, আবূ ইয়া'লা ৪০৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৫৫, শু'আবুল ঈমান ১০৪৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৫৭১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৩৮৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৫৫।

Scanned by CamScanner

৫৫৭১-[৬] সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি তোমাদের পূর্বেই হাওযে কাওসারের কাছে পৌছব। যে ব্যক্তি আমার কাছে পৌছবে, সে তার পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার কাছে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, তারা তো আমার উম্মাত। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সকল নতুন নতুন মত পথ তৈরি করেছে। তা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক (অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফা'আত ও আল্লাহর রহমাত থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৫]

ব্যাখ্যা : হাওযে কাওসার জান্নাতের একটি নহর; আল্লাহ তা'আলা তা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে দান করেছেন। ক্বিয়ামাতের দিন পিপাসিত উম্মাতকে তিনি তা থেকে পান করাবেন। এজন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাগ্রে হাওযের নিকট উপনীত হবেন। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে এই পানি পান হাশরের হিসাবের পর এবং জাহান্নাম থেকে অব্যাহতির পর।" তবে এটা সত্য যে, তা জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হবে, কারণ জান্নাতে প্রবেশের পর তার আর কোন পিপাসা থাকবে না। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্যে প্রশ্ন জাগে হিসাবের পর যারা জাহান্নাম থেকে অব্যাহত পাবে তারা তো প্রকৃতপক্ষে সফলতাই অর্জন করেছে, এমন লোকেদের হাওযে কাওসারের পানির ঘাট থেকে দূরে তাড়িয়ে দেয়া কি বিস্ময়কর নয়?

দীনের মধ্যে যারা ইহদাস করেছে অর্থাৎ নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছে, বিদ্'আত করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের পানির ঘাটে পৌছতে দিবেন না বরং তাড়িয়ে দিবেন। '*সুহকান*' শব্দটি শাস্তির দু'আ অর্থ রহমাত থেকে দূরে থাক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১৩খণ্ড, ০৫ পৃ., হা. ৭০৪৯; ইবনু মাজাহ হা. ৪৩০৪)

٥٥٧٢ - [٧] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُهَمُّوا بِذٰلِكَ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهٖ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهٗ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهٗ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ: أَكْلَهٗ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلٰكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ إِلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ: سُؤَالَهٗ رَبَّهٗ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلٰكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ. قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كِذْبَاتٍ كَذَبَهُنَّ وَلٰكِنِ ائْتُوا مُوسٰى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهٗ وَقَرَّبَهٗ نَجِيًّا. قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسٰى فَيَقُولُ: إِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَلٰكِنِ

[৪১৫] সহীহ : বুখারী ৬৫৮৩, মুসলিম ৩১-(২২৯৬), ইবনু মাজাহ ৩৯৪৪, সহীহুল জামি' ২৪৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৬৭, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭৭৯, মুসনাদে আহমাদ ৩৮১২, আবূ ইয়া'লা ৭৪৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৮৫, শু'আবুল ঈমান ৩৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪০৯৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৭৩।

Scanned by CamScanner

ائْتُوا عِيسٰى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ" قَالَ: "فَيَأْتُونَ عِيسٰى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ". قَالَ: "فَيَأْتُونِيْ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ". قَالَ: "فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأُثْنِيْ عَلٰى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ. فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا. فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ. قَالَ: "فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأُثْنِيْ عَلٰى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ". قَالَ: «فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأُثْنِيْ عَلٰى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ قَدْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ» أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قَالَ: «وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِيْ وَعَدَهُ نَبِيَّكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৭২-[৭] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতরে দিন ঈমানদারদেরকে (হাশরের ময়দানে) আটক করে রাখা হবে। এমনকি তাতে তারা ভীষণ চিন্তাযুক্ত ও অস্থির হয়ে বলবে, যদি আমরা আমাদের প্রভুর কাছে কারো দ্বারা সুপারিশ করাই তাহলে হয়তো আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা আদাম (আলায়হিস সালাম)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সমস্ত মানবমণ্ডলীর পিতা। আল্লাহ স্বীয় হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ও জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, মালায়িকার (ফেরেশতাদের) দিয়ে সাজদাহ্ করিয়েছিলেন এবং সমস্ত জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে এ কষ্টদায়ক স্থান হতে মুক্ত করে প্রশান্তি দান করেন। তখন আদাম (আলায়হিস সালাম) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তখন তিনি গাছ থেকে (ফল) খাওয়ার গুনাহের কথা যা থেকে তাঁকে বারণ করা হয়েছিল, স্মরণ করবেন। (তিনি বলবেন,) বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম নাবী নূহ (আলায়হিস সালাম)-এর কাছে যাও।

অতএব তারা সকলে নূহ (আলায়হিস সালাম)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং সাথে সাথে তিনি তাঁর ঐ গুনাহের কথা স্মরণ করবেন, অজ্ঞতাবশত নিজের ছেলেকে পানিতে না ডুবানোর জন্য স্বীয় প্রভুর কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন। (তখন তিনি বলবেন,) বরং তোমরা আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর কাছে যাও।

Scanned by CamScanner

তিনি (ﷺ) বলেন, এবার তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাছে আসবে তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং তিনি তাঁর তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করে বলবেন, বরং তোমরা মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ তা'আলার এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাওরাত কিতাব দিয়েছেন। তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্য দান করে হিকমার অধিকারী বানিয়েছেন। নাবী ﷺ বলেন, তখন সকলে মূসা ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তখন সেই প্রাণনাশের গুনাহের স্মরণ করবেন, যা তার হাতে ঘটেছিল, বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তাঁর কালিমাহ্ ও রূহ 'ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে যাও।

তিনি (ﷺ) বলেন, তখন তারা সকলে 'ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি (ﷺ) বলেন, তারা আমার কাছে আসবে, তখন আমি আমার রবের কাছে তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশে সাজদায় পড়ে যাব, আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ আমাকে চাবেন এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তা গ্রহণ করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা চাবে দেয়া হবে। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার প্রভুর এমনভাবে প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করব, যা তিনি সেই সময় আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি শাফা'আত করব, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আমি তখন আল্লাহর কাছ থেকে উঠে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট সীমার লোকেদেরকে জাহান্নামে থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি পুনরায় ফিরে এসে আমার রবের দরবারে তাঁর কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। যখন আমি তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশে সাজদায় পড়ে যাব এবং আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় থাকতে দেবেন।

তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আর তুমি প্রার্থনা কর, যাই চাবে, তা দেয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার প্রভুর এমন প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করব, যা আমাকে তখন শিখিয়ে দেয়া হবে। এরপর আমি শাফা'আত করব, কিন্তু আমার জন্য এ ক্ষেত্রে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। তখন আমি আমার প্রভুর নিকট থেকে বের হয়ে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট লোকগুলোকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার প্রভুর কাছে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাব। আমাকে তার কাছে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। যখন আমি তাঁকে (রবকে) দেখব, তখনই সাজদায় পড়ে যাব। আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, যা বলবে তা শুনা হবে। শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রভুর এমন প্রশংসা-গুণকীর্তন করব, যা তিনি আমাকে সে সময় শিখিয়ে দেবেন। তিনি (ﷺ) বলেন, তারপর আমি শাফা'আত করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন। তখন আমি সেই সান্নিধ্য থেকে বাইরে আসব এবং তথায় যেয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটকে রাখবে অর্থাৎ যাদের জন্য কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ছাড়া আর কেউই জাহান্নামে থাকবে না।

Scanned by CamScanner

বর্ণনাকারী আনাস رضي الله عنه বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের এ আয়াত ﴿عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا﴾ "আপনার প্রভু শীঘ্রই আপনাকে 'মাক্বামে মাহমূদে' পৌছিয়ে দেবেন"– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৭৯); তিলাওয়াত করে বললেন, এটাই সেই 'মাক্বামে মাহমূদ' তোমাদের নাবীকে যার অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৬]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নাবীকে দুনিয়াতে একটি করে দু'আ ক্ববূলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই সুযোগে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধা ও চাহিদা মোতাবেক তা পূরণ করে নিয়েছেন; আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, আমি আমার সেই সুযোগটি ক্বিয়ামাতের জন্য রেখে দিয়েছি সেটি হলো তার উম্মাতের জন্য "শাফা'আত"। ক্বিয়ামাতের দিন তিনি তা ব্যবহার করবেন, আল্লাহ তা'আলা তার সেই শাফা'আত ক্ববূল করবেন।

ক্বিয়ামাতের দিন কোন নাবীই আল্লাহর কাছে যাওয়া, তার সাথে কথা বলা এবং উম্মাহর জন্য শাফা'আতের সাহস করবেন না। কেবলমাত্র আমাদের নাবীই আল্লাহর সাথে কথা বলবেন এবং শাফা'আত করবেন, আর তাঁর শাফা'আত ক্ববূলও করা হবে।

প্রথমেই লোকেরা আদি পিতা আদাম-এর কাছে যাবে, কেননা আল্লাহর কাছে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। লোকেরা সেই মর্যাদাগুলো উল্লেখ করে তাকে আল্লাহর সাথে কথা বলা এবং তাদের জন্য সুপারিশের অনুরোধ করবে, কিন্তু তিনি আল্লাহ তা'আলার একটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কারণে এত ভীত এবং লজ্জিত হবেন যে, আল্লাহর কাছে যেতেই সাহস করবেন না। তিনি তার পরবর্তী নাবীর নাম নিয়ে বলবেন, তোমরা তার নিকটে যাও। লোকেরা পর্যায়ক্রমে হাদীসে বর্ণিত নাবীগণের নিকট যাবে কিন্তু প্রত্যেক নাবীই ওযর পেশ করবেন, অতঃপর আমাদের নাবীর নিকট বলার সাথে সাথে তিনি সম্মত হবেন এবং শাফা'আতের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর সমীপে সাজদায় পড়ে থাকবেন। এই সাজদায় পড়ে থাকার সময় হবে দীর্ঘ। হাদীসের ভাষায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : فَإِذَا رَأَيْتُهٗ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّدَعَنِيْ.

"আমি যখন আল্লাহ তা'আলাকে দেখব তখন সাজদায় পড়ে যাব, তিনি আমাকে (এই সাজদার মধ্যে) যতক্ষণ ইচ্ছা ফেলে রাখবেন।"

এই দীর্ঘ সময় আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথাও বলবেন না এবং সাজদাহ্ থেকে মাথাও উঠাতে বলবেন না। সে দীর্ঘ সময় যে কত দীর্ঘ হবে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে মাথা উঠাতে বলবেন এবং তার চাওয়া পূরণের ও শাফা'আত গ্রহণের ওয়া'দা দিবেন। সে মতে নাবী ﷺ শাফা'আত করবেন এবং আল্লাহ তা'আলার দেয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে উঠিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এভাবে তিনি তিনবার আল্লাহর নিকট গিয়ে সাজদায় পড়বেন এবং পূর্বের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার অনুমতিসাপেক্ষে শাফা'আত করবেন। এ শাফা'আতে কেউ আর জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না কেবল কুরআন যাদের আটকিয়ে রেখেছে তারা ছাড়া অর্থাৎ যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসেবে পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারা ছাড়া জাহান্নামে আর কোন লোক বাকী থাকবে না, তারা হলো কাফির ও মুশরিক।

---

[৪১৬] সহীহ : বুখারী ৭৪৪০, মুসলিম ৩২২-(১৯৩), তিরমিযী ৩১৪৮, ইবনু মাজাহ ৪৩০৮, সহীহুল জামি' ৮০২৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৭৭, মুসনাদে 'আবদ ইবনু হুমায়দ ১১৮৬, মুসনাদে বায্যার ৭০৩২, মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৬, আবূ ইয়া'লা ২৩২৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৬৪, শু'আবুল ঈমান ৩০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১২৪৩।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : "কিন্তু কুরআন কাদের আটকিয়ে রাখবে"-এর ব্যাখ্যা এটাও যে, আল-কুরআন ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর দরবারে বান্দার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করবে, সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বান্দার জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভর করবে।

নাবী ﷺ-এর শাফা'আতের এই একক মর্যাদাকেই আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত মাক্বামে মাহমূদ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, "সত্বর আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাক্বামে মাহমূদ তথা প্রশংসিত স্থানে পৌছাবেন।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৭৯)

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১খণ্ড, ৪৮৮ পৃ., হা. ৬৫৬৫, ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, ৫৪১ পৃ., হা. ৪৩১২)

٥٥٧٣ ـ[٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اِشْفَعْ إِلٰى رَبِّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسٰى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ فَيَأْتُونَ مُوسٰى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسٰى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسٰى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِيْ فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ أَدْنٰى أَدْنٰى أَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِيْ فِيمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ لَكَ وَلٰكِنْ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظَمَتِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৭৩-[৮] উক্ত রাবী (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ একে অপরে সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই তারা সকলে আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে শাফা'আত করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই, বরং তোমরা ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর খলীল। তাই তারা ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই, বরং

Scanned by CamScanner

তোমরা মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে যাও। কারণ তিনি কালীমুল্লাহ (যিনি আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন)। এবার তারা মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই, বরং তোমরা 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর আত্মা ও কালিমাহ্। তখন তারা 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও। তখন তারা সকলে আমার কাছে আসবে। তখন আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। এবার আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। এ সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমন সব বাণী ইলহাম করা হবে, যা এখন আমার জানা নেই। আমি ঐ সকল প্রশংসা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশে সাজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাবে তা দেয়া হবে। আর শাফা'আত কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! (অর্থাৎ আমার উম্মতের উপর রহম করুন, আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন) বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব। অতঃপর ফিরে আসব এবং ঐ প্রশংসা বাণী দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব, তারপর সাজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। চাও, যা চাবে তা দেয়া হবে। আর শাফা'আত কর গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মাত আমার উম্মাত! (আমাকে) বলা হবে, যাও যাদের হৃদয়ে এক অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। অতএব আমি গিয়ে তাই করব। তারপর আবার ফিরে আসব এবং উক্ত প্রশংসা বাণী দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সাজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শুনা হবে, যাও যাদের হৃদয়ে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদের সকলকেই জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং ঐ সকল প্রশংসা বাণী দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সাজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে। চাও, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে প্রভু! যারা শুধু '*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*' বলেছেন, আমাকে তাদের জন্যও শাফা'আত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার 'ইয্‌যত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের শপথ করে বলছি, যারা '*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*' বলেছে, আমি নিজেই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের বিষয়বস্তু পূর্বের হাদীসের মতই। হাদীসের দীর্ঘ বর্ণনা ও স্পষ্টতা সর্বজনবিদিত, অতএব ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ক্বিয়ামাতের দিন এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে যে মানুষের দিক-বিদিক জ্ঞান থাকবে না। মানুষ দিশেহারা হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে, অতঃপর কিছু মানুষ পরামর্শ করে আদি পিতা আদাম-এর কাছে আসবে এবং বলবে, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে একটু শাফা'আত বা সুপারিশ করুন, তিনি যেন দ্রুত হিসাবের নির্দেশ করেন যাতে আমরা একটু শান্তি পাই অথবা আমাদের প্রতিফল যাই হোক এটা পেয়ে যাই এবং হাশরের ময়দানের এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাই। আদাম আলায়হিস্ সালাম বলবেন,

---

[৪১৭] সহীহ : বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৩২৭-(১৯৪), তিরমিযী ২৪৩৪, সহীহুল জামি' ১৪৬৬, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৪১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৭৪, মুসনাদে বায্যার ৭৬, মুসনাদে আহমাদ ৯৬২১, আবূ ইয়া'লা ৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৬৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১২৮৬।

Scanned by CamScanner

আমি এ কাজের উপযুক্ত নই বরং তোমরা ইবরাহীম-এর কাছে যাও তিনি আল্লাহর খলীল। লোকেরা ইবরাহীম-এর কাছে যাবে তিনিও একই কথা বলবেন। এভাবে বিভিন্ন নাবীদের কাছে মানুষ যাবে কিন্তু কেউ শাফা'আতের সাহস করবেন না। সকল নাবী নিজ নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে ভীত এবং লজ্জিত হয়ে আল্লাহর সামনে যেতে সাহস করবেন না।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তারা সবাই বলবেন, আল্লাহ তা'আলা আজ এত রাগান্বিত হয়েছেন যা ইতোপূর্বে আর কখনো হননি এবং হবেন না। অতএব তার সামনে যেতে পারব না। অবশেষে লোকেরা যখন নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আসবে তিনি বলবেন, হ্যাঁ, আমিই এ কাজের জন্য উপযুক্ত। অতঃপর তিনি (ﷺ) আল্লাহর নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবেন, ফলে তাকে অনুমতি দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সমীপে গিয়ে এমন প্রশংসা করবেন, যে প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে যাবেন। অতঃপর সাজদায় পড়বেন আল্লাহ তা'আলা তাকে মাথা উঠাতে বলবেন আর বলবেন, তুমি বল তোমার কথা শুনা হবে প্রার্থনা কর (যা চাইবে) দেয়া হবে, আর শাফা'আত কর ক্ববূল করা হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলবেন, হে প্রভু! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! অর্থাৎ তাদের ক্ষমা কর তাদের প্রতি রহম কর। আল্লাহ বলবেন, যাও তোমার উম্মাতের যাদের অন্তরে একটি যবের দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাদের জাহান্নাম থেকে বের কর। এভাবে তিনবার শাফা'আত করবেন এবং যার অন্তরে একটি সরিষা দানার ক্ষুদ্রতম অংশ পরিমাণ ঈমানও থাকবে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করবেন। চতুর্থবার আল্লাহর নাবী ﷺ জীবনে একবার যারা *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* পাঠ করেছে তাদের জন্য সুপারিশের অধিকার প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ বলবেন, এ অধিকার আপনার নয় বরং আমার। আমার 'ইয্যত, মহত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ-যারা *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* পাঠ করেছে আমি নিজেই তাদের জাহান্নাম থেকে বের করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই জাহান্নাম থেকে তাদের বের করবেন। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও নামের মহান মর্যাদার প্রতিশ্রুতি, এ মর্যাদা অন্য কারো থাকতে পারে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, 'আমাল ছাড়া শুধুমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলার জন্য একান্ত, আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে শাফা'আতের বিশেষত্বের বিষয়টি বিশ্বাসের সাথে খুব নগণ্য হলেও 'আমালের শর্তে বিভিন্ন স্তরের মু'মিনের বেলায় প্রযোজ্য। অতএব উভয়ের আলাদা-আলাদা বিশেষত্ব সুস্পষ্ট।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড ৫১ পৃ., হা. ৩২২)

٥٥٧٤ - [٩] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهٖ أَوْ نَفْسِهٖ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৫৭৪-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমার শাফা'আত লাভের ব্যাপারে ক্বিয়ামাতের দিন সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান হবে, যে তার অন্তর বা মন থেকে একান্ত সচ্ছতা সহকারে *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* বলেছে। (বুখারী)[৪১৮]

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নাবীর শাফা'আত পাওয়ার মূল যোগ্যতা ও শর্ত হবে ঈমান, যার মূলমন্ত্র হলো *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'*। ঈমান বাড়ে এবং কমে। অতএব এক যাররা পরিমাণ ঈমান থাকলেও

---

[৪১৮] **সহীহ :** বুখারী ৯৯, ৬৫৭০, মুসনাদে আহমাদ ৮৮৪৫, সহীহুল জামি' ৯৬৭, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৫২০, মুসনাদে বাযযার ৮৪৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৮৪২।

Scanned by CamScanner

সে সর্বশেষে শাফা'আতের আওতায় পড়বে। যে ব্যক্তি খালেস অন্তরে এই *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* পাঠ করবে যাতে কোন প্রকার লৌকিকতা, কপটতা, সন্দেহ এবং শির্‌ক থাকবে না; ক্বিয়ামাতের দিন প্রথম পর্যায়েই সে শাফা'আত পেয়ে ধন্য হবে।

মু'মিনেরা প্রত্যেকেই শাফা'আতের সৌভাগ্য লাভ করবে, কিন্তু হাদীসে বর্ণিত খালেস অন্তরের মু'মিনগণ শাফা'আতের অধিক মাত্রা পেয়ে ধন্য হবে। তারা হাশরের ময়দানের মহাভীতিকর পরিস্থিতিতে ('আর্‌শের ছায়াতলে অথবা বিশেষ রহমাতের আশ্রয় পাওয়ার) সুপারিশপ্রাপ্ত হবে, যা অন্যেরা পাবে না।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَسْعَدُ 'অধিক সৌভাগ্যবান'-এর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য اَلسَّعِيْدُ 'সৌভাগ্যবান' অর্থাৎ এটা সাধারণ সৌভাগ্যবান অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেহেতু আহলে তাওহীদ ছাড়া কেউ শাফা'আতের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যার 'আমালের দ্বারা রহমাত প্রাপ্তির অধিকারী এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। সে আমার শাফা'আত পেয়ে ধন্য হবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, শাফা'আত লাভের সৌভাগ্য তো ঈমানের ফলশ্রুতিতে এবং তার জন্য অধিক আশা রাখার কারণে হবে অথবা 'আমালের কারণে হবে।

আর 'আমাল এবং ইয়াক্বীনের মারাতিব বা স্তর বিভিন্ন রয়েছে। অতএব স্তর ভিত্তিতেই মর্যাদার কম বেশি হবে। এজন্য خَالِصًا শব্দের তাক্বীদ قَلْبِهٖ দ্বারা করা হয়েছে। অর্থাৎ «خَالِصًا كَائِنًا مِنْ قَلْبِهٖ» অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই যদি *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* হয় তবে সে শাফা'আতের সর্বোচ্চ সৌভাগ্য লাভ করবে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড হা. ৯৯, ২৩৫ পৃ.)

٥٥٧٥ -[١٠] وَعَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهٗ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ؟ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ». وَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ: «فَأَنْطَلِقُ فَاٰتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهٖ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى أَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَقُولُ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৭৫-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ-এর কাছে কিছু গোশত আনা হলো এবং তাঁর জন্য বাজুর গোশ্‌তটিই পেশ করা হলো। মূলত তিনি (ﷺ) এ গোশ্‌ত (খেতে) খুব পছন্দ করতেন। কাজেই তিনি তা থেকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর বললেন, ক্বিয়ামাতের দিন আমি হব সকল মানুষের সরদার, যেদিন মানবমণ্ডলী রব্বুল 'আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং সূর্য থাকবে (মাথার) খুব কাছে। হতাশা ও দুশ্চিন্তায় মানুষ এমন এক করুণ অবস্থায় পৌছবে, যা সহ্য করার শক্তি তাদের থাকবে না। তখন তারা (পরস্পরে) বলাবলি করবে, তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে খোঁজ করে

Scanned by CamScanner

পাও না, যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন? তখন তারা আদাম আলায়হিস সালাম-এর কাছে আসবে। এরপর বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাফা'আত সম্পর্কীয় হাদীসটি (পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আমি 'আর্‌শের নিচে যাব এবং আমার প্রভুর উদ্দেশে সাজদায় লুটিয়ে পড়ব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাম্‌দ ও সানার এমন কিছু উত্তম বাক্য আমার হৃদয়ে ঢেলে দেবেন যা আমার পূর্বে কারো জন্য উন্মুক্ত করেননি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার মাথা উঠান। আপনি প্রার্থনা করুন, যা চাবেন তা দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। নাবী ﷺ বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং বলব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মাত, হে আমার প্রভু! আমার উম্মাত, হে আমার প্রভু! আমার উম্মাত। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতের যাদের কাছ থেকে কোন বিচার নেয়া হবে না তাদেরকে আপনি জান্নাতের দরজাসমূহের ডানদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন এবং তারা সে সকল দরজা ছাড়াও অন্যান্য দরজা দিয়ে অপরাপর লোকেদের সাথে প্রবেশ করারও অধিকার রাখে। অতঃপর নাবী ﷺ বলেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতের দরজাসমূহের উভয় পাটের দূরত্ব, যেমন মাক্কাহ্ ও হিজ্‌র নামক স্থানের মাঝের দূরত্ব পরিমাণ। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৯]

ব্যাখ্যা : একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু ভুনা গোশত আনা হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর সামনের রানের গোশত বেশি পছন্দ করতেন বলে তার সামনে বকরীর সামনের একখানা রান তুলে ধরা হলো।

(فَنَهَسَ مِنْهَا) তিনি (ﷺ) তা থেকে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে বা টুকরা টুকরা করে খেতে লাগলেন। نَهَسَ শব্দটি نَهَشَ ও পড়া যায়। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অধিকাংশ বর্ণনায় নুকতাবিহিন *শীন* অক্ষর যোগে পঠিত হয়েছে, কিন্তু ইবনু হামান-এর বর্ণনায় নুকতাসহ '*শীন*' যোগে পঠিত হয়েছে। এর অর্থ দাঁতের কিনারা দিয়ে ধরা বা মাড়ি দাঁতে কামড়ানো।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : (أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ) "আমি মানবজাতির সর্দার"-এর অর্থ আমি নাবী এবং তাদের উম্মাতসহ সকলের সর্দার। যেহেতু ক্বিয়ামাতের দিন সকলেই আমার শাফা'আতের মুখাপেক্ষী হবে।

এটা আল্লাহর নিকট আমার কারামতের কারণেই হবে। মানুষ যখন নিরুপায় হয়ে যাবে তখন আমার কাছে আসবে শাফা'আতের জন্য, আর আমিই সর্বপ্রথম শাফা'আত করব। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে, "আমি ক্বিয়ামাত দিবসে আদাম সন্তানের সর্দার হব এতে আমার কোন গর্ব নেই। আর আমার হাতেই থাকবে প্রশংসার পতাকা তাতে আমার কোন গর্ব নেই। কোন নাবীই আমার পতাকার নীচে আশ্রয় নেয়া ছাড়া থাকবে না। আমি প্রথম ব্যক্তি যার জন্য সর্বপ্রথম জমিন বিদীর্ণ হবে, এতে আমার কোন গর্ব নেই। আমিই সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী হব এবং প্রথম ব্যক্তি হব যার শাফা'আত ক্ববূল করা হবে এতেও আমার কোন গর্ব নেই।"

(আহমাদ হা. ৪৩০৮, তিরমিযী হা. ৩৬১৫)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) বাক্যটি পূর্বে উল্লেখিত يَوْمَ الْقِيَامَةِ বাক্য থেকে বদল হয়েছে।

[৪১৯] সহীহ : বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৩২৭-(১৯৪), তিরমিযী ২৪৩৪, সহীহুল জামি' ১৪৬৬, মুসনাদে আহমাদ ৯৬২১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৭১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৭৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৬৫, শু'আবুল ঈমান ১৪৮৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১২৮৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১০৫৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২।

Scanned by CamScanner

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সম্ভবত কোন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন- ক্বিয়ামাত কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে- "যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্ব প্রতিপালক (আল্লাহ)-এর সমীপে দণ্ডায়মান হবে।" يَوْمَ শব্দটি উহ্য أَعْنِيْ ক্রিয়া থেকে কর্ম হিসেবে نَصَبْ হয়েছে।

(وَتَدْنُو الشَّمْسُ...) "সূর্য মানুষের নিকটে পৌছে যাবে"-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মানুষ সূর্যের প্রচণ্ড তাপের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী দাঁড়ানোর ফলে অধৈর্য ও অস্থির হয়ে যাবে, উপরন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্য থেকে একে অপরকে বলবে, চিন্তা কর অথবা খুঁজে দেখ তো আমাদের এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার মতো কোন লোক পাওয়া যায় কিনা? অতঃপর লোকেরা আদাম আলায়হিস সালাম-এর নিকট আসবে। এরপর বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু শাফা'আতের দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যা ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন নাবীদের কাছে যাওয়া এবং তাদের নিকট সুপারিশের আবেদন করা। অবশেষে লোকেরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাবে, তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আল্লাহর 'আর্‌শের নীচে গিয়ে সাজদায় পড়ে যাবেন। এ সাজদায় আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন, ফলে তার অন্তরে এমন সব প্রশংসার বাণী ও ভাষা উদয় করে দিবেন যা কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহর নাবী সেই বাক্যগুলো দিয়ে যখন আল্লাহর প্রশংসা করবেন তখন আল্লাহ তা'আলা তার মাথা উঠাতে বলবেন এবং চাহিদা পূরণ করা ও শাফা'আত ক্বূল করার ওয়া'দা করবেন। এ সময় তিনি (ﷺ) মাথা উঠিয়ে 'ইয়া রব্বী উম্মাতী' 'ইয়া রব্বী উম্মাতী' বলে তিনবার আল্লাহকে আহ্বান জানাবেন।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনবার করে 'ইয়া রব্বী উম্মাতী' বলা তাগিদ হিসেবে অথবা মুবালাগাহ্ হিসেবে অথবা পাপীদের স্তরের প্রতি ইশারা করে বলবেন। এ আহ্বানের পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেন, তোমার উম্মাতের যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই এবং তারা জান্নাতে সবগুলো দরজা দিয়ে প্রবেশের অধিকার রাখে এতদসত্ত্বেও তাদের ডানদিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও, এটা তাদের জন্য খাস। এরা কখনো আল্লাহর সাথে শারীক করেনি অবৈধ ঝাড়-ফুঁক করেনি এবং কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করেনি। নাবী ﷺ জান্নাতের দরজার পরিধি বর্ণনা করেন যে, তার একপাট থেকে অন্যপাটের ব্যবধান মাক্কাহ্ থেকে হিজ্‌র পর্যন্ত। হিজ্‌র হলো বাহরাইনের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। কেউ কেউ বলেছেন, এটা মাদীনার একটি গ্রাম বা জনপদ।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, শার্‌হুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হা. ৩২৭, তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড ২৮৩ পৃ., হা. ১৮৩৭)

٥٥٧٦ -[١١] وَعَنْ حُذَيْفَةَ فِيْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫৭৬-[১১] হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শাফা'আতের হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমানাত ও আত্মীয়তাকে পাঠানো হবে, তখন উভয়টি পুলসিরাতের ডানে ও বামে উভয় পার্শ্বে দাঁড়াবে। (মুসলিম)[৪২০]

ব্যাখ্যা : আমানাত এবং রেহেম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক– এ দু'টি বস্তুর রয়েছে মহান মর্যাদা। ক্বিয়ামতের দিন এ দু'টিকে বিরাট মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে পুলসিরাতের নিকট পাঠানো হবে, তারা পুলসিরাতের ডানপার্শ্বে ও বামপার্শ্বে দাঁড়াবে এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে বান্দাকে ধরবে, কে আমানাত

---

[৪২০] **সহীহ :** মুসলিম ৩২৯-(১৯৫), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৪২।

Scanned by CamScanner

রক্ষা করেছে, আর কে খিয়ানাত করেছে, আর কে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রেখেছে, আর কে ছিন্ন করেছে। অতঃপর উভয়ে আমানাত রক্ষাকারীর পক্ষে এবং আত্মীয়তা রক্ষাকারীর পক্ষে বাদানুবাদ তথা যুক্তিতর্ক পেশ করবে, আর যে এগুলোর হাক্ব নষ্ট করবে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের জন্য মালাক (ফেরেশতা) প্রেরণ করা হবে যারা তাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক পেশ করবেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমানাত দ্বারা এখানে আমানাতে উযমা বা মহা আমানাতও উদ্দেশ্য হতে পারে, সেটা হলো আল কুরআন অথবা তার নির্দেশাবলী। যেমন আল্লাহর বাণী, "আমি এই আমানাত পেশ করেছিলাম। আসমানসমূহ, জমিন এবং পর্বতমালার সম্মুখে, অনন্তর তারা ঐ আমানাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল.... ।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৭২)

আর সিলায়ে রেহমী বা আত্মীয়তার সম্পর্ক দ্বারা সবচেয়ে বড় সম্পর্ক রক্ষা উদ্দেশ্য আর তা হলো আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে নিহিত, "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর, যিনি একটি মাত্র প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন.... আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট স্বীয় অধিকারের দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক (বিনষ্ট করা) হতেও ভয় কর.... ।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৩ : ১)

অতএব হাদীসের অর্থ হলো আল্লাহর নির্দেশসমূহের তা'যীম করা এবং তার সৃষ্টিকে মুহাব্বাত করা। এটা যেন ইসলামের দুই পার্শ্বকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় আর তা হলো সিরাতে মুস্তাক্বীম এবং ঈমান ও দীনের দুই প্রান্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٧٧ -[١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللهِ تَعَالٰى فِيْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ﴾ وَقَالَ عِيسٰى: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُم عِبَادُكَ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ «اَللّٰهُمَّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ». وَبَكٰى فَقَالَ اللهُ تَعَالٰى: «يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ؟». فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللهُ لِجِبْرِيلَ اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْؤُكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫৭৭-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর উক্তি সংবলিত এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, (অর্থাৎ) "হে প্রভু! এ সকল মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ করেছে, অতএব যে আমার অনুকরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"– (সূরাহ্ ইব্‌রা-হীম ১৪ : ৩৬)। আর 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর উক্তিও পাঠ করলেন, অর্থাৎ "যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তারা তো তোমারই বান্দা"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১১৮)। অতঃপর নাবী ﷺ নিজের হস্তদ্বয় উঠিয়ে এ ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! (তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর) এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে বললেন, তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও এবং তাঁকে প্রশ্ন কর তিনি (ﷺ) কেন কাঁদছেন? অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন, তাঁর কান্নার কারণ কী? তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাই অবগত করলেন যা তিনি বলেছিলেন, অতঃপর আল্লাহ

Scanned by CamScanner

তা'আলা জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে পুনরায় বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আমি আপনাকে আপনার উম্মাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দেব এবং আপনাকে কষ্ট দেব না। (মুসলিম)[৪২১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর উক্তি সম্বলিত আয়াতটি ঘটনা বর্ণনা হেতু অথবা সূরাহ্ তিলাওয়াতকালে পাঠ করছিলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মূর্তিগুলোর প্রতি ইশারা করে দু'আ করছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! এ সমস্ত প্রতিমা বহু সংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে, অতএব যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কথা, "এ সমস্ত প্রতিমাগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ করে ফেলেছে।" এর অর্থ হলো এ সকল প্রতিমা পথভ্রষ্ট ও গোমরাহের কারণে হয়েছে।

"যে আমার অনুসরণ করবে" এর অর্থ হলো যে তাওহীদের ক্ষেত্রে, ইখলাসের ক্ষেত্রে এবং তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে আমার অনুসরণ করবে। সে সকল বিষয়ে আমার অনুসারী দলভুক্ত বা সম্প্রদায়ভুক্ত হবে।

"আর কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু", এর অর্থ হলো- "হে আল্লাহ! তুমি তো শির্ক ছাড়া যাকে চাও তার সব গুনাহ ক্ষমা করে থাক, আর যাকে চাও তার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহে রহম কর। এমনকি শির্ককারীর প্রতিও তুমি অনুগ্রহ হলে তাকে ঈমান গ্রহণের তাওফীক্ব দান করে থাক এবং সৎকর্মপরায়ণশীল করে দিয়ে থাক।"

রসূলুল্লাহ ﷺ 'ঈসা আলাইহিস সালাম-এর দু'আ সম্বলিত উক্তিটিও তিলাওয়াত করলেন। 'ঈসা আলাইহিস সালাম দু'আ করেছেন, "(হে আল্লাহ!) তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

অর্থাৎ কোন কিছুই তোমাকে পরাভূত করতে পারে না, তুমি মহাশক্তিমান কুদরতওয়ালা; তুমি যা ইচ্ছা তাই কর। তুমি এমন ফায়সালাকারী যে ফায়সালা কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে তার হাত দু'খানি উত্তোলন করে বললেন, "*আল্ল-হুম্মা উম্মাতী উম্মাতী*, হে আল্লাহ! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা কর, আমার উম্মাতের প্রতি রহম কর। এ বাক্যটি একাধিকবার উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো সম্ভবত আবেদনটি গুরুত্বের সাথে পেশ করা অথবা পূর্বাপর সকল উম্মাতকে শামিল করা। وبكى, এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদলেন, কেননা নাবী ﷺ যে আয়াত পাঠ করলেন তাতে তার স্মরণ হলো ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালাম-এর কথা এবং 'ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কথা, তারা উভয়ই তাদের উম্মাতদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করেছেন। এতে আল্লাহর নাবীর হৃদয় তার উম্মাতের জন্য বিগলিত হয়ে গেল, ফলে তিনি কাঁদলেন।

আল্লাহ তা'আলা নাবী মুহাম্মাদ-এর কান্নার কারণ জানা সত্ত্বেও জিবরীলকে পাঠিয়ে দিয়ে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতে বললেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ ﷺ তা বললেন, অর্থাৎ তিনি তার উম্মাতের জন্য কাঁদছিলেন। জিবরীল আল্লাহ তা'আলার কাছে এসে কান্নার কারণ জানালে আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে বললেন, তুমি মুহাম্মাদের কাছে ফিরে গিয়ে বল, আমি (আল্লাহ) তার সকল উম্মাতের ব্যাপারে তাকে সন্তুষ্ট করবে, অসন্তুষ্ট করব না বা তাকে চিন্তিত ও দুঃখিত করে রাখব না। আপনার সন্তুষ্টের জন্য আপনার উম্মাতকেও ক্ষমা করব এবং তাদের প্রতি রহম করব।

---

[৪২১] **সহীহ :** মুসলিম ৩৪৬-(২০২), শু'আবুল ঈমান ৩০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১২৬৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৫১৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৮৯৪।

Scanned by CamScanner

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ "আর সত্বর আল্লাহ আপনাকে (এরূপ বস্তু) দান করবেন যা পেয়ে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।" (সূরাহ্ আয্ যুহা- ৯৩ : ৫)

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি বিভিন্ন ফায়দা সম্বলিত হাদীস। সেগুলোর কতিপয় হলো–

(এক) উম্মাতের প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ চূড়ান্ত ভালোবাসার পরিচয় বর্ণনা করা এবং তাঁদের বিপদ ও মুসীবাতকালে তাতে দেখাশুনা ও যত্নশীল থাকার দৃষ্টান্ত পেশ করা।

(দুই) এ উম্মাতের মহাসুসংবাদ পেশ করা, যেমন মহান আল্লাহর ওয়া'দা : (سَنُرْضِيكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْؤُكَ) আমি আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব, আপনাকে অসন্তুষ্ট রাখব না। এ উম্মাতের জন্য এ হাদীস সর্বোচ্চ খুশির ও সন্তুষ্টির হাদীস।

(তিন) আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের নাবীর মহান মর্যাদা বর্ণনা করা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, ৭০ পৃ., হা. ৩৪৬)

٥٥٧٨ -[١٣] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُنَاسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ هَلْ تُضَارُّونَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "مَا تَضَارُّونَ فِيْ رُؤْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِيْ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقٰى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ: فَمَاذَا تَنْظُرُوْنَ؟ يَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوْا: يَارَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ".

৫৫৭৮-[১৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন কতিপয় লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! ক্বিয়ামাতের দিন কি আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরের আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কি কষ্ট পাও? এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়? তারা বলল, না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (ﷺ) বললেন, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহকে দেখতে তোমাদের এর চেয়ে বেশি কোন সমস্যা হবে না যা এ দু'টিকে দেখতে তোমাদের হয়ে থাকে। যখন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দেবে, প্রত্যেক উম্মাত, যে যার 'ইবাদাত করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তখন যারা আল্লাহকে ছাড়া মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদির 'ইবাদাত করত, তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না, বরং সকলেই জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর 'ইবাদাতকারী ভালো ও গুনাহগার ছাড়া সেখানে আর কেউই বাকি থাকবে না। এরপর রব্বুল 'আলামীন তাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? প্রত্যেক উম্মাত, যে যার 'ইবাদাত করত, সে তো তারই অনুসরণ করেছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা তো সেই সকল লোকেদেরকে দুনিয়াতেই

Scanned by CamScanner

বর্জন করেছিলাম যখন আজকের তুলনায় তাদের কাছে আমাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা কক্ষনো তাদের সঙ্গে চলিনি। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২২]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা একাধিক জায়াগায় তার সাথে সাক্ষাতের কথা বলেছেন, সেই প্রেক্ষিতে সহাবীগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! ক্বিয়ামাতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ!, তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ক্বিয়ামাতের অবস্থানস্থলে প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষেই আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে; এমনকি বলা হয় কাফির-মুশরিক এবং মুনাফিক্বদেরও সাক্ষাৎ হাসিল হবে। অতঃপর তাদের থেকে আড়াল হয়ে যাবে যাতে তাদের আফসোসের কারণ হয়। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বলি এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার বাণী (নিম্নে) নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা রয়েছে :

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ "কক্ষনো না, তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।" (সূরাহ্ আল মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩ : ১৫)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীও সামনে আসছে, কেবল আল্লাহর 'ইবাদাতকারীরাই অবশিষ্ট থাকবে অতঃপর তাদের সামনে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আগমন করবেন। অর্থাৎ একনিষ্ঠ 'ইবাদাতকারীরাই কেবল আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবেন।

আল্লাহর দর্শনের স্বাদ এমন হবে যে, মানুষ তার ক্লেশ ক্লান্তি সব ভুলে যাবে। (জান্নাতীগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখে জান্নাতের আরাম-আয়েশের কথাও ভুলে যাবে)

আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের সর্ববাদী সম্মত মত হলো নাবী-রসূলগণ এবং সকল যুগের উম্মাতের সিদ্দীক্বগণ ও এ উম্মাতের নেককার মু'মিনগণ আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবেন। এ উম্মাতের নারীদের ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে– ১) তারা দেখতে পাবে না, ২) তারাও দেখতে পাবে, ৩) ঈদ বা এ রকম কোন বিশেষ দিনে দেখতে পাবে।

মালায়িকার (ফেরেশতাদের) ব্যাপারে দু'টি মত– ১) তারা তাদের রবকে দেখতে পাবে না, ২) তারাও দেখতে পাবে।

জিন্‌দের ব্যাপারেও অনুরূপ ইখতিলাফ রয়েছে। (মু'মিনাহ্ নারীদের দর্শনের ব্যাপারে পুরুষদের থেকে আলাদা ভাবার কোন কারণ নেই, অতএব তারাও পুরুষের মতই আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবে।) [সম্পাদক]

ক্বিয়ামাতের দিন মু'মিনগণ আল্লাহকে এমনভাবে দেখবে যেভাবে মেঘমুক্ত আকাশে দ্বিপ্রহরকালে সূর্যকে এবং পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে বিনা ক্লেশে দর্শন করা যায়।

সূর্য এবং চন্দ্রের দৃষ্টান্ত একটা অবহিত মাত্র, অন্যথায় মু'মিনদের আল্লাহর দর্শন হবে চূড়ান্ত আলোকরশ্মিতে আর এ আলো মু'মিনদের নেকির স্তর হিসেবে কম বেশি হবে।

---

[৪২২] সহীহ : বুখারী ৫৭৩, মুসলিম ২৯৯-(১৮২), আবূ দাউদ ৪৭৩০, ইবনু মাজাহ ১৭৮, তিরমিযী ২৫৩৫, সহীহুল জামি' ৬২৯৭, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬১০, সহীহ আবূ দাউদ ১২৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪৮৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৮৬৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪০১৭, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৪৫০, ১১৪৩, মুসনাদে বায্‌যার ৭৭৯৫, মুসনাদে আহমাদ ১১১৩৫, আবূ ইয়া'লা ১০০৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬৪২, শু'আবুল ঈমান ৩৬৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৪৮৮, দারিমী ২৮০১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৭২৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯১৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪০৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৭৫১।

Scanned by CamScanner

ক্বিয়ামাতের দিবসে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, “তোমরা যে যার ‘ইবাদাত করতে সে আজ তার অনুসরণ কর এবং তার সাথে চলে যাও। ফলে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ‘ইবাদাতকারী সবাই নিজ নিজ মা‘বূদের সাথে চলে যাবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। একমাত্র আল্লাহর ‘ইবাদাতকারীরা হাশরের ময়দানে অবশিষ্ট থাকবে, এর মধ্যে নেককার গুনাহগার সবাই থাকবে।”

إِصنام-এর অর্থ মূর্তি أَنـصاب শব্দটি نـصب-এর বহুবচন, অর্থ ঐ পাথর যা পূজার জন্য স্থাপন করা হয় এবং তার উপর দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশে পশু যাবাহ করা হয়। অনুরূপ পাথর অথবা বৃক্ষ যাই হোক না কেন তাকে পূজার জন্য অথবা সম্মানের জন্য স্থাপন করা হলেই সেটা نُصُبٌ।

(أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ) তাদের নিকট রব্বুল ‘আলামীন উপস্থিত হবেন, এর অর্থ হলো তার নির্দেশ আসবে, যেমন পরবর্তী বাক্যে রয়েছে : আল্লাহ বলবেন, তোমরা কার প্রতিক্ষা করছ? ঈমানদারেরা যা উত্তর দিবে হাদীসে তা এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ স্বয়ং নিজেই আগমন করবেন তবে মালাক (ফেরেশতা)-এর রূপ ধারণ করে। ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) আসবেন, আমার মতে এ ব্যাখ্যাটাই হাদীসের সাথে অধিক সাদৃশ্যশীল।

মালাকরূপ আগমনকারী যখন বলবে : আমি তোমাদের রব্ আর লোকেরা তাকে মাখলূক্ব সদৃশ অবলোকন করবে তখন তারা তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তাকে রব্ বলে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানাবে, তারা জানবে ইনি তাদের রব্ নন।

যা হোক আল্লাহ মু'মিনদের বলবেন, প্রত্যেকেই তো যে যার উপাসনা করেছে তাদের সাথে চলে গেছে। তারা বলবে, আমরা দুনিয়াতেই তাদের বর্জন করেছি, তাদের সাথে আমরা কখনো চলিনি এবং তারা যেসব মূর্তি ও দেবতার ‘ইবাদাত করেছ আমরা করিনি, অতএব এখানে তাদের অনুসরণ করার প্রশ্নই আসে না, বরং আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করেছি আপনার সন্তুষ্টির লক্ষে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছি। অথচ দুনিয়ায় নানা পার্থিব প্রয়োজনে তাদের সাথে সম্পর্কের বেশি প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় আখিরাতের এই দিনে আমরা কিভাবে তাদের সাথে চলতে পারি? (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, শার্হুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড হা. ২৯৯)

٥٥٧٩ -[١٤] وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ "فَيَقُوْلُوْنَ: هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ" وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ سَعِيْدٍ: "فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ آيَةٌ تَعْرِفُوْنَهٗ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهٖ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهٗ بِالسُّجُوْدِ وَلَا يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهٗ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلٰى قَفَاهُ ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلٰى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُوْنَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسْلِمٌ وَمَخْدُوْشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيْهَا أَحَدٌ

Scanned by CamScanner

مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا فَيَقُولُ اللّٰهُ شُفِعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشُفِعَ النَّبِيُّونَ وَشُفِعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِيْ نَهْرٍ فِيْ أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيلِ السَّيْلِ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِيْ رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৭৯-[১৪] আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব্ আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ স্থানে অপেক্ষা করব। যখন আমাদের রব্ আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। আর আবূ সা'ঈদ (রাঃ)-এর বর্ণনাতে আছে, আল্লাহ ত'আলা প্রশ্ন করবেন, তোমাদের এবং তোমাদের প্রভুর মধ্যে এমন কোন চিহ্ন আছে কি, যাতে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পায়ের নলা উন্মোচিত করবে। তখন যে ব্যক্তি সচ্ছতার সাথে আল্লাহ তা'আলাকে সাজদাহ্ করত, শুধু তাকেই আল্লাহ তা'আলা সাজদার অনুমতি দেবেন। আর যারা কারো প্রভাবে বা ভয়ে কিংবা মানুষকে দেখানোর জন্য সাজদাহ্ করত, তারা থেকে যাবে। তাদের মেরুদণ্ডের হাড়কে আল্লাহ তা'আলা একটি তক্তার মতো শক্ত করে দেবেন, বরং যখনই সাজদাহ্ করতে চাবে, তখনই পিছনের দিকে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। অতঃপর জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত পাতা হবে এবং শাফা'আতের অনুমতি দেয়া হবে। তখন নাবী-রসূলগণ (স্ব-স্ব উম্মাতের জন্য) এ ফরিয়াদ করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ! নিরাপদে রাখ! এ পুলসিরাতের উপর দিয়ে মু'মিনদের কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে আবার কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ নিরাপদে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হবে এবং কেউ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মু'মিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের যে কেউ নিজের অধিকারের দাবিতে কত কঠোর, তা তো তোমাদের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন মু'মিনগণ তাদের সেই সকল ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে আরো অধিক ঝগড়া করবে, যারা তখনো জাহান্নামে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এ সকল আমাদের সাথে সিয়াম রাখত, সলাত আদায় করত এবং হাজ্জ আদায় করত। (অতএব তুমি তাদেরকে মুক্তি দাও) তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও তোমরা যাদেরকে চিন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে আন, তাদের চেহারা-আকৃতি পরিবর্তন করা জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করা হবে। তখন তারা জাহান্নাম থেকে বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। অতঃপর বলবে, হে আমাদের প্রভু! এখন সেখানে এমন আর একজন লোকও অবশিষ্ট নেই যাদেরকে বের করার জন্য আপনি আদেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আবার যাও, যাদের হৃদয়ে এক দীনার

Scanned by CamScanner

পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকে বের করে আন। তাতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আবার যাও, যাদের হৃদয়ে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকে বের করে আন। অতএব তাতেও বহু সংখ্যককে বের করে আনবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আবারো যাও, যাদের হৃদয়ে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকে বের করে আন। এবারও তারা বহু সংখ্যককে বের করে এনে বলবে, হে আমাদের প্রভু! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকেই আমরা আর জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ), নাবীগণ এবং মু'মিনগণ সকলেই শাফা'আত করেছেন, এখন এক 'আরহামুর্ রহিমীন' তথা আমি পরম দয়ালু ছাড়া আর কেউই অবশিষ্ট নেই– এই বলে তিনি মুষ্টিভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যারা কখনো কোন ভালো কাজ করেনি। যারা জ্বলে-পুরে কালো কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখ ভাগের একটি নহরে নিক্ষেপ করবেন, যার নাম হলো 'নহরে হায়াত'। এটাতে থেকে তারা স্রোতের ধারে যেমনভিাবে ঘাসের বীজ গজায় তেমনিভাবে বের হয়ে আসবে এবং তারা মুক্তার মতো (চকচকে অবস্থায় বের হবে) তাদের স্কন্দে সিলমোহর থাকবে। জান্নাতবাসীগণ তাদের দেখে বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহর আজাদকৃত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ তারা পূর্বে কোন 'আমাল বা কল্যাণকর কাজ করেনি। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, এই জান্নাতে তোমরা যা দেখছ, তা তোমাদেরকে দেয়া হলো এবং এর সাথে অনুরূপ পরিমাণ আরো দেয়া হলো। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২৩]

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন হাশরের ময়দানে মু'মিনদের বলবেন, তোমরা এখানে কার প্রতিক্ষা করছ? মু'মিনগণ বলবেন, এটা আমাদের অবস্থানস্থল, আমরা এখানেই অবস্থান করব যতক্ষণ না আমাদের রব্ আমাদের নিকট আগমন করেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তার পায়ের নলা তাদের সামনে প্রকাশ করবেন অর্থাৎ তিনি তার নূরের তাজাল্লী প্রকাশ করবেন।

মু'মিনদের প্রথম দর্শন অস্বীকার সম্ভবত তাদের সাথে মুনাফিক্বরা থাকবে সেজন্য, কেননা তারা আল্লাহকে দর্শনের হাক্ব রাখে না। মুনাফিক্বরা যখন পৃথক হয়ে যাবে তখন মু'মিনদের সামনে থেকে পর্দা উঠিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তারা যখন আল্লাহকে দর্শন করবে তখন বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব্।

আবূ সা'ঈদ-এর অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ বলবেন, তোমাদের আল্লাহকে চেনার কি কোন নিদর্শন আছে? মু'মিনেরা উত্তর দিবে, হ্যাঁ, আছে; এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তার পায়ের নলা উন্মোচিত করে দিবেন। মু'মিনেরা তা দর্শন মাত্রই চিনতে পারবেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে বা অনুমতিসাপেক্ষে সাজদায় পড়ে যাবেন। এ সময় মুনাফিক্ব অপরের দ্বারা প্রভাবিত, রিয়াকার ইত্যাদি ব্যক্তিরাও সাজদার চেষ্টা করবে কিন্তু সাজদাহ্ করতে গিয়ে পিছনের দিকে উল্টে পড়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, "সেদিন পায়ের গোছা উন্মুক্ত করা হবে এবং লোকেদের সাজদার প্রতি আহ্বান করা হবে, তখন তারা সাজদাহ্ দিতে পারবে না।"

(সূরাহ্ আল ক্বলাম ৬৮ : ৪২)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসের মাধ্যমে অনেকে ধারণা করে যে, মুনাফিক্বরাও আল্লাহকে দেখবে, যেহেতু তারা মু'মিনদের সাথেই রয়ে গেছে; অতঃপর আল্লাহ সাজদার মাধ্যমে তাঁদের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। যে সাজদাহ্ করতে পারবে সে খাঁটি মু'মিন, আর যে তাতে সক্ষম হবে না সে হবে মুনাফিক্ব।

---

[৪২৩] সহীহ : বুখারী ৮০৬, মুসলিম ২৯৯-(১৮২), আবূ দাউদ ৭৭০৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮৫৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬১০।

Scanned by CamScanner

এরপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের উপর ব্রীজ স্থাপন করবেন। একেই বলা হয় পুলসিরাত। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই পুল পার হয়ে যেতে হবে। মু'মিনেরা তাদের 'আমাল ও ঈমান অনুসারে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার এবং কেউ উটের গতিতে পার হবে। কেউ নিরাপদেই পার হবে, কেউ পার হবে এমনভাবে তার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে, কেউ তো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে জাহান্নামে পড়েই যাবে।

এ সময় আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূল এবং মু'মিনদের শাফা'আতের অনুমতি দিবেন। তারা বলবেন, "*আল্ল-হুম্মা সাল্লিম আল্ল-হুম্মা সাল্লিম*"- হে আল্লাহ! শান্তি দাও, হে আল্লাহ! শান্তি দাও। যে সকল মু'মিন জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে অথবা পুলসিরাত পারি দিয়ে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে তারা জাহান্নামে পড়ে থাকা মু'মিনদের মুক্তির জন্য জোর দাবী পেশ করতে থাকবে। তারা বলবেন, হে আল্লাহ! এরা আমাদের সাথে আমাদের ন্যায় সলাত আদায় করেছে, সিয়াম পালন এবং সঠিক হজ্জ পালন করেছে, অতএব তাদের মুক্তি দাও। তখন মু'মিনদের বলা হবে ঠিক আছে যাও সলাত, সওম, হাজ্জ ইত্যাদি পালনকারী হিসেবে যাদের চিনতে পার তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর।

জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত সলাত আদায়কারী মু'মিনগণের সর্বাঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও সাজদার জায়গাগুলো পুড়বে না, ফলে ঐ সকল চিহ্ন দেখে বহু সংখ্যক জাহান্নামীদেরকে তারা বের করে এনে বলবেন, হে আল্লাহ! জাহান্নামে এ গুণের আর কোন মু'মিন অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ সলাত আদায়কারী, সিয়াম পালনকারী, হাজী আর কেউ বাকী নেই। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আবার যাও দেখ যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ খায়র বা কল্যাণ পাও তাদের বের করে আন। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, خير (খায়র) শব্দের অর্থ ইয়াক্বীন। সহীহ হলো নিরেট ঈমানের পর অতিরিক্ত কোন নেক কর্ম। এবারও তারা গিয়ে বহু মানুষকে বের করে আনবেন। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের আবার বলবেন, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ খায়র রয়েছে তাদের বের কর, অতঃপর তাদের বের করা হবে। এদের সংখ্যাও হবে অনেক। আবার বলা হবে, ফিরে যাও যার অন্তরে এক যার্‌রা পরিমাণ খায়র পাও তাকেও বের কর। এবারও অনেক মানুষকে বের করা হবে। তারা বলবেন, হে আল্লাহ! আমরা খায়র থাকা কোন ব্যক্তিকে রেখে আসিনি।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সবাই শাফা'আত করেছে এখন কেবল বাকি আমি আরহামুর রহীমীন, যার রহমাত সমগ্র স্থানে পরিব্যপ্ত এবং সকল কিছু তার রহমাতে ধন্য। এ বলে আল্লাহ তা'আলা মুষ্ঠিভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যারা কখনও কোন خير (খায়র) নেক 'আমাল করেনি। শুধু ঈমানের বিশ্বাসটুকুই তাদের ছিল, নেক 'আমাল বলতে কিছুই ছিল না।

তাদের আদৌ কোন নেক 'আমাল না থাকা এবং ঈমান অতীব সূক্ষ্ম এবং হালকা থাকায় নাবী-রসূল এবং মু'মিনগণের দৃষ্টিতে তা আসেনি, ফলে তারা তাদের জন্য শাফা'আত করতে পারেননি। অবশেষে আহকামুল হাকিমীন তাদের মধ্যে ঐ লুক্বায়িত ঈমান দেখে জাহান্নাম থেকে বের করবেন।

এদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতের দরজার সামনে উপস্থিত করা হবে, 'হায়াত' নামক নহরে গোসল করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এদের গর্দানে জাহান্নাম থেকে মুক্তির মোহর অঙ্কিত থাকবে, যা দেখে জান্নাতের সকল লোক তাদের চিনতে পারবে যে, এরা দয়াময় রহমানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং বিনা আ'মালে জান্নাতপ্রাপ্ত লোক।

তারা জান্নাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা যে জান্নাত দেখছ, অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এর বাগ-বাগিচা, বালাখানা ও হূর গেলেমান যা রয়েছে এটা তোমাদের জন্য এবং এর সমপরিমাণ আরো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হা. ২৯৯)

Scanned by CamScanner

٥٥٨٠ -[١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللهُ تَعَالٰى: مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ قَدِ امْتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيلِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৮০-[১৫] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা পুড়ে কালো কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে 'হায়াত' নামক নহরে ফেলে দেয়া হবে। তাতে তারা স্রোতের ধারে যেন ঘাসের বীজ উদ্গাত হয় তেমনি স্বচ্ছ-সুন্দর হয়ে উঠবে। তোমরা কি দেখনি, উক্ত গাছগুলো হলুদ রং জড়িত অবস্থায় অংকুরিত হয়? (বুখারী ও মুসলিম)[৪২৪]

ব্যাখ্যা : জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর আল্লাহ বলবেন, যাদের অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের বের কর। এ নির্দেশ নাবী রসূল, ফেরেশতা এবং অন্যান্য যারা শাফা'আতের অধিকার লাভ করবেন তাদের প্রতি করা হবে। সামনে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে। বলা হয় এ হাদীস থেকে প্রকাশ পায় যে, দয়াময় রহমান যাদের মুষ্ঠিতে ভরে জাহান্নাম থেকে বের করবেন তারা মু'মিন কিন্তু সম্পূর্ণ আ'মালবিহীন। উম্মাতের সর্ববাদী সম্মত মতে তারা কাফির ছিল না, যেটা অনেকেই মনে করে থাকেন। তাদের এমন অবস্থায় বের করা হবে যে তারা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : (قَدِ امْتَحَشُوا) 'তারা পুড়ে কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে।' এটাকে কর্তৃবাচ্য অথবা কর্ম বাচ্য উভয়ই ধরা হয়ে থাকে। এটা চামড়া এবং হাড়ের উপরিভাগ পুড়ে ফেলানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'আল ক্বামূস' নামক বিশ্ববিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে إِحْتَحَشَ শব্দটি إِحْتَرَقَ পুড়িয়ে ফেলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনু হাজার 'আসক্বালানীও (রহিমাহুল্লাহ) إِمْتَحَشَ শব্দটিকে إِمْتَرَقَ-এর ওযনে এবং অর্থে ধরেছেন। কেউ এর *'তা'* বর্ণে পেশ এবং *'হা'* বর্ণে যের দিয়ে পাঠ করে থাকেন। কিন্তু অভিধানে এটাকে স্বকর্মক ক্রিয়া হিসেবে জানা যায় না। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, *'তা'* বর্ণে, *'হা'* বর্ণে এবং *'শীন'* বর্ণে যবর দিয়ে পাঠ-ই বিধেয়।

এ পদ্ধতিতেই বিভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী, হারুবী প্রমুখ এভাবেই হরকত দান করেছেন। জাহান্নামে পুড়ে পুড়ে তারা কয়লা হয়ে যাবে জাহান্নাম থেকে উঠিয়ে যখন তাদের হায়াত নদীতে ফেলা হবে তখন তাদের দেহ ড্রেনের দুই পাশের কর্দমাক্ত বা ভিজা পানিতে অঙ্কুরিত শস্য দানার মতো হলুদ, কোমল ও মসৃণ হয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১খণ্ড ৪৮৪ পৃ., হা. ৬৫৬০)

---

[৪২৪] সহীহ : বুখারী ২২, মুসলিম ২৩০-(১৪৩), তিরমিযী ২১৭৯, ইবনু মাজাহ ৫৯, সহীহুল জামি' ৮০৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯৯৪, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪৪৬, মুসনাদে আহমাদ ৩৯১৩, আবূ ইয়া'লা ৫৩৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৮০, শু'আবুল ঈমান ৩০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৮৫৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৭৬।

Scanned by CamScanner

٥٥٨١ -[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرَ كَشْفِ السَّاقِ وَقَالَ: "يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهٖ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ وَلَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتّٰى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهٖ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهٗ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ يَعْبُدُ اللهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقٰى رَجُلٌ بَيْنَ الجنَّةِ والنارِ وَهُوَ آخرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهٖ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهٗ قد قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا. فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَفْعَلْ ذٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: وَلَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللهَ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهٖ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَأٰى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: أَلَيْسَ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقٰى خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتُ ذٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهٗ. فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيُعْطِي رَبَّهٗ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُقَدِّمُهٗ إِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأٰى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ فَسَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقٰى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتّٰى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ أَذِنَ لَهٗ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى إِذَا انْقَطَعَتْ أُمْنِيَّتُهٗ قَالَ اللهُ تَعَالٰى: تَمَنَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهٗ رَبُّهٗ حَتّٰى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ: لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهٗ مَعَهٗ" وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: "قَالَ اللهُ: لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهٖ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৮১-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ ﵁ হতে বর্ণিত। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! ক্বিয়ামাতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? অতঃপর আবূ হুরায়রাহ্ ﵁ হাদীসের অবশিষ্ট অংশ থেকে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ﵁-এর বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ হুরায়রাহ্ ﵁

Scanned by CamScanner

كَشْفِ السَّاقِ "আল্লাহ তা'আলা পায়ের নলা উন্মুক্ত করবেন" তিনি এ কথাটি উল্লেখ করেননি। আর তিনি (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। সে সময় রসূলদের মধ্যে আমি এবং আমার উম্মাতই সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করব। সেদিন (পুল অতিক্রমকালে) রসূলগণ ছাড়া আর কেউই কথা বলবে না। আর রসূলগণও শুধু বলতে থাকবেন, *আল্ল-হুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম*। অর্থাৎ হে আল্লাহ নিরাপদের রাখ। হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ। আর জাহান্নামের মধ্যে সা'দানের কাঁটার মতো আংটা থাকবে, সে সমস্ত আংটাগুলোর বিশালত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন। ঐ আংটাগুলো মানুষদেরকে তাদের 'আমাল অনুপাতে আঁকড়ে ধরবে। অতএব কিছু সংখ্যক লোক নিজ 'আমালের কারণে ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। আবার পরে মুক্তি পাবে।

অবশেষে যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার-ফায়সালা শেষ করবেন এবং (নিজের দয়া ও অনুগ্রহে) কিছুসংখ্যক ঐ সকল জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা করবেন, যারা এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, 'এক আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত আর কোন মা'বূদ নেই', তখন মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের)-কে আদেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তখন তারা ঐ সকল লোক যাদের কপালে সাজদার চিহ্ন রয়েছে তা দেখে সনাক্ত করবেন এবং তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ তা'আলা সাজদার চিহ্নসমূহ পুড়িয়ে দগ্ধ করা আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ফলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি আদাম সন্তানের সাজদার স্থানটি ছাড়া তার সারা দেহ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে, তারা একেবারে কালো কয়লা হয়ে গেছে। তখন তাদের ওপর সঞ্জীবনী পানি ঢেলে দেয়া হবে। এর ফলে তারা এমনভাবে তরতাজা ও সজীব হয়ে উঠবে, যেমন কোন বীজ প্রবহমান পানির ধারে উদ্গত হয়। সে সময় জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থেকে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এক লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থেকে যাবে, যার মুখ হবে জাহান্নামের দিকে। সে বলবে, হে আমার প্রভু! জাহান্নামের দিক হতে আমার মুখখানা ফিরিয়ে দিন। কেননা জাহান্নামের গরম বাতাস আমাকে অত্যধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং অগ্নিশিখা আমাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তবে কি যা তুমি চাচ্ছ, যদি তোমাকে আমি দান করি তাহলে আরো অন্য কিছুও তো চাইতে পার? তখন সে বলবে, না, তোমার সম্মানের শপথ করে বলছি, আমি আর কিছুই চাইব না। তখন সে আল্লাহ তা'আলাকে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ওয়া'দা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখবে আল্লাহ যতক্ষণ তাকে চুপ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিন। এ কথা শুনে মহামহিম বারাকাতময় আল্লাহ বলবেন, তুমি কি ওয়া'দা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তা ছাড়া কখনো আর কিছুই চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগা বানিয়ো না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা, তোমাকে যদি এ সকল কিছু দেয়া হয়, তাহলে আবার অন্য আর কিছু চাবে না তো? সে বলবে, না, তোমার সম্মানের শপথ! এটা ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর সে আল্লাহ তা'আলাকে এই মর্মে ওয়া'দা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে যা আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন। তখন তাকে জান্নাতের দরজার কাছে এগিয়ে দেয়া হবে। যখন সে জান্নাতের দরজার কাছে পৌছবে, তখন তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চুপ রাখতে চাবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন মহামহিম

Scanned by CamScanner

বারাকাতময় আল্লাহ বলবেন, আফসোস হে আদাম সন্তান! তুমি কি মারাত্মক ওয়া'দা ভঙ্গকারী! তুমি কি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা কিছু দেব তা ছাড়া অন্য কিছুই চাবে না? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে তোমার সৃষ্টির মাঝে সকলের চেয়ে দুর্ভাগা করো না। এই বলে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ তা'আলা হেসে উঠবেন। যখন হেসে ফেলবেন তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এখন চাও (তোমরা যা কিছু চাওয়ার আছে) তখন সে আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্তর খুলে চাবে। এমনকি যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও। ওটা চাও। এমনকি সেই আকাঙ্ক্ষাও যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ সকল কিছুই তোমাকে দেয়া হলো এবং সাথে সাথে আরো অনুরূপ পরিমাণ দেয়া হলো।

আর আবূ সা'ঈদ رضي الله عنه-এর রিওয়ায়াতে আছে- আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও, তোমাকে এ সমস্ত কিছু তো দিলামই এবং এর দশগুণ পরিমাণও এর সাথে দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২৫]

ব্যাখ্যা : ইতোপূর্বে ৫৫৭৯ নং হাদীসে যা অতিবাহিত হয়েছে এখানেও তাই বিবৃত হয়েছে। জাহান্নামের উপর পুলসিরাত ব্রীজ স্থাপন করা হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে তার উম্মাতসহ ঐ ব্রীজ অতিক্রমকারী হব। অর্থাৎ আমার আগে কোন নাবীই তার উম্মাতকে নিয়ে ঐ পুলসিরাত পারি দিতে পারবে না। সেই স্থানে রসূলগণ ছাড়া কেউ আল্লাহর সাথে কথাও বলতে পারবে না। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, يَوْمَئِذٍ দ্বারা পুলসিরাত পার হওয়ার সময় উদ্দেশ্য, সেখানে মানুষের কথা বলার জায়গা নয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ﴾ "এটা সেদিন হবে যেদিন তারা কথা বলতেও পারবে না।" (সূরাহ্ আল মুরসালা-ত ৭৭ : ৩৫)

কিন্তু পাশেই অন্যান্য অবস্থানস্থলে লোকেরা কথা বলবে। সেদিন পুলসিরাতের ঘাটে কথা না বলার বিষয়টি তাগিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রসূলগণ সেখানে শুধু বলতে থাকবেন, "*আল্ল-হুম্মা সাল্লিম সাল্লিম*", "হে আল্লাহ! শান্তি দাও, শান্তি দাও।"

জাহান্নামের মধ্যে সা'দানের কাঁটার মতো কাটাদার বিরাট বিরাট আংটা থাকবে সেগুলো জাহান্নামের চতুর্দিকে থাকবে। অথবা সেগুলো পুলসিরাতের সাথে ঝুলানো থাকবে, গুনাহগারেরা পুলসিরাত পার হতে কেটে কেটে জাহান্নামের ঐ কাঁটার সাথে আটকে যাবে।

كَلَالِيبُ শব্দটি গায়রি মুনসরিফ, এটা প্রান্তিক জুমু'আহ্, অর্থ চারদিকে লোহার বাঁকা কালযুক্ত মাথা বের করে তৈরি করা বস্তু। তা দ্বারা মানুষকে আটকানো হবে অথবা গুনাহগারদের মাংসের সাথে আটকিয়ে (জাহান্নামের) তন্দুরে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

شَوْكِ السَّعْدَانِ "সা'দান বৃক্ষের কাটা" 'আরবের প্রসিদ্ধ সা'দান বৃক্ষ, যার রয়েছে বড় বড় কাঁটা। এটা গঠনের সাদৃশ্য মাত্র, আকারের নয়, তার আকার বা প্রকাণ্ডতা যে কত বড় তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। মানুষকে তার খারাপ আ'মাল অনুপাতে ঐ কাঁটা আটকিয়ে ধরবে। কেউ একেবারে আটকে থাকবে

---

[৪২৫] সহীহ : বুখারী ৮০৬, মুসলিম ২৯৯-(১৮২), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬০৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮৫৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১১৭৮, মুসনাদে বায্যার ৭৭৯১, মুসনাদে আহমাদ ৭৭০৩, আবূ ইয়া'লা ৬৩৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৪১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৪৮৮, দারিমী ২৮০১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭৩৬।

Scanned by CamScanner

এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ আবার কেটে টুকরা টুকরা বা রেযা রেযা হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে (অবশ্য অনেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিচার-ফায়সালা শেষ করে একত্ববাদের সাক্ষ্য দানকারী হওয়া সত্ত্বেও খারাপ আ'মালের কারণে যারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন। আর মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) নির্দেশ করবেন যে, যারা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করেছে তাদের বের কর। এখানে এক আল্লাহর 'ইবাদাত বলতে তার তাওহীদ স্বীকার করা এবং তাওহীদ চেনা অথবা তাওহীদের দাবী পূরণে যে 'ইবাদাত সঠিক সেই 'ইবাদাত করা। (অনেক মানুষ আছেন যারা অন্তরে তাওহীদের বিশ্বাস ও দাবী সঠিক থাকলেও 'ইবাদাতে শির্‌ক করে ফেলে, তারা এ সুযোগের অন্তর্ভুক্ত হবে না) মালায়িকাহ্ সাজদার চিহ্ন দেখে দেখে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করবেন। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী :

﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ "তাদের চিহ্নগুলো তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার কারণে পরিস্ফুট হয়ে থাকবে।" (সূরাহ্ আল ফাত্হ ৪৮ : ২৯)

আল্লাহ তা'আলা সাজদার স্থানকে পোড়ানো জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করে দিয়েছেন। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসের দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে, জাহান্নামের আগুন সাজদার সাতটি অঙ্গের কোন কিছু ভক্ষণ করতে পারবে না। সে সাতটি অঙ্গ হলো : (নাকসহ) কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পা।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সাজদার চিহ্ন বলতে শুধু কপালকেই খাস করা হয়েছে। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রথম মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। অবশ্য দ্বিতীয় মতটির সপক্ষে হাদীসের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

গুনাহগার সলাত আদায়কারীদের সাজদার চিহ্ন দেখে জাহান্নাম থেকে তুলে তুলে আবে হায়াতে গোসল করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পরও এক ব্যক্তি জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে আ'রাফ নামক স্থানে থাকবে। এ ব্যক্তি হবে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বশেষ ব্যক্তি এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী। এ ব্যক্তির মুখ জাহান্নামের দিকে রাখা হবে। তখন সে মহামহিম দয়াময় আল্লাহর কাছে পর্যায়ক্রমে আবেদন করে এবং আবেদন পূর্ণ হলে আর আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে না বলে পাকা ওয়া'দা দিবে, কিন্তু ধীরে ধীরে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে তার নি'আমাতরাজি দর্শন করে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশের আবেদন জানাবে। এ বান্দার বার বার ওয়া'দা ভঙ্গ এবং জান্নাতে প্রবেশের মিনতি দেখে আল্লাহ তা'আলা হেসে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন।

জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি তোমার মনের চাহিদা মতো চাও, সে চাইতে থাকবে, এমনকি তার আকাঙ্ক্ষা চাহিদা শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও, ওটা চাও। এটাও যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, এসবগুলো তোমার অনুরূপ আরো সমপরিমাণ দেয়া হলো।

আবূ সা'ঈদ-এর বর্ণনায় আছে, তোমার জন্য তোমার চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পরিমাণ এবং অনুরূপ আরো দশগুণ দেয়া হলো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, ৫০৪ পৃ., শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হা. ২৯৯)

٥٥٨٢ -[١٧] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ

Scanned by CamScanner

شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِيْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّيْ إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِيْ غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرٰى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولٰى فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِيْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِيْ أَنْ لَا تَسْأَلَنِيْ غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّيْ إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِيْ غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرٰى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِيْ مِنْ هٰذِهٖ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِيْ أَنْ لَا تَسْأَلَنِيْ غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلٰى يَا رَبِّ هٰذِهٖ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرٰى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فيقولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا. قَالَ: أَيْ رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّيْ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُوْنِيْ مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّيْ لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلٰكِنِّيْ عَلٰى مَا أَشَاءُ قَدِيْرٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫৮২-[১৭] ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বশেষ যে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, একবার সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আরেকবার আগুন তাকে জ্বালিয়ে দেবে। অতঃপর যখন (এ অবস্থায়) সে জাহান্নামের সীমানা অতিক্রম করে আসবে, তখন তার দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সেই মহান প্রভু! যিনি আমাকে তোমার থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পিছনের কোন লোককেই তা প্রদান করেননি। অতঃপর তার সামনে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌছিয়ে দিন যাতে আমি তার নিচে ছায়া হাসিল করি এবং তার ঝরনা থেকে পানি পান করি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদাম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা প্রদান করি তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! আর সে আল্লাহর সাথে এ ওয়া'দা-অঙ্গীকার করবে যে, তা ছাড়া সে আর কিছুই চাবে না। অথচ তার অধৈর্য ও অস্থিরতা দেখে আল্লাহ তা'আলা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনোকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের কাছে পৌছিয়ে দেবেন। অতঃপর আরেকটি গাছ প্রকাশ পাবে যা প্রথমটি অপেক্ষা উত্তম। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির কাছাকাছি করে দিন, যেন আমি সেখানে ঝরনার পানি

Scanned by CamScanner

পান করতে পারি এবং তার ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারি, এটা ছাড়া আমি অন্য আর কিছু তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদাম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এই প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তুমি তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না? আল্লাহ তা'আলা আরো বলবেন, এমনও তো হতে পারে, যদি আমি তোমাকে তার কাছে পৌছিয়ে দেই, তখন তুমি অন্য আরো কিছু চেয়ে বসবে? তখন সে এই প্রতিশ্রুতি দেবে যে, সে তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না। আল্লাহ তা'আলা তাকে অক্ষম মনে করবেন। কেননা তিনি ভালোভাবে অবগত আছেন যে, ঐখানে যাওয়ার পর সে যা কিছু দেখতে পাবে, তাতে সে লোভ সামলাতে পারবে না। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিকটবর্তী করে দেবেন। সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতঃপর জান্নাতের দরজার কাছে এমন একটি গাছ প্রকাশ করবেন, যা প্রথম দু'টির তুলনায় উত্তম। তা দেখে সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌছিয়ে দিন যাতে আমি তার ছায়া উপভোগ করি এবং তার পানি পান করি। তা ছাড়া আর কিছুই তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদাম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ অঙ্গীকার করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তুমি তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, অঙ্গীকার তো করেছিলাম, তবে হে আমার প্রভু! আমার এ আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ করে দাও, এরপর আমি আর কিছুই তোমার কাছে চাব না এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে অক্ষম জানবেন। কেননা তিনি জানেন, এরপর সে যা কিছু দেখতে পাবে, তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। তখন তাকে তার কাছাকাছি করে দেয়া হবে। যখন সে গাছটির কাছে যাবে, জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদাম সন্তান! আমার কাছে তোমার চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়ার সমপরিমাণ জায়গা এবং তার সাথে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে, হে প্রভু! তুমি সমস্ত জাহানের প্রভু হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছ? এ কথা বলার পর ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হাসলেন। অতঃপর বলেন, তোমরা আমাকে কেন প্রশ্ন করছ না যে, আমার হাসার কারণ কী? তখন তারা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, বলুন তো আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ হেসেছিলেন। তখন সহাবীগণ প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! কিসে আপনাকে হাসাল? উত্তরে তিনি বললেন, যখন ঐ লোকটি বলল, তুমি রব্বুল 'আলামীন হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছ?' তখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হেসে ফেলবেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, বরং আমি যা চাই তা করতে সক্ষম। (মুসলিম)[৫২৬]

ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসে সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তির বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। অত্র হাদীসেও সামান্য বর্ণনা পার্থক্যে অনুরূপ ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে।

এ লোক জাহান্নামের সীমানা পার হয়ে এসে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে বসেই আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সে মনে করবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দান করেছেন পূর্বাপর কাউকেই তা দান করেননি।

এ ব্যক্তির নিকট পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আরামদায়ক বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে আর সে তা থেকে ফায়দা নেয়ার আবেদন পেশ করবে। সেটা দেয়া হলে সে যেন আর কিছু না চায় সেই ওয়া'দা ও চুক্তির ভিত্তিতে তাকে দেয়া হবে কিন্তু বান্দা সে ওয়া'দা বেমালুম ভুলে আবারও পরবর্তী অধিক সুন্দর ও আরামদায়ক বৃক্ষের

---

[৫২৬] **সহীহ :** মুসলিম ৩১০-(১৮৭), সহীহুল জামি' ৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬০১, মুসনাদে বায্যার ১৪৪২, মুসনাদে আহমাদ ৩৭১৪, আবূ ইয়া'লা ৪৯৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৩০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৬৫৬।

Scanned by CamScanner

নিকট যাওয়ার আবেদন করবে। এভাবে আবেদন করতে করতে একসময় সে জান্নাতেই প্রবেশ করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা সেই জান্নাতে তার চাহিদার চেয়েও অধিক দান করবেন, এমনকি নিম্নের বর্ণনা মতে দশগুণ বেশি। আল্লাহ তা'আলা এ বান্দার চাওয়া-পাওয়া দেখে হাসবেন।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, ৪৩ পৃ. হা. ৩১০)

٥٥٨٣ -[١٨] وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ "فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ؟" إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ: "وَيُذَكِّرُهُ اللّٰهُ: سَلْ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ: هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولَانِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ".

৫৫৮৩-[১৮] (সহীহ মুসলিম-এর) অপর এক বর্ণনায় আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর উক্তি, 'হে আদাম সন্তান! কবে নাগাদ আমি তোমার চাহিদা থেকে রেহাই পাব? তা থেকে শেষ পর্যন্ত হাদীসের অংশটি তিনি বর্ণনা করেননি। অবশ্য এ কথাগুলো বেশি আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে স্মরণ করিয়ে বলবেন, তুমি আমার কাছে এটা চাও, ওটা চাও। সবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও, তোমার চাহিদানুযায়ী যা তা তো তোমাকে দিলামই এবং অনুরূপ আরো দশগুণ প্রদান করলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সে জান্নাতে তার ঘরে প্রবেশ করবে এবং সাথে প্রবেশ করবে হূরুল'ঈন (ডাগর নয়নাবিশিষ্ট) থেকে তার দু'জন স্ত্রী। তাখন হূদরদ্বয় বলবে, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমাদের জন্য এবং আমাদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। তিনি (ﷺ) এটাও বলেছেন, তখন লোকটি বলবে, আমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা আর কাউকেও দেয়া হয়নি।[৪২৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের মতোই। আল্লাহ তা'আলা এই সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীকে জান্নাতের সাধারণ নি'আমাতরাজী দেয়ার পরও নিজের পক্ষ থেকে তাকে জান্নাতের বিভিন্ন নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও ওটাও। এমনকি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ বলবেন, যাও এগুলো তোমার জন্য এর সাথে আরো এর দশগুণ।

এরপর ঐ বান্দা যখন তার বালাখানায় প্রবেশ করবে তখন তাঁর নিকট হূরুল'ঈন থেকে দু'জন স্ত্রী তার কক্ষে প্রবেশ করবে। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আমাদেরকে আপনার জন্য জীবিত করেছেন।

এখানে জীবিত করার অর্থ সৃষ্টি করা। জীবিত শব্দটি চিরস্থায়ী জান্নাতে রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাদেরকে সেখানে মিলিত করে দিয়েছে যেখানে আর কোন মৃত নেই, আনন্দই শুধু কষ্ট নেই, চিরস্থায়ী জীবন আর আনন্দ। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ...﴾

"নিশ্চয় আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন... ।" (সূরাহ্ আল 'আন্‌কাবূত ২৯ : ৬৪)

---

[৪২৭] সহীহ : মুসলিম ৩১১-(১৮৮), সহীহুল জামি' ১৫৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭০৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩১৪, মুসনাদে আহমাদ ১১২৩২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪০১৩।

Scanned by CamScanner

এসব পেয়ে লোকটি বলবে, আমাকে যা দেয়া হলো এ পরিমাণ আর কাউকেই দেয়া হয়নি। এ কথা বলবে সে তার ধারণা অনুসারে, অন্যথায় অন্যকে যে আরো বেশি দেয়া হয়েছে কিন্তু সে সম্পর্কে তার ধারণা এবং অবগতি না থাকায় এ কথা বলবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, ৪৪ পৃ. হা. ৩১১)

٥٥٨٤ ـ[١٩] وَعَنْ أَنَسٍ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمْ: الْجَهَنَّمِيُّونَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৫৮৪-[১৯] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কিছু সংখ্যক লোক তাদের কৃত গুনাহের কারণে শাস্তিরূপ জাহান্নামের আগুনে জ্বলে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমাত ও দয়ায় তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে সেখানে তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে ডাকা হবে। (বুখারী)[৪২৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি ইতোপূর্বে বর্ণিত শাফা'আত সংক্রান্ত যত হাদীস অতিবাহিত হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ কথা। গুনাহগার মু'মিনেরা যারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে পতিত হবে, তারা ঈমান থাকার কারণে সকলেই আল্লাহর অনুগ্রহে এবং রহমাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাত লাভে ধৈন্য এদেরকে জান্নাতের মধ্যেও জাহান্নামী হিসেবে অভিহিত করা হবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ নাম তাদের খাটো করার জন্য নয়, বরং তাদের (অতীতের কথা) স্মরণ করানোর জন্য যাতে তারা খুশি ও আনন্দের পর আরো বেশি আনন্দিত হয়। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সেটা একটি প্রতীক হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, ৪৮৪ পৃ., হা. ৬৫৫৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫১১ পৃ.)

٥٥٨٥ ـ[٢٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ».

৫৫৮৫-[২০] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদল মানুষকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের নাম রাখা হবে জাহান্নামী। (বুখারী)[৪২৯]

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমার উম্মাতের একদল লোক আমার সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী নামে ডাকা হবে।

٥٥٨٦ ـ[٢١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنِّيْ لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا. فَيَقُولُ اللّٰهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا. فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ مِنِّيْ أَوْ تَضْحَكُ مِنِّيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟" وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ: ذٰلِكَ أَدْنٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৪২৮] সহীহ : বুখারী ৭৪৫০, মুসনাদে আহমাদ ১২৫১১, আবূ ইয়া'লা ২৯৭৮।

[৪২৯] সহীহ : বুখারী ৬৫৬৬, ইবনু মাজাহ ৪৩১৫, সহীহুল জামি' ৫৩৬২, আবূ ইয়া'লা ৩২০৬।

Scanned by CamScanner

৫৫৮৬-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম হতে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারীকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। সে এমন এক লোক, যে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে জান্নাতে দুনিয়ার সমপরিমাণ এবং তার দশগুণ জায়গা দেয়া হলো। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আপনি কি আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি তো (সকল বাদশাহর) বাদশাহ! ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম, এ কথাটি বলে রসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। আর বলা হয়, এ লোক মর্যাদার দিক দিয়ে হবে জান্নাতীদের সর্বনিম্ন স্তরের। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩০]

ব্যাখ্যা : সর্বশেষে যাকে জান্নাতে দেয়া হবে সে ধারণা করবে যে, জান্নাত মনে হয় ভরে গেছে। এটা আল্লাহ তা'আলার দেয়া জান্নাতের বর্ণনা বা আকৃতি অনুসারে বলবে। সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তো জান্নাত পরিপূর্ণ পেলাম! অর্থাৎ আমার জন্য সেখানে কোন জায়গা নেই, আমি কোথায় যাব? আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, তুমি যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তুমি 'জান্নাতে' প্রবেশ কর, এখানে 'জান্নাত' দ্বারা জিনস্ উদ্দেশ্য অথবা খাস জান্নাত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার জন্য দুনিয়া সমপরিমাণ প্রশস্ত অথবা মূল্যমান জান্নাত দেয়া হলো সাথে আরো তার দশগুণ। এতে আল্লাহ তা'আলার ঐ বাণীর দিকে ইশারা রয়েছে যেখানে ইরশাদ হয়েছে : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا...﴾

"যে নেক কাজ করবে তার জন্য দশগুণ সাওয়াব রয়েছে... ।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৬০)

মু'মিন যখন দুনিয়া বর্জন করে তখন সে আর অধিকারের ক্ষেত্রে একপ্রকার অবরুদ্ধ ও বন্দি হয়ে যায়। অতএব তখন তাকে ইনসাফের ভিত্তিতে তার সমপরিমাণ প্রতিদান দেয়া হয় তার আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তা কয়েকগুণে বৃদ্ধি করেন।

এসব কথা শুনে বান্দা সহজে তা বিশ্বাস করতে চাইবে না, ফলে সে আল্লাহ তা'আলাকে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মালিক, পূতঃপবিত্র, তুমি আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছ?

হাদীসের বাক্যে أَتَسْخَرُ مِنِّىْ أَوْ تَضْحَكُ مِنِّىْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ এখানে أَوْ হলো রাবীর সন্দেহ। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশমুখী লোকটি أَتَسْخَرُ بِىْ বলবে না, أَتَضْحَكُ بِىْ বলবে, এটা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সঠিক স্মরণ নেই। যদি أَتَضْحَكُ بِىْ শব্দটিই বাস্তবে হয়ে থাকে তাহলে সেটা أَتَسْخَرُ بِىْ এর অর্থই প্রদান করবে। কেননা ساخر বা উপহাসকারী যাকে নিয়ে উপহাস করে তাকে দেখে হাসে, তাই ضحك হাসিকে রূপকার্থে ঠাট্টার স্থানে আনা হয়েছে।

أَتَسْخَرُ بِىْ 'তুমি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ', এ কথার অর্থ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, ৫০১ পৃ. হা. ৬৫৭১; শারহুন্ নাবাবী ৩য় খণ্ড, হা. ৩০৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫০৬ পৃ.)

٥٥٨٧ -[٢٢] وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنِّىْ لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهٖ وَارْفَعُوا عَنْهُ

---

[৪৩০] সহীহ : বুখারী ৬৫৭১, মুসলিম ৩০৮-(১৮৬), ইবনু মাজাহ ৪৩৩৯, সহীহুল জামি' ২৪৮৯, মুসনাদে বায্‌যার ১৭৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৭৩৯১, আবূ ইয়া'লা ৫১৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৭৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০১৮৭।

Scanned by CamScanner

كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهٖ فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهٖ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهٗ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً. فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هٰهُنَا" وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫৮৭-[২২] আবূ যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এমন এক লোক সম্পর্কে অবহিত আছি, যে জান্নাতীদের মধ্যে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি এবং সর্বশেষ জাহান্নামী, যে তা থেকে বের হয়ে আসবে। ক্বিয়ামাতের দিন তাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের)-কে বলা হবে, তার ছোট ছোট গুনাহসমূহ তার সামনে উপস্থিত কর এবং বড় বড় গুনাহগুলো সরিয়ে রাখ। তখন তার ছোট ছোট গুনাহগুলোই তার সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে, আচ্ছা বল তো অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজটি তুমি করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ করেছি। মূলত তা সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে বড় বড় গুনাহসমূহ উপস্থিত করা সম্পর্কে সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও! তোমার প্রতিটি গুনাহের স্থলে তোমাকে এক একটি পুণ্য দেয়া হলো। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তো এমন কিছু (বড় বড়) গুনাহও করেছিলাম, যেগুলোকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী আবূ যার رضي الله عنه বলেন, এ সময় আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। (মুসলিম)[৪৩১]

ব্যাখ্যা : ইতোপূর্বের হাদীসগুলোতে জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তির কিছু কর্মকাণ্ডের কথা পেয়েছি।

অত্র হাদীসে তার আরো কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বিবৃত হয়েছে। তাকে জাহান্নাম থেকে উঠানোর পর আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের) বলবেন– এ লোকের ছোট ছোট গুনাহগুলো এর সামনে পেশ কর এবং বড় বড় গুনাহগুলো সরিয়ে রাখ। সরিয়ে রাখার অর্থ ক্ষমার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা অথবা আড়াল করে রাখা। মালায়িকাহ্ যখন ছোট ছোট গুনাহগুলো তার সামনে উপস্থিত করবেন তখন আল্লাহ তা'আলা সবগুলো দৃশ্যমান পাপের দিকে ইশারা করে বলবেন, তুমি অমুক দিন এই এই কাজ করেছিলে? এ পাপগুলো ছিল 'ইবাদাত তরক করা এবং নিষিদ্ধ কার্যসমূহ সম্পাদন করা। পাপের প্রত্যক্ষ নমুনা দেখে সে ঐগুলোর কোনটিই অস্বীকার করতে পারবে না। তার যে কাবীরাহ্ গুনাহগুলো রয়েছে সেগুলো প্রকাশ করলে তার কি হবে এই ভয়ে সে আরো শঙ্কিত ও ভীত হয়ে যাবে। কেননা অধিকাংশ 'আযাব এবং অধিক 'আযাব হবে কাবীরা গুনাহের কারণে।

অতঃপর তার সামনে উপস্থাপিত সগীরা গুনাহগুলোর দিকে ইশারা করে তাকে বলা হবে তোমার প্রতিটি গুনাহের পরিবর্তে একটি করে হাসানাহ্ বা নেকী দেয়া হলো। গুনাহের পরিবর্তে এ হাসানাহ্ হয়তো তার তাওবার কারণে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তবে যে তাওবাহ্ করবে এবং ঈমান আনবে আর নেক 'আমাল করবে তারা হলো এমন যে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপগুলোকে নেকীতে পরিণত করে দিবেন।" (সূরাহ্ আর ফুরক্বা-ন ২৫ : ৭০)

---

[৪৩১] সহীহ : মুসলিম ৩১৪-(১৯০), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৫২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১২৯১।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন আসে যে তাওবার কারণেই যদি তার গুনাহ মাফ হয়ে থাকে তবে জাহান্নামের শাস্তি কেন? উত্তর তাওবার পর পুনরায় যে গুনাহ করেছিল সেটাই শাস্তির কারণ হয়েছিল। যা হোক সুযোগ দেখে সে তার কাবীরা গুনাহগুলোর প্রতি ইশারা করে বলবে, আমি তো জানি আমার আরো অনেক পাপ রয়েছে কিন্তু সেগুলোকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না? তার এ সুযোগ গ্রহণের এ কথা বলতে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন। সর্বোপারি সে আল্লাহর বিশেষ রহমাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٨٨ -[٢٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِذَا أَخْرَجْتَنِيْ مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِيْ فِيهَا" قَالَ: «فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৫৮৮-[২৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম থেকে চার লোককে বের করে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাদেরকে আবার জাহান্নামে পাঠানোর জন্য নির্দেশ করা হবে। তখন তাদের একজন পিছন ফিরে তাকিয়ে বলবে, হে প্রভু! আমি তো এ আশায় ছিলাম যে, যখন তুমি একবার আমাকে তা থেকে বের করে এনেছ, পুনরায় আমাকে সেখানে ফেরত পাঠাবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। (মুসলিম)[৪৩২]

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যাদেরকে সর্বশেষে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহই ভালো জানেন, সম্ভবত এই বের হওয়াটা জাহান্নামে ঢোকা মাত্র কিনা? যাতে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছিল এটা নাম হয় অথবা জাহান্নামের উপর দিয়ে স্থাপিত পুলসিরাত যা অতিক্রম করতেই হবে। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾

"আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই তা অতিক্রম করবে না আর এটা তোমার রবের অনিবার্য নির্দেশ যা সম্পন্ন হবে।" (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৭১)

কেউ কেউ বলেছেন এখানে اَلْوُرُوْدُ এর অর্থ অতিক্রম নয় বরং তাতে প্রবেশ করা অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করা। প্রত্যেককেই জাহান্নামের উপর দিয়ে স্থাপিত পুলসিরাত পারি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে। কাফির মুশরিক ও গুনাহগার ব্যক্তিরা তা পারি দিতে কেটে টুকরা টুকরা হয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে, কিন্তু মু'মিনেরা শুধু জাহান্নাম দেখেই অথবা সামান্য তাপ পেয়েই তা পাড়ি দিয়ে চলে যাবে অথবা তাদের জন্য তা নিভে যাবে, ফলে সে ঐ জাহান্নাম পাড়ি দিয়ে চলে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ অনুগ্রহে এ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

٥٥٨٩ -[٢٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى

---

[৪৩২] সহীহ : মুসলিম ৩২১-(১৯২), মুসনাদে আহমাদ ১৩৩৩৭, সহীহুল জামি' ৮০৫৮, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৩১২।

Scanned by CamScanner

إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَأَحَدُهُمْ أَهْدٰى بِمَنْزِلِهٖ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهٖ كَانَ لَهٗ فِي الدُّنْيَا». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৫৫৮৯-[২৪] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি একটি পুলের উপর আটক রাখা হবে এবং দুনিয়াতে পরস্পর পরস্পরে যা অন্যায়-অবিচার হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। সবশেষে যখন তারা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ! মু'মিনদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার নিজ বাড়িকে যেমনিভাবে চিনত, তার তুলনায় সে জান্নাতে তার স্থান ভালোরূপে চিনতে পারবে। (বুখারী)[৪৩৩]

ব্যাখ্যা : (يُخَلَّصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ) মু'মিনদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে বা মুক্ত করা হবে, এখানে يُخْلَصُ শব্দটিকে 'মাজহূল' বা কর্মবাচ্য হিসেবে باب افعال এর الاخلاص ক্রিয়ামূল থেকে পাঠযোগ্য। কোন কোন সংস্করণে باب تفعيل থেকে তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। আবার কোনটিতে يَخْلُصُ 'ইয়া' বর্ণে যবর, এবং 'লাম' বর্ণে পেশযোগে ثلاثيات থেকে পঠিত হয়েছে।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে خلص এর অর্থ سَلِمَ وَنَجَا 'নিরাপদ' হয়েছে'-'মুক্তা হয়েছে' উল্লেখ হয়েছে।

الْقَنْطَرَةِ শব্দের অর্থ সেতু বা ব্রীজ, এখানে জাহান্নামের উপরে প্রসারিত পুলসিরাতকে বুঝানো হয়েছে অথবা জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে একটি উঁচু জায়গা আ'রাফও হতে পারে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের পরস্পরের যুল্‌মের প্রতিকার গ্রহণ করে তাদের এতদসংক্রান্ত হক্কুল 'ইবাদের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র করবেন। কাফিরদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয় কারণ তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী : «لَأَحَدُهُمْ أَهْدٰى بِمَنْزِلِهٖ» "তাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে তাদের ঘর অধিক চিনতে পারবে।" এ বাক্যের মধ্যে بِمَنْزِلِهٖ এর 'বা' অব্যয়টি الى এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন বাক্যটি হয়েছে, «لَأَحَدُهُمْ أَعْرَفُ وَأَكْثَرُ هِدَايَةً إِلٰى مَنْزِلِهٖ» তারা প্রত্যেকেই তাদের জান্নাতের অবস্থানস্থলের দিকে অধিক পথপ্রাপ্ত ও পরিচয়প্রাপ্ত হবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, هُدٰى শব্দটি ب দ্বারা স্বকর্মক হয় না বরং ل অথবা الى দ্বারা হয়। ب এর মধ্যে ইলসাক্ব তথা সম্পৃক্ততার অর্থ বিদ্যমান। অতএব এর অর্থ হবে, সে জান্নাতে তার অবস্থানস্থলকে চেনার ক্ষেত্রে অধিক অগ্রণী হবে। এ অর্থে আল্লাহর বাণী : ﴿...يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ...﴾ "...তাদের রব্ তাদের ঈমানের কারণে তাদের লক্ষস্থলে অর্থাৎ জান্নাতে পৌছাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে...।" (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ৯)

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ তাদের ঈমানের নূরের কারণে আখিরাতে তাদের জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٩٠ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِىَ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِىَ مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

[৪৩৩] সহীহ : বুখারী ৬৫৩৫, মুসনাদে আহমাদ ১১১১৩, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৯৩৫।

Scanned by CamScanner

৫৫৯০-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন : কোন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে অবধি না অপরাধ করলে জাহান্নামে তার যে স্থান হত, তা তাকে দেখানো হয়, যাতে সে অধিক কৃতজ্ঞ হয়। আর কোন জাহান্নামীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না যে পর্যন্ত ভালো কাজ করলে জান্নাতে তার যে স্থান হত, তা তাকে দেখানো না হয়, যেন তার আফসোস ও অনুশোচনা বৃদ্ধি পায়। (বুখারী)[৪৩৪]

ব্যাখ্যা : যে কেউই জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করুক না কেন তাকে তার বিপরীত কর্মের প্রতিফল হিসেবে সম্ভাবনাযুক্ত বিপরীত অবস্থানটিও দেখানো হবে। অর্থাৎ জান্নাতী ব্যক্তিকে খারাপ আ'মাল করলে জাহান্নামে কোথায় তার ঠিকানা হত তা দেখানো হবে, অনুরূপ জাহান্নামী ব্যক্তি যদি ভালো আ'মাল করত তাহলে জান্নাতে তার কোথায় ঠিকানা হত তাকে তা দেখানো হবে।

এই দেখানো কখন হবে? ইবনু মাজাহ প্রমুখাৎ বিশুদ্ধ সানাদে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, এটা ক্ববরে সওয়াল জওয়াবকালে দেখানো হবে। ক্ববর থেকে জাহান্নামের দিকে সুরঙ্গ সৃষ্টি করা হবে এবং সে ঐ সুরঙ্গ দিয়ে জাহান্নাম অথবা জান্নাতের ঠিকানা দেখবে। এটা মু'মিনকে দেখানো হবে এজন্যে যে, মু'মিন যেন অধিক হারে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে আর কাফির মুশরিক অথবা পাপীদের জন্য অধিক লজ্জা ও আফসোসের কারণ হয়। আর হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই দেখানো হাশরে হবে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, ৫০০ পৃ., হা. ৬৫৬৯)

٥٥٩١ -[٢٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيْءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحَ ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلٰى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلٰى حُزْنِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৯১-[২৬] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন : যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি স্থানে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে যাবাহ করে দেয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! (এখানে কোন) মৃত্যু আর নেই। হে জাহান্নামীরা! মৃত্যু আর নেই। তাতে জান্নাতীদের আনন্দের উপর আনন্দ আরো অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তার উপর আরো দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩৫]

ব্যাখ্যা : জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে যাওয়া শেষ হলে জাহান্নামের মাঝখানে একটি উঁচু জায়গায় (সম্ভবত আ'রাফ নামক স্থানে, তিরমিযীতে আবূ হুরায়রার বর্ণনায় জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝের উঁচু দেয়ালের উপর) মৃত্যুকে একটি সাদা-কালো দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করে যাবাহ করা হবে। কে এই যাবাহ করবে হাদীসের তার নাম উল্লেখ নেই। ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) কতিপয় সূফী থেকে নকল করেছেন যে, নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপস্থিতিতে ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়্যা আলায়হিস সালাম মৃত নামক দুম্বাটি যাবাহ করবেন। কোন কোন লেখনীতে জিবরীল-এর নাম উল্লেখ আছে।

---

[৪৩৪] সহীহ : বুখারী ৬৫৬৯, মুসনাদে আহমাদ ১০৯৯৩, সহীহুল জামি' ৭৬৬৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৭৯।

[৪৩৫] সহীহ : বুখারী ৬৫৪৮, মুসলিম ৪৩-(২৮৫০), মুসনাদে আহমাদ ৬০২২, সহীহুল জামি' ৬৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৭৫, আবূ ইয়া'লা ৫৫৮৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৭৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩১৫৬।

Scanned by CamScanner

যাবাহর পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, হে জান্নাতবাসী! আর মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামবাসী! আর মৃত্যু নেই। এ ঘোষণাকারী কে হবে তার নাম উল্লেখ নেই।

অত্র হাদীস থেকে জানা যায় যে, যাবাহের পর ঘোষণা হবে, কিন্তু আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যাবাহের পূর্বেই একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন। 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দ্বিবিধ বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা ঘোষণা দু'টিই হবে, প্রথম ঘোষণা যাবাহের পূর্বে যেন সকলে যাবাহ পরিদর্শন করে তারই সতর্কীকরণ আর দ্বিতীয় ঘোষণা হলো 'মৃত্যু আর ফিরে আসবে না' তারই অবহিতি ও সতর্কীকরণ। মৃত্যুকে প্রাণীর আকৃতি দান করে সকলের সামনে যাবাহ করা এজন্য যে, জান্নাতীদের আনন্দ ও খুশির সাথে যেন খুশি আরো বেড়ে যায় আর জাহান্নামীদের দুঃখ, দুশ্চিন্তা এবং হতাশা যেন আরো বেড়ে যায়। জামি' আত্ তিরমিযীতে আবূ সা'ঈদ থেকে বর্ণিত আছে, কেউ যদি আনন্দের কারণে মারা যেত তাহলে জান্নাতীগণ এই ঘোষণা শুনে আনন্দে মারা যেত, আর কেউ যদি দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মারা যেত তাহলে জাহান্নামীরা এই ঘোষণা শুনে দুঃখে-দুশ্চিন্তায় মারা যেত।

ইবনু মাজাহ ও সহীহ ইবনু হিব্বান গ্রন্থে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকে পুলসিরাতের উপর উপস্থিত করে জান্নাতীদের ডাক দিয়ে যখন বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তখন জান্নাতীরা সেদিকে মাথা তুলে তাকাবে এবং ভীত হয়ে পড়বে যে তাদের মনে হয় এই চির সুখের আশ্রয় জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হবে! অতঃপর যখন বলা হবে হে জাহান্নামীরা! তখন জাহান্নামবাসীরা আনন্দিত হয়ে যাবে যে, তাদের বুঝি এই জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। কিন্তু তাদের উভয়কে বলা হবে তোমরা উভয় দলই যেখানে রয়েছ তা চিরস্থায়ী এখানে তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, ৪৭১ পৃ., হা. ৬৫৪৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٩٢ -[٢٧] عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَوْضِيْ مِنْ عَدَنٍ إِلٰى عُمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُؤُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৫৫৯২-[২৭] সাওবান (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমার হাওয 'আদান থেকে বালক্বা'র 'উম্মানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। তার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মতো অগণিত। যে তা থেকে এক ঢোক পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। উক্ত হাওযের কাছে সর্বপ্রথম ঐ সকল গরীব মুহাজিরীনগণ আসবে, যাদের মাথার চুল অগোছালো, পরনের কাপড়-চোপড় ময়লা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণকে যাদের সাথে বিবাহ দেয়া হয় না এবং তাদের জন্য (গৃহের) দরজা খোলা হয় না। [আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি গরীব][৪৩৬]

---

[৪৩৬] সহীহ : তিরমিযী ২৪৪৪, ইবনু মাজাহ ৪৩০৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮২, সহীহ ইবনু মাজাহ ৩৪৭২, মুসনাদে আহমাদ ২২৪২১, সহীহুল জামি' ২০৬০, শু'আবুল ঈমান ১০৪৮৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৯৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাতের দিন প্রত্যেক নাবীর একটা করে হাওয হবে। অত্র হাদীসে নাবী ﷺ-এর হাওযের পরিধি ও অন্যান্য কতিপয় গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। নাবী ﷺ বলেছেন, আমার হাওয এডেন (আদন) থেকে বালক্বা'র আম্মান-এর মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। 'আদ্ন (এডেন) হলো ইয়ামানের সীমান্তে ভারত সাগর সংলগ্ন একটি স্থান। আম্মান হলো সিরিয়ার বালক্বা' শহরের একটি স্থান। এখানে হাওযে কাওসারের প্রশস্ততা চিহ্নিত করার জন্য দু'টি স্থানের কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে, আয়লাহ্ থেকে সন্'আ পর্যন্ত। আবার হারিসার হাদীসে সন্'আ থেকে মাদীনার দূরত্বের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারা কেবল হাওযে কাওসারের দীর্ঘতা অথবা প্রশস্ততা বুঝানোই উদ্দেশ্য, হুবহু সীমা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহর রসূল প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহজভাবে বুঝানোর জন্য তার পরিচিত জায়গার নাম উচ্চারণ করেছেন।

হাদীসের বাণী, "তার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা"। এতে ইশারা রয়েছে যে, সাদা সবচেয়ে পছন্দনীয় রং। অবশ্য কেউ কেউ স্বভাবগতভাবে হলুদকে প্রিয় মনে করে থাকে।

'তা মধুর চেয়েও মিষ্টি', এর অর্থ মধুর চেয়েও সুস্বাদু। এছাড়াও এতে রয়েছে বান্দার জন্য আরোগ্য বিধান।

'তার পানপাত্রসমূহ আকাশের নক্ষত্রসম', এ বাক্যে أَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ-এর বহুবচন, অর্থ পেয়ালা, গ্লাস, পানপাত্র। এটা এমন হবে যার কোন হাতল এবং নল হবে না।

উম্মাতে মুহাম্মাদী ﷺ (সুন্নাতের অনুসারীরা) নাবীজীর হাতে এখান থেকে এক পেয়ালা করে পানি পান করবে। যে এক পেয়ালা পান করবে সে জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না।

এ পানি পানকারীদের মর্যাদার স্তর হবে। সর্বপ্রথম স্তরের পানকারী হবে ঐ গরীব মুহাজির সহাবীগণ যাদের চুলগুলো ছিল এলোমেলো উষ্কখুশকো, পরনে ছিল ময়লাযুক্ত পুরাতন ও ছিন্ন বস্ত্র, হতদরিদ্রতার কারণে কোন সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত লোক তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে চাইত না, তারা কোন বাড়ীতে গিয়ে ডাক দিলে তাদের জন্য বন্ধ দরজাও খোলা হত না। এরা সর্বপ্রথম হাওযে কাওসারের পানি এজন্য পান করবে যে, তারাই হলো বাহ্যিক এবং আত্মিকভাবে প্রকৃত পিপাসিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা দুনিয়াতে অধিক ক্ষুধার্ত থাকবে আখিরাতে তারাই হবে অধিক পরিতৃপ্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾

"(নির্দেশ হবে যে,) তোমরা সানন্দে খাও এবং পান কর ঐ সমস্ত কাজের বিনিময়ে যা তোমরা বিগত দিনে প্রতিদানের আশায় করেছিলে।" (সূরাহ্ আল হা-ক্ক্বাহ্ ৬৯ : ২৪)

মুহাজির হলো যারা মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরত করেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত মুহাজির দ্বারা উদ্দেশ্য তারাই, যদিও বাড়ী-ঘর বা মাতৃভূমি থেকে যারাই হিজরত করেছে তারাই মুহাজির নামের অন্তর্ভুক্ত। মুহাজিরগণ আল্লাহর জন্য স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করেছেন, প্রাচুর্যতার উপর দারিদ্র্যতাকে বেছে নিয়েছেন, প্রসিদ্ধির চেয়ে নিজের দুর্বলতাকে, সম্মান-খ্যাতি ও ধন-সম্পদ আহরণের চেয়ে দুনিয়াবিরাগীকে পছন্দ করে নিয়েছেন আর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে 'ইল্ম ও 'আমালেই নিমগ্ন থেকেছেন। ফলে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা পুরস্কারকে অগ্রণী করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৪৪)

٥٥٩٣ -[١٨] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ». قِيلَ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: سَبْعَمِائَةٍ أَوْ ثَمَانِمِائَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Scanned by CamScanner

৫৫৯৩-[২৮] যায়দ ইবনু আরক্বম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। এক মানযিলে আমরা অবস্থান করলাম। তখন তিনি (সাঃ) উপস্থিত লোকেদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হাওযে কাওসারে যে সকল লোক উপস্থিত হবে, তোমাদের সংখ্যা তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়। লোকেরা যায়দ ইবনু আরক্বাম (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল, সেদিন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, সাতশত অথবা আটশত। (আবূ দাঊদ)[৪৩৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে কোন্ সফরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ নেই। এ সফরের প্রত্যেকেই সহাবী ছিলেন এবং তাদের সংখ্যা ছিল সাত থেকে আটশত। এরা ক্বিয়ামাতের দিন সবাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হাওযে কাওসারের পাড়ে উপনীত হবেন। এ কয়জন সহাবী হাওযের পাড়ে উপনীত জনসংখ্যার লক্ষ ভাগের একভাগও নয়। এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, বরং আধিক্যতাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বেশি উম্মাত হাওযের পানি পান করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, ১৪৮ পৃ., হা. ৪৭৩৩)

٥٥٩٤ ـ[٢٩] وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ لَيَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৫৯৪-[২৯] সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জান্নাতে প্রত্যেক নাবীর এক একটি হাওয হবে এবং নাবীগণ নিজেদের হাওয নিয়ে গর্ব করবেন যে, কার হাওযে আগমনকারীর সংখ্য বেশি। কিন্তু আমি আশা করি যে, আমার হাওযে আগমনকারীর সংখ্যা হবে তাদের সকলের চেয়ে বেশি। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৪৩৮]

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক নাবীর পৃথক পৃথক হাওয হবে এবং তাঁদের উম্মাতেরা সেখান থেকে পান করবেন। নাবীগণ নিজ নিজ উম্মাতের আধিক্যতা নিয়ে গর্ব করবেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি আশা করি হাওযের কিনারায় অধিকাংশ লোক হব আমরা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আশা ব্যক্ত করেন ঐ সময় যখন তার জান্নাতী উম্মাতের সংখ্যা জানা ছিল না। ক্বিয়ামাতের দিন রসূলুল্লাহর জান্নাতী উম্মাতের সংখ্যা হবে আশি কাতার আর অন্যান্য সকল নাবীর জান্নাতী উম্মাতের সংখ্যা হবে চল্লিশ কাতার। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪৭ পৃ., হা. ২৪৪৩)

٥٥٩٥ ـ[٣٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: «أَنَا فَاعِلٌ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ. قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ؟ قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

---

[৪৩৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৭৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৩, মুসনাদে আহমাদ ১৯৩৪০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ২৬৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৮৬৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৫৬।

[৪৩৮] সহীহ : তিরমিযী ২৪৪৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৮৯, সহীহুল জামি' ২১৫৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৭৩৮।

Scanned by CamScanner

৫৫৯৫-[৩০] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকটে আবেদন করলাম, ক্বিয়ামাতের দিন আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য বিশেষভাবে শাফা'আত করবেন। তিনি (ﷺ) বললেন, আচ্ছা আমি তা করব। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কোথায় অনুসন্ধান করব? তিনি (ﷺ) বললেন, সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতের উপর অনুসন্ধান করবে। বললাম, যদি আমি আপনাকে পুলসিরাতের সাক্ষাৎ না পাই? তিনি (ﷺ) বললেন, তখন তুমি আমাকে মীযানের ('আমালনামা ওযনের) কাছে খোঁজ করে বললাম, যদি আমি আপনাকে মীযানের কাছেও সাক্ষাৎ না পাই? তিনি (ﷺ) বললেন, তখন তুমি আমাকে হাওযে কাওসারের কাছে অনুসনন্ধান করব। স্মরণ রাখ, আমি এ তিন জায়গা থেকে অনুপস্থিত থাকব না। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।][৫৩৯]

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাতের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফা'আত হবে দু' প্রকার।

১) শাফা'আতে আম্মাহ্ বা সাধারণ শাফা'আত। ২) শাফা'আতে খসসাহ্ বা বিশেষ শাফা'আত।

আনাস رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শাফা'আতে খসসাহ্ বা বিশেষ শাফা'আতের আবেদন করেছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শাফা'আতের স্বীকৃতি দিলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেদিন আমি আপনাকে কোথায় সন্ধান করব?

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো যে সকল স্থানে আপনার শাফা'আতের মুখাপেক্ষী হব আর সেই সকল ঘাঁটি পাড়ি দিতে আপনার শাফা'আত তলব করব, সে সময় আপনাকে কোথায় খুঁজে পাব? রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তিনটি স্থানে সন্ধান করার কথা বললেন।

হিসাব-নিকাশের পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, "(হে আল্লাহর রসূল!) ক্বিয়ামাতের দিন আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জেনে রেখ (হে 'আয়িশাহ্!) তিনটি জায়গা এমন হবে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না...।" উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে, এর সমন্বয় কিভাবে হবে?

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশার প্রশ্নের জওয়াবে যা বলেছিলেন তা এজন্য যে, সে যেন রসূলের স্ত্রী হওয়ার উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। আর আনাস-কে রসূলুল্লাহ ﷺ যে উত্তর দিয়েছিলেন তা এজন্য যে, সে যেন নিরাশ হয়ে না যায়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, রসূলের খাদিম হওয়ার কারণে আনাস رضي الله عنه-ও তো ভরসা করে বসে থাকতে পারেন? অনুরূপভাবে নিরাশ না হওয়ার বিষয়টি 'আয়িশার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে? উত্তরে বলা যায় যে, 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর হাদীসটি অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর আনাস رضي الله عنه-এর হাদীসটি উপস্থিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে কেউ স্মরণ করবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৪ পৃ., হা. ২৪৩৩)

٥٥٩٦ -[٣١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قِيلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ؟ قَالَ: "ذٰلِكَ يَوْمَ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالٰى عَلٰى كُرْسِيِّهٖ فَيَئِطُّ كَمَا يَئِطُّ الرَّحْلُ الْجَدِيدُ مِنْ تَضَايُقِهٖ بِهٖ وَهُوَ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ

[৫৩৯] সহীহ : তিরমিযী ২৪৩৩, মুসনাদে আহমাদ ১১২৮৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬২৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ ২৬৩০।

Scanned by CamScanner

وَالْأَرْضِ وَيُجَاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ اللهُ تَعَالٰى: اُكْسُوا خَلِيلِي بِرَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أُكْسٰى عَلٰى أَثَرِهٖ ثُمَّ أَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ اللهِ مَقَامًا يَغْبِطُنِي الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৫৯৬-[৩১] ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একদিন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, (আল্লাহর ওয়া'দাকৃত) 'মাক্বামে মাহমূদ' কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তা এমন একদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরসীতে অবতরণ করবেন যেদিন তা এমনভাবে কড়মড় করবে, যেমন ঠাসাঠাসির কারণে কড়মড় করে থাকে চামড়ার তৈরি নতুন গদি। কুরসীর প্রশস্ততা হবে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ। অতঃপর তোমাদেরকে কাপড়হীন, খালি পায়ে ও খতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। সেদিন যাদেরকে পোশাক পরিধান করানো হবে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম লোক হবেন ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)। আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের)-কে আদেশ দেবেন আমার বন্ধু ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-কে তোমরা পোশাক পরিয়ে দাও। তখন জান্নাতের কোমল রেশমি ধবধবে সাদা দু'খানা কাপড় আনা হবে এবং তা তাঁকে পরানো হবে। অতঃপর আমাকে পোশাক পরিধান করানো হবে। তারপর আমি আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের ডান পার্শ্বে এমন এক স্থানে দণ্ডায়মান হব, যা দেখে পূর্বের ও পরের (সমস্ত মানুষ) আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে। (দারিমী)[৪৪০]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেন, "অচিরেই আপনার রব্ আপনাকে মাক্বামে মাহমূদে পৌছে দিবেন।" (সূরাহ্ ইসরা / বানী ইসরাঈল ১৭ : ৭৯)

মাক্বামে মাহমূদ অর্থ প্রশংসিত স্থান, এখানে আল্লাহ তার রসূলকে পৌছানোর ওয়া'দা করেছেন। এই মাক্বাম রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নির্দিষ্ট, অন্য কোন পয়গম্বরের জন্য নয়। সহীহ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফা'আতে কুবরার মাক্বাম।

(يَنْزِلُ اللهُ تَعَالٰى عَلٰى كُرْسِيِّهٖ) 'আল্লাহ তা'আলা সেদিন কুরসীতে অবতরণ করবেন'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সম্ভবত এটি বিচার ফায়সালার দিন ন্যায়বিচারের জন্য হুকুম প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার রসূলের প্রতি স্থগিতকৃত শাফা'আতের ঘোষণা পেশ করা যা তার সৃষ্টির প্রতি বড় ধরনের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ। অথবা এটা আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব ও বিচার ফায়সালার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার বড়ত্ব গুণের তাজাল্লি সেদিন প্রকাশ করবেন এবং কিবরিয়্যার গুণে সেই প্রতিশ্রুত দিবসে আগমন করবেন।

কুরসীর বর্ণনা দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, (وَهُوَ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) তার প্রশস্ততা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানের প্রশস্ততার সমান। এটা পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতের দিকে ইশারা যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ...﴾ "তার কুরসীখানা আসমানসমূহ এবং জমিনব্যাপী পরিব্যপ্ত....।" (সূরাহ্ আল বাকারাহ্ ২ : ২৫৫)

---

[৪৪০] সানাদ খুবই য'ঈফ : 'উসমান ইবনু 'উমায়র মুনকারুল হাদীস; দারিমী ২৮০০, য'ঈফাহ্ ২৬৪০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৩৮৫।

Scanned by CamScanner

কিন্তু অন্য হাদীসে এসেছে, আসমানের তুলনায় জমিন হলো উন্মুক্ত বিশাল মাঠের মধ্যে একটি আংটিতুল্য। অর্থাৎ বিশাল মাঠের তুলনায় একটি আংটি যেমন অতীব ক্ষুদ্র তেমনি বিশাল আকাশের তুলনায় জমিন হলো অতীব ক্ষুদ্র বস্তু। অনুরূপ প্রতিটি আসমান তার উপরের আসমানের সমভিব্যাহারে সপ্ত স্তর এবং জমিনসমূহ কুরসীর নিকট বিশাল মাঠের মধ্যে একটি আংটিতুল্য।

ক্বিয়ামাতের দিন সবাই উলঙ্গ হয়ে উঠবে, সেদিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে জান্নাতের নরম মসৃণ ধবধবে সাদা মিহি রেশমীর দু'খানি কাপড় এনে পরানো হবে। ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর পরে মুহাম্মাদ ﷺ-কে কাপড় পরানো হবে। ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর এই মর্যাদা কেন? হাদীসে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন, ইবরাহীম-এর এই বিশেষত্ব এজন্য যে, তাকে যখন (নমরূদ-এর) আগুনে ফেলানো হয়েছিল তখন তাকে উলঙ্গ করে ফেলানো হয়েছিল। কেউ বলেছেন, তিনিই সর্বপ্রথম পায়জামা পরিধান করেছিলেন এজন্য তাকে ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : (ثُمَّ أَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ اللهِ مَقَامًا) অতঃপর আমি আল্লাহ তা'আলার ডান পাশে এমন একটি মাক্বামে (স্থানে) দাঁড়াব যা দেখে আমার প্রতি আগের ও পরের লোকেরা (নাবীরা) ঈর্ষা পোষণ করবেন অর্থাৎ তারা তা কামনা করবেন। এটাই হলো সেই মাক্বামে মাহমূদ যা আল্লাহ তা'আলার ডানপার্শ্বে অবস্থিত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীস সকল সৃষ্টির উপর এমনকি পূর্বাপর জিন্ ইনসান ও মালাকের (ফেরেশতার) ওপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। কোন মহান বাদশাহ যখন রাজ্যের প্রজা সাধারণের জন্য সম্মানের কোন প্যান্ডেল সাজান এবং সেখানে প্রজাদের সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আসন নির্ধারণ করেন সেটা বাদশাহর আসনের ডান পাশেই করে থাকেন। অতএব মহান আল্লাহর বিচার আসনের ডানপাশেই মাক্বামে মাহমূদে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থান এবং আসন স্থাপন করা হবে। এটা সৃষ্টির সর্বোচ্চ সম্মান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٥٩٧ - [٣٢] وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৫৫৯৭-[৩২] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের উপর মু'মিনদের পরিচিতি বা প্রতীক হবে '*রব্বি সাল্লিম, সাল্লিম*'। (অর্থাৎ- হে রব্! আমাকে নিরাপদে রাখ, আমাকে নিরাপদে রাখ) [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।][৪৪১]

ব্যাখ্যা : شِعَارُ শব্দের অর্থ চিহ্ন, প্রতীক, আলামাত, নিদর্শন, যে চিহ্ন দ্বারা তাকে চেনা যায়। ক্বিয়ামাতের দিন প্রত্যেক উম্মাত তাদের রসূলগণের সাথে উঠবেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীও তাদের রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে উঠবেন, কিন্তু এদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন হবে এই যে, তারা পুলসিরাতের পাড়ে বলতে থাকবে, *রব্বী সাল্লিম সাল্লিম*- 'হে রব! শান্তি দাও শান্তি দাও'।

---

[৪৪১] য'ঈফ : তিরমিযী ২৪৩২, য'ঈফাহ্ ১৯৭৩, য'ঈফুল জামি' ৩৩৯৮, 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৯৭৩, য'ঈফুল জামি' ৩৩৯৮।

Scanned by CamScanner

"*রব্বী সাল্লিম-সাল্লিম*" এ বাক্যটি হবে নাবীদের কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তারাও এই দু'আ বলতে থাকবে। ইমাম ত্ববারানী (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু 'উমার থেকে বর্ণনা করেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীকে যখন পুলসিরাতের কিনারায় উপনীত করা হবে তখন তাদের চিহ্ন হবে যে, তারা বলবে, «يَا لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» "হে মহান সত্তা! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। দ্বিবিধ হাদীসের সমন্বয় সাধনে বলা যায়, এ হাদীসটিতে উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিশেষত্ব উল্লেখ করা হয়েছে আর পূর্বের হাদীসটিতে পূর্বতন সকল উম্মাতের বিশেষত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। আরো প্রকাশ থাকে যে, উম্মাতের কথা, '*রব্বি সাল্লিম সাল্লিম*', এটা এ উম্মাতের নেককার 'উলামাহ্, শুহাদা প্রমুখ কামিল মু'মিনদের বিশেষত্ব, যারা আম্বিয়াগণের পরে শাফা'আতের অধিকার ও মর্যাদা লাভ করে ধৈন্য হবেন।

ইবনু মারদুবিয়া 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন। "মু'মিনদের ক্বিয়ামাতের দিন বিশেষ বৈশিষ্ট্য হবে যে, তারা ক্ববর থেকে «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» বলেতে বলতে উঠবে।"
(জামি' আস্ সগীর হা. ৪৮৮৬)

সিরাজী 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে এও বর্ণনা করেছেন, ক্বিয়ামাতের অন্ধকারে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হবে : «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই।"
(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, জামি' আস্ সগীর হা. ৪৮৮৭, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৩ পৃ., হা. ২৪৩২)

٥٥٩٨ ـ [٣٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৫৫৯৮-[৩৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের কাবীরাহ্ গুনাহকারীগণ বিশেষভাবে আমার শাফা'আত লাভ করবে (অন্য উম্মাতেরা শাফা'আত লাভ করতে পারবে না)। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৪৪২]

ব্যাখ্যা : কবীরা গুনাহগারদের ক্ষমার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফা'আত হলো খাস, এটা অন্য কোন উম্মাতের জন্য হবে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো কাবীরা গুনাহের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য আমার শাফা'আত একমাত্র বিশেষায়িত।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব বা মত হলো কুরআনুল কারীমের সরীহ বা স্পষ্ট আয়াত দ্বারা গুনাহগারদের জন্য শাফা'আত প্রমাণিত। যেমন আল্লাহর বাণী : ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

"সেদিন সুপারিশ কারো কাজে আসবে না, কিন্তু দয়াময় (আল্লাহ) যাকে অনুমতি দিবেন এবং তার কথার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।" (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১০৯)

এছাড়া মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা ক্বিয়ামাতের শাফা'আত প্রমাণিত। এটা সালাফে সালিহীন এবং তৎপরবর্তী আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াস জামা'আতের সর্ববাদী সম্মত মত। কিন্তু খারিজী সম্প্রদায় এবং কতিপয়

---

[৪৪২] সহীহ : তিরমিযী ২৪৩৫, আবূ দাউদ ৪৭৩৯, সহীহুল জামি' ৩৭১৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৪৯, মুসনাদে আহমাদ ১৩২৪৫, আবূ ইয়া'লা ৩২৮৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৬৭, শু'আবুল ঈমান ৩১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৪৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৪৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৫৬৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২২৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬২৫৬।

Scanned by CamScanner

মু'তাযিলা আহলে কাবায়িরদের জন্য শাফা'আত বৈধ হওয়া এবং গ্রহণ হওয়াকে অস্বীকার করে থাকেন, ফলে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে মনে করেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী : ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

"অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।" (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ৪৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿...مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾

"...সেদিন যালিমদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং এমন কোন সুপারিশকারীও থাকবে না যার কথা গ্রহণ হয়।" (সূরাহ্ আল মু'মিন ৪০ : ১৮)

মু'তাযিলা ও খারিজীদের ধারণা ও প্রদত্ত দু'টি দলীলের জওয়াবে আমরা বলব যে, উক্ত আয়াতদ্বয় কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, আর যুল্‌ম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শির্‌ক। তারা শাফা'আতের তা'বীল বা ব্যাখ্যায় বলে থাকে যে, শাফা'আত হবে জান্নাতীদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য (কাবীরাহ্ গুনাহগারদের মুক্তির জন্য নয়) তাদের এ ব্যাখ্যা বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য। কাবীরাহ্ গুনাহগার জাহান্নামীদের জন্য শাফা'আত গ্রহণের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ভূরিভূরি হাদীস কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। বক্ষমাণ হাদীসটি এর প্রামাণ্য দলীল।

শাফা'আত পাঁচ প্রকার : * প্রথম প্রকার শাফা'আত যা আমাদের নাবীর জন্য খাস বা বিশেষিত; সেটা হলো হাশরের মাঠের দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দ্রুত হিসাবের ব্যবস্থার জন্য শাফা'আত।

* দ্বিতীয় প্রকার হলো এক শ্রেণির মানুষকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য শাফা'আত। এটাও আমাদের নাবীর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

* তৃতীয় প্রকার হলো ঐ সম্প্রদায়ের জন্য শাফা'আত যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে। তাদের জন্য আমাদের নাবী ﷺ শাফা'আত করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা অন্য যাদের চান সেও শাফা'আত করবেন।

* চতুর্থ প্রকার তাদের জন্য শাফা'আত যারা গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য আমাদের নাবী শাফা'আত করবেন, মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) শাফা'আত করবেন ঐ সকল গুনাহগারদের মু'মিন ভাইয়েরা শাফা'আত করবেন। এরপর যারা "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*" পাঠ করেছে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজে তাদের বের করবেন।

* পঞ্চম প্রকার শাফা'আত হলো জান্নাতীদের জান্নাতের মধ্যে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফা'আত, অবশ্য এ শাফা'আতকে খারিজী ও মুতাযিলীগণ অস্বীকার করে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৩৫)

٥٥٩٩ ـ [٣٤] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ جَابِرٍ.

৫৫৯৯-[৩৪] আর ইবনু মাজাহ জাবির رضي الله عنه থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৪৪৩]

٥٦٠٠ ـ [٣٥] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَتَانِيْ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّيْ فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ

[৪৪৩] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৪৩১০, তিরমিযী ২৪৩৬, প্রাগুক্ত ৫৫৯৮।

Scanned by CamScanner

৫৬০০-[৩৫] 'আওফ ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার প্রভুর কাছে থেকে একজন আগমনকারী (ফেরেশতা) আসলেন এবং তিনি (আল্লাহর পক্ষ হতে) আমাকে এ দুয়ের মধ্যে একটির ইচ্ছা স্বাধীনতা প্রদান করলেন, হয়তো আমার উম্মাতের অর্ধেক সংখ্যা জান্নাতের সুযোগ গ্রহণ করুক অথবা আমি শাফা'আতের অধিকার গ্রহণ করি? অতঃপর আমি শাফা'আত গ্রহণ করলাম। অতএব তা ঐ সকল লোকের জন্য, যারা আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন না করে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য আমার শাফা'আত কার্যকারী হবে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৪৪৪]

ব্যাখ্যা : যে আগন্তুক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন তিনি বড় মানের একজন মালাক (ফেরেশতা)। হাদীসে এই মালাক (ফেরেশতা)'র নাম উল্লেখ নেই, তবে প্রকাশ থাকে যে, তিনি জিবরীল হবেন না।

হাদীসের শব্দ خَيَّرَنِىْ তিনি 'আমাকে ইখতিয়ার দিলেন', এ ক্রিয়াবাচক শব্দের কর্তা আল্লাহ অথবা মালাক উভয়ই হতে পারে। তবে কর্তা মালাক হওয়া মাজায বা রূপকার্থে।

হাদীসের ভাষা 'আমার অর্ধেক উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করাবেন', এ উম্মাত হলো উম্মাতে ইজাবত অর্থাৎ যারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দা'ওয়াত ক্ববূল করেছেন এবং শির্ক থেকে আত্মরক্ষা করেছেন।

কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ এটা গ্রহণ না করে শাফা'আতের সুযোগ ইখতিয়ার করেছেন, কারণ এর পরিসর ব্যাপক এবং দীর্ঘসূত্রী। একজন মু'মিন ব্যক্তিও জাহান্নামে থাকা পর্যন্ত আল্লাহর রসূলের শাফা'আত চলবে। এ শাফা'আতের ফলে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যদানকারী উম্মাতের কেউ আর জাহান্নাামে অবশিষ্ট থাকবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৪১, সুনানু ইবনু মাজাহ ৩য় খণ্ড, হা. ৪৩১১, ইন্টারনেট)

٥٦٠١ ـ[٣٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَكْثَرُ مِنْ بَنِيْ تَمِيمٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৫৬০১-[৩৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবুল জাদ্'আ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের জন্য এক লোকের সুপারিশে বানী তামীম গোত্রের লোক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, দারিমী ও ইবনু মাজাহ)[৪৪৫]

ব্যাখ্যা : বানূ তামীম 'আরবের প্রসিদ্ধ একটি গোত্রের নাম যাদের সংখ্যা ছিল অনেক। রসূলুল্লাহ ﷺ শাফা'আতের সংখ্যাধিকতা বুঝানোর জন্য উক্ত গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত হাদীসে তিনি বলেছেন যে, আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বানূ তামীম গোত্রের লোকেদের চেয়ে আরো অনেক বেশি লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। কতিপয় 'আলিম বলেন যে, রসূল ﷺ আমার উম্মাতের এক ব্যক্তি দ্বারা 'উসমান رضي الله عنه-কে বুঝিয়েছেন। আবার অনেকে বলেন যে, তিনি এর দ্বারা উয়াইস কারনীকে বুঝিয়েছেন।

---

[৪৪৪] সহীহ : তিরমিযী ২৪৪১, ইবনু মাজাহ ৪৩১৭, সহীহুল জামি' ৫৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৩৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭৫১, মুসনাদে আহমাদ ২৪০৪৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৭০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৭৭, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৮৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২২৫।

[৪৪৫] সহীহ : তিরমিযী ২৪৩৮, ইবনু মাজাহ ৪৩১৬, সহীহুল জামি' ৫৩৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৪৬, মুসনাদে আহমাদ ১৫৮৯৫, আবূ ইয়া'লা ৬৮৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৭৬, দারিমী ২৮০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৬৪৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৬।

Scanned by CamScanner

তবে ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ ক্ষেত্রে সারকথা হলো যদি নির্দিষ্টকরণে কোন দলীল থেকে থাকে তাহলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিই উদ্দেশ্য হবে। অন্যথায় আমরা বলব, এটা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনই ভালো জানেন। (তুহফাতুল আহওয়াজী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৪৩৮)

٥٦٠٢ -[٣٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬০২-[৩৭] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের কোন লোকের এমন হবে যে, বিরাট একটি দলের সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে। আবার কেউ নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপরিশ করবে, আবার কেউ একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে। সবশেষে আমার সকল উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)[৪৪৬]

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ক্বিয়ামাতের মাঠে যারা সুপারিশ করবে তাঁরা হলেন, ১) প্রকৃত 'আলিমগণ, ২) প্রকৃত শাহীদগণ, ৩) সৎব্যক্তিগণ। ইমাম জাওহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত فِئَامٍ শব্দটি الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ একদল মানুষকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রাধান্য মত অনুযায়ী فِئَامٍ শব্দটি قَبَائِلُ অর্থাৎ একটি গোত্রকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। আর عُصْبَةٍ শব্দটি দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ২৪৪০)

٥٦٠٣ -[٣٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ بِلَا حِسَابٍ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ زِدْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَهٰكَذَا فَحَثَا بِكَفَّيْهِ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: زِدْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَهٰكَذَا فَقَالَ عُمَرُ دَعْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا اللهُ كُلَّنَا الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يُدْخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ عُمَرُ» رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

৫৬০৩-[৩৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের চার লক্ষ লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন। তখন তিনি বললেন, এই পরিমাণ- এই বলে তিনি উভয় হাত একত্রিত করে অঞ্জলি একসাথে করলেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন। এবারও রসূল ﷺ ঐ রকম অঞ্জলি একত্র করে দেখিয়ে বললেন, আরো এই পরিমাণ। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আবূ বাক্‌র! আমাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় থাকতে দিন। (অর্থাৎ আমাদেরকে 'আমাল করতে দাও) তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, হে 'উমার! এতে তোমার কি ক্ষতি যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে জান্নাতে প্রবেশ

---

[৪৪৬] য'ঈফ : তিরমিযী ২৪৪০, য'ঈফুল জামি' ২০০২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭০৩, 'আত্বিয়্যাহ্ য'ঈফ; মুসনাদে আহমাদ ৩/৬০৬৩, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/১৯৬।

Scanned by CamScanner

করিয়ে দেন? জবাবে 'উমার (রাঃ) বললেন, যদি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর সকল সৃষ্ট মাখলূক্বকে তিনি এক অঞ্জলিতেই জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। এ কথা শুনে তখন নাবী (সাঃ) বললেন, 'উমার সত্যিই বলেছে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪৪৭]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের ইচ্ছা করলে জিন্-ইনসান, নেককার ও বদকার মু'মিন সকলকে একবারেই জান্নাতে প্রবশে করাতে পারেন। কিন্তু আ'মাল ব্যতীত আল্লাহর অনুগ্রহের আশা বসে থাকা মু'মিনের কাজ নয় 'উমার (রাঃ)-এর উক্তির উদ্দেশ্য এটাই যে, আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করে যাব আর আল্লাহ তাঁর দয়ার মাধ্যমে যে ব্যবহার করবেন তাতে খুশি থাকব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٠٤ - [٣٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُصَفُّ أَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرْبَةً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءًا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫৬০৪-[৩৯] উক্ত রাবী (আনাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জাহান্নামীগণ কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবে, তখন জান্নাতী এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এ সময় জাহান্নামীদের সারি থেকে এক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? আমি সেই লোক যে একদিন তোমাকে পান করিয়েছিলাম। আর একজন বলবে, আমি সেই লোক যে একদিন তোমাকে উযূর জন্য পানি দিয়েছিলাম। তখন সে জান্নাতী লোক তার জন্য সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। (ইবনু মাজাহ)[৪৪৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে জাহান্নামীগণ দ্বারা গুনাহগার মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে, আর তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান নেক লোকেদের খিদমাত বা সহযোগিতা করেছে, তাদের জন্য ক্বিয়ামাতের দিন উক্ত নেককার ব্যক্তিরা শাফা'আত করার অধিকার পাবে। ফলে তাদের সুপারিশের ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٠٥ - [٤٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى: أَخْرِجُوهُمَا. فَقَالَ لَهُمَا: لِأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا؟ قَالَا: فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَرْحَمَنَا. قَالَ: فَإِنَّ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا اللهُ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى: لَكَ رَجَاؤُكَ. فَيُدْخَلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৪৪৭] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩/৬২৭, মুসনাদে আহমাদ ১২৭১৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৪০০।

[৪৪৮] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৩৬৮৫, ইয়াযীদ ইবনু আবান য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ৯৩, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/১৯৬ পৃ., য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৫৬২, আবূ ইয়া'লা ৩৪৯০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৯০৬।

Scanned by CamScanner

৫৬০৫-[৪০] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যে থেকে দুই ব্যক্তি খুব শোর-চিৎকার করতে থাকবে। তাদের চিৎকার শুনে মহান রব্ মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের)-কে বলবেন, এ ব্যক্তিদ্বয়কে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। যখন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন, কি কারণে তোমরা দু'জন এত বিলাপ-চিৎকার করছ? তারা বলবে, আমরা এরূপ করেছি যাতে আপনি আমাদের প্রতি দয়া করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার দয়া এই যে, জাহান্নামের যে স্থানে তোমরা অবস্থানরত ছিলে এখন সেখানে চলে যাও এবং সে স্থানেই তোমরা নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় নিক্ষেপ কর। এ আদেশ শুনে উভয়ের একজন স্বেচ্ছায় নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুনকে তার জন্য ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক করে দেবেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে নিজেকে তাতে নিক্ষেপ করবে না। তখন প্রভু তাকে বলবেন, যেভাবে তোমার সাথি নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে, কিসে তোমাকে ঐভাবে নিক্ষেপ করা হতে বিরত রাখল? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি আশা রাখি যে, যে জায়গা থেকে তুমি একবার আমাকে বের করেছ, আবার সেখানে তুমি আমাকে ফেরত পাঠাবে না, অতঃপর রব্বুল 'আলামীন বলবেন, তুমি যে আশা পোষণ করেছ, তা পূরণ করা হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ দয়ায় দু'জনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিযী)[৪৪৯]

ব্যাখ্যা : তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ এই যে, তোমরা জাহান্নামে চলে যাও। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি বলা হয় যে, স্বেচ্ছায় জাহান্নামে যাওয়া এবং নিজেদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা এটাকে কিভাবে অনুগ্রহের অর্থে ব্যবহার করা হল? উত্তর হচ্ছে, এ ঘোষণা মূলত سَبَبِ কে مُسَبِّبِ এর উপর প্রয়োগ করার সাথে সম্পৃক্ত।

সুস্পষ্টভাবে ব্যাপারটা এভাবে বলা যায় যে, এখানে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের আনুগত্য করাটাই মূল বিষয়। তাঁর আদেশ মেনে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করাই হচ্ছে অনুগ্রহ লাভের অন্যতম উপায়।

(فَيَجْعَلُهَا اللهُ بَرْدًا وَسَلَامًا) আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে আরামদায়ক ও শীতল করে দিবেন যেমনটি করে দিয়েছিলেন ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য ।

(لَكَ رَجَاؤُكَ) তুমি যা আশা পোষণ করেছ যা পূরণ করা হল। বান্দা আল্লাহর প্রতি ভালো আশা পোষণ করা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই প্রভাব রাখে। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ২৫৯৯)

٥٦٠٦ -[٤١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَالرِّيحِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫৬০৬-[৪১] ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকল মানুষ জাহান্নামে উপস্থিত হবে এবং আ'মালের অনুপাতে মুক্তি পাবে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক সকলের আগে বিদ্যুতের গতিতে কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে, কেউ মানুষের দৌড়ের গতিতে, অতঃপর পায়ে হাঁটার গতিতে। (তিরমিযী)[৪৫০]

---

[৪৪৯] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৯৯, য'ঈফাহ্ ১৯৭৭, য'ঈফুল জামি' ১৮৫৯, রিশদীন ইবনু সা'দ য'ঈফ; আর ইবনু আন্'উম হলেন আল ইফরীক্বী য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৯৭৭।

[৪৫০] সহীহ : তিরমিযী ৩১৫৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩১১, দারিমী ২৮১০, সহীহুল জামি' ৮০৮১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৩০, আবূ ইয়া'লা ৫০৮৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭৪৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সকল মানুষ (পুলসিরাত অতিক্রমের সময়) জাহান্নামে উপস্থিত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কুরআনুল মাজীদে বলেছেন, ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا...﴾ "তোমাদের প্রত্যেককেই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে"– (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৭১)। উক্ত আয়াতের মাঝে اَلْوُرُوْدُ শব্দের অর্থ নিয়ে সালাফগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা হলো اَلدَّخُوْلُ (প্রবেশ করা) তারা এর সমর্থনে জাবির رضي الله عنه থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে নিয়ে এসেছেন যে, "রসূল ﷺ বলেন, اَلْوُرُوْدُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلدَّخُوْلُ ভালো ও খারাপ সকলেই তাতে প্রবেশ করবে কিন্তু মু'মিনদের জন্য তা শীতল ও আরামদায়ক হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, اَلْوُرُوْدُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلْمَرُّ عَلَيْهَا "প্রত্যেকেই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে"। মুহাদ্দিসগণ বলেন, প্রত্যেকের 'আমাল অনুপাতে পুরসিরাত অতিক্রমের ধরণ বিভিন্ন প্রকারের হবে। যার নেক আ'মাল তুলনামূলক ভালো, তার গতিবেগও হবে তুলনামূলক দ্রুত। পক্ষান্তরে যার আমল তুলনামূলক মন্দ, তার গতিবেগও হবে ধীর। হাদীসে বলা হয়েছে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে অতিক্রম করবে আবার কেউ প্রচণ্ড বাতাসের বেগে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে; কেউ উটের গতিতে, কেউ মানুষের দৌড়ের গতিতে, কেউ পায়ে হাঁটা ব্যক্তির গতিতে অতিক্রম করবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩১৫৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٠٧ - [٤٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضِيْ مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ». قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: هُمَا قَرْيَتَانِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬০৭-[৪২] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সামনে (ক্বিয়ামাতের দিন) আমার হাওয থাকবে, যার দুই কিনারার দূরত্ব জারবা' ও আযরুহ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের মতো। কোন রাবী বলেছেন, এ দু'টি সিরিয়ার দুই বস্তির নাম। এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রজনীর পথ। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মতো (অগণিত)। যে উক্ত হাওযে এসে একবার তা থেকে পান করবে, সে পরে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সম্মুখে (ক্বিয়ামাতের দিন) আমার হাওয থাকবে যার দুই কিনারার দূরত্ব হবে জাবরা' ও আযরুহ স্থানদ্বয়ের দূরত্বের ন্যায়। কোন কোন রাবী বলেছেন, এ দু'টি সিরিয়ারে দু'টি বস্তির নাম। উভয়টির মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাতের পথ। তবে মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণের মতে, এ দু'টি স্থান সিরিয়ায় অবস্থিত এটা ঠিক কিন্তু এ দু'টির মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাতের পথ এ কথা ঠিক নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৫১] সহীহ : বুখারী ৬৫৭৭, মুসলিম ৩৫-(২২৯৯), মুসনাদে আহমাদ ৬১৮১, তিরমিযী ২৪৪৪, ইবনু মাজাহ ৪৩০৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮২, সহীহুল জামি' ১৯৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬১৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮৫২, মুসনাদে আহমাদ ৬১৬২, শু'আবুল ঈমান ১০৪৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১০৮৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৯৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৩৭৪।

Scanned by CamScanner

٥٦٠٨ـ ٥٦٠٩ـ[٤٣] وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى النَّاسَ فَيَقُوْمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُوْلُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوا إِلَى ابْنِىْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللّٰهِ" قَالَ: "فَيَقُوْلُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمَدُوا إِلٰى مُوسَى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيمًا فَيَأْتُوْنَ مُوسٰى عليه السلام فَيَقُوْلُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوا إِلٰى عِيسٰى كَلِمَةِ اللّٰهِ وَرُوحِهٖ فَيَقُوْلُ عِيسٰى: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْمُ فَيُؤْذَنُ لَهٗ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُوْمَانِ جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ". قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ أَىُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرْفَةِ عَيْنٍ. ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِىْ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ. حَتّٰى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتّٰى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا". وَقَالَ: «وَفِىْ حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهٖ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمُكَرْدَسٌ فِى النَّارِ». وَالَّذِىْ نَفْسُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهٖ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬০৮-[৪৩] ও ৫৬০৯-[৪৪] হুযায়ফাহ্ ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মু'মিনগণ এক স্থানে দাঁড়াবেন, সবশেষে জান্নাতকে তাদের কাছাকাছি করা হবে। এরপর তারা আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট এসে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাত খুলে দিন। তিনি বলবেন, তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। অতএব আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা আমার পুত্র আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি বলেন, তখন ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) বলবেন, এ কাজের যোগ্য আমি নই। আমি আল্লাহর বন্ধু ছিলাম বটে, কিন্তু পশ্চাতে পশ্চাতে (কখনো আল্লাহর সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ হয়নি,) বরং তোমরা মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দারস্ত হও। যার সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলেছেন। অতএব তারা মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা 'ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর কালিমাহ্ এবং তাঁর রূহ। তখন 'ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) বলবেন, আমি যোগ্য নই। সবশেষে তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট আসবে। তখন তিনি ('আর্‌শের ডানপার্শ্বে) দাঁড়াবেন। (শাফা'আতের জন্য) তাঁকে অনুমতি দেয়া হবে। অতঃপর আমানাত ও রেহেমকে (আত্মীয়তার সম্পর্কে) পাঠানো হবে, তখন উভয়টি (ইনসাফের প্রার্থী হয়ে) পুলসিরাতের ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যাবে। তার উপর দিয়ে এবার লোকেরা অতিক্রম করতে থাকবে। তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মতো চলে যাবে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান, 'বিদ্যুতের মতো চলে যাবে' এর অর্থ কী? তিনি বলবেন, তোমরা কি

Scanned by CamScanner

দেখতে পাও না, বিদ্যুতের রশ্মি কিরূপে দ্রুত গতিতে চলে যায় এবং চোখের পলকেই পুনরায় ফিরে আসে? তারপরের দল বাতাসের মতো এবং পুরুষদের দৌড়ের মতো 'আমাল তাদেরকে (সম্মুখের দিকে) নিয়ে যাবে। আর তোমাদের নাবী পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন, *'ইয়া- রব্বি! সাল্লিম সাল্লিম'* (অর্থাৎ হে আমার রব্! নিরাপদে রাখ, নিরাপদে রাখ) পরিশেষে কিছুসংখ্যক বান্দার 'আমাল এতই কম হবে যে, তাদের পুলসিরাত অতিক্রম করার সাধ্য থাকবে না। এমনকি সে সময় এক লোক হামাগুড়ি দিতে দিতে অতিক্রম করবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুলসিরাতের উভয় কিনারায় আংটা ঝুলন্ত থাকবে। যাকে পাকড়াও করার নির্দেশ থাকবে উক্ত আংটা তাকে পাকড়াও করবে। ফলে কেউ কেউ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে আবার কোন কোন ব্যক্তিকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। শপথ ঐ সত্তার! যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ! জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছর দূরত্বের সমান। (মুসলিম)[৪৫২]

ব্যাখ্যা : (يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) যখন ক্বিয়ামাতের দিন মানুষেরা পরস্পর অস্থির হয়ে পড়বে তখন তারা কঠিন ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ পাওয়ার আশায় একের পর এক সকল নাবীর নিকট যাবে। সকলেই নিজেদের ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। পরিশেষে রসূল ﷺ-এর নিকটে এসে তারা সুপারিশ কামনা করবে। এরপর রসূল ﷺ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের নিকট সুপারিশের অনুমতি প্রার্থনা করবেন। অনুমতি পাওয়ায় তিনি তাদের জন্য কঠিন ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের সুপারিশ করবেন। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তার সুপারিশ ক্ববূল করে তাদেরকে মুক্তি দিবেন। (ফাতহুল বারী হা. ৬৫৬৫)

٥٦١٠ -[٤٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ الضَّغَابِيسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬১০-[৪৫] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাফা'আতের দ্বারা এমন কিছু সংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে, তারা সা'আরীর-এর মতো। আমরা প্রশ্ন করলাম, সা'আরীর কি? তিনি বললেন, তা হলো ক্ষীরা। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাফা'আতের মাধ্যমে এমন কিছু সংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে যারা দেখতে ক্ষিরার মতো হবে। কেউ কেউ বলেছেন, ক্ষিরা যেমন তরতাজা ও সুন্দর আকৃতিতে বের হয় ঠিক তারাও জাহান্নাম থেকে অনুরূপ হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর আকৃতিতে বের হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦١١ -[٤٦] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُشَفَّعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫৬১১-[৪৬] 'উসমান ইবনে 'আফ্ফান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন তিন ধরনের লোক সুপারিশ করবেন– নাবীগণ, 'আলিমগণ ও শাহীদগণ। (ইবনে মাজাহ্)[৪৫৪]

---

[৪৫২] সহীহ : মুসলিম ৩২৯-(১৯৫), সহীহুল জামি' ৮০২৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৪২, মুসনাদে বায্যার ২৮৪০, আবূ ইয়া'লা ৬২১৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭৪৯।

[৪৫৩] সহীহ : বুখারী ৬৫৫৮, মুসলিম ১৯১, সহীহুল জামি' ৮০৫৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : নাবী, 'আলিম ও শাহীদগণ ক্বিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবে। কেননা এ তিন শ্রেণির সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক। তাই তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য মু'মিন ও সৎ ব্যক্তিরাও সীমিত পর্যায়ে সুপারিশ করবেন, যা মাশহূর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মুসলিমদের মাঝে খারিজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ শাফা'আতকে অস্বীকার করে না। (ফাতহুল বারী হা. ৬৫৭৭)

(٥) بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا

অধ্যায়-৫ : জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٦١٢ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ اللهُ تَعَالٰى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ. وَاقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬১২-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কক্ষনো কোন হৃদয় চিন্তাও করেনি।' (তিনি বললেন) এর সত্যতা প্রমাণে তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার। "এছাড়াও তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সকল সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে কোন প্রাণীরই তার খবর নেই"– (সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্ ৩২ : ১৭)। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৫]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন যে, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা মানুষের চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি। মানুষের কর্ণ কখনো শুনেনি এবং মানুষ কখনো তা নিয়ে কল্পনাও করেনি। তাই তিনি বলেছেন,

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ অর্থাৎ চক্ষু শীতকারী আনন্দদায়ক যে সমস্ত বস্তু তাদের জন্য গোপন রাখা হয়েছে তা কোন আত্মা জানে না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩১৯৭)

---

[৪৫৪] মাওযূ' : ইবনু মাজাহ ৪৩১৩, 'আনাবাসাহ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু 'আনবাসাহ্ আল কুরাশী হাদীস তৈরি করত; য'ঈফাহ্ ১৯৭৮, য'ঈফুল জামি' ৬৪২৮, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/১৯৯ পৃ.।

[৪৫৫] সহীহ : বুখারী ৩২৪৪, মুসলিম ২-(২৮২৪), তিরমিযী ৩১৯৭, ইবনু মাজাহ ৪৩২৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯৭৮, সহীহুল জামি' ৪৩০৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭২৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮৭৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৩৯৭৪, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১১৩৩, মুসনাদে আহমাদ ৮১২৮, আবূ ইয়া'লা ৬২৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৯, শু'আবুল ঈমান ৩৮২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১০৮৫, দারিমী ২৮২৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০২, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৫১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৬৩৭।

Scanned by CamScanner

٥٦١٣ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬১৩-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি চাবুক রাখা পরিমাণ স্থান গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা থেকে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের চাবুক সমপরিমাণ ক্ষুদ্রতম জায়গা সারা দুনিয়ার অপেক্ষায় অনেক উত্তম। কেননা দুনিয়ার সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশ অস্থায়ী, পক্ষান্তরে জান্নাতের সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশ চিরস্থায়ী বিধায় এই মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦١٤ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৬১৪-[৩] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে এক সকাল এবং এক সন্ধ্যা কাটানো দুনিয়া ও তার সকল সম্পদ থেকে উত্তম। যদি জান্নাতবাসিনী কোন নারী (হূর) পৃথিবীর দিকে উঁকি দেয়, তবে সমগ্র জগৎটা (তার রূপের ছটায়) আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে মোহিত করে ফেলবে। এমনকি তাদের (হূরদের) মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া এবং সম্পদরাশি থেকে উত্তম। (বুখারী)[৪৫৭]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফাযীলাত বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলেন, غَدْوَةٌ শব্দটি দিনের প্রথমাংশ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আর رَوْحَةٌ শব্দটি দিনের শেষাংশ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল ও এক বিকাল ব্যয় করা সমগ্র দুনিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। এই অতিবাহিত করাটা আল্লাহর রাস্তায় সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য জিহাদ, হিজরত হতে পারে। এরপর উক্ত হাদীসে জান্নাতের হূরদের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি ঐ সকল হূরেরা পৃথিবীতে একবার উঁকি মারতো তাহলে পুরো পৃথিবীতে আলোকিত হয়ে যেত।

ইমাম আযহারী (রহিমাহুল্লাহ) نَصِيفٌ শব্দের অর্থ خِمَارٌ (ওড়না) যা হূরেরা পাগড়ীর মতো পেঁচিয়ে রাখবে তাও পুরো দুনিয়া থেকে অনেক উত্তম হবে। (ফাতহুল বারী হা. ৬৫৬৮)

---

[৪৫৬] সহীহ : বুখারী ৩২৫০, তিরমিযী ৩০১৩, ইবনু মাজাহ ৪৩৩০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯৭৮, সহীহুল জামি' ৬৬৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৬৮, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৯৩০, মুসনাদে আহমাদ ১৫৬০২, আবূ ইয়া'লা ৭৫১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪১৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৬২১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩১৭০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৯৬১।

[৪৫৭] সহীহ : বুখারী ৬৫৬৮, মুসলিম ১১৫-(১৮৮৩), তিরমিযী ১৬৪৮, আবূ দাউদ ২৭৫৬, নাসায়ী ৩১১৯, সহীহুল জামি' ৪১৫১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২৬২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৫৪৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৯৪৭২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ২২৫, মুসনাদে বায্যার ৩৫৪৮, মুসনাদে আহমাদ ২২৯১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪৩২৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৭০৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৬৬৭।

Scanned by CamScanner

٥٦١٥ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬১৫-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জান্নাতে এমন একটি বিশাল গাছ আছে ('তূবা' নামক) যদি কোন বাহন তার ছায়ায় একশত বছরও পরিভ্রমণ করে, তবুও তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের সমান স্থানও এর চেয়ে উত্তম, যার উপর সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম ইবনু জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান করেছেন, জান্নাতের 'তূবা' নামক উক্ত গাছের বর্ণনার মাধ্যমে। তিনি (ﷺ) বলেছেন, উক্ত গাছের ছায়ায় একজন উন্নতমানের ঘোড়সওয়ারী একশত অতিক্রম করেও তা শেষ করতে পারবে না। ইমাম ইবনু হাজার 'আস্‌ক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অনুরূপ হাদীস ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম ত্ববারানী ও ইবনু হিব্বান (রহিমাহুমুল্লাহ)-ও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ছায়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ছায়া যা সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্যের কিরণের মুকাবেলা করে মানুষকে প্রশান্তি দেয়।

(مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) যার উপর সূর্য উদিত হয় তার চেয়ে জান্নাতের চাবুক পরিমাণ জায়গা অনেক উত্তম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে যা আছে তা তার চেয়ে অনেক উত্তম। (ফাতহুল বারী হা. ৬৫৫৩)

٥٦١٦ -[٥] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا وَفِي رِوَايَةٍ: طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلٰى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬১৬-[৫] আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জান্নাতে মু'মিনদের জন্য মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি তাঁবু থাকবে, যার মাঝে ফাঁকা হবে। তার প্রশস্ততা, অন্য বর্ণনায় তার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। তার প্রত্যেক কোণে থাকবে তার পরিমাণ। এক কোণের লোক অন্য কোণের লোককে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ তাদের কাছে যাতায়াত করবে। দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্যের, তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী হবে রৌপ্যের এবং অপর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণের। যার পাত্র ও ভিতরের সব জিনিস হবে সোনার। আর 'আদ্ন জান্নাত জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রভুর দিদার লাভের মাঝখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের আভা ছাড়া আর কোন আড়াল থাকবে না। (বুখরী ও মুসলিম)[৪৫৯]

---

[৪৫৮] সহীহ : বুখারী ৪৮৮১, মুসলিম ৮-(২৮২৮), তিরমিযী ২৫২৩, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭২৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯৮৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৮৭৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৩৯৭৪, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১১৩১, মুসনাদে আহমাদ ৭৪৮৯, আবূ ইয়া'লা ৫৮৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪১২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১০৮৫, দারিমী ২৮৩৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৮০৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৫১৯।

[৪৫৯] সহীহ : বুখারী ৪৮৭৮, মুসলিম ২৩-(২৮৩৮), তিরমিযী ২৫২৮, ইবনু মাজাহ ১৮৬, সহীহুল জামি' ৩১০১, মুসনাদে বায্‌যার ৩০৮৭, মুসনাদে আহমাদ ১৯৭৪৬, আবূ ইয়া'লা ৭৩৩১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৮৬, শু'আবুল ঈমান ৯৭৬২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৭৬৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৯১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৬৩৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৭৫৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে মু'মিনদের জন্য মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি তাঁবু থাকবে যার প্রশস্ততা বা দৈর্ঘ্য ষাট মাইল হবে। উক্ত তাবুর প্রতিটি প্রান্তের জন্য আলাদা আলাদা অধিবাসী থাকবে। মু'মিনদের জন্য বিশেষ দু'টি স্বর্ণের জান্নাত থাকবে যার ভিতরের সকল জিনিস হবে স্বর্ণের আরো দু'টি জান্নাত থাকবে রূপার তার ভিতরের পান পাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী হবে রূপার।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ বহন করে যে, মু'মিনদের জন্য চারটি জান্নাত হবে, কেননা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন সূরাহ্ আর্ রহমানে বলেছেন, ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ﴾ "আর যে তার প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য আছে দুটো বাগান"– (সূরাহ্ আর্ রহমা-ন ৫৫ : ৪৬)। এরপর একটু পরে তিনি আবার বলেন, ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ "এ দুটো বাগান ছাড়াও আরো দু'টি বাগান আছে"– (সূরাহ্ আর্ রহমা-ন ৫৫ : ৬২)। সারাংশে আমরা বলব যে, প্রথম দু'টি জান্নাত হবে যারা অগ্রে প্রবেশ করবে তাদের জন্য। যারা তাদের সাথে প্রবেশ করবে তারা উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবে। আর পরে দু'টি জান্নাত হতে পারে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের জন্য। যারা প্রবেশ করবে তারা একটু নীচু মর্যাদার অধিকারী হবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫২৮)

٥٦١٧ -[٦] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً مِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ

৫৬১৭-[৬] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের স্তর হবে একশ'টি প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝখানের দূরত্ব হবে আসমান ও জমিনের দূরেত্বের পরিমাণ। জান্নাতুল ফিরদাওসের স্তর হবে সর্বোপরি। তা হতেই প্রবাহিত হয় ঝরনাধারা এবং তার উপরেই রয়েছে মহান প্রভুর 'আর্‌শ। অতএব তোমরা যখনই আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে, তখন ফিরদাওস জান্নাতই চাইবে। (তিরমিযী)[৪৬০]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের স্তর হবে একশত প্রতিটি দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের দূরত্বের ন্যায়। মুহাদ্দিসগণ বলেন, এর দ্বারা আধিক্যতা বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা সুনানে বায়হাক্বীতে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতের স্তরের সংখ্যা কুরআনের আয়াতের সংখ্যার ন্যায়। অতএব কুরআনের ধারক বাহক যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার উপরে আর কোন স্তর নেই। মুহাদ্দিসগণ বলেন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের নাম হলো জান্নাতুল ফিরদাওস, যার অধিকারী হবেন নাবীগণ ও বিশেষ মু'মিনবর্গ। আর জান্নাতের নহর হবে চারটি। যথা : ১) পানির নহর, ২) দুধের শরাবের নহর, ৩) মধুর শরাবের নহর, ৪) মদের নহর।

(শারহুন্ নাবাবী হা. ২৮২৬, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৩১)

---

[৪৬০] সহীহ : তিরমিযী ২৫২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২২, বুখারী ২৭৯০, সহীহুল জামি' ৪২৪৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৩০৫, মুসনাদে আহমাদ ৮৪০০, শু'আবুল ঈমান ৪২৫৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৭৪২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৪৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৯৬৪।

Scanned by CamScanner

٥٦١٨ ـ [٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِيْ وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا»

৫৬১৮-[৭] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি বাজার আছে। জান্নাতবাসীগণ সপ্তাহের প্রত্যেক জুমু'আর দিন সেখানে একত্রিত হবে। তখন উত্তরা বাতাস প্রবাহিত হবে এবং তা তাদের মুখমণ্ডলে ও কাপড়চোপড়ে সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে, ফলে তাদের রূপ-সৌন্দর্য আরো অধিক বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর যখন তারা বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য অবস্থায় নিজেদের স্ত্রীদের কাছে যাবে, তখন স্ত্রীগণ তাদেরকে বলবে, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছ। তার উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ শপথ। আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। (মুসলিম)[৪৬১]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا) জান্নাতে একটি বাজার থাকবে উক্ত বাজার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য ও কামনীয়তা বৃদ্ধির কেন্দ্র। যেখানে জান্নাতবাসীরা একত্রিত হবেন। আর সেখানে বিভিন্ন ধরনের হৃদয়গ্রাহী, মনোরম ও সুশ্রী আকৃতি-প্রকৃতি প্রতিচ্ছবি উপস্থিত থাকবে। আর প্রত্যেক জান্নাতী তাঁর পছন্দ মতে যে আকৃতি ধারণের ইচ্ছা করবে তা অবলম্বন করতে পারবে।

(كُلَّ جُمُعَةٍ) "প্রত্যেক জুমু'আর দিন", এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রতি সপ্তাহে একদিন লোকজন একত্রিত হবেন। আর সপ্তাহ দ্বারাও পৃথিবীর মতো সপ্তাহ উদ্দ্যে নয়। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাজার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাতীদের একত্রিত হওয়ার স্থান, তারা সেখানে প্রতি জুমু'আর একদিন একত্রিত হবে।

জান্নাতীরা জান্নাতে 'আলিমদেরকে ভালোবাসবে এবং তাদের নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনে মুখাপেক্ষী হবে এবং প্রতি জুমু'আর দিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমাদের যা ইচ্ছা চাও তারা তাদের মন মতো বিভিন্ন জিনিস চাইবে তিনি তাদেরকে তাই প্রদান করবেন।

(رِيحُ الشَّمَالِ) 'উত্তরা হাওয়া' এ হাওয়া যেহেতু উত্তরদিক থেকে প্রবাহিত হয় তাই তাকে উত্তর হাওয়া বলে। সাধারাণত শীতপ্রধান দেশসমূহে লোহিত সাগরের উপর দিয়ে এই হাওয়া বয়ে যায় এবং যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়, ঠিক অনুরূপভাবে জান্নাতেও উত্তরা হাওয়া বইবে যা জান্নাতীদের শরীরকে আরামদায়ক ও প্রশান্তিময় করে দিবে। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২৮৩৪)

٥٦١٩ ـ [٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ

[৪৬১] সহীহ : মুসলিম ১৩-(২৮৩৩), সহীহুল জামি' ২১২৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৫২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৭১, মুসনাদে আহমাদ ১৪০৬৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪১১৫।

Scanned by CamScanner

وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لَا يَسْقَمُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الْأَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬১৯-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, পূর্ণিমা রজনির চাঁদের মতো (উজ্জ্বল ও সুন্দর) রূপ ধারণ করেই তারা প্রবেশ করবে। আর পরবর্তী তাদের যে দল যাবে, তারা হবে আকাশের সমজ্জ্বল তারকার মতো উদ্দীপ্ত, জান্নাতবাসী সকলের অন্তর এক লোকের অন্তরের মতো হবে। তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া থাকবে না এবং কোন হিংসা-বিদ্বেষও থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য হূরি 'ঈন থেকে দু' দু'জন স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের কারণে তাদের হাড় ও মাংসের উপর থেকে নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় ব্যস্ত থাকবে। তারা কখনো রোগাগ্রস্ত হবে না। তাদের পেশাব হবে না, পায়খানাও করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরবে না। তাদের পাত্রসমূহ হবে সোনা-রূপার। আর তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের এবং তাদের ধুনীর জ্বালানি হবে আগরের, তাদের গায়ের ঘর্ম হবে কস্তুরীর মতো (সুগন্ধি)। তাদের স্বভাব হবে এক লোকের মতো, শারীরিক গঠন অবয়বে হবে তাদের পিতা আদাম (আলায়হিস সালাম)-এর ন্যায়, উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬২]

ব্যাখ্যা : মুহাদ্দিসগণ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী দলটি পূর্ণিমা রজনীর চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর রূপ ধারণ করে প্রবেশ করবে। এরপরে যারা প্রবেশ করবে তাদের চেহারা আকাশের সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় চমকাবে এবং হাদীস থেকে জানা যায় যে, জান্নাতে কোন প্রকার দলাদলি ও হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। আর জান্নাতে কোন প্রকার রোগব্যাধি কষ্ট-ক্লেশ কিছুই থাকবে না। জান্নাতবাসীরা সেখানে অনাবিল সুখ-শান্তি ভোগ করবে।

(ফাতহুল বারী হা. ৩২৪২)

٥٦٢٠ ـ[٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ». قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬২০-[৯] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জান্নাতবাসীগণ সেখানে আহার করবে, সেখানে পান করবে কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না, মল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মা ঝরবে না। সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, এমতাবস্থায় তাদের খাদ্যের পরিণতি কি হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঢেকুর এবং মিশ্‌কের মতো সুগন্ধি ঘামের দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা তাদের অন্তরে এমনভাবে ঢেলে দেয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস অনবরত চলছে। (মুসলিম)[৪৬৩]

---

[৪৬২] সহীহ : বুখারী ৩৩২৭, মুসলিম ১৫-(২৮৩৪), তিরমিযী ২৫৩৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৩৬, সহীহুল জামি' ২০১৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৯৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮৭৯, দারিমী ২৮২৩।

[৪৬৩] সহীহ : মুসলিম ১৮-(২৮৩৫), আবূ দাউদ ৪৭৪১, সহীহুল জামি' ২০২৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৩৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫২০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ২৬৩, মুসনাদে আহমাদ ১৪৯৬৪, আবূ ইয়া'লা ১৯০৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪২৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৪৭৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৮৬৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৮৭৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : জান্নাতবাসীগণ যেখানে খাবার-দাবার ও পানাহার করবে ও বিভিন্ন প্রকারের নি'আমাত তারা সেখানে ভোগ করবে। তাদের সেখানে কোন প্রকারের পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের খাবারসমূহ ঢেকুর ও মিশ্‌কের ন্যায় সুগন্ধি ঘামের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারা সেখানে অবিরাম আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা করতে থাকবে। ঢেকুরের মাধ্যমে জান্নাতীদের খাবার নিঃশেষ হয়ে যাবে, এর হিকমাত হলো আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন উক্ত ঢেকুরের মাধ্যমে জান্নাতবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় পেশাব-পায়খানার বেগ মিটিয়ে দিবেন যাতে করে জান্নাতের মতো পবিত্র স্থান অপবিত্র না হয়ে যায়।

(শারহুন্ নাবাবী হা. ২৮৩৫)

٥٦٢١ -[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬২১-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সেখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে আয়েশের মধ্যে ডুবে থাকবে, কোন প্রকারের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা তাকে পাবে না এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না, আর তার যৌবনও নিঃশেষ হবে না। (মুসলিম)[৪৬৪]

ব্যাখ্যা : জান্নাতবাসীদের কোন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ থাকবে না এবং তাদের কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন কখনো শেষ হবে না। ইমাম ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জান্নাত হলো স্থায়ী ঘর ও স্থায়ী বাসস্থান। পরিবর্তন কিংবা পুরাতন জান্নাতে থাকবে না। তার নি'আমাতরাজি অস্বীকারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা জান্নাতটা দুনিয়ার মতো বিশৃঙ্খল ও অশান্তির ঘর নয়। (ফাতহুল বারী হা. ৩২৫৬)

٥٦٢٢ -[١١ - ١٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬২২-[১১] ও ৫৬২৩-[১২] আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, আর কখনো রোগগ্রস্ত হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে আর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সর্বদা যুবক থাকবে, আর কখনো বার্ধক্যে উপনীত হবে না এবং সর্বদা আরাম-আয়েশে থাকবে, আর কখনো হতাশ ও দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে পাবে না। (মুসলিম)[৪৬৫]

ব্যাখ্যা : জান্নাতে একজন ঘোষক জান্নাতবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলবে, তোমরা চিরসুস্থ হয়ে যাও আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা চিরঞ্জীব হয়ে যাও আর কখনো মরবে না। তোমাদের যৌবনকাল চিরস্থায়ী

---

[৪৬৪] সহীহ : মুসলিম ২১-(২৮৩৬), মুসনাদে আহমাদ ৮৮১৩, সহীহুল জামি' ৬৬০৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮৬, আবূ ইয়া'লা ৬৪২৮, দারিমী ২৮১৯।

[৪৬৫] সহীহ : মুসলিম ১২-(২৮৩৭), সহীহুল জামি' ৮১৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৭১, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ২১৩।

Scanned by CamScanner

হবে, আর কখনো বার্ধক্যে উপনীত হবে না। তোমরা চিরস্থায়ী নি'আমাতে ডুবে থাক কখনো নৈরাশ হবে না। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আহ্বান জান্নাতবাসীদেরকে অনেক আনন্দ ও প্রফুল্লতায় ভাসিয়ে দিবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٢٤ -[١٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬২৪-[১৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ তাদের উর্ধ্বের বালাখানার অধিবাসীদেরকে এমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তে তোমরা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণে এরূপ হবে। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তা তো হবে আম্বিয়ায়ে কিরামদেরই স্থান, অন্যেরা তো সেখানে পৌছতে পারবে না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, না, বরং সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করবে তারাও সেখানে পৌছতে সক্ষম হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬৬]

ব্যাখ্যা : জান্নাতবাসীরা তাদের উপরস্থ বালাখানার বাসিন্দাদেরকে এমনিভাবে দেখতে পাবে যেমনিভাবে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। মুহাদ্দিসগণ বলেন, তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এরূপ অবস্থা হবে। প্রত্যেক ঐ সকল ব্যক্তি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রসূলগণকে সত্যায়ন করেছে তারা উপরোক্ত মর্যাদার অধিকারী হবে। (শারহুন্ নাবাবী ১৭ খণ্ড, হা. ২৮৩১/১১)

٥٦٢٥ -[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬২৫-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এমন একদল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের অন্তঃকরণ হবে পাখিদের অন্তরের মতো। (মুসলিম)[৪৬৭]

ব্যাখ্যা : এমন একদল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের অন্তর হবে পাখির অন্তরের ন্যায়। তাদের অন্তরকে পাখির অন্তরের সাথে তুলনা করার কারণ হলো পাখিদের অন্তর কোমল এবং ভীতু ও পরস্পর শত্রুতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হয়, উপরোক্ত জান্নাতীরা ঠিক অনুরূপ হবে। সর্বমোট কথা হলো তাদের অন্তর খুবই কোমল ও মমতাময় হবে। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২৮৪০)

٥٦٢٦ -[١٥] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا

---

[৪৬৬] সহীহ : বুখারী ৩২৫৬, মুসলিম ১১-(২৮৩১), তিরমিযী ২৫৫৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৫৮০৭।
[৪৬৭] সহীহ : মুসলিম ২৭-(২৮৪০), মুসনাদে আহমাদ ৮৩৬৪, সহীহুল জামি' ৮০৬৮, আবূ ইয়া'লা ৫৮৯৬।

Scanned by CamScanner

نَرْضٰى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ أَبَدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬২৬-[১৫] আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাত-বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! উত্তরে তারা বলবেন, 'আমরা উপস্থিত, সৌভাগ্য তোমার কাছ থেকে অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা উত্তরে বলবে, কেন সন্তুষ্ট হব না, হে আমাদের প্রভু! অথচ আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্ট জগতের কাউকেও দান করেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কি তা অপেক্ষাও উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দান করব না? তারা বলবে, হে প্রভু! তা অপেক্ষা উত্তম কিছু আর কি হতে পারে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি দান করছি, অতএব এরপর তোমাদের ওপর আর কখনো আমি অসন্তুষ্ট হব না। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬৮]

ব্যাখ্যা : জান্নাতবাসীদের সাথে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন জান্নাতে কথা বলবেন। এরপর তারা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা উপস্থিত। এরপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে যে নি'আমাতরাজি প্রদান করেছেন তা পেয়ে তারা সন্তুষ্ট কিনা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। তারা বলবে, আমরা কি আপনার নাশুকর বান্দা যে, আমরা তা স্বীকার করব না। আপনি তো আমাদের অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন যা আমরা কখনো কল্পনাও করেনি। তারপর আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন জান্নাতবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, আজ থেকে তোমাদের জন্য আমার সন্তুষ্টি চির অবধারিত হয়ে গেল আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি রাগ করব না। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সবচেয়ে বড় নি'আমাত হবে আল্লাহর দর্শন। (ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হা. ৭৫১৮, শারহুন্ নাবাবী ১৭ খণ্ড, হা. ২৮২৯/৯)

٥٦٢٧ -[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَدْنٰى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهٗ: تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى وَيَتَمَنّٰى فَيَقُولُ لَهٗ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ لَهٗ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬২৭-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে লোক জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নমানের হবে তাকে বলা হবে, তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর। তখন সে আগ্রহ প্রকাশ করবে, আরো আগ্রহ প্রকাশ করবে (বার বার)। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, তোমার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়েছে কি? সে বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যতটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা করেছ তা এবং তার সমপরিমাণ (দ্বিগুণ) তোমাকে দেয়া হলো। (মুসলিম)[৪৬৯]

---

[৪৬৮] সহীহ : বুখারী ৬৫৪৯, মুসলিম ৯-(২৮২৯), তিরমিযী ২৫৫৫, সহীহুল জামি' ১৯১১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৬২, মুসনাদে আহমাদ ১১৮৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৪০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৭৪৯।

[৪৬৯] সহীহ : মুসলিম ৩৪১-(১৮২), মুসনাদে আহমাদ ৮১৫৩, বুখারী ৮০৬, সহীহুল জামি' ১৫৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬১০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬০১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪০১৬, মুসনাদে আহমাদ ১১২৩২, আবূ ইয়া'লা ৬৩৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৩১, শু'আবুল ঈমান ৩১৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৩৮৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : জান্নাতের সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের ব্যক্তিকেও তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নি'আমাতরাজি দেয়া হবে। সে বারবার আকাঙ্ক্ষা করবে, পরিশেষে তাকে বলা হবে আরো চাও। এরপর বলা হবে, তুমি যতটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা করেছ তা এবং তার সমপরিমাণ দ্বিগুণ তোমাকে দেয়া হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٢٨ ـ[١٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬২৮-[১৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সায়হান, জায়হান, ফুরাত ও নীল– এ সকল নদীগুলো জান্নাতের নহর। (মুসলিম)[৪৭০]

ব্যাখ্যা : সায়হান ও জায়হান অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে এশিয়ার খুরাসান এলাকায় অবস্থিত। ফুরাত 'ইরাক্বের কূফা নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী এবং নীল মিসরের প্রসিদ্ধ নদী। প্রকৃতপক্ষে নাবীগণ এ সমস্ত নদীর পানি পান করেছেন। অথবা জান্নাতের নহরসমূহের সাথে এগুলোর সদৃশ থাকার কারণে এগুলোকে জান্নাতী নদী বলা হয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৭শ খণ্ড, হা. ২৮৩৯/২৬)

٥٦٢٩ ـ[١٨] وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬২৯-[১৮] 'উতবাহ্ ইবনু গয্ওয়ান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমাদের সম্মুখে (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস) বর্ণনা করা হয় যে, যদি জাহান্নামের উপরের প্রান্ত থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তা সত্তর বছরেও জাহান্নামের গভীর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ শপথ! জাহান্নামের এই গভীরতা (কাফির-মুশরিক, জিন্ ও মানব দ্বারা) পরিপূর্ণ করা হবে এবং তাও বর্ণনা করা হয় যে, জান্নাতের দরজার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী স্থান চল্লিশ বছরের দূরত্ব হবে। নিশ্চয় একদিন এমন আসবে যে, (তার অধিবাসী দ্বারা) তাও ভরপুর হয়ে যাবে। (মুসলিম)[৪৭১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে জাহান্নামের গভীরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের গভীরতার কোন সীমা নেই। যদি একটি পাথরকে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তা সত্তর বছরও জাহান্নামের গভীর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। অতএব এই সুবিশাল জাহান্নামকে কাফির-মুশরিক, জিন্ ও মানব দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে।

অনুরূপভাবে উক্ত হাদীসে জান্নাতের প্রশস্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাত এত সুবিশাল হবে তার দৈর্ঘ্যের কোন কুল-কিনারা পাওয়া যাবে না। আর বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার দুই কপাটের ব্যবধান হবে চল্লিশ বছরের দূরত্বের ন্যায়। আর বলা হয়েছে যে, জান্নাত একদিন তার অধিবাসীদের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তাতে এক প্রকার ভিড় জমবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৭০] **সহীহ :** মুসলিম ২৬-(২৮৩৯), মুসনাদে আহমাদ ৭৮৭৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১০, সহীহুল জামি' ৩৬৫২।

[৪৭১] **সহীহ :** মুসলিম ১৪-(২৯৬৭), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬১২, সহীহুল জামি' ৫৫৯০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩১২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪১১, মুসনাদে আহমাদ ২০০৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৮৮, শু'আবুল ঈমান ১০৩২৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১২৮৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৩৭২৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৬১৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫১৩৯।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٣٠ -[١٩] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ؟ قَالَ: «مِنَ الْمَاءِ». قُلْنَا: الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: «لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫৬৩০-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিজীবকে কিসের দ্বারা তৈরি করেছেন? তিনি (ﷺ) বললেন, পানি দ্বারা। আবার প্রশ্ন করলাম, জান্নাতের নির্মাণ কিসের দ্বারা? তিনি (ﷺ) বললেন, একটি ইট স্বর্ণের এবং একটি ইট রৌপ্যের। তার খামির বা মসল্লা হলো সুগন্ধময় কস্তুরী এবং তার কঙ্কর মণি-মুক্তা আর যা'ফরানের মাটি। যে লোক তাতে প্রবেশ করবে সে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা-পুরানা হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না। (আহমাদ, তিরমিযী, দারিমী)[৪৭২]

ব্যাখ্যা : (مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ؟) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সকল মানুষকে কি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন, পানি থেকে।

প্রকৃতপক্ষে তিনি (ﷺ) কুরআন আয়াতের আলোকে তা বলেছেন। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেছেন, ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...﴾ "আর প্রাণসম্পন্ন সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি..."– (সূরাহ্ আল আম্বিয়া ২১ : ৩০)। অন্যত্র তিনি বলেছেন, ﴿وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ...﴾ "আল্লাহ সকল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন"– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৪৫)। এর মূল কারণ হলো পানি হলো একটি মৌলিক উপাদান এবং মানব জীবনের অন্যতম একটি অংশ যা ছাড়া মানুষের জীবন-যাপন একেবারেই দুষ্কর হয়ে যায়। আর এখানে পানি দ্বারা সাধারণ পানিকে বুঝানো হয়নি, বরং এই পানি দ্বারা বিশেষ এক প্রকার পানি (বীর্য)-কে বুঝানো হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই পানি সাধারণ পানি থেকে তৈরি হয় সেটা কিভাবে? উত্তর : আমরা যে সকল শাক-সবজী ও ফল-ফলাদি খাই তা মূলত পানির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, এরপর তা আমরা খাওয়ার পর বীর্য তৈরি হয়, আল্লাহর রসূলের সংক্ষিপ্ত কথার সারাংশ এটাই। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫০৬)

٥٦٣١ -[٢٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৪৭২] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ৮০৩০, তিরমিযী ২৫২৬, দারিমী ২৮২১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭১১, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৪২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৮৭, শু'আবুল ঈমান ৭১০১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৮৯৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭১১১।

Scanned by CamScanner

৫৬৩১-[২০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের সকল গাছেরই কাণ্ড হবে স্বর্ণের। (তিরমিযী)[৪৭৩]

ব্যাখ্যা : জান্নাতের সকল গাছের কাণ্ড স্বর্ণেরই হবে। অবশ্য ঐ সকল গাছের ডালসমূহ ও শাখা-প্রশাখাসমূহ বিভিন্ন প্রকারের হবে। কোনটি স্বর্ণের হবে, কোনটি রূপার হবে, আবার কোনটির শাখা ইয়াকূত পাথরে মতি প্রভৃতি হবে আর প্রতিটি শাখা বিভিন্ন ধরনের ফলে সুসজ্জিত এবং তাতে নানা ধরনের ফল-ফলাদি ঝুলে থাকবে। তা ছাড়াও জান্নাতের সকল গাছের নিচ দিয়ে পানির ঝরনা প্রবাহিত হবে।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫২৫)

٥٦٣٢ ـ[٢١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৫৬৩২-[২১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের একশতটি স্তর আছে, প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে একশত বছরের দূরত্ব। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব][৪৭৪]

ব্যাখ্যা : মুহাদ্দিগণ বলেন, এখানে স্তর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উঁচু স্তর বা মর্যাদা আর তা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন কুরআনে উল্লেখ করেছেন, ﴿دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ...﴾ "তাদের জন্য তাদের রবের নিকট উঁচু মর্যাদা রয়েছে..."– (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৪)।

আর এই মর্যাদা প্রতিটি মু'মিন তাদের 'আমাল অনুপাতে লাভ করবে। যেমনিভাবে, জাহান্নামীরাও জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর লাভ করবে তাদের পাপাচার ও কুফ্রীর কারণে। আর এটার প্রতি আল্লাহ কুরআনে ইঙ্গিত করেছেন, ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ...﴾

"আর মুনাফিক্বরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচু স্তরে প্রবেশ করবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৪৫)।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫২৯)

٥٦٣٣ ـ[٢٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৬৩৩-[২২] আবূ সা'ঈদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের একশত স্তর আছে। যদি বিশ্বের লোক একত্রিত হয়ে তার একটিতে (স্তরে) একত্রিত হয় তবুও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।][৪৭৫]

---

[৪৭৩] সহীহ : তিরমিযী ২৫২৪, সহীহুল জামি' ৫৬৪৭, আবূ ইয়া'লা ৬১৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৮৭৪, শু'আবুল ঈমান ৭১০১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৯৩০।

[৪৭৪] সহীহ : তিরমিযী ২৫২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২২, সহীহুল জামি' ৪২৪৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭১০, মুসনাদে আহমাদ ৭৯১০।

[৪৭৫] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৩২, য'ঈফাহ্ ১৮৮৬, য'ঈফুল জামি' ১৯০১, মুসনাদে আহমাদ ১১২৫৪, ইবনু লাহী'আহ্ ও দারবাজ দু'জনেই য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৮৮৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : জান্নাতে এমন একশত স্তর রয়েছে যদি পুরো পৃথিবীবাসী একত্রিত হয়ে তার একটিতে প্রবেশ করে তাহলে একটিতেই তাদের সংকুলান হয়ে যাবে। অতএব এ থেকে বুঝা যায়, যদি জান্নাতের একটি স্তর এত সুবিশাল হয় তাহলে জান্নাত কত সুবিশাল যা আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৩২)

٥٦٣٤ ‐[٢٣] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ قَالَ: «ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৬৩৪-[২৩] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ রাঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ "সুউচ্চ বিছানা"– (সূরাহ্ আল ওয়াক্বি'আহ্ ৫৬ : ৩৪)-এর সম্পর্কে বলেছেন, ঐ সমস্ত বিছানার উচ্চতা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমপরিমাণ অর্থাৎ পাঁচশত বছরের পথ। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৪৭৬]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী, ﴿وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ "আর উঁচু উঁচু বিছানায়"– (সূরাহ্ আল ওয়াক্বি'আহ্ ৫৬ : ৩৪) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সকল বিছানার উচ্চতা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ হবে অর্থাৎ পাচঁশত বছরের পথ হবে। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কতিপয় আহলুল 'ইল্‌মের ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঐ সকল বিছানার উচ্চতা ও পরিমাপ আকাশ ও জমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের ন্যায়। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতের বিছানো সুউচ্চ বিছানাসমূহের উচ্চতা হবে আকাশ ও জমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের ন্যায়।

ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) জান্নাতের স্তরসমূহে সুউচ্চ বিছানার উচ্চতা হবে জান্নাতের দুই স্তরের মধ্যবর্তী ব্যবধানের ন্যায়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৪০)

٥٦٣٥ ‐[٢٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৩৫-[২৪] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলোকিত হবে। আর দ্বিতীয় দলটির চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল রণক্ষত্রের মতো ঝকঝকে। তথায় প্রত্যেক লোকের জন্য দু' দু' জন করে স্ত্রী থাকবে, যাদের প্রত্যেক স্ত্রীর পরিধানে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা কাপড়ের উপর দিয়ে দেখা যাবে। (তিরমিযী)[৪৭৭]

ব্যাখ্যা : জান্নাতে যে দলটি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তারা হবেন নাবীগণ। পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো তাদের চেহারাগুলো সমুজ্জ্বল হবে, এরপর দ্বিতীয় যে দল প্রবেশ করবে তারা হবেন আল্লাহর ওয়ালী ও সৎব্যক্তিগণ, তাদের চেহারা আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সমুজ্জ্বল হবে।

---

[৪৭৬] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৪০, আবূ ইয়া'লা ১৩৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪০৫, রিশদীন ইবনু সা'দ য'ঈফ।

[৪৭৭] সহীহ : তিরমিযী ২৫৩৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৩৬, আত্ তা'লীকুর্ রগীব ২৬১।

Scanned by CamScanner

(لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ) জান্নাতবাসী প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী থাকবে, তাদের পরিধানে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। যাদের পায়ের নলার মজ্জা কাপড়ের উপর থেকে দেখা যাবে। মুহাদ্দিসগণ বলেন, উপরোক্ত হাদীসে জান্নাতী স্ত্রীদের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৩৫)

٥٦٣٦ - [٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يُطِيقُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৩৬-[২৫] আনাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : জান্নাতী মু'মিনদেরকে এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এক লোক এত শক্তি রাখবে কি? তিনি (ﷺ) বললেন, প্রত্যেক লোককে একশত পুরুষের শক্তি দান করা হবে। (তিরমিযী)[৪৭৮]

ব্যাখ্যা : মুহাদ্দিসগণ বলেন, জান্নাতী একজন পুরুষকে বিশ ত্রিশ কিংবা তার চেয়ে বেশি স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা একশত বা তার চেয়ে বেশি স্ত্রী সাথে সহবাস করার ক্ষমতা দেয়া হবে। কারণ আল্লাহর রসূলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একজন পুরুষ কি এত স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেছেন, একজন পুরুষকে একশতজন পুরুষের শক্তি দেয়া হবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৩৬)

٥٦٣٧ - [٢٦] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْؤُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৬৩৭-[২৬] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যদি জান্নাতের বস্তু সামগ্রী থেকে নখ অপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র জিনিসও দুনিয়াতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে আসমান ও জমিনের সমগ্র পার্শ্ব-প্রান্ত সুসজ্জিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতের কোন এক লোক দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে এবং তার (হাতের) কঙ্কন প্রকাশ পায়, তবে তার আলো সূর্যের আলোকে এমনভাবে বিলীন করে দেবে, যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে বিলীন করে দেয়। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৪৭৯]

ব্যাখ্যা : মুহাদ্দিসগণ বলেন, উক্ত হাদীসে জান্নাতের আসবাবপত্র ও সামগ্রীর মান-মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে জান্নাতের নখের সমপরিমাণ কোন বস্তু যদি দুনিয়াতে প্রকাশ পায় তাহলে আকাশ ও জমিনের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত সুসজ্জিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতবাসী একজন ব্যক্তির হাতের বালা দুনিয়াতে প্রকাশ পায় তাহলে তা সূর্যের কিরণকে ম্লান করে দিবে যেমনিভাবে সূর্য তারকারাজির কিরণকে ম্লান করে দেয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ হা. ৫৩৮)

---

[৪৭৮] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৫৩৬, সহীহুল জামি' ৮১০৬।

[৪৭৯] সহীহ : তিরমিযী ২৫৩৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৪৯, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫৫৬৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৩৯৬, তারাজু'আতুল আলবানী ২২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৬৫, সহীহুল জামি' ৫২৫১।

Scanned by CamScanner

٥٦٣٨ -[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لَا يَفْنٰى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلٰى ثِيَابُهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫৬৩৮-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতবাসী কেশবিহীন ও দাড়িবিহীন হবেন, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে, তাদের যৌবন কোন দিনই হারাবে না এবং তাদের কাপড়চোপড়ও পুরনো হবে না। (তিরমিযী ও দারিমী)[৪৮০]

ব্যাখ্যা : মুহাদ্দিসগণ বলেন, উপরোক্ত হাদীসের জান্নাতবাসীদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে।

১. (جُرْدٌ) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার শরীরে কোন প্রকারের লোম বা পশম নেই। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা পশমবিহীন হবে।

২. (مُرْدٌ) বলা হয় ঐ সকল বালকদেরকে যার দাড়ি নেই। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা দাড়িবিহীন হবে।

৩. (كُحْلٌ) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার চক্ষুর পলকের গোড়া জন্মগতভাবে কালো থাকে অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের চক্ষু সুরমা লাগানো ব্যক্তির মতো হবে।

৪. (لَا يَفْنٰى شَبَابُهُمْ) অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা চিরকুমার হবে তাদের যৌবন কখনো শেষ হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٣٩ -[٢٨] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৩৯-[২৮] মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতবাসীগণ কেশবিহীন, দাড়িবিহীন ও সুরমায়িত চক্ষুবিশিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সীর মতো প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)[৪৮১]

ব্যাখ্যা : ত্রিশ বা তেত্রিশ বছরের বয়স পূর্ণাঙ্গ যৌবন ও শক্তি সামর্থ্যে ভরপুর হয়ে থাকে। এজন্য জান্নাতী পুরুষকে এ বয়স প্রদান করেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশ-তেত্রিশ দুই সংখ্যার কোন একটি নির্দিষ্ট করে বলেছেন কিন্তু বর্ণনাকারী সংশয় প্রকাশ করে দু'টিই বলেছেন, তার স্মরণে না থাকার কারণে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৪৬)

٥٦٤٠ -[٢٩] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى قَالَ: «يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ شَكَّ الرَّاوِيُّ فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

---

[৪৮০] হাসান : তিরমিযী ২৫৩৯, সহীহুল জামি' ২৫২৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৯৯, মুসনাদে বায্যার ২৬৪৪, দারিমী ২৮২১।

[৪৮১] হাসান : তিরমিযী ২৫৪৫, সহীহুল জামি' ৮০৭২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭০০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৯৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৮৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪০০৬, মুসনাদে আহমাদ ৭৯২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৬৫৪২, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ৮০৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৪২২।

Scanned by CamScanner

৫৬৪০-[২৯] আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি এবং যখন তাঁর সামনে 'সিদরাতুল মুনতাহা'র আলোচনা করা হলো, তিনি বললেন, তার শাখার ছায়ায় দ্রুতগামী বাহন একশত বছর ভ্রমণ করতে পারলে অথবা বলেছেন, একশত বাহন তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে। এ দু' বাক্যের মধ্যে নাবী (সাঃ) কোন বাক্যটি বলেছেন তাতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে তা সোনার পতঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। তার ফল মটকার মতো বিশাল আকারের হবে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৪৮২]

ব্যাখ্যা : (سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى) 'সিদরাতুল মুনতাহা' যা সপ্তাকাশে 'আর্‌শের ডানপ্রান্তে অবস্থিত কুলগাছ। ঐ বৃক্ষকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' এজন্য বলা হয় যে, এটি 'আর্‌শের এমন প্রান্তে অবস্থিত যার পর কারো যাওয়া অনুমতি নেই। এমনকি মালায়িকার (ফেরেশতাদের) যাওয়াও অনুমতি নেই। জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর শেষ গন্তব্যও এ পর্যন্ত, এর বেশি তিনিও সামনে যেতে পারেন না। কেবল রসূলুল্লাহ (সাঃ) মি'রাজের রজনীতে এ বৃক্ষ অতিক্রম করে সামনে গিয়েছিলেন।

(فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ) তা সোনার পতঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। মুহাদ্দিসগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, হয়তো নূরের তৈরি মালাক (ফেরেশতা) উক্ত বৃক্ষের উপরে থাকবে ফলে তাদের ডানাসমূহ এরূপ চমকাবে ও ঝলমল করবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত বৃক্ষের উপর সোনার তৈরি পতঙ্গ এদিক সেদিক লাফালাফি করবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা কুরআনের ঐ আয়াতটি যা আল্লাহ বলেছেন :

﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى﴾ "যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তা দ্বারা আচ্ছাদিত হবে"- (সূরাহ্ আন্ নাজম ৫৩ : ১৬); এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, একদল মালাক উক্ত গাছকে আচ্ছাদিত করে আল্লাহর 'ইবাদাতে নিয়োজিত থাকবে। (ফাতহুল বারী হা. ২৫৪১)

٥٦٤١ - [٣٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَ: «ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللّٰهُ يَعْنِيْ فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ» قَالَ عُمَرُ: إِنَّ هٰذِهٖ لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৪১-[৩০] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, 'কাওসার' কি? তিনি (সাঃ) বললেন, তা জান্নাতে অবস্থিত একটি নহর, যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন। তার পানি দুধ তুলনায় অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। তাতে এমন কিছু পাখি থাকবে, যাদের ঘাড় উটের গর্দানের মতো (লম্বা-লম্বা)। 'উমার (রাঃ) বলে উঠলেন, ঐ সমস্ত পাখিগুলো নিশ্চয় খুব মোটাতাজা হবে। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সে সমস্ত পাখিগুলো ভক্ষণকারীগণ তাদের চেয়েও হৃষ্টপুষ্ট হবে। (তিরমিযী)[৪৮৩]

ব্যাখ্যা : (مَا الْكَوْثَرُ؟) মুহাদ্দিসগণ বলেন, كَوْثَرُ এমন একটি নদী যা আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দান করবেন। সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে বসাছিলাম, এরপর তিনি (সাঃ) মাথা উঠিয়ে

---

[৪৮২] হাসান লিগয়রিহী : তিরমিযী ২৫৪১, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২০৯, ৫৫৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭২৭।

[৪৮৩] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৫৪২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫১৪, মুসনাদে আহমাদ ১৩৫০৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৭০৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭২৪।

Scanned by CamScanner

মুচকি হাসলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কিসে হাসালো? তিনি (ﷺ) বলেন, এই মাত্র আমার ওপর একটি সূরাহ্ অবতীর্ণ হলো। এরপর তিনি (ﷺ) তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন, ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾। "আমি তোমাকে বিশেষ কল্যাণ 'হাওযে কাওসার'ও দান করেছি (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত)"- (সূরাহ্ আল কাওসার ১০৮ : ১)। এরপর তিনি (ﷺ) বলেন, তোমরা কি জান 'কাওসার' কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও রসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি (ﷺ) বলেন, সেটা এমন এক নদী যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করবেন। আর এটা সেই হাওয যার নিকটে এসে আমার উম্মাত ভিড় করবে। ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আনাস রضي الله عنه থেকে যে, সেটা এমন এক নদী যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দান করবেন। তার মাটি হবে মিশ্‌ক আম্বারের চেয়ে সুগন্ধিময়, দুধের চেয়ে সাদা এবং তাঁর পানি হবে মধুর চেয়ে সুমিষ্ট।

(طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ) তাতে এক প্রকার পাখি থাকবে যেগুলো ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের ন্যায় অর্থাৎ ঐ নদীর চতুষ্পার্শ্বে উক্ত পাখিগুলো বিচরণ করবে। সেগুলো দেখে ঐ পরিবেশকে মনোমুগ্ধকর মনে হবে। আর সেই পাখিগুলো খুবই হৃষ্টপুষ্ট হবে। আর ঐ পাখিগুলো যারা খাবে তারা আরো অনেক হৃষ্টপুষ্ট হবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৪২)

٥٦٤٢ -[٣١] وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ قَالَ: «إِنِ اللهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ إِلَّا فَعَلْتَ» وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ. فَقَالَ: «إِنْ يُدْخِلْكَ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৪২-[৩১] বুরয়দাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতে ঘোড়া পাওয়া যাবে কি? তিনি (ﷺ) বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান আর তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর, তখন তোমাকে লাল বর্ণের মুক্তার ঘোড়ায় আরোহণ করানো হবে এবং তুমি জান্নাতের যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করবে ঘোড়া তোমাকে দ্রুত উড়িয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। আর এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতে উট পাওয়া যাবে কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি পূর্বের লোককে যেভাবে উত্তর দিয়েছেন, এ লোককে সেভাবে উত্তর না দিয়ে বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তবে তুমি সে সকল জিনিস পাবে, যা কিছু তোমার মনে চাবে এবং তোমার চোখ জুড়াবে। (তিরমিযী)[৪৮৪]

٥٦٤٣ -[٣٢] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ أَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ أُتِيتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَأَبُو سَوْرَةَ الرَّاوِي يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: أَبُو سَوْرَةَ هٰذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يَرْوِي مَنَاكِيرَ.

---

[৪৮৪] হাসান লিগয়রিহী : তিরমিযী ২৫৪৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৫৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০০১, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২১১, ৫৫৬৮।

Scanned by CamScanner

৫৬৪৩-[৩২] আবূ আইয়ূব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ঘোড়াকে খুব বেশি ভালোবাসি, জান্নাতে ঘোড়া আছে কি? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, তবে তোমাকে মুক্তার তৈরি এমন একটি ঘোড়া দেয়া হবে যার দু'টি ডানা রয়েছে, তোমাকে তার উপরে আরোহণ করানো হবে। অতঃপর তুমি যেখানে যেতে চাবে, তা উড়িয়ে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। [তিরমিযী; তিনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটির সূত্র নির্ভরযোগ্য নয়। এতে বর্ণনাকারী আবূ সাওরাহ্-কে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল গণ্য করা হয়। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারী (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলতে শুনেছি, আবূ সাওরাহ্ 'মুনকারুল হাদীস'। তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।][৪৮৫]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে জান্নাতে মানুষ প্রবেশ করার পর যা চাইবে, তাই পাবে– এটা বলা হয়েছে। ইমাম ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাদের মনের চাহিদা অনুপাতে যা চাইবে তাই সেখানে পাবে। যদি কেউ চায় ঘোড়ায় আরোহণ করতে তাহলে তাকে ঘোড়ায় আরোহণ করানো হবে। যদি কেউ চায় মণি-মুক্তার ঘোড়ায় আরোহণ করতে তাহলে তাকে অনুরূপ আকৃতির ঘোড়ায় আরোহণ করানো হবে। মোটকথা জান্নাতবাসীরা তাদের মনের চাহিদা অনুপাতে যা চাইবে তাই তারা সেখানে বিদ্যমান পাবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৪৪)

٥٦٤٤ - [٣٣] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ.

৫৬৪৪-[৩৩] বুরয়দাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতাবাসীদের একশত বিশ কাতার হবে। তন্মধ্যে আশি কাতার হবে এই উম্মাতের আর অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মতের। (তিরমিযী, দারিমী ও বায়হাক্বী'র "কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর")[৪৮৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে এই উম্মাতের সংখ্যার আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জান্নাতবাসীরা একশত বিশ কাতার হবে। এর মাঝে উম্মাতে মুহাম্মাদী আশি কাতার, আর অন্যান্য জাতি ৪০ কাতার। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উক্ত হাদীস এবং তার থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের এক-চতুর্থাংশ হবে। এরপরে তিনি (ﷺ) আবার বলেছেন যে, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের এক-তৃতীয়াংশ হবে। এরপর তিনি (ﷺ) বলেছেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে। এই হাদীসের মাঝে কি সমাধান হবে?

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত দুই হাদীসের সমাধানে বলেন, সম্ভবত ঐ আশি কাতারই সংখ্যার দিক থেকে চল্লিশ কাতারের সমান হবে। আর ثلث ও ربع এরপর যে বলা হয়েছে, (نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে, এটা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সম্মানার্থে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

---

[৪৮৫] হাসান লিগয়রিহী : তিরমিযী ২৫৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৫৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০০১, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২১১, ৫৫৬৮।

[৪৮৬] সহীহ : তিরমিযী ২৫৪৬, ইবনু মাজাহ ৪২৮৯, আর্ রওযুন্ নাযীর ৬০৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭১৩, মুসনাদে বায্যার ১৯৯৯, মুসনাদে আহমাদ ২২৯৯০, দারিমী ২৮৩৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০১৯৬, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৮২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৩০১।

Scanned by CamScanner

শায়খ 'আবদুল হাক্ব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূল ﷺ-এর বাণী, «أَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» এটা পূর্বের বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ তিনি (ﷺ) প্রথমে আশা করেছেন যে, তোমরা জান্নাতের ثلث বা ربع হবে। এটা ছিল শুধুমাত্র তাঁর আশা। এরপর বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অতিরিক্ততার সংবাদ দেয়া হয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৪৬)

٥٦٤٥ -[٣٤] وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَابُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الرَّاكِبِ الْمُجَوِّدِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتّٰى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُولُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ: يَخَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ.

৫৬৪৫-[৩৪] সালিম তাঁর পিতা (ইবনু 'উমার رضي الله عنهما) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাত জান্নাতের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তার প্রশস্ততা হবে উত্তম অশ্বারোহীর তিনদিন অথবা তিন বছরের পথের দূরত্ব। এছাড়াও দরজা অতিক্রমের সময় এত ভিড় হবে যে, ধাক্কার চোটে তাদের কাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হবে। [তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি য'ঈফ। তিনি আরো বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারী (রহিমাহুল্লাহ)-কে অত্র হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত নন বলে ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, অধস্তন রাবী ইয়াখলুদ ইবনু আবূ বাক্‌র মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।][৪৮৭]

ব্যাখ্যা : মুহাদ্দিসগণ বলেন : উক্ত হাদীসে জান্নাতের দরজার দুই পার্শ্বের যে চৌকাঠ রয়েছে এবং উভয় চৌকাঠের মাঝে যে প্রশস্ততা রয়েছে তার দূরত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা উত্তম অশ্বারোহীর তিন দিন বা তিন বছরের পথের দূরত্বের মতো হবে। অন্য এক রিওয়ায়াতে এসেছে, উভয় পার্শ্বের দূরত্ব হবে মাক্কাহ্ ও হাজার শহরের দূরত্বের ন্যায়। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত হবে এবং এক সাথে অনেক মানুষ প্রবেশ করতে পারবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা জান্নাতবাসীরা যে তাদের মর্যাদা অনুপাতে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে তা বুঝানো হয়েছে।
(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৪৮)

٥٦٤٦ -[٣٥] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا شِرًى وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّوَرَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৬৪৬-[৩৫] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে, সেখানে ক্রয়বিক্রয় নেই, বরং তাতে নারী-পুরুষদের আকৃতিসমূহ থাকবে। অতএব যখনই কেউ কোন আকৃতিকে পছন্দ করবে, তখন সে সেই আকৃতিতে প্রবেশ করবে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।][৪৮৮]

---

[৪৮৭] য'ঈফ মুনকার : খালিদ ইবনু আবূ বাক্‌র ইমাম যাহাবী তাকে 'আল মীযান"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, আর হাদীসটি তিনি মুনকার বলেছেন। তিরমিযী ২৫৪৮, য'ঈফুল জামি' ২৩১৩, আবূ ইয়া'লা ৫৫৫৪।

[৪৮৮] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৫০, য'ঈফাহ্ ১৯৮২, 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৯৮২, য'ঈফুল জামি' ১৮৯৬, মুসনাদে আহমাদ ১৩৪২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উক্ত বাজার মূলত সৌন্দর্য ও কামনিয়তা দ্বারা সজ্জিত হওয়ার এবং সুন্দর হতে সুন্দর আকার-আকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়ার এক মিলনকেন্দ্র হবে। সেখানে চতুর্দিকে মনোরম ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি উপস্থিত থাকবে। আর জান্নাতবাসী নারী-পুরুষদের যে কেউ উক্ত আকার-আকৃতি হতে যেটি পছন্দ করবে তাতে রূপান্তরিত হতে পারবে। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে :

১) জান্নাতবাসীদের নিকট বিভিন্ন প্রকার মনোমুগ্ধকর ও মনোরম আকার-আকৃতি পেশ করা হবে প্রত্যেকেই তাদের ইচ্ছা মতো সেটিতে রূপান্তরিত হতে পারবে।

২) জান্নাতে ঐ বাজারে বিভিন্ন আকৃতির মনোরম ও মনোমুগ্ধকর সাজ-সজ্জা থাকবে যা সাধারণত মানুষ গ্রহণ করে থাকে যেমন স্বর্ণ অলংকার, সোনার মালা ও সোনার টুপি ইত্যাদি। জান্নাতবাসীরা তাদের ইচ্ছা অনুপাতে সেগুলো দ্বারা সাজ-সজ্জা করবে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৫০)

٥٦٤٧ -[٣٦] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهٗ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَسْأَلُ اللّٰهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فِيْ سُوقِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَخْبَرَنِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ يُؤْذَنُ لَهُمْ فِيْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشُهٗ وَيَتَبَدّٰى لَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَهَلْ نَرٰى رَبَّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قُلْنَا: لَا. قَالَ: "كَذٰلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَبْقٰى فِيْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللّٰهُ مُحَاضَرَةً حَتّٰى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيُذَكِّرُهٗ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهٖ فِي الدُّنْيَا. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِيْ؟ فَيَقُولُ: بَلٰى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِيْ بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهٖ. فَبَيْنَا هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهٖ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُولُ رَبُّنَا: قُومُوا إِلٰى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَأْتِيْ سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلٰى مِثْلِهٖ وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرٰى وَفِيْ ذٰلِكَ السُّوقِ يَلْقٰى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا". قَالَ: "فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقٰى مَنْ هُوَ دُونَهٗ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهٗ مَا يَرٰى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فِيمَا يَنْقَضِيْ آخِرُ حَدِيثِهٖ حَتّٰى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذٰلِكَ أَنَّهٗ لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلٰى مَنَازِلِنَا فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَيَقُولُ: إِنَّا

Scanned by CamScanner

جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৬৪৭-[৩৬] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়াব হতে বর্ণিত। একদিন তিনি আবূ হুরায়রাহ্-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন আবূ হুরায়রাহ্ বললেন, আল্লাহর কাছে আমি এ দু'আ করি, আমাকে ও তোমাকে তিনি যেন জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। তখন সা'ঈদ বললেন, সেখানে কি বাজারও আছে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমাকে রসূলুল্লাহ বলেছেন : জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা নিজ নিজ 'আমালের মান অনুযায়ী স্থান লাভ করবে। অতঃপর দুনিয়ার দিনগুলোর হিসাব ও পরিমাণ অনুযায়ী সপ্তাহের জুমু'আর দিন তাদেরকে একটি বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হবে, আর তা হলো তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আর্‌শকে জনসম্মুখে করে দেবেন এবং জান্নাতবাসীদের সামনে জান্নাতের বৃহৎ বাগান একটি বাগানে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং জান্নাতবাসীদের জন্য তাদের মান ও মার্যাদা অনুপাতে নূরের, মণি-মুক্তার, মতি এবং সোনা-রোপার মিম্বার স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যে সাধারণ মর্যাদাবান ব্যক্তি- অথচ জান্নাতীদের মধ্যে কেউ হীন হবে না- কাফুর কস্তুরীর টিলার উপর বসবে। এ সমস্ত টিলায় বসা লোকেরা কুরসী বা আসনে বসা ওই লোকেদেরকে নিজেদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা লাভকারী বলে ধারণা করবে না। (অর্থাৎ প্রত্যেক জান্নাতী স্বীয় স্থানে সন্তুষ্ট থাকবে)

আবূ হুরায়রাহ্ বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি () বললেন, হ্যাঁ, দেখতে পাবে। আচ্ছা বল দেখি, সূর্য এবং পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন প্রকারের সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। কোন সন্দেহ হয় না। রসূল বললেন, ঐভাবে তোমাদের রব্‌কে দেখতে তোমাদের কোন রকমের সন্দেহ হবে না এবং উক্ত বৈঠকে এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন না। এমনকি আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত এক লোককে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার কি স্মরণ আছে যে, অমুক দিন তুমি এ কথাটি বলেছিলে? মোটকথা, দুনিয়াতে সে যে সকল অন্যায় করেছিল তার কিছু কিছু তাকে আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি কি আমকে ক্ষমা করে দাওনি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি আজ এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছ।

ফলকথা, তারা এ অবস্থায় থাকতেই একখণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে ওপর আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তা তাদের ওপর এমন সুগন্ধি বর্ষণ করবে যে, ঐ রকম সুগন্ধি তারা আর কখনো পায়নি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা উঠ এবং তার দিকে চল, যা আমি তোমাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তৈরি করে রেখেছি। আর তোমাদের মনে যা যা চায় তা থেকে নিয়ে নাও। অতঃপর আমরা এমন একটি বাজারে আসব, যাকে ফেরেশতাগণ বেষ্টন করে রেখেছেন। তাতে এমন সকল জিনিস রক্ষিত থাকবে, যা মানব চক্ষু কখনো দেখতে পারেনি, তার সংবাদ কানে শুনতে পাইনি, এমনকি মানুষের হৃদয়ও কল্পনা করতে পারেনি। অতএব আমাদেরকে সেই বাজার থেকে এমন সব কিছু দেয়া হবে যা আমরা পছন্দ করব, অথচ উক্ত বাজারে কোন জিনিসই ক্রয়-বিক্রয় হবে না, বরং সেখানে জান্নাতীগণ একজন অন্যজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : সেই বাজারে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক একজন সাধারণ ধরনের লোক সাথে সাক্ষাৎ করবে, অবশ্য জান্নাতীদের মধ্যে কেউ হীন নয়। তখন সে তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই সে অনুধাবন করবে যে, তার পোশাক তার চেয়ে আরো

Scanned by CamScanner

উত্তম হয়ে গেছে। আর এটা এজন্য যে, জান্নাতে কোন লোকের অনুতপ্ত ও দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়ার সুযোগ থাকবে না। অতঃপর (উক্ত বাজার ও পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে) আমরা নিজ নিজ বাসস্থানের দিকে ফিরে যাব। এ সময় আমাদের স্ত্রীগণ আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবে, মারহাবা, খোশ আমদেদ! মূলত যখন তোমরা আমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়েছিলে, সে অবস্থা অপেক্ষা এখন তোমরা আরো অধিক সুন্দর চেহারা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে এসেছ। তখন আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের মহাপরাক্রমশালী প্রভুর সাথে বসার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কাজেই এ মর্যাদার অধিকারী হয়ে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের জন্য যথার্থ উপযোগী হয়েছে এবং এমন হওয়াই উচিত ছিল। [তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন হাদীসটি গরীব][৪৮৯]

ব্যাখ্যা : (أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ) আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলেন, আল্লাহর রব্বুল 'আলামীন যেন আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। আসলে জান্নাতে প্রতি সপ্তাহে একদিন সকলের মিলন হবে সেটাকেই জান্নাতের বাজার বলা হয়েছে উক্ত হাদীসে। উক্ত বাজারে মনোমুগ্ধকর অনেক আকার-আকৃতি থাকবে যে কেউ তার মনের চাহিদা অনুপাতে তাতে রূপান্তরিত হতে পারবে। জান্নাতবাসীরা তাদের 'আমাল অনুপাতে সেই বাজারে উপস্থিত হবে। প্রতি জুমু'আর দিন একবার করে অনুমতি পাবে। প্রত্যেকের জন্য আসন থাকবে। তাদের 'আমাল অনুপাতে কারো জন্য মণি-মুক্তার আসন থাকবে। কারো জন্য ইয়াকূত ও পান্না পাথরের এবং কারো জন্য স্বর্ণ ও রূপার। জান্নাতবাসীদের সর্বনিম্ন ব্যক্তি মিশ্‌ক আম্বারের আসনে বসবে।

(هَلْ نَرٰى رَبَّنَا) জান্নাতে মু'মিনরা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনকে দেখতে পাবে কোন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন সকলের সামনে উপস্থিত হয়ে জান্নাতবাসীদের সাথে সরাসরি কথা বললেন এবং তাদেরকে দেয়া বিভিন্ন নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ হা. ৫৬৪৭, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৪৯)

٥٦٤٨ -[٣٨] وَعَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِىْ لَهٗ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهٗ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلٰى صَنْعَاءَ» وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : «وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ يُرَدُّونَ بَنِىْ ثَلَاثِينَ فِى الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَدًا وَكَذٰلِكَ أَهْلُ النَّارِ» وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : «إِنَّ عَلَيْهِمُ التِّيجَانَ أَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ (صَحِيح لغيره) : «الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهٗ وَوَضْعُهٗ وَسِنُّهٗ فِىْ سَاعَةٍ كَمَا يُشْتَهٰى» وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيثِ: إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ الْوَلَدَ كَانَ فِىْ سَاعَةٍ وَلٰكِنْ لَا يَشْتَهِىْ (قَول اسحاق لَيْسَ من الحَدِيث). رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ الرَّابِعَةَ وَالدَّارِمِىُّ الْأَخِيرَةَ

---

[৪৮৯] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৪৯, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৬, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৯৪৭, য'ঈফুল জামি' ১৮৩১, 'আবদুল হামীদ য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৭২২।

Scanned by CamScanner

৫৬৪৮-[৩৭] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নিম্নমানের জান্নাতবাসীর জন্য আশি হাজার সেবক এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী হবে, তার জন্য গম্বুজ আকৃতির ছাউনি স্থাপন করা হবে, যা মণি-মুক্তা, হীরা ও ইয়াকুত দ্বারা তৈরি। উক্ত ছাউনির প্রশস্ততা হবে জাবিয়াহ্ থেকে সন্'আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ। উক্ত সূত্রে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সাঃ) বলেছেন : ছোট বয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে যে কোন জান্নাতী লোক (দুনিয়াতে) মারা যাবে, সে জান্নাতে ত্রিশ বছর বয়সী (যুবক) হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং বয়স (-এর আকৃতি) কখনো বৃদ্ধি পাবে না। জাহান্নামবাসীরাও ঐ রকম (৩০ বছর বয়সী) হবে।

উক্ত সূত্রে অপর এক বর্ণনায় আছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীদের মাথায় এমন মুকুট রাখা হবে, যার সাধারণ মুক্তা দুনিয়ার পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করবে।

অত্র সানাদে অপর এক বর্ণনায় আছে (সহীহ লিগয়রিহী), জান্নাতে সন্তান কামনা করবে, তখন গর্ভ, প্রসব এবং তার বয়স চাহিদা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়। জান্নাতে যখনই সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করবে, তখনই সে সন্তান পাবে, তবে কেউই আশা করবে না। (এ কথাটি ইসহাক্ব-এর) [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেন, হাদীসটি গরীব; ইবনু মাজাহ চতুর্থটি আর দারিমী কেবলমাত্র শেষাংশটি বর্ণনা করেছেন][৪৯০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে সর্বনিম্ন জান্নাতী ব্যক্তির জন্য আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তরজন স্ত্রী হবে হূরদের মধ্য থেকে এবং তাদের জন্য মণিমুক্তা, হীরা ও ইয়াকূত পাথরের গোলাকৃতির ছাউনি স্থাপন করা হবে। তাতে তারা বসে আনন্দ প্রকাশ করবে। অনেকে বলেছেন, উপরোক্ত সংখ্যা দ্বারা আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে।

(مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ) অর্থাৎ জান্নাতবাসী কেউ দুনিয়াতে ছোট অবস্থায় মারা গেলে সে জান্নাতে ত্রিশ বছর বয়সী যুবক হয়ে প্রবেশ করবে। উক্ত বয়স কখনো দুনিয়ার মতো বৃদ্ধি পাবে না। মোটকথা জান্নাতবাসীরা চিরকাল উক্ত বয়সেই থাকবে, বার্ধক্য কখনো তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

(كَذٰلِكَ أَهْلُ النَّارِ) জাহান্নামবাসীরাও অনুরূপ ত্রিশ বছর বয়সী হবে অর্থাৎ যেভাবে জান্নাতবাসীরা ত্রিশ বছর বয়সী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে দুনিয়াতে তারা যেই বয়সেই মৃত্যুবরণ করুক না কেন? অনুরূপভাবে জাহান্নামবাসীরাও ত্রিশ বছর বয়সী হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তারা চিরকাল সেখানে বসবাস করবে।

ত্রিশ বছর নির্ধারণের কারণ : যাতে করে জান্নাতবাসীরা পরিপূর্ণরূপে আরাম-আয়েশ ভোগ করতে পারে এবং জাহান্নামবাসীরা পরিপূর্ণরূপে 'আযাব ভোগ করতে পারে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৫৬৪৮)

٥٦٤٩ -[٣٨] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[৪৯০] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৬২, য'ঈফুল জামি' ২৬৬, মুসনাদে আহমাদ ১১৭৪১, আবূ ইয়া'লা ১৪০৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৮৭, রিশদীন ইবনু সা'দ ও দাররাজ আবুস্ সাম্হ দু'জনেই য'ঈফ; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২১৪, হা. ৫৫৭৩।

Scanned by CamScanner

৫৬৪৯-[৩৮] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের হূরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে উঁচুস্বরে এমন সুন্দর লহরীতে গাইবে, সৃষ্ট জীব সেই ধরনের লহরী কখনো শুনতে পায়নি। তারা বলবে, আমরা চিরদিন থাকব, কখনো ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদা সুখে-সানন্দে থাকব, কখনো দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। আমরা সদা খুশি থাকব কখনো নাখোশ হব না। অতএব তাকে ধন্যবাদ, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি। (তিরমিযী)[৪৯১]

ব্যাখ্যা : জান্নাতে হূরদের জন্য একটি মিলনকেন্দ্র হবে, সেখানে হূরেরা বিভিন্ন প্রকার কবিতা আবৃত্তি করবে সুরভিত কণ্ঠে, উঁচু আওয়াজে যা মানুষ কখনো শুনেনি। তারা বলবে,

(نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ) আমরা চিরদিন থাকব কখনো ধ্বংস হব না। (وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ) আমাদের সর্বদা মুখে আনন্দ থাকবে কখনো দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। (نَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ) আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব কখনো নাখোশ হব না। (طُوبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهٗ) অতএব সুসংবাদ তাকে যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি।

অন্য এক রিওয়ায়াতে এসেছে, সহাবীরা বলেন, আমরা বললাম, হে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه! সেই গানটি কি হবে? তিনি বলেন, তা হবে আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা এবং তার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৫৬৪৯)

٥٦٥٠ -[٣٩] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৫০-[৩৯] হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে রয়েছে পানির সমুদ্র, মধুর দরিয়া, দুধের সমুদ্র এবং শরাবের দরিয়া। অতঃপর তা থেকে আরো বহু নদী প্রবাহিত হবে। (তিরমিযী)[৪৯২]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, জান্নাতে পানির ও মধুর সাগর থাকবে এবং দুধের সাগর থাকবে ও মদের সাগর থাকবে। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) بَحْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য দাজলা ও ফুরাত এবং জান্নাতের নদীসমূহ। উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটির আলাদা আলাদাভাবে নদী হবে। যে যেটি থেকে পান করার ইচ্ছা পান করবে।

(تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ) উপরোল্লেখিত প্রত্যেকটির যে আলাদা আলাদা নদী হবে সেগুলো থেকে যেই শাখা-প্রশাখা বের হবে সেগুলোকে أَنْهَارُ বলা হয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৫৬৫০)

٥٦٥١ -[٤٠] رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ.

৫৬৫১-[৪০] আর দারিমী হাদীসটি মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه হতে রিওয়ায়াত করেছেন।[৪৯৩]

---

[৪৯১] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৬৪, য'ঈফাহ্ ১৯৮২, য'ঈফুল জামি' ১৮৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১৩৪২, 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৯৮২।

[৪৯২] সহীহ : তিরমিযী ২৫৭১, সহীহুল জামি' ৩৮৮৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৬৩৭১।

[৪৯৩] সহীহ : তিরমিযী ২৫৭১, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৬২৩, দারিমী ২/৩৩৭।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٥٢ -[٤١] عَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَنَّةِ لَيَتَّكِئُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ مَسْنَدًا قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ثُمَّ تَأْتِيهِ امْرَأَةٌ فَتَضْرِبُ عَلٰى مَنْكِبِهٖ فَيَنْظُرُ وَجْهَهٗ فِي خَدِّهَا أَصْفٰى مِنَ الْمِرْآةِ وَإِنَّ أَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ السَّلَامَ وَيَسْأَلُهَا: مَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ وَإِنَّهٗ لَيَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهٗ حَتّٰى يَرٰى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذٰلِكَ وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ إِنَّ أَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫৬৫২-[৪১] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন : কোন জান্নাতী লোক সত্তরটি গদিতে (সিংহাসনে) হেলান দিয়ে বসবে। এটা শুধু তার একই স্থান থাকবে। অতঃপর একজন মহিলা (হূর) এসে তার কাঁধে চাপড় মারবে, তখন সে ঐ মহিলার দিকে দৃষ্টি দেবে, তার চেহারার উজ্জ্বলতা আয়নার চেয়ে বেশি স্বচ্ছ হবে এবং তার গায়ে রক্ষিত মামুলি মুক্তার আলো পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে আলোকিত করে ফেলবে। মহিলাটি উক্ত পুরুষটিকে সালাম করবে, সে সালামের জবাব দিয়ে প্রশ্ন করবে, তুমি কে? মহিলাটি উত্তরে বলবে, আমি 'অতিরিক্ত সেবকদের অন্তর্ভুক্ত।' তার পরনে বিভিন্ন রঙের সত্তরটি কাপড় থাকবে এবং তার ভিতর দিয়েই তার পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে। আর তার মাথায় এমন মুকুট হবে, যার নিম্নমানের মুক্তার আলো পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত করে দেবে। (আহমাদ)[৪৭৪]

ব্যাখ্যা : (لَيَتَّكِئُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ مَسْنَدًا) জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে সত্তরটি সোফার সেটে হেলান দিবে। প্রত্যেকটি সোফার সেট অনন্য হবে একটি অন্যটির সাথে মিশবে না।

এক একটির রং, উচ্চতা, বসার আরাম ইত্যাদির বিবেচনায় অন্যটির থেকে ভিন্নতর হবে।

আর এটিই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,﴿وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ "আর উঁচু উঁচু বিছানায়"-(সূরাহ্ আল ওয়াক্বি'আহ্ ৫৬ : ৩৪)। এ আয়াতও প্রমাণ করে যে, জান্নাতীদের বিছানা, আরাম করার আসবাবপত্র অনেক বেশি হবে। এই সমস্ত আসবাবপত্রের ধরণ ও সৌন্দর্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٥٣ -[٤٢] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَحَدَّثُ وَعِنْدَهٗ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: "إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهٗ فِي الزَّرْعِ. فَقَالَ لَهٗ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلٰى وَلٰكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهٗ وَاسْتِوَاؤُهٗ وَاسْتِحْصَادُهٗ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالٰى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهٗ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ". فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهٗ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৪৭৪] য'ঈফ : ইবনু লাহী'আহ্ ও দাররাজ য'ঈফ; মুসনাদে আহমাদ ১১৭৩৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২২১৩।

Scanned by CamScanner

৫৬৫৩-[৪২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী (ﷺ) কথাবার্তা বলছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য বেদুইন উপস্থিত ছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, জান্নাতবাসী এক লোক সেখানে কৃষিকাজ করার জন্য তার প্রভুর কাছে অনুমতি চাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার চাহিদা মতো সবই কি পাচ্ছ না? লোকটি বলল, হ্যাঁ, তবে আমি কৃষিকাজ ভালোবাসি। অতঃপর সে বীজ বপন করবে এবং চক্ষুর পলকে তা উদ্গতও হবে, পোক্ত হবে এবং ফসল কাটা হবে। এমনকি পাহাড়ের সমান স্তুপ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদাম সন্তান! নিয়ে যাও, কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন গ্রাম্য বেদুইন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ! দেখবেন, সে হয়তো কোন কুরায়শী অথবা আনসার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা তারাই কৃষিকাজ করে থাকে। আর আমরা তো কৃষিকাজ করি না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কথা শুনে হেসে দিলেন। (বুখারী)[৪৯৫]

ব্যাখ্যা : (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন তাঁর পাশে একজন বেদুইন ব্যক্তি বসা ছিল। যিনি মরুতে বাস করেন।

(أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟) আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী লোকটিকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার বান্দা! তুমি যে জান্নাতে আছ তাতে কি সকল প্রকারের নাজ-নি'আমাত নেই? এখানে তো খাদ্য-পানিয় ও সব ধরনের চাওয়া-পাওয়া বিদ্যমান। এখানে কৃষি উৎপন্ন শষ্যাদিও বিদ্যমান আছে। অতএব তুমি যা চাইবে তাই পাইবে।

(دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ) আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদাম সন্তান! গ্রহণ কর যা তোমার মন চায়। এখানে সবকিছুই আছে। এটা সব কিছু পাওয়ার স্থান।

(فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ) অর্থাৎ জান্নাতে এত সব জিনিস থাকতেও তুমি কৃষি করতে চাচ্ছ। তাহলে কি কোন জিনিস দ্বারাই তুমি তৃপ্তি লাভ করবে না?

(فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللّٰهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا) বেদুইন লোকটি অবাক হয়ে বলল, জান্নাতে গিয়েও কৃষিকাজ করতে চাইবে? তাহলে এই স্বভাবের লোক কেবল কুরায়শের ও আনসারীদের মধ্য থেকেই হবে। এখানে বেদুইন লোকটি কুরায়শ বলতে মাক্কাবাসী ও আনসারী বলতে মাদীনাবাসীদেরকে বুঝিয়েছে। কেননা মাক্কাহ্ ও মাদীনাবাসী কৃষিকাজ করে থাকে। (ফাতহুল বারী হা. ২৩৪৮)

٥٦٥٤ - [٤٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ: أَيَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلَا يَمُوتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৫৬৫৪-[৪৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, জান্নাতবাসীগণ কি ঘুমাবে? তিনি বললেন, নিদ্রা তো মৃত্যুর সহোদর। আর জান্নাতবাসী মরবে না (অতএব তাদের কোন নিদ্রা নেই)। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৪৯৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যখন প্রশ্ন করা হলো যে, জান্নাতীরা কি ঘুমাবে? তখন রসূল (ﷺ) দলীলে বুরহানী দ্বারা উত্তর দিয়েছেন। আর সরাসরি "না" দ্বারা উত্তর না দিয়ে এভাবে উত্তর দেয়ায় আত্মার প্রশান্তি এবং ঈমানের দৃঢ়তা আসে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৯৫] সহীহ : বুখারী ২৩৪৮, মুসনাদে আহমাদ ১০৬৫০, সহীহুল জামি' ২০৮০।

[৪৯৬] সহীহ : আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৭৪৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮৭, সহীহুল জামি' ৬৮০৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯১৯।

Scanned by CamScanner

(٦) بَابُ رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالٰى

অধ্যায়-৬ : আল্লাহ্ তা'আলার দর্শনলাভ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٦٥٥ -[١] عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِيْ رُؤْيَتِهٖ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلٰى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬৫৫-[১] জাবীর ইবনু 'আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শীঘ্রই তোমরা নিশ্চিত তোমাদের প্রভুকে স্বচক্ষে প্রকাশ্যে দেখতে পাবে। আর অপর এক বর্ণনাতে আছে- জারীর رضي الله عنه বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসাছিলাম। তিনি (ﷺ) পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁর দর্শনে তোমরা কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হবে না। অতএব তোমরা সাধ্যমত চেষ্টা করবে সূর্য উদয়ের পূর্বের, সলাত সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগের সলাত সূর্যাস্তের আগে আদায় করতে যেন ব্যর্থ না হও। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন- ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا﴾ "সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আপন প্রভুর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা কর"– (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১৩০)। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৭]

ব্যাখ্যা : (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا) হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের রবকে কোন ধরনের পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই স্বচক্ষে দেখবে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই দেখা সম্ভব, আর তা মু'মিনদের জন্য পরকালে হবে।

মু'তাজিলা, খারিজী এবং মুরজিয়ারা বলেন, কোন সৃষ্টি আল্লাহকে দেখতে পাবে না আর আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা কুরআন হাদীস এবং সহাবীদের ইজমা' এবং তাদের পরবর্তী সালাফদের বক্তব্য এ ব্যাপারে দলীল হয়ে আছে। বিশজন সহাবী রসূল ﷺ থেকে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৫১)

---

[৪১৭] সহীহ : বুখারী ৫৫৪, মুসলিম ২১১-(৬৩৩), আবূ দাউদ ৪৭২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৭, সহীহুল জামি' ২৩০৬, মুসনাদে আহমাদ ১১১৩৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৪২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪৬০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২১৮০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮০৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৫১।

Scanned by CamScanner

٥٦٥٦ ـ[٢] وَعَن صُهَيْب عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَعَالٰى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ " قَالَ: «فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلٰى وَجْهِ اللهِ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلٰى رَبِّهِمْ» ثُمَّ تَلَا ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৫৬-[২] সুহায়ব رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলবেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব। তারা বলবে, তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডলকে আলোকিত করনি? তুমি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাওনি। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হিজাব বা পর্দা তুলে ফেলবেন, তখন তারা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। মূলত আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকার তুলনায় বেশি প্রিয় কোন বস্তুই তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন- "যারা উত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান ভালোই (অর্থাৎ জান্নাত তার উপর অতিরিক্ত)"- (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ২৬)। তার উপর অতিরিক্ত হলো- তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং তার উপর অতিরিক্ত অবদান (অর্থাৎ দীদারে এলাহী)। (মুসলিম)[৪৯৮]

ব্যাখ্যা : (فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ) অর্থাৎ পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে। মূলত আল্লাহ তা'আলা পর্দাবৃত হওয়া থেকে মুক্ত এবং পবিত্র, তাহলে পর্দা উঠিয়ে নেয়ার মর্মার্থ হচ্ছে, মানুষের চক্ষু থেকে পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারা আল্লাহ তা'আলার চেহারার দিকে তাকাবে। আর কুরআনে বর্ণিত, ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ...﴾ "যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ..."- (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ২৬)। এ আয়াতে زِيَادَةٌ এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসসিরা বলেছেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৫২)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٥٧ ـ[٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَدْنٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلٰى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلٰى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً» ثُمَّ قَرَأَ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۝ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৫৬৫৭-[৩] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিম্নমানের জান্নাতী তার উদ্যানসমূহ, স্ত্রীগণ, নি'আমাতের সারি, সেবক ও সেবককুল এবং তার আসনসমূহ একহাজার বছরের দূরত্ব পরিমাণ বিস্তীর্ণ দেখতে পাবে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে সেই লোকই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও

[৪৯৮] সহীহ : মুসলিম ২৯৭-(১৮১), মুসনাদে আহমাদ ১৮৯৫৫, সহীহুল জামি' ৫২৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৫৯।

Scanned by CamScanner

সম্মানী হবে, যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। অতঃপর রসূল ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন, "সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভে তরতাজা ও আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে"– (সূরাহ্ আল ক্বিয়ামাহ্ ৭৫ : ২২-২৩)। (আহ্‌মাদ ও তিরমিযী)[৪৯৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَدْنٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ) অত্র হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বনিম্ন সুবিধাপ্রাপ্ত জান্নাতীর নি'আমাতরাজির কথা বলেছেন তাকে যে পরিমাণ আসবাবপত্র এবং নাজ-নি'আমাত দেয়া হবে এর দিকে যদি তাকায় এবং তার বাগান, অন্যান্য নি'আমাত খাদিম, খাট-পালংক ইত্যাদির দিকে যদি তাকায় এবং তা হিসাব করে, তাহলে এগুলোর দূরত্ব হবে এক হাজার বছর চলার দূরত্ব। অর্থাৎ তার রাজত্ব হবে এক হাজার বছরের দূরত্ব পরিমাণ। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ২৫৫৩)

٥٦٥٨ -[٤] وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكُلُّنَا يَرٰى رَبَّهٗ مُخْلِيًا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلٰى». قَالَ: وَمَا آيَةُ ذٰلِكَ فِي خَلْقِهٖ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهٖ؟» قَالَ: بَلٰى. قَالَ: «فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ وَاللهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৬৫৮-[৪] আবূ রযীন আল 'উক্বায়লী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! ক্বিয়ামাতের দিন আমাদের প্রত্যেক লোকই কি স্বতন্ত্রভাবে তার প্রভুকে দেখতে পাবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ দেখতে পাবে। আবূ রযীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আবার প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে এর কোন উপমা আছে কি? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, হে আবূ রযীন! তোমাদের প্রত্যেক লোক কি মানুষের ভিড় ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পায় না? আবূ রযীন (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি (রসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, চাঁদ হলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিসমূহের একটি সৃষ্টি। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন সুমহান ও বিরাট সত্তা। (আবূ দাউদ)[৫০০]

ব্যাখ্যা : (كُلُّنَا يَرٰى رَبَّهٗ) সহাবী আশ্চর্য হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল, আমাদের সবাই কি আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। সহাবী পুনরায় প্রশ্ন করল- আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মাঝে এর কি নিদর্শন আছে? উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, তোমাদের সবাই কি চন্দ্রকে দেখতে পাও না? সহাবী বলল, হ্যাঁ, দেখতে পাই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্টিমাত্র। তিনি এর চেয়েও অনেক মহান সুউচ্চ ও মর্যাদাবান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٥٩ -[٥] عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنّٰى أَرَاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৪৯৯] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৫৩, আহমাদ ৫৩১৭, য'ঈফাহ্ ১৯৮৫, য'ঈফুল জামি' ১৩৮২, সুওয়ায়র য'ঈফ; য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৮৫।

[৫০০] হাসান : আবূ দাউদ ৪৭৩১, ইবনু মাজাহ ১৮০, মুসনাদে আহমাদ ১৬২৩১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৭৯৬।

Scanned by CamScanner

৫৬৫৯-[৫] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি (মি'রাজের রাত্রে) আপনার প্রভুকে দেখেছেন? জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, তিনি তো এক বিরাট জ্যোতি বা আলো, অতএব আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি? (মুসলিম)[৫০১]

ব্যাখ্যা : (نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার পর্দা তথা নূর। অতএব কিভাবে তাকে দেখব? ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল মাযীর্য্য আয্ যমীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَرَاهُ শব্দের জমির ফিরবে, আল্লাহর দিকে। এর অর্থ হলো, তাঁর নূর তাকে দেখতে বাধা দিয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, একটি নূর কোথায় থেকে, তা দেখতে পাব? তখন أَنَّى এর স্থলে أَنَّى হবে। কোন কোন হানাফী মাশায়েখ বলেন, মূল ইবারত হবে (نُورٌ أَنِّى أَرَاهُ) অর্থাৎ আমি নূরানী আল্লাহকে দেখেছি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, نُورٌ أَنِّى দুই শব্দকে একসাথে মিশিয়ে এক শব্দ বানানো বড় ভুল এবং হাদীসের ইবারতে হস্তক্ষেপ করার শামিল। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩২৮২)

٥٦٦٠ -[٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ... وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ قَالَ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ. قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ: أَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُولُ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾؟ قَالَ: وَيْحَكَ إِذَا تَجَلّٰى بِنُورِهِ الَّذِىْ هُوَ نُورُهُ وَقَدْ رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ.

৫৬৬০-[৬] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ... وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ এ "(নাবীর) অন্তঃকরণ মিথ্যে মনে করেনি যা সে দেখে ছিল। সে যা দেখেছে সে বিষয়ে তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? অবশ্যই সে [নাবী (ﷺ)] তাঁকে [জিবরীল (আলায়হিস সালাম)-কে] আরেকবার দেখেছিল"– (সূরাহ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ১১-১৩); আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) অন্তর-চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দু'বার দেখেছেন। (মুসলিম)[৫০২]

আর তিরমিযীর বর্ণনাতে আছে– উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) তার প্রভুকে দেখেছেন, 'ইকরিমাহ্ বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি– ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ "চক্ষুসমূহ তাঁকে দেখতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুসমূহকে দেখতে পান"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১০৩)। উত্তরে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ। আরে! তা তো সেই সময়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন (তখন তাঁকে দেখা সম্ভব নয়) তবে মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রভুকে (স্বাভাবিক অবস্থায়) দু'বার দেখেছেন।

ব্যাখ্যা : (رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে দু'বার দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলাকে দু'বার দেখেছেন। উল্লেখিত ইবারতটুকু অধিকাংশ সালাফে-সালিহীনের অভিমতের বিপক্ষে এবং সরাসরি কুরআনের আয়াতেরও বিরুদ্ধে যায়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩২৭৯)

---

[৫০১] সহীহ : মুসলিম ২৯১-(১৭৮), মুসনাদে আহমাদ ২১৪২৯, মুসনাদে বাযযার ৩৯০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৩০০।

[৫০২] সহীহ : মুসলিম ২৮৫-(১৭৬)।

Scanned by CamScanner

٥٦٦١ -[٧] وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتّٰى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ. فَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ اللّٰهَ قَسَّمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسٰى فَكَلَّمَ مُوسٰى مَرَّتَيْنِ وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: هَلْ رَأٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعَرِيْ قُلْتُ: رُوَيْدًا ثُمَّ قَرَأْتُ ﴿لَقَدْ رَأٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى﴾ فَقَالَتْ: أَيْنَ تَذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ. مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأٰى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِيْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلٰكِنَّهُ رَأٰى جِبْرِيلَ لَمْ يَرَهُ فِيْ صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَمَرَّةً فِيْ أَجْيَادٍ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَرَوَى الشَّيْخَانِ مَعَ زِيَادَةٍ وَاخْتِلَافٍ وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا: قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى﴾؟ قَالَتْ: ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْتِيهِ فِيْ صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هٰذِهِ الْمَرَّةَ فِيْ صُورَتِهِ الَّتِيْ هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الْأُفُقَ.

৫৬৬১-[৭] শা'বী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে 'আরাফাতের মাঠে কা'বে আহবার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে এ বিষয়ে (আল্লাহ তা'আলার দর্শন সম্পর্কে) প্রশ্ন করলেন। তা শ্রবণে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন জোরে *আল্ল-হু আকবার* আওয়াজ দিলেন যে, তা পাহাড় পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। তখন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমরা হাশিম-এর বংশধর (অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, অতএব অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথা আমরা বলি না)। অতঃপর কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন ও বচনকে মুহাম্মাদ ﷺ ও মূসা আলায়হিস সালাম-এর মাঝে বিভক্ত করেছেন। অতএব মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ তা'আলার সাথে দু'বার কথাবার্তা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহকে দু'বার দেখেছেন। মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, মুহাম্মাদ ﷺ প্রভুকে দেখেছেন কি? জবাবে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে মাসরূক! তুমি আমাকে এমন এক কথা জিজ্ঞেস করেছ, যা শ্রবণে আমার দেহের পশম খাড়া হয়ে গেছে। মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে সুযোগ দিন। অতঃপর আমি এ আয়াতটি পাঠ করলাম– ﴿لَقَدْ رَأٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى﴾ "মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রভুর বিরাট বিরাট নিদর্শনসমূহ দেখেছেন"– (সূরাহ্ আন্ নাজম ৫৩ : ১৮)। তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, এ আয়াত তোমাকে কোথায় নিয়ে পৌছিয়েছে? বরং তা দ্বারা জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন,) যে লোক তোমাকে বলে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রভুকে দেখেছেন অথবা তাঁকে যা কিছু নির্দেশ করা হয়েছে, তা থেকে তিনি কিছু গোপন করেছেন অথবা মুহাম্মাদ ﷺ সেই পাঁচটি বিষয় অবগত ছিলেন, যেগুলো এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– ﴿إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ "কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."– (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ৩১)। (অর্থাৎ সে লোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর জঘন্য মিথ্যারোপ করল।

Scanned by CamScanner

প্রকৃত কথা হলো, না তিনি আল্লাহকে দেখেছেন, না তিনি আল্লাহর কোন বিধান গোপন করেছেন, আর না তিনি ঐ পাঁচটি ব্যাপারে অবগত ছিলেন, যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত ও তাঁর একক বৈশিষ্ট্য) হ্যাঁ; বরং তিনি জিবরীল (আলায়হিস সালাম)-কে দেখেছেন। অবশ্য জিবরীল (আলায়হিস সালাম)-কেও তিনি তাঁর আসলরূপে মাত্র দু'বার দেখেছেন। একবার সিদরাতুল মুনতাহার কাছে, আরেকবার 'উক্ববার 'আজইয়াদে। (আজইয়াদ মাক্কাহ্ নগরীতে একটি বস্তির নাম। أُجْيَادٍ নামে হেরেম শরীফের একটি দ্বারও আছে) রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন তখন তাঁর ছয়শত ডানা ছিল এবং তা গোটা আকাশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। (তিরমিযী)[৫০৩]

তবে বুখারী ও মুসলিম-এর বর্ণনাতে কিছু বাক্য বৃদ্ধি ও পার্থক্যসহ বর্ণিত আছে। যথা- মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা)-কে প্রশ্ন করলাম, দূরত্বে যদি তাই হয়, যা আপনি বলেছেন, তাহলে আল্লাহর বাণী- ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ۝﴾ "অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, অতঃপর আরো কাছে এলেন, তখন সে নৈকট্য ছিল দু' ধনুকের পরিমাণ, অথবা তারও কম"– (সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ৮-৯)। এটার অর্থ কি? উত্তরে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বললেন, এর দ্বারা জিবরীল (আলায়হিস সালাম)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি সাধারণত মানুষের আকৃতিতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতেন, কিন্তু এবার তিনি তাঁর প্রকৃতরূপে রসূল ﷺ-এর সামনে এসেছিলেন, ফলে তা গোটা আকাশ জুড়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, তিনি (কা'ব) আওয়াজ উঁচু করে এমন তাকবীর দিলেন পাহাড় পর্যন্ত আকাশ প্রতিধ্বনি দিল, মনে হচ্ছিল যে, তিনি প্রশ্নটাকে খুব বড় মনে করেছিলেন তাই তিনি তাকবীর দিয়েছেন। হয়তো ঐ প্রশ্নটি ছিল আল্লাহর দর্শন সম্পর্কিত, তাই তার শরীরের পশম পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

(هَلْ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهٗ؟) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি প্রতিটি আয়াত পড়েছি, যার উপসংহার হলো এই আয়াতটি, ﴿لَقَدْ رَاٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى﴾ "সে তার প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিল"– (সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ১৮)। যেমন অন্য আরেকটি বর্ণনাতে তার সমর্থন করে, অর্থাৎ «قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَوْلُهٗ: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ۝﴾ অতএব আমি বলব, অন্য বর্ণনাটির মধ্যেও رَاٰى শব্দটি নেই, অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি (আল্লাহ) উদ্দেশ্য নিয়েছেন তার মান মুতাবেক বড় একটি নিদর্শন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَقَالَتْ: أَيْنَ تَذْهَبُ بِكَ؟) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ তুমি আয়াতের অর্থ থেকে যা বুঝেছ ভুল বুঝেছ এবং এই মত পোষণ করছ। আর আয়াত তাকে এই ভুল মতের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অতএব সার কথা হলো উক্ত আয়াতে জিবরীল (আলায়হিস সালাম)-ই উদ্দেশ্য।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩২৭৮)

٥٦٦٢ - [٨] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيْ قَوْلِهٖ: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى﴾ وَفِيْ قَوْلِهٖ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى﴾ وَفِيْ قَوْلِهٖ: ﴿رَاٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى﴾ قَالَ فِيهَا كُلِّهَا: رَاٰى جِبْرِيلَ (عليه السلام) لَهٗ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৫০৩] সানাদ য'ঈফ : তিরমিযী ৩২৭৮, মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ য'ঈফ।

Scanned by CamScanner

وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبْرِيلَ فِيْ حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ وَلِلْبُخَارِيِّ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ قَالَ: رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ.

৫৬৬২-[৮] ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। আল্লাহর বাণী- ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ "ফলে (নাবী ﷺ ও জিবরীলের মাঝে) দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা আরো কম"- (সূরাহ্ আন্ নাজ্ম ৫৩ : ৯) এবং ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ "(নাবীর) অন্তঃকরণ মিথ্যে মনে করেনি যা সে দেখেছিল" (সূরাহ্ আন্ নাজ্ম ৫৩ : ১১) ও ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ "সে তার প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিল"- (সূরাহ্ আন্ নাজ্ম ৫৩ : ১৮) এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-কে দেখেছেন এবং তার ছয়শত ডানা আছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫০৪]

আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (সূরাহ্ আন্ নাজ্ম ৫৩ : ১১)-এর সম্পর্কে বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-কে এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন, তিনি আকাশ ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যতাকে জুড়ে রেখেছেন।

আর বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (সূরাহ্ আন্ নাজ্ম ৫৩ : ১৮)-এর ব্যাখ্যায় ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সবুজ রঙের রফরফ (পরিহিত জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-কে) দেখেছেন, যা গোটা আকাশ জুড়ে রেখেছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিও 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করে কেননা এখানেও 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যাখ্যা করলেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-কেই ডানা সহকারে দেখেছেন। অতএব উক্ত আয়াতগুলোর সমস্ত যমীরই (উপনাম) জিবরীলের দিকে ফিরে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮/৩২৮৩)

٥٦٦٣ -[٩] وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ فَقِيلَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِلَى ثَوَابِهِ. فَقَالَ مَالِكٌ: كَذَبُوا فَأَيْنَ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾؟ قَالَ مَالِكٌ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْيُنِهِمْ وَقَالَ: لَوْ لَمْ يَرَ الْمُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُعَيِّرِ اللهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫৬৬৩-[৯] ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ)-কে আল্লাহর বাণী- ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে"- (সূরাহ্ আল ক্বিয়া-মাহ্ ৭৫ : ২৩); সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং বলা হয়, এক সম্প্রদায় (মু'তাযিলাগণ) বলে যে, এর অর্থ তারা স্বীয় সাওয়াবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তখন ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা মিথ্যা বলেছে। তারা এ আয়াতের কি ব্যাখ্যা করবে? ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ "কাফিরদেরকে তাদের প্রভুর দর্শন থেকে আলাদা রাখা

---

[৫০৪] সহীহ : বুখারী ৪৮৫৫, মুসলিম ২৮১-(১৭৪), তিরমিযী ৩৮২২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৮১২৫, মুসনাদে আহমাদ ৩৭৮০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৫৩১।

Scanned by CamScanner

হবে"– (সূরাহ্ আল মুত্বাফ্‌ফিফীন ৮৩ : ১৫)। অতএব ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আয়াতটির ভাষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানদার লোকেরা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে। তিনি আরো বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন যদি ঈমানদারগণ তাদের প্রভুর দেখা না পায়, তাহলে– ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে তাঁর দর্শন না পাওয়াতে তিরস্কার করতেন না। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৫০৫]

ব্যাখ্যা : (فَقِيلَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ...) উল্লেখিত গোষ্ঠী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মু'তাযিলা ফিরকা। কেননা তারা আখিরাতে আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করে, তাই তারা ঐ আয়াতের ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ অর্থাৎ তাদের "রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে" ব্যাখ্যা করে এভাবে : তাদের রবের প্রতিদানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যা একদম স্পষ্ট অপব্যাখ্যা, তাই ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) রাগান্বিত হয়ে বললেন যে, তারা আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করে, এরপর তিনি কুরআন থেকে একটি দলীল দিলেন যে, আল্লাহ বলেন, ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ অর্থাৎ তারা (কাফিরগণ) সেদিন তাদের রবের থেকে আড়ালকৃত হবে– (সূরাহ্ আল মুত্বাফ্‌ফিফীন ৮৩ : ১৫)। অতএব এ আয়াতের তারা কি ব্যাখ্যা করবে? আর সমস্ত মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মু'মিনগণ, কেননা কাফিররা আল্লাহকে দেখতে পারবে না। অতএব যদি মু'মিনগণ আল্লাহকে না দেখে তাহলে কাফিরদেরকে আড়াল করার কোন অর্থ হয় না? তাই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মু'তাযিলাদের মতাদর্শ ভ্রান্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٦٤ -[١٠] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ نورٌ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ: وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ قَالَ: فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫৬৬৪-[১০] জাবির (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : জান্নাতবাসীগণ যখন তাদের আনন্দ উপভোগে লিপ্ত থাকবে, এমন সময় হঠাৎ তাদের ওপর একটি আলো চমকিত হবে, তখন তারা মাথা তুলে সেদিকে তাকিয়ে দেখবে, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন উপর থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য করে আছেন। সে সময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! *আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম* (তোমরা আরামে ও নিরাপদে থাক) আল্লাহর কালামে ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ "দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে 'সালাম' বলে সম্ভাষণ করা হবে"– (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ৫৮); দ্বারা এ সময়ের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের দিকে এবং জান্নাতীগণ আল্লাহর দিকে দৃষ্টি দিবে, ফলে তারা আল্লাহর দর্শন থেকে চক্ষু ফিরিয়ে অন্য কোন নি'আমাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না এবং আল্লাহ তা'আলা আড়াল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে শুধু সেদিকে চেয়ে থাকবে, সবশেষে কেবলমাত্র তাঁর নূর এবং বারাকাত অবশিষ্ট থাকবে। (ইবনু মাজাহ)[৫০৬]

---

[৫০৫] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) তা'লীক্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩/৬৪২ পৃ., দেখুন- হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২২২ পৃ.।

[৫০৬] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ১৮৪, সহীহুল জামি' ২৩৬৩, ফাযল আর্ রুক্বাশী মুনকারুল হাদীস, আর তার থেকে আবূ 'আসিম হলো হাদীস বর্ণনায় দুর্বল; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২২২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিও জান্নাতে আল্লাহর দর্শনকে প্রমাণ করে, কুরআনের এক আয়াতে এদিকেই ইশারা দেয়া হয়েছে,

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ۝﴾

অর্থাৎ "নিশ্চয় জান্নাতীরা সেদিন আনন্দ করবে তারা এবং তাদের স্ত্রীরা সকলে মিলে ছাঁয়ার নিচে গদির উপর টেক লাগিয়ে। আর তাদের জন্য থাকবে বিভিন্ন রকমের ফল এবং তারা যা চাইবে তাই পাবে আর তাদের দয়াময় রবের পক্ষ থেকে সালাম পাবে"– (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ৫৫-৫৮)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٧) بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَهْلِهَا

অধ্যায়-৭ : জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٦٦٥ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «نَارُكُمُ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ». وَفِيهَا: «عَلَيْهَا» وَ «كُلُّهَا» بَدَلَ «عَلَيْهِنَّ» وَ «كُلُّهُنَّ».

৫৬৬৫-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের সত্তর অংশের এক অংশ মাত্র। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! (জাহান্নামীদের শাস্তিদানের জন্য) দুনিয়ার আগুন তো যথেষ্ট ছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তর ভাগ বর্ধিত করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫০৭]

উল্লিখিত হাদীসটির শব্দগুলো বুখারীর। আর মুসলিম-এর বর্ণনার শব্দ হলো– «نَارُكُمُ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ» তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন যা আদাম সন্তান প্রজ্জ্বলিত করে এবং তার বর্ণনায় «كُلُّهَا» ও «عَلَيْهَا» এ শব্দ দু'টির পরিবর্তে «كُلُّهُنَّ» ও «عَلَيْهِنَّ» উল্লেখ রয়েছে।

---

[৫০৭] সহীহ : বুখারী ৩২৬৫, মুসলিম ৩০-(২৮৪৩), মুসনাদে আহমাদ ৮১১১, তিরমিযী ২৫৮৯, সহীহুল জামি' ৬৭৪২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৬৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا) ইমাম গাজালী (রহিমাহুল্লাহ) "ইয়াহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন"-এ বলেন, তুমি জান যে তুমি অনুমান করতে ভুল করবে। কেননা দুনিয়ার আগুন দিয়ে জাহান্নামের আগুন অনুমান করা যাবে না। কিন্তু দুনিয়াতে যেহেতু এই আগুনের শাস্তিকেই সবচেয়ে কঠিন শাস্তি মনে করা হয় তাই এই আগুন দিয়েই উদাহরণ দেয়া হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(مِنْ سَبْعِينَ) এখানে সংখ্যাটাই মূল উদ্দেশ্য নয় বরং তাপমাত্রার আধিক্যতা হলো মূল্য উদ্দেশ্য, অন্য আরেক বর্ণনায় একশত গুণের কথা বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী হা. ৩৭৩)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়ার আগুনের উপরে জাহান্নামের আগুনের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত আয়াত দ্বারা পুনরাবৃত্তি করলেন এজন্য যে, দুনিয়ার আগুনটা মূলতপক্ষে জাহান্নামের আগুনের কোন অংশ নয়, বরং একটা উদাহরণমাত্র, কেননা মাখলূক্বের 'আযাব যদি এত ভয়ঙ্কর হয় তাহলে খালিক্বের 'আযাব আরো কত ভয়ঙ্কর হবে? (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৫০০, ২৫৮৯; ফাতহুল বারী হা. ৩২৬৫)

٥٦٦٦ - [٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৬৬-[২] ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার সত্তরটি লাগাম থাকবে এবং সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশতা) প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে, তারা তা টেনে আনবে। (মুসলিম)[৫০৮]

ব্যাখ্যা : (يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ) অর্থাৎ জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে তার জায়গা থেকে, যেই জায়গাতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে একটি আয়াত রয়েছে, ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ "সেদিন জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে"– (সূরাহ্ আল ফাজ্র ৮৯ : ২৩)। আর সেদিন দ্বারা উদ্দেশ্য ক্বিয়ামাতের দিন।

(سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ) এখানে লাগামের কথা বলা হয়েছে, কেননা সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশতা) প্রতিটা লাগাম ধরে টানবে– এটা বলার উদ্দেশ্য হলো তার বড়ত্ব বুঝানো এবং হাশরের ময়দানে চলে আসা থেকে বাধা দেয়া তবে যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ চাইবেন তাদের নিকট চলে আসবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৭৩)

٥٦٦٧ - [٣] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يُرٰى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬৬৭-[৩] নু'মান ইবনু বাশীর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ লোকের হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'খানা জুতা পরানো হবে, তাতে তার মগজ এমনিভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে তামার পাত্রে পানি ফুটতে থাকে। সে

---

[৫০৮] সহীহ : মুসলিম ২৯-(২৮৪২), তিরমিযী ২৫৭৩, সহীহুল জামি' ৮০০১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৬৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭৫৮।

Scanned by CamScanner

ধারণা করবে, তার অপেক্ষা কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না, অথচ সে হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত লোক। (বুখারী ও মুসলিম)[৫০৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে স্পষ্টভাবে ইশারা করা হয়েছে যে, জাহান্নামীদের 'আযাবের মধ্যে কম বেশি হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٦٨ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৬৬৮-[৪] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে আবূ ত্বালিব-এর। তার দুই পায়ে দু'টি আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। তাতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। (বুখারী)[৫১০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আবূ ত্বালিবই হলেন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ 'আযাব ভোগকারী হবে। তবে গুনাহগার মু'মিনদের 'আযাবের কথা বলা হয়নি অত্র হাদীসে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٦٩ -[٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُؤْتٰى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتٰى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ. فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِيْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৬৯-[৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে চুবিয়ে উঠানো হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদাম সন্তান! তুমি কি কখনো আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কি কখনো তোমার নি'আমাতের সুখ অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না আল্লাহর শপথ, হে আমার প্রভু! অতঃপর জান্নাতবাসীদের থেকে এমন এক লোককে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুঃখ-কষ্টের জীবনযাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে প্রশ্ন করা হবে, হে আদাম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছ? এবং তুমি কি কখনো কঠোরতার মুখোমুখী হয়েছিলে? সে

---

[৫০৯] সহীহ : বুখারী ৬৫৬১, মুসলিম ৩৬২-(২১২), তিরমিযী ২৬০৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৬৮০, সহীহুল জামি' ২০৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৮৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৮৪৪৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪১৩২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭১১, মুসনাদে বায্যার ৩২৩৫, মুসনাদে আহমাদ ২৬৯০, দারিমী ২৮৪৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭৩৪।

[৫১০] সহীহ : মুসলিম ৩৬২-(২১২), বুখারী ৬৫৬২, মুসনাদে আহমাদ ২৬৩৬, সহীহুল জামি' ২৫৩২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪১৩৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭১১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭৩৫।

Scanned by CamScanner

বলবে, না আল্লাহর শপথ, হে আমার প্রভু! আমি কখনো দুঃখকষ্টে পতিত হইনি। আর কখনো কোন কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। (মুসলিম)[৫১১]

ব্যাখ্যা : (هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ) এখানে কথার মধ্যে অতিরিক্ততা আছে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, জাহান্নামী দুনিয়ার সমস্ত ভোগ বিলাসের কথা অস্বীকার করবে আর জান্নাতী দুনিয়ার সমস্ত কষ্ট-ক্লান্তির কথা অস্বীকার করবে। কেননা জাহান্নামের কঠোরতা জাহান্নামীকে সব ভুলিয়ে দিবে আর জান্নাতীকে জান্নাতের আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত কষ্টকে ভুলিয়ে দিবে। অতএব ঐ বিলাসিতায় কি লাভ আছে, যার শেষ হলো জাহান্নাম এবং ঐ দুঃখে কি সমস্যা আছে যার ভবিষ্যত হলো জান্নাত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী হা. ১৭/২৮০৭)

٥٦٧٠ -[٦] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬৭০-[৬] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত লোককে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সেগুলোর বিনিময়ে এ শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আদামের ঔরসে থাকাকালে এর চেয়েও সহজতর বিষয়ে আমি আদেশ করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শারীক করো না, কিন্তু তুমি এটা অগ্রাহ্য করেছ এবং আমার সাথে শারীক করেছ। (বুখারী ও মুসলিম)[৫১২]

ব্যাখ্যা : এটা হাদীসে কুদসী অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর থেকে বর্ণনা করেন,

(أَرَدْتُ مِنْكَ) এই হাদীসের বাহ্যিকটা মু'তাযিলাদের মতাদর্শের সমর্থন করে। কেননা তারা মনে করে যে, আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিটা অস্থায়ী, স্থায়ী নয় অথচ আল্লাহ যেমন চিরস্থায়ী অনুরূপ তার ইচ্ছা, তার সমস্ত গুণাবলি স্থায়ী। অতএব এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো إرادة শব্দটি امر এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর ইচ্ছা ও আদেশের মধ্যে পার্থক্য হলো, যে জিনিসটা দুনিয়াতে অবশ্যই একমাত্র তার ইচ্ছাতেই চলবে সেটা হলো ইচ্ছা। আর আদেশ হলো যে তার বিরোধিতাও করার শক্তি দেয়া হবে। অতএব আমি (মুল্লা 'আলী ক্বারী) বলছি, নিশ্চয় ঈমানের আদেশটা সমস্ত মুকাল্লাফ (শারী'আতের আদেশপ্রাপ্ত) ব্যক্তিদের ওপর করা হয়েছে আর ঈমান আনার ইচ্ছাটা কিছু কিছু মানুষের সাথে করা হয়েছে আর কিছু কিছু মানুষের সাথে কুফরীর ইচ্ছা করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৩৩৩৪, শারহুন্ নাবাবী হা. ১৭/২০০৫)

٥٦٧١ -[٧] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৫১১] সহীহ : মুসলিম ৫৫-(২৮০৭), মুসনাদে আহমাদ ১৩১৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৯০।

[৫১২] সহীহ : বুখারী ৬৫৩৮, মুসলিম ৫২-(২৮০৫), মুসনাদে আহমাদ ১৪১৩৯, আবূ ইয়া'লা ২৯২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৫১।

Scanned by CamScanner

৫৬৭১-[৭] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, জাহান্নামের আগুন তার পায়ের টাখনু অবধি পৌছবে। তাদের মধ্যে কারো হাঁটু পর্যন্ত আগুন পৌছবে, কারো কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো ঘাড় পর্যন্ত পৌছবে। (মুসলিম)[৫১৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নামে গুনাহগার মু'মিনদের ও শাস্তির মধ্যে কম বেশি থাকবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসের প্রথম অংশ শারহুস্ সুন্নাতে রয়েছে, আবূ সা'ঈদ-এর বর্ণনায় যে, যখন মু'মিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, অতএব আগুন কারো টাখনু পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে ইত্যাদি এবং শেষে রয়েছে তারা তাদেরকে চিনবে তাদের চেহারা দেখে, কেননা তাদের চেহারাগুলো আগুন খাবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥٦٧٢ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَذُكِرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إِذَا اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا». فِي بَابِ «تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ»

৫৬৭২-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের মধ্যে কাফিরদের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণের দূরত্ব পরিমাণ।

অপর এক বর্ণনায় আছে– কাফিরের এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার দেহের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। (মুসলিম)[৫১৪]

এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত «إِذَا اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا» "যখন জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করবে" হাদীসটি «تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ» "সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা"-এর অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : কাফিরদের অঙ্গসমূহের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হবে 'আযাব আস্বাদন করার জন্য।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা কাফিরদের জন্য। কেননা অনেক হাদীসে আসছে যে, অহঙ্কারীদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন একত্রিত করা হবে ধূলিকণার মতো করে পুরুষের আকৃতিতে, এরপর জাহান্নামের শিকলে টেনে নেয়া হবে।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিশ্চয় এ হাদীসটি প্রমাণ বহন করে জাহান্নামের ভিতরে কাফিরদের শরীর বড় হওয়ার ব্যাপারে। তবে ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হাশরের দিনের কথা বলা হয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৬৫৫১)

---

[৫১৩] সহীহ : মুসলিম ৩২-(২৮৪৫), মুসনাদে আহমাদ ২০১১৫, সহীহুল জামি' ২২৩৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৮৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪১৭৯, মুসনাদে আহমাদ ২০১১৫, শু'আবুল ঈমান ৩১৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৮২৮।

[৫১৪] সহীহ : বুখারী ৬৫৫১, মুসলিম ৪৫-(২৮৫২), সহীহুল জামি' ৫৫৯১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৮১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬২৭।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٧٣ -[٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৭৩-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন : জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে একহাজার বছর পর্যন্ত জ্বালানো হয়েছে, তাতে তা লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হয়, ফলে তা সাদা হয়ে যায়। অতঃপর একহাজার বছর অবধি জ্বালানো হয়, অবশেষে তা কালো হয়ে যায়। অতএব তা এখন ঘোর অন্ধকার কালো অবস্থায় রয়েছে। (তিরমিযী)[৫১৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে যে, জাহান্নামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটাই আহলুস সুন্নাহর মত, তবে ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন মু'তাযিলা এবং কিছু বিদ্'আতী ভ্রান্ত ফিরকাসমূহ। তাদের 'আক্বীদাহ্ হলো জান্নাত জাহান্নামকে এখনো তৈরি করা হয়নি।

অতএব এমনটি খুবই দুর্বল এবং ভুল ধারণামাত্র। জান্নাত-জাহান্নাম তৈরি করা হয়েছে এই পক্ষে আরো বহু হাদীস আছে যেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৬৯১)

٥٦٧٤ -[١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৭৪-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন কাফিরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো, রান বা উরু হবে বায়যা' পাহাড়ের মতো মোটা এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে তিন দিনের দূরত্ব পরিমাণ বিস্তীর্ণ। যেমন- 'রব্যাহ্' (মাদীনাহ্ হতে দূরত্বের ব্যবধান)। (তিরমিযী)[৫১৬]

ব্যাখ্যা : (الْبَيْضَاءِ) এটা একটি পাহারের নাম। ব্যাখ্যাকার বলেন, এটা 'আরবের অঞ্চলগুলোর মধ্যে থেকে একটি জায়গা।

(مِثْلُ الرَّبَذَةِ) মাদীনার নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম এমনটিই নিয়াহাহ্ গ্রন্থে এসেছে। কেউ বলেছেন, মাক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

কেউ বলেছেন যে, মাদীনার একটি গ্রাম, মাদীনাহ্ থেকে তিন রাতের দূরত্ব। ব্যাখ্যাকার বলেন, যাতু 'ইর্কের নিকটবর্তী।

---

[৫১৫] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৯১, ইবনু মাজাহ ৪৩২০, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৯৪১, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২১২৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৩২, শারীক ইবনু 'আবদুল্লাহ আন্ নাসায়ী আল ক্বাযী-এর মুখস্থশক্তি য'ঈফ বা দুর্বল; য'ঈফাহ্ ১৩০৫।

[৫১৬] সহীহ : তিরমিযী ২৫৭৮, তারাজু'আতুল আলবানী ৯৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১০৫, সহীহুল জামি' ৩৮৯০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৮২, মুসনাদে আহমাদ ৮৩২৭।

Scanned by CamScanner

(مِثْلُ الرَّبَذَةِ) অর্থাৎ মাদীনাহ্ এবং রবাযাহ্-এর মাঝের দূরত্বের সমান হবে। কেননা নাবী ﷺ যখন এ হাদীস বলেছেন তখন তিনি মাদীনাতেই ছিলেন এবং এর সমর্থন করে অন্য একটি বর্ণনা যা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, আমার মাঝে এবং রবাযার মাঝে যতটুকু দূরত্ব আছে জাহান্নামীদের নিতম্ব এই পরিমাণ হবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٧٥ -[١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهٗ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهٗ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৭৫-[১১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের মধ্যে কাফিরের দেহের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মাক্কাহ্-মাদীনার মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান পরিমাণ। (তিরমিযী)[৫১৭]

ব্যাখ্যা : আল জামি' গ্রন্থের শব্দ হচ্ছে, «ثُنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ» অর্থাৎ বিয়াল্লিশ গজ হবে জাববার-এর হাতে।

ক্বামূস-এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, ذِرَاع হলো কনুই থেকে মধ্যম অঙ্গুলির মাথা পর্যন্ত।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৭৭)

٥٦٧٦ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৬৭৬-[১২] ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (জাহান্নামে) কাফির তার জিহ্বা এক ক্রোশ দুই ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেঁচড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা তা মাড়িয়ে চলবে। [আহমাদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৫১৮]

ব্যাখ্যা : فَرْسَخ শব্দটিকে 'আরবীতে তিন মাইল বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

এ হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, «إِنَّ الْكَافِرَ ليجر لسانه فرسخين» অর্থাৎ কাফিরদের জিহ্বা ক্বিয়ামাতের দিন দুই فَرْسَخ ফারসাখ (ছয় মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হবে আর মানুষ সেই জিহ্বা পাড়াবে এবং এটাই সহীহ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৪৮৯, ২৫৮০)

٥٦٧٧ -[١٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يُتَصَعَّدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيُهْوٰى بِهٖ كَذٰلِكَ فِيهِ أَبَدًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৭৭-[১৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাঃ রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামে স'উদ নামে একটি পাহাড় আছে (কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে) কাফিরকে সত্তর বছরে তার

---

[৫১৭] **সহীহ :** তিরমিযী ২৫৭৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১০৫, সহীহুল জামি' ২১১৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৮২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪১৫৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৭৬০।

[৫১৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৫৮০, য'ঈফাহ্ ১৯৮৬, য'ঈফুল জামি' ১৫১৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৬৩, আবুল মাখারিক্ব অপরিচিত; য'ঈফাহ্ ১৯৮৬।

Scanned by CamScanner

উপরে উঠানো হবে এবং সেখান হতে তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ অবস্থায় সর্বদা উঠানামা করতে থাকবে। (তিরমিযী)[৫১৯]

ব্যাখ্যা : (الصَّعُوْدُ) এটা কুরআনের আয়াত ﴿سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا﴾ অর্থাৎ আমি তাকে জাহান্নামের পিচ্ছিল পাথুরে নির্মিত স'উদ পাহাড়ে আরোহণ করতে বাধ্য করব– (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ১৭)। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জাহান্নামের মধ্যে পিচ্ছিল পাথরের একটি পাহাড় থাকবে এবং কাফিরকে চড়তে বাধ্য করা হবে। خَرِيفًا এ শব্দটির অর্থ হলো শরৎকাল কিন্তু 'আরবরা এই শব্দটিকে বছরের অর্থে ব্যবহার করে, কেননা প্রতিটি কাল বা ঋতু বছরে একবার করেই আসে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٧٨ -[١٤] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْ قَوْلِهٖ: ﴿كَالْمُهْلِ﴾ أَيْ كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ إِلٰى وَجْهِهٖ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهٖ فِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৭৮-[১৪] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী) হতে নাবী ﷺ বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿كَالْمُهْلِ﴾ "(তেলের) গাদ" (সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ ১৭ : ২৯)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা যায়তূন তেলের নীচের তপ্ত গাদের মতো। যখন তা তার মুখের কাছে নেয়া হবে, তখন গরম উত্তাপে তার মুখের চামড়া-মাংস তাতে খসে পড়বে। (তিরমিযী)[৫২০]

ব্যাখ্যা : ﴿كَالْمُهْلِ﴾ শব্দটির ব্যাখ্যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ করলেন যে, এটা হচ্ছে তেলের নীচের গাদ।

فَرْوَةُ (سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهٖ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চামড়া। মূলতপক্ষে فَرْوَةُ মানে হলো মাথার চামড়া যার উপর চুল গজায়, তবে এখানে চেহারার চামড়া উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ২৫৮৪)

٥٦٧٩ -[١٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتّٰى يَخْلُصَ إِلٰى جَوْفِهٖ فَيَسْلُتَ مَا فِيْ جَوْفِهٖ حَتّٰى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৭৯-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামীদের মাথার উপর তপ্ত গরম পানি ঢালা হবে এবং তা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলে পেটের মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছু বিগলিত হয়ে পায়ের দিক দিয়ে নির্গত হবে। কুরআনে বর্ণিত الصِّهْرُ (বিগলিত) করা হবে দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আবার সে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে (পুনরায় তা ঢালা হবে)। (তিরমিযী)[৫২১]

---

[৫১৯] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৩২৬, য'ঈফুল জামি' ৩৫৫২, আবূ ইয়া'লা ১৩৮৩, য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো সানাদে দার্‌রাজ আবুস্ সাম্‌হ য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২২৭ পৃ., ৫৬০৫ নং; য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৩৭।

[৫২০] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৮১, মুসনাদে আহমাদ ১১৬৯০, আবূ ইয়া'লা ১৩৭৫, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৯৩০, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৭৩; রিশদীন ইবনু সা'দ য'ঈফ, আর দার্‌রাজ হলো মুনকারুল হাদীস।

[৫২১] সহীহ : আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছিলেন, তিরমিযী ২৫৮২, য'ঈফুল জামি' ১৭৪৩৩; অতঃপর তিনি (৫৬৭৯ নং-এ) সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৭০, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৭৯, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫৬০৭, দেখুন- তারাজু'আতুল আলবানী ৭১ নং।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ঐ আয়াতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে,

﴿يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ﴾ অর্থাৎ যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে এবং তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ২০)

(ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ) এটা দ্বারা ঐ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا﴾ "যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদের চামড়াগুলো পাল্টিয়ে দিব যাতে তারা আবার আস্বাদন করতে পারে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৫৬)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৮২)

٥٦٨٠ ـ [١٦] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِهٖ: ﴿يُسْقٰى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهٗ﴾ قَالَ: "يُقَرَّبُ إِلٰى فِيهِ فَيَكْرَهُهٗ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوٰى وَجْهَهٗ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهٖ فَإِذَا شَرِبَهٗ قَطَّعَ أَمْعَاءَهٗ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهٖ. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ وَيَقُوْلُ: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৮০-[১৬] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে নাবী (সাঃ) বর্ণনা করেন। আল্লাহর বাণী- ﴿يُسْقٰى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهٗ﴾ "জাহান্নামীদের পুঁজ ও কদর্য রক্ত জাহান্নামীদেরকে পান করানো হবে, যা তারা ঢগঢগ করে গিলবে"– (সূরাহ্ ইব্‌রা-হীম ১৪ : ১৬)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, উক্ত পানীয় তার মুখের কাছে নেয়া হবে, কিন্তু সে তাকে পছন্দ করবে না। আর যখন তাকে মুখের কাছাকাছি করা হবে, তখন তার চেহারা (তার উত্তাপে) দগ্ধ হয়ে যাবে এবং তার মাথার চামড়া খসে পড়বে। আর যখন সে তা পান করবে তখন তার নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ "...এবং জাহান্নামীদেরকে এমন তপ্ত গরম পানি পান করানো হবে যে, তাতে তাদের নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে বের হবে"– (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ﴾ "...জাহান্নামীগণ যখন পানি চাবে তখন তেলের গাদের মতো পানি তাদেরকে দেয়া হবে, যাতে তাদের চেহারা দগ্ধ হয়ে যাবে। এটা খুবই মন্দ পানীয় বস্তু..."– (সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ ১৮ : ২৯)। (তিরমিযী)[৫২২]

ব্যাখ্যা : (يُقَرَّبُ إِلٰى فِيهِ) এ হাদীসের সমর্থন কুরআনে এভাবে এসেছে যে, ﴿يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهٗ...﴾ অর্থাৎ সে তা গিলতে চাইবে কিন্তু সে সহজে গিলতে পারবে না– (সূরাহ্ ইবরা-হীম ১৪ : ১৭)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৮৪)

٥٦٨١ ـ [١٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৫২২] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৮৩, 'উবায়দুল্লাহ ইবনু বুস্‌র- তাকে চেনা যায় না; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২২৮, পৃ. ৫৬০৮, য'ঈফাহ্ ৬৮৯৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৫৫।

Scanned by CamScanner

৫৬৮১-[১৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নাম চারটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। (তিরমিযী)[৫২৩]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (لِسُرَادِقِ النَّارِ) এখানে '*লাম*'-এর উপর যবর পড়া যাবে তখন এই অংশটুকু মুবতাদাহ্ হবে আর '*লাম*'-এর উপর যেরও পড়া যায় তখন এই অংশটুকু খবর হবে আর এটাই অধিক স্পষ্ট। لِسُرَادِقِ বলা হয় প্রত্যেক ঐ জিনিসকে যা কোন কিছুকে বেষ্টন করে রাখে যেমন দেয়াল, তাবু ইত্যাদি। আর কুরআনে অন্য আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ অর্থাৎ "আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার বেষ্টনি তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে।" (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ২৯)

كِثَفُ এই শব্দে ك-এর উপর পেশও পড়া যায় এবং যেরও যবরও পড়া যায়, তবে যেরটাই পড়া ভালো, অধিকাংশ ব্যাখ্যা গ্রন্থে যেরই আছে। আর এটা كَثِفُ এর বহুবচন যার অর্থ হলো মোটা পুরু ইত্যাদি। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥٦٨٢ -[١٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৮২-[১৮] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামীদের কদর্য পুঁজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে এটা সমস্ত দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দেবে। (তিরমিযী)[৫২৪]

ব্যাখ্যা : (غَسَّاقٍ) হলো জাহান্নামীদের পুঁজ এবং ময়লা পানি। কেউ বলেছেন, তাদের পঁচা রক্ত, কেউ বলেন তীব্র ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে পান করা অসাধ্য হবে, যেমন অধিক গরম হওয়ার কারণে পানি পান করা যায় না। কিন্তু আমি (মুল্লা 'আলী ক্বারী) বলছি, এসবগুলো মিশ্রিত পানি হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٨٣ -[١٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو أَن قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قَطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ؟» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৫৬৮৩-[১৯] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ﴾ "...তোমরা আল্লাহকে যথার্থ ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১০২)। (অতঃপর) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

---

[৫২৩] সানাদ য'ঈফ : সানাদে দাররাজ আছে, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৪৮ য'ঈফুল জামি' ৪৬৭৫, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২২৮।

[৫২৪] সানাদ য'ঈফ : সানাদে দাররাজ আছে; তিরমিযী ২৫৮৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৫৬, য'ঈফুল জামি' ৪৮০৩, মুসনাদে আহমাদ ১১২৪৭, আবূ ইয়া'লা ১৩৮১, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২২৯ পৃ.।

Scanned by CamScanner

যদি 'যাক্কূম' গাছের এক ফোঁটা এ দুনিয়ায় পড়ে, তবে সমস্ত দুনিয়াবাসীর জীবনধারণের উপকরণসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোকেদের দুর্দশা কিরূপ হবে, এটা যাদের খাদ্য হবে? [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ][৫২৫]

ব্যাখ্যা : ﴿اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ...﴾ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করা ওয়াজিব ফার্যগুলো আদায়ের মাধ্যমে এবং গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তার আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা না করা, কৃতজ্ঞতা আদায় করা, কুফ্রী না করা এবং তাকে স্মরণ করা, ভুলে না যাওয়া।

مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ একত্ববাদী, নিবেদিত, বশীভূত, অনুতপ্ত এবং ভয় এবং আশার সমন্বয়কারী এবং আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণকারী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

الزَّقُّوْمِ এক প্রকারের গাছের পানি যে গাছ জাহান্নামের গোড়া থেকে একাকি বলে হবে। কেউ বলেছেন, যাক্কূম হলো একটি তিক্ত ও দুর্গন্ধময় খবীস গাছ, যা জাহান্নামীরা ভক্ষণ করতে অপছন্দ করবে।

কেউ কেউ বলেন যে, زَقُّوْم হলো এক প্রকারের খাদ্য যা খেজুর ও মাখন দ্বারা তৈরি করা হত এবং তা গিলে খেতে হত। অতএব যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْأَثِيْمِ﴾ অর্থাৎ নিশ্চয় যাক্কূম বৃক্ষ গুনাহগারদের খাদ্য"– (সূরাহ্ আদ্ দুখা-ন ৪৪ : ৪৩)। তখন আবূ জাহ্ল বলল যে, মাখন দিয়ে খেজুর গিলে খাব সমস্যা কি? তখন আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করলেন যে, এটা জাহান্নামের গোড়া থেকে গজায় এটা দুনিয়ার মতো নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৫৮৫)

٥٦٨٤ - [٢٠] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ﴾ قَالَ: «تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتّٰى تَبْلُغَ وَسْطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِيْ شَفَتُهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৮৪-[২০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর বাণী- ﴿وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ﴾ "আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে"– (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ১০৪);এর অর্থ হলো, জাহান্নামী লোকের অবস্থা এই হবে যে, আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার মুখ ভাঁজা-পোড়া হয়ে উপরের ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে মাথার মধ্যস্থলে পৌছবে এবং নিচের ঠোঁট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে। (তিরমিযী)[৫২৬]

ব্যাখ্যা : كَالِحُوْنَ বিভৎস চেহারাবিশিষ্ট, এমনকি আগুন তাদের চেহারাগুলো জ্বালিয়ে দিবে। কেউ বলেছেন, তাদের দাঁতগুলো বেড়িয়ে যাবে আর এটাই রসূল ﷺ-এর ব্যাখ্যার উপযোগী।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৮৭)

---

[৫২৫] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৮৫, ইবনু মাজাহ ৪৩২৫, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৯৪৪, য'ঈফুল জামি' ৫২৫০, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৫৯, মুসনাদে আহমাদ ৩১৩৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১০৭০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৯০৫; আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে সহীহ বলেন, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৬১১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২/৪৫১, পরবর্তীতে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় যে, এটা য'ঈফ, কারণ আ'মাশ '*আন* দ্বারা বর্ণনা করেছে, আর তার ও মুজাহিদের মাঝে আবূ ইয়াহ্ইয়া আল কৃত্তাত য'ঈফ, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২২৯, হা. ৫৬১১, য'ঈফাহ্ ৬৭৮২।

[৫২৬] য'ঈফ : তিরমিযী ৩১৭৬, মুসনাদে আহমাদ ১১৮৫৪, য'ঈফ হওয়ার কারণ সানাদে আবুস্ সাম্হ (দাররাজ) আছে; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২২৯, ৫৬১২।

Scanned by CamScanner

٥٦٨٥ -[٢١] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكَوْا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ حَتّٰى تَسِيلَ دُمُوعُهُمْ فِيْ وُجُوهِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ فَتَسِيلَ الدِّمَاءُ فَتَقَرَّحَ الْعُيُونُ فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُزْجِيَتْ فِيهَا لجَرَتْ». رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫৬৮৫-[২১] আনাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : হে মানুষ সকল! তোমরা (আল্লাহর ভয়ে) খুব বেশি বেশি ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও, তাহলে ক্রন্দনের রূপ ধারণ কর। কেননা জাহান্নামী জাহান্নামের মধ্যে কাঁদতে থাকবে, এমনকি পানির নালার মতো তাদের চেহারার অশ্রু প্রবাহিত হবে। এমন সময় অশ্রুও শেষ হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, তাতে তার চক্ষুসমূহে এমন গভীরভাবে ক্ষত হবে যে, যদি তাতে নৌকা চালাতে হয় তবে তাও চলবে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৫২৭]

ব্যাখ্যা : (ابْكُوا) তোমরা তোমাদের গুনাহের উপর অনুতপ্ত হয়ে কাঁদ এবং তোমাদের রবের থেকে ক্ষমার আকাঙ্ক্ষা করে কাঁদো।

'আইন বর্ণমালায় পেশ দিয়ে এটা বহুবচন, একবচন হলো 'আইন, যার অর্থ চোখ। অর্থাৎ চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে যাবে বা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। سُفُن এটা سَفِينَة এর বহুবচন অর্থ হলো নৌকা।

(أُزْجِيَتْ) এটা الْإِزْجَاءِ থেকে অর্থ পাঠানো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٨٦ -[٢٢] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُلْقٰى عَلٰى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِيْ غُصَّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قطعتْ مَا فِيْ بُطُونِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ: اُدْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ: أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا: بَلٰى. قَالُوا: فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ" قَالَ: "فَيَقُوْلُوْنَ: اُدْعُوْا مَالِكًا فَيَقُوْلُوْنَ: يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ" قَالَ: «فَيُجِيْبُهُمْ إِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ». قَالَ الْأَعْمَشُ: نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَإِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ. قَالَ: "فَيَقُولُونَ: ادْعُوْا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ" قَالَ: "فَيُجِيْبُهُمْ: اِخْسَؤُوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ" قَالَ: «فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذٰلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ». قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَالنَّاسُ لَا يَرْفَعُوْنَ هٰذَا الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৫২৭] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪৪১৮, ইয়াযাদ ইবনু আবান ও 'ইমরান ইবনু ইয়াযীদ আর্ রুক্বাশী য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৩০ পৃ. ৫৬১৩।

Scanned by CamScanner

৫৬৮৬-[২২] আবুদ্ দারদা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামবাসীদের ভীষণ ক্ষুধায় লিপ্ত করা হবে এবং ক্ষুধার কষ্ট সেই 'আযাবের সমান হবে, যা তারা পূর্ব হতে জাহান্নামে ভোগ করছিল। তারা প্রার্থনা করবে। এর প্রেক্ষিতে তাদেরকে যরী' নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত দুর্গন্ধময় খাদ্য দেয়া হবে। তা তাদেরকে তৃপ্ত করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। অতঃপর পুনরায় খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করবে, এবার এমন খাদ্য দেয়া হবে, যা তাদের গলায় আটকে যাবে। তখন তাদের দুনিয়ার ঐ কথাটি স্মরণে আসবে যে, এভাবে গলায় কোন খাদ্য আটকে গেলে তখন পানি পান করে তাকে নীচের দিকে ঢুকানো হত, অতএব তারা পানির জন্য ফরিয়াদ করবে, তখন তপ্ত গরম পানি লোহার কড়া দ্বারা উঠিয়ে কাছে ধরা হবে, যখন তা তাদের মুখের কাছাকাছি করা হবে, তখন তাদের মুখের গোশ্‌ত ভাঁজা-পোড়া হয়ে যাবে, আর যখনই সে পানি তাদের পেটের ভিতরে ঢুকবে, তা তাদের পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, তা খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবে। এবার জাহান্নামীগণ একে অপরে বলবে, জাহান্নামের রক্ষীদেরকে আহ্বান কর; (যেন আমাদের শাস্তি হ্রাস করা হয়) তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রসূল স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হননি? তারা বলবে, হ্যাঁ, এসেছিলেন। তখন প্রহরীদেরকে বলবেন, তোমাদের প্রার্থনা তোমরা নিজেরাই কর। অথচ কাফিরদের প্রার্থনা অর্থহীন (ক্ববূল করবেন না) তিনি (ﷺ) বলেন, এবার জাহান্নামীগণ বলাবলি করবে, (জাহান্নামের দারোগা) মালিককে ডাক। তখন তারা বলবে, হে মালিক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে এই আবেদন কর, তিনি যেন আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন। উত্তরে মালিক বলবেন, তোমরা সর্বদার জন্য এখানে এ অবস্থাতেই থাকবে। অধস্তন রাবী আ'মাশ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে, জাহান্নামীদের আহ্বান বা ফরিয়াদ আর মালিকের উত্তরের মাঝখানে একহাজার বছর অতিবাহিত হবে। তিনি (ﷺ) বললেন, জাহান্নামীগণ সর্বদিক হতে নিরাশ হয়ে অতঃপর তারা পরস্পরে বলবে, এবার তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সরাসরি ফরিয়াদ কর। তোমাদের রবের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। তখন তারা বলবে, হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর প্রবল হয়ে গেছে, ফলে আমরা গোমরাহ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এ জাহান্নাম হতে বের করে দাও। এরপরও যদি আমরা আবার অবাধ্যতায় লিপ্ত হই, তাহলে আমরাই হব নিজেদের উপর অত্যাচারী। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উত্তর দেবেন, (হে হতভাগার দল!) দূর হও, জাহান্নামেই পড়ে থাক, তোমরা আমার সাথে আর কথা বলবে না। তিনি (ﷺ) বলেন, এ সময় তারা আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে পড়বে এবং এরপর হতে তারা (জাহান্নামের মধ্যে থেকে) বিকটভাবে চিৎকার ও হা-হুতাশ এবং নিজেদের ওপর ধিক্কার করতে থাকবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, লোকেরা এ হাদীসটি মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন না। (তিরমিযী)[৫২৮]

ব্যাখ্যা : (فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ) অর্থাৎ তাদের ওপর এমন ক্ষুধা লাগিয়ে দেয়া হবে যে, তারা আর সমস্ত শাস্তি থেকে এই 'আযাবকেই অধিক কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক মনে করবে বা অন্য সমস্ত শাস্তির সমান মনে করবে শুধু ক্ষুধার শাস্তিটাকেই।

(ضَرِيعٌ) এটা হিজাযের একটি উদ্ভিত যার কাটা রয়েছে এবং কোন প্রাণী এর নিকটে যায় না তার দুর্গন্ধের কারণে আর যদি কোন প্রাণী তা ভক্ষণ করে তাহলে মারা যায়। এখানে উদ্দেশ্য হলো আগুনের কাটা যা এক প্রকার তিক্ত গাছের রসের থেকেও তিক্ত এবং মৃত প্রাণী থেকেও দুর্গন্ধ এবং আগুনের চেয়েও গরম।

---

[৫২৮] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৮৬, য'ঈফুল জামি' ৬৪৪৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪১২৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৬০, শাহ্‌র ইবনু হাওশাব য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৩১, ৫৬১৪।

Scanned by CamScanner

(ذِىْ غُصَّةٍ) যা গলার মধ্যে আটকে যাবে এবং গিলতে পারবে না হাড্ডি বা অন্য কোন কিছুর কারণে যা উপরেও উঠবে না নিচেও নামবে না। غُصَّةٌ এটা এক বচন এর বহুবচন غُصَص অর্থ হলো কাঁটা।

(كَلَالِيبِ) এটা বহুবচন একবচন হলো كَلَّاب অর্থ লোহার বাঁকা পেরেক।

(الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ) বলা হয় নিজেকে জালিয়ে দেয়া কঠোরতার কারণে। আর الْحَسْرَةِ হলো লজ্জা الْوَيْلِ হলো ধ্বংস ও শাস্তির কঠোরতা। কেউ বলেছেন, এটা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٨٧ ـ [٢٣] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتّٰى لَوْ كَانَ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا سَمِعَهٗ أَهْلُ السُّوقِ وَحَتّٰى سَقَطَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৬৮৭-[২৩] নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করেছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করেছি।' তিনি এ বাক্যগুলো বারংবার এমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আমি যে স্থানে বসে আছি, যদি তিনি (ﷺ) এ স্থান হতে উক্ত বাক্যগুলো বলতেন, তবে তা বাজারের লোকেরাও শুনতে পারত। আর তিনি এমনভাবে (হেলে দুলে) বাক্যগুলো বলেছেন যে, তার কাঁধের উপর রক্ষিত চাদরটি পায়ের উপরে গড়িয়ে পড়েছিল। (দারিমী)[৫২৯]

ব্যাখ্যা : (أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ) আমি তোমাদেরকে জানিয়েছি যার দ্বারা তোমরা আগুন থেকে বাঁচতে পার, এমনকি বলেছি আগুন থেকে বাঁচ যদিও খেজুরের বিচির দ্বারা হোক।

(خَمِيصَةٌ) এক প্রকারের কাপড় যা চাদরের পরিবর্তে পরিধান করা হত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٨٨ ـ [٢٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هٰذِهٖ وَأَشَارَ إِلٰى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِىَ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৬৮৮-[২৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যদি একখানা সীসা দ্বারা নির্মিত গোলা– এ কথা বলে তিনি মাথার খুলির মতো গোল জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করলেন- আকাশ হতে জমিনের দিকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তা একটি রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই জমিনে পৌছে যাবে, অথচ এ দুয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানটি পাঁচশত বছরের পথ। কিন্তু যদি তাকে ঐ শিকল বা জিঞ্জিরের এক পার্শ্ব হতে ছেড়ে দেয়া হয়, যার দ্বারা জাহান্নামীদেরকে বাধা হবে, তখন তা দিবারাত্রি

[৫২৯] সহীহ : দারিমী ২৮১২, মুসনাদে আহমাদ ১৮৪২২, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৬৫৯, মুসনাদে বায্‌যার ৩২২৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৫৮।

Scanned by CamScanner

অতিক্রম করতে করতে চল্লিশ বছর পর্যন্তও তার মূলে অথবা বলেছেন, তার গভীর তলদেশে পৌছতে পারবে না। (তিরমিযী)[৫৩০]

ব্যাখ্যা : (رَصَاصَة) সীসার একটা টুকরা আবার ছোট ছোট পাথরকেও (رَصَاصَة) বলা হয় যেগুলোর কাজ করে এবং এটা আধুনিক অর্থ হলো গুলি বুলেট।

(جُمْجُمَة) এর অর্থ হলো মাথায় খুলি। কেউ বলেছেন, এটার দ্বারা একটি ছোট পেয়ালা বুঝানো হয়েছে। তবে প্রথমটাই অধিক সহীহ।

(سِلْسِلَة) এটা একটি শিকলের নাম যা দ্বারা জাহান্নামীদেরকে বেঁধে রাখা হবে। এ হাদীসের মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের গভীরতা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৮৮)

٥٦٨٩ -[٢٥] وَعَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِىْ جَهَنَّمَ لَوَادِيًا يُقَالُ لَهٗ: هَبْهَبُ يَسْكُنُهٗ كُلُّ جَبَّارٍ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৬৮৯-[২৫] আবূ বুরদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের মধ্যে এমন একটি নালা বা গর্ত আছে, যার নাম 'হাবহাব'। প্রত্যেক স্বৈরাচারী অহংকারীকে সেখানে রাখা হবে। (তিরমিযী)[৫৩১]

ব্যাখ্যা: وَادِيًا এটা একবচন, বহুবচন হলো أودية, অর্থ হলো উপত্যকা। هَبْهَب এটা একটি নাম। কেউ বলেছেন, এখানে أَمْرٌ এর সীগাকে দু'বার আনা হয়েছে هَبْهَب, কেননা যে উপস্থিত হবে সে বলবে هَبْهَب। (كُلُّ جَبَّارٍ) প্রত্যেক অহংকারী বিদ্বেষী যে সত্য থেকে দূরে অবস্থানকারী সৃষ্টিজীবের উপর কঠোর।

ইবনু মারদাওয়াইহ ইবনু 'উমার থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, فَلَق জাহান্নামের একটি জেলখানার নাম। এর মধ্যে বন্দি করা হবে প্রত্যেক অহংকারী, প্রতাপশালী এবং স্বেচ্ছাচারীদেরকে। এখানে উল্লেখিত হয়েছে যে, জাহান্নামও এই জেলখানা থেকে আশ্রয় চায়। অনুরূপ আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, اَلْفَلَقُ হলো জাহান্নামের একটি গভীর গর্তের নাম যাহা ঢাকা থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٩٠ -[٢٦] عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ فِى النَّارِ حَتّٰى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلٰى عَاتِقِهٖ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهٖ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهٗ مِثْلُ أُحُدٍ»

৫৬৯০-[২৬] ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে নাবী ﷺ বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামে জাহান্নামীদের দেহ হবে প্রকাণ্ড ও বিরাট বিরাট। এমনকি তাদের কানের লতি হতে ঘাড় পর্যন্ত দূরত্ব হবে

---

[৫৩০] য'ঈফ : তিরমিযী ২৫৮৮, য'ঈফুল জামি' ৪৮০, মুসনাদে আহমাদ ৬৮৫৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১৪৯, সানাদে দাররাজ আবুস্ সামূহ আছে, যে য'ঈফ মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৩২, ৫৬১৭।

[৫৩১] য'ঈফ : দারিমী ২৮১৬, আযহার য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ২৩১, ৫৬১৬।

Scanned by CamScanner

সাতশত বছরের দূরত্ব, গায়ের চামড়া হবে সত্তর গজ মোটা এবং এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো।[৫৩২]

ব্যাখ্যা : (يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ) জাহান্নামীদের শরীর অনেক বড় করে দেয়া হবে যাতে তারা তাদের শাস্তি ভালো করে আস্বাদন করতে পারে। তবে তাদেরকে জাহান্নামের ভিতরে বড় করে দেয়া হবে কিন্তু হাশরের ময়দানে তাদেরকে একদম ছোট ছোট করে একত্রিত করা হবে, যেমন পূর্বেও এর আলোচনা গেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٩١ -[٢٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيفًا وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُؤْكَفَةِ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيفًا». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ

৫৬৯১-[২৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু জায্ই (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামের মধ্যে খুরাসানী উটের মতো বিরাট বিরাট সাপ আছে, সেই সাপের একটি একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। আর জাহান্নামের মাঝে এমন সব কিছু আছে, যা পালান বাঁধা খচ্চরের মতো। এর একটি একবার দংশন করলে তার বিষ বেদনার ক্রিয়াও চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। (হাদীস দু'টি আহমাদ রিওয়ায়াত করেছেন)[৫৩৩]

ব্যাখ্যা : (الْبُخْتِ) খোরাসানী উটকে بُخْت বলা হয়। সেই সাপগুলো এত বড় বড় হবে যে, খোরাসানী উটের মতো দেখা যাবে।

(الْبِغَالِ الْمُؤْكَفَةِ) এটা বহুবচন, একবচন হলো بِغْلَةٌ অর্থ খচ্চর। আর এখানে بِغَال অর্থ হলো সিটওয়ালা বা গদিবিশিষ্ট, অর্থাৎ জাহান্নামের বিচ্ছুগুলোর শরীর এতটাই বড় হবে যে, তাদের পিঠের উপর বসা যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٩٢ -[٢٨] وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مُكَوَّرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَ الْحَسَنُ: وَمَا ذَنْبُهُمَا؟ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَكَتَ الْحَسَنُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ»

৫৬৯২-[২৮] হাসান [বাসরী] (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন সূর্য ও চাঁদকে দু'টি পনীরের আকৃতি বানিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন হাসান (রহিমাহুল্লাহ) প্রশ্ন করলেন, তাদের অপরাধ কী? উত্তরে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে এ সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি, তাই বর্ণনা

[৫৩২] য'ঈফ : 'ইমরান ইবনু যায়দ আবূ ইয়াহ্ইয়া আত ত্বওয়ীল তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া আল ক্বত্তান থেকে, তারা উভয়ে য'ঈফ। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৩২, ৫৬১৮, মুসনাদে আহমাদ ৪৮০০, য'ঈফাহ্ ১৩২৩, ২১৬৪।

[৫৩৩] য'ঈফ : মুসনাদে আহমাদ ১৭৭৪৯, ইবনু লাহী'আহ্ তিনি দাররাজ থেকে উভয়েই য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৩২, ৫৬১৯।

Scanned by CamScanner

করলাম (এর অধিক কিছু আমি জানি না)। এ কথা শুনার পর হাসান (রহিমাহুল্লাহ) নীরব হয়ে গেলেন। (বায়হাক্বী কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর)[৫৩৪]

ব্যাখ্যা : (ثُوْرَانِ مُكَوَّرَانِ فِي النَّارِ) ثُوْرَان অর্থ হলো চন্দ্র ও সূর্য প্রত্যেককেই নিক্ষেপ করা হবে তার আপন কক্ষপথ থেকে জাহান্নামের মধ্যে ভাঁজ করে আলোকহীন অবস্থায়। এটা করা হবে জাহান্নামীদের শাস্তি বাড়ানোর জন্য, কেননা ইবনু 'উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ বলেন যে, সূর্য ও চন্দ্রের চেহারা 'আর্‌শের নিচে আর তার পিটটা হলো দুনিয়ার দিকে, হাদীসটি দায়লামী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব মুসনাদুন ফিরদাওসে উল্লেখ করেছেন। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদি সূর্য ও চন্দ্রের মুখটা দুনিয়ার দিকে করা হত তাহলে দুনিয়াবাসীরা তার তাপ সহ্য করতে পারত না। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, এই দুটোকে ভাঁজ করা হবে এবং একত্রিত করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَقَالَ الْحَسَنُ: وَمَا ذَنْبُهُمَا؟) অর্থাৎ হাসান رضي الله عنه তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বললেন যে, রসূল ﷺ থেকে আমি হাদীস বর্ণনা করেছি। এখানে কোন যুক্তি খাটানো যাবে না। অতএব তিনি চুপ হয়ে গেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٦٩٣ ـ [٢٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ؟ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهٗ مَعْصِيَةٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৫৬৯৩-[২৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হতভাগ্য ছাড়া কোন লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! হতভাগ্য কে? তিনি (ﷺ) বললেন, যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে না এবং তাঁর অবাধ্যতার কাজ পরিত্যাগ করে না। (ইবনু মাজাহ)[৫৩৫]

ব্যাখ্যা : (مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ) যে একমাত্র আল্লাহর জন্য কোন 'ইবাদাত করে না এবং কোন গুনাহ ছাড়ে না সেই হলো দুর্ভাগা। এ বিষয়ে কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝﴾

"আর যে ব্যক্তি তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে তারই ঠিকানা হলো জান্নাত।" (সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ : ৪০-৪১)

অনুরূপ অন্য আয়াতে আসছে,

﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝﴾

অর্থাৎ "জাহান্নামে একমাত্র দুর্ভাগাই ঢুকবে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং ফিরে সত্য পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" (সূরাহ্ আল লায়ল ৯২ : ১৫-১৬)

অতএব এই দুর্ভাগা ব্যক্তি কাফির এবং ফাসিক্ব গুনাহগার মু'মিন যে কেউ হতে পারে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৩৪] সহীহ : সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৪।

[৫৩৫] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৪২৯৮, য'ঈফুল জামি' ৬৩৪২, মুসনাদে আহমাদ ৮৫৭৮, ইবনু লাহী'আহ্ য'ঈফাহ; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২৩৪।

Scanned by CamScanner

(٨) بَابُ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অধ্যায়-৮ : জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٦٩٤ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتّٰى يَضَعَ اللّٰهُ رِجْلَهُ. تَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ فَلَا يَظْلِمُ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِهٖ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّٰهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৬৯৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে (তাদের রবের কাছে) অভিযোগ করল। জাহান্নাম বলল, ব্যাপার কি? আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য ধার্য করা হয়েছে? আর জান্নাত বলল, ব্যাপার কি? আমার মধ্যে শুধুমাত্র দুর্বল, নিম্নস্তরের ও বোকা লোকেরাই প্রবেশ করবে? তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমাতের বিকাশ। অতএব আমার বান্দাদের হতে যাকে চাও, আমি তোমার দ্বারা তার প্রতি অনুগ্রহ করব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তির বিকাশ। অতএব আমার বান্দাদের যাকে চাও, আমি তোমার দ্বারা তাকে 'আযাব ও শাস্তি দেব এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম তখন পর্যন্ত পূর্ণ হবে না; যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র পা তার মধ্যে স্থাপন করবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে চাপিয়ে দেয়া হবে। মূলত আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজীবের কারো প্রতি সামান্য পরিমাণও অন্যায় করবেন না। আর জান্নাতের ব্যাপার হলো, তার (খালি অংশ পূরণের) জন্য আল্লাহ তা'আলা নতুন নতুন সৃষ্টজীব সৃষ্টি করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩৬]

ব্যাখ্যা : এ অধ্যায়টি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে এই বিষয়ে হাদীস আনা হবে যেমনটিই আহলুস্ সুন্নাহর মাযহাব, যদিও এর বিপরীত মত পোষণ করে মু'তাযিলা এবং জাহমিয়ারা কিন্তু তাদের এ বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

---

[৫৩৬] সহীহ : বুখারী ৪৮৫০, মুসলিম ৩৬-(২৮৪৬), মুসনাদে আহমাদ ৮১৪৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৪৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৭৪০।

Scanned by CamScanner

(تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, জান্নাত জাহান্নামের এই ঝগড়া বাস্তবে সরাসরি হয়েছে, কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জড়বস্তুকে কথা বলাতে সক্ষম এটা কোন উদাহরণস্বরূপ কথা নয়।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, অবশ্যই ত্বীবী ঠিক বলেছেন; কেননা দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর কথা আল্লাহ তা'আলা বুঝেন যা আমরা বুঝি না। যেমন আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বলেছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত জড়বস্তু ও জীব বস্তু যা আছে সকলেই তাসবীহ পড়ে, সলাত আদায় করে এবং তারা আল্লাহকে ভয় করে, যা তোমরা বুঝ না। অতএব এখানে এ রকম ব্যাখ্যা করার কোন দরকার নেই যে, এটা একটা উদাহরণমাত্র। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(سَقَطُهُمْ) যারা নিম্ন শ্রেণির হয় এবং অগ্রহণযোগ্য তুচ্ছ মানুষের নজরে পড়ে যায় বা ছোট নজরে দেখা হয়, তবে এটা অধিকাংশ মানুষের চোখে তারা এমন নগণ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর নিকটে তারাই সবচেয়ে বড় হবে।

(وَغِرَّتُهُمْ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাদের দুনিয়াবী বিষয়ে গাফিলতি রয়েছে এবং কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং কোন গুরুত্বও নেই। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়াবী বিষয়ে অধিকাংশ জান্নাতবাসীরা হবে বোকা হাবা। আর কাফিরদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, "তারা দুনিয়াবী জীবনের বাহ্যিকটা খুব ভালো জানে অথচ তারা আখিরাত থেকে গাফিল"– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৭)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৫৬১, শারহুন্ নাবাবী হা. ২৮৪৬)

(لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا) অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই ভর্তি করে দেয়া হবে কিন্তু জাহান্নাম সে ক্ষান্ত হবে না বরং বলতে থাকবে আরো কিছু আছে? যখন আল্লাহ তার পা দিবেন তখন জাহান্নাম বলবে, ব্যস ব্যস হয়েছে হয়েছে।

শারহুস্ সুন্নাতে আছে যে, এ হাদীসে কদম পা যা কিছু উল্লেখ করা হলো সবই আল্লাহর সিফাত, যার কোন ব্যাখ্যা করা যাবে না, বিশ্বাস করতে হবে এবং অবস্থা বর্ণনা করা যাবে না। আবার আল্লাহ তা'আলার হাত, পা আঙ্গুল, চোখ, এগুলোর অস্তিত্বও অস্বীকার করা যাবে না। যেমনটি মু'তাযিলা এবং জাহ্মিয়্যারা করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৪৮৫০)

٥٦٩٥ -[٢] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيثُ أَنَسٍ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ» فِي «كِتَابِ الرِّقَاقِ»

৫৬৯৫-[২] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামে অবিরাম (জিন্-ইনসানকে) নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো বেশি কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ না মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তার মধ্যে নিজের পবিত্র পা রাখবেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে চেপে যাবে এবং বলবে, তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের শপথ। যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাতের মধ্যে লোকেদের প্রবেশের পরও অতিরিক্ত স্থান থেকে যাবে,

Scanned by CamScanner

এমনকি আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নতুন নতুন সৃষ্টজীব সৃষ্টি করে তাদেরকে জান্নাতের সেই সমস্ত খালি স্থানে অবস্থান করাবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩৭]

আর এ প্রসঙ্গে আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস «حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ» "জান্নাতকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা ঘিরে দেয়া হয়েছে" 'রিক্বাক্ব' (সদয় হওয়া) অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ) জান্নাত সংস্কারের কাজ বাড়তেই থাকবে এমনকি আল্লাহ তার জন্য নতুন সৃষ্টজীব সৃষ্টি করবেন আর তারা জান্নাতের অতিরিক্ত অংশে বসবাস করাবেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটির হলো দলীল আহলুস্ সুন্নাহ্‌র নিকট সাওয়াব বা প্রতিদান আ'মালের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং কিছু লোককে সৃষ্টি করা হবে এবং কোন আ'মাল ছাড়াই জান্নাতে ঢুকানো হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী হা. ৪৮৪৮, শারহুন্ নাবাবী হা. ৩৭, ১৭/২৮৪৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٩٦ -[٣] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلٰى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ". قَالَ: "فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقٰى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫৬৯৬-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত তৈরি করলেন, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে বললেন, যাও জান্নাতখানা দেখে আসো। তিনি গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য যে সকল জিনিস আল্লাহ তা'আলা তৈরি করে রেখেছেন, সবকিছু দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার সম্মানের শপথ! যে কেউ এ জান্নাতের সম্পর্কে শুনবে, সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ (আকাঙ্ক্ষা) করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের চতুষ্পার্শ্ব কষ্টসমূহ দ্বারা বেষ্টন করে দিলেন, অতঃপর আবার জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে বললেন, হে জিবরীল। আবার যাও এবং পুনরায় জান্নাত দেখে আসো। তিনি গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রভু! এখন যা কিছু দেখলাম, তার প্রবেশপথ যে,

---

[৫৩৭] সহীহ : বুখারী ৪৮৪৮, মুসলিম ৩৭-(২৮৪৮), তিরমিযী ৩২৭২, মুসনাদে আহমাদ ১৪০০০, সহীহুল জামি' ৭২৮৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮৯৩, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৯০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৭১৯, দারিমী ২৮৪৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২০৪।

Scanned by CamScanner

কষ্টকর। এতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, কেউই তাতে প্রবেশ করবে না। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন জাহান্নামকে তৈরি করলেন, তখন বললেন, হে জিবরীল! যাও জাহান্নামটি দেখে আসো, তিনি গিয়ে দেখবেন, অতঃপর এসে বলবেন, হে প্রভু! তোমার সম্মানের শপথ! যে কেউ এ জাহান্নামের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনো তাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে আল্লাহ তা'আলা বেষ্টন করলেন প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা এবং পুনরায় জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে বললেন, আবার যাও এবং দ্বিতীয়বার তা দেখে আসো। তিনি গেলেন এবং এবার দেখে এসে বললেন, হে প্রভু! তোমার সম্মানের শপথ করে বলছি, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, একজন লোকও তাতে প্রবেশ ব্যতীত অবশিষ্ট থাকবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৫৩৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি পূর্ববর্তী সহীহ হাদীসটির ব্যাখ্যা, যে জান্নাতকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা আর জাহান্নামকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৬/২৫৬০)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٩٧ -[٤] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلّٰى بِنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدِهٖ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «قَدْ أُرِيتُ الْاٰنَ مُذْ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِيْ قِبَلِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৬৯৭-[৪] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সলাত আদায় করালেন। অতঃপর মিম্বারে উঠলেন এবং মাসজিদের ক্বিবলার দিকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, আমি এখন তোমাদেরকে সলাত আদায় করার সময় জান্নাত ও জাহান্নামকে এ দেয়ালের সামনে এক বিশেষ বিশেষ রূপ ও আকৃতিতে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আজকের মতো এত উত্তম এবং এত নিকৃষ্ট এর আগে আর কখনো দেখতে পাইনি। (বুখারী)[৫৩৯]

ব্যাখ্যা : (مُمَثَّلَتَيْنِ) অর্থাৎ জান্নাত জাহান্নামের সামগ্রিক রূপ এবং বিশ্লেষণমূলক দু'টি রূপই দেখেছি।

(فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ) অর্থাৎ আজকের মতো ভালোভাবে আর কোন দিন দেখিনি, ভালো ও মন্দ সবকিছু আজকে স্পষ্টভাবে বিস্তারিত দেখেছি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৪৭১৯)

---

[৫৩৮] সহীহ : তিরমিযী ২৬৯৮, আবূ দাউদ ৪৭৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৬৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৬৬, সহীহুল জামি' ৫২১০, মুসনাদে আহমাদ ৮৬৩৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৯৪, আবূ ইয়া'লা ৫৯৪০, শু'আবুল ঈমান ৩৮৪।

[৫৩৯] সহীহ : বুখারী ৭৪৯, মুসনাদে আহমাদ ১৩৭৪৪।

Scanned by CamScanner

(٩) بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

অধ্যায়-৯ : সৃষ্টির সূচনা ও নাবী-রসূলদের আলোচনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٦٩٨ -[١] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: إِنِّىْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا بَنِىْ تَمِيْمٍ» قَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيْمٍ». قَالُوا: قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هٰذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهٗ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ» ثُمَّ أَتَانِىْ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا وَايْمُ اللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৫৬৯৮-[১] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে বানূ তামীম-এর কিছু লোক আসলো। তিনি (ﷺ) বললেন, হে বানূ তামীম! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। উত্তরে তারা বলল, আপনি শুভ সংবাদ তো শুনিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দানও করুন। পরক্ষণে তাঁর কাছে ইয়ামানের কিছু লোক আসলো। তিনি তাদেরকে বললেন, হে ইয়ামানবাসী! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। কেননা বানূ তামীম তা গ্রহণ করেনি। তারা উত্তর দিল, আমরা তা ক্ববূল করলাম। অবশ্য আমরা দীনের বিধান সম্পর্কে কিছু অবহিত হওয়ার জন্য আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমরা এ সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ার জন্য আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমরা আপনাকে এ সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাই, সর্বপ্রথম কি ছিল? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, আদিতে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর আগে কিছুই ছিল না। আর তাঁর 'আর্‌শ স্থাপিত ছিল পানির উপরে। অতঃপর তিনি আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেন এবং লাওহে মাহফূযে প্রত্যেক জিনিসের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। 'ইমরান ইবনু হুসায়ন رضي الله عنه বলেন, এ সময় এক লোক এসে আমাকে বলল, হে 'ইমরান! তুমি তোমার উষ্ট্রীর খোঁজ কর, তা তো পালিয়েছে। অতএব আমি তার খোঁজে চলে গেলাম। আল্লাহর শপথ! যদি উষ্ট্রীটি চলে যেত আর আমি তথা হতে উঠে না যেতাম, তাই আমার কাছে প্রিয় ছিল। (বুখারী)[৫৪০]

ব্যাখ্যা : বানূ তামীম 'আরবের একটি বড় প্রসিদ্ধ গোত্র। তাদের একটি দল রসূল ﷺ-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে সুসংবাদ গ্রহণের উপদেশ দেন। কিন্তু তারা এই সুসংবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝে উঠতে পারেনি। তাই তারা বলে উঠে, সুসংবাদ তো দিলেন, এখন আমাদের দান করুন। তারা সুসংবাদ দ্বারা জাগতিক ও

---

[৫৪০] সহীহ : বুখারী ৭৪১৮, তিরমিযী ৩৯৫১, মুসনাদে বায্‌যার ৩৫৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১৯৮৩৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৪২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২১৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৯০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৫৫।

Scanned by CamScanner

আর্থিক কোন দান বুঝেছে। তাই তারা বাহ্যিক দান চেয়েছে। এটা তাদের দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ এবং আখিরাত থেকে উদাসীন থাকার প্রমাণ বহন করে। প্রবাদে বলা হয়ে থাকে, প্রত্যেক পাত্র তাই ছিটায় যা তার মাঝে থাকে। কুরআনে এই প্রবাদের মর্ম যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে- অর্থাৎ- "প্রত্যেকে তার নিজ নিজ পানি সংগ্রহের স্থান চিনে নিলো"- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৬০)। আরেকটি আয়াতে বলেন- অর্থাৎ "প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত"- (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৬০), (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৩২)। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসের অর্থ হলো, তোমরা আমার নিকট হতে এমন জিনিস গ্রহণ করো যা গ্রহণ করলে জান্নাত লাভ করে আনন্দিত হবে। এই জিনিস হলো দীনের বুঝ ও তদনুযায়ী 'আমাল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "সুসংবাদ তো দিলেন"; এতে বুঝা যায় তারা মুসলিম ছিল। তবে তারা দুনিয়া কামানোর আশা করেছে এবং আখিরাত কামানো থেকে উদাসীন রয়েছে। তবে নাবী ﷺ তাদের ওপর রাগ এবং সুসংবাদ গ্রহণ করাকে অস্বীকৃতির কারণ হলো, রসূল ﷺ তাদের জ্ঞানের অভাব এবং যোগ্যতার অভাব টের পেয়েছেন; কেননা তারা তাদের আশাকে অস্থায়ী দুনিয়ার সাথে জুড়ে দিয়েছে এবং দীন অর্জন করে আখিরাতের স্থায়ী বিনিময় গ্রহণ করা থেকে পিছু হটেছে। কিরমানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের কথা "সুসংবাদ তো দিলেনই"; এর দ্বারা বুঝা যায়, তারা রসূল ﷺ-এর কথা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে এমন নয়। বরং মোটামুটিভাবে তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এর সাথে তারা কিছু দুনিয়ার বস্তু চেয়েছে। তাই তাদের গ্রহণ করাকে ঢালাওভাবে নাকচ করা নয়। তারপরও রসূল ﷺ-এর রাগ করার কারণ হলো, তারা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে ক্বূল করেনি। যার কারণে তারা মৌলিক বিষয়ে প্রশ্ন করার বেলায় গুরুত্ব দেয়নি। অথচ তাদের উচিত ছিল কালিমায়ে তাওহীদের তাৎপর্য, ইহকাল, পরকাল এবং তার ওয়াজিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা এবং এগুলো ধারণ করা। (ফাতহুল বারী, অধ্যায় : তাওহীদ, হা. ৬৯৮২)

(اِقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ...) "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো হে ইয়ামানবাসী...।" বানূ তামীম-এর উত্তর রসূল ﷺ-এর পছন্দ না হওয়াতে তিনি ইয়ামানবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা উত্তরে বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। আমরা তো এসেছি দীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য এ বিষয়ের সূচনা সম্পর্কে আপনার কাছে জিজ্ঞাসার জন্য। অর্থাৎ তাদের আসার কারণ ছিল দু'টি। [এক] দীনী জ্ঞান অর্জন, [দুই] পৃথিবীর সূচনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। দীনী জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিতকারী আয়াত তাদের আগমনের কারণ হতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে তারা দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।"

(সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১২২)

অর্থাৎ এ আয়াত আমাদেরকে আপনার কাছে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। দীনী জ্ঞান অর্জনের বেলায় তাদের নিয়্যাত বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল ছিল। দুনিয়ার কোন লোভ তাদের মাঝে ছিল না। তাই তাদের জন্য সুসংবাদ, দীন ক্বূল, দীনের জ্ঞান, তদনুযায়ী 'আমাল ও লক্ষ্যে পৌছা সবই হয়েছে। আর প্রথম দল সুসংবাদ থেকে বঞ্চিত থাকার সাথে সাথে দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থ অর্জন থেকেও বঞ্চিত থেকেছে। অতএব উচ্চ সাহস ও নিয়্যাতই মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় পৌছায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

Scanned by CamScanner

তাদের আসার দ্বিতীয় কারণটি ছিল, পৃথিবীর সূচনা ও সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ সূচনালগ্নে এই পৃথিবীর অবস্থা ও সৃষ্টির অবস্থা কী ছিল? রসূল ﷺ এর উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ছিলেন এবং তার পূর্বে কিছুই ছিল না। অর্থাৎ অনাদি অনন্তকাল থেকে তিনি ছিলেন। তাঁর কোন সূচনা ও শেষ নেই। তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। সৃষ্টি ও পরিবর্তনের গুণ তার মাঝে নেই। বরং এগুলো বান্দা ও সৃষ্টির গুণ। তার পূর্বে কিছু ছিল না। কেননা তিনি প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা এবং অস্তিত্বের ধারণকারী। অতএব কোন বস্তু তাঁর পূর্বে বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। মোটকথা, প্রত্যেক বস্তুর পূর্বে যিনি ছিলেন তিনি মহান আল্লাহ তা'আলা। তার পূর্বে না কিছু ছিল, আর না কোন কিছু থাকা সম্ভব। তিনি অনাদি তার শুরু নেই। তিনি সর্বশেষ তার সমাপ্তি নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

কুরআনে এ মর্মটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ "তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ৩)

(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) "তার 'আর্শ পানির উপর ছিল।" এটা হলো সৃষ্টির সূচনা। আল্লাহ তা'আলার পূর্বে কোন সৃষ্টি ছিল না। আবার তার কোন পূর্ব নেই। তিনি অনাদি অনন্ত। তবে তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টির সূচনা করেন 'আর্শ ও পানির দ্বারা। আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বেই এ দুইয়ের সৃষ্টি করেছেন। তবে এ দুয়ের মাঝে পানি আগে সৃষ্টি বলে ইঙ্গিত বহন করে। তবে সহীহ সানাদে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ» "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, লিখ।" (তিরমিযী- অধ্যায় : তাফসীর, সূরাহ্ কলমের তাফসীর অনুচ্ছেদ)

এ হাদীসে বুঝা যায় প্রথম সৃষ্টি কলম। উভয় হাদীসের সমন্বয়ে 'উলামায়ি কিরাম বলেন, কলমের প্রথম সৃষ্টি তুলনামূলক। অর্থাৎ 'আর্শ ও পানির পর সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা এ হাদীসে কলম প্রথম সৃষ্টি তা বলা হয়নি। বরং প্রথম সৃষ্টির পর সর্বপ্রথম তাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটি ছিল, লিখ। আবুল আ'লা আল হামদানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রথম সৃষ্টি 'আর্শ নাকি কলম; এ ব্যাপারে 'উলামাদের দু'টি মত রয়েছে। অধিকাংশের মতে 'আর্শ প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/২৮৯)

(لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ) "আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যদি একেবারে চলে যেত আর আমি উঠতাম না।"

উষ্ট্রির রশি ছুটে উষ্ট্রি চলে গেছে। তাকে পাওয়ার আশায় আমাকে রসূল ﷺ-এর মাজলিস ছেড়ে আসতে হলো। এর চেয়ে যদি উষ্ট্রিটি একেবারে চলে যেত এবং পাওয়ার আশা থাকত না, সেটাই ভালো হত। কেননা পাওয়ার আশা না থাকলে উঠতাম না এবং ইয়ামানবাসীদের সাথে রসূল ﷺ বাকী কথাগুলো শুনা থেকে বঞ্চিত থাকতাম না।

(بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا) তারা এ কথা বলার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছে, তাই রসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীদেরকে বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যেহেতু বানূ তামীম গ্রহণ করল না।

(كَانَ اللّٰهُ) আল্লাহ অনন্তকাল থেকেই ছিলেন এবং থাকবেন কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়াই।

(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) এ কথাটি স্পষ্ট দলীল বহন করে যে, 'আর্শ এবং পানি আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বেই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, এখানে পানি দ্বারা সমুদ্রের পানি উদ্দেশ্য নয় বরং এটা 'আর্শের নিচের পানি, আল্লাহ ভালো জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

Scanned by CamScanner

٥٦٩٩ - [٢] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৬৯৯-[২] 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন, এতে তিনি সৃষ্টির সূচনা হতে জান্নাতবাসীদের তাদের বাসস্থানে প্রবেশ এবং জাহান্নামীদের তাদের শাস্তির স্থলে প্রবেশ পর্যন্ত আলোচনা করলেন। সে আলোচনা যে স্মরণ রাখার সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভোলার সে ভুলে গেছে। (বুখারী)[৫৪১]

ব্যাখ্যা : (قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا) "রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন।" مَقَامًا শব্দটি ব্যাকরণে মাসদার। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রসূল ﷺ-এর দাঁড়ানোটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তির বর্ণনা দিলেন। অর্থাৎ জান্নাত প্রবেশ পর্যন্ত তার সমস্ত উম্মাতের অবস্থা তুলে ধরলেন। উম্মাতের মাঝে কাদের জন্য কল্যাণ এবং কাদের জন্য অকল্যাণ লেখা হয়েছে, কারা কল্যাণ নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অকল্যাণ নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদেরকে নির্দিষ্ট করে দিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى) "আমাদেরকে খবর দিলেন এমনকি..." অর্থাৎ পৃথিবীর সূচনার কথা একের পর এক বলতে থাকলেন। এমনকি মানুষের সর্বশেষ ঠিকানা ও অবস্থান জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলে শেষ করলেন। কারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কারা জাহান্নামে; ভবিষ্যতের এ কথাকে دخل তথা অতিতকালের ক্রিয়া দিয়ে ব্যক্ত করার কারণ হলো নিশ্চয়তা বুঝানো। কেননা ভবিষ্যতের নিশ্চিত কর্মকে অতিতকালের ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্ত করার প্রচলন রয়েছে এবং এতে নিশ্চয়তার অর্থ রয়েছে। (ফাতহুল বারী হা. ৬/২৯০)

(فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ) তিনি শুরু এবং শেষের সমস্ত বর্ণনা দিলেন। এমনকি জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আর জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করা এবং সেখানকার অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন।

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, একই মাজলিসে সৃষ্টিজীবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণনা দেয়াটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযা মাত্র। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٠٠ - [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ تَعَالٰى كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭০০-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টজীব সৃষ্টি করার পূর্বে এটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, 'আমার রহমাত আমার গজবের উপর সর্বদাই অগ্রগামী।' আর এ বাক্যটি তাঁর কাছে 'আর্‌শের উপরে লিখিতভাবে রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪২]

---

[৫৪১] সহীহ : বুখারী ৩১৯২।

[৫৪২] সহীহ : বুখারী ৭৪২২, মুসলিম ১৪-(২৭৫১), মুসনাদে আহমাদ ৭৪৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৭৫১, সহীহুল জামি' ৫২১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৪৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ كِتَابًا) "আল্লাহ তা'আলা একটি কিতাব লিখেন মাখলূক্ব সৃষ্টির পূর্বে।" এই কিতাব বা লিখনি দ্বারা লাওহে মাহফূয উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মাখলূক্ব সৃষ্টির পূর্বে তিনি লাওহে মাহফূযে যে কথাটি লিখে রাখেন সেটি হচ্ছে, আমার রহমাত রাগের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ রাগের তুলনায় রহমাতের সংখ্যা ও রহমাত সংশ্লিষ্ট বস্তু বেশি।

সারকথা; বান্দার প্রতি তাঁর কল্যাণের ইচ্ছা, নি'আমাত প্রদান, প্রতিদান দান, বান্দার জন্য অকল্যাণ কামনা ও শাস্তি প্রদানের তুলনায় বেশি। কেননা তাঁর রহমাত ব্যাপক ও বিস্তৃত। অপরদিকে তাঁর বিশেষ রহমাত বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজিত। যেমন *'আর রহমানুর রহীম'*-এর বেলায় বলা হয়, তাঁর 'রহমান' গুণের রহমাত বা দয়া মু'মিন কাফির সবার জন্য বিস্তৃত। এমনকি সমস্ত সৃষ্টির জন্য তার এই রহমাত। এ কারণেই 'রহমান' শব্দকে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো বেলায় প্রয়োগ করা বৈধ নয়।

(فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ) "তা আল্লাহর কাছে 'আর্‌শের উপর লিখিত।" ফাতহুল বারীতে রয়েছে, এর দ্বারা ইঙ্গিত হলো লাওহে মাহফূযের অবস্থান 'আর্‌শের উপরে। (১৩/৫২৬)

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এর মর্ম হলো, লাওহে মাহফূযের লিখনি ও বর্ণনা সমস্ত সৃষ্টির আড়ালে এবং তা বুঝা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। কেউ কেউ বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে এই বাক্য লিপিবদ্ধ। তবে লাওহে মাহফূযের কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার মাঝে যাকে ইচ্ছা তাকে অবগত করেন। যেমন মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ), নাবীগণ, বিশেষ বিশেষ ওয়ালীদেরকে কিছু কিছু বিষয় অবগত করানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে ইসরাফীল আলায়হিস সালাম। কেননা তিনি এর দায়িত্বশীল। তিনি লাওহে মাহফূযের বিষয়কে নিয়ে জিবরীল, মীকাঈল এবং মালাকুল মাওতকে নির্দেশ দেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ) নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, আল্লাহর রাগ ও তার সন্তুষ্টি আনুগত্যশীলদেরকে প্রতিদান দেয়া আর গুনাহগারদেরকে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেন। অতএব এখানে দয়া রাগের উপর প্রাধান্য পাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তার দয়াটা অধিক এবং ব্যাপক। আর তা ছাড়াও আল্লাহর দয়া দুনিয়াতে ব্যাপক, তিনি কাফির মুশরিক সকলকে রিয্‌ক্ব দান করছেন, অনুরূপভাবে তিনি সকলকে বাতাস পানি ইত্যাদি সকলকে সমানভাবে দিচ্ছেন। অতএব স্পষ্ট হলো যে, তার দয়া তার রাগের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٠١ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭০১-[৪] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের)-কে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিন্ জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া মিশ্রিত অগ্নিশিখা হতে এবং আদাম আলায়হিস সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু দ্বারা, যার বর্ণনা (কুরআনে) তোমাদেরকে বলা হয়েছে। (মুসলিম)[৫৫৩]

---

[৫৫৩] সহীহ : বুখারী ৭৪২২, মুসলিম ১৪-(২৭৫১), মুসনাদে আহমাদ ৭৪৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৭৫১, সহীহুল জামি' ৩২৩৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রযযাক্ব ২০৯০৪, মুসনাদে 'আবদ ইবনু হুমায়দ ১৪৭৯, মুসনাদে বায্‌যার ২৪৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৫৫, শু'আবুল ঈমান ১৪৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৬৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ) "মালায়িকাহ্ সৃষ্টি করা হয়েছে নূর দিয়ে"। মালাক (ফেরেশতা) আল্লাহ তা'আলার এক মহান সৃষ্টি যারা না পুরুষ, না মহিলা। তারা খায় না, পান করে না, বিবাহ করে না, তাদের সন্তান হয় না। মালায়িকাহ্'র আলোচনা নাবীর আগে নিয়ে আসার অর্থ এই নয় যে, মালায়িকাহ্ নাবীদের থেকে উত্তম। বরং সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা আগের এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে নাবীদের আগে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ ﴿وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ﴾

"...তারা সবাই আল্লাহর ওপর, তাঁর মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং রসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে..."– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮৫)। "...যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও তাঁর মালায়িকাহ্'কে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রসূলগণকে এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে..."– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩৬)। "...বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ), কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি..."– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৭৭)।

আর জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাজ্জের বিবরণের দীর্ঘ হাদীসে রসূল ﷺ বলেছেন- «اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ» অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে শুরু করেছেন তোমরাও তা দিয়ে শুরু করো।"

(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : হাজ্জ, অনুচ্ছেদ : নাবী ﷺ-এর হাজ্জ, হা. ২১৩৭)

তাছাড়া তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মাঝে খবর আদান প্রদানের মাধ্যম। তাই আল্লাহ তা'আলার পর তাদের নাম এবং পরে নাবীদের নাম আসাটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এর দ্বারা তারা নাবী ও রসূলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এটা আবশ্যক হয় না। (ফাতহুল বারী হা. ৬/৩০৬)

কুরআনের বিবরণ মতে, মালাক ডানাবিশিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِيْ أَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾

"সমস্ত প্রংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং মালায়িকাহ্'কে করেছেন বার্তাবাহক যারা দুই, তিন ও চার পাখাবিশিষ্ট।" (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ১)

তারা পাখা দিয়ে উড়তে পারে আবার মানবরূপ ধারণ করতে পারে। তারা কোন পাপ করে না। আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ দেন তারা তাই করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। এই মালাক নূরের সৃষ্টি আমরা কেবল এটুকু জানি। নূরের অবস্থা বা ধরণ সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হয়নি।

(وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ) الْجَانُّ অর্থাৎ জিন্। জিন্ দ্বারা জিন্ জাতি উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে, জিন্‌দের পিতা উদ্দেশ্য। আদামের বিপরীতে এই অর্থই উপযুক্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الْجَانُّ অর্থাৎ জিন্। আর مَارِجٍ কালো ধোঁয়া মিশ্রিত অগ্নি।

(নাবাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

সূরাহ্ আর্ রহমানে রয়েছে, ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ অর্থাৎ "তিনি জিন্‌কে অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরাহ্ আর রহমা-ন ৫৫ : ১৫)

অন্য আয়াতে রয়েছে, ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ﴾ অর্থাৎ "আর আমি জিন্‌কে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ২৭)

Scanned by CamScanner

(وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ) "আর আদাম-এর সৃষ্টি যেভাবে তোমাদেরকে বিবরণ দেয়া হয়েছে।" অর্থাৎ আদাম মাটির সৃষ্টি এটা তোমাদের জানা। আল্লাহ তোমাদেরকে কুরআনে এর বিবরণ যেভাবে দিয়েছেন তা দিয়েই আদামের সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- ﴿خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ﴾ "তিনি তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৩)। অন্য আয়াতে রয়েছে, ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ "তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে"– (সূরাহ্ আর্ রহমা-ন ৫৫ : ১৪)। আরেক আয়াতে রয়েছে, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ "আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি"– (সূরাহ্ আল হিজর ১৫ : ২৬)। অন্য আয়াতে রয়েছে, ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ "নিশ্চয় আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি"– (সূরাহ্ আস্ সোয়াদ ৩৮ : ৭১)। এভাবে কুরআনে বিষয়টি অনেক বেশি বর্ণনা হওয়া ও সবার কাছে স্পষ্ট থাকার দরুন নাবী ﷺ বিষয়টি অস্পষ্ট রেখেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٠٢ -[٥] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৫৭০২-[৫] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতে আদাম আলায়হিস সালাম-এর দেহ আকৃতি তৈরি করলেন এবং যতদিন ইচ্ছা তিনি এ অবস্থায় রেখে দিলেন, তখন ইবলীস উক্ত আকৃতির চতুষ্পার্শ্বে ঘোরাফেরা করত এবং তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। অতঃপর যখন সে দেখতে পেল তার মধ্যস্থল শূন্য, তখন সে বুঝতে পারল যে, এটা এমন একটি সৃষ্টিজীব; যে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারবে না। (মুসলিম)[৫৪৪]

ব্যাখ্যা : "যখন আল্লাহ তা'আলা আদামকে জান্নাতে সৃষ্টি করলেন।" তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার কাছে হাদীসটি অত্যন্ত জটিল মনে হয়; কেননা কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা আদামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন তখন তিনি একজন জীবন্ত মানুষ। কুরআনের স্পষ্ট বাণী এ কথার সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ "আর আমি বললাম, হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো"– (সূরাহ্ আস্ সোয়াদ ৩৮ : ৩৫)। তবে মাটি থেকে সৃষ্টি ও জান্নাতে আকৃতি প্রদানের মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা মাটি থেকে অংশ নেয়া হয়েছে, তারপর তাকে খামীরের মতো করা হয়েছে, তারপর শুকানোর জন্য আরো কিছু দিন রাখা হয়েছে, এভাবে কয়েকটি ধাপ যাওয়ার পর যখন মানবিক রূপ গ্রহণের উপযুক্ত হয়েছে তখন তাকে জান্নাতে নিয়ে আকৃতি দেয়া ও তার মাঝে আত্মা ফুঁকা হয়েছে। আর উপরোক্ত আয়াত অর্থাৎ "আর আমি বললাম, হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো।" এখানে এমন কিছু বুঝায় না যে, তার মাঝে আত্মা ফুঁকার পর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(تَرَكَهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ) অর্থাৎ জান্নাতের যে কোন জায়গায় তাকে বিচরণ করতে ছেড়ে দিলেন। তবে নির্দিষ্ট গাছের কাছে যাওয়া নিষেধের ঘটনা আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ। তাই প্রকৃত অর্থ হবে, নিষিদ্ধ সেই গাছ ব্যতীত জান্নাতের যে কোন জায়গায় তার বিচরণের অনুমোদন ছিল।

---

[৫৪৪] সহীহ : মুসলিম ১১১-(২৬১১), সহীহুল জামি' ৫২১১, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৩৮৬, মুসনাদে আহমাদ ১৩৪১৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৫।

Scanned by CamScanner

(فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهٖ يَنْظُرُ مَا هُوَ) অর্থাৎ ইবলীস প্রথমে আদামকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করল; যাতে তার ষড়যন্ত্র বিফলে না হয়ে যায়।

(فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهٗ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ) অর্থাৎ যখন দেখলো আদাম পেটবিশিষ্ট, তখনই সে বুঝে নিলো তাকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তার মাঝে শক্তি ও দৃঢ়তা থাকবে না। বরং প্রতিজ্ঞা নড়বড়ে হবে, অবস্থা পরিবর্তনশীল হবে এবং বিপদ আপদের সম্মুখীন হবে। কেউ কেউ বলেন, ইবলীস বুঝে নিলো, এই সৃষ্টি প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কারো কারো মতে এর অর্থ : এই সৃষ্টি প্ররোচনা বারণ করতে পারবে না। কেউ কেউ বলেন, রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٠٣ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭০৩-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) স্বয়ং স্বীয় হাতে নিজের খৎনা করেছেন 'কদূম' দ্বারা এবং তখন তার বয়স ছিল আশি বছর। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৫]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীস থেকে খতনার গুরুত্ব এবং তা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) থেকে শুরু হয়েছে মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা এর পূর্ব থেকে এই সুন্নাতের নির্দেশ থাকলে ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ছোট বেলায়ই খতনা করতেন। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) তার মুওয়াত্ত্বায় সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে এ ব্যাপারে একটি আসার বর্ণনা করেছেন। আসারটিতে রয়েছে- «كَانَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ»। "ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) যিনি সর্বপ্রথম মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং তিনি সর্বপ্রথম খতনা করেন।"
(মুওয়াত্ত্বা মালিক- অধ্যায় : স্বভাবজাত সুন্নাতের বিবরণ, হা. ৩৪০৮)

ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-কে যখন এই খতনার নির্দেশ দেয়া হয় তখন তাঁর বয়স আশি বছর হয়েছে বলে হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় একশত বিশ বছরের কথা বলা হয়েছে। তবে আশি বছরের বর্ণনাই অধিক বিশুদ্ধ।

قَدُوم শব্দটি 'দাল' অক্ষরে তাশদীদ এবং তাশদীদ ছাড়া দু'ভাবে উচ্চারিত হয়। যার অর্থ : কুড়াল।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٠٤ - [٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللّٰهِ قَوْلُهٗ (إِنِّي سَقِيمٌ) وَقَوْلُهٗ (بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيرُهُمْ هٰذَا) وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهٗ: إِنَّ هٰهُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهٗ عَنْهَا: مَنْ هٰذِهٖ؟ قَالَ: أُخْتِي فَأَتٰى سَارَةَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هٰذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا قَامَ

---

[৫৪৫] সহীহ : বুখারী ৩৩৫৬, মুসলিম ১৫১-(২৩৭০), সহীহুল জামি' ২২১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৫৪৯৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮০২৬।

Scanned by CamScanner

إِبْرَاهِيمُ يُصَلِّيْ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهٖ. فَأُخِذَ وَيُرْوٰى فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهٖ فَقَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِيْ بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتَنِيْ بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فَأَوْمَأَ بِيَدِهٖ مَهْيَمْ؟ قَالَتْ: رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِيْ نَحْرِهٖ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِيْ مَاءِ السَّمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭০৪-[৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবরাহীম আলায়হিস সালাম তিনবার ছাড়া আর কখনো মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দু'বার ছিল শুধু আল্লাহ তা'আলার (সত্তার ক্ষেত্রে) জন্য। যেমন- তিনি বলেছেন, 'আমি অসুস্থ' এবং তাঁর অপর কথাটি হলো, 'বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই এটা করেছে।' রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদিন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম ও তাঁর স্ত্রী সারা এক অত্যাচারী শাসনকর্তার এলাকায় (মিসরে) এসে পৌছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেয়া হলো যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তার সাথে আছে অতি সুন্দরী এক রমণী। রাজা তখন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর কাছে (লোক) পাঠাল। সে তাঁকে প্রশ্ন করল, এই মহিলাটি কে? ইবরাহীম আলায়হিস সালাম জবাব দিলেন, আমার দীনী ভগ্নি। অতঃপর ইবরাহীম আলায়হিস সালাম সারা'র কাছে এসে বললেন, হে সারা! যদি এই যালিম জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী তাহলে সে তোমাকে আমার কাছে থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেবে। অতএব যদি সে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন বলে দেবে তুমি আমার বোন। মূলত তুমি আমার দীনী বোন। প্রকৃত আমি এবং তুমি ছাড়া এই জমিনের উপর আর কোন মু'মিন নেই। রাজা এবার সারা'র নিকট (তাকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। তাকে উপস্থিত করা হলো। অন্যদিকে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম সলাত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সারা যখন তার কাছে প্রবেশ করলেন তখন রাজা তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, তখনই সে আল্লাহর ক্রোধে পাকড়াও হলো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- তার দম বন্ধ হয়ে গেল, এমনকি জমিনে পা মারতে লাগল। অত্যাচারী (অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে) বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ কর, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তখন সারা (তার জন্য) আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে আগের মতো কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হলো। এবারও সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ কর, আমি তোমার কোন অকল্যাণ করব না। অতএব সারা আবারও আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তখন সে রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি; বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ একজন শায়ত্বনকে। এরপর সে সারার সেবার জন্য 'হাজারা' (নামে একটি রমণী)-কে দান করল। অতঃপর সারা ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর কাছে ফিরে আসলেন, তখনো তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। (সলাতের মধ্যেই) হাতের ইশারায় সারাকে প্রশ্ন করলেন, ঘটনা কি হলো? সারা বললেন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরের চক্রান্ত তারই বক্ষে পাল্টা নিক্ষেপ (নস্যাৎ) করেছেন। আর সে আমার সেবার জন্য 'হাজারা'কে দান করেছে। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদীসটি বর্ণনা করে বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান! অর্থাৎ হে 'আরববাসীগণ! এই 'হাজারাই' তোমাদের আদি মাতা। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৬]

---

[৫৮৬] সহীহ : বুখারী ৩৩৫৮, মুসলিম ১৫৪-(২৩৭১), তিরমিযী ৩১৬৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৯১৬, মুসনাদে আহমাদ ৯২৩০, সহীহুল জামি' ৫২০২, ইরওয়া ৬/২৮২, আবূ ইয়া'লা ৬০৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩৭৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৫৪১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا) "ইবরাহীম আলায়হিস সালাম কেবল তিনটি মাত্র মিথ্যা বলেছেন।" আল্লাহ তা'আলার বিধান উম্মাতের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নাবীরা কম বেশ সকল মিথ্যা থেকে পবিত্র। এ ব্যাপারে তারা কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন না এবং কোন ধরনের মিথ্যা বলা তাদের জন্য সম্ভব নয় বলে সবাই একমত। তবে দুনিয়ার সাথে জড়িত অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়ে মিথ্যা বলতে পারেন, নাকি তারা মিথ্যা থেকে মুক্ত; এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী পরবর্তী 'আলিমদের মাঝে প্রসিদ্ধ দু'টি মত রয়েছে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো, আল্লাহ তা'আলার বিধানে তাবলীগের ক্ষেত্রে নাবীদের থেকে মিথ্যা সংঘটিত হওয়া কল্পনা করা যায় না। আমরা নাবীদের বেলায় তাদের থেকে সগীরাহ গুনাহ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বা সম্ভব যে মতেরই প্রবক্তা হই না কেন, তাবলীগের ক্ষেত্রে তারা কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। চাই মিথ্যা কম হোক বা বেশি। কেননা নুবুওয়্যাতের মর্যাদা এ সব কিছুর উর্ধ্বে। আর নাবীদের বেলায় মিথ্যার সম্ভাবনা মানেই তাদের কথার উপর থেকে আস্থা হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু এখানে নাবী ﷺ-এর উক্তি "ইবরাহীম কেবল তিনটি মিথ্যা বলেছেন। দু'টি আল্লাহ তা'আলার সত্তার ক্ষেত্রে আর একটি বিবি সারার ক্ষেত্রে" এর অর্থ হলো, উল্লেখিত মিথ্যা সম্বোধিত ব্যক্তি ও শ্রোতার বুঝার উপর নির্ভর করে। কেননা শ্রোতার কাছে এগুলো সাধারণত মিথ্যা। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে এগুলো নিন্দিত মিথ্যার আওতায় পড়ে না। এগুলো নিন্দিত মিথ্যা না হওয়ার দু'টি কারণ :

এক : এগুলো ইঙ্গিতবহ বাক্য যা একটি বলে অন্যদিকে ইঙ্গিত করা হয়। অতএব তিনি সারা ইসলামের দিক থেকে বোন বলেছেন এবং এটা বিশুদ্ধ।

দুই : যদি এটি তাওরিয়াহ বা ইঙ্গিতবহ কথা না হয়ে মিথ্যা হয় তবুও তা বৈধ; কেননা এটা যালিমের যুল্‌ম প্রতিহত করার কারণে ছিল। আর ফুকাহায়ে কিরাম এই ব্যাপারে একমত যে, কোন যালিম এসে যদি কোন গোপন লোকের সন্ধান করে তাকে হত্যা বা তার মাল ছিনিয়ে নিতে চায়; এমতাবস্থায় যার কাছে সন্ধান চেয়েছে তার জন্য ওয়াজিব হলো সেই লোকের খবর গোপন রাখা এবং তার সন্ধান জানা আছে বলে অস্বীকার করা। এই মিথ্যা বৈধ। এমনকি এমতাবস্থায় মিথ্যা বলা ওয়াজিব। অতএব নাবীজি মূলত এখানে এই সতর্ক করছেন যে, এগুলো ঢালাওভাবে নিন্দিত মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাযিরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেউ কেউ এই বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এগুলো মিথ্যা হওয়া থেকে বের করেছেন। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ যে বাক্যগুলোর বেলায় মিথ্যা শব্দের ব্যবহার করেছেন সেগুলোকে মিথ্যা বলতে বারণ করার কোন অর্থ নেই। আমি (ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)) বলি, এই বাক্যগুলোর উপর মিথ্যার প্রয়োগ করতে বারণ করা যাবে না; কেননা এগুলোর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং হাদীসে এগুলোকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তবে এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়াও শুদ্ধ, ব্যাখ্যা করতে কোন বাধা নেই।

'উলামাগণ বলেন, যে মিথ্যা সারার বেলায় বলা হয়েছে সেটি আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রেও বিবেচ্য; কেননা এই মিথ্যা এক যালিম কাফিরের যুল্‌ম ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্যান্য হাদীসের কিতাবে দীর্ঘ ব্যাখ্যাসহ এসেছে। তবে কেবল প্রথম দু'টিকে আল্লাহ তা'আলার জন্য বলার কারণ হলো, তৃতীয়টি আল্লাহ তা'আলার জন্য তারপরও এখানে নিজেরও কিছু লাভের অংশ রয়েছে। আর 'উলামায়ে কিরাম ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর উক্তি (إِنِّي سَقِيمٌ) "আমি অসুস্থ"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। আর মানুষ সর্বদা অসুস্থতার সম্মুখীন। তাই এটা বলে তিনি তাদের সাথে তাদের মেলায় না যাওয়া এবং তাদের বাতিল ও কুফরী কাজে উপস্থিত না হওয়ার একটি ওযর পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, সে সময় তিনি কিছুটা জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন।

Scanned by CamScanner

আর ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর উক্তি (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ) "বরং তাদের বড়জন এটি করেছে।" এর ব্যাখ্যায় কুতায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) ও একদল 'আলিম বলেন, 'এখানে বড় করেছে' এটাকে একটি কাজের শর্তসহ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা কথা বলতে পারলে তাদের বড় জন এটি করেছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে এগুলো ঢালাও মিথ্যা নয়। তারপরও বাহ্যত দৃষ্টিতে মিথ্যা বলে মনে হয়, তাই রসূল ﷺ এগুলো মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন যা পূর্বে বলা হয়েছে। (ইমাম নাবাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

(فَإِنَّكِ أُخْتِيْ فِي الْإِسْلَامِ) "নিশ্চয় ইসলামে তুমি আমার বোন"। এটা বলে নিশ্চয় ইবরাহীম আলায়হিস সালাম তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি আমার বোন বলা মিথ্যা নয়। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ "নিশ্চয় মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই"– (সূরাহ্ আল হুজুরা-ত ৪৯ : ১০)। অর্থাৎ ঈমানের বন্ধন আমাকে আর তোমাকে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করেছে। ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনে পৃথিবীর বুকে এখন আমি ও তুমি ছাড়া কেউ নেই। কেননা এখন ভূখণ্ডে আমি আর তুমি ছাড়া কোন ঈমানদার নেই।

এখানে একটি আপত্তি এই যে, লূত্ব আলায়হিস সালাম তখন ছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে ঈমানে শারীক ছিলেন। এর উত্তর এই দেয়া যেতে পারে যে, ইবরাহীম-এর কথা "এখন ভূখণ্ডে" এর দ্বারা পৃথিবী উদ্দেশ্য নয়। বরং কেবল তার এলাকা। আর এই ঘটনার সময় লূত্ব আলায়হিস সালাম সেখানে ছিলেন না।

(قَامَ إِبْرَاهِيمُ يُصَلِّيْ) অর্থাৎ ইবরাহীম আলায়হিস সালাম সলাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেননা বিপদের সময় ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ "তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো"– (সূরাহ্ আল হুজুরা-ত ৪৯ : ১০)। রসূলুল্লাহ ﷺ-ও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার সামনে আসলে তিনি সলাতের আশ্রয় নিতেন। (সুনানু আবূ দাউদ হা. ১১২৪)

(ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهٖ. فَأُخِذَ) অর্থাৎ যালিম যখন তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে গেল তখন আটকে পড়ল বা তার হাত বা পুরো শরীর অবশ হয়ে গেল। তাই সে তার কোন ধরনের সম্ভ্রমহানী করতে পারল না।

(وَيُرْوٰى فَغُطَّ) অর্থাৎ কোন বর্ণনায় أُخِذَ শব্দের স্থলে غط শব্দ রয়েছে। ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল। শাসরুদ্ধ হয়ে সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল এবং তার 'গাতীত' তথা নাকডাক্ আরম্ভ হলো। (ফাতহুল বারী হা. ৬/৩৯৩)

(ادْعِيْ اللّٰهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكِ) "আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করো আমি তোমার ক্ষতি করব না" অর্থাৎ আমার মুক্তির জন্য দু'আ করো।

(إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِيْ بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتَنِيْ بِشَيْطَانٍ) কেননা আমি তার সাথে পেরে উঠছি না। বার বার সে আমাকে আছাড় মারছে এবং আমাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছে। অতএব নিশ্চয় এটি শায়ত্বন। সে মানব হলে আমি তার সাথে পেরে উঠতাম।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শায়ত্বন বলে তার উদ্দেশ্য হলো অবাধ্য জিন্। কেননা তারা জিন্‌কে কঠিন ভয় করত এবং জিনের বিষয় খুব বড় করে দেখত। অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই তারা এগুলোকে জিনের কারসাজি মনে করত।

(فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ) "তাঁর সেবায় হাজারা (রমণী) দিয়ে দিলো।" আপত্তিকর কর্মে ব্যর্থ আবার এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পর হাজারাকে উপঢৌকন হিসেবে দেয়ার কারণ হলো, সারাকে ধরতে গিয়ে এমন

Scanned by CamScanner

পরিস্থিতির শিকার হওয়ায় সে সারার বিষয়টিকে বড় করে দেখেছে এবং তাকে সম্মানিত এবং আল্লাহর কাছে সে একজন প্রিয় বলে বুঝাতে পেরেছে। অথবা সারার শ্রীনতাহানীর চেষ্টা করার কারণে তার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হলে এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাজারাকে দিয়েছে, যাতে তার মন রক্ষা করতে পারে এবং সারা তার কোন ক্ষতি না করেন। (ফাতহুল বারী হা. ৬/৩৯৩, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَأَوْمَأَ بِيَدِهٖ مَهْيَمْ) অর্থাৎ তিনি সলাতের ভিতর হাতের ইশারায় তাকে বললেন, مَهْيَمْ অর্থাৎ- কী অবস্থা? শব্দটি মূল ইয়ামানী। এর দ্বারা কারো অবস্থা জানতে প্রশ্ন করা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٠٥ -[٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: (رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى) وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِىْ إِلٰى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭০৫-[৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবরাহীম আলায়হিস সালাম অপেক্ষা আমরা সন্দেহ পোষণ করার অধিক হাক্বদার। যখন তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রভু! আপনি কিরূপ মৃতকে জীবিত করবেন তা আমাকে দেখিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা লূত্ব আলায়হিস সালাম-এর ওপর দয়া করুন! (আল্লাহর দীন প্রচারে অসহায়তার দরুন) তিনি একটি দৃঢ় খুঁটির (ব্যক্তি বা দলের) আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ আলায়হিস সালাম যত দীর্ঘ সময় কারাগারে ছিলেন, এত দীর্ঘ সময় আমিও যদি কারাগারে থাকতাম, তাহলে তখনই আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৭]

ব্যাখ্যা : (نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উলামায়ে কিরাম এই বাক্যের কয়েকটি অর্থ বলেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ উক্তি যা ইমাম আবূ ইবরাহীম আল মুযানী এবং একদল 'আলিম উল্লেখ করেছেন। তারা বলেন, বাক্যটির অর্থ হলো, ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর জন্য এমন সন্দেহ করা অসম্ভব। কেননা মৃতকে জীবিত করার সন্দেহ যদি নাবীদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে তবে এই সন্দেহ ইবরাহীম-এর চেয়ে আমার মাঝে প্রবেশ অধিক যথাযথ। অথচ তোমরা জানো আমি সন্দেহ করি না। অতএব এও জেনে রাখ যে, ইবরাহীম সন্দেহ করেননি। ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো, আয়াত থেকে কারো মনে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এবং আল্লাহর তা'আলার কুদরতের উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। আবার রসূলুল্লাহ ﷺ ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে তাঁর নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রকাশ। অথবা তিনি আদাম সন্তানদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ এই ওয়াহী আসার আগে হয়তো তিনি এমন বলেছেন।

তাহরীর কিতাবের লেখক বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿...أَوَلَمْ تُؤْمِنْ...﴾ "...তুমি কি বিশ্বাস করো না..."– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬০); নাযিল হলো; একদল বলে উঠল ইবরাহীম সন্দেহ করেছেন, অথচ আমাদের নাবী সন্দেহ করেননি। তখন নাবী ﷺ বলেন, "সন্দেহের বেলায় আমি অধিক উপযুক্ত।" তারপর তিনি (ﷺ) উপরের আলোচনা করেন। তিনি (ﷺ) আরো বলেন, আমার কাছে এই বাক্যের দু'টি অর্থ রয়েছে বলে মনে হয় :

---

[৫৪৭] সহীহ : বুখারী ৩৩৭২, মুসলিম ২৩৮-(১৫১), ইবনু মাজাহ ৪০২৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৬৭, সহীহুল জামি' ৬৭৫০, মুসনাদে আহমাদ ৮৩১১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৪৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৮১৩।

Scanned by CamScanner

[এক] এটা কথার স্বাভাবিক রীতির আলোকে বের হয়েছে। কেননা মানুষ যখন কোন মানুষের ওপর থেকে বদনাম প্রতিহত করতে চায় তখন সে বলে, তাকে যেটা বলছ বা তার সাথে যেটা করছ আমাকে বলো বা আমার সাথে করো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় লোকটির সাথে এমন আচরণ করতে বারণ করা। অর্থাৎ তার বেলায় এমন বলো না বা এমন করো না।

[দুই] এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা যেটাকে সন্দেহ বলে ভাবছ এটার আমি অধিক উপযুক্ত; কেননা এটা সন্দেহই নয়। এর দ্বারা কেবল অধিক দৃঢ়তা সৃষ্টি উদ্দেশ্য। (ইমাম নাবাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, অধ্যায় : ঈমান, ২/১৮৩)

(إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ) 'রুকনে শাদীদ' বা দৃঢ় আশ্রয়স্থল হলেন আল্লাহ সুবহানাহূ তা'আলা; কেননা তিনি সবচেয়ে দৃঢ় ও শক্তিশালী প্রতিরোধকারী আশ্রয়স্থল। হাদীসের মর্ম হলো, লূত্ব আলায়হিস সালাম যখন তার মেহমানের ব্যাপারে ভয় করলেন এবং যালিমদের থেকে তাদের রক্ষা করার মতো তার কোন গোষ্ঠী ছিল না, তাই তিনি অক্ষম হলেন এবং তার চিন্তা চরমে পৌছল, তখন তিনি এই চরম পরিস্থিতির শিকার হয়ে বলেন, যদি আমার নিজের শক্তি থাকত তাদের প্রতিহত করার অথবা যদি আমি আমার গোষ্ঠীর আশ্রয় নিতে পারতাম, তবে তোমাদেরকে বারণ করতাম। লূত্ব আলায়হিস সালাম এটা বলে মেহমানের কাছে তার ওযর প্রকাশের ইচ্ছা করেছেন। অর্থাৎ তিনি যদি যে কোনভাবে তাদের থেকে এই অপছন্দনীয় কাজ প্রতিহত করতে পারতেন তবে তাদের সম্মান ও বিপদ প্রতিহতে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করতেন এবং তাদেরকে রক্ষা করতেন। এখানে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা থেকে বিমুখ হওয়ার কিছু নেই। (ইমাম নাবাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, অধ্যায় : ঈমান, ২/১৮৩)

(...وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ) এখানে নাবী ﷺ ইউসুফ আলায়হিস সালাম-এর প্রশংসা এবং তাঁর ধৈর্য সহনশীলতার বর্ণনা দিচ্ছেন। এখানে 'দাঈ' বা আহ্বানকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাদশার দূত যার কথা আল্লাহ তুলে ধরছেন, "বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। যখন দূত তাঁর কাছে এলো তিনি বললেন, ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস করো ঐ মহিলাদের স্বরূপ কী, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল।" (সূরাহ্ ইউসুফ ১২ : ৫০)

ইউসুফ আলায়হিস সালাম এই দূতের ডাকে সাড়া দিয়ে জেলের দীর্ঘ জীবন থেকে পরিত্রাণের জন্য দ্রুত বের হননি। বরং অবিচল থেকেছেন, দৃঢ় থেকেছেন। বাদশার কাছে তার জেলে যাওয়ার কারণটি উদঘাটনের নিবেদন করেছেন; যাতে তিনি বাদশাহ ও অন্যদের কাছে নির্দোষ প্রমাণিত হন। তাই নাবী ﷺ এটা বলে ইউসুফ আলায়হিস সালাম-এর মর্যাদা ও দৃঢ় মনোবল বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ আলায়হিস সালাম-এর মর্যাদা বর্ণনার সাথে তিনি নিজের ব্যাপারে যা বলেছেন তা বিনয় প্রকাশ এবং ইউসুফ আলায়হিস সালাম-এর মর্যাদা অধিক প্রকাশের স্বার্থে।
(ইমাম নাবাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, অধ্যায় : ঈমান, ২/১৮৩)

٥٧٠٦ - [٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِيْرًا لَا يُرٰى مِنْ جِلْدِهٖ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فَقَالُوْا: مَا تَسَتَّرَ هٰذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهٖ: إِمَّا بَرَصٌ أَوْ أُدْرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهٗ فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهٗ لِيَغْتَسِلَ فَوَضَعَ ثَوْبَهٗ عَلٰى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهٖ فَجَمَحَ مُوْسٰى فِىْ إِثْرِهٖ يَقُوْلُ: ثَوْبِىْ يَا حَجَرُ ثَوْبِىْ يَا حَجَرُ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى مَلَإٍ مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَقَالُوْا: وَاللّٰهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهٗ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَوَاللّٰهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهٖ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Scanned by CamScanner

৫৭০৬-[৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মূসা আলায়হিস সালাম ছিলেন খুবই লাজুক স্বভাবের লোক। সব সময় শরীর ঢেকে রাখতেন। লজ্জাশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশ কখনো খোলা দেখা যেত না। বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একদল লোক (এ ব্যাপারে) তাঁকে মারাত্মক কষ্ট দিল। তারা (অভিযোগ এনে) বলল, তিনি যে শরীর ঢেকে রাখতে এত বেশি তৎপর, এর একমাত্র কারণ হলো, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন দোষ আছে। হয়তো শ্বেত (কুষ্ঠ) রোগ রয়েছে কিংবা অণ্ডকোষে একশিরা আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। অতএব একদিন গোসল করার জন্য মূসা আলায়হিস সালাম একা এক নির্জন স্থানে গেলেন এবং পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের উপর রাখলেন এবং অমনি তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। সাথে সাথেই মূসা আলায়হিস সালাম পাথরটিকে ধাওয়া করলেন; আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, হে পাথর! আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়! শেষ পর্যন্ত পাথরটি বানী ইসরাঈলের এক বৈঠকে এসে পৌছল। ফলে তারা মূসা আলায়হিস সালাম-কে পোষাকহীন অবস্থায় দেখে ফেলল। তারা দেখতে পেল, মূসা আলায়হিস সালাম-এর শরীর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্যপূর্ণ এবং সকলে এক বাক্যে বলে উঠল– আল্লাহর শপথ! মূসা আলায়হিস সালাম-এর শরীরে কোন প্রকারের দোষ নেই। এবার তিনি কাপড়টি নিয়ে পরিধান করলেন এবং (হাতের লাঠি দ্বারা) পাথরকে খুব জোরে মারতে লাগলেন। আল্লাহর শপথ! এতে পাথরের গায়ে তিন, চার কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৮]

ব্যাখ্যা : (حَيِيًّا سِتِّيرًا) حَيِيًّا শব্দের প্রথম ي যের বিশিষ্ট এবং তাশদীদমুক্ত এবং দ্বিতীয় ي তাশদীদযুক্ত। যার অর্থ : অধিক লজ্জাশীল। سَتِّيرًا শব্দের س অক্ষরে যবর এবং ت বর্ণে তাশদীদযুক্ত যের। যার অর্থ পর্দায় ঢাকা। শব্দ দু'টিই মুবালাগার সিগাহ যা আধিক্য বুঝায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ) অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের অনেকে তাকে কথার মাধ্যমে কষ্ট দিতো। অধিক লজ্জাশীল হওয়া, শরীরকে ঢেকে রাখার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া, তাদের মতো সর্বত্র খোলামেলা চলাফেরা না করাকে তারা খারাপ দৃষ্টিতে দেখত। তারা মনে করত তিনি তাঁর আভ্যন্তরীণ দোষ ঢাকার জন্যই সবার মতো চলেন না, সবার সাথে খোলামেলা গোসল করেন না। তারা মনে করত মূসার শরীরে হয় কুষ্ঠ-ব্যাধি রয়েছে অথবা তার অণ্ডকোষে একশিরা রোগ রয়েছে। এসব ঢেকে রাখার জন্যই তিনি কারো সামনে শরীর উন্মুক্ত না এবং সবার সাথে গোসল করেন না। কিন্তু মূসা আলায়হিস সালাম লজ্জা ও পর্দার অবস্থা এই যে, নিজেকে দোষমুক্ত বা অপবাদ মুক্ত করার জন্য শরীর উন্মুক্ত না। কারণ অপবাদ সহ্য করার চেয়ে কারো সামনে বেপর্দা হয়ে গোসল করাই তার কাছে অধিক লজ্জাজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তার প্রিয় নাবীকে অপবাদমুক্ত করা। যার কারণে এই আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা ঘটান। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন-

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾

"হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান।"

(সূরাহ্ আল আহযা-ব ৩৩ : ৬৯)

---

[৫৪৮] সহীহ : বুখারী ৩৪০৪, মুসলিম ১৫৫-(৩৩৯), মুসনাদে আহমাদ ৯০৮০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৮৪৭, সহীহুল জামি' ৪৪৬৭।

Scanned by CamScanner

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে মূসা আলায়হিস সালাম-এর স্পষ্ট দু'টি মু'জিযাহ্ বা অলৌকিক নিদর্শন রয়েছে–

[এক] পাথর তার কাপড় নিয়ে বানী ইসরাঈলের সমাবেশের দিকে হাঁটতে শুরু করা।

[দুই] মূসা আলায়হিস সালাম-এর লাঠির আঘাতে পাথরে দাগ বসে যাওয়া। হাদীস থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, জড় পদার্থের মধ্যেও অনুধাবন ক্ষমতা রয়েছে। হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, নির্জন অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে গোসল বৈধ, যদিও উত্তম হচ্ছে লজ্জাস্থান ঢেকে গোসল করা। এটাই ইমাম শাফি'ঈ, মালিক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমদের অভিমত।

হাদীসে আরো জানা যায়, মূর্খ ও নির্বোধদের পক্ষ থেকে অশালীন আচরণের কারণে নাবীদের কষ্ট ও এর উপর তাদের ধৈর্য করার বিষয়টিও অত্র হাদীস থেকে জানা যায়। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যরা বলেন, নাবীগণ সৃষ্টি, চারিত্রিক ও শারীরিক দোষ-ত্রুটি থেকে নিরাপদ। তারা বলেন, ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় কোন কোন নাবীর ব্যাপারে এমন কিছু শারীরিক ত্রুটির বিবরণ যা তাদের প্রতি মানুষের ঘৃণার সৃষ্টি করে, এসব বিবরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। (ইমাম নাবাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ২/১৮৩)

٥٧٠٧ ـ[١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى؟ قَالَ: بَلٰى وَعِزَّتِكَ وَلٰكِنْ لَا غِنٰى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৭০৭-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন আইয়ূব আলায়হিস সালাম উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছিলেন, এমনি অবস্থায় তাঁর ওপর সোনালী পঙ্গপাল পতিত হলো। তখন আইয়ূব আলায়হিস সালাম সেগুলোকে দ্রুত ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ, আমি কি তা হতে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনার 'ইয্যতের শপথ! কিন্তু আপনার বারাকাত ও কল্যাণ হতে তো আমি অভাবমুক্ত নই। (বুখারী)[৫৪৯]

ব্যাখ্যা : (بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا) "একদিন আইয়ূব আলায়হিস সালাম বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন"। অর্থাৎ মানুষ থেকে আড়াল হয়ে একাকি অবস্থায় কাপড় ছাড়া গোসল করছিলেন। তাই বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) অধ্যায়টি এভাবে রচনা করেন, "নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা এবং আঁড় করে গোসল করা।" ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) যে অধ্যায়ে এই হাদীসটি উল্লেখ করেন তারা পুরো শিরোনামটি এমন-

"مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ".

"নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা এবং পর্দা করে গোসল করা। তবে পর্দা করে গোসল করাই উত্তম। বাহ্য ইবনু হাকীম তার পিতা ও দাদার সূত্রে নাবী ﷺ-এর বাণী বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা লজ্জা পাওয়ার জন্য মানুষের চেয়ে অধিক হাক্বদার।" (সহীহুল বুখারী- অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : গোসল নির্জনে বিবস্ত্র গোসল...)

---

[৫৪৯] সহীহ : বুখারী ৩৩৯১, মুসনাদে আহমাদ ৮১৪৪, সহীহুল জামি' ২৮৬৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৪।

Scanned by CamScanner

এ হাদীস থেকে নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার বৈধতা প্রমাণিত হয়, যদিও নির্জনে ও বিবস্ত্র না হয়েই গোসল করা উত্তম। যেমনটি বুখারীর অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণিত হয়। তবে আইয়ূব আলায়হিস সালাম গোসলের সময় পুরো বিবস্ত্র ছিলেন বলে প্রমাণিত হয় না। হতে পারে লুঙ্গি পরা ছিল এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ খোলা ছিল। কেননা হাদীসের বাক্য (فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهٖ) "আইয়ূব তার কাপড়ে স্বর্ণের টিড্ডিগুলো তুলতে লাগলেন"; এখানে লুঙ্গি পরিহিত থাকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তবে নির্জন অবস্থায় বস্ত্রহীন হয়ে গোসল বৈধ হিসেবে পুরো বিবস্ত্র থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى) "তুমি যা দেখছ তা থেকে আমি কি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি?" 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন বলা তিরস্কার নয়। কেননা ধনী হলেও সে তার ধনে তৃপ্ত হয় না, বরং আরো বেশি চায়। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন বলা হয় স্নেহ ও পরীক্ষাস্বরূপ। তিনি এটা বলে দেখেন, বান্দা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা। তখন সে তাঁর অধিক কৃতজ্ঞ হয়। তাই আইয়ূব আলায়হিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কথার উত্তর দিয়ে বলেন, (بَلٰى وَعِزَّتِكَ وَلٰكِنْ لَا غِنٰى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ) "অবশ্যই, হে আমার রব! তবে আপনার বারাকাত থেকে আমার অমুখাপেক্ষিতা নেই"। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٠٨ -[١١] وَعَنْهُ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ. فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ: وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهٗ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهٗ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهٖ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَهٗ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُخَيِّرُوْنِيْ عَلٰى مُوْسٰى فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِىْ كَانَ فِيْمَنْ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ فِيْمَنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ.» وَفِيْ رِوَايَةٍ: "فَلَا أَدْرِيْ أَحُوْسِبَ بِصَعْقَةِ يَوْمِ الطُّوْرِ أَوْ بُعِثَ قَبْلِيْ؟ وَلَا أَقُوْلُ: أَنَّ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى".

৫৭০৮-[১১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বলেন, একবার একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহূদী একে অপরে গালাগালিতে লিপ্ত হলো। মুসলিম লোকটি বলল, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সমস্ত জগতের উপর নির্বাচন করেছেন। তখন ইয়াহূদী বলে উঠল, শপথ সেই সত্তার! যিনি মূসা আলায়হিস সালাম-কে সারা জগতের উপর নির্বাচন করেছেন। (এ কথাটি শুনামাত্রই) মুসলিম লোকটি তৎক্ষণাৎ ইয়াহূদীর গালে একটি থাপ্পড় মারল। অতঃপর সেই ইয়াহূদী নাবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে তার ও মুসলিম লোকটির মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারটি তাঁকে জানাল। তখন নাবী ﷺ লোকটিকে ডেকে আনলেন এবং ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, সেও ঘটনাটি বর্ণনা করল। তখন নাবী ﷺ বললেন, 'আমাকে মূসা আলায়হিস সালাম-এর ওপর প্রাধান্য দিতে যেয়ো না। কেননা ক্বিয়ামাতের দিন সকল মানুষই হুশ হারিয়ে ফেলবে, আমিও তাদের সাথে বেহুঁশ থাকব। তবে আমি সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরে পেতেই দেখব, মূসা আলায়হিস সালাম 'আর্‌শের এক কিনারা ধরে রয়েছেন। তবে আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ হয়েছেন এবং আমার পূর্বেই হুঁশপ্রাপ্ত হয়েছেন অথবা তিনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে মহান আল্লাহ (বেহুঁশ হওয়া হতে) বাদ রেখেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে-

Scanned by CamScanner

নাবী ﷺ বলেছেন : আমি জানি না, 'তূর' পাহাড়ের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুঁশ হয়েছিলেন, তা হিসাবে রাখা হয়েছে অথবা আমার পূর্বেই তিনি হুঁশ ফিরে পেয়েছেন? তিনি আরো বলেছেন, 'আমি এটাও বলব না যে, কোন লোক ইউনুস ইবনু মাত্তা অপেক্ষা উত্তম।'[৫৫০]

ব্যাখ্যা : (اسْتَبَّ رَجُلٌ) বুখারীর এক বর্ণনায় এই ঘটনার শুরুর বিবরণ এভাবে রয়েছে, "একবার এক ইয়াহূদী তার কিছু দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাঁকে এমন কিছু দেয়া হলো যা সে পছন্দ করল না। তখন সে বলল, না! সেই সত্তার ক্বসম, যে মূসা আলায়হিস সালাম-কে মানব জাতির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনসারী (মুসলিম) শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আর তার (ইয়াহূদীর) মুখের উপর এক চড় মারলেন।" (সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : তাফসীর, হা. ৩২৬১)

এ থেকে বুঝা যায়, মূলত দ্রব্য-সামগ্রীর কেনাবেচা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্কের এক পর্যায়ে ইয়াহূদী মূসা ﷺ-কে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বলার কারণে মুসলিম আনসার ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। মূলত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা তাকে এমন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

(لَا تُخَيِّرُونِيْ عَلٰى مُوسٰى) অর্থাৎ আমাকে মূসার ওপর বেশি মর্যাদা দিও না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, «لا تفضلوا بين أنبياء الله» "আল্লাহর নাবীগণের মধ্যে কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দান করো না।" এর কারণ হলো, অন্যের সাথে তুলনা করে কারো শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলে অন্যজনের প্রতি অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর কোন নাবীর প্রতি অবজ্ঞা ও হেয় প্রদর্শন বৈধ নয়।

(يُصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) "ক্বিয়ামাত দিবসে বেহুঁশ হবে" ক্বিয়ামাতের দিন চারবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকার হবে সবাইকে মেরে ফেলার ফুঁৎকার। এই ফুঁৎকার দেয়ার সাথে সাথে পৃথিবীতে যারা জীবিত ছিল তাদের সবাই মারা যাবে। দ্বিতীয় ফুঁৎকার; এই ফুঁৎকার দিলে আবার সবাই ক্ববর থেকে জেগে উঠবে এবং হিসাবের জন্য সমবেত হবে। তৃতীয় ফুঁৎকার; ভীতি ও বেহুশের। চতুর্থ ফুঁৎকার; সবার হুশ ফিরে আসার জন্য। (ফাতহুল বারী হা. ৬/৪৪৬)

বাহ্যত তৃতীয় ফুঁৎকারই উদ্দেশ্য, যা ক্বিয়ামাত দিবসে সমবেত হওয়ার পরের প্রথম ফুঁৎকার। এই ফুঁৎকারে বেহুশ হওয়ার পর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ হুঁশ ফিরে পান তখন দেখেন মূসা আলায়হিস সালাম 'আর্শের একটি খুঁটি ধরে রয়েছেন। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারেননি, তিনি বেহুশ হয়ে সবার আগে হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, নাকি বেঁহুশই হননি। অর্থাৎ আমার আগে তিনি হুঁশ ফিরে পেলে এখানে তাঁর মর্যাদা স্পষ্ট। আর যদি তিনি বেঁহুশ না-ই হন বরং আল্লাহ তা'আলাকে তাঁকে ব্যতিক্রম করে রাখেন, তবে এখানেও তাঁর মর্যাদা স্পষ্ট।

নাবীদের মাঝে তুলনা ও কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দেয়া নিষেধের কারণ সম্পর্কে 'উলামারা বলেন, এই নিষেধ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার নিজের রায় থেকে একে অপরকে মর্যাদা দিবে। দলীলটি কোন নাবীর ওপর অন্য কোন নাবীকে মর্যাদাগতভাবে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে নয়। অথবা যে এমনভাবে কারো মর্যাদা দিবে যার কারণে অন্যের মর্যাদার অসম্মান করা হয় এবং এর মাধ্যমে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। অথবা হাদীসের অর্থ এই যে, সব গুণে একজনকে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। (ফাতহুল বারী হা. ৬/৪৪৬)

٥٧٠٩-[١٢] وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «لَا تُفَضِّلُوْا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللّٰهِ».

[৫৫০] সহীহ : বুখারী ৩৪০৮, মুসলিম ১৬১-(২৩৭৩), আবূ দাউদ ৪৬৭১, মুসনাদে আহমাদ ৭৫৭৬, সহীহুল জামি' ৭২৫৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৭৫০।

Scanned by CamScanner

৫৭০৯-[১২] অপর এক বর্ণনায় আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা নাবীদের একে অপরের মধ্যে একজনকে আরেকজনের ওপর প্রধান্য দিয়ো না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫১]

আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে- তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা নাবীদের মধ্যে একজনকে আরেকজনের ওপর মর্যাদা প্রদান করো না।

ব্যাখ্যা : উভয় বর্ণনার মর্ম এক। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি "আমাকে মূসার ওপর মর্যাদা দিও না", "আমাকে মূসার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না।" এটা তিনি প্রথম দিকে বিনয়ের আকারে বলেছেন; যাতে উম্মাত নিজ থেকে নাবীদের মাঝে তুলনা না করে এবং একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব না দেয়। কেননা এটা গোড়ামীর দিকে পৌছিয়ে দিবে এবং শায়ত্বন তাদের ওপর আরোহী হয়ে তাদেরকে কারো বেলায় সীমালঙ্ঘন এবং কারো বেলায় যথাযথ মর্যাদা না দেয়ার দিকে পৌছিয়ে দিবে। তখন শ্রেষ্ঠকে তার শ্রেষ্ঠত্বের সীমা ছড়িয়ে দিবে এবং যিনি তুলনামূলক কম শ্রেষ্ঠ তাকে তাঁর মর্যাদা থেকে নামিয়ে দিবে। এভাবে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথাও একই ধরনের অর্থ বহন করে।

(لَا أَقُوْلُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى)

"আমি কাউকে ইউনুস ইবনু মাত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ বলি না।"

(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : নাবীদের বর্ণনা, হা. ৩১৬২)

অর্থাৎ আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেই না। কেননা রিসালাত ও নুবুওয়্যাতের দিক থেকে সবাই সমান। বরং যাকেই নুবুওয়্যাত দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে তাদের সকলের সম্মানের কথা বলি। এদিকেই কুরআন মাজীদের ইঙ্গিত হলো-

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ "আমরা তাদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২)

অন্যান্য নাবীদের মাঝে ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর কিছু কাহিনী তুলে ধরেছেন, যেখানে তাঁর পলায়ন ও উম্মাতের ওপর বিরক্ত হওয়া, ধৈর্য না ধরার কথা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ "আর তুমি মাছওয়ালার মতো হয়ো না"– (সূরাহ্ আল ক্বলাম ৬৮ : ৪৮)। অন্যত্র বলেন, ﴿وَهُوَ مُلِيْمٌ﴾ "আর সে তিরস্কৃত"– (সূরাহ্ আস্ স-ফফা-ত ৩৭ : ১৪২)।

এগুলো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতের বেলায় ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর সম্মানহানী ঘটানোর ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হতে পারেননি। তাই উম্মাতকে সতর্ক করার জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তার জীবনের যেসব ঘটনা ঘটেছে এগুলো তার নুবুওয়্যাতকে কলঙ্কিত করে না বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧١٠ -[١٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "مَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ: إِنِّيْ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: "مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ".

---

[৫৫১] সহীহ : বুখারী ২৪১২, মুসলিম ১৬৩-(২৩৭৪), আবূ দাউদ ৪৬৬৮, সহীহুল জামি' ৭২৫৭।

Scanned by CamScanner

৫৭১০-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনু মাত্তা তুলনা উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫২]

বুখারী-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক বলবে, আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনু মাত্তা আলায়হিস সালাম হতে উত্তম, সে মিথ্যা বলেছে।

ব্যাখ্যা : নুবুওয়্যাতের মর্যাদার ক্ষেত্রে আমাকে ইউনুস ইবনু মাত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ বলা কারো জন্য উচিত নয়; কেননা নুবুওয়্যাতের মর্যাদার বেলায় সকল নাবী সমান। অন্যান্য বিষয়ে কারো ওপর কারো শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে। তবে ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর কথা বিশেষভাবে বলার কারণ পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর এমন কিছু কথা উল্লেখ করেছেন যা তাঁর মর্যাদা কম হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ নুবুওয়্যাতের মর্যাদায় এসব ঘটনায় কোন প্রভাবে ফেলেনি। তাই নাবী ﷺ উম্মাতকে সতর্ক করলেন, যেন তারা নাবীদের মানহানী করার ভ্রান্তিতে লিপ্ত না হয়।

وفي رواية البخاري قال: "من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب"

"আমি ইউনুস থেকে উত্তম"; এই বাক্যের দুই উদ্দেশ্য হতে পারে।

[এক] أنا দ্বারা রসূল ﷺ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রসূল ﷺ বলছেন, যে ব্যক্তি আমি মুহাম্মাদ-কে ইউনুস থেকে উত্তম মনে করবে সে মিথ্যা বলেছে। বিষয়টি এমন হলে হলে রসূল ﷺ তাঁর বিনয় প্রকাশ ও অন্যান্য নাবীর মানহানী না ঘটার কারণে এমন বলেছেন।

[দুই] أنا দ্বারা উদ্দেশ্য উক্তিকারী নিজে। অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা থেকে উত্তম তবে সে মিথ্যা বলল। রসূল ﷺ-এর এ কথার উদ্দেশ্য হলো, কুরআনে বর্ণিত ইউনুস আলায়হিস সালাম ঘটনা দেখে কেউ যদি নিজেকে ইউনুস ইবনু মাত্তা থেকে উত্তম মনে করে আর ভাবে সে ইউনুস ইবনু মাত্তা থেকে উত্তম, তবে সে মিথ্যা বলল। জ্ঞান, 'ইবাদাত ও মর্যাদা সম্পর্কে মূর্খ ছাড়া কেউ এমন কথা বলতে পারে না। কেননা কেউ মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানে পৌছে গেলেও নুবুওয়্যাতের মর্যাদার স্তরে পৌছতে পারে না। পূর্বের বর্ণনা যেখানে বলা হয়েছে, "কোন বান্দার উচিত নয় যে, সে বলবে, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা থেকে উত্তম।" এ বর্ণনা এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১৫/১৩২-১৩৩, অনুচ্ছেদ- মূসা আলায়হিস সালাম-এর মর্যাদা)

٥٧١١ -[١٤] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِىْ قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭১১-[১৪] উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বালকটিকে খাযির আলায়হিস সালাম হত্যা করেছিলেন, সে ছিল জন্মগত কাফির। যদি সে বেঁচে থাকত, তাহলে সে তার পিতামাতাকে অবাধ্যতা ও কুফরের মধ্যে ফেলে দিত (অথচ তাঁরা ছিলেন ঈমানদার)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৩]

---

[৫৫২] সহীহ : বুখারী ৩৪১৬, মুসলিম ১৬৬-(২৩৭৬), আবূ দাউদ ৪৬৬৯, তিরমিযী ৩২৪৫, ইবনু মাজাহ ৪২৭৪, সহীহুল জামি' ৫৮২১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৮৬২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৬৬৫, মুসনাদে বায্যার ১৬৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৩৭০৩, আবূ ইয়া'লা ২৫৪৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৩৮, শু'আবুল ঈমান ১৪৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১১৬৭, দারিমী ২৭৪৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৫৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৯৬০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪১২২।

[৫৫৩] সহীহ : বুখারী (পাওয়া যায়নি), মুসলিম ২৯-(২৬৬১), আবূ দাউদ ৪৭০৫, তিরমিযী ৩০৭১, মুসনাদে আহমাদ ২১১৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২২১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/১০২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : الخضر। (খাযির); মূসা আলায়হিস সালাম-কে যার কাছে গিয়ে জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কুরআনের সূরাহ্ কাহ্ফে বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জুমহূর 'উলামার মতে খাযির আলায়হিস সালাম জীবিত এবং আমাদের মাঝে বিদ্যমান। বিশেষ করে সূফী ও বুযুর্গদের নিকট। তাদের থেকে খাযির আলায়হিস সালাম-কে দেখার ঘটনা, তাঁর সাথে মিলিত হওয়া, তাঁর থেকে জ্ঞান আহরণ করা এবং প্রশ্ন ও উত্তর প্রদান এবং তার উপস্থিতির কথা অসংখ্য। শায়খ ইবনুস্ সলাহ বিষয়টি স্পষ্ট বলেছেন। প্রজ্ঞাবান 'আলিমদের মাঝে খাযিরের জীবিত থাকার ব্যাপারটি অস্বীকারকারীর সংখ্যা নগণ্য। মুফাসসির হিম্ইয়ারী এবং আবূ আমির বলেন, তিনি নাবী ছিলেন। তবে রসূল ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কুশায়রী বলেন, অনেকের মতে তিনি ওয়ালী। যারা বলেন তিনি নাবী ছিলেন, তাদের দলীল কুরআনের আয়াত যেখানে খাযির বলেছেন : ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ অর্থাৎ "আমি নিজ মতে এটা করিনি"– (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ৮২)। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, তাঁর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হত। তাছাড়া তিনি মূসা আলায়হিস সালাম থেকে অধিক জ্ঞানী। আর কোন ওয়ালী নাবী থেকে জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব। যাদের মতে তিনি নাবী নন, তারা এর উত্তর দেন এভাবে যে, হতে পারে তার কাছে আল্লাহ তা'আলা কোন কোন ইলহামের পদ্ধতিতে ওয়াহী পাঠাতেন, যেমন মূসা আলায়হিস সালাম-এর মায়ের কাছে ইলহামের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝ أَنِ اقْذِفِيهِ ۝﴾

"যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা নির্দেশ দেয়ার ছিল। তা এই যে, তুমি (মূসাকে) সিন্দুকে রাখ"– (সূরাহ্ ত্বা-হা- ২০ : ৩৮-৩৯)। আমি (ইমাম নাবাবী) বলি, মূসা আলায়হিস সালাম-এর মায়ের প্রতি যে ওয়াহী প্রত্যাদেশ হয়েছিল তা কেবল সন্তানের মুক্তির কৌশল সম্পৃক্ত। অপরদিকে সন্তানের বিষয়টি ইলহামের মাধ্যমে কোন ওয়ালীর হাওলা করা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা ইলহামের উপর নির্ভর করে কোন ওয়ালীর জন্য একটি পবিত্র আত্মাকে এই বলে হত্যা করে ফেলা ঠিক হতে পারে না যে, সে স্বভাবজাত কাফির। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- অধ্যায় : মর্যাদা, অনুচ্ছেদ : খাযির আলায়হিস সালাম-এর মর্যাদা)

(طُبِعَ كَافِرًا) অর্থাৎ তাকে কুফরীর প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে; তাই সে সব সময় কুফর পছন্দ করবে। অতএব এ হাদীস «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান ইসলামী স্বভাবজাতের উপর জন্ম নেয়– (বুখারী, মুসলিম)। হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা এখানে ইসলামী স্বভাবজাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা। জন্মগত কেউ দুর্ভাগা হওয়ার সাথে এটা সাংঘর্ষিক নয়। প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে, প্রত্যেক সন্তানের মাঝে যখন আত্মা ফুঁকা হয়, তখনই সে সৌভাগ্যবান নাকি হতভাগা লিখে দেয়া হয়– (বুখারী, মুসলিম)।

(وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا) "যদি সে জীবিত থাকত তবে তার পিতা-মাতাকে কুফরী ও গোমরাহীতে বাধ্য করত।" অর্থাৎ এই সন্তান বড় হওয়ার বয়স পেলে পিতা-মাতাকে কুফরী করতে বাধ্য করত এবং উভয়ের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হত। মোটকথা, সন্তানটিকে হত্যা করার কারণ দুটো। একটি কারণ- স্বভাবজাত কাফির হয়ে জন্মগ্রহণ, দ্বিতীয়ত- জীবিত থাকলে পাপী ও অন্যকে ভ্রষ্টকারী হওয়া।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যখন তার পিতা-মাতা মু'মিন ছিলেন তখন সেও মু'মিন। অতএব তাকে হত্যা করা বৈধ হয় কিভাবে? তাই এর ব্যাখ্যা জরুরী। এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, এই বাচ্চা যদি প্রাপ্তবয়স্ক হত তবে কাফির হত এবং জীবিত থাকলে পিতা-মাতার ওপর চড়াও হত এবং তাদের নি'আমাতের কুফরী করত ও তাদের অবাধ্য হত। অথবা এমনও হতে পারে যে, পিতা-মাতাকে সে তার

Scanned by CamScanner

অনুসরণে বাধ্য করত, যার ফলে তারা পথভ্রষ্ট হত। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি বলা হয়, ভবিষ্যতে কেউ কাফির হওয়ার আশঙ্কায় বর্তমানে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। অতএব খাযির তাকে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কিভাবে হত্যা করলেন? আমি (ইবনুল মালিক) বলি, হয়তো এটা তাদের শারী'আতে বৈধ ছিল। আমি (নাবাবী) বলি, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক খাযির-এর কাজের স্বীকৃতি দেয়া এবং মূসা আলায়হিস সালাম তার কাজের স্বীকৃতি দেয়ার কারণে বৈধতার বিষয়টি স্পষ্ট। বরং আমাদের শারী'আতেও এটা বৈধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে, যদি কারো বেলায় নিশ্চিত জানা যায় যে, সে কুফরী স্বভাব নিয়ে জন্মেছে, যেমন শারী'আত প্রণেতা এখানে এই কাজের স্বীকৃতি দিলেন। তবে খাযির নুবুওয়্যাত ও ওয়াহী দ্বারা পরিচালিত ছিলেন বলে তার কাজটি শারী'আতের ভিত্তিতে হয়েছে। কোন ওয়ালীর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বা 'ইল্‌মে লাদুন্নী অথবা অদৃশ্য ইলহামের ভিত্তিতে এমন বড় ঘটনা ঘটানোর কোন সুযোগ নেই।

(নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- অধ্যায় : মর্যাদা, অনুচ্ছেদ : খাযির আলায়হিস সালাম-এর মর্যাদা)

٥٧١٢ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِن خَلْفِهِ خَضْرَاءَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৭১২-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : খাযিরকে খাযির নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো এই যে, একদিন তিনি একটি শুকনো সাদা জায়গায় বসেছিলেন। তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল (সে ঘটনা হতে তার নাম 'খাযির' হয়ে গেল)। (বুখারী)[৫৫৪]

ব্যাখ্যা : فَرْوَةٍ-এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, সাদা বা শুকনো ঘাস, শুকনা ভূমি যেখানে কোন শস্য নেই, ভূমির ঐ খণ্ড যেখানে শুকনো ঘাস রয়েছে। অতএব হাদীসের মর্ম হলো, সাদা শুকনো ঘাস অথবা ঘাস পাত নেই শুকনো সাদা ভূমিতে খাযির আলায়হিস সালাম বসলে সেই জায়গায় সবুজ তাজা ঘাস উৎপাদিত হয়ে যেত এবং তা নড়াচড়া করত। এটাই খাযির আলায়হিস সালাম নাম খাযির হওয়ার কারণ। কেননা খাযির অর্থ সবুজ। এ থেকে বুঝা গেল খাযির আলায়হিস সালাম-এর মূল নাম অন্য কিছু। ফাতহুল বারীতে লিখেন, খাযির আলায়হিস সালাম-এর নাম, তাঁর পিতার নাম, তাঁর বংশ, তিনি নাবী হওয়ার বিষয়, তাঁর জীবিত থাকার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এরপর তিনি এগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। (বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল বারী হা. ৪/৪৩৩)

٥٧١٣ - [١٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ابْنِ عِمْرَانَ فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ". قَالَ: «فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا» قَالَ: "فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي" قَالَ: "فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ. قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَدْنِنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ". قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৫৫৪] সহীহ : বুখারী ৩৪০২, তিরমিযী ৩১৫১, মুসনাদে আহমাদ ৮০৯৮, সহীহুল জামি' ২৩৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২২২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : الخضر (খাযির); মূসা আলায়হিস সালাম-কে যার কাছে গিয়ে জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কুরআনের সূরাহ্ কাহ্‌ফে বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জুমহূর 'উলামার মতে খাযির আলায়হিস সালাম জীবিত এবং আমাদের মাঝে বিদ্যমান। বিশেষ করে সূফী ও বুযুর্গদের নিকট। তাদের থেকে খাযির আলায়হিস সালাম-কে দেখার ঘটনা, তাঁর সাথে মিলিত হওয়া, তাঁর থেকে জ্ঞান আহরণ করা এবং প্রশ্ন ও উত্তর প্রদান এবং তার উপস্থিতির কথা অসংখ্য। শায়খ ইবনুস্ সলাহ বিষয়টি স্পষ্ট বলেছেন। প্রজ্ঞাবান 'আলিমদের মাঝে খাযিরের জীবিত থাকার ব্যাপারটি অস্বীকারকারীর সংখ্যা নগণ্য। মুফাসসির হিম্‌ইয়ারী এবং আবূ আমির বলেন, তিনি নাবী ছিলেন। তবে রসূল ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কুশায়রী বলেন, অনেকের মতে তিনি ওয়ালী। যারা বলেন তিনি নাবী ছিলেন, তাদের দলীল কুরআনের আয়াত যেখানে খাযির বলেছেন : ﴿وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ أَمْرِيْ﴾ অর্থাৎ "আমি নিজ মতে এটা করিনি"– (সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ ১৮ : ৮২)। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, তাঁর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হত। তাছাড়া তিনি মূসা আলায়হিস সালাম থেকে অধিক জ্ঞানী। আর কোন ওয়ালী নাবী থেকে জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব। যাদের মতে তিনি নাবী নন, তারা এর উত্তর দেন এভাবে যে, হতে পারে তার কাছে আল্লাহ তা'আলা কোন কোন ইলহামের পদ্ধতিতে ওয়াহী পাঠাতেন, যেমন মূসা আলায়হিস সালাম-এর মায়ের কাছে ইলহামের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝٣٨ أَنِ اقْذِفِيهِ ۝٣٩﴾

"যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা নির্দেশ দেয়ার ছিল। তা এই যে, তুমি (মূসাকে) সিন্দুকে রাখ"– (সূরাহ্ ত্বা-হা- ২০ : ৩৮-৩৯)। আমি (ইমাম নাবাবী) বলি, মূসা আলায়হিস সালাম-এর মায়ের প্রতি যে ওয়াহী প্রত্যাদেশ হয়েছিল তা কেবল সন্তানের মুক্তির কৌশল সম্পৃক্ত। অপরদিকে সন্তানের বিষয়টি ইলহামের মাধ্যমে কোন ওয়ালীর হাওলা করা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা ইলহামের উপর নির্ভর করে কোন ওয়ালীর জন্য একটি পবিত্র আত্মাকে এই বলে হত্যা করে ফেলা ঠিক হতে পারে না যে, সে স্বভাবজাত কাফির। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- অধ্যায় : মর্যাদা, অনুচ্ছেদ : খাযির আলায়হিস সালাম-এর মর্যাদা)

(طُبِعَ كَافِرًا) অর্থাৎ তাকে কুফরীর প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে; তাই সে সব সময় কুফর পছন্দ করবে। অতএব এ হাদীস «كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান ইসলামী স্বভাবজাতের উপর জন্ম নেয়– (বুখারী, মুসলিম)। হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা এখানে ইসলামী স্বভাবজাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা। জন্মগত কেউ দুর্ভাগা হওয়ার সাথে এটা সাংঘর্ষিক নয়। প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে, প্রত্যেক সন্তানের মাঝে যখন আত্মা ফুঁকা হয়, তখনই সে সৌভাগ্যবান নাকি হতভাগা লিখে দেয়া হয়– (বুখারী, মুসলিম)।

(وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا) "যদি সে জীবিত থাকত তবে তার পিতা-মাতাকে কুফরী ও গোমরাহীতে বাধ্য করত।" অর্থাৎ এই সন্তান বড় হওয়ার বয়স পেলে পিতা-মাতাকে কুফরী করতে বাধ্য করত এবং উভয়ের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হত। মোটকথা, সন্তানটিকে হত্যা করার কারণ দুটো। একটি কারণ- স্বভাবজাত কাফির হয়ে জন্মগ্রহণ, দ্বিতীয়ত- জীবিত থাকলে পাপী ও অন্যকে ভ্রষ্টকারী হওয়া।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যখন তার পিতা-মাতা মু'মিন ছিলেন তখন সেও মু'মিন। অতএব তাকে হত্যা করা বৈধ হয় কিভাবে? তাই এর ব্যাখ্যা জরুরী। এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, এই বাচ্চা যদি প্রাপ্তবয়স্ক হত তবে কাফির হত এবং জীবিত থাকলে পিতা-মাতার ওপর চড়াও হত এবং তাদের নি'আমাতের কুফরী করত ও তাদের অবাধ্য হত। অথবা এমনও হতে পারে যে, পিতা-মাতাকে সে তার

Scanned by CamScanner

অনুসরণে বাধ্য করত, যার ফলে তারা পথভ্রষ্ট হত। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি বলা হয়, ভবিষ্যতে কেউ কাফির হওয়ার আশঙ্কায় বর্তমানে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। অতএব খাযির তাকে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কিভাবে হত্যা করলেন? আমি (ইবনুল মালিক) বলি, হয়তো এটা তাদের শারী'আতে বৈধ ছিল। আমি (নাবাবী) বলি, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক খাযির-এর কাজের স্বীকৃতি দেয়া এবং মূসা আলায়হিস সালাম তার কাজের স্বীকৃতি দেয়ার কারণে বৈধতার বিষয়টি স্পষ্ট। বরং আমাদের শারী'আতেও এটা বৈধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে, যদি কারো বেলায় নিশ্চিত জানা যায় যে, সে কুফরী স্বভাব নিয়ে জন্মেছে, যেমন শারী'আত প্রণেতা এখানে এই কাজের স্বীকৃতি দিলেন। তবে খাযির নুবুওয়্যাত ও ওয়াহী দ্বারা পরিচালিত ছিলেন বলে তার কাজটি শারী'আতের ভিত্তিতে হয়েছে। কোন ওয়ালীর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বা 'ইল্‌মে লাদুন্নী অথবা অদৃশ্য ইলহামের ভিত্তিতে এমন বড় ঘটনা ঘটানোর কোন সুযোগ নেই।

(নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- অধ্যায় : মর্যাদা, অনুচ্ছেদ : খাযির আলায়হিস সালাম-এর মর্যাদা)

٥٧١٢ -[١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلٰى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ من خَلْفِهٖ خَضْرَاءَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৭১২-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : খাযিরকে খাযির নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো এই যে, একদিন তিনি একটি শুকনো সাদা জায়গায় বসেছিলেন। তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল (সে ঘটনা হতে তার নাম 'খাযির' হয়ে গেল)। (বুখারী)[৫৫৪]

ব্যাখ্যা : فَرْوَةٍ-এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, সাদা বা শুকনো ঘাস, শুকনা ভূমি যেখানে কোন শস্য নেই, ভূমির ঐ খণ্ড যেখানে শুকনো ঘাস রয়েছে। অতএব হাদীসের মর্ম হলো, সাদা শুকনো ঘাস অথবা ঘাস পাত নেই শুকনো সাদা ভূমিতে খাযির আলায়হিস সালাম বসলে সেই জায়গায় সবুজ তাজা ঘাস উৎপাদিত হয়ে যেত এবং তা নড়াচড়া করত। এটাই খাযির আলায়হিস সালাম নাম খাযির হওয়ার কারণ। কেননা খাযির অর্থ সবুজ। এ থেকে বুঝা গেল খাযির আলায়হিস সালাম-এর মূল নাম অন্য কিছু। ফাতহুল বারীতে লিখেন, খাযির আলায়হিস সালাম-এর নাম, তাঁর পিতার নাম, তাঁর বংশ, তিনি নাবী হওয়ার বিষয়, তাঁর জীবিত থাকার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এরপর তিনি এগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। (বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল বারী হা. ৪/৪৩৩)

٥٧١٣ -[١٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلٰى مُوسَى ابْنِ عِمْرَانَ فَقَالَ لَهٗ: أَجِبْ رَبَّكَ". قَالَ: «فَلَطَمَ مُوسٰى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا» قَالَ: "فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللّٰهِ فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِيْ إِلٰى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِيْ" قَالَ: "فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ عَيْنَهٗ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلٰى عَبْدِيْ فَقُلْ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرِهٖ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ. قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَدْنِنِيْ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ". قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «وَاللّٰهِ لَوْ أَنِّيْ عِنْدَهٗ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهٗ إِلٰى جَنْبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৪) মি-২৮

[৫৫৪] সহীহ : বুখারী ৩৪০২, তিরমিযী ৩১৫১, মুসনাদে আহমাদ ৮০৯৮, সহীহুল জামি' ২৩৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২২২।

Scanned by CamScanner

৫৭১৩-[১৬] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত্যুর মালাক (ফেরেশতা) মূসা ইবনু 'ইমরান আলায়হিস সালাম-এর কাছে এসে বললেন, আপনার প্রভুর ডাকে সাড়া দিন। তখন মূসা আলায়হিস সালাম মৃত্যুর ফেরেশতার চোখের উপর চপেটাঘাত করলেন। ফলে তার চোখ উপড়ে দিলেন। তিনি বলেন, অতঃপর মালাক (ফেরেশতা) আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। এমনকি সে আমার চোখ উপড়িয়ে ফেলেছে। তিনি (ﷺ) বলেছেন : তখন আল্লাহ তা'আলা তার চোখ ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি পুনরায় আমার সেই বান্দার কাছে যাও এবং বল, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও? যদি তুমি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে একটি ষাড়ের পিঠে হাত রাখ এবং তোমার হাত তার যতগুলো লোম ঢেকে ফেলবে, প্রতিটি লোমের বদলে তোমাকে এক এক বছর আয়ু দান করা হবে। তা শুনে মূসা আলায়হিস সালাম প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তারপর কি হবে? মালাক (ফেরেশতা) বললেন, অতঃপর তোমাকে মরতে হবে। তখন মূসা আলায়হিস সালাম বললেন, তাহলে কাছাকাছি সময়ে এখনই তা হোক। (এরপর তিনি দু'আ করলেন,) হে প্রভু! আপনি আমাকে পবিত্র ভূমি (বায়তুল মাক্বদিস) হতে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত কাছে পৌছিয়ে দিন। (অর্থাৎ তথায় যেন আমাকে দাফন করা হয়) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর শপথ! যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে পথিপার্শ্বে লাল বালুর টিলার কাছে তাঁর ক্ববর আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৫]

ব্যাখ্যা : (أَجِبْ رَبَّكَ) তুমি তোমার রবের ডাকে সাড়া দাও। অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করার মাধ্যমে তোমার প্রতিপালাকের ডাকে সাড়া দাও, আমি তোমার প্রাণ নিতে এসেছি।

(فَلَطَمَ مُوسٰى عَيْنَ مَلَكَ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا) "মূসা আলায়হিস সালাম মালাকুল মাওতের চোখে চড় মেরে অন্ধ করে দেন।" বলা হয়, মালাক (ফেরেশতা) কখনো কখনো মানুষের আকার ধারণ করেন। তাদের এই আকার ধারণ মানুষের জন্য পোশাক পরিধানের মতো। মূসা আলায়হিস সালাম-এর চড় মালাকের বাহ্যিক ধারণকৃত চোখে প্রভাব ফেলেছিল। মালাকের মৌলিক চোখে নয়। কেননা মালায়িকার (ফেরেশতাদের) মৌলিক চোখে চড় ইত্যাদি আঘাত করতে পারে না।

(ثُمَّ مَهْ؟) مه শব্দটি মূলত ما ইসতিফহামিয়্যাহ্ এবং সাকতার ه মিলে ঘটিত। যার অর্থ : তারপর কী? অর্থাৎ এই জীবন পাওয়ার পর আবার জীবন নাকি মৃত্যু? মালাক বললেন, তারপর তুমি মারা যাবে। তখন মূসা আলায়হিস সালাম বলেন, (فَالْاٰنَ مِنْ قَرِيبٍ) অর্থাৎ তাহলে নিকবর্তী সময়েই। অর্থাৎ পরে যখন মরতেই হবে তাহলে এই অবস্থায় মৃত্যুকে আমি পছন্দ করলাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

কোন কোন নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষী এ হাদীসকে অস্বীকার করেছে এবং এর কল্পনাকে অস্বীকার করেছে। তারা বলে, মূসার জন্য মালাকুল মাওতের চোখ অন্ধ করা কিভাবে বৈধ হয়? 'উলামারা এর কয়েকটি উত্তর দিয়ে থাকেন। [এক] এটা অসম্ভব নয় যে, মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই চড় মারার অনুমতি নিয়েছিলেন এবং এটা ছিল যাকে চড় মারা হয়েছে তার জন্য পরীক্ষা। আর আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির বেলায় যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং যা দিয়ে ইচ্ছা তা দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। [দুই] এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ মূসা আলায়হিস সালাম মালাকুল মাওতের সাথে বাহাস ও বিতর্ক করেছেন এবং দলীল প্রমাণে মালাকের (ফেরেশতার) ওপর জয়লাভ করেছেন। যেমন কেউ কাউকে দলীল প্রমাণে হারিয়ে দিলে বলা হয়ে থাকে, অমুক অমুকের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে তুমি কোন জিনিসে ত্রুটি প্রবেশ করিয়ে দিলে বলতে

[৫৫৫] **সহীহ :** বুখারী ১৩৩৯, মুসলিম ১৫৭-(২৩৭২), মুসনাদে আহমাদ ৭৬৩৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৫৩০, সহীহুল জামি' ৮৯৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২২৩।

Scanned by CamScanner

পারো, 'আমি জিনিসটিকে কানা করে দিয়েছি'। তবে এই ব্যাখ্যা দুর্বল। কেননা এ হাদীসেই রসূল ﷺ বলেছেন, «فرد الله عينه» "অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চক্ষু ফিরিয়ে দিলেন"। যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা চক্ষু ফিরিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ- দলীল প্রমাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তবে এটা খুবই দুর্বল ব্যাখ্যা। [তিনি] মূসা আলায়হিস সালাম বুঝতে পারেননি যে, ইনি মালাক এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। তিনি ভেবেছেন এই লোক নিজের পক্ষ থেকে এসেছে। তাই তিনি তাকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। আর প্রতিহত করতে গিয়ে চক্ষু জখম হয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি চোখ অন্ধ করে দিতে চেয়েছেন এমন নয়। চড় মারার বর্ণনা এটাকে সমর্থন করে। ইমাম আবূ বাক্র, ইবনু খুযায়মাহ্ এবং অন্যরা এই উত্তর দেন। মাযরি এবং ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুমাল্লাহ) এই মত পছন্দ করেন। তারা বলেন, হাদীসে কোথায়ও এমন কথা নেই যে, তিনি আঘাত দিয়ে চোখ নষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশে এমনটি করেছেন। যদি বলা হয়, ফেরেশতা যখন দ্বিতীয়বার আসলেন, তখন তো মূসা স্বীকার করেছেন ইনি মালাকুল মাওত? উত্তর : দ্বিতীয়বার ফেরেশতা এমন নিদর্শন নিয়ে এসেছেন যার দ্বারা মূসা আলায়হিস সালাম বুঝতে পেরেছেন ইনি মালাকুল মাওত। যার ফলে এবার তিনি নিজেকে মালাকের সামনে সোপর্দ করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রথমে চিনতে না পারার কারণে সোপর্দ করেননি। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- অধ্যায় : মর্যাদা, অনুচ্ছেদ : মূসা আলায়হিস সালাম-এর ফাযীলাত)

٥٧١٤ -[١٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسٰى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ورأيتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهٖ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهٖ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِيْ نَفْسَهٗ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهٖ شَبَهًا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭১৪-[১৭] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মি'রাজের রাতে) নাবীগণকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়। তন্মধ্যে মূসা আলায়হিস সালাম-কে দেখলাম, তিনি মাঝারি ধরনের পুরুষ। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শানূয়াহ্ গোত্রেরই একজন লোক। আর 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম-কেও দেখলাম, আমি যে সকল লোকেদেরকে দেখেছি, তাদের মাঝে তিনি 'উরওয়াহ্ ইবনু মাস্'উদ-এর ঘনিষ্ঠ সদৃশ। আর আমি ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে দেখেছি। তাঁকে দেখলাম, তিনি অনেকটা তোমাদের বন্ধুর সদৃশ অর্থাৎ তিনি (নাবী ﷺ) নিজেই। আর জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে দেখলাম, তিনি হলেন আমার দেখা লোকেদের মধ্যে দিহইয়া ইবনু খলীফার সদৃশ। (মুসলিম)[৫৫৬]

ব্যাখ্যা : (شَنُوْءَةَ) শব্দটির 'ش' অক্ষরে যবর এবং 'ن' অক্ষরে পেশ দিয়ে উচ্চারণ। ইয়ামানের একটি গ্রামের নাম। '*শানূয়াহ্*'র দিকে সম্পৃক্ত করে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনু নাস্র ইবনু আয্দ-এর দিকে লক্ষ্য করে '*শানূয়াহ্*'র ব্যক্তিদের মতো বলা হয়েছে। দাউদী বলেন, আয্দ গোত্রের লোক লম্বা হিসেবে প্রসিদ্ধ। (ফাতহুল বারী হা. ৬/৪২৯)

(عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ) 'উরওয়াহ্ ইবনু মাস্'উদ। ইনি প্রসিদ্ধ সহাবী 'আবদুল্লাহ মাস্'উদ-এর ভাই নন। কেননা ইনি হলেন 'উরওয়াহ্ ইবনু মাস্'উদ আস্ সাক্বাফী। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হলেন হুযালী।

---

[৫৫৬] সহীহ : মুসলিম ২৭১-(১৬৭), তিরমিযী ৩৬৪৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১০০, সহীহুল জামি' ৪০০৪, আবূ ইয়া'লা ২২৬১।

Scanned by CamScanner

(شَبَهًا صَاحِبُكُمْ) "তোমাদের সঙ্গীর সাদৃশ্য"। এর দ্বারা রসূল ﷺ নিজেকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর গঠন ও আকৃতি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অধিক সাদৃশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧١٥ -[١٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ مُوسٰى رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ شَنُوْءَةَ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِيْ آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللّٰهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭১৫-[১৮] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছে, সে রাত্রে আমি মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে দেখেছি, তিনি শ্যামবর্ণ, লম্বাকার এবং কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট লোক। দেখতে 'শানূয়াহ্' গোত্রের লোকেদের একজন বলে মনে হয়। আর 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-কে দেখেছি মধ্যম গড়নের লাল-সাদা সংমিশ্রিত বর্ণের, মাথার চুলগুলো সোজা। অতঃপর আমি দেখতে পেয়েছি জাহান্নামের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালকেও ঐ সকল নিদর্শনগুলোর মধ্যে, যেগুলো আল্লাহর তা'আলা আমাকে দেখিয়েছেন। অতএব তার সাথে তোমার যে সাক্ষাৎ ঘটবে, তাতে তুমি কোন সন্দেহ পোষণ করো না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৭]

ব্যাখ্যা : (مُوسٰى رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا) উপরের হাদীসে মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে শানূয়াহ্ গোত্রের মানুষদের সাথে সাদৃশ্য রূপ দেখানো হয়েছে। এ হাদীসে তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেয়া হলো। অর্থাৎ মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর গায়ের রং ছিল বাদামী এবং তার চুল ছিল কিছুটা কোকড়া এবং তিনি লম্বা ছিলেন।

(وَرَأَيْتُ رَجُلًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ) এখানে 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর শারীরিক কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। উপরের হাদীসে তাকে 'উরওয়াহ্ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে সাদৃশ্যের দিকটি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। না অধিক লম্বা ছিলেন, না খাটো। এ ধরনের মানুষকে 'আরবীতে 'মারবূ' বা 'রবাআহ' বলা হয়। হাদীসে উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। আর শরীরের রংয়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন সাদা ও লাল মিশ্রিত। যাকে ফর্সা ও সুন্দর বলতে পারি। অর্থাৎ তার রং ধবধবে ফ্যাকাসে সাদা ছিল না। বরং সাদার মাঝে লালিমার প্রতিভাত ছিল। আর তাঁর চুল ছিল সোজা। অর্থাৎ মূসা ﷺ-এর মতো তাঁর চুল কোকড়া ছিল না।

(وَالدَّجَّالَ فِيْ آيَاتٍ) "আর দাজ্জালকে দেখেছেন কতিপয় নিদর্শনসহ।" অর্থাৎ দাজ্জালকে পাঠানো হয়েছে মানুষের ঈমান পরীক্ষার জন্য। আর এ কারণেই তাকে এমন কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যা অস্বাভাবিক। আর এই অস্বাভাবিক কর্মগুলোকেই হাদীসে আয়াত বা নিদর্শন বলা হয়েছে। দাজ্জালকে দেখার সময় রসূল ﷺ তার কতিপয় নিদর্শনও দেখেছেন।

তবে বাক্যটির আরেকটি উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, রসূল ﷺ মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় নিদর্শন দেখেছেন। নিদর্শন দর্শনের সাথে সাথে দাজ্জালকেও দর্শন করেছেন। তখন 'আয়াত' বা নিদর্শন দ্বারা দাজ্জালের নিদর্শন বা অস্বাভাবিক কর্ম উদ্দেশ্য হবে না, বরং আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য নিদর্শন উদ্দেশ্য হবে, যার কথা আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ "নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।" (সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ১৮)

---

[৫৫৭] সহীহ : বুখারী ৩২৩৯, মুসলিম ২৬৭-(১৬৫), মুসনাদে আহমাদ ২১৯৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৫৮১।

Scanned by CamScanner

মি'রাজের রাত মূসা আলায়হিস্ সালাম-সহ অন্যান্য নিদর্শনের সাক্ষাতের ব্যাপারে রসূল ﷺ-এর মনে যেন কোন সন্দেহের প্রশ্রয় না পায় সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করছেন-

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ﴾ "আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি তার সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে সন্দিহান হবেন না"– (সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্ ৪১ : ২৩)।

(ইমাম নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ, অধ্যায় : ইসরা)

٥٧١٦ -[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسٰى فَنَعَتَهُ: فَإِذَا رَجُلٌ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الشَّعْرِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَلَقِيتُ عِيسٰى رَبْعَةً أَحْمَرَ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِيْ الْحَمَّامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهٖ بِهٖ" قَالَ: "فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ. فَقِيلَ لِيْ: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ لِيْ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭১৬-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার মি'রাজের রাত্রিতে আমি মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ তাঁর আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি হালকা গড়নের কিছুটা কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, দেখতে যেন 'শানূয়াহ্' গোত্রের একজন লোক। তিনি আরো বলেছেন, আমি 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাক্ষাৎও পেয়েছি। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের লালবর্ণবিশিষ্ট। মনে হয় যেন তিনি এইমাত্র হাম্মামখানা (গোসলখানা) হতে বের হয়েছেন। আর আমি ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-কেও দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমিই সকলের তুলনায় বেশি তাঁর সদৃশ। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হলো। একটিতে দুধ এবং অপরটিতে ছিল মদ। আমাকে বলা হলো, আপনি দু'টির যেটি ইচ্ছা তুলে নিন। তখন আমি দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলাম এবং তা পান করলাম। অতঃপর আমাকে বলা হলো, আপনাকে ফিত্বরতের (সৃষ্ট স্বভাবের) পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। জেনে রাখুন! আপনি যদি মদের পাত্রটি নিতেন, আপনার উম্মাত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৮]

ব্যাখ্যা : (دِيمَاس) শব্দটির 'د' হরফে যের এবং যবর দিয়ে পড়া যায়। অর্থ : গোসলখানা, গর্ত, চুলা। তবে এখানে শব্দটি গোসলখানা অর্থে এসেছে বলে বর্ণনাকারী নিজেই বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ এখানে 'দীমাস' বলে গোসলখানা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। "গোসল থেকে বের হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চেহারার উজ্জ্বলতা ও সজীবতা। গোসল থেকে বের হলে যেমন চেহারায় পানি থাকে তেমনি 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর চেহারা ঘামের কারণে ভিজা ছিল অথবা চেহারার সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা পানি টপকানোর মতো ঝলমল করছিল।

(وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهٖ بِهٖ) "তার সন্তানদের মাঝে আমি অধিক সাদৃশ্য"। অর্থাৎ ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সন্তানাদির মাঝে যার সাথে তাঁর সর্বাধিক সাদৃশ্যতা রয়েছে তিনি আমি। এখানে ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তানাদি বলে তাঁর পুত্র ইসমা'ঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধরের সন্তান অথবা যে কোন সন্তান হতে পারে। ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে রসূল ﷺ-এর সাদৃশ্যতা বাহ্যিক আকৃতি এবং আত্মিক উভয় দিক থেকে হতে পারে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৫৮] সহীহ : বুখারী ৩৪৩৭, মুসলিম ২৭২-(১৬৮), তিরমিযী ৩১৩০, নাসায়ী ৪১৪৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪২৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৪৭৬০, মুসনাদে আহমাদ ৭৭৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১।

Scanned by CamScanner

(هُدِيتَ الْفِطْرَةَ) অর্থাৎ মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) রসূল ﷺ-কে বলেছেন, আল্লাহ আপনাকে স্বভাবজাতের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। আবার বাক্যটি দু'আ অর্থে হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বভাবজাতের দিকে পথ নির্দেশ করুন।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফিত্বরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঐ মৌলিক স্বভাব যার ওপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। ফিত্বরতের বৈশিষ্ট্য হলো ঐ সকল জিনিস থেকে বিমুখ থাকা যাতে ধ্বংস রয়েছে। যেমন মদ যা জ্ঞানকে বিপর্যস্ত করে। কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী জ্ঞান নষ্ট করে এমন বস্তু পান করতে বারণ করা একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সাথে সাথে যার মাঝে কল্যাণ রয়েছে এবং যা সর্বোত্তম খাদ্য তার দিকে ঝুকা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। স্বভাবজাত এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে রসূল ﷺ মদ গ্রহণ না করে দুধ গ্রহণ করেছেন।

(غَوَتْ أُمَّتُكَ) "তোমার উম্মাত ভ্রষ্ট হয়ে যেত" এটাও এক ধরনের ভ্রষ্টতা যা মদ পান করলে মানুষ সেই ভ্রষ্টতায় পতিত হয়। কেননা তিনি মদ পান করলে তার উম্মাত মদ পান করত এবং এর ক্ষতির শিকার হত। "মদ গ্রহণ করলে আপনি ভ্রষ্ট হতেন" না বলে আপনার উম্মাত ভ্রষ্ট হয়ে যেত বলার কারণ হলো, তিনি মা'সূম ও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরিচালিত। তাই তাঁর ভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই এবং ভ্রষ্টতাকে তার দিকে সম্পৃক্ত করা মানায় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧١٧ -[٢٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هٰذَا؟». فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: «كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى مُوسٰى» فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهٖ وَشَعْرِهٖ شَيْئًا وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ لَهٗ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيْ". قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا عَلٰى ثَنِيَّةٍ. فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهٖ؟» قَالُوْا: هَرْشٰى أَوْ لِفْتُ. فَقَالَ: «كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى يُوْنُسَ عَلٰى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهٖ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيْ مُلَبِّيًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭১৭-[২০] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাক্কাহ্ এবং মাদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ভ্রমণে ছিলাম। এ সময় আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা কোন্ উপত্যকা? লোকেরা বলল, এটা 'আযরক্ব' উপত্যকা। তিনি বললেন, আমি যেন (মূসা আলায়হিস সালাম-এর) গায়ের রং ও মাথার চুলের কিছু বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, তিনি যেন উভয় কানের মধ্যে অঙ্গুলি রেখে উঁচু আওয়াজে তালবিয়াহ্ পড়তে পড়তে এ উপত্যকা অতিক্রম করে আল্লাহর (ঘরের) দিকে ছুটে যাচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমারা আরো কিছু দূর সামনে অগ্রসর হয়ে একটি গিরিপথে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা কোন গিরিপথ? লোকেরা বলল, এটা 'হারশা' অথবা বলল 'লিফত'। তখন তিনি বললেন, আমি যেন ইউনুস আলায়হিস সালাম-কে এমন অবস্থায় দেখতে পেয়েছি যে, তিনি একটি লালবর্ণের উষ্ট্রীর উপর সওয়ার, তাঁর দেহে পরিহিত একটি পশমি জুব্বা, উষ্ট্রীর লাগাম খেজুর পাতার তৈরি, তিনি 'তালবিয়াহ্' উচ্চারণ করতে করতে এ ময়দান অতিক্রম করছেন। (মুসলিম)[৫৫৯]

[৫৫৯] সহীহ : মুসলিম ২৬৮-(১৬৬), ইবনু মাজাহ ২৮৯১, মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১১২৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৩৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮০১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৮১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (وَادِي الْأَزْرَقِ) আয্‌রক্ব উপত্যকা। হারামায়ন তথা মাক্কাহ্ ও মাদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যারক্বা বা নীলাভ রঙের কারণে জায়গাটিকে আয্‌রক্ব উপত্যকা বলা হয়। তবে নির্দিষ্ট কোন লোকের দিকে সম্পৃক্ত করেও নামকরণ করা হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।

(وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ) "তার দুই আঙ্গুল তার দুই কানে রাখা ছিল।" এটা মূসা আলায়হিস সালাম-এর অবস্থার বিবরণ। অর্থাৎ রসূল ﷺ যখন মূসা আলায়হিস সালাম-কে দেখেন তখন মূসা আলায়হিস সালাম-এর দুই হাত তার কানের মধ্যে রাখা ছিল।

(لَهٗ جُؤَارٌ إِلَى اللّٰهِ بِالتَّلْبِيَةِ) অর্থাৎ এই উপত্যকা দিয়ে মূসা হেঁটে যাওয়ার সময় তার তালবিয়াহ্ পাঠের ক্রন্দন শুনা যাচ্ছিল। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তালবিয়াহ্ পাঠের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। উভয় অর্থের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।

(هَرْشٰى أَوْ لِفْتٌ) হারশা বা লিফ্‌ত ঐ গিরিপথের নাম, যে গিরিপথের কথা রসূল ﷺ জিজ্ঞেস করছিলেন, (أَيُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهٖ؟)? অর্থাৎ এটা কোন গিরিপথ? এই গিরিপথও মাক্কাহ্ মাদীনার মাঝে অবস্থিত। গিরিপথটি হারশা বা লিফ্‌ত এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ হতে পারে অথবা দুটোই তার নাম হতে পারে।

(مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيْ مُلَبِّيًا) ব্যাকরণে مارا ও ملبيا শব্দ দুটো হাল। উভয় শব্দ দ্বারা ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ রসূল ﷺ ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর লাল উষ্ট্রির উপরে উষ্ট্রির লাগাম ধরে ঐ উপত্যকা চলছিলেন আর তালবিয়াহ্ পাঠ করছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি বলা হয়, তারা কিভাবে হাজ্জ করছিল এবং তালবিয়াহ্ পাঠ করছিল, অথচ তারা মৃত এবং আখিরাতের জীবন 'আমালের জীবন নয়? এর কয়েকটি উত্তর হতে পারে :

[এক] তারা শাহীদদের ন্যায়, বরং আরো শ্রেষ্ঠ। আর শাহীদগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত। অতএব তারা হাজ্জ করা, সলাত আদায় করা এবং সাধ্যমত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের কাজ করা অস্বাভাবিক নয়, যদিও তারা ইহকালীন জীবনের আলোকে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের সময় শেষ হয়ে গেছে।

[দুই] তালবিয়াহ্ হচ্ছে দু'আ যা আখিরাতের 'আমালের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"সেখানে তাদের প্রার্থনা হলো, পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ। আর শুভেচ্ছা হলো সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয় সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য বলে।" (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ১০)

তিন : এই ঘটনার মি'রাজের রাতের ঘটনা নাও হতে পারে, বরং এটি হয়তো রসূল ﷺ-এর অন্য কোন দিনের স্বপ্নের ঘটনা। আর নাবীদের স্বপ্ন সত্য। যেমন ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় রয়েছে, রসূল ﷺ বলেন, «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ» অর্থাৎ একদিন আমি ঘুমে আমাকে দেখছি, আমি কা'বাহ্ ত্বওয়াফ করছি...। (সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : ঈমান, অনুচ্ছেদ : মাসীহ ও দাজ্জালের আলোচনা, হা. ২৫০)

চার : তারা জীবিত অবস্থায় এমন করতেন। জীবিত অবস্থায় তারা কিভাবে হাজ্জ করতেন এবং তালবিয়াহ্ পাঠ করতেন তা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা "আমি যেন মূসাকে দেখছি" এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- অধ্যায় : ঈমান, অনুচ্ছেদ : ইসরার আলোচনা)

٥٧١٨ - [٢١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خُفِّفَ عَلٰى دَاوُدَ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهٖ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهٗ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Scanned by CamScanner

৫৭১৮-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য যাবূর কিতাব তিলাওয়াত করা সহজ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি তিনি তাঁর বাহনের উপর গদি বাঁধবার আদেশ করতেন। তখন তার উপর গদি বাঁধা হত। অথচ বাহনের পশুর উপর গদি বাঁধা শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি যাবূর কিতাব পরিপূর্ণভাবে তিলাওয়াত শেষ করে ফেলতেন। আর তিনি নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেন না। (বুখারী)[৫৬০]

ব্যাখ্যা : (خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ) "দাউদের জন্য কুরআন সহজ করে দেয়া হয়েছিল"। এখানে 'কুরআন' শব্দটি শাব্দিক অর্থে এসেছে, যার অর্থ পঠিত বস্তু। দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর কুরআন দ্বারা তার ওপর নাযিলকৃত কিতাব যাবূর উদ্দেশ্য। নিহায়ায় বলেন, এখানে 'কুরআন' শব্দটি সমবেত করার অর্থে এসেছে। আর কুরআনকে কুরআন বলার কারণ হলো, কুরআনে ঘটনাবলী, আদেশ, নিষেধ, প্রতিশ্রুতি, ধমকি, আয়াত ও সূরাহ্ সমবেত করা হয়েছে।

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কুরআন দ্বারা যাবূর উদ্দেশ্য। আর যাবূরকে কুরআন বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো কুরআনের সাথে তাকে তুলনা করা। কেননা পাঠ্যবস্তু হিসেবে দুটোই অলৌকিক।

হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দার জন্য চাইলে সময়কে গুটিয়ে দেন, যেমন কারো জন্য চাইলে স্থানকে গুটিয়ে দেন, তবে এটা সবার দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। মোটকথা, এটি দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর একটি অলৌকিক নিদর্শন। তবে এখানে মতভেদ হলো আল্লাহ তা'আলা দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য সময়কে প্রশস্ত করে দিলেন, নাকি সময়কে আপন জায়গায় বহাল রেখে তার যবানকে দ্রুত করে দিলেন? প্রথম মতটি অধিক প্রকাশ্য। মি'রাজের রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেলায় এই অর্থ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ পেয়েছিল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧١٩ - [٢٢] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭১৯-[২২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু'জন মহিলা এবং তাদের সঙ্গে তাদের দু'টি শিশু সন্তানও ছিল। এমন সময় আকস্মাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটি নিয়ে গেল। তখন সাথের অন্য মহিলাটি বলল, বাঘে তোমার শিশুটি নিয়েছে। দ্বিতীয় মহিলাটি বলল, বাঘে নিয়েছে তোমার শিশু। অতঃপর উভয় মহিলা দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে এর মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। তখন দাউদ আলায়হিস্ সালাম শিশুটির ব্যাপারে বয়স্ক মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। এরপর মহিলা দু'জন বের হয়ে দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর পুত্র সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা উভয়ে তাঁকে সংশ্লিষ্ট মামলার রায়ের বর্ণনা শুনাল। তখন সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা চাকু নিয়ে আস। আমি শিশুটিকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেব। এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠল, এ কাজ করবেন না। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন।

---

[৫৬০] **সহীহ :** বুখারী ৩৪১৭, মুসনাদে আহমাদ ৮১৪৫, শু'আবুল ঈমান ৫৭৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২০২৬।

Scanned by CamScanner

(আমি মেনে নিয়েছি) শিশুটি তারই। তখন তিনি সেই অল্পবয়স্ক মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬১]

ব্যাখ্যা : উভয়ে সন্তানটির দাবীর কারণ এই হতে পারে যে, সন্তান দুটো সদৃশ্য ছিল। অথবা একজন মিথ্যা বলেছে। নিজের ছেলে হারিয়ে যাওয়ায় সে অন্যের সন্তান দিয়ে সেই শোক নিবারণ করতে চাচ্ছিল। অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য বা ষড়যন্ত্রের কারণেও করতে পারে।

(فَقَضٰى بِهٖ لِلْكُبْرٰى) দাউদ আলায়হিস সালাম বাচ্চাটির ফায়সালা বড়জনের জন্য করার কারণ এই হতে পারে যে, বাচ্চাটি বড় জনের কাছে ছিল। এমতাবস্থায় অন্যজনের কাছে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় যার কাছে ছিল তার জন্য ফায়সালা করেন। কেননা কোন ধরনের প্রমাণ না থাকলে ব্যক্তির কাছে থাকার বস্তুটি তার বলে একটি প্রমাণ। যদিও প্রমাণটি দুর্বল। তারপরও এর চেয়ে শক্তিশালী দলীল না থাকলে এটিই কার্যকর হয়। আবার এমনও হতে পারে যে, বাচ্চাটি বড়জনের সাথে অধিক সদৃশ্য ছিল। তাই অন্য দলীল না থাকাবস্থায় কিয়াফার (চিহ্ন অনুসরণ সংক্রান্ত) জ্ঞানের আলোকে দাউদ আলায়হিস সালাম বাচ্চাটিকে বড়জনের বলে ফায়সালা করেন।

(فَقَضٰى بِهٖ لِلصُّغْرٰى) সন্তানটি কার এই প্রমাণ কারো কাছে না থাকায় সুলায়মান আলায়হিস সালাম কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিয়ে বিচার করেন। ছোটজন যখন বাচ্চাটি দ্বিখণ্ডিত হওয়াতে রাজি হয়নি বরং দ্বিখণ্ডিত হয়ে অনিবার্য মরণ থেকে অন্যজনের হাতে থেকে বাচ্চার বেঁচে থাকা পছন্দ করল। সুলায়মান আলায়হিস সালাম বাচ্চার প্রতি তার স্নেহ মমতার প্রকাশ দেখে বুঝতে পারলেন বাচ্চাটি মূলত ছোটজনের। বড়জনের কাছ থেকে এমন নিদর্শন পাননি, বরং হতে পারে শত্রুতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, উভয়ের সমাধান সঠিক; কেননা উভয় জনই মুজতাহিদ ও ইজতিহাদের আলোকে এই ফায়সালা দিয়েছেন। তবে যেসব আকার ইঙ্গিতের আলোকে সুলায়মান আলায়হিস সালাম সমাধান দিয়েছেন তা অধিক শক্তিশালী। বিষয়টি এমনও হতে পারে যে, অবস্থার আকার ইঙ্গিত তাদের শারী'আতে দলীলের পর্যায়ভুক্ত ছিল। তাই একজনের হাতে থাকলেও আকার ইঙ্গিতে অন্যের বুঝতে পারায় সুলায়মান আলায়হিস সালাম তার জন্য ফায়সালা করেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দাউদ আলায়হিস সালাম বাচ্চাটিকে বড় মেয়ের জন্য ফায়সালার কারণ এই হতে পারে যে, তিনি বাচ্চা ও তার মাঝে সাদৃশ্যতা দেখেছেন, অথবা বাচ্চাটি তার হাতে ছিল। কিন্তু সুলায়মান আলায়হিস সালাম কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং বাচ্চার প্রতি উভয়ের মমতার পরীক্ষা করতে চেয়েছেন; যাতে রহস্যটি উদঘাটিত আসে। বাস্তবে বাচ্চাকে দ্বিখণ্ডিত করা উদ্দেশ্য ছিল না। অতঃপর যখন বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তিনি বাচ্চাটিকে ছোটজনের বলে ফায়সালা করেন। যদি বলা হয়, সুলায়মান আলায়হিস সালাম তার পিতা নাবী দাউদ আলায়হিস সালাম-এর দেয়া ফায়সালা কিভাবে ভঙ্গ করলেন? এর কয়েকটি উত্তর হতে পারে :

[এক] দাউদ আলায়হিস সালাম-এর ফায়সালাটি চূড়ান্ত ছিল না। [দুই] দাউদ আলায়হিস সালাম-এর ফায়সালাটি একটি ফাতাওয়া হিসেবে ছিল, বিচারের ফায়সালা হিসেবে নয়। [তিন] হয়তো তাঁর শারী'আতে ফায়সালা ভঙ্গের নীতি ছিল, যদি ফায়সালাটি আরেক বিচারকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিচারক পূর্ববর্তী ফায়সালার বিপরীত ফায়সালাকে উত্তম বলে মনে করে থাকেন।

(নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ, অধ্যায় : বিচারকার্য, অনুচ্ছেদ : দুই মুজতাহিদের মতানৈক্য)

---

[৫৬১] সহীহ : বুখারী ৩৪২৭, মুসলিম ২০-(১৭২০), নাসায়ী ৫৪০২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৯৬০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৮২৩।

Scanned by CamScanner

٥٧٢٠ - [٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى تِسْعِينَ امْرَأَةً وَفِىْ رِوَايَةٍ: بِمِائَةِ امْرَأَةٍ كُلُّهُنَّ تَأْتِىْ بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تحمل مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَأَيْمُ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُوْنَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭২০-[২৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন সুলায়মান 'আলায়হিস সালাম (ক্বসম করে) বললেন, অবশ্যই আমি আজ রাত্রে আমার নব্বইজন স্ত্রীর নিকটে গমন করব, অন্য এক বর্ণনায় আছে, একশত স্ত্রীর কাছে গমন করব। আর প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভে ধারণ করবে এবং এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন মালাক (ফেরেশতা) তাঁকে বললেন, '*ইন্‌শা-আল্ল-হ*' বলুন! কিন্তু সুলায়মান 'আলায়হিস সালাম তা বলতে ভুলে যান। অতঃপর তিনি সমস্ত স্ত্রীদের কাছে গমন করলেন, কিন্তু একজন স্ত্রী ছাড়া তাদের আর কেউই গর্ভধারণ করল না। সেও অর্ধ অঙ্গের একটি সন্তান। (নাবী ﷺ বলেন) সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রাণ! যদি তিনি *ইন্‌শা-আল্ল*-হ বলতেন, তাহলে (সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং) তারা সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬২]

ব্যাখ্যা : (لَأَطُوفَنَّ) শাব্দিক অর্থ আমি প্রদক্ষিণ করব, ঘুরব। স্ত্রীদের কাছে প্রদক্ষিণ বলে সহবাসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(وَفِىْ رِوَايَةٍ: بِمِائَةِ امْرَأَةٍ) "একটি বর্ণনায় একশো স্ত্রীর কথা রয়েছে।" স্ত্রীদের সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসটি মুযতারাব। বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন সংখ্যা কথা বলা হয়েছে। নব্বই ও একশোর বর্ণনা ছাড়াও কোন কোন বর্ণনায় ষাট, কোন বর্ণনায় সত্তর, আবার কোন বর্ণনায় নিরান্নব্বই সংখ্যার কথা রয়েছে। আবার বুখারীর বর্ণনায় সংখ্যা ছাড়া «عَلٰى نِسَائِىْ» বলা হয়েছে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সংখ্যা বর্ণনার এ ভিন্নতা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কেননা ছোট সংখ্যা উল্লেখের দ্বারা বড় সংখ্যা নাকচ করা হয় না। এটা হলো সংখ্যার বিপরীত মর্ম। আর সংখ্যার ক্ষেত্রে বিপরীত গ্রহণযোগ্য না হওয়া জামহূর উসূলবিদদের মতামত। এখানে নাবীদের শক্তি ও ক্ষমতার বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। একই রাতে এত জন নারীর সাথে সহবাস করার শক্তি ও সামর্থ্য কেবল নাবীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- অধ্যায় : শপথ, অনুচ্ছেদ : শপথে ইসতিসনা)

(فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ) "মালাক (ফেরেশতা) তাকে বলল।" মালাক বলতে ডান কাঁধে নিয়োজিত মালাক হতে পারেন, আবার জিবরীল হতে পারেন, আবার অন্য কোন মালাকও হতে পারেন।

(فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ) "তিনি বলেননি, আর ভুলে গেছেন" এর দ্বারা বুঝা যায় তিনি মালাকের (ফেরেশতার) নির্দেশের সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ '*ইন্‌শা-আল্ল-হ*' না বললেও পরে বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরে ভুলে গেছেন। অথবা মন থেকে '*ইন্‌শা-আল্ল-হ*'র স্বীকারোক্তিকে তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন। কিন্তু অন্তর ও মুখ দিয়ে '*ইন্‌শা-আল্ল-হ*' বলাটাই হলো পূর্ণাঙ্গ '*ইন্‌শা-আল্ল-হ*', যা উচ্চ স্তরের ব্যক্তির জন্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের নাবীর ক্ষেত্রে এই পদস্খলন হওয়ায় আল্লাহ তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন।

---

[৫৬২] সহীহ : বুখারী ২৮১৯, মুসলিম ২৩-(১৬৫৪), তিরমিযী ১৫৩২, ইবনু মাজাহ ২১০৪, নাসায়ী ৩৮৩১, মুসনাদে আহমাদ ৭৭০১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৫৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪৭৭২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৪০২।

Scanned by CamScanner

(بِشِقِّ رَجُلٍ) অর্থাৎ অর্ধেক বাচ্চা, বা অসম্পন্ন বাচ্চা। সম্পন্ন বাচ্চা না হওয়াকে অর্ধ বাচ্চা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে কাজের শুরুতে '*ইন্শা-আল্ল-হ*' বলা মুসতাহাব। অর্থাৎ '*ইন্শা-আল্ল-হ*' আমি এ কাজটি করব' এমন বলা। এর উদ্দেশ্য হলো কাজের মাঝে আল্লাহর নামের বারাকাত লাভ এবং কাজটি সহজ হওয়ার প্রার্থনা। এই নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ...۝﴾

"আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামীকাল করব। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে..."- (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ২৩)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٢١ -[٢٤] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭২১-[২৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম সুতার মিস্ত্রি ছিলেন। (মুসলিম)[৫৬৩]

ব্যাখ্যা : (نَجَّارًا) কাঠমিস্ত্রী। অর্থাৎ তিনি কাঠ কাটতেন এবং তা দিয়ে বস্তু তৈরি করে নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। মুল্লা 'আলী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীস এবং পূর্বে বর্ণিত দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর কর্মের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপার্জন করা নাবীদের সুন্নাত। এটা আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসার পরিপন্থী নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٢٢ -[٢٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ الْأَنْبِيَاءُ أُخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتّٰى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭২২-[২৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি দুনিয়া এবং আখিরাতে 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি। নাবীগণ পরস্পরে 'আল্লাতী ভাই', তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন এবং তাঁদের দীন অভিন্ন। আর আমার ও তাঁর মাঝখানে কোন নাবী নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬৪]

ব্যাখ্যা : (أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ) অর্থাৎ আমি দুনিয়া ও আখিরাতে 'ঈসার অধিক নিকটবর্তী। ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেননা 'ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। এই হাদীস এবং কুরআনের আয়াত- ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ﴾ "নিশ্চয় মানুষদের মধ্যে ইবরাহীমের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতম তারা যারা তার অনুসরণ করেছে, আর এই নাবী"- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ২৩)। উভয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা কুরআনের আয়াতে রসূল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী হিসেবে অধিক ঘনিষ্ঠ বলা হয়েছে। আর হাদীসে রসূল ﷺ-এর অনুসৃত হিসেবে 'ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অধিক নিকটতম বলা হয়েছে। সঠিক কথা, উভয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই; তাই আয়াত ও হাদীসের মাঝে সমন্বয়ের প্রয়োজন নেই। রসূল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর যেমন সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ, তেমনিভাবে

---

[৫৬৩] সহীহ : মুসলিম ১৬৯-(২৩৭৯)।

[৫৬৪] সহীহ : বুখারী ৩৪৪৩, মুসলিম ১৪৪-(২৩৬৫), মুসনাদে আহমাদ ৭৫২০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৮২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৯৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪১৫৩।

Scanned by CamScanner

'ঈসা আলায়হিস সালাম-এরও সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ। মানুষের মাঝে কেউই ইবরাহীম আলায়হিস সালাম ও 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর সাথে রসূল ﷺ-এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ নয়। আবার ইবরাহীম অনুসৃত হওয়ার দিক থেকে রসূল ﷺ-এর অধিক ঘনিষ্ঠ এবং সময়ের দিক থেকে 'ঈসা আলায়হিস সালাম রসূল ﷺ-এরও অধিক ঘনিষ্ঠ। (ফাতহুল বারী হা. ৬/৪৯৮)

(الْأَنْبِيَاءُ أُخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتّٰى) বা 'আল্লাতি ভাই 'বলা হয় পিতৃ-সম্পর্কের ভাইয়ের। একই পিতা ও ভিন্ন মাতা তথা বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে আল্লাতি ভাই বলা হয়। এখানে নাবীদেরকে একই পিতা ও ভিন্ন মাতার ছেলে বলার অর্থ হলো, সব নাবীকে পাঠানোর চূড়ান্ত লক্ষ্য একটা। আর তা হলো, সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়া, তাদের জীবন ও আখিরাত সুন্দর করা; এসব মৌলিক বিষয়ে সকল নাবীর দা'ওয়াত এক। যদিও শারী'আতের শাখা-প্রশাখার দিক থেকে একজন অপরজন থেকে ভিন্ন। তাই নাবী ﷺ সকল নাবীর মৌলিক ও সবার মাঝে বিদ্যমান বিষয়কে পিতার সাথে তুলনা করে সেদিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আর যুগ ও কালের চাহিদা মোতাবেক তাদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন বিধানাবলীকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। এটাই হলো রসূল ﷺ-এর উক্তি "তাদের মাতা ভিন্ন ভিন্ন" এর মর্ম। কেননা তাদের যুগ ও কালের ভিন্নতার আলোকে অনেক বিধান ভিন্ন। তবে তাদেরকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য সর্বযুগে এক। এদিকে ইঙ্গিত করে রসূল ﷺ বলেন, "তাদের দীন এক"। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٢٣ -[٢٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ بَنِيْ آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِيْ جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ حِينَ يُوْلَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭২৩-[২৬] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি আদাম সন্তান জন্মলাভকালে শায়ত্বন অঙ্গুলি দ্বারা তার পার্শ্বস্থলে খোঁচা দেয় 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম ছাড়া। শায়ত্বন তাঁকে খোঁচা দিতে গেলে, তখন শুধু তাঁর আবরণে খোঁচা দিতে সক্ষম হয় (তাঁর শরীরে আঘাত করতে পারেনি।)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬৫]

ব্যাখ্যা : (يَطْعَنُ) অর্থ : আঘাত করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো শায়ত্বনের স্পর্শ করা এবং আক্রান্ত করা।

(حِينَ يُوْلَدُ) জন্মের সময়। অর্থাৎ জন্মের প্রথম দিন তথা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শায়ত্বন এ কাজটি করে। তবে 'ঈসা আলায়হিস সালাম শায়ত্বনের এই আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকেন। তাঁর নানী হান্নার দু'আয় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মুক্ত রাখেন। হান্না তার মেয়ে মারইয়াম তথা 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর মায়ের জন্য দু'আ করে বলেছিলেন, «وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» "আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শায়ত্বনের কবল থেকে।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৩৬)

(فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ) "অতএব সে পর্দায় আঘাত করে।" অর্থাৎ শায়ত্বন যখন 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে আঘাত ও খোঁচা দিতে ব্যর্থ হয় তখন সে তাঁর মায়ের উদরের আবরণে আঘাত করে। এই আঘাত 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে স্পর্শ করেনি। এর দ্বারা বুঝা যায়, শায়ত্বনের স্পর্শকরণ প্রকৃত অর্থে। বর্ণনাকারী এখানে কেবল 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ মূল হাদীসে মারইয়াম ও তার ছেলের কথা রয়েছে। অর্থাৎ মারইয়াম এবং 'ঈসা দু'জনই জন্মের সময় শায়ত্বনের এই খোঁচা থেকে মুক্ত ছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৬৫] সহীহ : বুখারী ৩২৮৬, মুসলিম ৭০-(২৪৩১), মুসনাদে আহমাদ ১০৭৮৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭১১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৮৬৩।

Scanned by CamScanner

٥٧٢٤ -[٢٧] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ: «يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ». وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ» وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: "الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ" : فِيْ» بَابِ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ"

৫৭২৪-[২৭] আবূ মূসা رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : পুরুষদের মাঝে অনেকেই কামিল হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে 'ইমরান-এর মেয়ে মারইয়াম এবং ফির্‘আওন-এর স্ত্রী আসিয়াহ্ ছাড়া আর কেউই কামিল হননি। তিনি আরো বলেছেন, সকল নারীর ওপর 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর সম্মান এমন, যেমন সর্ব রকমের খাদ্য সামগ্রীর উপর 'সারীদের' সম্মান। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬৬]

মুফাখারাহ্ ও 'আসাবিয়্যাহ্ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, আনাস رضي الله عنه-এর হাদীস «يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ», আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর হাদীস «أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ», আর ইবনু 'উমার رضي الله عنه-এর হাদীস الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ।

ব্যাখ্যা : (كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ) অর্থাৎ পুরুষ জাতির মাঝে অনেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। এমনকি তাদের মাঝে রসূল, নাবী, খলীফাহ্, উলামাহ্ ও ওয়ালী হয়েছেন।

(وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ) "আর নারীদের মধ্যে মারইয়াম ও ফির্‘আওন-এর স্ত্রী 'আসিয়াহ্ ছাড়া কেউ পরিপূর্ণ হয়নি।" পরিপূর্ণতাকে এই দু'জনের মাঝে সীমাবদ্ধ করার কারণে নারীদের মাঝে তারা নাবী ছিলেন বলে দলীল দেয়া হয়। কেননা নাবীরা হচ্ছেন মানুষের মাঝে সর্বাধিক পরিপূর্ণ। তারপর ওয়ালী, তারপর সিদ্দীক্ব, তারপর শাহীদ। যদি তারা নাবী হন তবে পরিপূর্ণতাকে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার অর্থ এই হবে যে, নারীদের মাঝে ওয়ালী, সিদ্দীক্ব, শাহীদ নেই। তবে কিরমানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পূর্ণাঙ্গে উপনীত হওয়ার দ্বারা তারা নাবী হওয়া আবশ্যক হয় না। যে ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বলা হয়েছে সে ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরিপূর্ণ হতে পারে। অতএব তারা পূর্ণাঙ্গে পৌছেছেন দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নারীদের সকল শ্রেষ্ঠ গুণে তাদের স্তরে কেউ পৌছেনি।

(كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ) "যেমন সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব সকল খাবারের উপর"। রুটিকে গোশত বা তার ঝোলের সাথে ভিজিয়ে যে খাবার তৈরি করা হয় সেটাকে সারীদ। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সারীদের সাথে 'আয়িশাহ্-কে তুলনা করার কারণ হলো, সারীদ 'আরবের শ্রেষ্ঠ খাবার। সারীদকে তারা সবচেয়ে তৃপ্তময় খাবার মনে করে এবং সারীদের পরিতৃপ্তি অন্য খাবারে হয় না। তবে ঐ সারীদের প্রশংসা করেন যা গোশত দিয়ে তৈরি। বর্ণনায় রয়েছে, "খাবারের সরদার গোশত"। তাই 'আয়িশাহ্-কে যেন নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, যেমন সকল খাবারের উপর গোশতের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সারীদের সাথে

---

[৫৬৬] সহীহ : বুখারী ৩৪১১, মুসলিম ৭০-(২৪৩১), তিরমিযী ১৮৩৪, ইবনু মাজাহ ৩২৮০, মুসনাদে আহমাদ ১৯৫৪১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৯৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২২৭৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৫৬৬, আবূ ইয়া'লা ৭২৪৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১১৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩৫৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৯৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৬৩৬।

Scanned by CamScanner

তুলনা দেয়ার রহস্য হলো, গোশতের সাথে সারীদের মাঝে খাদ্য, স্বাদ, শক্তি, খেতে সহজসাধ্য, চাবাতে কষ্ট কম, দ্রুত গলায় প্রবেশসহ খাবারের সকল উত্তম গুণাবলি সারীদে রয়েছে। ঠিক তদ্রূপ 'আয়িশাহ্-কে সুন্দর আকৃতি, সুন্দর চরিত্র, কথার মাঝে মাধুরতা, ভাষায় সাহিত্য, শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, সঠিক রায়, বুদ্ধিতে বিচক্ষণতা, স্বামীর প্রতি ভালোবাসাসহ নারীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণাবলি দেয়া হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'আয়িশাহ্, খাদীজাহ্, এবং ফাত্বিমাহ্ -গণের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে 'আলিমরা মতানৈক্য করেছেন। আকমাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় 'আয়িশাহ্ খাদীজাহ্ -এর পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী। ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফাত্বিমাহ্ 'আয়িশাহ্ এবং খাদীজাহ্ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে উত্তম। তারপর খাদীজাহ্, তারপর 'আয়িশাহ্। বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে-

«خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ» "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী মারইয়াম ইবনু 'ইমরান এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী খাদীজাহ্"– (সহীহুল বুখারী হা. ৩১৭৮, সহীহ মুসলিম হা. ৪৪৫৮)। সহীহ হাদীসে রয়েছে, «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» "ফাত্বিমাহ্ জান্নাতের নারীদের সরদার"– (ইমাম বুখারী তা'লীক্ব স্বরূপ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, অধ্যায় : মর্যাদা, অনুচ্ছেদ : ফাত্বিমাহ্ -এর মর্যাদা)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ) এই ইবারতে লেখক কয়েকটি বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইতোমধ্যে উদ্দেশ্য হলো, উপরোল্লিখিত হাদীসে কয়েকজন কামিল বা পূর্ণাঙ্গ নারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কোন পুরুষের নাম না নিয়ে কেবল বলা হয়েছে, (كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ) অর্থাৎ "পুরুষ জাতির মাঝে অনেকে পরিপূর্ণ হয়েছে", তবে কোন কোন পূর্ণাঙ্গ মানুষের নাম রসূলুল্লাহ অন্যত্র নিয়েছেন। যেমন আনাস থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, একদিন এক ব্যক্তি এসে রসূলুল্লাহ -কে বলল, «يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ» অর্থাৎ, হে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি! তখন রসূলুল্লাহ বললেন, সৃষ্টির সেরা হলেন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম।

এভাবে আবূ হুরায়রাহ্ থেকে একটি হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ মানুষ সর্বাধিক সম্মানী? তিনি () বললেন, মানুষের মাঝে যে সর্বাধিক মুত্তাক্বী সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানী। প্রশ্নকারীরা বললেন, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তখন রসূলুল্লাহ বললেন, সর্বাধিক সম্মানী ব্যক্তি হলেন আল্লাহ তা'আলার নাবী ইউসুফ; আল্লাহ তা'আলার নাবীর পুত্র, সেই নাবী আল্লাহর নাবীর পুত্র, সেই নাবী আল্লাহ তা'আলার বন্ধুর পুত্র। অনুরূপ ইবনু 'উমার -এর হাদীসে রয়েছে, সম্মানী, সম্মানীর পুত্র, সম্মানীর পুত্র, সম্মানীর পুত্র, ইউসুফ ইয়া'কূব-এর পুত্র, ইয়া'কূব ইসহাক্ব-এর পুত্র, ইসহাক্ব ইবরাহীম-এর পুত্র। এসব বর্ণনা মুখারামাহ্ এবং আসাবিয়্যাহ্ অনুচ্ছেদে রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٢٥-[٢٨] عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيْنَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: «كَانَ فِيْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَقَالَ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: الْعَمَاءُ: أَيْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

Scanned by CamScanner

৫৭২৫-[২৮] আবূ রযীন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সৃষ্টিকুল সৃষ্টির আগে আমাদের প্রভু কোথায় ছিলেন? তিনি (ﷺ) বললেন, 'আমা-এর মধ্যে ছিলেন। তার নীচেও শূন্য ছিল এবং উপরেও শূন্য ছিল। আর তিনি তাঁর 'আর্‌শকে পানির উপরেই সৃষ্টি করেছেন। (তিরমিযী)[৫৬৭]

তিনি [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ)] বলেন, ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীদের অন্যতম ইয়াযীদ ইবনু হারূন বলেছেন, '*আমা*- অর্থ যার সাথে অন্য কোন বস্তু নেই।

ব্যাখ্যা : (كَانَ فِيْ عَمَاءٍ) শব্দের অর্থ মেঘ। এই হিসেবে হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী আল্লাহ তা'আলা মাখলূক্ব সৃষ্টির আগে মেঘে ছিলেন। তবে 'উলামারা বলেন, এখানে فِيْ অর্থ على অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মেঘের উপর ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ "যিনি আসমানে রয়েছেন"– (সূরাহ্ আল মুল্‌ক ৬৭ : ১৬)। অর্থাৎ যিনি আসমানের উপর রয়েছেন।

'আল্লামাহ্ মুবারকপূরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোন কোন বর্ণনায় عماء এর স্থলে عمى শব্দ রয়েছে। যার অর্থ : শূন্যতা। এই বিবরণ শুদ্ধ হলে বর্ণিত হাদীসের অর্থ এবং বুখারীর ঐ হাদীসের অর্থ একই, যে হাদীসে বলা হয়েছে- «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» "আল্লাহ ছিলেন, তিনি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, তার 'আর্‌শ পানির উপর ছিল।" আর عماء বর্ণনা শুদ্ধ হলে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বরং আমরা হাদীসকে বিশ্বাস করি এবং এর অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করি না। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৮/৪২০)

٥٧٢٦ - [٢٩] وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِيهِمْ فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوا إِلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تُسَمُّونَ هٰذِهٖ؟». قَالُوا: السَّحَابَ. قَالَ: «وَالْمُزْنَ؟» قَالُوا: وَالْمُزْنَ. قَالَ: «وَالْعَنَانَ؟» قَالُوا: وَالْعَنَانَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟» قَالُوا: لَا نَدْرِي. قَالَ: «إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ وَإِمَّا اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ الَّتِي فَوْقَهَا كَذٰلِكَ» حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. ثُمَّ «فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهٖ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَوُرُكِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلٰى ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهٖ وَأَعْلَاهُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ اللهُ فَوْقَ ذٰلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৫৭২৬-[২৯] 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি একদল লোকসহ মুহাসসাব উপত্যকায় বসেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একখণ্ড মেঘ তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করল। লোকেরা তার দিকে তাকাল, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এটাকে কি নামে আখ্যায়িত কর? তারা বলল, 'সাহাবা'। তিনি (ﷺ) বললেন, এবং 'মুয্‌ন'ও বল? লোকেরা

---

[৫৬৭] য'ঈফ : তিরমিযী ৩১০৯, ইবনু মাজাহ ১৮১, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৩২, মুসনাদে আহমাদ ১৬২৩৩, সানাদে ওয়াকী' ইবনু হুদুস তাকে চেনা যায় না, যেমনটি যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২৪৮, ৫৬৫৮।

Scanned by CamScanner

বলল, 'মুয্‌ন'ও বলা হয়। তিনি বললেন, তাকে 'আনান'ও বল? লোকেরা বলল, 'আনান'ও বলা হয়। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা কি জান, আকাশ ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? লোকেরা বলল, আমরা জানি না। তিনি (ﷺ) বললেন, উভয়টির মাঝখানে একাত্তর, বাহাত্তর অথবা তেহাত্তর বছরের দূরত্ব। আর সেই আকাশ হতে তার পরের আকাশের দূরত্বও অনুরূপ। এভাবে তিনি সাত আকাশ পর্যন্ত গণনা করলেন। তারপর বললেন, সপ্তম আসমানের উপর রয়েছে একটি সমুদ্র। তার উপর ও নিচের পানির স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেমন দূরত্ব দুই আকাশের মাঝখানে রয়েছে। অতঃপর সে সমুদ্রের উপরে আছে আটটি বিশেষ আকারের পাঁঠা (অনুরূপ আকৃতির ফেরেশতা) এবং তাদের পায়ের খুর ও কোমরের মাঝখানে দূরত্ব হলো দুই আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্বের মতো। অতঃপর তাদের পিঠের উপর রয়েছে 'আর্‌শ। তার নীচ ও উপরের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো দুই আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্বের মতো। অতঃপর তার উপরেই রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৫৬৮]

ব্যাখ্যা : (السَّحَابَ. الْمُزْنَ. الْعَنَانَ) সাহাবা, মুয্‌ন ও 'আনান– এসবগুলো মেঘের নাম। তবে الْمُزْن মেঘ বা মেঘের সাদা অংশকে বলা হয়। এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া নয়। বরং সম্বোধিত ব্যক্তির কাছ থেকে এগুলোর এই নামের স্বীকৃতি নেয়া। প্রথমে জানা বিষয়ে প্রশ্ন করে ধীরে ধীরে অজানা বিষয়ের দিকে যাওয়া এবং সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দিকে যাওয়ার জন্য এভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে জানার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি উদ্দেশ্য।

(إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ وَإِمَّا اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً) অর্থাৎ আসমান ও জমিনের দূরত্ব সত্তর বা একাত্তর বা বাহাত্তর বছরের রাস্তা। ৭১ বা ৭২ বা ৭৩ এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ হতে পারে। অর্থাৎ রসূল ﷺ এই তিনটির যে কোন একটি বলেছেন। আবার প্রকার বর্ণনার জন্য হতে পারে। অর্থাৎ জমিনের উঁচু স্থান ও নিম্নস্থানের পার্থক্যের ভিত্তিতে দূরত্বের এই পার্থক্য হতে পারে। এর আলোকে 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) যা বলেন সেটার বিশুদ্ধতা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, সত্তর দ্বারা উদ্দেশ্য আধিক্য বুঝানো। নির্ধারিত দূরত্ব নয়; কেননা আসমান জমিনের মাঝে পাঁচশত বছরের দূরত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উভয় বর্ণনার মতভেদের মাঝে সমন্বয় হলো, ধীর গতিতে চলা যেমন হেঁটে চলার ক্ষেত্রে পাঁচশত বছরের রাস্তা এবং দ্রুত চলার বেলায় সত্তর বছরের রাস্তা। সত্তরের উপরের অতিরিক্ত সংখ্যার উল্লেখ না থাকলে আমরা সত্তর দ্বারা অধিক দূরত্ব বুঝানো হয়েছে বলে ধরে নিলে পাঁচশত বছরের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হত না। (ফাতহুল বারী হা. ১৩/৪১৩)

(حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) "এমনকি রসূল ﷺ সাতটি আসমানের গণনা করেন।" অর্থাৎ আসমান ও জমিনের মধ্যে যে পরিমাণ দূরত্ব সেই পরিমাণ দূরত্ব একটি আসমান থেকে অপর আসমান পর্যন্ত। এভাবে সাতটি আসমান। প্রতিটির দূরত্ব অপরটি থেকে জমিন ও আসমানের দূরত্বের সমপরিমাণ।

(بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ) এটি সপ্তম আসমানের উপর অবস্থিত সাগরের গভীরতার বিবরণ। অর্থাৎ সাগরের উপর ও নিচের মধ্যে আসমান ও জমিনের দূরত্ব বা গভীরতা রয়েছে।

(ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ) أَوْعَالٍ শব্দটি وَعْلٌ এর বহুবচন। যার অর্থ মাদী হরিণ, মাদী ছাগল বা পাহাড়ী ছাগল। পরবর্তীতে ছাগলের নিতম্ব ও ক্ষুরের বিবরণ তাদের বড়ত্ব ও বিশালতার পরিমাপ সম্পর্কে কিছুটা হলেও আঁচ

---

[৫৬৮] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৪৭২৩, ইবনু মাজাহ ১৯৩, য'ঈফ আত্ তিরমিযী ৬৫৪, তিরমিযী ৩৫৫৪, ওয়ালীদ ইবনু আবূ সাওর য'ঈফ। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমায়রাহ্-এর মধ্যে জাহালাত আছে; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৪৯, হা. ৫৬৫৯।

Scanned by CamScanner

করা যায়। কারো কারো মতে, আট ছাগল দ্বারা মূলত এই আকৃতির মালাক (ফেরেশতা) উদ্দেশ্য। কেননা পরবর্তী বাক্য (عَلٰى ظُهُوْرِهِنَّ الْعَرْشُ) "তাদের পিঠের উপর 'আরশ" এই অর্থকে সমর্থন করে। আর কুরআনে রয়েছে, ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ "যারা 'আর্‌শ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে"– (সূরাহ্ আল গাফির ৪০ : ৭)।

(ثُمَّ اللّٰهُ فَوْقَ ذٰلِكَ) "তারপর আল্লাহ তার ওপর রয়েছেন।" আল্লাহ তা'আলা 'আর্‌শের উপর রয়েছেন এই বিষয়টি কুরআন হাদীসের অগণিত দলীল দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেখানে ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই। অন্যান্য দলীলের মতো এটিও একটি স্পষ্ট দলীল। তবে আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ব্যাপারে যতটুকু বিবরণ কুরআন হাদীসে রয়েছে আমাদেরকে ততটুকুই অবিকল সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। এর বাহিরে চিন্তা করে কিছু বলার আমাদের কোন সুযোগ নেই। আমরা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে জানতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা 'আর্‌শের উপর রয়েছেন। আমাদেরকে এতটুকু বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু কিভাবে রয়েছেন, কোন অবস্থায় রয়েছেন এসব চিন্তা করা না আমাদের জন্য বৈধ, আর না আমরা চিন্তা করে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٢٧ -[٣٠] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ». فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتّٰى عُرِفَ ذٰلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهٖ ثُمَّ قَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّهٗ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلٰى أَحَدٍ شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِىْ مَا اللهُ؟ إِنَّ عَرْشَهٗ عَلٰى سَمَاوَاتِهٖ لَهٰكَذَا» وَقَالَ بِأَصَابِعِهٖ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ «وَإِنَّهٗ لَيَئِطُّ بِهٖ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৭২৭-[৩০] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একজন গ্রাম্য বেদুঈন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, লোকেরা অসহনীয় দুঃখে নিপতিত হয়েছে। পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত, ধনহ্রাস পেয়েছে এবং গবাদি পশুসমূহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। অতএব আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা আপনাকে আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ্ বানিয়েছি এবং আল্লাহকে আপনার কাছে শাফা'আতকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছি। তার কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা খুবই পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র। তিনি এ বাক্যটি বারংবার উচ্চারণ করতে থাকলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হতে দেখে উপস্থিত সহাবায়ি কিরামের মুখমণ্ডলসমূহও বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার শান ও সম্মান তা হতে অতি মহান ও বিরাট। আক্ষেপ তোমার প্রতি। তুমি কি আল্লাহর জাত ও সত্তা সম্পর্কে অবগত আছ? তাঁর 'আর্‌শ সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে এভাবে বেষ্টন করে রেখেছে। এ কথা বলে তিনি (ﷺ) নিজ অঙ্গুলি দ্বারা একটি গুম্বজের ন্যায় গোলাকৃতি বস্তু দেখিয়ে বললেন, আল্লাহর 'আর্‌শ সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে অনুরূপভাবে ঘেরাও করে রাখা সত্ত্বেও আল্লাহর বিরাটত্বের চাপে তা এমনভাবে কড়মড় শব্দ করে, যেমন- কোন বাহনের গদি কড়মড় শব্দ করতে থাকে। (আবূ দাউদ)[৫৬৯]

---

[৫৬৯] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৭২৬, মুসনাদে বায্‌যার ৩৪৩২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫২৬, সানাদে ইবনু সুলায়মান মুদাল্লিস 'আন দ্বারা বর্ণনা করেছে, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব তার শোনার বিষয়টি স্পষ্ট করেননি; য'ঈফাহ্ ২৬৩৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (وَجَاعَ الْعِيَالُ) "এবং পরিবার ক্ষুধার্ত"। عِيَالُ শব্দের 'আইন হরফে যবর। মানুষ তার পরিবারে যার দায়িত্ব ও খরচ বহন করে সেই তাই পরিবার। যেমন স্ত্রী, সন্তানাদি এবং দাস।

(وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ) অর্থাৎ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। এখানে সম্পদ বলতে বৃষ্টির পানিতে বেড়ে উঠে এমন সম্পদ। অনাবৃষ্টির কারণে তা ধ্বংস হয়েছে।

(الْأَنْعَامُ) "আন্'আম" দ্বারা উট, গরু, ও ছাগল– এই তিন শ্রেণির প্রাণী উদ্দেশ্য।

(نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ) অর্থাৎ আপনার ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও সম্মানের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ কামনা করছি। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন যেন তিনি আপনাকে আমাদের সহযোগিতা করার তাওফীক্ব দেন। রসূল ﷺ এর কাছে এভাবে সুপারিশ চাওয়া থেকে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় সমকক্ষ করার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গরূপে শির্‌কমুক্ত। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় রসূল ﷺ-এর কোন ধরনের অংশীদারিত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন- ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ "হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে 'আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই"– (সূরাহ্ আ-লি ইমরা-ন ৩ : ১২৮)। অন্যত্র বলেন-

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ "কে আছ এমন, যে তাঁর কাছে তাঁরই অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৫৫); নাবী ﷺ-এর কাছে এভাবে বলা বিরাট বড় অপরাধ মনে হয়, তাই তিনি এর উপর আপত্তি তুলেন এবং এভাবে তার প্রতি সুপারিশের সম্পৃক্ততায় অবাক হন। তাই রসূল ﷺ বলেন, *সুবহা-নাল্ল-হ*। গুরুত্ব ও আশ্চর্যবোধ প্রকাশ করতে বারংবার '*সুবহা-নাল্ল-হ*' শব্দটি উচ্চারণ করেন। এমনকি তার চেহারায় পরিবর্তন প্রকাশ পায়। বারংবার এই তাসবীহ উচ্চারণ দেখে সহাবীরা রসূল ﷺ-এর রাগ উপলব্ধি করেন। রসূল ﷺ-এর রাগ দেখে সহাবীরা শঙ্কিত হন এবং তাদের চেহারায় বিবর্ণতার নিদর্শন ফুটে উঠে। ভয়ের নিদর্শন সহাবীদের চেহারায় ফুটে উঠলে রসূল ﷺ তাদের প্রতি নমনীয় হন এবং তাসবীহ বন্ধ করে তাদের দিকে মনোনিবেশ করে উপদেশ দেন।

(وَيْحَكَ) শব্দটি ويلك অর্থে আসে। তবে প্রথম শব্দটি পদস্খলনের ক্ষেত্রে মমতা প্রকাশ অর্থে ব্যবহার হয়। আর দ্বিতীয় শব্দটি ধ্বংসের জন্য দু'আ হিসেবে ব্যবহার হয়। এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ যে উদ্দেশে উদাসীন অজ্ঞ উক্তিকারী ব্যক্তি।

(لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ) "আল্লাহর মাধ্যমে কারো কাছে সুপারিশ কামনা করা যায় না। আল্লাহর শান তার চেয়ে বড়।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অর্থাৎ সুপারিশ কামনা সৃষ্টির কাছে হতে পারে। কাউকে সুপারিশ করার আবেদন করা যেতে পারে। যেমন নাবী ﷺ দুনিয়ার জীবনের সুপারিশ করতেন। যেমন তাঁর কাছে দু'আ চাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর দু'আ কবূল করা। এভাবে আখিরাতে যখন মানুষ বিচারের অপেক্ষায় থাকবে তখন তার কাছে সুপারিশ করার আবেদন করা হবে এবং তিনি সুপারিশ করবেন। এভাবে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েক ধরনের সুপারিশ রয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ ছোট বড়র কাছে করার নিয়ম রয়েছে। বড় ছোটর কাছে সুপারিশ করার নিয়ম নেই। তাই আল্লাহর মাধ্যমে সৃষ্টির কাছে সুপারিশ অনেক মারাত্মক কথা এবং বিরাট বিষয়। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ এই ধরনের উক্তিকে বিশাল মনে করেন এবং অবাক হয়ে বার বার তাসবীহ পড়তে থাকেন।

(وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ) অর্থাৎ অতিরিক্ত ভারি আরোহীর ফলে বাহন যেমন শব্দ করে, 'আর্‌শের বিশালতার কারণেও মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারাগণ)-ও ঠিক তেমনি হয়রান হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আর্শের বিশালতা বুঝাতে বাহ্যত একটি ধারণা দেয়ার জন্য এমন বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলার সিফাতের বিবরণ দেয়া নিষিদ্ধ; এখানে আল্লাহর গুণাবলি উল্লেখ দ্বারা গুণাবলি পর্যালোচনা করা উদ্দেশ্য নয় এবং উক্ত অবস্থার সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করাও উদ্দেশ্য নয় বরং। আল্লাহ তা'আলা বড়ত্ব বুঝাতে মানুষের মেধার ধারণ ক্ষমতা মোতাবেক এমন উপমা দেয়া। প্রশ্নকারী যাতে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ যার 'আর্শের বিশালতা এই তা কিভাবে কারো কাছে সুপারিশের মাধ্যম বানানো। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٢٨ - [٣١] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُذِنَ لِيْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ أَنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ إِلٰى عَاتِقَيْهِ مَسِيْرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৭২৮-[৩১] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমাকে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার 'আর্শ বহনকারী মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) মধ্য হতে একজন মালাক (ফেরেশতার) অবস্থা প্রকাশ করব। সেই মালাকের কানের লতি হতে তার ঘাড়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সাতশত বছরের পথ। (আবূ দাউদ)[৫৭০]

ব্যাখ্যা : হাদীসে 'আর্শ বহনকারী মালায়িকাহ্ বিশালতা বর্ণনা করা হয়েছে। যাদের কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব এই; তাদের শরীরের বিশালতা চিন্তার বাহিরে। আর এমন ফেরেশতারা যে 'আর্শ বহন করতে হিমশিম খাচ্ছে সেই 'আর্শের বিশালতার কল্পনা করা দুষ্কর। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٢٩ - [٣٢] وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: "هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَانْتَفَضَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَاحْتَرَقْتُ «هٰكَذَا فِي الْمَصَابِيْحِ"

৫৭২৯-[৩২] যুরারাহ্ ইবনু 'আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তোমার প্রভুকে দেখেছ? এ কথা শুনে জিবরীল আলায়হিস সালাম কেঁপে উঠে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমার ও তাঁর মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি আমি তার কোন একটির কাছাকাছি হই, তবে আমি পুড়ে যাব। (এরূপ 'মাসাবীহ' কিতাবে বর্ণিত)[৫৭১]

ব্যাখ্যা : (فَانْتَفَضَ جِبْرِيْلُ) "জিবরীল কেঁপে উঠেন" জিবরীলের কাছে এই প্রশ্নটাই বিশাল মনে হয়। এমন উক্তি শুনে তিনি আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার ভয়ে কাঁপতে থাকেন। বলা হয়, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে। কেননা পরকালীন জগতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা অসম্ভব হলে রসূল ﷺ জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে লক্ষ করে এমন প্রশ্ন করতেন না।

(سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ) নূরের সত্তর পর্দা। কারো মতে সত্তর পর্দার দূরত্ব দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার পূর্ণাঙ্গতা ও জিবরীল তথা সৃষ্টির গুণের অপূর্ণতা বুঝানো হয়েছে। তবে এ জাতীয় ব্যাপারে

---

[৫৭০] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৭২৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫১, আবূ ইয়া'লা ৬৬১৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১৫৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৭০৯।

[৫৭১] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি এর সানাদ ও তাহক্বীক্ব পাইনি; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২৫০ পৃ., হা. ৫৬৬২; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৫৫।

Scanned by CamScanner

সালাফদের মতাদর্শ হলো, হাদীসকে বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করে তার বিবরণ ও অবস্থা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেয়া। তাই আমরা পর্দার হাকীকাত ও তত্ত্বের পিছনে না পড়ে এবং কোন ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই সরল অর্থে বিশ্বাস করব।

(لَوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَاحْتَرَقْتُ) অর্থাৎ নূরের এসব পর্দার কোন একটির কাছে গেলে আমি পুড়ে যাব। কোন কোন বর্ণনায়, এক আঙ্গুল পরিমাণ কাছে চলে গেলে এমন হবে বলে বর্ণিত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٣٠ -[٣٣] وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: «فَانْتَفَضَ جِبْرِيلُ»

৫৭৩০-[৩৩] আর আবূ নু'আয়ম তার 'হিলইয়াহ্' গ্রন্থে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর কেঁপে উঠার কথাটি সেই বর্ণনায় উল্লেখ নেই।[৫৭২]

ব্যাখ্যা : তৃবারানী তাঁর আওসাতে হাদীসটি (فَانْتَفَضَ جِبْرِيلُ) "জিবরীল কেঁপে উঠলেন" এ বাক্য ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। তৃবারানীর বর্ণনা হলো,

"عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك قال إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور لو رأيت أدناها لاحترقت".

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন : আমি জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি তোমার রবকে দেখেছো? তিনি বললেন, আমার ও তার মাঝে সত্তরটি আলোর পর্দা রয়েছে। আমি তার একেবারে কাছেরটিতে গেলে পুড়ে যাবো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٣١ -[٣٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ إِسْرَافِيلَ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَافًّا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبْعُوْنَ نُوْرًا مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنُوْ مِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

৫৭৩১-[৩৪] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যেদিন ইসরাফীল আলায়হিস সালাম-কে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তখন হতে নিজের দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চক্ষু তুলেও দেখেন না। তাঁর এবং তাঁর প্রভুর মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। তিনি তার যে কোন একটি পর্দার কাছাকাছি হলে তখনই তা তাঁকে জ্বালিয়ে ফেলবে। (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ)[৫৭৩]

٥٧٣٢ -[٣٥] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ قَالَتِ: الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ خَلَقْتَهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَنْكِحُونَ وَيَرْكَبُونَ فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَا أَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ. «رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي» شُعَبِ الْإِيمَانِ"

---

[৫৭২] প্রাগুক্ত।

[৫৭৩] য'ঈফ : আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটিকে আমি তিরমিযীতে খুঁজে পাইনি, হাদীসটিকে পেয়েছি আল বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ্ ১/৪৫-৪৬ পৃ.। তৃবারানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বললাম : হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা আছে, আর সে য'ঈফ; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২৫১ পৃ. ৫৬৬৩।

Scanned by CamScanner

৫৭৩২-[৩৫] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন আদাম আলায়হিস সালাম ও তাঁর বংশধরকে সৃষ্টি করলেন, তখন মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) বললেন, হে প্রভু! তুমি এমন এক সষ্টিজীব সৃষ্টি করেছ, যারা খাওয়া-দাওয়া ও পানাহার করবে, বিবাহ-শাদি করবে এবং যানবাহনে আরোহণ করবে। অতএব তাদেরকে দুনিয়া তথা পার্থিব সম্পদ দিয়ে দাও এবং আমাদেরকে পরকাল প্রদান কর। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকেছি, তাকে ঐ বস্তুর সমান করব না যাকে كُنْ (হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৫৭৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ইসরাফীল আলায়হিস সালাম-এর দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইসরাফীল আলায়হিস সালাম-কে সৃষ্টির সময়ই দু' পা জড়ো তথা এক পায়ের সাথে আরেক পা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তিনি এভাবে কোনদিন না হেলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোন্ সময় শিঙ্গায় ফুঁৎকারের নির্দেশ এসে যায় সেই অপেক্ষায় এমনভাবে রয়েছেন যে, উপরের দিকে চোখ তোলে তাকানোর সুযোগ পাচ্ছেন না। আল্লাহর মর্যাদা ও ভয় তার চোখ অবনমিত করে রেখেছে।

(سَبْعُوْنَ نُوْرًا) "সত্তরটি আলো" অর্থাৎ জিবরীল ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে যেমন সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে, ঠিক তেমনি ইসরাফীল ও আল্লাহ তা'আলার মাঝেও অনুরূপ পর্দা রয়েছে।। যদি কোন পর্দার নিকটে ইসরাফীল যান বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তিনিও জিবরীল-এর মতো জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও ইসরাফীল-এর মাঝে নূরের যে আবরণ রয়েছে সেই নূরের দিপ্তিও ইসরাফীল-এর চোখ ধারণ করতে অক্ষম।

(فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةَ) অর্থাৎ দুনিয়াকে তাদের জন্য স্থায়ীভাবে করে দাও আর আখিরাতের নি'আমাতকে কেবল আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দাও; কেননা আমরা দুনিয়ার নি'আমাত থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার নি'আমাত ভোগ করেছে। আমরা ভোগ করিনি। তাই এর বদলে আখিরাতের পুরো নি'আমাত আমাদের জন্য করে দাও।

(لَا أَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهٗ بِيَدَيَّ) "অর্থাৎ যে মানুষকে আমি আমার হাতে বানিয়েছি, আমি যার মাঝে আত্মা ফুঁকেছি, তোমাদের আবেদনে তাদেরকে আখিরাতের নি'আমাত থেকে বঞ্চিত করতে পারি না।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ যাকে আমি আমার নিজ হাতে বানিয়েছি, যাকে বানানোর দায়িত্ব অন্য কারো হাতে অর্পণ করিনি, যার মাঝে আমি নিজে আত্মা ফুঁকেছি তার মর্যাদা ও যাদেরকে কেবল নির্দেশ দিয়ে বানিয়েছি তাদের মর্যাদা সমান হতে পারে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٣٣ -[٣٦] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهٖ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

[৫৭৪] য'ঈফ : বায়হাক্বী ১৪৯, শু'আবুল সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সলিহ আন্ নুরসী অপরিচিত।

Scanned by CamScanner

৫৭৩৩-[৩৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (কামিল) মু'মিন আল্লাহর কাছে কোন কোন মালাক (ফেরেশতা) হতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। (ইবনু মাজাহ)[৫৭৫]

ব্যাখ্যা : পূর্ণাঙ্গ মু'মিন অর্থাৎ নাবী ও ওয়ালী বিশিষ্ট মালাক এবং সাধারণ মালাক ও নির্বাচিত মালাক থেকে উত্তম। তৃীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মু'মিন দ্বারা সাধারণ মু'মিন উদ্দেশ্য এবং মালাক (ফেরেশতা) দ্বারা সাধারণ মালাক উদ্দেশ্য। মুহ্য়িউস্ সুন্নাহ (রহিমাহুল্লাহ) ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ "আমি আদাম সন্তানকে সম্মানিত করেছি"- (সূরাহ্ আল ইসরা ১৭ : ৭০); এর তাফসীরে বলেন, উত্তম হচ্ছে এটা বলা যে, সাধারণ মু'মিন সাধারণ মালাক থেকে উত্তম এবং বিশেষ মু'মিন বিশেষ মালাক থেকে উত্তম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।" (সূরাহ্ আল বাইয়িনাহ্ ৯৮ : ৭)

আহলুস্ সুন্নাহ্র 'উলামাগণ এই আয়াত দিয়ে মালায়িকার (ফেরেশতাদের) ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দলীল দিয়ে থাকেন। আর এটা স্পষ্ট যে, বিশেষ মু'মিন দ্বারা নাবী ও রসূল উদ্দেশ্য এবং বিশেষ মালাক দ্বারা জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীল উদ্দেশ্য। আবার সাধারণ মু'মিন দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন যেমন ওয়ালী, খলীফাহ্ এবং 'আলিমগণ উদ্দেশ্য। আর সাধারণ মালাক দ্বারা সকল মালাক উদ্দেশ্য। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٣٤ -[٣٧] وَعَنْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ فَقَالَ: «خلق الله الْبَرِيَّةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ وَآخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৩৪-[৩৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন রবিবারে, গাছ-গাছালি সৃষ্টি করেছেন সোমবারে, খারাপ জিনিসসমূহ বানিয়েছেন মঙ্গলবারে, আলো বা জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, জীবজন্তু ও প্রাণিজগৎকে সৃষ্টি করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবারে, আর আদাম আলায়হিস-সালাম-কে সৃষ্টি করেছেন জুমু'আর দিন 'আস্রের সময়ের পরে। মূলত এটাই সর্বশেষ সৃষ্টি, দিনের শেষ সময়েই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ 'আস্র ও রাত্রির মধ্যবর্তী সময়ে। (মুসলিম)[৫৭৬]

ব্যাখ্যা : শায়খ সালিহ আল উসায়মীন (রহিমাহুল্লাহ) 'রিয়াদুস সালিহীন'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। তবে 'উলামারা হাদীসটির উপর আপত্তি তুলেছেন। তাই হাদীসটি সহীহ নয়। নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। কেননা এটা কুরআনের

---

[৫৭৫] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৩৯৪৭, মুসনাদে আহমাদ ১০৭৩৮, শু'আবুল ঈমান ১৫২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/২০২, ইয়াযীদ ইবনু সুফ্ইয়ান য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৫১ পৃ. ৫৬৬৫।

[৫৭৬] সহীহ : মুসলিম ২৭-(২৭৮৯), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৩৩, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৮৬৩, আবূ ইয়া'লা ৬১৩২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৩১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১০১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ৬২২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩২৩২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৫৯।

Scanned by CamScanner

বিপরীত। আর যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তা অগ্রহণযোগ্য। কেননা যারা বর্ণনাকারী তারা মানুষ, তাদের ভুল হতে পারে আবার শুদ্ধ হতে পারে। অপরদিকে কুরআনে কোন ভুল নেই। কুরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং তাওয়াতুরের মাধ্যমে বর্ণিত। কুরআনের সাথে কোন হাদীসের বৈপরীত্য দেখা দিলে কুরআন সেই হাদীসটি সহীহ নয় বলে ফায়সালা করে। কেননা রাবীগণ নাবী ﷺ থেকে সরাসরি হাদীসগুলো শুনেননি। তারা অন্যের সূত্রে শুনেছেন এবং তা রসূল ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আর এভাবে তাদের কখনো কখনো ভুল হয়ে যায়। কিন্তু কুরআনে কোন ভুল নেই। আহলে 'ইল্‌মগণ ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর এ হাদীসটির উপর আপত্তি তুলেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা মানবজাতি সকলেই মানুষ। ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) যেমন মানুষ অন্যরাও মানুষ। সবারই ভুল শুদ্ধ রয়েছে। তাই এই হাদীস নিয়ে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই। (শার্‌হ রিয়াদিস্ সালিহীন- অনুচ্ছেদ : দাজ্জালের হাদীস ও ক্বিয়ামাতের আলামাতসমূহ)

ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের গরীবের অন্তর্ভুক্ত। 'আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য হাফিযরা হাদীসটির ব্যাপারে কথা বলেছেন। তারা এটাকে কা'ব-এর কথা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه কা'ব আহবার থেকে এটা শুনেছেন এবং কোন কোন বর্ণনাকারী রসূল ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। (ইবনু কাসীর ১/২১৫)

কুরআনের সাথে হাদীসটি সাংঘর্ষিক; কেননা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আসমান জমিনসহ পুরো জগতকে ছয় দিনে বানানোর কথা বলা হয়েছে। আবার দুই দিনে জমিন, আরো দুই দিনে জমিনের যাবতীয় বস্তুসহ মোট চার দিনের পৃথিবী ও তাতে বিদ্যমান বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর দুই দিনে সাত আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব বর্ণিত হাদীসটি আসমান জমিনের বানানোর দিন ও বিবরণ সবদিক দিয়েই কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

দ্র. সানাদগত দিক থেকে হাদীসটি সহীহ। আর এ হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীসে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু কুরআন ত্রুটিমুক্ত। তবে হাদীসের উপর ভিত্তি করে 'আমভাবে সহীহ মুসলিমের সব হাদীসে ত্রুটিযুক্ত মনে করা ঠিক নয়।

٥٧٣٥ -[٣٨] وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ إِذْ أَتٰى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هٰذَا؟». قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هٰذِهِ الْعَنَانُ هٰذِهِ رَوَايَا الْأَرْضِ يَسُوقُهَا اللّٰهُ إِلٰى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَكُمْ؟» قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ سَقْفٌ مَحْفُوظٌ وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟» قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ» ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ؟». قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «سَمَاءَانِ بُعْدُ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ». ثُمَّ قَالَ كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ «مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ؟» قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ الْعَرْشَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا تَحْتَ ذٰلِكَ؟». قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنَّ تَحْتَهَا أَرْضًا أُخْرٰى بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ».

Scanned by CamScanner

حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِيْنَ بَيْنَ كُلِّ أَرَضِيْنَ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ " قَالَ: «وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلٰى لَهَبَطَ عَلَى اللّٰهِ» ثُمَّ قَرَأَ ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاٰيَةَ تَدُلُّ عَلٰى أَنَّهٗ أَرَادَ الْهَبْطَ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ وَسُلْطَانِهٖ وَعِلْمُ اللّٰهِ وَقُدْرَتُهٗ وَسُلْطَانُهٗ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهٗ فِيْ كِتَابِهٖ.

৫৭৩৫-[৩৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আল্লাহর নাবী ﷺ তাঁর সহাবীগণসহ বসা ছিলেন। এমন সময় একখণ্ড মেঘ তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করল। তখন আল্লাহর নাবী ﷺ প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো, এটা কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা 'আনান, এটা জমিন সেচনকারী। একে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন সম্প্রদায়ের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যারা তাঁর কৃতজ্ঞা আদায় করে না এবং তাঁকে ডাকেও না। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের মাথার উপরে কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা রক্বী' (প্রথম আসমান) যা সুরক্ষিত ছাদ এবং স্থিরিকৃত। অতঃপর তিনি (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের এবং আকাশের মাঝখানের দূরত্ব কত? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, পাঁচশত বছরের দূরত্ব। অতঃপর প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো, তার উপরে কি আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি (ﷺ) বললেন, দু'খানা আকাশ রয়েছে, সেই দু'খানার মাঝখানের দূরত্ব হলো পাঁচশত বছরের পথ। এভাবে তিনি (ﷺ) আকাশের সংখ্যা সাতখানা বর্ণনা করলেন এবং প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানের দূরত্ব, আকাশ ও জমিনের দূরত্বের সমান (অর্থাৎ পাঁচশত বছরের রাস্তা)। অতঃপর তিনি (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো, তার উপরে কি আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, তার উপরে রয়েছে আল্লাহর 'আর্‌শ, 'আর্‌শ ও আকাশের মাঝখানের ব্যবধান হলো দুই আসমানের মধ্যে দূরত্বের সমান। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের নীচে কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, জমিন। এরপর তিনি (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো তার নীচে কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, তার নিচে আরেক জমিন এবং উভয় জমিনের মাঝখানের দূরত্ব হলো, পাঁচশত বছর। এমনকি তিনি (ﷺ) জমিনের সংখ্যা সাতখানা বর্ণনা করে বললেন, প্রত্যেক দুই জমিনের মাঝখানে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, সেই মহান সত্তার কৃসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রাণ। যদি তোমরা একখানা রশি নীচে জমিনের দিকে ঝুলিয়ে দাও, তা অবশ্যই আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌছবে। অতঃপর তিনি (ﷺ) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন- ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ "তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন"– (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ৩)। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৫৭৭]

---

[৫৭৭] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৩২৯৮, য'ঈফুল জামি' ৬০৯৪, হাসান বাসরী '*আন* দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুদাল্লিস; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৫৩, ৫৬৬৭।

Scanned by CamScanner

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করে এ কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'কাছে পৌছবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর জ্ঞান, কুদরত ও ক্ষমতায় গিয়ে পৌছাবে। কারণ আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বস্থান বেষ্টিত এবং তিনি 'আর্‌শের উপরেই বিরাজমান। যেমন, তাঁর পবিত্র কিতাবে এভাবেই স্বীয় পরিচিতি দান করেছেন।

ব্যাখ্যা : (هٰذِهٖ رَوَايَا الْأَرْضِ) رَوَايَا শব্দটি رَاوِيَة-এর বহুবচন। যার অর্থ পানি বহনকারী উট। উটের উপর রাখা পানির পাত্রকে رَاوِيَة বলা হয়। আকাশের মেঘকে পানির পাত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উটের উপর যেমন পাত্র থাকে এবং উট তা বহন করে নিয়ে যায়, আকাশের মেঘও পৃথিবীর পিঠে থাকা পানির পাত্র। পৃথিবী এই মেঘকে বহন করে রয়েছে এবং আল্লাহর হুকুম তাকে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

(يَسُوقُهَا اللّٰهُ إِلٰى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَهٗ وَلَا يَدْعُونَهٗ) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যান যারা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং তার কাছে দু'আ করে না, আল্লাহকে স্মরণ করে না, আল্লাহর 'ইবাদাত করে না। বরং কুফরী করে এবং বৃষ্টিকে নক্ষত্রের দিকে সম্পৃক্ত করে বলে অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে। এমনকি মূর্তিপূজা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার রহমাত ও দয়াকে ব্যাপকভাবে বিস্তার করেন এবং অন্যান্য মাখলূক্ব ও প্রাণীর এই অকৃতজ্ঞ লোকটির কাছে বৃষ্টি নিয়ে যান এবং তারও রিয্‌ক্বের ব্যবস্থা করেন।

(فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ) এটি দুনিয়ার আসমানের নাম। কারো কারো মতে সব আসমানেরই এই নাম। পরবর্তীতে এই আসমানের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এই আসমান সংরক্ষিত ছাদের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে জমিনে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। খুঁটি ছাড়া তা দাঁড়িয়ে রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ) তোমাদের মাঝে অর্থাৎ জমিন ও প্রথম আসমানের মাঝে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। এভাবে এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্বও পাঁচশত বছরের রাস্তা। এ সংক্রান্ত হাদীস ইতোপূর্বে ব্যাখ্যাসহ অতিক্রান্ত হয়েছে। একই বিষয়কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ হাদীসে আসমানের সাথে সাতটি জমিন এবং প্রতিটি জমিনের পরস্পরের মধ্যকার দূরত্ব দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমপরিমাণ।

(لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلٰى لَهَبَطَ عَلَى اللّٰهِ) অর্থাৎ যদি তোমরা সর্বনিম্নের জমিনে একটি রশি ঝুলিয়ে দাও তবে তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে পৌছবে। 'আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে পড়বে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রশি যত দূরত্বই যাক না কেন আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও রাজত্বের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। উপরে যেমন তাঁর রাজত্ব, নিচেও তাঁরই রাজত্ব। লেখক ইমাম তিরমিযীর বরাতে হাদীসের এই ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। হাদীস বর্ণনার পর বর্ণিত আয়াত পাঠ করাই হাদীসের এই মর্ম নিশ্চিত করে বলে তিনি আখ্যা দেন। আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব ও ক্ষমতার বিবরণ দেয়ার পর প্রমাণ স্বরূপ রসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করেন- ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

(الْأَوَّلُ) অর্থাৎ তিনি প্রথম অনাদি, তাঁর শুরু নেই।

(الْاٰخِرُ) অর্থাৎ তিনি শেষ ও সর্বদা বিদ্যমান তার কোন সমাপ্তি নেই।

(الظَّاهِرُ) অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্য, তথা তার গুণাবলি সর্বত্র প্রকাশমান।

(الْبَاطِنُ) অর্থাৎ তিনি গোপন, তথা সত্তাগতভাবে তিনি আমাদের পৌছবে।

Scanned by CamScanner

(وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। আসমান ও জমিনের সিফাত বর্ণনার পর রসূল ﷺ বললেন, নিম্ন আসমানে একটি রশি ঝুলিয়ে দিলেও তা আল্লাহ তা'আর কাছে পৌঁছবে, অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের বাহিরে যাবে না। এই কথা বুঝাতেই রসূল ﷺ আয়াতটি পাঠ করেন। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে, ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾-এর মাঝে। তাঁর কুদরতের বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾-এর মাঝে। অর্থাৎ তিনি শুরু এবং সব জিনিসের উৎপত্তি তাঁর থেকে। তিনি সবকিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। এভাবে সব কিছুর সমাপ্তি তার কাছে গিয়ে হবে। তার কোন সমাপ্তি নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।"

(সূরাহ্ আর্ রহমা-ন ৫৫ : ২৬-২৭)

এভাবে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও রাজত্ব বুঝাতে বলা হয়েছে, ﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ অর্থাৎ তিনি জয়ী, কেউ তার ওপর জয়লাভ করতে পারে না। সকল সৃষ্টির মাঝে তারই ক্ষমতার দাপট প্রকাশমান। তার ওপর কেউ নেই যে, তাকে বারণ করতে পারে। সৃষ্টিজগতের উপরে যেমন তার ক্ষমতা। অভ্যন্তরেও তারই ক্ষমতা। তিনি ছাড়া কারো কোন আশ্রয়স্থল নেই। সবার শেষ ঠিকানা তিনি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٣٦ - [٣٩] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ طُولُ آدَمَ سِتِّينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِ أَذْرُعٍ عَرْضًا»

৫৭৩৬-[৩৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদাম আলায়হিস্ সালাম ছিলেন দৈর্ঘ্যে ষাট হাত লম্বা এবং পার্শ্বে ছিলেন সাত হাত চওড়া।[৫৭৮]

ব্যাখ্যা : সহীহুল বুখারীর হাদীসে রয়েছে-

خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا .... فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ.

আল্লাহ তা'আলা আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। ...যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর আকৃতিবিশিষ্ট হবেন। তবে আদাম সন্তানদের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

অর্থাৎ প্রথম মানুষের দৈর্ঘ্য বর্তমান সময়ের হাতের তুলনায় ষাট হাত ছিল। পরবর্তীতে তা ছোট হতে হতে এই পরিমাণে আসে। জান্নাতে মানুষ তার পিতার সেই ষাট হাত দৈর্ঘ্য ও সাত হাত প্রস্থের আকৃতি নিয়ে যাবে। হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ষাট হাত দ্বারা তিনি তার নিজ হাতের ষাট হতে পারেন, আবার যাদের সামনে রসূল ﷺ হাদীসটি বলেছেন তাদের সময়কার মানুষের হাতের সমপরিমাণ হতে পারে। তবে প্রথম মত অধিক প্রকাশ্য; কেননা মানুষের যিরা' বা হাত তার কনুইয়ের তুলনায় হয়ে থাকে। যদি আদাম প্রচলিত হাতে ষাট হাত হন তবে শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় তার হাত ছোট হয়ে যাবে।

(ফাতহুল বারী হা. ৬/৩৬৬)

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতটি অনেকে গ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে এই মত গ্রহণ সম্ভব নয়। কেননা মানুষ নিজ হাতে ষাট হাত হলে তার হাত যতই দীর্ঘ হবে তার শরীরের অঙ্গের মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তখন তার হাতকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। মানুষ হাত দিয়ে তার পুরো শরীরের নাগাল পায়, তাই আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে নিজ হাতে সাড়ে তিন হাত করে সৃষ্টি করেছেন।

---

[৫৭৮] সহীহ তবে (فِي سَبْعِ أَذْرُعٍ عَرْضًا) অংশটুকু ব্যতীত : হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৫৪, ৫৬৬৮; মুসনাদে আহমাদ ১০৯২৬।

Scanned by CamScanner

তাই আদাম যতই লম্বা হন না কেন নিজ হাতে সাড়ে তিন হাত হওয়াই আল্লাহর সৃষ্টির মাহাত্ম্যের সাথে সামঞ্জস্য। তাই এখানে ষাট হাত বলতে মানুষের কাছে পরিচিত হাতে ষাট হওয়া আবশ্যক। (সম্পাদকীয়)

٥٧٣٧ -[٤٠] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: «آدَمُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَنَبِيٌّ كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَمِ الْمُرْسَلُوْنَ؟ قَالَ: «ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا»

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَمْ وَفَاءُ عِدَّةِ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: «مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرُّسُلُ مِنْ ذٰلِكَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا»

৫৭৩৭-[৪০] আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! নাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাবী কে ছিলেন? তিনি (ﷺ) বললেন, আদাম আলায়হিস্ সালাম। আমি বললাম, তিনি কি 'নাবী' ছিলেন? বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নাবী ছিলেন যাঁর সাথে কথাবার্তা বলা হয়েছে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! 'রসূল' কতজন ছিলেন? বললেন, তিনশত দশজনেরও কিছু বেশি এর বিরাট দল।

আবূ উমামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণনায় আছে, আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! নাবীদের পূর্ণ সংখ্যা কত? বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে 'রসূল' ছিলেন, তিনশত পনের এক বিরাট জামা'আত বা কাফেলা।[৫৭৯]

ব্যাখ্যা : (نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ) অর্থাৎ কেবল নাবী ছিলেন এমন নয়; বরং সহীফাহ্প্রাপ্ত নাবী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর ওপর সহীফাহ্ অবতীর্ণ করেছেন।

(كَمِ الْمُرْسَلُوْنَ) "রসূল কতজন?" হাদীস থেকে বুঝা যায়, নাবী ও রসূলের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য হলো, ঐ সকল নাবীদেরকে রসূল বলা হয় যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে। অপরদিকে কেবল নাবী যার ওপর কিতাব নাযিল হয়নি। তাদেরকে পূর্বে শারী'আত মোতাবেক দা'ওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নাবী ও রসূলের মাঝে প্রসিদ্ধ পার্থক্য, রসূল যাকে তাবলীগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর নাবী ব্যাপক, নির্দেশ দেয়া হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

(ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا) "তিনশত দশ জনের একটি বিরাট দল" নাবী ﷺ রসূলদের সংখ্যা অস্পষ্ট রেখেছেন; যাতে কেউ নিশ্চিত সংখ্যা না বলে। কারণ নিশ্চিত সংখ্যা বললে কম বেশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(كَمْ وَفَاءُ عِدَّةِ الْأَنْبِيَاءِ) অর্থাৎ নাবীদের পূর্ণ সংখ্যা কত? নাবীদের পূর্ণ সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। মুল্লা 'আলী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসে নাবী ও রসূলের সংখ্যা যদিও নির্ধারিত, কিন্তু এটা নিশ্চিত ও অকাট্য নয়; তাই নাবী ও রসূলদের ওপর নির্ধারিত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ না করে মোট সংখ্যা হিসেবে ঈমান রাখতে হবে; যেন কোন নাবী বাদ না পড়েন এবং নাবী নন এমন কেউ নাবীদের ওপর ঈমানের আওতায় না ঢুকেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৭৯] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২১৫৮৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ২০৭৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৯৩৩, শু'আবুল ঈমান ১৩০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৭৮৭।

Scanned by CamScanner

٥٧٣٨ -[٤١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسٰى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهٗ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوْا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ. رَوَى الْأَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ أَحْمَدُ

৫৭৩৮-[৪১] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খবর শুনা চাক্ষুষ দেখার মতো নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সম্প্রদায় গরুর বাচ্চা পূজা করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে যে সংবাদ দিয়েছেন, এতে তিনি হাতে সংরক্ষিত তাওরাতের তখতাটি ফেলে দেননি, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে গিয়ে চাক্ষুষ তাদের কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখলেন, তখন তখতাটি ছুঁড়ে ফেললেন, ফলে তা ভেঙ্গে গেল। [উপরোক্ত হাদীস তিনটি ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) রিওয়ায়াত করেছেন][৫৮০]

ব্যাখ্যা : শোনা খবর ও স্বচক্ষে দেখা এক হয় না। এটি একটি চরম বাস্তবতা। এই বাস্তবতা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমনকি নাবী হলেও। আবার শোনা খবরটি দেখার মতো নিশ্চিত হলেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়ে যায়। এটি দেখাতেই হয়তো রসূলুল্লাহ ﷺ এই বাস্তব বিষয়টি বলার পর মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনা টেনে এনেছেন এবং শোনা ও দেখার মাঝে পার্থক্যটি তুল ধরেছেন। কারণ মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে যখন আল্লাহ তা'আলা বললেন- ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ "তুমি চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।" আল্লাহ তা'আলার দেয়া খবরটি নিশ্চয় দেখার মতোই নিশ্চিত, বরং আরো বেশি। তারপরও মূসা রাগ করে তাওরাতের পাণ্ডুলিপি ফেলে দেননি। কিন্তু যখন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে নিজ চোখে তাদের ভ্রষ্টতা অবলোকন করলেন তখন তিনি রাগে উত্তেজিত হয়ে গেলেন এবং তখতাটি ছুড়ে মারলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾

"তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ পরোয়ারদিগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন।" (সূরাহ্ ত্বা-হা- ২০ : ১৫০)

এতে প্রমাণিত হলো নিজ চোখে কোন ঘটনা অবলোকনে যে প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি হয় শোনা খবরে তা হয় না। (সম্পাদকীয়)

---

[৫৮০] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ১৮৪২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯১৮-এর আলোচনা, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২১৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/১৮৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩২৫০।

Scanned by CamScanner

(٢٩) كِتَابُ الْفَضَائِلِ وَالشَّمَائِلِ

পর্ব-২৯ : চারিত্রিক গুণাবলি ও মর্যাদাসমূহ

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা, তাঁর উত্তম গুণাবলি, তাঁর বদান্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিস্তারিত বিবরণ গণনা করা ও আয়ত্ব করা সম্ভব নয়, বরং তা গুণে শেষ করা যাবে না। তবে লেখক এখানে রসূলের মর্যাদা অধ্যায় রচনার উদ্দেশ্য তাঁর মর্যাদা ও ফাযীলাতের কিছু দিক তুলে ধরেছেন যাতে এগুলোর মাধ্যমে অন্যগুলো উপলব্ধি করা যায়।

(١) بَابُ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

অধ্যায়-১ : নাবীকুল শিরোমণি ﷺ-এর মর্যাদাসমূহ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٧٣٩ - [١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِيْ آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْ كُنْتُ مِنْهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৭৩৯-[১] আবূ হুরায়রাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আদাম আলায়হিস সালাম-এর সন্তানদের প্রত্যেক যুগের উত্তম শ্রেণিতে যুগের পর যুগ স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি। সবশেষে ঐ যুগে জন্মগ্রহণ করি, যে যুগে আমি বর্তমানে আছি। (বুখারী)[৫৮১]

ব্যাখ্যা : (مِنْ خَيْرِ قُرُونِ) "সর্বোত্তম যুগে"; এ হাদীসে সর্বোত্তমের অর্থ এবং পরবর্তী হাদীসে নির্বাচিত হওয়ার অর্থ গোত্র হিসেবে উত্তম ও নির্বাচিত। ধর্মীয় গুণাবলি হিসেবে নয়। বরং অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণের ক্ষেত্রে। قُرُونِ শব্দটি قَرْنٌ-এর বহুবচন। একই সময়ের মানুষকে এক কার্‌ন বা এক যুগের মানুষ বলে। রসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীসে বলেন, «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ» "সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ।"

(সহীহুল বুখারী হা. ২৪৫৮)

---

[৫৮১] সহীহ : বুখারী ৩৫৫৭, মুসনাদে আহমাদ ৮৮৪৪, শু'আবুল ঈমান ১৩৯২, আবূ ইয়া'লা ৬৫৫৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮০৯।

Scanned by CamScanner

শার্হুস্ সুন্নাহ্য় লিখেন, এক সময়ে বসবাসকারী মানুষকে এক কালের মানুষ বলা হয়। আবার কারো কারো মতে, قَرْنٌ আশি বছর সময়কাল। আবার কারো কারো মতে قَرْنٌ চল্লিশ বছরের সময়কাল। আবার কারো কারো মতে قَرْنٌ একশত বছরের সময়কাল। তবে এখানে প্রথম মত উদ্দেশ্য।

অতএব হাদীসের মর্ম, আদাম সন্তানের এক যুগের পর আরেক যুগে বসবাসকারী মানুষের স্তরের মাঝে আমি যে যুগে এসেছি সেটা সর্বোত্তম।

তাই হাদীসে অন্যদের ওপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা এবং অন্যান্য উম্মাতের ওপর তাঁর উম্মাতের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٤٠ -[٢] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: «إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنْ وُلْدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفٰى مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِيْ كِنَانَةَ».

৫৭৪০-[২] ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসক্বা' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা ইসমা'ঈল 'আলায়হিস সালাম-এর বংশধর হতে 'কিনানাহ্'র বংশধরকে নির্বাচন করেছেন। আর কিননার বংশধর হতে কুরায়শ বংশকে নির্বাচন করেছেন। আবার কুরায়শ বংশ হতে বানূ হাশিম পরিবার হতে আমাকেই বাছাই করেছেন। (মুসলিম)[৫৮২]

আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 'আলায়হিস সালাম-এর বংশে ইসমা'ঈল 'আলায়হিস সালাম-কে এবং ইসমা'ঈল 'আলায়হিস সালাম-এর বংশে বানূ কিনানাকে মনোনীত করেছেন।

ব্যাখ্যা : (وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ) "কুরায়শকে নির্বাচন করেছি কিনানাহ্ বংশ থেকে"; কিনানাহ্ হলো নায্র ইবনু কিনানার সন্তানেরা।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশ তালিকা :

আবুল ক্বাসিম মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব ইবনু হাশিম ইবনু 'আব্দ মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুর্রাহ্ ইবনু কা'ব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহ্র ইবনু মালিক ইবনু নায্র ইবনু খুযায়মাহ্ ইবনু মুদরিকাহ্ ইবনু ইল্ইয়াস ইবনু নায্র ইবনু নায্র ইবনু মা'দ ইবনু আদনান। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধর এ পর্যন্তই সহীহ সূত্রে বর্ণিত। আদনান-এর উপরের বংশ তালিকা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٤١ -[٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৫৮২] সহীহ : মুসলিম ১-(২২৭৬), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৪২, আবূ ইয়া'লা ৭৪৮৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০২।

Scanned by CamScanner

৫৭৪১-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আমি আদাম সন্তানদের নেতা হব। আমিই সকলের আগে ক্ববর হতে উত্থিত হব। সকলের আগে আমিই সুপারিশ করব এবং সর্বপ্রথম আমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। (মুসলিম)[৫৮৩]

ব্যাখ্যা : (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) "আমি ক্বিয়ামাত দিবসে আদাম সন্তানদের সরদার"।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) হারাবী-এর বরাতে বলেন, 'সাইয়্যিদ' বা সরদার হলেন যিনি তার সম্প্রদায়ের মাঝে কল্যাণের দিক থেকে সবার উপরে থাকেন। অন্যরা বলেন, 'সাইয়্যিদ' হলেন, বিপদাপদে সবাই যার আশ্রয়ে যায় এবং তিনি তাদের বিপদে পাশে দাঁড়ান, তাদের কষ্ট নিজের কাঁধে নেন এবং তাদের বিপদ প্রতিহত করেন।

তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই মানবজাতির সরদার। তারপরও ক্বিয়ামাত দিবসে সরদার বলার কারণ হলো, ক্বিয়ামাত দিবসে তার নেতৃত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ পাবে। সেদিন কেউ তার বিরোধী এবং তার সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী থাকবে না। কিন্তু দুনিয়ায় অনেকেই যেমন কাফিরদের বাদশাহ ও মুশরিকদের নেতারা তার সাথে বিরোধিতা করেছেন। তাই ক্বিয়ামাত দিবসের সাথে রসূলের সরদার হওয়ার সম্পৃক্ততা ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ "আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর"– (সূরাহ্ আল গাফির ৪০ : ১৬); এই আয়াতেরই মতো। অথচ আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব দুনিয়া আখিরাত সর্বব্যাপি।

'উলামাগণ বলেন, "আমি আদাম সন্তানদের সরদার" রসূল (সাঃ)-এর এ কথা অহংকারবশত ছিল না। বরং সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্যান্য মাশহূর হাদীসে অহংকার নাকচের বিষয়টি স্পষ্ট এসেছে। হাদীসে রয়েছে,

«أنا سيد ولد أدم ولا فخر» "আমি আদাম সন্তানদের সরদার, তবে এটা কোন গর্বের বিষয় নয়"। তাই এটা বলার দু'টি কারণ হতে পারে : [এক] রবের নি'আমাত প্রকাশের নির্দেশ পালন; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন-﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ "আর আপনার পালনকর্তার নি'আমাতের কথা প্রকাশ করুন"– (সূরাহ্ আয্ যুহা- ৯৩ : ১১)। [দুই] এটা বর্ণনা করা তাঁর জন্য জরুরী; যাতে উম্মাত তাঁকে চিনতে পারে, তাকে বিশ্বাস করতে পারে, তাঁর কথা অনুযায়ী 'আমাল করতে পারে এবং তাঁকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা দিতে পারে।

এ হাদীসটি নাবী (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্ হলো, মানুষ মালাক (ফেরেশতা) থেকে শ্রেষ্ঠ। আর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানবের মাঝে শ্রেষ্ঠ। অতএব রসূল সবার শ্রেষ্ঠ। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- ১৫/৩৭, হা. ২২৭৮)

(وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ) অর্থাৎ ক্ববর থেকে যাকে সর্বপ্রথম উঠানো হবে এবং হাশরের মাঠে উপস্থিত করা সে আমি। তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে-

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ.

"যেদিন লোকেদেরকে উঠানো হবে (ক্ববর হতে ক্বিয়ামাতের মাঠে) সেদিন আমিই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশকারী হব। যখন সকল মানুষ আল্লাহ তা'আলার আদালতে একত্র হবে, তখন আমি তাদের

---

[৫৮৩] সহীহ : মুসলিম ৩-(২২৭৮), আবূ দাউদ ৬৪৭৩, তিরমিযী ৩৬১৬, ইবনু মাজাহ ৪৩৫৮, মুসনাদে আহমাদ ১০৯৮৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭২৮, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৪৩, দারিমী ৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৪২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৭৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বারানী ২৬১০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৬৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাপারে বক্তব্য উত্থাপন করব। তারা যখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হবে তখন আমিই তাদের সুখবর প্রদানকারী হব। সেদিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে। আমার প্রতিপালকের নিকট আদাম-সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচাইতে সম্মানিত, এতে গর্বের কিছু নেই।"

(সুনানুত্ তিরমিযী, অধ্যায় : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা, হা. ৩৫৪৩)

(وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ) شَافِعٍ অর্থ : সুপারিশকারী। مُشَفَّعٍ অর্থ : যার সুপারিশ গৃহীত। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম সুপারিশকারী ব্যক্তি এবং তার সুপারিশই সর্বপ্রথম ক্বূল করা হবে। (সম্পাদকীয়)

٥٧٤٢ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৪২-[৪] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন নাবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সবচাইতে বেশি। আর আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলিয়ে নেব। (মুসলিম)[৫৮৪]

ব্যাখ্যা : (أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا) অর্থাৎ সর্বাধিক অনুসারী বিশিষ্ট নাবী। تَبَعٌ শব্দটি تَابِعٌ এর বহুবচন। যার অর্থ অনুসারী। অনুসারীদের আধিক্য অনুসৃত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তাই এ হাদীসটিতেও রসূল ﷺ-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

(أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ) অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম রসূল ﷺ কড়া নাড়বেন। তখন জান্নাতের দরজা খোলা হবে এবং তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٤٣ -[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৪৩-[৫] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। তখন তার প্রহরী বলবেন, তুমি কে? বলব, আমি মুহাম্মাদ ﷺ! তখন প্রহরী বলবেন, আপনার সম্পর্কে আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার আগে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি। (মুসলিম)[৫৮৫]

ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীস ও এ হাদীসের মর্ম এক। অর্থাৎ রসূল জান্নাতের দরজা কড়া নাড়িয়ে জান্নাতে প্রবেশের আবেদন করবেন। রসূল ﷺ কড়া নাড়লে মালাক (ফেরেশতা) জানতে চাইবেন, আপনি কে? জান্নাতের দরজায় পাহাড়ায় নিয়োজিত থাকবেন একজন মালাক, যার নাম 'খাযিন'। মালাক-এর প্রশ্নের উত্তরে রসূল তাঁর নাম বলে পরিচয় দিলে খাযিন বলবেন, আপনার ব্যাপারে আমাকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, আমি যেন আপনার পূর্বে আর কারো জন্য জান্নাতের দরজা না খুলি।

---

[৫৮৪] সহীহ : মুসলিম ৩৩১-(১৯৬), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৭০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭৮১, আবূ ইয়া'লা ৯৩, ৩৯৫৯, শু'আবুল ঈমান ৮৬১১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৮১, মুসনাদে আহমাদ ১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭৮১।

[৫৮৫] সহীহ : মুসলিম ৩২-(১৯৭), মুসনাদে আহমাদ ১২৪৪২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৫১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৭৪।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা বর্ণনায় হাদীসটি স্পষ্ট। কেননা আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য জান্নাত তৈরি করেছেন। আর সেই জান্নাত যার মাধ্যমে উদ্বোধন করা হবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপর, তা একেবারে স্পষ্ট। (সম্পাদকীয়)

٥٧٤٤ -[٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৪৪-[৬] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের জন্য শাফা'আতকারী। আমার নুবুওয়্যাত ও রিসালাতকে এত অধিক সংখ্যক লোক বিশ্বাস করেছে যে, কোন নাবীকেই অনুরূপ সংখ্যক লোক বিশ্বাস করেনি এবং এমন নাবীও অতিবাহিত হয়েছেন যার উম্মাতের মধ্যে শুধু এক লোক তাকে বিশ্বাস করেছে। (মুসলিম)[৫৮৬]

ব্যাখ্যা : (لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ) "আমাকে যেভাবে সত্যায়ন করা হয়েছে কোন নাবীকে সেভাবে সত্যায়ন করা হয়নি।" অর্থাৎ আমাকে সত্য বলে মেনে নেয়ার সংখ্যা বেশি তথা আমার অনুসারী বেশি। অথচ এমনও নাবী রয়েছেন যাকে মাত্র একজন বিশ্বাস করেছেন।

অন্য হাদীসে রয়েছে, এমনও নাবী ছিলেন যাকে কেউ বিশ্বাস করেনি।

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ هٰذَا مُوسٰى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ لِي انْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ.

"আমার সামনে (পূর্ববর্তী নাবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা হল। (আমি দেখলাম) একজন নাবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে রয়েছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নাবী যাঁর সঙ্গে রয়েছে দু'জন লোক। অন্য এক নাবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আর একজন নাবী, তাঁর সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মাত হত। বলা হলো এটা মূসা ও তাঁর ক্বওম। এরপর আমাকে বলা আপনি লক্ষ করে দেখুন, অতঃপর আমি দেখলাম যে, একটি বিশাল জামা'আত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হলো এ দিকে দেখুন। ওদিকে দেখুন। দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হলো, ঐ সবই আপনার উম্মাত।" (সহীহুল বুখারী হা. ৫২৭০)

এ সকল হাদীসের ইঙ্গিত হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাত সকল নাবীর চেয়ে বেশি। (সম্পাদকীয়)

٥٧٤٥ -[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৫৮৬] সহীহ : মুসলিম ৩২-(১৯৬), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৯৭, মুসনাদে আহমাদ ১২৪৪২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৫১।

Scanned by CamScanner

৫৭৪৫-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উপমা ও (আমার পূর্ববর্তী) অন্যান্য নাবীদের উপমা হলো এরূপ– যেমন একটি প্রাসাদ, যা সুশোভিত করে তৈরি করা হয়েছে, তবে এক জায়গাতে একটি ইটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তা ঘুরে দেখে বিস্মিত হয় যে, তার তৈরি কত সুন্দর, কিন্তু একটি ইটের স্থান খালি রয়েছে। তিনি (ﷺ) বলেন, আমি উক্ত খালি ইটের স্থানটি পূর্ণ করি। আমার দ্বারাই উক্ত প্রাসাদটি সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আমার দ্বারাই নাবী আগমনের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনাতে আছে, আমিই সেই ইট এবং আমিই নাবীদের সিলসিলা সমাপ্তকারী। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৭]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটিতে যে উপমা পেশ করা হয়েছে তা বালাগাত শাস্ত্র মোতাবেক তাশবিহে তামসিলী বা উদাহরণের মাধ্যমে উপমা দেয়া। আল্লাহ তা'আলা যত নাবী পাঠিয়েছেন তাদের হিদায়াত, 'ইল্ম ও মানুষদেরকে উত্তম চরিত্রের দিকে পথনির্দেশকে একটি দৃঢ় সুন্দর অট্টালিকার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সুন্দর অট্টালিকায় একটি ইট বাদ পড়ে একটু ত্রুটি রয়ে গেছে। সেই ত্রুটি দূর করে সুন্দরের চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য নাবী ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে। সাথে মূল নির্মাণের ইটের অংশিদারিত্ব রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

রসূল ﷺ-কে শেষ নাবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, তার পরে আর কোন নাবী আসবে না। এটা কুরআন সুন্নাহ্ ও ইজমায়ে উম্মাতের দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফরী। কেননা রসূল ﷺ-কে নাবী বলে অস্বীকার করার অর্থ, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য স্পষ্ট অনেক বাণী অস্বীকার করা। বর্ণিত হাদীসেও রসূল ﷺ-এর শেষ নাবী হওয়া এবং তারপরে আর কোন নাবী আসার সুযোগ না থাকার বিষয়টি একটি উপমার মাধ্যমে রসূল ﷺ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। (সম্পাদকীয়)

٥٧٤٦ ـ[٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭৪৬-[৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোন নাবী অতিবাহিত হননি যাঁকে এরূপ কিছু মু'জিযাহ্ দেয়া হয়নি, যার অনুপাতে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হলো ওয়াহী, যা আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন। অতএব আমি আশা করি, ক্বিয়ামাতের দিন তাদের তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে অধিক। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৮]

ব্যাখ্যা : (الْآيَاتِ) শব্দটি الْآيَةُ শব্দের বহুবচন। এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। তবে এখানে 'আয়াত' শব্দের অর্থ হলো মু'জিযাহ্ বা অলৌকিক কর্ম। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীসটির

---

[৫৮৭] সহীহ : বুখারী ৩৫৪, মুসলিম ২০-(২২৮৬), তিরমিযী ২৮৬২, মুসনাদে আহমাদ ৮১০১, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১০৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৪২২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ২৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩২৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৭৫।

[৫৮৮] সহীহ : বুখারী ৪৯৮১, মুসলিম ২৩৯-(১৫২), মুসনাদে আহমাদ ৯৮২৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৯৭৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/২৩৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৬৭।

Scanned by CamScanner

কয়েকটি মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে : [এক] প্রত্যেক নাবীকে এই পরিমাণ অলৌকিক নিদর্শন দেয়া হয়েছে, যে পরিমাণ তার পূর্বের নাবীকে দেয়া হয়েছে। নাবীদের অলৌকিক নিদর্শন দেখে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমার অলৌকিক বিষয় ও প্রকাশ্য নিদর্শন হচ্ছে কুরআন। এমন নিদর্শন পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। এজন্যই বলেন, আমার অনুসারী সর্বাধিক। [দুই] হাদীসের মর্ম হলো, আমাকে যে নিদর্শন দেয়া হয়েছে তাতে জাদুর সাথে সাদৃশ্যের কোন দিক নেই। অপরদিকে অন্যান্য নাবীদেরকে যেসব অলৌকিক নিদর্শন দেয়া হয়েছে এগুলো অনেক সময় জাদুর মাধ্যমে মানুষের খেয়ালে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হতে পারে; তাই এগুলোতে সংশয় আসার অবকাশ রয়েছে। যেমন মূসা আলায়হিস সালাম-এর লাঠির অলৌকিকের বিপরীত জাদুর মাধ্যমে রশি দিয়ে সাপের আকৃতি প্রকাশ করেছিল। সাধারণের মাঝে অনেক সময় এগুলো প্রভাব ফেলে দিতে পারে। [তিন] অন্যান্য নাবীর অলৌকিক নিদর্শন তাদের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে। নাবীদের সময়ে বিদ্যমান ব্যক্তি ছাড়া অন্যরা তা প্রত্যক্ষ করেনি।

অপরদিকে আমাদের নাবী ﷺ-এর চিরস্থায়ী অলৌকিক নিদর্শন কুরআন। এর পদ্ধতি, বালাগাত, অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান, জিন্ এবং ইনসান সবার একত্র প্রচেষ্ট বা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় তার মতো একটি সূরাহ্ পেশ করতে অক্ষম হওয়া একটি অলৌকিক বিষয়। তারা ভাষা শাস্ত্রে সে যুগের সর্বোচ্চ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের সাদৃশ্য পেশ করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পরও তারা ব্যর্থ হয়েছে।

(وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) "আমি আশা করি ক্বিয়ামাতের দিন আমার অনুসারী সর্বাধিক হবে।" রসূল ﷺ এই ভবিষ্যদ্বাণীও তাঁর নুবুওয়্যাতের একটি নিদর্শন। কেননা তিনি (ﷺ) এই সংবাদ সে সময় দিয়েছিলেন যখন মুসলিমের সংখ্যা কম ছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের ওপর অনুগ্রহ করেন, তারা বিভিন্ন দেশ জয় করে, আল্লাহ তাদের মাঝে বারাকাত দান করেন, যার ফলে ইসলামের প্রচার, প্রসারতা ও মুসলিমদের পরিসর এ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায়। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ হা. ২/১৮৬)

٥٧٤٧ -[٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلٰى قَوْمِه خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭৪৭-[৯] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কাউকে দেয়া হয়নি। ১. আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে রু'ব (ভীতি) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। ২. আমার জন্য মাটিকে মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মাতের কোন লোক যেখানেই সলাতের সময় হয়ে যাবে, সে যেন সেখানেই সলাত আদায় করে নেয়। ৩. আমার জন্য গনীমাতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে কারো জন্য বৈধ ছিল না। ৪. আমাকে শাফা'আতের অধিকার দেয়া হয়েছে। ৫. প্রত্যেক নাবী প্রেরিত হয়েছেন কেবলমাত্র আপন আপন গোত্রের জন্য, কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৯]

---

[৫৮৯] সহীহ : বুখারী ৩৩৫, মুসলিম ৩-(২১), নাসায়ী ৪৩২, সহীহ আবূ দাউদ ৫০৬, ইরওয়াউল গালীল ২৮৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৩১৬৪৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১১৫৪, মুসনাদুল হুমায়দী ৯৪৫, মুসনাদে বায্যার ৬৪৬, মুসনাদে আহমাদ ২৭৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৯৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা অন্যান্য নাবীদের দেয়া হয়নি। **প্রথম বৈশিষ্ট্য :** শত্রুর মনে ভীতি। এক মাসের রাস্তার দূরত্ব পর্যন্ত এই ভীতির প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ শত্রু অনেক দূরে থাকতেই রসূল ﷺ নাম শুনলে তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। **দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য :** শারহুস্ সুন্নাহ্য় বলেন, আহলে কিতাবদেরকে তাদের গীর্জা ও মঠ তথা 'ইবাদাতশালা ছাড়া উপাসনা অনুমতি দেয়া হয়নি। তাদের জন্য 'ইবাদাতশালা ছাড়া উপাসনা আদায় বৈধ নয়। কিন্তু এই উম্মাতের ওপর সহজ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে কোন স্থানে সলাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। কেবল অপবিত্র জায়গা, ক্ববর ও বাথরুম ব্যতীত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আরেকটি অংশ হলো, মাটিকে পবিত্রতার মাধ্যম বানানো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তায়াম্মুম করে পবিত্র হওয়ার সুযোগ দান। কারো কারো মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পবিত্র মাটিকে তাদের জন্য সলাতের স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে কোন পবিত্র ভূমিতে তারা সলাত আদায় করতে পারে। **তৃতীয় বৈশিষ্ট্য :** গনীমাতের সম্পদ বৈধ হওয়া, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অন্যান্য নাবী বা উম্মাতের জন্য বৈধ ছিল না। **চতুর্থ বৈশিষ্ট্য :** রসূল ﷺ-কে সুপারিশের অনুমতি দেয়া, এটা বিশেষ সুপারিশ। ক্বিয়ামাত দিবসে হাশরের ময়দানের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বিচার কার্য শুরু করার বিশেষ সুপারিশটি কেবল রসূল ﷺ করবেন। অন্য কেউ এই সুপারিশ করার সাহস করবে না। **পঞ্চম বৈশিষ্ট্য :** প্রত্যেক নাবী নির্ধারিত জাতি বা বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য পাঠানো হয়েছে। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুরো পৃথিবীর জন্য এবং সকল জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। (সম্পাদকীয়)

٥٧٤٨ -[١٠] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৪৮-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নাবীদের ওপরে সম্মান দেয়া হয়েছে। ১. আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' প্রাপ্ত হয়েছি (অর্থাৎ আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ ব্যক্ত করার দক্ষতা দেয়া হয়েছে) ২. রু'ব (ভীতি) দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৩. আমার জন্য গনীমাতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে। ৪. সমগ্র জমিন আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করা হয়েছে। ৫. গোটা বিশ্বের সৃষ্টিজীবের জন্য আমাকে (নাবীরূপে) প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. নাবী আগমনের সিলসিলা আমার মাধ্যমেই শেষ করা হয়েছে। (মুসলিম)[৫৯০]

ব্যাখ্যা : জাবির رضي الله عنه-এর হাদীসে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। আর আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর হাদীসে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হলো। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বরাতে মিরক্বাতে লিখেন, এই মতভেদ সাংঘর্ষিকমূলক মতভেদ নয়। বরং এটা সময়ের মতভেদ। পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হাদীস পূর্বের এবং ছয়ের হাদীস পরের। প্রথমে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে, তখন রসূল ﷺ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের খবর দিয়েছেন। পরবর্তীতে আরেকটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হলে রসূল ﷺ ছয়টির সংবাদ দেন। খুলাসাহ্ গ্রন্থকার বলেন, পাঁচ এবং ছয়ের বর্ণনা স্থানের উপযুক্ততা হিসেবে হতে পারে। তাই পূর্বের হাদীস এবং পরের হাদীস মিলে সাতটি বৈশিষ্ট্য হয়।

---

[৫৯০] সহীহ : মুসলিম ৫-(৫২৩), তিরমিযী ১৫৫৩, ইরওয়া ১৫২, মুসনাদে আহমাদ ৯৩২৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ১৩৭৩, আবূ ইয়া'লা ৬৪৯১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৪৩৮।

Scanned by CamScanner

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, আমি বলি, পূর্বের হাদীস এবং পরের হাদীস মিলে সাতটির বেশি হওয়ার অবকাশ রয়েছে।

(أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ) "আমাকে দেয়া হয়েছে সারগর্ভ কথা" জাওয়ামি'উল কালিম বা সারগর্ভ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কম শব্দে বেশি অর্থ প্রকাশ করে এমন কথা বলার যোগ্যতা। শারহুস্ সুন্নাহ্য় লিখেন, সারগর্ভ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অল্প শব্দের মধ্যে অনেক অর্থের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٤٩ - [١١] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫৭৪৯-[১১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের দক্ষতাসহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একরাত্রে আমি যখন নিদ্রিতাবস্থায় তখন ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ আনা হয়, অতঃপর তা আমার হাতে রেখে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯১]

ব্যাখ্যা : ভূমির খাজানা বা সঞ্চিত সম্পদ স্বপ্নে দেখিয়ে বিভিন্ন দেশ বিজয় এবং তাদের সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। দেশ বিজয়ের মাধ্যমে দেশের খনিজ সম্পদ যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে। আর নাবীদের স্বপ্নও ওয়াহী : নাবীর এই স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলনও নুবুওয়্যাতের সত্যতার একটি নিদর্শন, যা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٥٠ - [١٢] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ زَوٰى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوٰى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهٗ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا سِوٰى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتّٰى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِيْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৫০-[১২] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র জমিনকে আমার জন্য সংকুচিত করলেন, তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পেলাম। আমার উম্মাতের রাজত্ব অদূর ভবিষ্যতে সে পর্যন্ত পৌছে যাবে, যে পর্যন্ত জমিন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল। আর আমাকে দু'টি ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে, একটি লাল এবং অপরটি সাদা (অর্থাৎ ক্বায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডার) আর আমি আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মাতের জন্য এই আবেদন করি যেন তাদেরকে

---

[৫৯১] সহীহ : বুখারী ২৯৭৭, মুসলিম ৫-(৫২৩), নাসায়ী ৩০৮৭, মুসনাদে আহমাদ ৭৫৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৬৩, শু'আবুল ঈমান ১৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪২৯৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করা হয়। আর তাদের ওপর যেন স্বজাতি ছাড়া অন্য শত্রুকে এমনভাবে চাপিয়ে দেয়া না হয় যে, তারা মুসলিমদের কেন্দ্রস্থলকে গ্রহণ করে নেয়। আমার প্রভু বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোন ব্যাপারে ফায়সালা করে ফেলি, তখন তা পরিবর্তন হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মাতের ব্যাপারে এ অঙ্গীকার দিচ্ছি যে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের স্বজাতি ছাড়া শত্রুতে তাদের ওপর এমনভাবে চাপিয়ে দেব না, যাতে তারা মুসলিমদের কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করতে পারে। এমনকি দুনিয়ার সকল কাফির বিশ্বের সকল প্রান্ত হতেও একত্রিত হয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালায়। অবশ্য তারা (মুসলিমরা) একে অপরে লড়াই করবে। একে অন্যকে ধ্বংস করতে থাকবে এবং কয়েদ ও বন্দি করতে থাকবে। (মুসলিম)[৫৯২]

ব্যাখ্যা : (زَوٰى لِيَ الْأَرْضَ) "ভূমিকে আমার জন্য সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন।" এ হাদীসে কয়েকটি প্রকাশ্য মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের বিবরণ রয়েছে। ‘উলামাগণ বলেন, লাল ও সাদা দুই খাযানা দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা ‘ইরাক্ব ও শামের কিসরা-কায়সারের ধনভাণ্ডার উদ্দেশ্য। উম্মাতের রাজত্ব পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ব্যাপ্তি লাভ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। ইসলামী রাজত্ব পূর্ব ও পশ্চিমে ব্যাপকতা লাভের তুলনায় উত্তর দক্ষিণে অনেক কম হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহী ছাড়া কিছু বলেন না, অর্থাৎ যা বলেন তা ওয়াহীর ভিত্তিতে বলেন। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা তারই প্রকাশ। (নাবাবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ- অধ্যায় : ফিতান, অনুচ্ছেদ : ক্বিয়ামাতের নিদর্শন)

(أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ) سَنَةٍ عَامَّةٍ অর্থাৎ এমন দুর্ভিক্ষ যা মুসলিমদের সকল দেশে ছড়িয়ে যায়। মুসলিমের সকল দেশ পরিব্যাপ্তি কোন দুর্ভিক্ষ দিয়ে যেন এই উম্মাতকে ধ্বংস না করেন।

(فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ) অর্থাৎ মুসলিমদের শিকড় উপড়ে ফেলে এমন কোন অমুসলিম শত্রু যেন তাদের ওপর চড়াও না হয়। ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, بيضة দ্বারা মুসলিম সমাজ এবং তাদের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র এবং দা‘ওয়াতী মিশন। যেমন- بيضة الدار বলা হয়, ঘরের মধ্যবর্তী স্থান ও উৎকৃষ্ট জায়গাকে। মর্ম হলো, তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিবে এমন কোন শত্রু যেন তাদের ওপর চাপিয়ে না দেয়া হয়। بيضة বলার কারণ হলো, بيضة বা মূল ডিম ধ্বংস হলে ডিমের স্বাদ ও বাচ্চা সবই নষ্ট হয়ে গেল। মূল ডিম নষ্ট না হলে কোন সময় এক দু'টি বাচ্চা বেঁচে যেতে পারে। অতএব উম্মাতের ডিম ধ্বংস করে ফেলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের পুরো অস্তিত্ব উপড়ে ফেলা।

কাফির শত্রু দ্বারা মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস না করার দু'আ আল্লাহ তা'আলা ক্ববূল করেছেন। তাই কাফির শত্রু মুসলিমদের ওপর চড়াও হলে বা যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে পারবে না। যতক্ষণ না তারা নিজেরা একে অপরকে ধ্বংস করেছে। অর্থাৎ মুসলিমরা অন্য শত্রুর দ্বারা সমূলে ধ্বংস হবে না। কিন্তু তারা পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হলে একে অপরকে ধ্বংস করে সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে।

سَأَلْتُ اللهَ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً. سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي غَرَقًا فَأَعْطَانِيهَا. وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا. وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْقِيَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّ عَلَيَّ.

"আমি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিসের আবেদন করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে দু'টি দিয়েছেন এবং একটি বারণ করেছেন। আমি আবেদন করেছি, আমার উম্মাতকে যেন ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি তা

---

[৫৯২] সহীহ : বুখারী ২৯৭৭, মুসলিম ৫-(৫২৩), নাসায়ী ৩০৮৭, মুসনাদে আহমাদ ৭৫৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৬৩, শু'আবুল ঈমান ১৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪২৯৫।

Scanned by CamScanner

দিয়েছেন। আমি আবেদন করেছি, তাদের বাহিরের কোন শত্রু যেন তাদের ওপর চাপিয়ে না দেয়া হয়, তিনি তা দিয়েছেন। আমি আবেদন করেছি, তাদের শক্তি পরস্পরের মধ্যে নিক্ষেপ না করেন। তিনি আমার এই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।" (সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ হা. ১/৬০৩)

(إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهٗ لَا يُرَدُّ) "আমি কোন ফায়সালা করে ফেললে তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।" মিরক্বাতে উল্লেখ রয়েছে, মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা দুই ধরনের। একটি চূড়ান্ত, আরেকটি কোন কর্মের সাথে শর্তযুক্ত। যেমন সে এই কাজ করলে এমন হবে, ঐ কাজ করলে এমন হবে। এ জাতীয় ফায়সালার মাঝে মিটানো এবং বহাল রাখা সাব্যস্ত হয়।

এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেন, ﴿يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ "আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন"– (সূরাহ্ আর্ রা'দ ১৩ : ৩৯)।

অপরদিকে চূড়ান্ত ফায়সালা হলো আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ঐ ফায়সালা যা তিনি বান্দার জন্য অনাদিকাল থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটা কোন অবস্থায়ই পরিবর্তন হয় না। এর বিপরীত হওয়া অসম্ভব। এর বেলায় মিটানো এবং বহাল রাখা সাব্যস্ত হয় না।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-﴿وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ﴾ "আল্লাহ ফায়সালা করেন, তার ফায়সালার পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই"– (সূরাহ্ আর্ রা'দ ১৩ : ৪১)

অতএব হাদীসের বাণী "আমি কোন ফায়সালা করে ফেললে তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।" তা এই প্রকারের। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

তবে এখানে এ ব্যাখ্যা হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন ফায়সালা করলে অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি নিজে চাইলে তাঁর ফায়সালা বদলাতে পারেন। যেমন কেউ তাঁর কাছে দু'আ করলে তিনি চাইলে তা পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

এটাই হাদীসে বলা হয়েছে- «لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ» "দু'আ ছাড়া কোন কিছু ফায়সালা পরিবর্তন করতে পারে না।" [আল্লাহ ভালো জানেন] (সুনানুত্ তিরমিযী হা. ২০৬৫) (সম্পাদকীয়)

٥٧٥١ -[١٣] وَعَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِيْ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهٗ وَدَعَا رَبَّهٗ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «سَأَلْتُ رَبِّيْ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِيْ ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّيْ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِيْ بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهٗ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِيْ بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهٗ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৫১-[১৩] সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বানূ মু'আবিয়ার মাসজিদের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাতে প্রবেশ করে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করলেন এবং তাঁর সাথে আমরাও সলাত আদায় করলাম। সলাত শেষে তিনি (ﷺ) এক দীর্ঘ দু'আ করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছে তিনটি বিষয়ে ফরিয়াদ করেছিলাম। তিনি আমার দু'টি দু'আ ক্ববূল করেছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ১. আমি আমার প্রভুর কাছে চেয়েছিলাম, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা যেন আমার উম্মাতকে ধ্বংস না করা হয়। আমার এ দু'আটি তিনি গ্রহণ করেছেন। ২. আমি আমার প্রভুর কাছে এটাও চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মাতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করা হয়। তিনি আমার এ দু'আও গ্রহণ করেছেন

Scanned by CamScanner

এবং ৩. আমি তাঁর কাছে চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মাতের একে অপরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ না হয়। কিন্তু তিনি তা আমাকে দান করেননি। (মুসলিম)[৫৯৩]

ব্যাখ্যা : (وَدَعَا رَبَّهٗ طَوِيلًا) "এবং তিনি তার রবের কাছে দীর্ঘ দু'আ করেন।" অর্থাৎ সলাতের পর অনেক সময় ধরে দু'আ করেন। 'দীর্ঘ' শব্দের সম্পর্ক সলাত ও দু'আ উভয়ের। অর্থাৎ সলাত ও দু'আ মিলে দীর্ঘ সময় যায়। একটু পরেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়। পূর্বের এবং এই হাদীসের মর্ম এক।

(أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِيْ بِالْغَرَقِ) "ডুবিয়ে যেন আমার উম্মাতকে ধ্বংস না করেন।" যেমন ফির্'আওন গোষ্ঠীকে সাগরে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। নূহ আলায়হিস সালাম-এর কওমকে বন্যা দিয়ে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। পানিতে ডুবিয়ে সমূলে বিনাশ থেকে উম্মাতকে রক্ষার জন্য রসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٥٢ -[١٤] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ: أَجَلْ وَاللّٰهِ إِنَّهٗ لَمَوْصُوْفٌ فِي التَّوْرٰةِ بِبَعْضِ صِفَتِهٖ فِي الْقُرْآنِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا﴾ وحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُولِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৭৫২-[১৪] 'আত্বা ইবনু ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, তাওরাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে গুণ বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলিসহ তাওরাতে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে– "হে নাবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী হিসেবে এবং উম্মাতের রক্ষাকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী, তুমি রূঢ় বা কঠোর হৃদয় এবং বাজারে তর্ককারী ও হৈ-হুল্লোড়কারী নও। তিনি কোন মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করবেন না, বরং তিনি এদেরকে মার্জনা করে দেবেন এবং মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবেন না, বক্রপথে চালিত জাতিকে যতদিন সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন না তাঁর দ্বারা। অর্থাৎ যতক্ষণ লোকজন *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'*-এর উপর বিশ্বাসী না হয় এবং তাঁর দ্বারা অন্ধ চোখ, বধির কান এবং বন্ধ অন্তর উন্মুক্ত না হয়ে যায়। (বুখারী)[৫৯৪]

---

[৫৯৩] সহীহ : মুসলিম ২০-(২৮৯০) মুসনাদে আহমাদ ১৫৭৪, ১২৫০৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭২৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৫০৯, মুসনাদে বায্‌যার ১১২৫, আবূ ইয়া'লা ৭৩৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১২১৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৬৬৯৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫৭৬।

[৫৯৪] সহীহ : বুখারী ২১২৫, মুসনাদে আহমাদ ৬৬২২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৮৫, দারিমী ৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৮১, আল আদাবুল মুফরাদ ২৪৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ) অর্থাৎ কুরআনুল কারীমে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে এগুলোর কিছু কিছু তাওরাতেও রয়েছে। যেমন তাওরাতে রয়েছে-

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ "হে নাবী! আমি আপনাকে সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"

এভাবে কুরআনে রয়েছে- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

"হে নাবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৪৫)। অর্থাৎ উম্মাতের ওপর সাক্ষী, আনুগত্যশীলদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ এবং অবাধ্যদের জন্য জাহান্নামের সতর্ককারী।

এভাবে তাওরাতে তার আরো যে গুণ বলা হয়েছে :

(وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ) "উম্মীদের রক্ষাকবচ ও আশ্রয়স্থল।" তাঁর উম্মাতের অধিকাংশ নিরক্ষরতার দরুন এ গুণটির উল্লেখ করা হয়েছে। আবার তিনি তাদের মাঝে থাকাবস্থায় তাদের রক্ষাকবচের মতো গুণটির উল্লেখ কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে- ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ "অথচ আল্লাহ কখনোই তাদের ওপর 'আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন।" (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৩৩)

(أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي) "তুমি আমার বান্দা ও রসূল" রসূলের এই দুই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। যেমন- ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ﴾ "তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে।" এ আয়াতটি সূরাহ্ তাওবাহ্ ৩৩, সূরাহ্ ফাত্‌হ : ২৮, সূরাহ্ সফ : ৯-এ রয়েছে।

(سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ) "আমি তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল রেখেছি।" মুতাওয়াক্কিল অর্থ : ভরসাকারী। রসূলকে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসার নির্দেশ বিভিন্ন আয়াতে দেয়া হয়েছে। যেমন- ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ "তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা করো।" এটি রয়েছে– সূরাহ্ নিসা : ৮১, সূরাহ্ আনফাল : ৬১, সূরাহ্ আহযাব : ৩ ও ৪৮ নম্বর আয়াতে। এভাবে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন শব্দে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ) "তিনি রাগী ও কঠিন নন।" এই মর্ম কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে-

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ "আল্লাহর রহমাতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৫৯)

(وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ) "তিনি বাজারে শোরগোলকারী নন।" অর্থাৎ বাজার শোরগোলের জায়গা হওয়ার পরও তিনি বা তার সহাবীরা শোরগোলে লিপ্ত হন না। বরং বাজারের শোরগোল তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে সরাতে পারে না। এই মর্ম কুরআনে যেভাবে এসেছে-

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ﴾ "তারা এমন কতিপয় লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করতে পারে না।" (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩৭)

(وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ) "মন্দ দিয়ে মন্দ প্রতিহত করেন না," কুরআনে এই দিক-নির্দেশ যেভাবে এসেছে- ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ﴾ "আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। তবে যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে"– (সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২: ৪০)।

Scanned by CamScanner

অন্যত্র রয়েছে- ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ "মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম।" (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৯৬)

(وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ) "তিনি ক্ষমা করেন, ক্ষমার দু'আ করেন।" অর্থাৎ যে দোষ করে তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন এবং তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾ "অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫: ১৩)। অন্যত্র রয়েছে- ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ "আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৫৯)।

(حَتّٰى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ) "যতক্ষণ না বক্র জাতিকে সংশোধন করেছেন"। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে তাদের বক্রতা সংশোধন করার পরই তাকে ওফাত দিবেন। কাফিরদেরকে তিরস্কার করে তাদের বক্রতা কুরআনে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ৪৫)

এই মর্ম কুরআনের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে ইসলাম ধর্মের প্রশংসা করে কুরআনে বলা হয়েছে-﴿ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ "এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে-﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ "নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।" (সূরাহ্ আশ্ শূরা- ৪২ : ৫২)

(بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) বাক্যটির সম্পর্ক (حَتّٰى يُقِيمَ بِهٖ) এর সাথে। অর্থাৎ তাদের সংশোধনী ও সঠিক পথ প্রদর্শন এই কালিমাহ্ বলার মাধ্যমে। এতে ইঙ্গিত হলো রসূল ﷺ-এর মূল কাজ তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্ধ চক্ষু, বধির কান, বন্ধ হৃদয় খুলে দিবেন বলে তাওরাতে রয়েছে। এগুলো কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। কুরআনে বলা হয়েছে-

﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ "তারা বধির, মুক এবং অন্ধ; অতএব তারা কিছুই বুঝে না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৭১)। এসব নিরক্ষরকে হিদায়াত প্রদর্শন করা রসূল ﷺ-এর কাজ বলে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত।" (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ২)

এভাবে কুরআনে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাওরাতের মধ্যে পাওয়া যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٥٣ ـ [١٥] وَكَذَا الدَّارِمِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ نَحْوَهٗ. وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «نَحْنُ الْاٰخِرُونَ» فِي «بَابِ الْجُمُعَةِ»

Scanned by CamScanner

৫৭৫৩-[১৫] দারিমীও 'আত্বার সূত্রে ইবনু সালাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস «نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ» "আমরা শেষে আগমনকারী" জুমু'আহ্ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে।[৫৯৫]

ব্যাখ্যা : (نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ) অর্থাৎ আমাদের আগমন শেষে। হাদীসের পূর্ণ বাক্যটি «نحن الآخرون السابقون» অর্থাৎ আমরা শেষে আগমনকারী, আমরা অগ্রগামী। ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন, অর্থাৎ আমরা যুগ হিসেবে সর্বশেষের, আর মর্যাদার দিক দিয়ে সবার অগ্রে। উদ্দেশ্য হলো, এই উম্মাতের আগমন যদিও অন্যান্য উম্মাতের পরে হয়েছে, কিন্তু আখিরাতে তারা অগ্রগামী থাকবে। তাদেরকে প্রথমে সমবেত করা হবে, তাদের হিসাব প্রথমে নেয়া হবে, তাদের মাঝে প্রথমে ফায়সালা করা এবং তারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হুযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ. "দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমরা সবার শেষে। কিন্তু আখিরাতে আমরা প্রথম। সকল সৃষ্টির পূর্বে আমাদের ফায়সালা করা হবে। (ফাতহুল বারী হা. ২/৩৫৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٥٤ _[١٦] عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةً فَأَطَالَهَا. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا قَالَ: «أَجَلْ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ وَإِنِّيْ سَأَلْتُ اللّٰهَ فِيْهَا ثَلَاثًا فَأَعْطَانِيْ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِيْ بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيْهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৫৭৫৪-[১৬] খব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে খুব লম্বা (তিলাওয়াতে) করে সলাত আদায় করালেন। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো আজ এমন করে সলাত আদায় করেছেন যে, এরূপ সলাত আপনি আর কক্ষনো পড়েননি। তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। কেননা এটা ছিল রহমাতের আশায় আশান্বিত এবং শাস্তির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সলাত। আমি এ সলাতের মধ্যেই আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। তিনি দু'টি আমাকে দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। ১. আমি চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মাতকে (ব্যাপক) দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করা হয়, তিনি আমাকে এটা দান করেছেন। ২. আমি চেয়েছিলাম যেন সকল মুসলিমদের ওপর অমুসলিমদের চাপিয়ে দেয়া না হয়। ৩. এটাও চেয়েছিলাম, যেন আমার উম্মাতের কেউ অপরের ওপর অন্যায় না করে, কিন্তু এটা তিনি আমাকে দান করেনি। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[৫৯৬]

---

[৫৯৫] সহীহ : বুখারী ২৩৮, মুসলিম ১৯-(৮৫৫), নাসায়ী ১৩৬৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৭০১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ১৭০৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৪৮, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ২৫৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ ৮৪৮৪, আবূ ইয়া'লা ৬২১৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২১৭, শু'আবুল ঈমান ২৯৬৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৬৫৩, দারাকুত্বনী ৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৩৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৭২, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৬০০।

[৫৯৬] সহীহ : তিরমিযী ২১৭৫, মুসনাদে বায্যার ২১২২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৫৪২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : الْأَرَتِّ (خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ) শব্দটির ت অক্ষরে তাশদীদসহ পঠিত। তিনি আবূ 'আবদুল্লাহ খব্বাব ইবনুল আরাত্। প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। তিনি বদ্‌র যুদ্ধে অংশ নেন। পরবর্তীতে কূফায় আগমন করেন এবং সেখানে মারা যান। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৬/৩৩১)

(صَلَاةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ) "আশা ও ভয়ের সলাত" অর্থাৎ যে সলাতের মাঝে সাওয়াবের আশা ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি আগ্রহ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয়ও রয়েছে। সলাতের পর রসূল-এর আবেদন ও তা গৃহীত হওয়া না হওয়ার ইতোপূর্বে কয়েকটি হাদীসে অতিক্রান্ত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٥٥ - [١٧] وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا يُظْهِرَ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৭৫৫-[১৭] আবূ মালিক আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (হে মুসলিমগণ!) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাদেরকে তিনটি জিনিস হতে রক্ষা করেছেন। ১. তোমাদের নাবী তোমাদের বিরুদ্ধে এমন কোন বদ্‌দু'আ করবেন না যাতে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাও। ২. বাতিল ও গোমরাহ গোত্র কখনো সত্যপন্থীদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না এবং ৩. সমষ্টিগতভাবে আমার উম্মাত গোমরাহীর (তথা অন্যায়ের) উপরে একত্রিত হবে না। (আবূ দাউদ)[৫৯৭]

ব্যাখ্যা : (أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ) অর্থাৎ তিনটি বৈশিষ্ট্য থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এই তিনটি মূলত মুসীবাত। এই তিন মুসীবাতে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতকে নিক্ষেপ করবেন না। তিন বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো নাবী ﷺ উম্মাতের ওপর বদ্‌দু'আ দিবেন না। অর্থাৎ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বদ্‌দু'আ দিবেন না। যেমন নূহ আলায়হিস সালাম তার উম্মাতের ওপর বদ্‌দু'আ দিয়েছেন। মূসা আলায়হিস সালাম কিবতী জাতি ধ্বংসের জন্য বদ্‌দু'আ দিয়েছেন। আরেকটি বৈশিষ্ট্য : বাতিলপন্থীরা সত্যপন্থীদের ওপর বিজয় লাভ করবে না। বাতিলপন্থীদের সংখ্যা বেশি এবং সত্যপন্থীদের সংখ্যা কম থাকলেও সত্যপন্থীদের জয় থাকবে। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এমন একটি দল সর্বদা থাকবে। যেমন রসূল ﷺ বলেন-

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذُلُهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

"আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদেরকে অপদস্থ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তথা ক্বিয়ামাত আসা পর্যন্ত।"
(সুনানুত্ তিরমিযী হা. ২১৫৫)

কুরআনেরও একটি আয়াতে এই মর্ম পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

"তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপ্রতিকর মনে করে।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩২)

---

[৫৯৭] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪২৫৩, তবে তৃতীয় বাক্যটি সহীহ; সানাদটি সহীহ তবে শুরায়হ ও আবূ মালিক-এর মাঝে ইনক্বিত্বা' রয়েছে। য'ঈফাহ্ ১৫১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৩৬২।

Scanned by CamScanner

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীস ও আয়াতের মর্ম হলো, বাতিলপন্থীদের সংখ্যা বেশি হলেও তারা সত্যপন্থীদের ওপর এমনভাবে জয়ী হতে পারবে না যে, তাদেরকে দুনিয়া থেকে একেবারে মিটিয়ে দিবে এবং তাদের আলো নিভিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় এমনটি হয়নি। বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের ওপর বিভিন্ন নির্যাতনের পরীক্ষা, শত্রুর প্রভাব, বাতিলদের প্রভাব চিরস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও সত্য প্রকাশিত রয়েছে এবং শারী'আত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সত্যের আলো নিভে যায়নি এবং আলোর মিনার মিটে যায়নি। এই উম্মাতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য; তারা সবাই কোন একটি ভ্রান্তির উপর ঐক্য হবে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, উম্মাতের ঐক্য শারী'আতের একটি দলীল। মানুষের কাছে যেটা সুন্দর সেটা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুন্দর। কুরআনের একটি আয়াতও এই দলীলকে শক্তিশালী করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১৫)

এ আয়াত দিয়েই ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ইজমা'কে শারী'আতের দলীল বলে আখ্যায়িত করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٥٦ -[١٨] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَنْ يَجْمَعَ اللهُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ: سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৭৫৬-[১৮] 'আওফ ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এ মুসলিম উম্মাতের ওপর দুই তলোয়ার একত্রিত করবেন না। এক তলোয়ার মুসলিমদের পক্ষ হতে এবং অপর তলোয়ার শত্রুদের পক্ষ হতে। (আবূ দাউদ)[৫৯৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো, এই উম্মাতের ওপর একসাথে শত্রু ও নিজেদের তরবারি একত্র হবে না, যা তাদের মূলোৎপাটনের কারণ হয়। নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদের তরবারি, এর সাথে শত্রুদের তরবারির আক্রমণ একটি জাতির সমূলে ধ্বংসের কারণ। উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর এমন পরিস্থিতি আসবে না। তারা যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তখন দেখা যাবে শত্রু তাদের ওপর চড়াও হয়ে উঠবে। শত্রু চড়াও হতেই তারা পরস্পর লড়াই বাদ দিবে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ একসাথে তাদেরকে দু'টি লড়াই করতে হবে না। নিজেদের মাঝে লড়াই হলে কাফিরদের সাথে লড়াই হবে না। আর কাফিরদের সাথে যখন লড়াই হবে তখন নিজেদের মাঝে লড়াই হবে না। এভাবে এই উম্মাত শত বাধার মাঝে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত টিকে থাকবে। তারা সমূলে ধ্বংস হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٥٧ -[١٩] وَعَنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» فَقَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللهَ خَلَقَ

---

[৫৯৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৩০১, সহীহুল জামি' ৫২২১।

Scanned by CamScanner

الْخَلْقَ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৫৭-[১৯] 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একবার তিনি কাফিরদরে মুখে নাবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে তিরস্কারমূলক কিছু কথা শুনতে পেলেন। তাতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে নাবী ﷺ-এর কাছে ছুটে এসে কথাটি তাঁকে জানালেন। এতদশ্রবণে তিনি (ﷺ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা বল দেখি আমি কে? উত্তরে সহাবীগণ বললেন, 'আপনি আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, আমি হলাম, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর পুত্র মুহাম্মাদ।' আল্লাহ তা'আলা যে সকল সষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে আমাকে উত্তম শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন। আবার সেই মানব শ্রেণিকে দু'ভাগে ('আরব ও আ'যম) নামে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে তার উত্তম দলে ('আরবের মধ্যে) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই দলকে আবার উত্তম গোত্রে (কুরায়শ গোত্রে) সৃষ্টি করেছেন। আবার সেই গোত্রকেও বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেছেন। তার নামে উত্তম পরিবার (হাশিমী পরিবারে) আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব লোক ও পরিবার হিসেবে আমি সর্বোত্তম। (তিরমিযী)[৫৯৯]

ব্যাখ্যা : (فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا) অর্থাৎ 'আব্বাস رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রাগত ভাব নিয়ে এসেছেন, যেন তিনি কাফিরদের কাছে কিছু শুনেছেন।

কাফিররা নাবী ﷺ-এর বংশ ও মর্যাদা নিয়ে কটাক্ষ করেছে। যেমন তারা বলেছে- ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ﴾ "তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না?" (সূরাহ্ আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৩১)

এটা বলে তারা যেন নাবীর মর্যাদা নিয়েই কটাক্ষ করেছে। কারণ তাদের ধারণা মতে, এত বড় বিষয় সাধারণ মুহাম্মাদের ওপর অবতীর্ণ না হয়ে বড় কোন ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হওয়ার কথা। তাদের এমন অবজ্ঞা 'আব্বাস رضي الله عنه-কে কষ্ট দেয়। তাই তিনি পীড়িত মন নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন। রসূল ﷺ তা বুঝতে পেরে মিম্বারে উঠে নিজের মর্যাদা তুলে ধরেন। বংশ ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁর ওপর কেউ নেই সেটাই রসূল ﷺ তার এই হাদীসে প্রকাশ করেন।

(فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» فَقَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ) "তিনি বললেন, আমি কে? তারা বলল, আপনি আল্লাহর রসূল।" রসূল তাদের কাছে প্রশ্ন করে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। কারণ প্রশ্নের পর কোন কিছু প্রকাশ করা সম্বোধিত ব্যক্তির হৃদয়ে অধিক রেখাপাত করে। তাছাড়া প্রশ্নের মাধ্যম সম্বোধিত ব্যক্তির পূর্ব ধারণা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে "আমি কে?" প্রশ্ন করে তার মর্যাদা সম্পর্কে তারা কতটুকু অবগত সেটাই প্রথমে নির্ণয় করতে চেয়েছেন। এই প্রশ্ন করলে তারা স্বভাবতই উত্তর দিলো, "আপনি আল্লাহর রসূল।" রসূল তাদের উত্তরের সাথে যোগ করলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব..." অর্থাৎ আমার মার্যাদা কেবল রসূল হওয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বংশের দিক দিয়েও আমার মর্যাদা শিখরে। বংশ মর্যাদার দিক থেকে কিভাবে তিনি শিখরে সেটাই হাদীসে তুলে ধরেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৯৯] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬০৮, ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ৩০৭৩।

Scanned by CamScanner

٥٧٥٨ -[٢٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৫৮-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য নুবুওয়্যাত কখন হতে নির্ধারণ করা হয়েছে? তিনি (সাঃ) বললেন, সে সময় হতে, যখন আদাম (আলায়হিস সালাম) আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন। (তিরমিযী)[৬০০]

ব্যাখ্যা : (وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ) "যখন আদাম আত্মা ও শরীরের মাঝে।" অর্থাৎ আদামের শরীরে আত্মা ফুঁৎকারের আগেই আমার নুবুওয়্যাত নির্ধারিত হয়ে গেছে। যখন মাটি দিয়ে আদামের আকৃতি সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল, আকৃতি বানানোর পর আত্মা দেয়ার আগেই আমার নুবুওয়্যাত নির্ধারিত হয়ে গেছে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ত্বাবারানী'র বর্ণনার শব্দ- «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ» অর্থাৎ "আদাম শরীর ও আত্মার মাঝে থাকতেই আমি নাবী ছিলাম।" আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে হাকীমে বর্ণিত আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে- «كنت أول النبيين في الخلق وأخرهم في البعث» "আমি সৃষ্টি হিসেবে প্রথম নাবী, কিন্তু প্রেরণ হিসেবে শেষ নাবী।" কিন্তু মানুষের মুখে প্রচলিত বাক্য «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» "আদাম পানি মাটির মধ্যে থাকতেই আমি নাবী ছিলাম।" এ হাদীস সম্পর্কে সাখাবী বলেন, এই বাক্য সম্পর্কে আমি অবগত নই। যারকাশী বলেন, এই শব্দে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ১০/৫৬, মিরকাতুল মাফাতীহ)

٥٧٥٩ -[٢١] وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي عِنْدَ اللهِ مَكْتُوبٌ: خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ «. وَرَوَاهُ فِي» شَرْحِ السُّنَّةِ"

৫৭৫৯-[২১] 'ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি তখনো 'খাতামুন্ নাবিয়্যিন' হিসেবে লিপিবদ্ধ ছিলাম যখন আদাম (আলায়হিস সালাম) ছিলেন মাটির খামিরায়। আমি তোমাদেরকে আরো বলছি যে, আমার নুবুওয়্যাতের প্রথম প্রকাশ হলো ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর দু'আ এবং 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী আর আমার মায়ের সরাসরি স্বপ্ন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালে দেখেছিলেন যে, তাঁর সামনে একটি আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, যার আলোতে তিনি সিরিয়ার রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত দেখতে পান। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬০১]

ব্যাখ্যা : (لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ) অর্থাৎ মাটির খামিরার মধ্যে ছিলেন। পূর্বে উল্লেখিত একাধিক হাদীস এবং এই হাদীসের একই মর্ম। অর্থাৎ আদামের মাঝে আত্মা ফুঁকার পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নুবুওয়্যাত নির্ধারিত হয়ে গেছে। হাদীসের পরের অংশ রসূল (সাঃ) তাঁর নুবুওয়্যাত প্রকাশের সংবাদ দেন।

---

[৬০০] সহীহ : তিরমিযী ৩৬০৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৫৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪২১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১২৪০৭, মুসনাদে আহমাদ ১৬৬৭৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৫৫৩।

[৬০১] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ১৭১৯১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৭১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪০৪, দারিমী ১৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৫০৩৪।

Scanned by CamScanner

(بِأَوَّلِ أَمْرِي دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ) অর্থাৎ আমার নুবুওয়্যাতের বিষয় প্রথম প্রকাশ পেয়েছে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর দা'ওয়াতের মাধ্যমে। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রথম আমার নুবুওয়্যাতের বিষয় প্রকাশ করেন। যেমন কা'বাহ্ নির্মাণের সময় তিনি বলেন- ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ "হে পরওয়ারদিগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৩১)। আল্লাহ তা'আলা এই দু'আ ক্ববূল করেন। রসূল ﷺ-এর নুবুওয়্যাতের প্রথম প্রকাশ বলতে এটাই বুঝিয়েছেন। তারপর 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর দেয়া সুসংবাদ। এই সুসংবাদের মাঝেও তাঁর নুবুওয়্যাত প্রকাশ পেয়েছে। 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর সুসংবাদ যেমন কুরআনে এসেছে-

﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ "আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমাদ।" (সূরাহ্ আস্ সাফ ৬১ : ৬)

এখানেও নাবী ﷺ-এর নুবুওয়্যাতের প্রকাশ ঘটেছে। নাবী ﷺ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর নুবুওয়্যাত প্রকাশের তৃতীয় ধাপ তাঁর মায়ের স্বপ্ন। গর্ভাবস্থায় রসূল ﷺ-এর মাতা স্বপ্নে দেখেছেন, একটি আলো তাঁর থেকে বের হয়ে শামের প্রাসাদে ছড়িয়ে গেছে। মোটকথা, রসূল ﷺ পৃথিবীতে আগমনের অনেক পূর্বে অর্থাৎ আদাম আলায়হিস সালাম জীবন লাভের পূর্বেই তার নুবুওয়্যাত নির্ধারিত হয়েছে এবং আগমনের অনেক পূর্বে তার নুবুওয়্যাত প্রকাশ করা হয়েছে। [এক] ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর দুয়ায়। [দুই] 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর সুসংবাদে। [তিন] মায়ের স্বপ্নের মাধ্যমে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٦٠ -[٢٢] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ قَوْلِهِ: «سَأُخْبِرُكُمْ» إِلَى آخِرِهِ.

৫৭৬০-[২২] আর ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) «سَأُخْبِرُكُمْ» হতে শেষ পর্যন্ত আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।[৬০২]

ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসটি ছিল 'ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এই একই বিষয়ের হাদীস আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত। দ্বিতীয়বার হাদীসটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো একাধিক বর্ণনাসূত্র দেখানো।

٥٧٦١ -[٢٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ. وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৬১-[২৩] আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আমিই হব আদাম আলায়হিস সালাম-এর সন্তানদের নেতা, এটা গর্ব নয়। আর সেদিন আমার হাতেই থাকবে 'মাক্বামে হাম্দের পতাকা', এতেও গর্ব নয়। সেদিন আদাম আলায়হিস সালাম-সহ সকল নাবীগণই আমার পতাকার নিচে এসে একত্রিত হবেন। আর সকলের আগে আমি ক্ববর ফেটে উত্থিত হব, এতেও গর্ব নয়। (তিরমিযী)[৬০৩]

---

[৬০২] সহীহ : প্রাগুক্ত ৫৭৫৯।

[৬০৩] সহীহ : তিরমিযী ৩১৪৮, ইবনু মাজাহ ৪৩০৮, মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৪৩, আবূ ইয়া'লা ৭৪৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৭৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৬৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (وَلَا فَخْرَ) "কোন গর্বের বিষয় নয়" অর্থাৎ আমি এ কথা গর্ব করার জন্য বলছি না। বরং আল্লাহ তা'আলার নি'আমাত ও আমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ এবং আমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা প্রকাশের জন্য বলছি। কেউ কেউ বলেন, বাক্যের মর্ম হলো, আমি এ নিয়ে গর্ব করছি না। বরং যিনি আমাকে এই সম্মান দিয়েছেন তাকে নিয়ে গর্ব করছি। বাক্যের অর্থ এটাও হতে পারে যে, এই সরদারীতে আমার কোন গর্ব নেই। আমার গর্ব তাঁর দাসত্বের মাঝে। কেননা দাসত্বই সৌন্দর্যতা লাভ ও অতিরিক্ত নি'আমাত লাভের কারণ।

(وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ) "আমারই হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা।" মির্ক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, ক্বিয়ামাতের ময়দানে বিভিন্ন স্থান থাকবে। ভালো লোক, মন্দ লোক সবাইকে একেকটি স্থানে দাঁড় করানো হবে। সেই স্থানের অনুসৃত ব্যক্তির হাতে একটি ঝাণ্ডা থাকবে যা দেখে বুঝা যাবে তিনি সত্যের আদর্শ ছিলেন, নাকি মন্দের আদর্শ ছিলেন। এ স্থানগুলোর সর্বোচ্চ স্থান হবে প্রশংসার স্থান। আর এই স্থানের ঝাণ্ডা রসূল ﷺ-এর হাতে থাকবে। নিহায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে, ঝাণ্ডা কেবল সেনাপতির হাতে থাকে। তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ক্বিয়ামাত দিবসে সকল সৃষ্টির সামনে তার প্রসিদ্ধি লাভ। ঝাণ্ডা দ্বারা তার প্রসিদ্ধি বুঝানো হয়েছে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রশংসার ঝাণ্ডা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সকল সৃষ্টির সামনে প্রসিদ্ধি ও প্রশংসায় তাঁর একক মর্যাদা দেখানো। তবে ক্বিয়ামাতের দিন তাঁর প্রশংসার প্রকৃত ঝাণ্ডা থাকতে পারে, যার নাম প্রশংসার ঝাণ্ডা। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ)-এর একই মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার সৎ বান্দাদের যে স্থানগুলো রয়েছে তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান প্রশংসার স্থান। অন্যান স্থান এর নিচে। আমাদের রসূল ﷺ যখন রসূলদের সরদার, দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাধিক প্রশংসাকারী; তাই তাঁরই হাতে প্রশংসার ঝাণ্ডা দেয়া হবে এবং সবাই তাঁর সেই ঝাণ্ডা তলে আশ্রয় নিবে। এদিকে ইঙ্গিত করে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

(وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي) "সেদিন সকল নাবী এমনকি আদাম ও আদাম ছাড়া সবাই আমার ঝাণ্ডার নিচে থাকবে।" এ কারণে তাঁর নাম الحمد শব্দ থেকে উদ্গাত। তিনি মুহাম্মাদ এবং আহমদ। ক্বিয়ামাত দিবসে তাকে মাক্বামে মাহমূদে অধিষ্ঠিত করা হবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٦٢ -[٢٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ حَتّٰى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخَرُ: مُوسٰى كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسٰى كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ. وَقَالَ آخَرُ: آدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخْرَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫৭৬২-[২৪] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সহাবী এক স্থানে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এ সময় রসূল ﷺ সে দিকে বের হলেন এবং তাদের কাছে

Scanned by CamScanner

পৌছে তাদের কথাবার্তা ও আলোচনাগুলো শ্রবণ করলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে খলীল বানিয়েছেন। আরেকজন বললেন, মূসা আলায়হিস সালাম (কালিমুল্লাহ) ছিলেন এমন, আল্লাহ তা'আলা যার সাথে বিনা মধ্যস্থতায় কথা বলেছেন। অপর একজন বললেন, 'ঈসা আলায়হিস সালাম ছিলেন কালিমাতুল্লাহ ও রূহুল্লাহ এবং আরেকজন বললেন, আদাম আলায়হিস সালাম-কে আল্লাহ তা'আলা সফীউল্লাহ বানিয়েছেন। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং তোমরা যে বিস্ময় প্রকাশ করেছ তা শুনেছি। ইবরাহীম আলায়হিস সালাম যে খলীলুল্লাহ ছিলেন তা সত্যই। মূসা আলায়হিস সালাম যে বিনা মধ্যস্থতায় আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছেন এটাও সত্য কথা। 'ঈসা আলায়হিস সালাম যে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ ছিলেন এটাও প্রকৃত কথা এবং আদাম আলায়হিস সালাম যে আল্লাহর নির্বাচিত, মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে জেনে রাখ, আমি হলাম 'আল্লাহর হাবীব', এতে গর্ব নয় এবং ক্বিয়ামাতের দিন আমিই হাম্‌দের পতাকা উত্তোলন ও বহনকারী হব আদাম ও অন্যান্য নাবীগণ উক্ত পতাকার নীচেই থাকবেন, এতে গর্ব নয়। ক্বিয়ামাতের দিন আমিই হব সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই গ্রহণ করা হবে এতে গর্ব নয়। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়া দেব। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তা খুলে দেবেন এবং আমাকে তাতে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সাথে থাকবে দরিদ্র ঈমানদারগণ, এতে গর্ব নয়। পরিশেষে কথা হলো, আর আমিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে মর্যাদাবান, এটাও গর্ব নয়। (তিরমিযী ও দারিমী)[৬০৪]

ব্যাখ্যা : (يَتَذَاكَرُونَ) ব্যাকরণে বাক্যটি سمعهم এর সর্বনাম هم থেকে হাল। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আলোচনার অবস্থায় পেলেন। তারা পরস্পর নাবীদের একেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এগুলো শুনে রসূল ﷺ-এর ভালো লেগেছে। কেননা রসূল ﷺ-এর মাধ্যমেই তারা নাবীদের এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাই রসূল ﷺ প্রথমে তাদেরকে আলোচনার স্বীকৃতি দেন। পরবর্তীতে নিজের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন যা ইতোপূর্বে কয়েকটি হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। তাদের আলোচনার সময় নিজের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, কারো দু' একটি বিশেষ গুণ দেখে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করার সুযোগ নেই এ কথা বুঝানো। কেননা যার কাছে অন্যের গুণাবলি আড়াল রয়েছে সে কারো একটি গুণ দেখেই তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে নিতে পারে। তাই রসূল তাদের এই সন্দেহ দূর করেন। সাথে সাথে ولا فخر বলে এ কথার ইঙ্গিত করেন যে, আমি অহংকারবশত তোমাদের সামনে আমার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি না। বরং তোমাদেরকে জানানোর জন্য তা তুলে ধরছি; যাতে সবার প্রকৃত মর্যাদা তোমাদের সামনে থাকে।

(وَمَعِىَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ) "আর আমার সাথে দরিদ্র মু'মিনেরা থাকবে।" অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিরদের যারা দরিদ্র ছিল তারা আমার সাথে থাকবে। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে-

«يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم» "দরিদ্ররা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এতে প্রমাণিত হয় যে, কৃতজ্ঞ ধনীর চেয়ে ধৈর্যশীল দরিদ্র অধিক মর্যাদাবান।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٦٣ -[٢٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "نَحْنُ الْاٰخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنِّىْ قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ: إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ وَمُوسٰى صَفِيُّ اللهِ وَأَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَمَعِىَ لِوَاءُ

---

[৬০৪] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৬১৬, দারিমী ৪৭, য'ঈফুল জামি' ৪০৭৭, যম্'আহ্ ইবনু সলিহ য'ঈফ, দারিমী ৪৭।

الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ اللهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: لَا يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلٰى ضَلَالَةٍ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৭৬৩-[২৫] 'আম্‌র ইবনু ক্বায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমরা সকলের শেষে এসেছি, কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন আমরা সকলের আগে থাকব। আমি আজ তোমাদেরকে বিশেষ একটি কথা বলব, তবে এতে আমার কোন গর্ব করার নেই। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) আল্লাহর বন্ধু, মূসা (আলায়হিস সালাম) আল্লাহর নির্বাচিত এবং আমি হলাম আল্লাহর হাবীব। ক্বিয়ামাতের দিন হামদের পতাকা আমার সাথেই থাকবে। আল্লাহ আমার উম্মাতের ব্যাপারে আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয় হতে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ১. ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করবেন না। ২. শত্রুরা তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারবে না এবং ৩. বিশ্বের সকল মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্টতার উপরে একত্রিত করবেন না। (দারিমী)[৬০৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত প্রতিটি বিষয় পূর্বে বিভিন্ন হাদীসে এসেছে।

(وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ) এই বাক্যে স্পষ্ট করে দিলেন যে, রসূল (ﷺ) তাঁর অগ্রগামিতা অন্যান্য বিশেষ মর্যাদার যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো গর্ব হিসেবে নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উম্মাতকে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অবগত করার জন্য বলেছেন। (সম্পাদকীয়)

٥٧٦٤ - [٢٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৭৬৪-[২৬] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : (ক্বিয়ামাতের মাঠে অথবা জান্নাতে) আমি হব সকল নাবীদের পরিচালক বা অগ্রগামী। এটা আমি অহংকারী হিসেবে বলছি না। আমি হলাম নাবীদের আগমনের ধারাকে সমাপ্তকারী, এতে আমার কোন গর্ব নেই। আর আমিই হব সর্বপ্রথম সুপারিশময়ী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ ক্ববূল করা হবে। এতে আমার কোন অহংকার নেই। (দারিমী)[৬০৬]

ব্যাখ্যা : (قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ) "রসূলদের ক্বায়িদ" 'ক্বায়িদ' শব্দের অর্থ দলের পরিচালক বা নেতা। যিনি সর্বাগ্রে থেকে দলকে পরিচালনা করেন তাকে 'ক্বায়িদ' বলা হয়। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্বিয়ামাত দিবসে সকল নাবীর আগে থাকবেন এবং সবাই তাঁকে অনুসরণ করে চলবেন।

(أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) "আমি শেষ নাবী।" তিনি যেমন শেষ নাবী তেমন শেষ রসূল। তাঁর পরে না কোন নাবী আসবেন, না রসূল। কিন্তু শেষ রসূল না বলে শেষ নাবী বলার কারণ হলো, রসূলের চেয়ে নাবী ব্যাপক। তাই শেষ নাবী বলার মধ্যে নুবুওয়্যাত ও রিসালাতের সমাপ্তি পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٦٥ - [٢٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا الْكَرَامَةُ

---

[৬০৫] য'ঈফ : 'আবদুল্লাহ ইবনু সলিহ য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৬২, ৫৬৯৪; দারিমী ৫৪।

[৬০৬] য'ঈফ : দারিমী ৪৯, য'ঈফুল জামি' ১৩১৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৭০, সলিহ ইবনু 'আত্বা ইবনু জুনাব বানী দায়ল-এর মুক্ত দাস, ইবনু আবূ হাতিম আল জারূহ ৩/৩৩১ নং তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তার একক জীবনী বর্ণনা করেননি। হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৬৩।

Scanned by CamScanner

وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلٰى رَبِّىْ يَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৭৬৫-[২৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন যখন মানুষদেরকে ক্ববর হতে উঠানো হবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম ক্ববর হতে বের হয়ে আসব। আর যখন লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হবে, তখন আমিই হব তাদের অগ্রগামী ও প্রতিনিধি, আর আমিই হব তাদের মুখপাত্র, যখন তারা নীরব থাকবে। আর যখন তারা আটক হবে, তখন আমিই হব তাদের সুপারিশকারী। আর যখন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন আমিই তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করব। মর্যাদা এবং কল্যাণের চাবিসমূহ সেদিন আমার হাতে থাকবে। আল্লাহর প্রশংসার পতাকা সেদিন আমার হাতে থাকবে। আমার পতাকার কাছে আদামের সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী লোক হব। সেদিন হাজারখানেক সেবক আমার চতুষ্পার্শ্বে ঘোরাফেরা করবে, যেন তারা সুরক্ষিত ডিম কিংবা বিক্ষিপ্ত মুক্তা। [তিরমিযী ও দারিমী, ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৬০৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত মর্মগুলো পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ হয়েছে। এ হাদীসে অতিরিক্ত দু' একটি সহ পুনঃবার তা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে :

এক : (أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا) অর্থাৎ ক্ববর থেকে যখন পুনরুত্থানের জন্য উঠানো হবে সর্বপ্রথম বের হয়ে আমি হাশরের ময়দানের দিকে যাবো।

দুই : (وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا) অর্থাৎ যখন সবাই আল্লাহ তা'আলার কাছে আগমন করবে তখন আমি তাদের নেতা ও পরিচালক হব।

তিন : (وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا) সবাই যখন চুপ থাকবে, কেউ ওযর প্রকাশ করার সাহস পাবে না, সবাই পেরেশান থাকবে, তখন আমি সবার পক্ষ থেকে কথা বলব। সেদিন আমাকে ছাড়া কাউকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে না।

চার : (وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا) সবাইকে যখন আটকে দেয়া হবে তখন আমি সবার সুপারিশকারী হব। রসূল ﷺ-এর বিশেষিত এই সুপারিশ বিচারকার্য শুরু করার সুপারিশ। ক্বিয়ামাতের ভয়াবহ ময়দানে সবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে বিচারকার্য দ্রুত শুরু হয়ে যাওয়া। কিন্তু কেউ এর জন্য সুপারিশের সাহস করবে না। হাদীসের সকল গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

পাঁচ : (وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا) যেদিন সবাই নিরাশ হয়ে যাবে সেদিন আমি সবার সুসংবাদদাতা। নিরাশার সময় সুসংবাদ দিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করা আমার বৈশিষ্ট্য। বাহ্যত এই তিন বৈশিষ্ট্যের মর্ম এক। সবগুলোর সার হলো, ক্বিয়ামাত দিবসে কেউ যখন বিচারকার্য শুরু করার আবেদনের সাহস করবে না, তখন আমি কথা বলে সুপারিশ করে সবার জন্য সুসংবাদ এনে দিব।

ছয় : (وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ) অর্থাৎ সেদিন আমার হাতে চাবি থাকবে। চাবি দ্বারা জান্নাতে প্রথম প্রবেশ উদ্দেশ্য হবে। জান্নাতে সবার আগে প্রবেশের বৈশিষ্ট্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর, যা পূর্বে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

---

[৬০৭] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৬১০, য'ঈফুল জামি' ১৩০৯, দারিমী ৪৮, লায়স ইবনু আবূ সুলায়মান য'ঈফ।

Scanned by CamScanner

সাত : (وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ) প্রশংসার ঝাণ্ডা সেদিন আমার হাতে থাকবে। প্রশংসার ঝাণ্ডা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে থাকবে এবং এর দ্বারা তাঁর মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। আর তা রসূল ﷺ-এর হাতে থাকার আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আট : (وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلٰى رَبِّيْ) আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আদাম সন্তানদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানী। রসূল ﷺ আদাম সন্তানদের সরদার ও সবচেয়ে সম্মানী মর্মে পূর্বে আমরা কয়েকটি হাদীস দেখেছি।

(أَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا) যখন মু'মিন বান্দাগণ আল্লাহর রহমাত, দয়া, অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে। তারা ভয় করবে হয়তো তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে তখন আমি তাদের সুসংবাদ দিব।

হাশরের ময়দান বিভিন্ন ধরনের অবস্থা হবে। কোন স্থান হবে যেখানে মানুষেরা ওযর পেশ করবে। আবার কোন স্থান হবে যেখানে কথা বলা ও ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে। এক আয়াতে কাফিরদের কথা বলা ও ওযর পেশ করার কথা রয়েছে। ক্বিয়ামাতের দিন যখন মানুষদেরকে ক্ববর থেকে উত্থিত করা হবে। তখন আমি সর্বপ্রথম ক্ববর থেকে বের হয়ে আসব। যখন সকলে তাদের রবের নিকট যাবে ওযর পেশ করার জন্য ঐ সময় সকল মানুষের সামনে আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলব। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবেন। তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে কথা বলার জন্য সুযোগ দেয়া হবে না।

এ মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটা এমন একদিন যেদিন না তারা কথা বলবে, আর তাদেরকে অজুহাত পেশ করার অনুমিতও দেয়া হবে না"– (সূরাহ্ আল মুরসলা-ত ৭৭ : ৩৫-৩৬)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٦٦ ـ [٢٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَأُكْسٰى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يقومُ ذٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَفِيْ رِوَايَةِ «جَامِعِ الْأُصُوْلِ» عَنْهُ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَأُكْسٰى»

৫৭৬৬-[২৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমাকে জান্নাতের তৈরি পোশাকের একটি পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর আমি 'আরশের ডান পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াব। অথচ আমি ছাড়া আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যে অন্য কেউই উক্ত স্থানে দাঁড়াতে পারবে না। (তিরমিযী)[৬০৮]

আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে অপর একটি বর্ণনায় আছে, আমিই সর্বপ্রথম লোক, যার ক্ববর খুলে যাবে এবং আমাকেই সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে সকল মানুষ, জিন্, মালায়িকার (ফেরেশতাদের) মাঝে মুহাম্মাদ ﷺ-কে তার ক্ববর হতে প্রথমে উঠানো হবে এবং তাকে জান্নাতে তৈরি এক জোড়া পোশাক পরিধান করানো হবে। এটার মাধ্যমে সকল সৃষ্টিজীবের ওপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। এই মর্যাদা শুধু মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপরে বর্ণিত "জামি'উল উসূল" গ্রন্থের বর্ণিত হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬০৮] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬১১, য'ঈফুল জামি' ১৩১১। কারণ আবূ খালিদ আদ্ দালানী ইয়াযীদ মুদাল্লিস 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে, আনওয়ারুস্ সহীফাহ্ ৩০২ পৃ., হাফিয যুবায়র 'আলী যাঈ।

Scanned by CamScanner

٥٧٦٧ - [٢٩] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَلُوا اللّٰهَ لِي الْوَسِيلَةَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ قَالَ: «أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৬৭-[২৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে নাবী ﷺ বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমরা আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ্ কামনা কর। সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ওয়াসীলাহ্ কী? তিনি (ﷺ) বললেন, তা জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার একটি বিশেষ স্থান। যা কেবলমাত্র এক লোকই লাভ করবে। অতএব আশা করি আমিই হব সে লোক। (তিরমিযী)[৬০৯]

ব্যাখ্যা : «سَلُوا اللّٰهَ لِي الْوَسِيلَةَ» সলাতের প্রত্যেক আযানের দু'আতেই ات محمد وسيلة والفضيلة দ্বারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আমরা সেই উচ্চ মাক্বামের দু'আ করে থাকি।

আল বিদায়াহ্ ওয়াল নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেছেন, الْوَسِيلَةَ শব্দটি হলো একবচন, এর বহুবচন হলো وسائل, ওয়াসীলাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয়। বলা হয় : ক্বিয়ামাতের দিন হাশরের ময়দানে শাফা'আত করা। বলা হয় : জান্নাতের স্থানসমূহের মাঝে একটি স্থান। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবে নিজের জন্য অথবা উম্মাতের সকলের কল্যাণের জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٦٨ - [٣٠] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৬৮-[৩০] উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আমিই হব নাবীদের নেতা ও মুখপাত্র এবং তাদের জন্য শাফা'আতের অধিকারী। তাতে আমার কোন অহংকার নেই। (তিরমিযী)[৬১০]

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাতের দিন হাশরের ময়দানে মুহাম্মাদ ﷺ হবেন সকল নাবী ও রসূলগণের ইমাম। মানুষেরা অন্যান্য নাবী রসূলের কাছে গেলে তারা তাদেরকে ফিরে দিবেন এবং বলবেন তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাও। সর্বশেষে মুহাম্মাদ ﷺ শাফা'আত করবেন আল্লাহ তা'আলার নিকটে। রসূলুল্লাহ ﷺ এতো বড় একটা কাজ করবেন সকল মানুষের মাঝে তাতে তিনি বিন্দু পরিমাণ অহংকার করবেন না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٦٩ - [٣١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيِّيَ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৬০৯] সহীহ : তিরমিযী ৩৬১২, মুসান্নাফ 'আবদুর রযযাক্ব ৩১২০, মুসনাদে আহমাদ ৭৫৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭৮৪, আবূ ইয়া'লা ৬৪১৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৭২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৯২৩।

[৬১০] সহীহ : তিরমিযী ৩৬১৩, ইবনু মাজাহ ৪৩১৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৪০, মুসনাদে 'আবদ ইবনু হুমায়দ ১৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭২৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৫৭০।

Scanned by CamScanner

৫৭৬৯-[৩১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, প্রত্যেক নাবীরই নাবীদের মাঝ হতে একজন বন্ধু আছেন। আর আমার বন্ধু হলেন আমার পিতা এবং আমার প্রভুর খলীল (ইবরাহীম খলীলুল্লাহ)। অতঃপর তিনি (ﷺ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অর্থাৎ "নিশ্চয় ইব্‌রাহীম-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সেই লোকেরাই অধিক হাক্বদার যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী, আর যারা ঈমান এনেছে, বস্তুত আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৬৮)। (তিরমিযী)[৬১১]

ব্যাখ্যা : ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-কে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তারাই অগ্রগামী হবেন যারা তার আনীত দীনের উপর আছেন। আর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে। অর্থাৎ মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য পরবর্তী উম্মাত।

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত লোকের অভিভাবক– এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৯৬)

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। (সম্পাদকীয়)

٥٧٧٠-[٣٢] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِىْ لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ». رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৫৭৭০-[৩২] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলি পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬১২]

ব্যাখ্যা : (لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ) আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রসূল বানিয়ে এ উদ্দেশে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে বাহ্যিক চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ চরিত্রকে পরিবর্তন করে তাদেরকে সুন্দর জীবনযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদেরকে সঠিক পথের দিকে দিক-নির্দেশনা দিলে তারা তা সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তা গ্রহণ করবে।

(كَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রেরণ করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো তিনি মানুষদেরকে শিক্ষা দিবেন যে, কিভাবে তারা উত্তমরূপে 'ইবাদাত, লেন-দেন করবে।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে বান্দাদেরকে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে অবগত করার জন্য এবং তাদের কার্যাবলী সুচারুরূপে পরিপূর্ণ করার জন্য।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এই মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ "এবং তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরাহ্ আল ক্বলাম ৬৮ : ৪)

উত্তম চরিত্রের কিছু উদাহরণ উপস্থাপনা করা হলো সততা, ভদ্রতা, নম্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, বিশ্বস্ততা, দানশীলতা, ক্ষমা করা ইত্যাদি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৬১১] সহীহ : তিরমিযী ২৯৯৫, সহীহুল জামি' ২১৫৮, মুসনাদে বায্যার ১৯৭৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩১৫১।
[৬১২] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৬২২, য'ঈফাহ্ ২০৮৭, সানাদে বর্ণিত ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ২০৮৭, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৬৫, ৫৭০১।

Scanned by CamScanner

٥٧٧١ - [٣٣] وَعَنْ كَعْبٍ يَحْكِيْ عَنِ التَّوْرَاةِ قَالَ: نَجِدُ مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ عَبْدِي الْمُخْتَارُ لَا فَظٌّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَهِجْرَتُهٗ بِطِيبَةَ وَمُلْكُهٗ بِالشَّامِ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ يَحْمَدُونَ اللهَ فِيْ كُلِّ مَنْزِلَةٍ وَيُكَبِّرُونَهٗ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا يَتَأَزَّرُوْنَ عَلٰى أَنْصَافِهِمْ وَيَتَوَضَّؤُوْنَ عَلٰى أَطْرَافِهِمْ مُنَادِيهِمْ يُنَادِيْ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ صَفُّهُمْ فِي الْقِتَالِ وَصَفُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ لَهُمْ بِاللَّيْلِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ". هٰذَا لَفْظُ» الْمَصَابِيحِ". وَرَوَى الدَّارِمِيُّ مَعَ تَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ

৫৭৭১-[৩৩] কা‘ব (আহবার ﷺ) তাওরাতের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, আমরা তাতে লিখিত পেয়েছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ রসূল, তিনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা, তিনি দুশ্চরিত্র বা খারাপ এবং কঠোর ভাষী নন, বাজারে হৈ-হল্লাকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না, বরং ক্ষমা করে দেন। তাঁর জন্মস্থান মাক্কায় এবং হিজরত করবেন মাদীনাহ্ তাইয়িবায়। সিরিয়াও তাঁর আধিপত্যে আসবে। তাঁর উম্মাত হবে খুব বেশি প্রশংসাকারী তথা সুখে-দুঃখে ও আরামে-ব্যারামে সদা আল্লাহর গুণগান করবে এবং প্রত্যেক অবস্থান স্থলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সুউচ্চ স্থানে আরোহণকালে তারা আল্লাহর তাকবীর উচ্চারণ করবে। সূর্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে, যখনই সলাতের সময় হবে তখনই সলাত আদায় করবে। তারা শরীরের মধ্যস্থলে (কোমরে) ইজার বাঁধবে। শরীরের পার্শ্ব (হাত-পা ইত্যাদি) ধুয়ে উযূ করবে। তাদের ঘোষণাকারী উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা (আযান) দেবে। জিহাদে তাদের সারি এবং সলাতেও তাদের সারি হবে একইরূপ। রাত্রির বেলায় তাদের গুনগুন শব্দ উদ্ভাসিত হবে মৌমাছির গুনগুনের মতো। (মাসাবীহ, দারিমীও এটা কিঞ্চিৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন)[৬১৩]

ব্যাখ্যা : তাওরাত ও ইঞ্জীল এগুলো ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মের অনেক পূর্বের ধর্মীয় গ্রন্থ। তারপরও এগুলোতে লেখা ছিল মুহাম্মাদ ﷺ নাবী হয়ে প্রেরিত হবেন। তাওরাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে লেখা ছিল।

(مُلْكُهٗ بِالشَّامِ) রসূলুল্লাহ ﷺ ও চার খলীফার খিলাফাতের শেষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাবে, শাম বা সিরিয়াতে মু‘আবিয়াহ্ ও বানূ উমাইয়্যাহ্-এর নিকট। তারা মুসলিমদের মাঝে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এখানে রাজত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নুবুওয়্যাত, দীন ইসলাম।

(رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا) সূর্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে যখনই সলাতের সময় হবে তখন সলাত আদায় করবে। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার সময়, সূর্য যখন আকাশের মাঝামাঝি থাকবে ঐ সময় সূর্য ডুবে যাওয়ার সময়সহ সলাতের সকল ওয়াক্ত যথাসময়ে আদায় করা এবং ‘ইবাদাতের অন্যান্য বিষয়গুলো আদায় করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٧٢ - [٣٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهٗ قَالَ أَبُو مَوْدُودٍ: وَقَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[৬১৩] সানাদ সহীহ : দারিমী ৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৬২৮।

Scanned by CamScanner

৫৭৭২-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওরাত কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে এটাও রয়েছে যে, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম-কে তাঁর সাথে ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হুজরায়) দাফন করা হবে। আবূ মাওদূদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হুজরায় আজ পর্যন্ত (তাঁর দাফনের জন্য) একটি ক্ববরের জায়গা বাকি রয়েছে। (তিরমিযী)[৬১৪]

ব্যাখ্যা : তাওরাত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ যা মূসা আলায়হিস সালাম-এর ওপর নাযিল হয়েছিল। তাওরাতের ভিতরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর তাতে এটাও লেখা ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে দাফন করা হয়েছে। তার ক্ববরের পাশে শায়িত আছেন আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। এখানে আরো একটি ক্ববরের জায়গা খালি আছে। ক্বিয়ামাতের সময় নিকটবর্তী হলে 'ঈসা আলায়হিস সালাম আকাশ হতে অবতরণ করবেন দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য। 'ঈসা আলায়হিস সালাম মৃত্যুবরণ করবেন মাক্কাহ্ ও মাদীনার মধ্যবর্তী জায়গায়। তাঁর ক্ববর দেয়া হবে। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে যেখানে একটি ক্ববরের জায়গা খালি আছে সেখানে।

অত্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ মাওদূদ (রহিমাহুল্লাহ)। তাঁর পরিচয় হলো 'আবদুল 'আযীয ইবনু সুলায়মান আল মাদানী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঈসা আলায়হিস সালাম পৃথিবীতে আগমন করবেন। তিনি বিবাহ করবেন, তার সন্তান হবে। তিনি পৃথিবীতে ৪৫ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন তাকে দাফন করা হবে আমার সাথে একই ক্ববরে। আমি এবং 'ঈসা আলায়হিস সালাম একই ক্ববর থেকে বের হব আবূ বাক্র ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পাশে থাকবেন। [ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) কিতাবুল ওয়াফা]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٧٣ - [٣٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالٰى فَضَّلَ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلٰى أَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبَّاسٍ بِمَ فَضَّلَهُ اللهُ عَلٰى أَهْلِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّيْ إِلٰهٌ مِنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ﴾ وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى لِمُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ... ۝﴾ قَالُوْا: وَمَا فَضْلُهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالٰى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ...﴾ الْآيَةَ وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى لِمُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.

৫৭৭৩-[৩৫] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সকল নাবীগণের ও সকল মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণের) ওপরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মর্যাদা দান করেছেন। লোকেরা প্রশ্ন

[৬১৪] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬১৭, য'ঈফাহ্ উসমান ইবনু যহ্হাক য'ঈফ ৬৯৬২, য'ঈফাহ্ ৬৯৬২।

Scanned by CamScanner

করলেন, হে আবূ 'আব্বাস! (ইবনু 'আব্বাস-এর উপনাম) আল্লাহ মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) উপরে কিরূপে তাঁকে ফাযীলাত দিয়েছেন? ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما বললেন, আল্লাহ তা'আলা আকাশবাসীকে লক্ষ করে বলেছেন, "তাদের মধ্যে যে বলবে যে, 'তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ', তাহলে আমি তাকে তার প্রতিফল দেব জাহান্নাম, যালিমদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি"– (সূরাহ্ আল আম্বিয়া ২১ : ২৯)। আর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, "আমি তোমাকে দিয়েছি স্পষ্ট বিজয়। যাতে আল্লাহ তোমার আগের ও পিছের যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করেন..."– (সূরাহ্ আল ফাত্‌হ ৪৮ : ১-২)। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, নাবীদের ওপর কিভাবে তাঁকে ফাযীলাত দেয়া হয়েছে? উত্তরে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমি কোন রসূলকেই তার জাতির ভাষা ছাড়া পাঠাইনি যাতে তাদের কাছে স্পষ্টভাবে (আমার নির্দেশগুলো) বর্ণনা করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথহারা করেছেন..."– (সূরাহ্ ইবরা-হীম ১৪ : ৪)। আর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বলেছেন, (হে নাবী মুহাম্মাদ!) "আমি আপনাকে গোটা মানব সমাজের জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি..."– (সূরাহ্ সাবা- ৩৪ : ২৮)। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিন্ ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের নিকটেই পাঠিয়েছেন।[৬১৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে সকল মালাক (ফেরেশতা), নাবী-রসূল, জিন্ ও মানুষের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর মর্যাদা মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) ওপর দিয়েছেন। তার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, "নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সৎপথে পরিচালিত করেন।"
(সূরাহ্ আল ফাত্‌হ ৪৮ : ১-২)

অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনুগ্রহ করে তার পূর্বের ও পরের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আর তার প্রতি রহমাত অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আসমানবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, "তাদের মধ্যে যে বলবে, তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তির প্রতিদান দিব, এভাবেই আমরা যালিমদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।"
(সূরাহ্ আল আম্বিয়া- ২১ : ২৯)

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ...﴾ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) অন্যান্য সৃষ্টিজীবকে বুঝিয়েছেন। আয়াতের মাঝে আকাশবাসীদের অপরাধের কারণে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে কমলতা সহজতরভাবে সম্বোধন করেছেন আর আসমানবাসীদেরকে কঠিনভাবে, কঠোরতার সাথে সম্বোধন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ...﴾ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : এ আয়াত দ্বারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে অন্যান্য সকল নাবী-রসূলদের ওপরে। কেননা এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নাবী-রসূলগণ প্রেরিত হয়েছে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বের সকল মানুষদের জন্য। সকল মানুষকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করার জন্য। তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য মূর্তিপূজার 'ইবাদাত বর্জন করে আল্লাহর 'ইবাদাতের দিকে নিয়ে আসার জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬১৫] সানাদ সহীহ : দারিমী ৪৬ (তাহক্বীক্ব- হুসায়ন সুলায়ম আসাদ)।

Scanned by CamScanner

٥٧٧٤ -[٣٦] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ حَتّٰى اسْتَيْقَنْتَ؟ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَانِيْ مَلَكَانِ وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَزِنْهُ بِرَجُلٍ فَوُزِنْتُ بِهٖ فَوَزَنْتُهٗ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمِائَةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَثِرُوْنَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ. قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ: لَوْ وَزَنْتَهٗ بِأُمَّتِهٖ لَرَجَحَهَا". رَوَاهُمَا الدَّارِمِيُّ

৫৭৭৪-[৩৬] আবূ যার আল গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কিরূপে জানতে পারলেন যে, আপনি নাবী, এমনকি আপনি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন? তিনি (ﷺ) বললেন, হে আবূ যার্! একদিন আমি মাক্কার বাত্হা' উপত্যকায় ছিলাম। এ সময় দু'জন মালাক (ফেরেশতা) আমার কাছে আসলেন। তাদের একজন মাটিতে নেমে আসলেন এবং অপরজন আকাশ ও জমিনের মাঝখানে রইলেন। অতঃপর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, ইনি কি তিনিই? অপরজন উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন প্রথমজন বললেন, আচ্ছা, তাঁকে এক লোকের সাথে ওযন করা যাক। অতএব, আমাকে এক লোকের সাথে ওযন করা হলো। তখন আমি ঐ লোক অপেক্ষা ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, এবার তাঁকে দশ লোকের সাথে ওযন করা যাক। অতএব আমাকে দশ ব্যক্তির সাথে ওযন করা হলো। এবারও আমি তাদের ওপর ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে একশত জনের সাথে ওযন করা হোক। অতএব আমাকে তাদের সাথে ওযন করা হলো। এবারও আমি তাদের ওপর ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে এক হাজার জনের সাথে ওযন কর। অতএব আমাকে তাদের সাথে ওযন করা হলো। এবারও আমি তাদের ওপর ভারী হয়ে গেলাম। তিনি (ﷺ) বলেন, আমার মনে হচ্ছে এখনো আমি যেন তাদেরকে দেখছি। তাদের পাল্লা হালকা হয়ে এমনভাবে উপরে উঠে গেছে যে, আমার আশঙ্কা হলো, তারা যে আমার উপরে ছিটকে পড়বে। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বললেন, তুমি যদি তাঁকে তাঁর সমস্ত উম্মাতের সাথেও ওযন কর, তখনো তার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। (হাদীস দু'টি দারিমী বর্ণনা করেছেন)[৬১৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ নাবী হবেন এটা তার নিকট অলৌকিক ব্যাপার মনে হয়েছিল। প্রত্যেক নাবী-রসূলগণের নুবুওয়্যাত ও রিসালাত প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : নিশ্চয় প্রত্যেক জাতির মানুষেরাই নাবী-রসূলগণের নাবী হওয়ার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। যেমনিভাবে আমাদের নাবীর সম্পর্কিত মানুষগণ মনোযোগ দিয়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٧٥ -[٣٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحٰى وَلَمْ تُؤْمَرُوْا بِهَا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

---

[৬১৬] সানাদ সহীহ : সানাদের সকল রাবী পরিচিত তবে জা'ফার ইবনু 'উসমান আল কুরাশী ব্যতীত, তাকে আমি চিনি না এবং তারপর পেলাম তাকে তার দাদার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৬৬, ৫৭০৫, দারিমী ১৪।

Scanned by CamScanner

৫৭৭৫-[৩৭] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার ওপরে কুরবানী ফার্‌য করা হয়েছে; আর তোমাদের ওপর ফার্‌য করা হয়নি এবং আমাকে চাশতের সলাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আর তোমাদেরকে এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। (দারাকুত্বনী)[৬১৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর কুরবানী করা ফার্‌য করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ "তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।" (সূরাহ্ আল কাওসার ১০৮ : ২)

বলা হয় : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব চাই তার সম্পদ থাকুক বা না থাকুক।

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর তিনটি বিষয় আবশ্যক করে দেয়া হয়েছিল যা তোমাদের ওপর অবশ্যক করা হয়নি। তা হলো কুরবানী করা, চাশ্‌তের সলাত আদায় করা, বিতর আদায় করা।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, চাশতের সলাত সম্পর্কে এ হাদীস ছাড়া অন্য আর কোন হাদীস পাওয়া যায় না।

'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, চাশতের সলাতের নির্দেশ সম্পর্কে হাদীসটি য'ঈফ।

এ বিষয়ে আরো কিছু হাদীস বর্ণিত আছে। সবগুলোর সমন্বয়ে যা বুঝায় যে, চাশ্‌তের সলাতের বিধান হলো মুস্তাহাব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٢) بَابُ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَاتِهِ

অধ্যায়-২ : নাবী (ﷺ)-এর নামসমূহ ও গুণাবলি

আবূ বাক্‌র ইবনু 'আরাবী আল মালিকী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার যেমন গুণবাচক এক হাজার নাম রয়েছে অনুরূপ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এরও গুণবাচক নাম রয়েছে। এর ভিতর থেকে ষাটের কিছু বেশি নাম তিনি উল্লেখ করেছেন।

আবূ হুসায়ন ইবনু ফারিস (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, আমাদের নাবী (ﷺ)-এর ২২টি গুণবাচক নাম রয়েছে যা ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ)-এর «الْبَهْجَةُ السَّوِيَّةُ فِي الْأَسْمَاءِ النَّبَوِيَّةِ» গ্রন্থে তিনি ৫০০-এর কিছু বেশি গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে যাচাই বাছাই করে সংক্ষেপে নিরানব্বইটি নাম উল্লেখ করেছেন।

হাদীসে যেগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো। যেমন : الشَّافِيَةُ وَالْوَافِيَةُ وَالْكَافِيَةُ অর্থাৎ- আরোগ্য দানকারী, পরিপূর্ণভাবে দানকারী ও যিনি সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

---

[৬১৭] সানাদ য'ঈফ : দারাকুত্বনী ৪২, জাবির ইবনু ইয়াযীদ আল জু'ফী য'ঈফ, আর শারীক ইবনু 'আবদুল্লাহ আল ক্বারী-এর মুখস্থশক্তি দুর্বল, আর মুবারক মাজহূল আর হাম্মাদ আল কালবী য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ২৯৩৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১১৬৩৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৫০৪।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٧٧٦ - [١] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ لِيْ أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِيْ وَأَنَا الْعَاقِبُ". وَالْعَاقِبُ: الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهٗ نَبِيٌّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭৭৬-[১] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি মাহী। আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা কুফ্‌রকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি 'আল হাশির', (ক্বিয়ামাতের দিন) মানব জাতিকে আমার পেছনে একত্রিত করা হবে। আর আমি হলাম আল 'আক্বিব এবং 'আক্বিব ঐ লোক, যার পরে আর কোন নাবী নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৬১৮]

৫৭৭৬ ব্যাখ্যা : (إِنَّ لِيْ أَسْمَاءً) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বিভিন্ন নামে-গুণে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। এগুলোর ভিতরে 'মুহাম্মাদ' নামটি অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কেননা তাঁর চারিত্রিক গুণের সকলেই প্রশংসা করেছেন।

(وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ) আর আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, কুফরী অন্ধকারাচ্ছন্নতা দূর করার জন্য। রসূলুল্লাহ (ﷺ) পৃথিবী সুস্পষ্ট আলো (কুরআন, সুন্নাহ) নিয়ে আগমন করেছেন, এমনিভাবে কুফরীশক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সম্ভাবনা রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দলীলের মাধ্যমে বিজয় লাভ করা, প্রধান্য পাওয়া অন্যান্য ধর্মের উপর।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ﴿لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ﴾ "তিনি সব দীনের উপর একে বিজয়ী করেন।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৩)

(أَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهٗ نَبِيٌّ) শারহে মুসলিমে ইবনুল 'আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যে তার পূর্ববর্তী লোকেদের প্রতিনিধি করবেন তাকে الْعَاقِبُ বলা হয়।

(শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হা. ২৩৫৪/১২৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٧٧ - [٢] وَعَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُسَمِّيْ لَنَا نَفْسَهٗ أَسْمَاءً فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّيْ وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৭৭-[২] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে তাঁর স্বীয় নামসমূহ বর্ণনা করতেন। তখন তিনি (ﷺ) বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মুক্বফফী (সকলের

---

[৬১৮] সহীহ : বুখারী ৪৮৯৬, মুসলিম ১২৪-(২৩৫৪), তিরমিযী ২৮৪০, মালিক ৩৬৭৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৯১, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৫৫৫, আবূ ইয়া'লা ৭৩৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩১৩, দারিমী ২৭৭৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৫০৪।

Scanned by CamScanner

পশ্চাতে আগমনকারী), হাশির (সমবেতকারী) এবং আমি নাবীয়ে তাওবাহ্ ও নাবীয়ে রহমাত অর্থাৎ তাওবাহ্ ও রহমাতের নাবী। (মুসলিম)[৬১৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামসমূহের মাঝে একটি নাম বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি «الْمُقَفِّيْ» সকল রসূলদের পিছনে আগমনকারী। তারপরে আর কোন নাবী পৃথিবীতে আগমন করবেন না।

বলা হয় : রসূলুল্লাহ ﷺ তার পূর্ববর্তী নাবী রসূলদের পথের অনুসারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৯০)

(وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ) অর্থাৎ হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষদেরকে, সমবেতকারী ও অত্যধিক তাওবাকারী। রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পরিমাণে তাওবাহ্ করতেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, 'আমি দৈনিক সত্তর হতে একশত বার তাওবাহ্ করে থাকি।' অতএব আমাদেরকে বেশি বেশি তাওবাহ্ করতে হবে।

(وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ) রসূলুল্লাহ ﷺ মানব, জিন্, জীবজন্তু, জড় পদার্থসমূহ সকলের জন্য রহমাতস্বরূপ ছিলেন।

এ মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন, "আমি তো তোমাকে বিশ্বগতের প্রতি রহমাতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সূরাহ্ আল আম্বিয়া- ২১ : ১০৭)

রসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে বলেছেন, "إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ" আল্লাহ তা'আলা আমাকে রহমাত ও হিদায়াতকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। (মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৫)

٥٧٧٨ - [٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَلَا تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّيْ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ؟ يَشْتُمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৭৭৮-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ (সহাবীদেরকে) বললেন, এতেও কি তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ না যে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে কুরায়শদের গালমন্দ ও অভিসম্পাতকে আমার ওপর হতে সরিয়ে দিয়েছেন? তারা 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) নামে গালাগালি করে এবং 'মুযাম্মাম'-কে অভিসম্পাত দেয়। অথচ আমি 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) মুযাম্মাম নই। (বুখারী)[৬২০]

ব্যাখ্যা : মাক্কার কাফির মুশরিকগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে مُذَمَّمًا "মুযাম্মাম" বলত এবং গালমন্দ করত। যার অর্থ হলো নিন্দিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক গুণাবলির ভিতরে নিন্দনীয় কোন গুণাবলি ছিল না। কুরায়শদের গালমন্দ তার ওপর পতিত হয়নি। আবূ লাহাব-এর স্ত্রী উম্মু জামিলা আরোা বিনতু হার্ব তাঁর গালমন্দ করে কবিতা আবৃত্তি করেন।

مُذَمَّمًا قَلَيْنَا ... وَدِيْنَهُ أَبَيْنَا وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا আমরা তার গালমন্দ করতাম, তার দীনকে অস্বীকার করতাম এবং তাঁর আদেশকে অমান্য করতাম।

---

[৬১৯] সহীহ : মুসলিম ১২৬-(২৩৫৫), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩১৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬১৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৩৩৮।

[৬২০] সহীহ : বুখারী ৩৫৩৩, নাসায়ী ৩৪৩৮, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১১৩৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৬, ১৭৬০৩।

Scanned by CamScanner

٥٧٧٩ -[٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ: وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৭৯-[৪] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার এবং দাড়ির আগায় সামান্য কিছু শুভ্রতা দেখা দিয়েছিল। যখন তিনি তাতে তেল লাগাতেন তখন তা প্রকাশ পেত না। আর যখন কেশরাজি বিক্ষিপ্ত হত, তখন তা প্রকাশ পেত। তাঁর দাড়ি ছিল খুব বেশি। তখন এক লোক বলল, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল ছিল তলোয়ারের মতো। তিনি বললেন, না; বরং তা ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মতো এবং তাঁর চেহারা ছিল গোলগাল। আর আমি তাঁর কাঁধের কাছে কবুতরের ডিমের মতো মোহরে নুবুওয়্যাতও দেখতে পেয়েছি, তার রং ছিল তাঁর গায়ের রংয়ের সাদৃশ্য।[৬২১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার অগ্রভাগের কিছু চুল সাদা ছিল। যখন সেগুলোকে চিরুনি করত, কালো চুলের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে তা বুঝা যেত না।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ যখন চুলে তেল লাগাতেন মাথার চুলগুলো সুন্দরভাবে চিরুনি করতেন সাদা চুল কম হওয়ার কারণে তা বুঝা যেত না। আর যখন চুলগুলো এলোমেলো হত তখন বুঝা যেত যে, কিছু সাদা চুল আছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকটি চুল সাদা ছিল। তাঁর বর্ণনা সম্পর্কে সুনান ইবনু মাজাহ'য় বর্ণিত আছে, আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ-এর দাড়ির সম্মুখভাগে মাত্র সতের বা বিশটি সাদা চুল দেখেছেন। (ইবনু মাজাহ হা. ৩৬২৯)

ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বার্ধক্য বলতে ছিল বিশটা সাদা চুল ছিল। (ইবনু মাজাহ হা. ৩৬৩০)

তলোয়ারের মতো উজ্জ্বল লম্বা হওয়ার ধারণা হতে পারে। তাই জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটির কথা পাল্টিয়ে বললেন, তা উজ্জ্বল ছিল, তবে চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় গোলগাল ছিল। অবশ্য লম্বাও ছিল, খাটো ছিল না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٨٠ -[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَأَمْثَالِ الثَّآلِيلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৮০-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী ﷺ-কে দেখেছি এবং আমি তাঁর সাথে রুটি ও গোশত খেয়েছি অথবা বললেন, আমি 'সারীদ' খেয়েছি। অতঃপর আমি তাঁর পিছনে গিয়ে ঘোরাফেরা কারতে লাগলাম। তখন তাঁর উভয় কাঁধের মাঝামাঝি বাম কাঁধের

[৬২১] সহীহ : মুসলিম ১০৯-(২৩৪৪), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০০৫, আবূ ইয়া'লা ৭৪৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৯৭।

Scanned by CamScanner

উপরিভাগে মুষ্টির মতো (গোলাকার) মোহরে নুবুওয়্যাত দেখলাম। তার উপরে মাস-এর মতো অনেকগুলো তিল ছিল। (মুসলিম)[৬২২]

ব্যাখ্যা : (أَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا) হাদীস বর্ণনাকারী রাবীর নিকট সন্দেহ হয়েছে যে, তিনি ثَرِيد খাবার খেয়েছেন, না حَيْس খাবার খেয়েছেন।

ثَرِيد বলা হয় ঝোলে ভিজানো টুকরা টুকরা রুটি, রুটি ও গোশতের মণ্ডবিশেষ।

حَيْس বলা হয় এক প্রকার মিলানো খাদ্য, যা খেজুর ঘি ছাতু দিয়ে তৈরি করা খাবার।

(শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হা. ২৩৪৬/১১২, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٨١ -[٦] وَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ: «ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ» فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهٖ فَأَلْبَسَهَا. قَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي» وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ. فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سِنَاهْ» وَهِيَ بِالْحَبْشَةِ حَسَنَةٌ. قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৭৮১-[৬] উম্মু খালিদ বিনতু খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ-এর নিকট কিছু কাপড় আনা হলো। এর মধ্যে কালো রঙের একখানা ছোট পশমি চাদরও ছিল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, উম্মু খালিদ-কে আমার কাছে নিয়ে আসো। অতএব তাকে বহন করে নিয়ে আসা হলো। নাবী ﷺ চাদরখানা নিজের হাতে নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা পুরাতন ও নিকৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত পরিধান কর, অতঃপর তা পুরাতন ও নিকৃষ্ট হওয়া অবধি পরিধান কর। আর তাতে সবুজ কিংবা হলুদ রংয়ের নকশি করা ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, হে উম্মু খালিদ! এটা (কতই না) সুন্দর। হাবশী ভাষায় *'সানাহ'* শব্দ সুন্দরের জন্য ব্যবহার হয়। উম্মু খালিদ (রাঃ) বলেন, এরপর আমি রসূল ﷺ-এর মোহরে নুবুওয়্যাত স্পর্শ করে খেলতে লাগলাম। আমার পিতা তখন আমাকে ধমক দিলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ (আমার পিতাকে) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তাকে এমন করতে দাও। (বুখারী)[৬২৩]

ব্যাখ্যা : উম্মু খালিদ (রাঃ)-এর পরিচয় : বলা হয় উম্মু খালিদ বিনতু খালিদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর পরে। ইসলাম গ্রহণ করার পর্যায়ে তিনি তৃতীয় বা চতুর্থতম ব্যক্তি, উম্মু খালিদ তাঁর উপাধি। এই নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে ছোট অবস্থায় মাদীনায় আসেন। তাকে জুবায়র ইবনু 'আও্ওয়াম (রাঃ) বিবাহ করেন।

(أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ) একবার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাদর নিয়ে আসা হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু খালিদ-কে তার কাছে নিয়ে আসতে বললেন, তাকে একখানা চাদর প্রদান করে তার জন্য দু'আ করলেন।

বলা হয় : রসূলুল্লাহ ﷺ তার দীর্ঘ আয়ুর জন্য দু'আ করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে চাদর নিয়ে যাওয়ার সময় উম্মু খালিদ নাবী ﷺ-এর কাঁধে মোহরে নুবুওয়্যাত স্পর্শ করে খেলতে ছিলেন। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় নাবী ﷺ-এর কাঁধে নুবুওয়্যাতের মোহর ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬২২] সহীহ : মুসলিম ১১২-(২৩৪৬), আবূ ইয়া'লা ১৫৬৩।

[৬২৩] সহীহ : বুখারী ৫৮২৩, শু'আবুল ঈমান ৬২৮৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৬৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪০১০।

Scanned by CamScanner

٥٧٨٢ -[٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلٰى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ يَصِفُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ.

وَقَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلٰى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ: بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ: كَانَ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهٗ وَلَا قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَكَانَ سَبْطَ الْكَفَّيْنِ. وَفِىْ أُخْرٰى لَهٗ قَالَ: كَانَ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ.

৫৭৮২-[৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না, তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার শ্যাম বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল খুব বেশি কোঁকড়ানো ছিল না এবং সোজাও ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে চল্লিশ বছর বয়সে নুবুওয়্যাত দান করেছেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) মাক্কায় দশ বছর এবং মাদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ষাট বছর বয়সে মৃত্যু দান করেন। অথচ তখন তাঁর মাথার চুল ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

অপর এক বর্ণনায় আনাস رضي الله عنه নাবী ﷺ-এর আকৃতির বর্ণনায় বলেছেন, তিনি লোকেদের মাঝে মধ্যম ছিলেন। লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। তাঁর দেহের রং ছিল উজ্জ্বল। বর্ণনাকারী আনাস رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছত।

অপর এক বর্ণনায় আছে, কেশরাজি উভয় কানের এবং কাঁধের মাঝামাঝিতে ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৪]

বুখারীর অপর এক বর্ণনাতে আছে– আনাস رضي الله عنه বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ছিল বড় এবং উভয় পায়ের পাতা ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। আমি তাঁর পূর্বে এবং পরে অনুরূপ আকৃতির আর কাউকেও দেখিনি। আর তাঁর উভয় হাতের তালু ছিল বিস্তীর্ণ। অন্য এক বর্ণনাতে আনাস رضي الله عنه বলেছেন, নাবী ﷺ-এর উভয় পা এবং উভয় হাত ছিল মাংসে পরিপূর্ণ।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সকল মানুষের জন্যই অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। মানবীয় চরিত্রের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার সামঞ্জস্যের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

বারা' ইবনু 'আযিব رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মধ্যমাকৃতির একজন মানুষ হালকা লম্বা, তার ছিল চওড়া কাঁধ, কানের লতি পর্যন্ত ঘন চুল, যখন তিনি লাল ডোরাকাটা জামা পরিধান করতেন, আমরা তখন তাঁর থেকে অন্যকিছুকে অধিক সুন্দর মনে করতাম না।

---

[৬২৪] সহীহ : বুখারী ৩৫৪৮, মুসলিম ১১৩-(২৩৪৭), সহীহুল জামি' ৪৬৩৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৮৭, শু'আবুল ঈমান ১৪১২, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৩২৮।

Scanned by CamScanner

(بَعَثَهُ اللهُ عَلٰى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً) প্রসিদ্ধ আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে নুবুওয়্যাতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে। তার আগে তাকে নুবুওয়্যাতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

«جَامِعُ الْأُصُوْلِ» গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'উলামাগণ বর্ণনা করেছেন নাবী ﷺ ৪৩ বছর বয়সে নুবুওয়্যাতের দায়িত্ব পেয়েছেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, নাবী ﷺ মাক্কায় দশ বছর অবস্থান করেছেন। আর মাদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন।

বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায় যে, নাবী ﷺ নুবুওয়্যাত পাওয়ার পর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মাক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেছেন। আর অত্র হাদীসে দশ বছরের কথা রয়েছে। সম্ভবত হাদীস বর্ণনাকারী দশকের পরে ভাংতি বছরগুলো বাদ দিয়ে বলেছেন।

আর এটা সকলেরই জানা আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। আর অত্র হাদীসে উল্লেখ আছে ষাট বছর।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার বয়স হয়েছিল পয়ষট্টি বছর। এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম ও ইন্তিকালের বছর দু'টি স্বতন্ত্রভাবে দুই বছর ধরে পঁয়ষট্টি বলা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٨٣ -[٨] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ بَلَغَ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَعْرُهٗ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيْدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

৫৭৮৩-[৮] বারা' رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যম গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল তাঁর দুই কানের লতি অবধি পৌছত। আমি তাঁকে লাল (ডোরাকাটা) পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুশ্রী আর কাউকেও কখনো দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিম-এর বর্ণনায় আছে, বারা' رضي الله عنه বলেছেন, বাবরি চুলবিশিষ্ট লাল (ডোরাকাটা) পোশাকে রসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা সুন্দর আর কাউকে আমি দেখতে পাইনি। তাঁর মাথার চুল কাঁধ স্পর্শ করত এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝামাঝি স্থানটা ছিল বেশ প্রশস্ত। তিনি লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না।[৬২৫]

ব্যাখ্যা : (لَهُ شَعْرٌ بَلَغَ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ) বিভিন্ন হাদীসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, মাথার চুলে তিনটি অবস্থা বিদ্যমান আছে। সেগুলো হলো وَفْرَة لِمَّة جُمَّة।

وَفْرَة (ওয়াফ্‌রাহ্) বলা হয় : মানুষের মাথার চুল যখন কানের লতি পর্যন্ত পৌছে যায়।

لِمَّة (লিম্মাহ্) বলা হয়, মানুষের মাথার চুল যখন ঘাড়ের মাঝামাঝি পৌছে যায়।

جُمَّة (জুম্মাহ্) বলা হয় : মানুষের মাথার চুল যখন কাঁধ পর্যন্ত পৌছিয়ে যায়।

---

[৬২৫] সহীহ : বুখারী ৩৫৫১, মুসলিম ৯১-(২৩৩৭), আবূ ইয়া'লা ১৭১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৮৪, শু'আবুল ঈমান ৬৪৭২।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ সময়, অবস্থাভেদে মাথার চুল কখনো বড় রাখতেন। আবার কখনো ছোট রাখতেন। আবার কখনো ঘাড়ের মাঝামাঝি রাখতেন। অতএব এ তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটির অনুসরণ করলেই রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে।

(رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ) ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামায় লাল রেখার দাগ টানা ছিল।

ইবনু হুমাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামা ছিল ইয়ামান থেকে নিয়ে আসা দু'টি কাপড়, তাতে আছে লাল ও সবুজ রং-এর রেখা। তা শুধু লাল রংয়ের নয়।

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, দাগটানা বিশিষ্ট জামা।

মিরাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের কোন দলীল নেই। যারা বলে লাল রংয়ের জামা পরিধান করা জায়িয। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হা. ২৩৩৭/৯১, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٨٤ -[٩] وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوشَ الْعَقِبَيْنِ قِيلَ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ. قِيلَ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ. قِيلَ: مَا مَنْهُوشُ الْعَقِبَيْنِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৮৪-[৯] সিমাক ইবনু হারব (রহিমাহুল্লাহ) জাবির ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ "যলী'উল ফাম, আশকালুল 'আয়নায়ন ও মানহূশ আল 'আক্বিবায়ন" বিশিষ্ট ছিলেন। পরে সিমাক-কে এ শব্দগুলোর অর্থ কি প্রশ্ন করা হলে তিনি (যথাক্রমে) বললেন, প্রশস্ত মুখ, চক্ষুর পুতলি ঘোর কালো ও বড় এবং পায়ের গোড়ালিতে অল্প মাংস। (মুসলিম)[৬২৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক ছিল প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এ ধরনের চেহারা সুন্দর দেখা যায় যা 'আরবদের নিকট পছন্দনীয় ছোট চেহারা নিন্দনীয়। আর নাবী ﷺ-এর চেহারা সার্বিকভাবে সুন্দর ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٨٥ -[١٠] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭৮৫-[১০] আবুত্ব তুফায়ল رضي الله عنه বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি। তিনি গৌর বর্ণের লাবণ্যময় এবং তিনি মধ্যম গড়নের ছিলেন (অর্থাৎ প্রত্যেকটির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য ছিল)। (মুসলিম)[৬২৭]

ব্যাখ্যা : আবুত্ব তুফায়ল, 'আমির ইবনু ওয়াসীলাহ্ উপনামেই বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। নাবী ﷺ-কে জীবিত অবস্থায় আট বছর পেয়েছিলেন। তিনি ১০২ হিজরীতে মাক্কায় ইন্তিকাল করেন। তিনি সর্বশেষ ইন্তিকাল করেছেন সহাবীগণের মধ্যে হতে।

(كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا) রসূলুল্লাহ ﷺ বেশি লম্বাও ছিল না এবং খাটো ছিল না। আবার অধিক মোটাও ছিল না। তিনি ছিলেন সুন্দর সুপুরুষ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬২৬] সহীহ : মুসলিম ৯৭-(২৩৩৯), তিরমিযী ৩৬৪৭।

[৬২৭] সহীহ : মুসলিম ৯৯-(২৩৪০), সহীহুল জামি' ৪৬২২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬০৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৫৩, মুসনাদে বায্যার ২৭৭৫, আল আদাবুল মুফরাদ ৭৯০।

Scanned by CamScanner

٥٧٨٦ -[١١] وَعَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يُخْضَبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ».

৫৭৮৬-[১১] সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিযাব লাগানো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, তাঁর চুল এমন সাদা হয়নি যে, তাতে খিযাব লাগাতে হবে। যদি আমি তাঁর সাদা দাড়িগুলো গুণে দেখতে চাইতাম তবে সহজে গুণতে পারতাম।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, আমি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো গুণে দেখতে চাইলে সহজে গুণতে পারতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৮]

আর মুসলিম-এর এক বর্ণনাতে আছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী ﷺ নিচের ঠোঁট ও চিবুকের ও কানের মধ্যবর্তী পশমে শুভ্রতা ছিল এবং মাথার মাঝেও কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা : মাথার চুল ও দাড়ি কতটুকু পরিমাণ সাদা হলে খিযাব লাগাবে– এ সম্পর্কে কয়েকটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সাদা চুলের পরিমাণ যদি কম হয়। যাতে শুভ্রতা বুঝা যায় না। তাতে খিযাব লাগানোর প্রয়োজন নেই। (فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يُخْضَبُ) তার চুল এমন সাদা হয়নি যে, তাতে খিযাব লাগাতে হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেছেন তখন তার বয়স এমন ছিল না যে, তার মাঝে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামান্য কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল। যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বোঝাই যেত না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٨٧ -[١٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَانَ عَرَقُهُ اللُّؤْلُؤُ إِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ وَمَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ مسكاً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭৮৭-[১২] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ গৌরবর্ণের ছিলেন। তাঁর ঘর্ম ছিল মুক্তার মতো। হাঁটার সময় তিনি (ﷺ) সম্মুখের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন এবং আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের তালুর তুলনায় অধিকতর নরম কোন রেশম কিংবা কোন গরদ স্পর্শ করিনি। আর নাবী ﷺ-এর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কস্তূরী কিংবা মিশ্‌কে আম্বার আমি কখনো শুঁকিনি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের হাঁটার সময় মাথা উঁচু করে বুক টান করে অহংকারীদের মতো করে হাঁটতে নিষেধ করেছেন। ডানে বা বাম দিকে ঝুঁকে হাঁটতে নিষেধ করেছেন।

---

[৬২৮] সহীহ : বুখারী ৫৮৯৫, মুসলিম ১০৩-(২৩৪১), আবূ ইয়া'লা ৩৩৬৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫২১২।

[৬২৯] সহীহ : মুসলিম ৮২-(২৩৩০), তিরমিযী ৩৬৩৭, আল জামি'উস্ সগীর ৪৭৯৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৯৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৮৩, মুসনাদে বায্যার ৬৪৫, শু'আবুল ঈমান ১৪২১, দারিমী ৬১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪১৯৪, আল আদাবুল মুফরাদ ১৩১৫।

Scanned by CamScanner

আযহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, অহংকারীর মতো বীর বাহাদুরের গুণ প্রকাশ করে হাঁটা এটা ভুল পন্থা। হাঁটতে হবে বিনয়ী হয়ে। এ প্রসঙ্গে 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন পথ চলতেন তখন সামনের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে হাঁটতেন, মনে হত তিনি যেন কোন উঁচু স্থান হতে নিচে অবতরণ করছেন। (শামায়িলে তিরমিযী হা. ৯৫, মুসনাদে আহমাদ হা. ৭৪৬)

(أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ) আনাস (রাযি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ছিলেন সবচাইতে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ। আমি রেশম এবং পশম মিশিয়ে বানানো কাপড়ও নিজ হাতে ছুঁয়ে দেখেছি, আর খাটি রেশমি কাপড়ও ছুঁয়েছি কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের চেয়ে অধিক নরম ও মসৃণ কোন কিছু স্পর্শ করিনি। আমি মৃগনাভির গন্ধ এবং আতরের গন্ধও গ্রহণ করেছি কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরের ঘামের চেয়ে অধিক সুগন্ধ কোন কিছুতেই পাইনি। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হা. ২৩৩০/৮২, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٨٨ -[١٣] وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ نِطْعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا؟» قَالَتْ: عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ: «أَصَبْتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭৮৮-[১৩] উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ প্রায়শ দ্বিপ্রহরে তাদের সাথে সেখানে বিশ্রাম করতে আসতেন। তখন উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর জন্য একখানা চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং রসূল ﷺ তাতেই বিশ্রাম করতেন। নাবী ﷺ-এর শরীর থেকে অত্যধিক ঘর্ম বের হত। আর উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ঘর্মগুলো একত্রিত করে আতর বা সুগন্ধির মধ্যে মিলিয়ে রাখতেন। তখন নাবী ﷺ প্রশ্ন করলেন, হে উম্মু সুলায়ম! তুমি এটা কি করছ? তিনি বললেন, এটা আপনার শরীরের ঘাম। আমরা এটাকে আমাদের সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করব। মূলত এটা সর্বোত্তম সুগন্ধি। অপর এক বর্ণনায় আছে– উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এতে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য (ব্যবহারের মাধ্যমে) বারাকাতের আশা করি। তখন রসূল ﷺ বললেন, তুমি ঠিকই করেছ। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩০]

ব্যাখ্যা : উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর পরিচিতি : উম্মু সুলায়ম ছিলেন আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাতা। তার পিতার নাম ছিল মালিক ইবনু নায্‌র।

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا) নাবী ﷺ দ্বিপ্রহরে কায়লুলা, অর্থাৎ ঘুমানো ব্যতীত বিশ্রাম নেয়ার জন্য প্রায়ই আসতেন। কেননা উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তার খাদিম আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মা।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, উম্মু হারাম, উম্মু সুলায়ম ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খালা। হয়তো বা দুধপান করার জন্য অথবা বংশীয়তার জন্য। এ কারণেই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তার কাছে যাওয়া হালাল ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তাদের কাছে প্রবেশ ব্যতীত অন্য কোন মহিলার নিকট যেতেন না।

বলা হয় : রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট বিশ্রাম নিতেন, কেননা তিনি দুধপান করার কারণে মাহরাম ছিলেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে নাবী ﷺ তার নিকট প্রবেশ করেছেন।

(শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হা. ২৩৩১/৮৩, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৩০] সহীহ : বুখারী ৬২৮১, মুসলিম ৮৫-(২৩৩২), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩০৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৮০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৬৬।

Scanned by CamScanner

٥٧٨٩ -[١٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْأُولٰى ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى أَهْلِهٖ وَخَرَجْتُ مَعَهٗ فَاسْتَقْبَلَهٗ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّيْ فَوَجَدْتُ لِيَدِهٖ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ: «سَمُّوْا بِاسْمِيْ» فِيْ «بَابِ الْأَسَامِيْ». وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: نَظَرْتُ إِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ فِيْ «بَابِ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ».

৫৭৮৯-[১৪] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রথম সলাত (অর্থাৎ যুহরের সলাত) আদায় করলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) ঘরে যাওয়ার জন্য মাসজিদ হতে বের হলে এবং আমিও তাঁর সাথে বের হয়ে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। তখন তিনি (ﷺ) এক একটি করে প্রতিটি শিশুর গালে হাত বুলিয়ে দিলেন। সবশেষে আমার উভয় গালেও হাত ফিরালেন, তখন আমি তাঁর হাতের শীতলতা ও সুগন্ধি অনুভব করলাম। তা (তাঁর হাতখানা) এমন সুগন্ধময় ছিল যে, যেন তাকে কোন আতরের কৌটা হতে বের করে এনেছেন। (মুসলিম)[৬৩১]

এ প্রসঙ্গে জাবির (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীস «سَمُّوْا بِاسْمِيْ» অন্য বর্ণনায় 'নামসমূহের অধ্যায়ে' এবং সায়িব ইবনু ইয়াযীদ-এর বর্ণিত হাদীস «نَظَرْتُ إِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ» অন্য বর্ণনায় 'পানির বিধানের অধ্যায়ে' বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে (صَلَاةَ الْأُولٰى) দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। (এক) এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফাজ্‌রের সলাত। (দুই) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য যুহরের সলাত।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : অত্র হাদীসের মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘাম ছিল সুগন্ধিযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাকে ঘামের দ্বারাও সম্মানিত করেছেন। নাবী ﷺ সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং না করা উভয় অবস্থায় তাঁর ঘাম ছিল সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হত। মালায়িকার (ফেরেশতাদের) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং তাদের থেকে ওয়াহী সংগ্রহ করতেন এবং মুসলিমদের মাজলিসে বসার সময়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٩٠ -[١٥] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ضَخْمُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبًا حُمْرَةً ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

[৬৩১] সহীহ : মুসলিম ৮০-(২৩২৯), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭৬৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৯১১।

Scanned by CamScanner

৫৭৯০-[১৫] 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। তাঁর মাথা ছিল বড় এবং দাড়ি ছিল ঘন। দু' হাত এবং উভয় পায়ের তালু ছিল পুরু। তাঁর গায়ের রং ছিল লাল মিশ্রিত। হাড়ের জোড়াসমূহ ছিল মোটা মোটা। বক্ষের উপরে নাভি অবধি পশমের চিকন একটি রেখা ছিল। চলার সময় সম্মুখের দিকে ঝুঁকে চলতেন, যেন তিনি কোন উচ্চস্থান হতে নীচের দিকে নামছেন। মোটকথা, নাবী (ﷺ)-এর আগে বা পরে তাঁর মতো কোন মানুষকে আমি দেখতে পাইনি। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ][৬৩২]

٥٧٩١ -[١٦] وَعَنْهُ كَانَ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشٰى يَتَقَلَّعُ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৯১-[১৬] উক্ত রাবী ('আলী (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি যখনই নাবী (ﷺ)-এর আকৃতির বর্ণনা দিতেন, তখন বলতেন, তিনি (ﷺ) খুবই লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে খাটোও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন লোকেদের মধ্যে মধ্যম গড়নের। তাঁর মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিল না এবং সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না, বরং মধ্যম ধরনের কোঁকড়ানো ছিল। তিনি (ﷺ) অতি মোটা ছিলেন না এবং তাঁর চেহারা একেবারে গোল ছিল না, বরং লম্বাটে গোল ছিল। দেহের রং ছিল লাল-সাদা সংমিশ্রিত। চোখের রঙ ছিল কালো এবং পালক ছিল লম্বা লম্বা। হাড়ের জোড়াগুলো ছিল মোটা। সমস্ত শরীর ছিল পশমহীন, অবশ্য পশমের চিকন একটি রেখা বক্ষ হতে নাভি পর্যন্ত লম্বা ছিল। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তালু ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। যখন তিনি (ﷺ) হাঁটতেন তখন পা পূর্ণভাবে উঠিয়ে জমিনে রাখতেন, যখন তিনি কোন দিকে তাকাতেন তখন ঘাড় পূর্ণ ফিরিয়ে তাকাতেন। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে ছিল মোহরে নুবুওয়্যাত। মূলত তিনি (ﷺ) ছিলেন, 'খাতিমুন্ নাবিয়্যিন' (নাবী আগমনের সিলসিলা সমাপ্তকারী)। তিনি (ﷺ) ছিলেন মানুষের মধ্যে আন্তরিকভাবে অধিক দাতা, সর্বাপেক্ষা কোমল স্বভাবের এবং বংশের দিক দিয়ে ছিলেন সম্ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি তাঁকে হঠাৎ দেখত, সে তাঁকে অতি ভালোবাসতে লাগত। রসূল (ﷺ)-এর গুণাবলি বর্ণনাকারী এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর মতো কাউকেও কখনো দেখতে পাইনি। (তিরমিযী)[৬৩৩]

---

[৬৩২] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৩৭, সহীহুল জামি' ৪৭৯৮, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৯৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৮০, মুসনাদে বায্যার ৬৪৫, শু'আবুল ঈমান ১৪২১, দারিমী ৬১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪১৯৪, আল আদাবুল মুফরাদ ১৩১৫।

[৬৩৩] সানাদ হসান : তিরমিযী ৩৬৩৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৫৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৮০৪, শু'আবুল ঈমান ১৪১৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : أَجْرَدُ (وَالْكَتَدِ أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ) বলা হয় যার শরীরে চুল নেই। আর নাবী ﷺ এরূপ ছিলেন না। বরং নাবী ﷺ-এর শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুল ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٩٢ -[١٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيبِ عَرْفِهِ أَوْ قَالَ: مِنْ رِيحِ عَرَقِهِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৭৯২-[১৭] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ যে পথ দিয়ে চলে যেতেন, পরে কেউ সে পথে গেলে সে সহজে বুঝতে পারত যে, নাবী ﷺ উক্ত পথে গমন করেছেন। আর তা তাঁর গায়ের সুগন্ধির কারণে অথবা (রাবী বলেছেন) তাঁর ঘামের সুগন্ধির কারণে। (দারিমী)[৬৩৪]

ব্যাখ্যা : (مِنْ طِيبِ عَرْفِهِ) শব্দের অর্থ গন্ধ, তা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ উভয়ের যে কোন একটি হতে পারে। কিন্তু এ শব্দটি অধিকাংশ সময় সুগন্ধের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ যে পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন সে পথের বাতাস রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর কিংবা ঘামের সুঘ্রাণে সৌরভময় হয়ে পুরো পথ সুঘ্রাণ হয়ে যেত। অতএব যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গমনের পরে উক্ত পথ অতিক্রম করত সে বিশেষ সুগন্ধি দ্বারা বুঝতে পারত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত পথ অতিক্রম করেছেন। আর এ সুগন্ধি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর হতে ছড়াত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরে কিংবা কাপড়ে লাগানো কোন অতিরিক্ত সুগন্ধি হতে নয়।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সুগন্ধি নির্দিষ্ট ছিল। অন্যান্য নাবী রসূলদের জন্য তা ছিল না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٩٣ -[١٨] وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: صِفِي لَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৭৯৩-[১৮] আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্মার ইবনু ইয়াসির رحمه الله হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুবায়্যি' বিনতু মু'আব্বিয ইবনু 'আফরা' رضي الله عنها-কে বললাম, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন। উত্তরে তিনি বললেন, হে বৎস! যদি তাঁকে তুমি দেখতে, তাহলে তোমার এমনই ধারণা করতে যে, সূর্য উদিত হয়েছে। (দারিমী)[৬৩৫]

٥٧٩٤ -[١٩] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

---

[৬৩৪] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সানাদে ইসহাক্ব ইবনুল ফায্‌ল ইবনু 'আবদুর রহমান আল হাশিমী-এর জীবনী আমি পাইনি। ইবনু আবূ হাতিম ৭/৭২২৭ নং-এ তার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৭৬, দারিমী ৬৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৩৭।

[৬৩৫] সানাদ য'ঈফ : সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মূসা আত্ তায়মী আল মাদানী সত্যবাদী তবে অনেক ভুল করত; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৭৬, দারিমী ৬০, শু'আবুল ঈমান ১৪২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০১৫৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৪৫৮।

Scanned by CamScanner

৫৭৯৪-[১৯] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি চাঁদনি রাতে নাবী (ﷺ)-কে দেখলাম। অতঃপর একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দিকে তাকাতাম আর একবার চাঁদের দিকে। সে সময় তিনি (ﷺ) লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁকে আমার কাছে চাঁদের তুলনায় অধিকতর সুন্দর মনে হলো। (তিরমিযী ও দারিমী)[৬৩৬]

ব্যাখ্যা : চাঁদনী রাত ছিল। যে রাতে আকাশে মেঘের কোন চিহ্ন ছিল না। সে রাতে আমি তুলনা করতে চাইলাম যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারা অধিক সুন্দর, না আকাশের চাঁদ অধিক সুন্দর। আমি বারবার আকাশে ও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারার দিকে তাকালাম আমার নিকট এটাই পরিষ্কার হলো যে, চাঁদের চেয়েও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারা অধিক সুন্দর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٩٥ -[٢٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِيْ عَلٰى وَجْهِهٖ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِيْ مَشْيِهٖ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوٰى لَهٗ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهٗ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৯৫-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে সুন্দর কোন জিনিস আমি কক্ষনো দেখতে পাইনি, মনে হত জমিন যেন তাঁর জন্য ছোট হয়ে আসত। আমরা তাঁর সাথে সাথে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলতাম। অথচ তিনি (ﷺ) স্বাভাবিক নিয়মে চলতেন। (তিরমিযী)[৬৩৭]

ব্যাখ্যা : (الشَّمْسَ تَجْرِيْ عَلٰى وَجْهِهٖ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন আকাশে সূর্যের গতির সাথে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারার সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। রসূলের চেহারায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে। এ অর্থে কবি বর্ণনা করেছেন।

«يَزِيدُكَ وَجْهُهٗ حُسْنًا ... إِذَا مَا زِدْتَهٗ نَظَرًا» তাঁর চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় যখন আমি তার দিকে তাকাই।

«وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِيْ مَشْيِهٖ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» এ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে পথ অতিক্রম করতাম, তখন আমাদের চলার গতি বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করলেও সর্বদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের থেকে হেঁটে এগিয়ে থাকতেন, আমরা কখনই তাঁর আগে হেঁটে যেতে পারতাম না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) চলার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন।

«الْإِجْهَادُ أَوِ الْجَهْدِ» বলা হয় কোন জিনিসের উপর বহন করা যা তার সাধ্যের অতিরিক্ত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٩٦ -[٢١] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ فِيْ سَاقَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ: أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৭৯৬-[২১] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পায়ের উভয় গোড়ালি হালকা-পাতলা। তিনি (ﷺ) মৃদু হাসি ছাড়া হাসতেন না। আর আমি যখনই তাঁর দিকে তাকাতাম,

---

[৬৩৬] য'ঈফ : তিরমিযী ২৮১১, দারিমী ৫৭, আশ্'আস ইবনু সিওয়ার য'ঈফ; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৯৬৪০।

[৬৩৭] য'ঈফ : ইবনু লাহী'আহ্ য'ঈফ, তিরমিযী ৩৬৪৮, য'ঈফাহ্ ৪২১৩।

Scanned by CamScanner

তখন আমি মনে মনে বলতাম, তিনি (ﷺ) চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তখন তিনি (ﷺ) সুরমা ব্যবহার করেননি। (তিরমিযী)[৬৩৮]

ব্যাখ্যা : হাসি তিন প্রকার। এর ভিতর মৃদু হাসি বা মুচকি হাসি উত্তম। সুনান তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি ব্যতীত হাসতেন না। এ মর্মে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ "অতঃপর তার কথা শুনে মুচকি হাসি হাসলেন"- (সূরাহ্ আন্ নাম্‌ল ২৭ : ১৯)। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٩٧ - [٢٢] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৭৯৭-[২২] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সামনের দাঁত দু'টির মাঝে কিছুটা ফাঁক ছিল। যখন তিনি (ﷺ) কথাবার্তা বলতেন, তখন মনে হত যেন দু' দাঁতের মাঝ দিয়ে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। (দারিমী)[৬৩৯]

ব্যাখ্যা : ثَنَايَا (أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ) বলা হয় মুখের সামনের, উপরের ও নীচের পাটিতে যে দু'টি চ্যাপ্টা দাঁত রয়েছে। অনুরূপভাবে এ দু'টি দাঁতের ডানে ও বামে যে দু' দু'টি দাঁত রয়েছে তাকে رَبَاعِيَاتِ বলা হয়। অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁতের মাঝে ফাঁকা ছিল সামান্যতম পরিমাণ।

অন্য কোন কোন হাদীস হতে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সানায়া দাঁতের মাঝে ফাঁকা ছিল না।

(إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ) যখন তিনি (ﷺ) কথা বলতেন, তখন তাঁর থেকে আলো বের হত। এর দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (১ম কারণ) «وَجْهُهُ الْبَيَانُ» এর সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডলের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। (২য় কারণ) এখানে সাদৃশ্য দেয়া হয়নি। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযাহ্ বর্ণনা করা হয়েছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٧٩٨ - [٢٣] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৭৯৮-[২৩] কা'ব ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন ব্যাপারে আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা আলোময় হয়ে উঠত। মনে হত যেন তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের টুকরা। বস্তুত আমরা সকলেই তা অনুভব করতে পারতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪০]

---

[৬৩৮] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৪৫, য'ঈফুল জামি' ৪৪৭৪, হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত মুদাল্লিস, আর সে 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬৬৭৫, আবূ ইয়া'লা ৭৪৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৯২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪১৯৬।

[৬৩৯] খুবই য'ঈফ : 'আবদুল 'আযীয ইবনু আবূ সাবিত আয্ যুহরী মাতরূক; দারিমী ৫৮, য'ঈফাহ্ ৪২২০, য'ঈফুল জামি' ৪৪৬৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭০০৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১২৩২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৪৮৩।

Scanned by CamScanner

٥٧٩٩ -[٢٤] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَوَجَدَ أَبَاهُ عِنْدَ رَأْسِهِ يَقْرَأُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا يَهُودِيُّ أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ نَعْتِي وَصِفَتِي وَمَخْرَجِي؟». قَالَ: لَا. قَالَ الْفَتَى: بَلَى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَجِدُ لَكَ فِي التَّوْرَاةِ نَعْتِيَ وَصِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «أَقِيمُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَلُوا أَخَاكُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৫৭৯৯-[২৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী বালক নাবী ﷺ-এর সেবা করত। এক সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন নাবী ﷺ তার সেবার জন্য কাছে গেলেন, তখন তিনি তার পিতাকে তার মাথার কাছে বসে তাওরাত পাঠরত অবস্থায় পেলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে ইয়াহূদী! আমি তোমাকে সেই আল্লাহ তা'আলার শপথ দিয়ে প্রশ্ন করছি, যিনি মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর ওপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তুমি কি তাওরাত কিতাবে আমার পরিচিতি, আমার গুণাবলি এবং আমার আগমন ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু পেয়েছ? সে বলল, না। তখন বালকটি প্রতিবাদ করে বলল, হ্যাঁ আছে– আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আমরা তাওরাত কিতাবে আপনার পরিচিতি, গুণাবলি ও আপনার আগমন ইত্যাদি সম্পর্কীয় বর্ণনা পেয়েছি। 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল।' তখন নাবী ﷺ তাঁর সাথিদেরকে বললেন, এই লোকটিকে (বালকটির পিতা ইয়াহূদীকে) তার মাথার নিকট হতে উঠিয়ে দাও এবং তোমাদের (নওমুসলিম) ভাইটির যাবতীয় তত্ত্বাবধান তোমরাই কর। (বায়হাক্বী'র "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্" গ্রন্থে)[৬৪১]

ব্যাখ্যা : (نَعْتِي)দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্ত্বাগত ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলি।

আর (صِفَتِي) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, বাহ্যিক কার্যাবলী, অবস্থাসমূহের গুণাবলি।

যদিও صِفَتِي ও نَعْتِي এর শাব্দিক অর্থ একই।

(مَخْرَجِي) বের হওয়ার স্থান অথবা জন্মের সময় বুঝানো হয়েছে অথবা নুবুওয়্যাত ও রিসালাত পাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বুঝানো হয়েছে অথবা মাক্কাহ্ হতে মাদীনায় হিজরত করে চলে আসার কথা বুঝানো হয়েছে।

«أَقِيمُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَلُوا أَخَاكُمْ» সহাবীগণকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা এই বালকের দায়িত্ব নিবে। রসূলের এই আদেশ ছিল ঐ এলাকার গভর্নর বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলের জন্য। এই বালকের মৃত্যুর পর তার কাফন, দাফন ও ইসলামের অন্যান্য বিধানাবলী সকল বিধান পালন করার জন্য উপস্থিত সহাবীগণকে বলেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٠٠ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

---

[৬৪০] সহীহ : বুখারী ৩৫৫৬, মুসলিম ৫৩-(২৭৬৯), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৯২৪, সহীহুল জামি' ৪৭৩৯।

[৬৪১] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি সানাদ পাইনি, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২৭৮ পৃ.; বায়হাক্বী'র দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ ৬/২৭২।

Scanned by CamScanner

৫৮০০-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ নাবী সাঃ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন : নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলার পাঠানো অনুগ্রহ। (দারিমী, আর বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬৪২]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা আমাকে জগদ্বাসীর পথ নির্দেশ, হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবে, সে সফলতা ও কামিয়াবী অর্জন করে নাজাত পাবে। আর যে তা গ্রহণ করবে না, সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়ে বলেছেন : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমাতস্বরূপই প্রেরণ করেছি"– (সূরাহ্ আল আম্বিয়া- ২১ : ১০৭)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٣) بَابٌ فِيْ أَخْلَاقِهٖ وَشَمَائِلِهٖ ﷺ

অধ্যায়-৩ : রসূলুল্লাহ সাঃ-এর স্বভাব-চরিত্রের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨٠١ ـ[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِيْ: أُفٍّ وَلَا: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلَا: أَلَّا صَنَعْتَ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮০১-[২৬] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একাধারে দশ বছর নাবী সাঃ-এর সেবা করেছি। কিন্তু তিনি কোন দিন 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত আমাকে বলেননি। এমনকি এ কাজটি কেন করেছ আর এটা কেন করনি? এমন কথাও কোন দিন বলেননি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪৩]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিম-এর এক বর্ণনায় ৯ বছরের কথাও এসেছে। অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আনাস রাঃ রসূলুল্লাহ সাঃ-এর খিদমাত করার প্রতি কত বেশি মনোযোগী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে রসূলুল্লাহ সাঃ-এর খিদমাত করতেন, যে কারণে রসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর প্রতি খুশি ছিলেন। আর তাকে কখনও তিনি ধমক দেননি বা তাঁর প্রতি তিনি কখনও বিরক্ত হননি। মূলত হাদীসটিতে আনাস রাঃ-এর প্রশংশা ফুটে উঠেছে। এ হাদীসে খিদমাতের আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। একজন ছাত্র কিভাবে তাঁর শিক্ষককে সম্মান জানাবে, সম্মানিত ব্যক্তিকে কিভাবে সম্মান করতে হবে তা অত্র হাদীসে ফুটে উঠেছে। হাদীসটি দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, নাবী সাঃ-এর চরিত্র কত সুন্দর ছিল। তিনি কোনদিন কারো প্রতি যুল্ম করেননি। তাঁর আচরণে কেউ যেন মনে কষ্ট না পায় সেদিকে তিনি (সাঃ) খুবই খেয়াল রাখতেন। (সম্পাদকীয়)

---

[৬৪২] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ১৪০৪, দারিমী ১৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৯০, সহীহুল জামি' ২৩৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭৮২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০০।

[৬৪৩] সহীহ : বুখারী ১৩৬১, মুসলিম ১৩-(৮৯৮), আবূ দাউদ ৫১০০, নাসায়ী ২০৬৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১২২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ২০৮৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬১৭৯, মুসনাদে বায্‌যার ২৮০৯, আবূ ইয়া'লা ৩৪০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৮৩৭, দারিমী ৬২, দারাকুত্বনী ৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৮৬, আল আদাবুল মুফরাদ ১৬৪।

Scanned by CamScanner

٥٨٠٢ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجْتُ حَتّٰى أَمُرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ: «يَا أُنَيْسُ ذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮০২-[২৭] উক্ত রাবী (আনাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ। একদিন তিনি (ﷺ) কোন এক কাজে আমাকে পাঠাতে চাইলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি যাব না। কিন্তু আমার মনের মাঝে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছেন, আমি সে কাজে অবশ্যই যাব। অতঃপর আমি বের হয়ে এমন কিছু বালকদের কাছে এসে পৌছলাম যারা বাজারের মধ্যে খেলাধুলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ গিয়ে পিছন হতে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তখন তিনি (ﷺ) স্নেহের সুরে বললেন, হে উনায়স! যে কাজের জন্য আমি তোমাকে আদেশ করেছিলাম সেখানে কি তুমি গিয়েছিলে? উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এই তো আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। (মুসলিম)[৬৪৪]

ব্যাখ্যা : আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাত করার সময় তাঁর বয়স অল্প ছিল। তাই তিনি মৌখিকভাবে বলেন, আল্লাহর কৃসম! আমি এখন এ কাজটি করতে পারবো না, তিনি পরে করার ইচ্ছা রাখেন। আর এ কথা বুঝা যায় তাঁর কথা থেকে তা হলো "আর আমার মনে আছে" আমি যাব যে কাজের জন্য নাবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পালন করার জন্য।

أُنَيْس শব্দটি أَنَس শব্দের তাসগীর বা ক্ষুদ্রত্ববাচক। রসূলুল্লাহ ﷺ আনাস (রাঃ)-কে তাঁর আসল নামে সম্ভোধন না করে এর পরিবর্তে এ নামের তাসগীর-এর মাধ্যমে সম্বোধন করেছেন, যা তাঁর জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٠٣ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ جَبْذَةً شَدِيدَةً وَرَجَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِيِّ حَتّٰى نَظَرْتُ إِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮০৩-[৩] উক্ত রাবী (আনাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর দেহে ছিল মোটা পাড়ের একখানা নাজরানী চাদর, বেদুঈন চাদর ধরে জোরে টান দিল। টানের চোটে নাবী ﷺ উক্ত বেদুইনের বক্ষের কাছে এসে পড়লেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, সে জোরে টানার কারণে তাঁর কাঁধে চাদরের ডোরার ছাপ পড়ে গেছে। অতঃপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলার যে সকল ধন-সম্পদ তোমার কাছে

---

[৬৪৪] সহীহ : মুসলিম ৫৪-(২৩১০), আবূ দাঊদ ৪৭৭৩, তিরমিযী ২০১৫, আশ্ শামায়িলুন্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ ২৯৬।

Scanned by CamScanner

আছে, তা হতে আমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দাও। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। এরপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দান করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস হতে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, জাহিলদের মুকাবালা না করে তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়া ভালো। আর মন্দ কাজকে ভালো কাজ দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা হচ্ছে তাদেরকে দান করা। কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যে তার শাস্তি সম্পর্কে অবহিত নয় তাকে ক্ষমা করে দেয়া। (শারহুন্ নাবাবী হা. ১৩০/১৩১)

٥٨٠٤ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ هُوَ يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا» وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ وَفِي عُنُقِهِ سَيْفٌ. فَقَالَ: «لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮০৪-[৪] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের মাঝে সকলের চেয়ে সুন্দরতম, সর্বাপেক্ষা দানশীল এবং সকলের চেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন। একরাত্রে মাদীনাবাসী (কোন শব্দ শুনে) ভীষণ ভয় পেয়েছিল। এতে লোকজন সেই আওয়াজের দিকে ছুটে চলল, তখন নাবী ﷺ-কে তাদের সামনে পেল। সকলের আগে তিনি (ﷺ) সেই আওয়াজের দিকে পৌছে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি (ﷺ) বলতে লাগলেন, তোমরা ভয় করো না, তোমরা ভয় করো না। তখন তিনি (ﷺ) আবূ ত্বলহাহ্ رضي الله عنه-এর একটি ঘোড়ার খালি পিঠে জিন-পোষ ছাড়াই আরোহণ করেছিলেন। ঝুলছিল তাঁর গলায় একখানা তলোয়ার। এরপর তিনি (ﷺ) বললেন, আমি এ ঘোড়াটিকে দরিয়ার মতো পেয়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ সকলের চেয়ে সুন্দরতম ছিলেন অর্থাৎ সৃষ্টির ও চরিত্রের দিক থেকে, আকৃতির দিক থেকে ও জীবনীর দিক থেকে, বংশমর্যাদার দিক থেকে ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে, জীবনযাপনের দিক থেকে ও সাথি হওয়ার দিক থেকে। তিনি দানশীলতার দিক থেকেও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। "আর তিনি ছিলেন সবচেয়ে বীর পুরুষ" অর্থাৎ তিনি শক্তি ও হৃদয়ের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন-

﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৮৪)। অর্থাৎ মু'মিনদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। এ কারণেই তিনি (ﷺ) খচ্চরের উপর আরোহণ করেন। আর তাঁর সাথে কেউ আক্রমণ করেনি। তিনি (ﷺ) একাই সেখানে গিয়েছিলেন। আর ফিরে এসে তার সহাবীদেরকে এ সংবাদ প্রদান করেন যে, সেখানে ভীতিকর কিছু ঘটেনি। আমি সেখান থেকে মাত্র আসলাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৪৫] সহীহ : বুখারী ৩১৪৯, মুসলিম ১২৮-(১০৫৭)।

[৬৪৬] সহীহ : বুখারী ৩০৪০, মুসলিম ৪৮-(২৩০৭), তিরমিযী ১৬৮৭, মুসনাদে আহমাদ ১২৫১৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৩৪১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০৯০৪।

Scanned by CamScanner

٥٨٠٥ - [٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮০৫-[৫] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে, তিনি কখনো না বলেননি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪৭]

ব্যাখ্যা : কেউ কোন কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে দিতেন, অথবা অন্য কোনভাবে তাকে বুঝিয়ে তার জন্য দু'আ করতেন অথবা তাকে দেয়ার জন্য অঙ্গীকার করতেন। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন- ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ "আর যদি তুমি তাদের থেকে বিমুখ থাকতেই চাও তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমাতের প্রত্যাশায় যা তুমি চাচ্ছ, তাহলে তাদের সাথে নম্র সহজ কথা বলবে।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৮)

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) 'আল আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আনাস رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তাঁর কাছে যেই চাওয়ার জন্য আসত তিনি তাকে দেয়ার অঙ্গীকার করতেন। আর তার কাছে তা থাকলে তাকে পরিপূর্ণভাবে তা দিয়ে দিতেন। আর তিনি বলতেন, হে বিলাল! তুমি দান করো। আর এ ব্যাপারটা কথিত আছে যে, বিলাল! তুমি 'আর্‌শের মালিকের কাছে নিঃস্ব হওয়ার ভয় করো না। আনাস رضي الله عنه থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন- 'কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে কোন কিছু চাইলে তিনি (ﷺ) তাকে দিতেন না হলে চুপ থাকতেন।' (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٠٦ - [٦] وَعَنْ أَنَسٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِيْ عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮০৬-[৬] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। এক লোক নাবী ﷺ-এর কাছে এতগুলো বকরি চাইল, যাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তিনি (ﷺ) তাকে সে পরিমাণ বকরিই দিয়ে দিলেন। অতঃপর লোকটি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকসকল! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা মুহাম্মাদ ﷺ এত বেশি পরিমাণে দান করেন যে, তিনি অভাবকে ভয় করেন না। (মুসলিম)[৬৪৮]

ব্যাখ্যা : যখন লোকটি এত ছাগল চাইল যাতে দুই পাহাড়ের মাঝের নিম্নভূমি ভরে যায়, তারপরও নাবী ﷺ তাকে তার চাওয়া পরিমাণ দিলেন। এতে লোকটি আশ্চর্যান্বিত হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দান ও তার দুনিয়াবিমুখতা লক্ষ করে। তাই সে তার জাতির কাছে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম ক্ববূল কর, কারণ ইসলাম তোমাদেরকে সুন্দর চরিত্র শিক্ষা দিবে। আর তোমরা যদি ইসলাম ক্ববূল কর তবে মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদেরকে এমন দান করবেন যার পর তোমরা আর দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করবে না। এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দান করার হিকমাত হলো সাধারণত মানুষ দারিদ্র্যতার ভয় করে। আর শায়ত্বন মানুষকে দারিদ্র্যতার ভয় দেখায়। সূরাহ্ আল বাক্বারার ২৬৮ নং আয়াতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন, শায়ত্বন তোমাদেরকে দারিদ্র্যতার ভয় দেখায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৪৭] সহীহ : বুখারী ৬০৩৪, মুসলিম ৫৬-(২৩১১), মুসনাদে আহমাদ ১৪৩৩৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৮১০, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১০৮১, মুসনাদুল হুমায়দী ১২২৮, আবূ ইয়া'লা ২০০১, দারিমী ৭০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫৮৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৭৭।

[৬৪৮] সহীহ : মুসলিম ৫৭-(২৩১২), মুসনাদে আহমাদ ১২৮১৩, আবূ ইয়া'লা ৩৩০২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৭৩, শু'আবুল ঈমান ১৬৪১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৫৬৬।

Scanned by CamScanner

٥٨٠٧ -[٧] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عَدَدَ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮০৭-[৭] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুনায়নের যুদ্ধ হতে ফিরার সময় তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সফর করছিলেন। এক সময় পথে কিছু সংখ্যক গ্রাম্য 'আরব বেদুঈন তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য 'আবদার করতে থাকল। পরিশেষে তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের নীচে যেতে বাধ্য করল। এমনকি তার কাঁটা হতে চাদরখানা ছাড়িয়ে দাও। যদি এখন আমার কাছে এ কাঁটা-গাছগুলোর সমসংখ্যক উট ও দুম্বা থাকত, তাহলে আমি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। এরপর তোমরা বুঝতে পারতে যে, আমি কৃপণ বৈশিষ্ট্যের নই, মিথ্যাবাদী নই এবং কাপুরুষও নই। (বুখারী)[৬৪৯]

ব্যাখ্যা : যখন তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তার গায়ের চাদরটি বাবলা গাছের সাথে জড়িয়ে গেলে তিনি তা ছাড়িয়ে তার কাছে দেয়ার জন্য সহযোগিতা চাইলেন। আর বললেন, যদি আমার কাছে এই গাছের কাঁটা-গাছগুলোর সমপরিমাণ উট ও ছাগল বিশেষ করে উট থাকত তবে আমি তা তোমাদেরকে দিয়ে দিতাম। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা মহান আল্লাহর বাণীর দিকে ফিরে, তা হলো- মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ "চতুষ্পদ জন্তু হতে আট প্রকারের"– (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৬)। এখানে আট প্রকারের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল। আর এদের প্রত্যেক প্রকারের নারী ও পুরুষ।

(ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا) অর্থাৎ তোমরা আমাকে দানের ক্ষেত্রে কৃপণ পেতে না। আর তোমরা দেখতে পেতে যে অঙ্গীকার পূরণে আমার স্বভাব কেমন। আর কেমন আমার ভরসা আসমান জমিনের রবের প্রতি।

(وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا) মুযহার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ যখন তোমরা আমাকে কোন ঘটনাস্থলে পরীক্ষা করবে তখন আমার মাঝে কোন খারাপ স্বভাব পাবে না। আর এখান থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি পরিচয় হতে অজ্ঞাত, তার কাছে নিজের উত্তম গুণাবলি ও সঠিক পরিচিতি প্রকাশ করা শুধু বৈধ নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষ অপরিহার্য। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ঐ দান করতে বাধ্য নই বরং আমি তা খুশি মনে প্রদান করি। আর আমি কোন মিথ্যা কথা তোমাদেরকে বলি না অর্থাৎ তোমাদেরকে কোন জিনিস দিতে চেয়ে দেব না; এমনি আমি করি না। আর আমি কাপুরুষ নই যে, কাউকে ভয় পাব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٠٨ -[٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يَأْتُونَ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَرُبَمَا جَاؤُوهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮০৮-[৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে অবসর হতেন, তখন মাদীনাবাসীদের সেবকরা (দাস-দাসী) পানি ভরা পাত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হত। তিনি (ﷺ) তাদের আনিত যে কোন পাত্রে স্বীয় হাত ডুবিয়ে দিতেন। তারা কখনো কখনো শীতকালে ভোরে আসত, তখনো তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। (মুসলিম)[৬৫০]

---

[৬৪৯] সহীহ : বুখারী ২৮২১, মুসনাদে আহমাদ ১২৪২৪, আবূ ইয়া'লা ৭৪০৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৩১।
[৬৫০] সহীহ : মুসলিম ৭৪-(২৩২৪), মুসনাদে আহমাদ ১২৪২৪, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১২৭৪, শু'আবুল ঈমান ১৪২৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফাজ্‌রের সলাত শেষ করতেন তখন মাদীনার দাস-দাসীরা তাদের পানির পাত্র নিয়ে আসত। অর্থাৎ তারা এ কাজ করত বারাকাতের আশায়, বৃদ্ধি পাওয়ার আশায়, আরোগ্য লাভের আশায় ও রোগ মুক্তির আশায়। তারা পানির পাত্র আনলে তিনি (ﷺ) তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ও তাদেরকে খুশি করার জন্য। কখনো কখনো তারা শীতকালেও খুব সকালে চলে আসত। তারপরও নাবী ﷺ তাদের পাত্রে হাত ডুবিয়ে দিতেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মানুষকে খুশি করার জন্য নিজের কষ্টকে সহ্য করতেন। বিশেষ করে দাস-দাসী ও খাদিমদেরকে খুশি করার জন্য। তাদের পাত্রসমূহে তাঁর হাত মুবারক প্রবেশ করাকে তারা বারাকাত লাভের মাধ্যম মনে করত। এখান থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি দুর্বলদের প্রতি কেমন সদয় ছিলেন। তাদের প্রতি কত দয়াশীল ছিলেন। ইবনু আসাকির-এর বর্ণনায় এসেছে, আনাস রাঃ বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি দয়াশীল ছিলেন ছোটদের ও দুর্বলদের প্রতি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি (ﷺ) খাদিমদের বলতেন, তোমার কোন কিছু দরকার আছে কি? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٠٩ ـ [٩] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمَةٌ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهٖ حَيْثُ شَاءَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮০৯-[৯] উক্ত বর্ণনাকারী (আনাস রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাবাসীদের বাঁদিদের মধ্যে এমন একটি বাঁদি ছিল, যে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে যেথায় ইচ্ছা সেথায় নিয়ে যেত। (বুখারী)[৬৫১]

ব্যাখ্যা : বলা হয়ে থাকে, এখানে হাত ধরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার সংস্পর্শে থাকতেন, তা হলো- তার সাথে তার বন্ধুত্ব। "সে তার সাথে যেখানে ইচ্ছা যেত" অর্থাৎ যখন নাবী ﷺ মাদীনার বাইরে যেতেন সেও মাদীনার বাইরে যেতেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টির প্রতি নাবী ﷺ-এর দয়া ও সহানুভূতি কত বেশি ছিল। তিনি (ﷺ) সকলের প্রতি ইনসাফ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨١٠ ـ [١٠] وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيْ عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِيْ أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتّٰى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ» فَخَلَا مَعَهَا فِيْ بَعْضِ الطُّرُقِ حَتّٰى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮১০-[১০] উক্ত বর্ণনাকারী (আনাস রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন এমন একটি মহিলা– যার মাথায় কিছুটা সমস্যা ছিল, সে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথে আমার একটু প্রয়োজন আছে। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, হে অমুকের মা! যে গলিতেই তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমি তোমার কাজের জন্য সেথায় যেতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর রসূল ﷺ মহিলাটির সাথে কোন এক পথে পার্শ্বে নিরালায় কথাবার্তা বললেন, এমনকি সে তার প্রয়োজন সমাধা করে চলে গেল। (মুসলিম)[৬৫২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম চরিত্রের প্রমাণ বহনকারী। যখন হালকা বুদ্ধির মহিলাটি এসে নাবী ﷺ-এর সাথে নির্জনে কথা বলতে চাইল তখন নাবী ﷺ তাকে বললেন, ঠিক আছে!

---

[৬৫১] সহীহ : বুখারী ৬০৭২, মুসনাদে আহমাদ ১৮৩৪০।
[৬৫২] সহীহ : মুসলিম ৭৬-(২৩২৬)।

Scanned by CamScanner

তুমি চিন্তা করে বল কোন জায়গায় তুমি তোমার কথা বললে তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে। তখন সে মহিলা তাকে কোন গলি পথের দিকে নিয়ে গেল। এখানে এসে নাবী ﷺ তার সাথে দাঁড়িয়ে কথা শুনলেন আর তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আর এখান থেকে বুঝা যায় যে, কোন মহিলার সাথে কোন ঘরে নির্জনতা অবলম্বন করা আর কোন গলি রাস্তায় নির্জনতা অবলম্বন করা একই বিষয় নয়। আর এটারও সম্ভাবনা আছে যে, সুন্দর আদব পর্যবেক্ষণের জন্য সেখান থেকে দূরে কিছু সহাবী দাঁড়িয়ে ছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨١١ -[١١] وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: «مَا لَهٗ تَرِبَ جَبِيْنُهٗ؟». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮১১-[১১] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আশালীন বাক্য উচ্চারণকারী, লা'নাতকারী এবং গালিগালাজকারী ছিলেন না। তিনি (ﷺ) যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন, তখন কেবল এতটুকুই বলতেন যে, 'তার কি হলো? তার ললাট ভূলুণ্ঠিত, ধূলিময় হোক।' (বুখারী)[৬৫৩]

ব্যাখ্যা : তিনি লা'নাতকারী ও গালি-গালাজকারী ছিলেন না। অর্থাৎ এ দু'টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ দু'টিকে অস্বীকার করা। সকল ধরনের অশালীন বাক্য এর অন্তর্ভুক্ত। এতে কেবল বেশি বেশি করাকে নিষেধ করা হয়নি। বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে বেশি বেশিকে মনে হয় নিষেধ করা হয়েছে আর কমকে নিষেধ করা হয়নি। বিষয়টি তা নয়। উদ্দেশ্য হলো সব অশালীন বাক্য নিষিদ্ধ হওয়া যা তার শেষ দিকটা লক্ষ করলে বুঝা যায়। মহান আল্লাহর বাণী- ﴿وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ﴾ "আর আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি যুল্‌মকারী নন"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৮২)।

এখানে যেমন আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি সামান্য পরিমাণেও যুল্‌মকারী নন। ঠিক তেমনিভাবে নাবী ﷺ-ও অশালীন বাক্য ব্যবহারকারী ছিলেন না। কোন কাফির বা ফাসিক্ব বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তি লা'নাত বা তিরষ্কারের উপযুক্ত না হলে তিনি (ﷺ) কখনও কাউকে লা'নাত বা তিরষ্কার করেননি। আর এটা বুঝা যায়, বর্ণনাকারীর শেষের বাক্যটির দ্বারা যখন তিনি কারো প্রতি রাগান্বিত হলে বলতেন। আর تَرِبَ جَبِيْنُهٗ এটা 'আরবদের কথার একটি বাগধারার মতো। এটা দ্বারা কাউকে লা'নাত বা বদ্‌দু'আর জন্য ব্যবহৃত হয় না। এটা দু'আর জন্য ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ- তোমার চেহারা আল্লাহর জন্য সাজদায় নত হোক।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨١٢ -[١٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: «إِنِّيْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮১২-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে) প্রস্তাব করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কাফির মুশরিকদের ওপর অভিসম্পাত করুন। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি, বরং আমাকে রহমাতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। (মুসলিম)[৬৫৪]

---

[৬৫৩] সহীহ : বুখারী ৬০৩১, মুসনাদে আহমাদ ১২২৯৬, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৩৩৩, সহীহুল জামি' ৫০০১।
[৬৫৪] সহীহ : মুসলিম ৮৭-(২৫৯৯), সহীহুল জামি' ২৫০১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৪৪, আবূ ইয়া'লা ৬১৭৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৭৫৫, আল আদাবুল মুফরাদ ৩২১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বলা হয়েছে আমাকে অভিশাপকারী হিসাবে পাঠানো হয়নি। অর্থাৎ যদিও তা কোন নির্দিষ্ট কাফির দলের বিরুদ্ধেও হোক না কেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ "এ বিষয়ে তোমার কোন অধিকার নেই- হয়তো তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তিনি তাদেরকে 'আযাব দেবেন"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১২৮)। আরো বলা হয়েছে, "আমাকে রহমাতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে"। অর্থাৎ মানুষের জন্য সাধারণভাবে আর মু'মিনদের জন্য বিশেষভাবে। তাকে দয়ালু গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ "আর আমরা আপনাকে পৃথিবীবাসীর জন্য রহমাতস্বরূপ পাঠিয়েছি"– (সূরাহ্ আল আম্বিয়া- ২১ : ১০৭)। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি মু'মিনদের জন্য বাহ্যিকভাবে রহমাতস্বরূপ। আর কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে শাস্তি বন্ধের কারণস্বরূপ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "আপনি তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন না"– (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৩৩)। বরং নাবী ﷺ-এর আগমনের বারাকাতে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত কোন 'আযাবে উম্মাত সমূলে ধ্বংস হবে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি মানুষকে আল্লাহর ও তাঁর রহমাতের নিকটবর্তী করার জন্য। তাদেরকে আল্লাহর রহমাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য আমি প্রেরিত হয়নি। অভিশাপকেই তো নিষেধ করা হলো তাহলে অধিক অভিশাপ করবেন কিভাবে? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨١٣ -[١٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮১৩-[১৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কোন কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারায় আমরা তার পরিচয় পেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষাংশের অর্থ হলো, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এমন কোন বিষয় ঘটে যা স্বভাবগতভাবে অপছন্দনীয় কিংবা শারী'আত পরিপন্থী হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেজাজবিরোধী হয় তাহলে উক্ত অপচ্ছনীয়তার প্রভাবে চেহারায় তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হয়ে যেত আর আমরা সে পরিবর্তন লক্ষ করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপছন্দনীয়তা সম্পর্কে অবগত হয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করতাম, ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা হতে অপছন্দনীয়তার প্রভাব বিলুপ্ত হত এবং এরূপ মনে হত যেন তিনি একেবারে রাগই করেননি। কিন্তু এ ব্যাপারটি ঐ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হত যখন মেজাজবিরোধী ব্যাপারটির সম্পর্কে কোন স্বভাবগত বিষয় হত কিংবা কোন এমন শার'ঈ বিষয় হত যাতে লিপ্ত হওয়া হারাম ও নাজায়িয নয়; বরং মাকরূহ হত।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে মেজাজবিরোধী বিষয় ঘটত অধিক লজ্জার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ তার বিরুদ্ধে অপছন্দনীয়তার প্রকাশ মুখ দ্বারা করতেন না; বরং তাঁর প্রভাব রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় প্রকাশ পেত। অতএব সহাবায়ি কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁর অপছন্দনীয়তা এ অসন্তুষ্টি জানতে পারতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৫৫] সহীহ : বুখারী ৩৫৬২, মুসলিম ৬৭-(২৩২০), মুসনাদে আহমাদ ১১৭০১, সহীহুল জামি' ৪৭৯৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৫৩৪৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৯৭৮, আবূ ইয়া'লা ৯৯১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩০৬, শু'আবুল ঈমান ৭৭৩১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৯১৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩০৬, আল আদাবুল মুফরাদ ৪৬৭।

Scanned by CamScanner

এ হাদীসের মাধ্যমে কেবল লজ্জা-শরমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় না; বরং এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, এ গুণটি নিজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্জন করা উচিত যাতে করে শার'ঈ ও মানবীয় কোন বিধান পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় এবং কোন প্রকারের ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা না হয়।

(মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৫২)

٥٨١٤ -[١٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮১৪-[১৪] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে কখনো মুখ খুলে দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর কণ্ঠতালু অবধি দেখা যায়; বরং তিনি মুচকি হাসতেন। (বুখারী)[৬৫৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যায় 'উলামাগণ বলেছেন, মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর কথার অর্থ হলো আমি তাকে সম্পূর্ণ মুখ হা করে হাসতে দেখিনি। বরং তিনি (ﷺ) মুচকি হাসি দিতেন। যে হাসিটা অধিক হত না। মুখের কিছু অংশ দিয়ে হাসতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨١٥ -[١٥] وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮১৫-[১৫] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অনবরত কথাবার্তা বলতেন না, যেরূপ তোমরা অনবরত বলতে থাক। বরং তিনি (ﷺ) যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা বলতেন, এমনকি যদি কোন লোক তা গুণতে চাইতে, তবে তা গনতে পারত। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ একটা বলার সাথে সাথেই আরেকটা কথা বলতেন না, তথা অনর্গল কথা বলতেন না। তোমরা যেমন লাগাতার বা অনর্গল কথা বল তেমন তিনি (ﷺ) বলতেন না; বরং স্পষ্টভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কথা বলতেন। যেমনটি স্পষ্টভাবে সকলে কথা বুঝতে পারে। তার কথা এতই স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল যে, কোন ব্যক্তি তা গণনা করতে চাইলে সে তা গণনা করতে সক্ষম হত।

নাবী ﷺ-এর কথা লাগাতার ছিল না যে, একটা কথা বলে সাথে সাথেই তিনি আরেকটা কথা বলছেন। এমন করলে অনেক সময় শ্রোতার কাছে প্যাচ লেগে যায়। বরং তিনি (ﷺ) কথার মাঝে পার্থক্য করতেন। যদি কোন শ্রোতা তার কথা গণনা করতে চাইতেন তবে সে তা গণনা করতে পারতেন। অতএব তিনি (ﷺ) অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাবলীল ভাষায় কথা বলতেন যাতে সকলে তার কথা বুঝতে পারে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৬৫৬] সহীহ : বুখারী ৬০৯২, মুসলিম ১৬-(৮৯৯), আবূ দাউদ ৫০৯৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৫৭, সহীহুল জামি' ৭৯৩০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৮৯, মুসনাদে আহমাদ ২৪৪১৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২১৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৭০০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৯৩, আল আদাবুল মুফরাদ ২৫১।

[৬৫৭] সহীহ : বুখারী ৩৫৬৮, মুসলিম ১৬০-(২৪৯৩), আবূ দাউদ ৩৬৫৫, মুসনাদে আহমাদ ২৪৯০৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ১০০।

Scanned by CamScanner

٥٨١٦ -[١٦] وَعَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮১৬-[১৬] আসওয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ গৃহের ভিতরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি (ﷺ) পারিবারিক কাজ করতেন। অর্থাৎ পরিবারের কাজ আঞ্জাম দিতেন। আর যখন সলাতের সময় হত তখন সলাতের উদ্দেশে বের হয়ে যেতেন। (বুখারী)[৬৫৮]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে তিনি সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যখন তিনি (ﷺ) বাসায় থাকতেন তখন তার পরিবারের লোকেদেরকে তাদের কাজে সাহায্য করতেন। যাদের কাজে তার সাহায্যের প্রয়োজন মনে করতেন। আর যখন আযান হয়ে যেত তখন তিনি (ﷺ) সকল কাজ ছেড়ে দিতেন, যেন তিনি পরিবারের কাউকে চেনেন না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨١٧ -[١٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮১৭-[১৭] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দু'টি ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন তিনি উভয়টির মধ্যে যেটি সহজতর সেটি গ্রহণ করেছেন। তবে এই শর্তে যে, সেটি যেন কোন প্রকারের গুনাহের কাজ না হয়। তবে যদি তা গুনাহের কাজ হত, তাহলে তিনি (ﷺ) তা হতে সকলের চেয়ে অনেক দূরে সরে থাকতেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কোন ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেলত, তখন আল্লাহর লক্ষে (তার নিকট হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'টি কাজের ইখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন যদি সে কাজটি কোন গুনাহের কাজ না হত। আর যদি কোন পাপের কাজ হত তাহলে তা থেকে তিনি (ﷺ) মানুষকে বিরত থাকার দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন কাজটি যতই কঠিন হোক না কেন।

আর তিনি (ﷺ) ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। কেউ কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে আল্লাহর বিধানে তার যে শাস্তি হয় তিনি (ﷺ) তাকে সে শাস্তি প্রদান করতেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেউ তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে কোন অন্যায় করলে তিনি (ﷺ) তাকে শাস্তি দিতেন না। তবে কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন হারাম কাজ করলে তিনি (ﷺ) তাঁর বিধানে যে শাস্তি আছে তা বাস্তবায়ন করতেন। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী- "আর আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে যেয়ে তোমাদের অন্তরে যেন কোন মায়া না জন্মে"- (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ০২)।

---

[৬৫৮] সহীহ : বুখারী ৬৭৬, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩৮৯, আল আদাবুল মুফরাদ ৫৪০।

[৬৫৯] সহীহ : বুখারী ৩৫৬০, মুসলিম ৭৭-(২৩২৭), মুসনাদে আহমাদ ২৫৯১৩, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩৫১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৬৭৫, শু'আবুল ঈমান ৮০৬৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪২৬৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৬৩।

Scanned by CamScanner

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো তিনি ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনে কারো থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তাই তো তিনি 'উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু'ঈত্ব, 'আবদুল্লাহ ইবনু খত্বাল ও অন্যান্য যারা তাকে কষ্ট দিয়েছিল তাদের হত্যার আদেশকে তিনি ফিরিয়ে নেননি। কারণ তারা এ অপরাধের পাশাপাশি আল্লাহর হারাম কাজেও জড়িয়ে পড়েছিল। কথিত আছে, তারা নাবী ﷺ-কে গালি দেয়া ছাড়াও কুফরীতে জড়িয়ে পড়েছিল। যদিও কথিত আছে, বিষয়টি সম্পদের সাথে নির্দিষ্ট ছিল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨١٨ -[١٨] وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفسِهٖ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهٖ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهٖ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮১৮-[১৮] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থা ছাড়া কখনো কাউকেও স্বীয় হাতে প্রহার করেননি। নিজের স্ত্রীগণকেও না, সেবককে না। আর যদি তাঁর দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ হতে কোন প্রকারের কষ্ট বা ব্যথা লাগত, তখন নিজের ব্যাপারে সেই লোক হতে কোন প্রকারের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে শাস্তি দিতেন। (মুসলিম)[৬৬০]

ব্যাখ্যা : 'নাবী ﷺ কাউকেও মারতেন না' বলতে তিনি কোন মানুষকে মারতেন না। তবে তিনি (ﷺ) কখনো কখনো তাঁর বাহনকে মারতেন। যদিও কখনো মারা জায়িয তবুও তিনি তার স্ত্রী ও খাদিমদেরকে মারতেন না। মারা জায়িয হলেও না মারাটা উত্তম। 'উলামাগণ বলেন, তবে সন্তানের ব্যাপারটি ভিন্ন। তাদেরকে শিষ্টাচার শেখানোর জন্য মারা যায়। কল্যাণের জন্য তাদেরকে মারা যাবে।

(إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ) অর্থাৎ তিনি উবাই ইবনু খাল্ফ-কে উহুদের যুদ্ধে হত্যা করেন। এখান থেকে কেবল যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফির শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো শারী'আতের নির্ধারিত শাস্তি, আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য শাস্তি ইত্যাদি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨١٩ -[١٩] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ خَدَمْتُهٗ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا لَامَنِيْ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ أَتٰى فِيهِ عَلٰى يَدَيَّ فَإِنْ لَامَنِيْ لَائِمٌ مِنْ أَهْلِهٖ قَالَ: «دَعُوهُ فَإِنَّهٗ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ». هٰذَا لَفْظُ «الْمَصَابِيحِ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ». مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ

---

[৬৬০] সহীহ : মুসলিম ৭৯-(২৩২৮), মুসনাদে আহমাদ ২৪০৮০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫০৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৭৯৪২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৪৮১, আবূ ইয়া'লা ৪৩৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮৮, শু'আবুল ঈমান ১৪২৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৯১৬৩, দারিমী ২২১৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৪২৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৮৩।

Scanned by CamScanner

৫৮১৯-[১৯] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বয়স যখন আট বছর তখন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেবায় যোগ দেই এবং দশ বছর তাঁর সেবা করি। কোন সময় কোন বস্তু আমার হাতে নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি (ﷺ) আমাকে কখনো তিরস্কার করেননি। পরিবারবর্গের কেউ যদি আমাকে তিরস্কার করতেন, তখন তিনি (ﷺ) বলতেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা যা ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল তা তো হবেই। [এটা মাসাবীহ-এর শব্দ, আর ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) শু'আবুল ঈমানে কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন][৬৬১]

ব্যাখ্যা : (لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ) অর্থ 'যা নির্ধারিত ছিল তা তো হবেই।' অর্থাৎ কোন জিনিস ভেঙে যাওয়া, ফেটে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া সবই মহান আল্লাহর ফায়সালা ও হুকুমের অধীনে হয়ে থাকে, যদিও তার বাহ্যিক কারণ অন্য কিছু হয়ে থাকে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি কোন জিনিস নষ্ট হওয়ার বাহ্যিক কারণ হয় তাহলে তাকে তিরস্কার করার দ্বারা কোন লাভ হবে না। এ বাস্তবতাকেই সামনে রেখে এক হাদীসে এসেছে যে, যদি বাঁদি ও খাদিমার হাতে কোন পাত্র ভেঙ্গে যায় তাহলে তাকে মারধর করো না। কেননা প্রতিটি বস্তুরই ধ্বংস আছে এবং তা অবশিষ্ট থাকার একটি সময়সীমা রয়েছে। (মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৫৬)

٥٨٢٠ -[٢٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِىْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৮২০-[২০] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশালীন কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। তিনি (ﷺ) হাঁট-বাজারে শোর-গোলকারী ছিলেন না। আর মন্দের প্রতিশোধ তিনি মন্দের দ্বারা নিতেন না, বরং তা ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করে চলতেন। (তিরমিযী)[৬৬২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ অশ্লীলভাষী ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি কথায় ও কাজে অশ্লীল ছিলেন না। (وَلَا مُتَفَحِّشًا) অর্থাৎ তিনি তাতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অভ্যস্ত ছিলেন না। নিহায়াহ্ গ্রন্থে এরূপই এসেছে। ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ যে স্বাভাবিকভাবে বা কষ্টে পড়ে অশ্লীল বাক্য বা কাজ করতেন এমন বিষয়কে অস্বীকার করা হয়েছে।

(يَصْفَحُ) অর্থাৎ তিনি তাদের ভুল-ত্রুটিকে বাহ্যিকভাবে উপেক্ষা করে চলতেন। আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ "আর আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন আর তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১৩)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٢١ -[٢١] وَعَنْ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلٰى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيفٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

---

[৬৬১] সহীহ : সহীহ ইবনু হিব্বান ১৮১৬, বায়হাক্বী ৮০৭০।

[৬৬২] সহীহ : তিরমিযী ২০১৬, বুখারী ৪৮৩৮, মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৪৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬৮২।

Scanned by CamScanner

৫৮২১-[২১] আনাস رضي الله عنه নাবী ﷺ-এর চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি (ﷺ) রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন, জানাযার সাথে যেতেন, দাস-গোলামদের দা'ওয়াতে অংশগ্রহণ করতেন এবং গাধায় আরোহণ করতেন। বর্ণনাকারী (আনাস رضي الله عنه) বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে এমন একটি গাধায় আরোহণ অবস্থায় দেখেছি, যার লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছালের। (ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬৬৩]

ব্যাখ্যা : (وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ) অর্থাৎ তিনি (ﷺ) অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের দা'ওয়াত গ্রহণ করতেন অথবা মুক্ত দাসের দা'ওয়াত গ্রহণ করতেন অথবা তিনি দাসের মালিকের বাড়িতে দা'ওয়াত নিতে দাসের দা'ওয়াতে সাড়া দিতেন।

(وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ) অর্থাৎ এসবই সৃষ্টির প্রতি তার পূর্ণ বিনয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সৃষ্টির প্রতি তার সুন্দর আচরণ ও নমনীয় ব্যবহার কেমন ছিল তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখান থেকে আরো বুঝা যায়, গাধায় আরোহণ করা সুন্নাত। আমি বলি, যদি কেউ অহংকার করে নাক ছিটকায় তাহলে সে গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে। হিন্দুস্তানের কতিপয় জাহিলগণ এরূপ কাজ করে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٢٢ -[٢٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهٗ وَيَخِيطُ ثَوْبَهٗ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهٖ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهٖ وَقَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهٗ وَيَحْلُبُ شَاتَهٗ وَيَخْدُمُ نَفْسَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৮২২-[২২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জুতা নিজেই ঠিক করে নিতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং গৃহের কাজকর্ম করতেন, যেমন তোমাদের কেউ স্বীয় গৃহের কাজকর্ম করে থাকে। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها এটাও বলেছেন যে, তিনি (ﷺ) অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষই ছিলেন। নিজের কাপড়চোপড় হতে উকুন বাছতেন, নিজ বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন। (তিরমিযী)[৬৬৪]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَخْصِفُ) অর্থাৎ তিনি (ﷺ) কাপড়ে তালি বা জোড়া দিতেন। শারহুস্ সুন্নাহতে এসেছে- অর্থাৎ তিনি একটির সাথে অন্যটিকে মিলিয়ে দিতেন। '*খসফ*' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো মিলানো ও একত্রিত করা।

(يَفْلِي ثَوْبَهٗ) অর্থাৎ তিনি তাঁর কাপড়ে লক্ষ্য করতেন সেখানে কোন ধরনের কোন উকুন আছে কি? আর এ অর্থটাও ঠিক আছে যাতে বর্ণিত আছে- উকুন তাকে কোন ধরনের কষ্ট দিত না। ব্যাখ্যাকার বলতেন, তিনি উকুন বেছে ফেলে দিতেন।

(وَيَخْدُمُ نَفْسَهٗ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ আচরণ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি (ﷺ) একজন মানুষ ছিলেন। কারণ কাফিরদের 'আক্বীদাহ্ হলো এই যে, নাবী ﷺ অন্য সাধারণ মানুষ যা করে তা তিনি করতে পারেন না। তারা তাকে বাদশাহ-এর মতো মনে করেন। তারা অহঙ্কার করে তাকে দুনিয়ার

---

[৬৬৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৩২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১১২।

[৬৬৪] সহীহ : তিরমিযী শামায়িল-এর মধ্যে ৩৪৩, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪২০, মুসনাদে আহমাদ ২৬২৩৭, আবূ ইয়া'লা ৪৮৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৭৫, আদাবুল মুফরাদ ৫৪১।

Scanned by CamScanner

সাধারণ কাজকর্মের উর্ধ্বে মনে করেন। যেমন মহান আল্লাহ তাদের 'আক্বীদাহ্ উল্লেখ করে বলেন, ﴿وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ "আর তারা বলে, এটা কেমন রসূল যে খাবার খায় ও বাজারে চলাফেরা করে?" (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৭)। অতএব তিনি বলেন, তিনি তো মহান আল্লাহর একজন সৃষ্টি। আর আদাম সন্তানের একজন। আল্লাহ তাকে নুবুওয়্যাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আর তাকে রসূল করে তাঁকে মর্যাবান করেছেন। আর তিনি (ﷺ) উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সৃষ্টির সাথে জীবনযাপন করবেন। আর সত্য ও হাক্বের সাথে জীবনযাপন করবেন। তিনি (ﷺ) তাই করবেন যা তারা করে। তিনি (ﷺ) তাদের কাজে সাহায্য করবেন, তিনি বিনয়ী হবেন ও বিনয়ের প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। আর অহংকার পরিহার করবেন এবং সৃষ্টির প্রতি সত্য রিসালাত প্রচার করবেন। যেমনটি তিনি আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى إِلَيَّ﴾ "বলুন! আমি তোমাদের মতো মানুষ আমার ওপর ওয়াহী করা হয়"– (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ১১০)। আল জামি' গ্রন্থে এসেছে, তিনি দুর্বল মুসলিমদের নিকট আসতেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাদের অসুস্থদের দেখাশোনা করতেন। তাদের জানাযায় শারীক থাকতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٢٣ -[٢٣] وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهٗ: حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ جَارَهٗ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُهٗ لَهٗ فَكَانَ إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الْاٰخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهٗ مَعَنَا فَكُلُّ هٰذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৮২৩-[২৩] খারিজাহ্ ইবনু যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কতিপয় লোক যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমাদের রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি ছিলাম তার প্রতিবেশী, যখন তার ওপরে ওয়াহী অবতীর্ণ হত, তখন তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে আনতেন, আমি তাঁকে তা লিখে দিতাম। রসূল ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, যখন আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে কোন আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় শামিল হতেন। আর আমরা যখন পরকাল সম্পর্ক কথাবার্তা বলতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় অংশ নিতেন এবং যখন আমরা খানাপিনার কথা বলতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় শামিল হতেন। মোটকথা, উল্লিখিত সকল বিষয়গুলো আমি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করছি। (তিরমিযী)[৬৬৫]

ব্যাখ্যা : (دَخَلَ نَفَرٌ) অর্থাৎ তাবি'ঈদের একটি দল। বলা হয়ে থাকে যে, 'নাফার' বলা হয় যেখানে তিনি থেকে দশজন সদস্য হয়ে থাকে।

(إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا) অর্থাৎ দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র হিসেবে তিনি প্রশংসা ও নিন্দা করার জন্য আমাদের সাথে আলোচনায় শামিল হতেন।

(وَإِذَا ذَكَرْنَا الْاٰخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا) অর্থাৎ তিনি (ﷺ) আমাদের সাথে শামিল থাকতেন যাতে বেশি কল্যাণ লাভ হয় ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা হয়।

---

[৬৬৫] য'ঈফ : শামায়িলে তিরমিযী ৩৩৬, ওয়ালীদ ইবুন আবুল ওয়ালীদ য'ঈফ; তিনি সুলায়মান ইবনু খরিজাহ্ থেকে আর তিনি মাজহূল; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৮৬ পৃ. ৫৭৬২, শু'আবুল ঈমান ৮১৩২।

Scanned by CamScanner

(وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا) অর্থাৎ তিনি (ﷺ) এখানে ইঙ্গিত করেছেন তার উপকারিতার প্রতি, তার হিকমাতের প্রতি, সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ও তার আদবের প্রতি। মোটকথা তিনি (ﷺ) কথায় নমনীয়তা প্রকাশ করতেন যাতে কোন ধরনের ক্ষতি না হয়। তাকে যেভাবে শারী'আতের বিধি-বিধান প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٢٤ -[٢٤] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتّٰى يَكُونَ هُوَ الَّذِىْ يَنْزِعُ يَدَهُ وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتّٰى يَكُونَ هُوَ الَّذِىْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسٍ لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৮২৪-[২৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন লোকের সাথে মুসাফাহা করতেন, তখন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত হাতখানা সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সেই লোক নিজের হাত সরিয়ে নিত। আর তিনি (ﷺ) সেই লোকের দিক হতে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে রসূল ﷺ-এর দিক হতে স্বীয় চেহারা ফিরিয়ে নিত। আর তাকে নিজের সাথে বসা লোকজনের সাথে কখনো হাঁটু বাড়িয়ে বসতে দেয়া যায়নি। (তিরমিযী)[৬৬৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মুসাফাহ্ করতে হবে এক হাত দিয়ে। তা হলো ডান হাত দিয়ে। যেমন- হাদীসে বলা হলো «إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذى ينزع يده» অর্থাৎ "যখন কোন ব্যক্তির সাথে নাবী ﷺ মুসাফাহ্ করতেন, তখন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাতখানা (ডানহাত) সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজের হাত সরিয়ে নিতেন।" এখান থেকে বুঝা গেল, মুসাফাহ্ করার সময় উভয়ে এক হাত করে ব্যবহার করবেন তা হলো উভয়ের ডান হাত। হাদীসের শব্দগুলো তার প্রমাণ- يده শব্দটি হাদীসে তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ একহাত বা হাতখানা। রসূলুল্লাহ ﷺ তার ডান হাতখানা দ্বারা মুসাফাহ্ করতেন, তার সাথে যিনি মুসাফাহ্ করতেন তিনিও তাঁর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিতেন। বর্তমানে দু'জনে মুসাফাহ্ করার সময় যে চার হাত ব্যবহার করা হচ্ছে নাবী ﷺ থেকে এ মর্মে পৃথিবীতে কোন হাদীস পাওয়া যায় না। (সম্পাদকীয়)

(رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسٍ) অর্থাৎ তিনি (ﷺ) যখন কোন মাজলিসে বসতেন তখন তার দু' হাঁটুকে তার সাথির দু' হাঁটুর উপর রাখতেন না। যেমনটিভাবে অহংকারী রাজা বাদশাগণ তাদের মাজলিসগুলোতে করে থাকে। বলা হয়ে থাকে, তার সামনে যারা বসত তিনি তাদের নিকট তার দু' হাঁটুকে উঁচু করতেন না। বরং তিনি (ﷺ)তাদের সম্মানার্থে দু' হাঁটুকে নামিয়ে রাখতেন। তারা বলেছেন, তিনি (ﷺ) দু' হাঁটু দিয়ে উদ্দেশ্য করেছেন দু' পা। আর আগে বাড়ানো হলো তাকে লম্বা করা ও বাড়িয়ে দেয়া। বলা হয়ে থাকে, এক পা আগে বাড়িয়ে রাখা ও আর এক পা পিছনে রাখা। এর অর্থ হলো তার সাথির সম্মানার্থে তার দিকে তার পা লম্বা করে দিবে না। নাবী ﷺ-এর কথার ব্যাপারে ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি তার সাথির হাত সড়িয়ে নেয়ার আগে তার নিজের হাতকে সড়িয়ে নিতেন না, এতে তার উম্মাতের জন্য শিক্ষা হলো তার সাথিকে সম্মান ও মর্যাদা করবে। তার সাথির হাত থেকে নিজের হাতকে আগে সরিয়ে নিবে না, আর তার দিকে তার পা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৬৬] য'ঈফ : তিরমিযী ২৪৯০, ইবনু মাজাহ ৩৭১৬, যায়দ আল 'আম্মী য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/২৮৬ পৃ., হা. ৫৭৬২, শু'আবুল ঈমান ৮১৩২।

Scanned by CamScanner

٥٨٢٥ -[٢٥] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৮২৫-[২৫] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আগামী দিনের উদ্দেশে (নিজের জন্য) কোন কিছুই জমা করে রাখতেন না। (তিরমিযী)[৬৬৭]

ব্যাখ্যা : (كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ) অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করে ও তাঁর ধন-ভাণ্ডারের ওপর নির্ভর করে। এমন তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে পারে কেবল সেই ব্যক্তি যে বিশেষভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। তিনি (ﷺ) তার পরিবার-পরিজনের জন্য মাঝে মাঝে এক বছরের খাবার জমা করে রাখতেন তাদের দুর্বল অবস্থার কারণে, তাদের ধৈর্যের কমতি ও অপূর্ণতা থাকার কারণে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٢٦ -[٢٦] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَوِيلَ الصَّمْتِ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫৮২৬-[২৬] জাবির ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অধিক সময় নীরব থাকতেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬৬৮]

ব্যাখ্যা : (طَوِيلَ الصَّمْتِ) অর্থাৎ তিনি (ﷺ) অনেক সময় চুপ থাকতেন। কোন প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না।

আর এ প্রসঙ্গে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা হলো- "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর যিক্র ছাড়া আমি যদি বোবা থাকতাম তাহলেই ভালো হত! (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٢٧ -[٢٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْتِيلٌ وَتَرْسِيلٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৮২৭-[২৭] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথায় ছিল খুবই স্পষ্টতা ও ধীরগতি। (আবূ দাউদ)[৬৬৯]

ব্যাখ্যা : তারতীল ও তারসীল শব্দদ্বয়ের অর্থ একই অর্থাৎ কোন বিষয় পড়া এবং বলার সময় এক একটি অক্ষর পৃথক পৃথকভাবে খুব স্পষ্ট করে পড়া ও বলা। কেউ কেউ উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থের মাঝে সামান্য পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, তারতীল এর অর্থ হলো, প্রতিটি অক্ষর সমানভাবে উচ্চারণ করা। আর তারসীল এর অর্থ হলো, প্রতিটি অক্ষর বলার সময় তাড়াহুড়া ও দ্রুততা না করা; বরং ধীরগতিতে উচ্চারণ করা।

বাহ্যিকভাবে বুঝে যাচ্ছে যে, এ হাদীসে তারতীল-এর সম্পর্ক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সাথে এবং তারসীল-এর সম্পর্ক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ কথাবার্তার সাথে।

(মিরক্বাত, মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত)

---

[৬৬৭] সহীহ : তিরমিযী ২৩৬২, সহীহুল জামি' ৪৮৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৯৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৫৬, শু'আবুল ঈমান ১৪৬৪।

[৬৬৮] হাসান : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৬৯৫, সহীহুল জামি' ৪৮২২, মুসনাদে আহমাদ ২০৮২৯, শু'আবুল ঈমান ৯৩০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯২০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭০৩১।

[৬৬৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৮৩৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬২৯৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৭০।

Scanned by CamScanner

٥٨٢٨ -[٢٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৮২৮-[২৮] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যেভাবে অনর্গল বিরতিহীন কথাবার্তা বল, রসূলুল্লাহ ﷺ ঐরূপভাবে কথা বলতেন না; বরং তিনি প্রতিটি বাক্যকে পৃথক পৃথকভাবে বলতেন। ফলে যে লোক তাঁর কাছে বসত, সে তা স্মরণ রাখতে পারত। (তিরমিযী)[৬৭০]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ খুব স্পষ্ট ভাষায় ধীরে ধীরে কথা বলতেন। যাতে তার পাশে থাকা শ্রোতা তার কথা বুঝতে কোন সমস্যায় না পড়ে। তারা তাঁর কথা শুনে তা হিফাযাত করতে পারত।

সাধারণ মানুষ যেভাবে তাড়াতাড়ি একটার পর একটা কথা ধারাবাহিকভাবে বলে যায় রসূলুল্লাহ ﷺ) তা করতেন না। কথা বলার সময় রসূলুল্লাহ ﷺ) সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বলতেন। কথা বলার সময় তিনি (ﷺ) বাক্যের মাঝে পার্থক্য করতেন। যাতে তার শ্রোতাদের তার কথা বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়। (সম্পাদকীয়)

٥٨٢٩ -[٢٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৮২৯-[২৯] 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু জায্ই (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসির লোক কাউকেও দেখিনি। (তিরমিযী)[৬৭১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি হতে আমরা বুঝতে পারলাম, মুচকি হাসি হাসা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। তিনি (ﷺ) সবসময় মুচকি হাসি হাসতেন, উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন না।

আর মুচকি হাসির উপকারিতাও অনেক। শরীর মন সুস্থ রাখার জন্য মুচকি হাসি খুবই সহায়ক একটি উপকরণ। (সম্পাদকীয়)

٥٨٣٠ -[٣٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৫৮৩০-[৩০] 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন বসে কথাবার্তা বলতেন, তখন তিনি বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাতেন। (আবূ দাউদ)[৬৭২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ কথা বলার সময় জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম-এর আগমনের অথবা ওয়াহীর প্রতিক্ষায় বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। আর তিনি (ﷺ) আল্লাহর ভালোবাসার কারণেও এমনি করতেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৭০] হাসান : তিরমিযী ৩৬৩৯, মুসনাদে আহমাদ ২৬২৫২।

[৬৭১] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৪১, মুসনাদে আহমাদ ১৭৭৫০, শু'আবুল ঈমান ৮০৪৭।

[৬৭২] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৮৩৭, য'ঈফুল জামি' ৪৩৭৪, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব মুদাল্লিস আর সে 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে; য'ঈফাহ্ ৪৮৩৭।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٣١ -[٣١] عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ مُسْتَرْضَعًا فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ. قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৩১-[৩১] 'আম্‌র ইবনু সা'ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সন্তান-সন্ততির প্রতি অত্যধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি আমি আর কাউকে দেখেনি। তাঁর পুত্র ইবরাহীম رضي الله عنه মাদীনার উঁচু প্রান্তে (এক মহল্লায়) ধাত্রী মায়ের কাছে দুধপান করত। তিনি প্রায়শ সেথায় গমন করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি (ﷺ) উক্ত গৃহে প্রবেশ করতেন, অথচ সে গৃহটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ ইবরাহীম رضي الله عنه-এর ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিল একজন কামার। রসূল ﷺ ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, এরপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী 'আম্‌র বলেন, যখন ইবরাহীম رضي الله عنه-এর মৃত্যু হয়ে গেল, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। সে দুগ্ধ (পানের) বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। অতএব জান্নাতে তার জন্য দু'জন ধাত্রী রয়েছে, যারা তাকে দুগ্ধ পানের মুদ্দাত জান্নাতে পূর্ণ করবে। (মুসলিম)[৬৭৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي) অর্থাৎ মিসর ও ইসকানদারিয়্যাহ্-এর রাজা মুক্বাউক্বিস মারিয়াহ্ ক্বিবতী বংশীয়া একটি দাসীকে নাবী ﷺ-কে হাদিয়াহ্ বা উপহার দেন। ইবরাহীম-এর মা ছিলেন সেই মারিয়াহ। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। ইবরাহীম ৮ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে জন্মলাভ করেন। সে দুধপান করা অবস্থায় ১৬ বা ১৭ মাস বয়সে মারা যায়। তখনো তার দুধ ছাড়ার বয়স হয়নি। তাই নাবী ﷺ বললেন, তাকে জান্নাতে দু'জন ধাত্রী দুধ পান করাবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٣٢ -[٣٢] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُودِيًّا يُقَالُ لَهُ: فُلَانٌ حَبْرٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ دَنَانِيرُ فَتَقَاضَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: «يَا يَهُودِيُّ مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ». قَالَ: فَإِنِّي لَا أُفَارِقُكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى تُعْطِيَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذًا أَجْلِسُ مَعَكَ» فَجَلَسَ مَعَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالْغَدَاةَ وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَدَّدُونَهُ وَيَتَوَعَّدُونَهُ فَفَطِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا الَّذِي يَصْنَعُونَ بِهِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَهُودِيٌّ يَحْبِسُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنَعَنِي رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهِدًا وَغَيْرَهُ» فَلَمَّا تَرَجَّلَ النَّهَارُ قَالَ الْيَهُودِيُّ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ

---

[৬৭৩] সহীহ : মুসলিম ৬৩-(২৩১৬), আবূ ইয়া'লা ৪১৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৫০।

Scanned by CamScanner

اللهِ وَشَطْرُ مَالِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمَا وَاللهِ مَا فَعَلْتُ بِكَ الَّذِيْ فَعَلْتُ بِكَ إِلَّا لِأَنْظُرَ إِلٰى نَعْتِكَ فِي التَّوْرَاةِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهٗ بِطَيْبَةَ وَمُلْكُهٗ بِالشَّامِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا مُتَزَيٍّ بِالْفُحْشِ وَلَا قَوْلِ الْخَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَهٰذَا مَالِيْ فَاحْكُمْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَكَانَ الْيَهُودِيُّ كَثِيرَ الْمَالِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৫৮৩২-[৩২] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। অমুক পাদ্রি নামে ইয়াহূদীর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ ছিল। একদিন সে নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তা চেয়ে বসল। উত্তরে রসূল ﷺ তাকে বললেন, হে ইয়াহূদী! তোমাকে দেয়ার মতো আমার কাছে কিছুই নেই। ইয়াহূদী বলল, যে অবধি তুমি হে মুহাম্মাদ! আমার ঋণ পরিশোধ করবে না, ততক্ষণ আমিও তোমাকে ছেড়ে যাব না। এবার রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা আমিও তোমার কাছে বসে থাকব। তিনি (ﷺ) এই বলে তার কাছে বসে পড়লেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ সেই একই স্থানে যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব, 'ইশা এবং পরদিন ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ ইয়াহূদী লোকটিকে ধমকাচ্ছিলেন এবং ভয় দেখাচ্ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীদের গতিবিধি বুঝতে পারলেন। (তিনি তাদেরকে ইয়াহূদীর সাথে কোন প্রকারের অসদাচরণ করতে নিষেধ করলেন) তখন সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! একজন ইয়াহূদী কি আপনাকে আটকে রাখবে? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার প্রভু আমাকে কোন জিম্মি ইত্যাদির উপর নির্যাতন করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর যখন দিনের বেলা বেড়ে গেল, তখন ইয়াহূদী বলল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর যোগ্য কোন প্রভু নেই এবং এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল।" আমি আমার ধন-সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করলাম। মূলত আমি আপনার সাথে যে আচরণ করেছি, তা এ উদ্দেশে করেছি যে, দেখতে পাই তাওরাত কিতাবে আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যে সকল গুণাবলির কথা উল্লেখ রয়েছে, তা আপনার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা? আপনার সম্পর্কে লেখা আছে– মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ, তিনি মাক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন ও মাদীনায়ে তাইয়্যিবায় হিজরত করবেন। তাঁর রাজত্ব হবে সিরিয়া পর্যন্ত। তিনি (ﷺ) অশ্লীলভাষী ও কঠোরমনা হবেন না। হাঁটে-বাজারে চিৎকার করবেন না এবং অশালীনরূপ ধারণ করবেন না। তিনি (ﷺ) অশোভন উক্তি করবেন না (আমি এ সমস্ত কিছু যথাযথভাবে আপনার মধ্যে বিদ্যমান পেয়েছি)। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই এবং আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল।" আর এই আমার ধন, আল্লাহর সন্তুষ্টিচিত্তে আপনি যেখানে ইচ্ছা তা খরচ করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত ইয়াহূদী লোকটি ছিল বহু ধন-সম্পদের মালিক। [ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন][৬৭৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত এ ইয়াহূদী ব্যক্তিটি ছিলেন একজন ইয়াহূদী পণ্ডিত। তিনি যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব, 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাত মাসজিদে আদায় করেন। অথবা তার কোন স্ত্রীর ঘরে আদায় করেন। তবে মাসজিদে সলাত আদায় করার সম্ভাবনা বেশি।

"আমার রব্ আমাকে কোন জিম্মি অথবা অন্য কারো প্রতি যুল্‌ম করতে নিষেধ করেছেন।" এখানে জিম্মির কথা আগে আনার কারণ হলো কথোপকথন হচ্ছে তার সাথে। আর ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বড়

[৬৭৪] য'ঈফ : বায়হাক্বী'র দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ ৬/২৮০, য'ঈফাহ্ ১৭৯৫, মূসা ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু মূসা– তার জীবনী আমি পাইনি, সে ইবনু *'আন 'আন* থেকে হাদীস তৈরি করত; য'ঈফাহ্ ১৭৯৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪২৪২।

Scanned by CamScanner

ব্যাপার হবে ঝগড়ার ব্যাপারটি। এটা কঠিন হবে। কোন মুসলিম তাকে নেকি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। অথবা তার পাপ নিয়েও কেউ সন্তুষ্ট হবে না। যেমন কোন চতুষ্পদ জন্তুর যুল্‌মের ক্ষেত্রে বিচার হবে। আর তার সাথিরাও কেউ এ ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবে না। আর না তিনি তাদের কেউ তার পক্ষ থেকে এই ঋণ পরিশোধ করে দিলেও তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। কারণ দীন তাকে এ নির্দেশ দেয়নি। কারণ কেউ তার প্রতি এ ইহ্‌সান করলে হয়তো তার প্রতিদান কমে যেতে পারে। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, "হে নাবী! আপনি বলে দিন, দীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না"– (সূরাহ্ আল আন্‌'আম ৬ : ৯০)। আর এ সুন্নাত নাবীদের থেকে চলে আসা সুন্নাত। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদের নিকট এর কোন বিনিময় চাই না, এর বিনিময় কেবল রব্বুল 'আলামীনের কাছে"– (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা- ২৬ : ১০৯)।

পরিশেষে ইয়াহূদী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আচরণে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম হয়ে যান। তিনি কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٣٣ -[٣٣] وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫৮৩৩-[৩৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করতেন। অর্থহীন কথা খুব কমই বলতেন, সলাতকে দীর্ঘায়িত করতেন, কিন্তু খুত্‌বাহ্ সংক্ষেপে দিতেন। তিনি (ﷺ) কোন বিধবা নারী বা গরীব-মিসকীনদের সাথে চলতে কোন রকম সংকোচবোধ করতেন না। এমনকি তাদের প্রয়োজন মিটাতেন। (নাসায়ী ও দারিমী)[৬৭৫]

ব্যাখ্যা : 'যিক্‌র' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ এবং প্রত্যেক ঐ বস্তু যা মহান আল্লাহর যিকরের সাথে সম্পৃক্ত। আর বাস্তবিক কথা হলো, অধিকাংশ সময় কিংবা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সর্বদা এবং প্রতি মুহূর্তে রসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে লিপ্ত থাকতেন।

(اللَّغْوَ) অর্থ নিরর্থক কথা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ কথা যা মহান আল্লাহর যিক্‌রের পরিবর্তে পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত। প্রকাশ থাকে যে, এমন পার্থিব বিষয়াদির স্মরণ যা কল্যাণ ও তাৎপর্যশূন্য নয় তাও যিক্‌রে হাক্বীক্বী তথা আল্লাহ তা'আলার স্মরণের দিকে লক্ষ্য করে নিরর্থক কথা এর অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই ইমাম গাযালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, «ضيعت قطعة من العمر العزيز في تأليف البسيط والوسيط والوجيز» অর্থাৎ আমি আমার মূল্যবান জীবনের অংশবিশেষ আমার বাসীত্ব, ওয়াসীত্ব ও ওয়াজীয গ্রন্থাদি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিনষ্ট করেছি।

নিরর্থক কথাবার্তা থেকে সাবধান করে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে বলেন, "আর যারা নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নিজেদেরকে হিফাযাত করে"– (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ০৩)। অন্য একটি আয়াতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন- "যখন তারা নিরর্থক কথা শোনে তখন তারা তা থেকে বিমুখ থাকে"– (সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৫৫)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৭৫] সহীহ : নাসায়ী ১৪১৪, দারিমী ৭৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪২৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৭১৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৭৭, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৪০৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮১৯৭।

Scanned by CamScanner

٥٨٣٤ - [٣٤] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلٰكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيهِمْ: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৮৩৪-[৩৪] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন আবূ জাহল নাবী ﷺ-কে বলল, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না (বা বলি না), তবে আমরা তাকেই মিথ্যা মনে করি যা তুমি আমাদের কাছে (আল্লাহর ওয়াহী) নিয়ে এসেছ। তখন আল্লাহ তা'আলা সেই সকল বেঈমানদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ করলেন, (অর্থাৎ) 'ঐ সকল কাফির-বেঈমানরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন না, কিন্তু সে সকল সীমালঙ্ঘনকারী অত্যাচারীর আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।' (তিরমিযী)[৬৭৬]

ব্যাখ্যা : (لَا نُكَذِّبُكَ) অর্থাৎ আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না। কারণ তুমি আমাদের মাঝে সত্যবাদী বলে প্রসিদ্ধ।

(وَلٰكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ) অর্থাৎ আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলার কারণ হলো তুমি যে কুরআন, তাওহীদ আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "আর আপনার সম্প্রদায় তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তা সত্য।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৬৬)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বর্ণিত আছে যে, আখনাস ইবনু শারীক আবূ জাহ্ল-কে বলল : হে আবুল হাকাম! মুহাম্মাদ সম্পর্কে সংবাদ দিন সে কি সত্যবাদী নাকি মিথ্যবাদী? আমাদের কাছে তো অন্য কেউ নেই। সে তাকে বলল, আল্লাহর ক্বসম, নিশ্চয় মুহাম্মাদ একজন সত্যবাদী, সে কখনও মিথ্যা বলেনি। কিন্তু যখন বানূ কুসায় পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, পর্দা ও নুবুওয়্যাত নিয়ে গেল তখন অন্যান্য কুরায়শদের আর কি বাকী থাকল? তাই তো সে বলল, তুমি যা নিয়ে এসেছ আমরা তাকে মিথ্যা মনে করি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٣٥ - [٣٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيْ جِبَالُ الذَّهَبِ جَاءَنِيْ مَلَكٌ وَإِنَّ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا فَنَظَرْتُ إِلٰى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ".

৫৮৩৫-[৩৫] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে 'আয়িশাহ্! যদি আমি চাইতাম তাহলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে সাথে চলত। একদিন আমার কাছে একজন মালাক (ফেরেশতা) আসলেন, তাঁর কোমর ছিল কা'বাহ্ ঘরের সমপরিমাণ। তিনি এসে বললেন, আপনার প্রভু আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে 'নাবী এবং বান্দা হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন কিংবা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে 'নাবী এবং বাদশাহ হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন। তিনি (ﷺ) বলেন, যখন আমি জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর দিকে দৃষ্টি দিলাম, তখন তিনি আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন, নিজেকে নিম্নস্তরে রাখ।[৬৭৭]

---

[৬৭৬] সানাদ য'ঈফ : তিরমিযী ৩০৬৪, নাজিয়াহ্ ইবনু কা'ব মাজহূল; য'ঈফাহ্ ৬৯০৫।

[৬৭৭] সানাদ য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৬৮৩, য'ঈফাহ্ ২০৪৫, আবূ মা'শার-এর নাম নুজাই' ইবনু 'আবদুর রহমান আস্ সিন্দী য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ২০৪৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لَوْ شِئْتُ) অর্থাৎ আমি যদি দুনিয়ার সম্পদ চাইতাম ও তার দিকে ঝুকে পড়তাম।

(إِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا) অর্থাৎ যদি আপনি দাসের মতো নাবী হতে চান। অর্থাৎ আপনার মাঝে নুবুওয়্যাতের গুণাবলি ও দাসত্বের গুণাবলি একত্রিত হবে। তাহলে তাই হবে। অথবা আপনি পছন্দ করে নিন।

وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে ইখতিয়ার দিচ্ছেন আপনি যা চান তাই পছন্দ করতে পারেন। আর এতে ইঙ্গিত আছে যে, বাদশাহী ও পূর্ণ দাসত্ব একত্রিত হতে পারে না।

জিবরীল আমীনের পরামর্শ অনুযায়ী নাবী ﷺ দাসত্ব নাবী হওয়াকে পছন্দ করলেন। কারণ আল্লাহ মানুষকে তার দাসত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি মানুষ ও জিন্‌কে আমার 'ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ৫৬)

٥٨٣٦ -[٣٦] وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلٰى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهٗ فَأَشَارَ جِبْرِيلُ بِيَدِهٖ أَنْ تَوَاضَعْ. فَقُلْتُ: «نَبِيًّا عَبْدًا» قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا يَقُولُ: «آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ» رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫৮৩৬-[৩৬] অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, উল্লিখিত কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর দিকে তাকালেন, যেন তিনি তাঁর কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম হাতে ইশারা করলেন যে, আপনি বিনয় গ্রহণ করুন। কাজেই উত্তরে বললাম, আমি 'নাবী এবং বান্দা' হয়ে থাকতে চাই। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর হতে রসূলুল্লাহ ﷺ আর কখনো হেলান দিয়ে খেতেন না; বরং তিনি বলতেন, আমি সেভাবে খানা খাব, যেভাবে একজন দাস খায় এবং সেভাবে বসব যেমনিভাবে একজন দাস বসে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬৭৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল-কে লক্ষ্য করলে তিনি ইশারা করেন অর্থাৎ মাটির দিকে ইশারা করেন। তাতে নাবী ﷺ বুঝে নেন যে, তিনি তাকে দাসত্বের প্রতি নির্দেশ করছেন। ফলে নাবী ﷺ দারিদ্র্যতা ও দাসত্বকে বাছাই করেন। যাতে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা বেশি হয়। তিনি বাদশাহিত্ব ও ধন-সম্পদ চাননি কারণ এতে সীমালঙ্ঘন ও ভুলে যাওয়ার মতো অপরাধ ঘটে যেতে পারে। তাছাড়া অহংকার ও কুফরী (নি'আমাতের কুফরী) হয়ে যেতে পারে। আর তিনি এজন্যই দারিদ্র্যতাকে বেছে নিয়েছেন। আর এ কারণেই অধিকাংশ নাবী, ওলী-আওলিয়া, 'উলামা ও সৎব্যক্তিবর্গ নিজেদের জন্য দারিদ্র্যতাকে পছন্দ করেছিলেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাদের সাথে পরকালে একত্রিত করুন।

(তিনি হেলান দিয়ে বসে খেতেন না) অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা বলেছেন যে, হেলান দেয়া হলো কোন এক পাশে ভর দিয়ে হেলে বসা। কারণ এতে খেতে অসুবিধা হয়। এতে খাবার পেটে যেতে বাধা সৃষ্টি করে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) এভাবে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, হেলান দিয়ে বসা হলো আসন পেতে বসা। কারণ এভাবে খেলে বেশি খাওয়া যায়।

(আমি দাসের মতো খাই) অর্থাৎ এতে খাবার বেশি করে চিবাতে সহজ হয়।

---

[৬৭৮] সানাদ য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৬৮৪, য'ঈফাহ্ ২০৪৪, সা'দান ইবনু ওয়ালীদ– আমি তার জীবনী পাইনি, আর হাসান ইবনু বিশ্‌র যদি তিনি হামদানা আল কূফী হন তবে সত্যবাদী ভুলকারী, আর যদি তিনি সুলামী আন্ নীসাপূরী হন আর তিনি মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি সত্যবাদী, তবে প্রথমজন হওয়াটাই সম্ভাবনা রয়েছে; য'ঈফাহ্ ২০৪৪।

Scanned by CamScanner

(আমি দাসের মতো বসি) অর্থাৎ দুই হাঁটুতে ভর করে সলাতে বসার মতো। আর এটাই উত্তম পদ্ধতি। অথবা খাওয়ার সময় এক হাঁটু উঁচু করে অথবা অন্যভাবে। অথবা দুই হাঁটু উঁচু করে ইহতিবার বসার মতো। সলাত ব্যতীত নাবী ﷺ বেশির ভাগ সময়ে এভাবে বসতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٤) بَابُ الْمَبْعَثِ وَبَدْءِ الْوَحْيِ

অধ্যায়-৪ : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবূওয়্যাতপ্রাপ্তি ও ওয়াহীর সূচনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨٣٧ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৩৭-[১] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে চল্লিশ বছর বয়সে নুবুওয়্যাত প্রদান করা হয়েছে। এরপর তিনি (ﷺ) মাক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেছেন এবং তাঁর কাছে ওয়াহী আসতে থাকে। অতঃপর তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। (মাদীনায়) হিজরত করে তিনি (ﷺ) দশ বছর বেঁচে ছিলেন, অবশেষে তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭৯]

ব্যাখ্যা : (وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً) আর এ মতটিই সহীহ যে, নাবী ﷺ ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ৬৫ বছর বয়সে মারা যান। যেমন ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما-এর বর্ণনায় সামনে আসতেছে যাতে তার জন্মের ও মৃত্যুর বছরকেও গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি (ﷺ) ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যা আনাস رضي الله عنه-এর বর্ণিত হাদীসে শীঘ্রই আসছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٣٨ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ وَلَا يَرَى شَيْئًا وَثَمَانِ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৩৮-[২] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (নুবুওয়্যাতের পর) মাক্কায় পনের বছর অবস্থান করেছেন। সাত বছর অবধি মালাকের (ফেরেশতার) স্বর শুনতেন এবং আলো দেখতে পেতেন। এটা ছাড়া আর কিছুই দেখতেন না। আট বছর তাঁর কাছে ওয়াহী পাঠানো হয়ে থাকে। আর দশ বছর মাদীনায় অবস্থানের পর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮০]

---

[৬৭৯] সহীহ : বুখারী ৩৯০২, মুসলিম ১১৪-(২৩৪৮), মুসনাদে আহমাদ ৩৫১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৫৩১।

[৬৮০] সহীহ : মুসলিম ১২৩-(২৩৫৩), মুসনাদে আহমাদ ৯১৫৯, তিরমিযী ৩৬২২, আবূ ইয়া'লা ১৫৭৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ যে বছর জন্মেছিলেন ও যে বছর তিনি মারা যান সে উভয় বছরসহ।

(يَسْمَعُ الصَّوْتَ) তিনি (ﷺ) জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-এর আওয়াজ শুনতে পেতেন।

(وَيَرَى الضَّوْءَ) আর তিনি অন্ধকার রাতে বিরাট আলো দেখতে পেতেন। তিনি (ﷺ) সাত বছর এ রকম আলো দেখতে পান নুবুওয়্যাতের নিদর্শন স্বরূপ। তিনি (ﷺ) এ সময়ে মালাক (ফেরেশতা) দেখতে পেতেন না। তিনি (ﷺ) মালাক না দেখে কেবল আলো দেখতেন, এতে করে যেন তার ভয় দূর হয়ে যায়। কারণ ভয় পেয়ে তিনি (ﷺ) হয়তো বেহুশ হয়ে যেতেন, যা তার জন্য ক্ষতিকর হত। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এতে রহস্য হলো, মালাক আলো থেকে খালি নয়। কিন্তু তিনি যদি তাকে শুরুতেই দেখতেন তাহলে হয়তো মানুষ হিসেবে সহ্য করতে পারতেন না। এতে তার বেহুশ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হত। এজন্য তাকে প্রথমে আলো তারপর মালাকের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়াহী নাযিলের পূর্বে প্রথমে আলো দ্বারা তার বক্ষকে খোলা হয়েছে। আর এ বক্ষ খোলাকে আলো হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তার বয়স চল্লিশে পৌছার আগে তার বক্ষ পূর্ণভাবে খোলেনি। আর এ সময়ে আল্লাহ ও তার বান্দার মাঝে প্রস্তুতিস্বরূপ ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٣٩ -[٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৩৯-[৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ষাট বছর বয়সে মৃত্যু দান করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ৬০ বছরের মাথায় মাজাজ অর্থাৎ ৬০ বছরের শেষে। যেমন আল্লাহ বলেন, আয়াতের মাথায় অর্থাৎ আয়াতের শেষে। কোন জিনিসের শেষকে মাথা বলা হয়। তার উদাহরণ হলো অন্য কোন আয়াতে অথবা অন্য কোন চুক্তিতে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٤٠ -[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ أَكْثَرَ.

৫৮৪০-[৪] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। (অনুরূপভাবে) 'উমার رضي الله عنه-ও তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। (মুসলিম)[৬৮২]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, অধিকাংশ রিওয়ায়াতে রসূল ﷺ-এর বয়সকাল ৬৩ বছর রয়েছে।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ যে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। আর এ মতটিই বেশি।

(وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ) এতে কোন মতভেদ নেই। আর তাঁর খিলাফাত ছিল ২ বছর ৪ মাস।

---

[৬৮১] সহীহ : বুখারী ৫৯০০, মুসলিম ১১৩-(২৩৪৭), তিরমিযী ৩৬২৩, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪০৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৫৫২, মুসনাদে আহমাদ ১৩৫৪৩, শু'আবুল ঈমান ১৪১২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৪০৯।

[৬৮২] সহীহ : মুসলিম ১২০-(২৩৫২), তিরমিযী ৩৬৫৩, আবূ ইয়া'লা ৭৩৭৯।

Scanned by CamScanner

(وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ) 'উমার (رضي الله عنه)-এর বয়স নিয়ে মতভেদ আছে। বলা হয়ে থাকে যে, ৪৯ বছর বয়স ছিল 'উমার (رضي الله عنه)-এর। বলা হয়ে থাকে যে, ৫৮ বছর বয়স ছিল। বলা হয়ে থাকে, ৫৬ বছর বয়স হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, ৫১ বছর বয়স ছিল । তবে সঠিক মত অনুসারে তাঁর বয়সও ৬৩ বছর ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٤١ -[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلٰى أَهْلِهٖ وَيَتَزَوَّدَ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدَ لِمِثْلِهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ». قَالَ: "فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ: ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾". فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهٗ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيجَةَ فَقَالَ: «زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ» فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلٰى نَفْسِيْ» فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللّٰهِ لَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيجَةُ إِلٰى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ابْنِ عَمِّ خَدِيجَةَ. فَقَالَتْ لَهٗ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِيْ مَاذَا تَرٰى؟ فَأَخْبَرَهٗ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأٰى. فَقَالَ وَرَقَةُ: هٰذَا هُوَ النَّامُوسُ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوسٰى يَا لَيْتَنِيْ فِيهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِيْ أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟» قَالَ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهٖ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৪১-[৫] 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওয়াহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি (ﷺ) যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাতের আলোর মতোই ফলত। এরপর তাঁর কাছে নির্জনতা পছন্দনীয় হতে লাগল। তাই তিনি (ﷺ) একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনদের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশে তিনি (ﷺ) কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হয় গেলে তিনি (ﷺ) খাদীজাহ্ (رضي الله عنها)-এর কাছে ফিরে এসে আবার ঐ পরিমাণ কয়েক দিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে

Scanned by CamScanner

যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর কাছে সত্য (ওয়াহী) আসলো। জিবরীল আলায়হিস সালাম সেখানে এসে তাঁকে বললেন, 'পড়ুন!' রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি বলেন, মালাক (ফেরেশতা) তখন আমাকে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, তাতে আমি প্রবল কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তখন দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে ধরে আবারও খুব জোরে চাপলেন। এবারও ভীষণ কষ্ট আমি অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' এবারও আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি (ﷺ) বলেন, মালাক (ফেরেশতা) তৃতীয়বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। এবারও আমি বিশেষভাবে কষ্ট পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, (অর্থাৎ) "আপনার প্রভুর নামে পড়ুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। (পড়ুন!) আর আপনার প্রভু সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। তিনিই কলম দ্বারা বিদ্যা শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাই শিখিয়েছেন যা সে জানত না"– (সূরাহ্ আল 'আলাক্ব ৯৬ : ১-৫)। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াতগুলো আয়ত্ত করে ফিরে আসলেন। তখন তাঁর অন্তর কাঁপছিল। তিনি (ﷺ) খাদীজার কাছে এসে বললেন, চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও। চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও। তখন তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি (ﷺ) খাদীজার কাছে ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশঙ্কাবোধ করছি। তখন খাদীজাহ্ (সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে) বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি : এরূপ কখনো হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করেন, সর্বদা সত্য কথা বলেন, আপনি অক্ষমদের দায়িত্ব বহন করেন। নিঃস্বদেরকে উপার্জন করে সাহায্য করেন, অতিথিদের মেহমানদারি করেন এবং প্রকৃত বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। এরপর খাদীজাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাথে নিয়ে আপন চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ্ ইবনু নাওফাল-এর কাছে চলে গেলেন। (পরবর্তীতে ওয়ারাকাহ্ 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিরেন) খাদীজাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! তোমার ভাতিজা কি বলে তা একটু শুন! তখন ওয়ারাকাহ্ তাঁকে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে ওয়ারাকাহ্ তাঁকে বললেন, এ তো সেই রহস্যময় মালাক (জিবরীল আলায়হিস সালাম), যাঁকে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তোমার নুবুওয়্যাতকালে বলবান যুবক থাকতাম। হায়! আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে মাক্কাহ্ থেকে বের করে দেবে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা কি সত্যই আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকাহ্ বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে দুনিয়াতে এসেছ, অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে যে লোকই এসেছে, তার সাথেই শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার সে যুগ পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তোমার সাহায্য করব। এর অব্যাহতির পর ওয়ারাকাহ্ মৃত্যুবরণ করলেন। এদিকে ওয়াহীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি সহাবীদের মুরসাল হাদীসের একটি। কারণ 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা এ ঘটনা পাননি। তিনি হয়তো নাবী ﷺ থেকে শুনেছেন, অথবা সহাবী থেকে শুনেছেন। আর সহাবীদের মুরসাল হাদীস সকল 'উলামাদের নিকট দলীল। তবে উস্তায আবূ ইসহাক্ব আল ইসফিরায়িনী যা এককভাবে বর্ণনা করেছেন তা ব্যতীত।

---

[৬৮৩] সহীহ : বুখারী ৩, মুসলিম ২৫২-(১৬০), মুসনাদে আহমাদ ২৬০০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৭১৬।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে, তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে শুনেছিলেন। তিনি বলেন, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তবে আমি বলছি, ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) যা বলেছেন তা দুর্বল মত। কারণ তিনি হাদীসের শুরুতে বলেননি যে, তিনি তাঁর থেকে শুনেছেন। অতএব তা মুরসাল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীসটিতে ওয়াহীর সূচনা কিভাবে হলো তা আলোচনা করা হয়েছে। কিভাবে ওয়াহীর বিস্তার হয়েছিল, তার ধারাবাহিকতা কি তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে হাদীসটিতে। (সম্পাদকীয়)

٥٨٤٢ -[٦] وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: حَتّٰى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدّٰى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجَبَلِ فَكُلَّمَا أَوْفٰى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهٗ مِنْهُ تَبَدّٰى لَهٗ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ حَقًّا. فَيَسْكُنُ جَأْشُهٗ وَتَقِرُّ نَفْسُهٗ.

৫৮৪২-[৬] আর ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, এতে এটুকু আছে যে, ওয়াহী আসা স্থগিত হওয়ায় রসূলুল্লাহ ﷺ খুবই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি (ﷺ) কয়েকবার ভোরে এ উদ্দেশে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন যে, সেখান হতে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করবেন। যখনই তিনি (ﷺ) নিজেকে নিক্ষেপ করার উদ্দেশে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেন, তখনই জিবরীল আলায়হিস সালাম এসে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলতেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহর রসূল (ধৈর্যধারণ করুন, অস্থিরতার কিছুই নেই) তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর আশ্বাস বাণীতে তাঁর অস্থিরতা দূর হয়ে অন্তরে প্রশান্তি আসত।[৬৮৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, নাবী ﷺ সত্য নাবী ও রসূল ছিলেন। কারণ জিবরীল আমীন নিজেই এ সাক্ষ্য দিয়েছেন, যা এ হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। (সম্পাদকীয়)

٥٨٤٣ -[٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ: "فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا حَتّٰى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِيْ فَقُلْتُ: زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৪৩-[৭] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি ওয়াহী স্থগিত হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, একদিন আমি পথে চলছিলাম, এমন সময় আমি আকাশের দিক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি উপরে তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যিনি আমার কাছে এসেছিলেন, সেই মালাক (ফেরেশতা) আকাশ ও জমিনের মধ্যস্থলে একটি কুরসীতে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি ভয়ে ঘাবড়ে গেলাম। এমনকি আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, অতঃপর (উঠে) পরিবারের কাছে বাড়িতে ফিরে বললাম,

---

[৬৮৪] সহীহ : বুখারী ৬৯৮২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩, মুসনাদে আহমাদ ২৬০০১, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ২৯২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৭১৯।

Scanned by CamScanner

আমাকে চাদর জড়াও! আমাকে চাদর জড়াও! এ সময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, (অর্থাৎ) 'হে চাদর আবৃত ব্যক্তি! উঠ, আর সতর্ক কর। আর তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার কাপড় পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা ত্যাগ কর।' এরপর হতে ওয়াহী পুরোদমে একের পর এক অবতীর্ণ হতে লাগল। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৫]

ব্যাখ্যা : ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ অর্থাৎ হে নুবুওয়্যাতের চাদরে আবৃত ও আর রিসালাতের ভারী দায়িত্ব বহনকারী! ﴿قُمْ﴾ অর্থাৎ আমাদের আদেশ পালন করুন অথবা আনুগত্যের সাথে দায়িত্বপালনের ওপর অটল থাকুন। অথবা রাতে দাঁড়িয়ে সলাত (তাহাজ্জুদের সলাত) আদায় করুন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ...﴾। এ কারণে বলা হয়েছে, তিনি নির্দেশিত হয়েছিলেন নুবুওয়্যাত প্রতিষ্ঠিত করতে আর এটা এমন একটা নির্দেশ যা রিসালাতের প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। এমনকি মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَأَنْذِرْ﴾ অর্থাৎ অতএব আপনি মানুষদেরকে সতর্ককরণ 'আযাব হালকা করার ব্যাপারে আর মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন বিভিন্ন প্রকারের সাওয়াবের। এখানে শুধু সতর্কতার কথা বলার কারণ হলো বেশির ভাগ লোক কাফির হওয়ার কারণে। ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ অর্থাৎ আপনি আপনার রবের বড়ত্ব ও মহত্বের গুণ বর্ণনা করুন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٤٤ - [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৪৪-[৮] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একদিন হারিস ইবনু হিশাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে কিভাবে ওয়াহী আসে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়াহী কোন সময় আমার কাছে ঘণ্টার আওয়াজের মতো আসে। আর তাই আমার পক্ষে এটা সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রকৃতির ওয়াহী। তবে এ অবস্থায় মালাক (ফেরেশতা) যা বলে তা শেষ হতেই আমি তার কাছ হতে তা আয়ত্ত করে ফেলি। আবার কোন সময় মালাক (ফেরেশতা) আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে এসে আমার সাথে কথা বলেন, তিনি যা বলেন আমি তা সাথে সাথেই আয়ত্ত করে ফেলি। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, মূলত আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর ওপর ওয়াহী অবতীর্ণ হতে দেখেছি যখন তার অবসান হত তখন তাঁর কপাল হতে ঘাম ঝরে পড়ত। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৬]

ব্যাখ্যা : ঐতিহাসিক সুহায়লী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ-এর ওপর ওয়াহী বিভিন্নভাবে নাযিল হত- ১. স্বপ্নযোগে ২. অন্তরের মধ্যে ফুঁকের দ্বারা। ৩. ঘণ্টার আওয়াজের মতো। আর এটাই ছিল নাবী ﷺ-

---

[৬৮৫] সহীহ : বুখারী ৩২৩৮, মুসলিম ২৫৫-(১৬১), মুসনাদে আহমাদ ১৪৫২৩, সহীহুল জামি' ৪১৯৩।

[৬৮৬] সহীহ : বুখারী ২, মুসলিম ৮৭-(২৩৩৩), সহীহুল জামি' ৪৭৯২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২০৮৮, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৬৩৭৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৫, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৫, মুসনাদুল হুমায়দী ৭৯১, মুসনাদে বায্যার ২০২৯, মুসনাদে আহমাদ ২১৩১, আবূ ইয়া'লা ২৭৪০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৪৩৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৮৭০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৭৫৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৪৭৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৩৬১, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩৪৩৬।

Scanned by CamScanner

এর জন্য খুবই কষ্টদায়ক। ৪. মালাক (ফেরেশতা) মানুষের আকৃতিতে এসে ওয়াহী দিয়ে যেতেন। ৫. জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর ছয়শত পালকবিশিষ্ট আসল আকৃতিতে আগমন করতেন। ৬. আল্লাহ তা'আলা পর্দার আড়ালে থেকে কথাবার্তার মাধ্যমে ওয়াহী প্রদান করতেন ইত্যাদি। (সম্পাদকীয়)

٥٨٤٥ - [٩] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذٰلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهٗ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَكَسَ رَأْسَهٗ وَنَكَسَ أَصْحَابُهٗ رُؤُوْسَهُمْ فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৪৫-[৯] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী ﷺ-এর ওপর ওয়াহী অবতীর্ণ হত, তখন তিনি কষ্ট অনুভব করতেন বলে মনে হত এবং তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেত।

অপর এক বর্ণনায় আছে, ওয়াহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলতেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সহাবীগণও (আদবের খাতিরে) আপন আপন মাথা নত করে নিতেন। ওয়াহী আসা শেষ হলে তিনি (ﷺ) স্বীয় মাথা উঠাতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ ওয়াহীর বিষয়ের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করতেন। আর লোকেদের নিকট তার যথাযথ হাক্ব আদায় করতেন তা পৌছে দেয়ার মাধ্যমে। তিনি (ﷺ) এ নি'আমাতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতেন। আর এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা, অপমান ও শাস্তির ভয় করতেন। অতএব তিনি (ﷺ) মনে মনে চিন্তা করতেন যা দেখে বুঝা যেত তার ওপর ওয়াহী নাযিল হয়েছে। এখান থেকে এটাও বুঝা যায় যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো ওয়াহীর কষ্ট ও কঠিনতা। কারণ চিন্তার মূলই হলো কষ্ট। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٤٦ - [١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِيْ: «يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيٍّ» لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُوْلًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟" قَالُوْا: نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: «فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ». قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৪৬-[১০] ইবনু 'আব্বাস ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কীয় আয়াত) "তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও"- (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ২১৪); অবতীর্ণ হলো, তখন নাবী ﷺ সফা পাহাড়ে আরোহণ করে- হে বানী ফিহ্র! হে বানী 'আদী! বলে কুরায়শদের গোত্রসমূহকে আহ্বান করেন। পরিশেষে সেখানে সকলে একত্রিত হলো। এমনকি যারা স্বয়ং উপস্থিত হতে পারেনি, তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানতে চাইল যে, ব্যাপার কি? বিশেষত আবূ লাহাব এবং কুরায়শের সর্বসাধারণ লোকেরাও আসলো। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, বল তো! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, (শত্রুপক্ষের) একদল অশ্বারোহী এ পাহাড়ের অপর প্রান্ত হতে।

Scanned by CamScanner

অপর এক বর্ণনা মতে, একদল অশ্বারোহী উপত্যকার এক প্রান্ত হতে বের হয়ে হঠাৎ তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তোমরা কি আমার এ কথাটি বিশ্বাস করবে? তারা সকলে বলে উঠল; হ্যাঁ, নিশ্চয়। কেননা তোমাকে আমরা বিগত দিনে সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদের সম্মুখে আগত এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি। এতদশ্রবণে আবূ লাহাব বলে উঠল, তোমার ধ্বংস হোক! এজন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? বর্ণনাকারী বলেন, তখনই আয়াত অবতীর্ণ হলো "আবূ লাহাব-এর উভয় হাত ধ্বংস হয়েছে"– (সূরাহ্ আল লাহাব ১১১ : ১)। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৭]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরায়শ জাতিকে লক্ষ্য করে তাদের আহ্বান করলে তারা তার ডাকে সাড়া দেয়। যারা সাড়া দিতে পারেনি তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়। তারা সমবেত হলে নাবী ﷺ তাদেরকে আল্লাহর তাওহীদ ও আখিরাতের দা'ওয়াত দেন। যাতে তারা সরল-সঠিক পথে চলতে পারে এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হয়। আবূ লাহাব এ দা'ওয়াতের সম্মুখ বিরোধিতা করলে ও নাবী ﷺ-কে অপমান করলে আল্লাহ নাবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে জবাব দিয়ে সূরাহ্ লাহাব নাযিল করেন। (সম্পাদকীয়)

٥٨٤٧ -[١١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِيْ مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلٰى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلٰى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتّٰى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتّٰى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلٰى فَاطِمَةَ فَأَقْبَلَتْ تَسْعٰى وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتّٰى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ثَلَاثًا وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا: «اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ». قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعٰى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৪৭-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার কাছে সলাত আদায় করছিলেন। এ সময় কুরায়শদের একদল লোক সেখানে বসা ছিল। তখন তাদের মধ্য হতে একজন বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে অমুক গোত্রের উটের নাড়িভুঁড়ি এনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, অতঃপর এ লোক (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল) যখন সাজদায় যাবে তখন তা তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে। অতঃপর তাদের মধ্য হতে সর্বাপেক্ষা বড় পাপিষ্ঠটি উঠে গেল। যখন নাবী ﷺ সাজদায় গেলেন তখন সে তা তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিল। এমতাবস্থায় নাবী ﷺ সাজদারত রইলেন। সেই পাপিষ্ঠরা খুব হাসাহাসি করতে লাগল, এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের উপর ঢলে পড়ল। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি (ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه) বিবি ফাত্বিমাহ্'র নিকট গিয়ে বললেন, তিনি দৌড়িয়ে আসলেন। অথচ নাবী ﷺ তখনো পূর্ববৎ সাজদায় রয়েছিলেন। ফাত্বিমাহ্

---

[৬৮৭] সহীহ : বুখারী ৪৮০১, মুসলিম ৩৫৫-(২০৮), সহীহুল জামি' ৭৯০২, মুসনাদে আহমাদ ২৮০২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৫০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৪২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৪৮৬।

Scanned by CamScanner

(রাঃ) নাড়িভুঁড়িটি নাবী ﷺ-এর ওপর হতে সরিয়ে ফেললেন এবং ঐ সকল পাপিষ্ঠ কাফিরদের লক্ষ্য করে গালমন্দ করলেন। বর্ণনাকারী ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষ করে তিনবার বললেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি কুরায়শদেরকে ধরাশয়ী কর।’ আর রসূল ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন বিষয়ে দু‘আ বা বদ্‌দু‘আ করতেন কিংবা আল্লাহর কাছে চাইতেন, তখন তিন তিনবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) (কাফিরদের নাম ধরে) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ১. ‘আম্‌র ইবনু হিশাম (আবূ জাহ্‌ল), ২. ‘উতবাহ্ ইবনু রবী‘আহ্, ৩. শায়বাহ্ ইবনু রবী‘আহ্, ৪. ওয়ালীদ ইবনু ‘উত্‌বাহ্, ৫. উমাইয়্যাহ্ ইবনু খালফ, ৬. ‘উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু‘আয়ত্ব এবং ৭. ‘উমারাহ্ ইবনুল ওয়ালীদেরকে পাকড়াও কর।

বর্ণনাকারী ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি (ﷺ) যে সকল লোকের নাম নিয়ে বদ্‌দু‘আ করেছিলেন, আমি বদ্‌রের যুদ্ধে তাদের লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। অতঃপর তাদেরকে টেনে বদ্‌রের একটি অনাবাদ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ কূপে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হলো, তাদের ওপর লা‘নাতের পর লা‘নাত রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ঐ ব্যক্তির নাম ছিল আবূ জাহ্‌ল যে নাবী ﷺ-এর ওপর উটের নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। আর তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক বলতে বুঝানো হয়েছে আবূ জাহ্‌ল অথবা ‘উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু‘আয়ত্ব-কে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সে হলো ‘উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু‘আয়ত্ব যেটা অন্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। তারপর যখন নাবী ﷺ সলাতে সাজদায় রবের সন্তুষ্ট অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন তখন সে এসে নাবী ﷺ-এর মাথায় উটের ভূড়িটি চাপিয়ে দিয়ে আনন্দোল্লাস করছিল। তারপর ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) ছুটে চলে আসেন, কারণ তখন তার বয়স কম ছিল। যখন নাবী ﷺ-এর বয়স ৪১ বছর তখন ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) জন্মলাভ করেন। তারপর নাবী ﷺ-এর ওপর থেকে সে ভুঁড়িটা সরিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে তাদেরকে বকতে ও অভিশাপ দিতে লাগলেন। আর তারা চুপ করে তা শুনতে লাগল, কারণ তখনও ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) ছোট ছিলেন। আর তারা হয়তো তার প্রতিবাদ করেনি, কারণ তারা নিজেদের দু’ গোত্রের মাঝে লড়াইয়ের ভয় করছিল। তারপর নাবী ﷺ সলাত শেষ করে তাদেরকে বদ দু‘আ দিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এখানে একটি প্রশ্ন আছে, তা হলো- নাবী ﷺ এ অপবিত্র জিনিস নিয়ে কেন সলাত আদায় করলেন? এর জবাবে ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা অপবিত্র ছিল না। কারণ গোবর ও পেটের তাজা জিনিস এ দু’টিই পবিত্র, অপবিত্র হলো রক্ত। এটা হলো মালিকী ও তাদের মতো যারা মত পোষণ করেন তাদের মাযহাব যে, যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় তাদের গোবর পবিত্র। তবে এটা হানাফী মাযহাবে অপবিত্র। হানাফীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ তার পিঠে কি আছে তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। কারণ অপবিত্র অবস্থায় সলাত হয় না। আর এটা যদি অপবিত্র হত তবে নাবী ﷺ-কে জানিয়ে দিতেন। আর এর সঠিক জবাব হলো।

শারহুস্ সুন্নাহ্ কিতাবে এসেছে- বলা হয়ে থাকে যে, এ ঘটনাটি ছিল গোবর, রক্ত ও মুশরিকদের যাবাহ করা কোন জিনিস হারাম হওয়ার পূর্বে। আর তখন হারাম হত না এসব জিনিসে। আর সলাতও বাত্বিল হত না যেমন- মদ। তারা মদ পান করে তা কাপড়ে লাগলে তারা সে অবস্থায় সলাত আদায় করত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৮৮] সহীহ : বুখারী ৫২০, মুসলিম ১০৭-(১৭৯৪), মুসনাদে আহমাদ ২২২৫, আবূ ইয়া‘লা ২৬০৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১০৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৮৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৭২।

Scanned by CamScanner

٥٨٤٨ -[١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ فَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِيْ إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِيْ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا فِيْ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِيْ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ". قَالَ: "فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِيْ رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِيْ بِأَمْرِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الْأَخْشَبَيْنِ" فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৪৮-[১২] ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! উহুদের দিন অপেক্ষা অধিক কষ্টের কোন দিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, তোমার সম্প্রদায় হতে যে আচরণ পেয়েছি– তা এটা হতেও অধিক কষ্টদায়ক ছিল। তাদের কাছ হতে সর্বাধিক বেদনাদায়ক যা আমি পেয়েছি তা হলো ‘আক্বাবার দিনের আঘাত’ যেদিন আমি (ত্বায়িফের বানী সাক্বীফ নেতা) ইবনু ‘আব্দ ইয়ালীল ইবনু কুলাল-এর কাছে (ইসলামের দা‘ওয়াত নিয়ে) স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি যা নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম সে তাতে কোন সাড়া দেয়নি। তখন আমি অতি ভারাক্রান্ত অবস্থায় (নিরুদ্দেশ) সম্মুখপানে চলতে লাগলাম, “কারনুস্ সা‘আলিব” নামক স্থানে পৌছার পর আমি কিছুটা স্বস্তি হলাম। তখন আমি উপরের দিকে মাথা তুলে দেখতে পেলাম, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে রেখেছে। পুনরায় লক্ষ্য করলে তাতে জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে আহ্বান করে বললেন, আপনি আপনার গোত্রের কাছে যে কথা বলেছেন এবং তার উত্তরে তারা আপনাকে যা বলেছে, এসব কথা আল্লাহ তা‘আলা শুনেছে। এখন তিনি পাহাড় পর্বত তদারককারী মালাক (ফেরেশতা)-কে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। অতএব ঐ সমস্ত লোকেদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিতে পারেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, অতঃপর ‘মালাকুল জিবাল’ আমার নাম নিয়ে আমাকে সালাম করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা‘আলা আপনার ক্বওমের উক্তিসমূহ শুনেছেন। আমি (পাহাড়-পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা) আপনার প্রভু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। অতএব আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ করতে পারেন, আপনি ইচ্ছা করলে এ পাহাড় দু'টি তাদের ওপর চাপিয়ে দেব। উত্তরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বরং আশা করি আল্লাহ তা‘আলা তাদের ঔরসে এমন বংশধরের জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহর ‘ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শারীক করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ‘আক্বাবার দিন বলতে বুঝানো হয়েছে- মিনায় অবস্থিত ‘আক্বাবাহ্ নামক জায়গাকে। নাবী (ﷺ) উৎসবের সময় ‘আক্বাবায় অবস্থান করে ‘আরবদের বিভিন্ন গোত্রদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকেন।

---

[৬৮৯] সহীহ : বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ১১১-(১৭৯৫), সহীহুল জামি‘ ৫১৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৭০৬, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৮৯০২।

Scanned by CamScanner

(তিনি ইবনু 'আবদুল ইয়ালীল-কে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন) ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার নামই তার উপনাম। আর আল মাগাযী গ্রন্থে এসেছে, নাবী ﷺ স্বয়ং 'আব্দ ইয়ালীল-কেই দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, 'আব্দু ইয়ালীল ইবনু 'আম্‌র ইবনু 'আম্‌র। বলা হয়ে থাকে, ইবনু 'আব্দ ইয়ালীল এর নাম মাস্‌'উদ। ইবনু 'আব্দ ইয়ালীল ছিলেন ত্বায়িফের সাক্বীফ গোত্রের একজন বড় নেতা। আরো বলা হয়ে থাকে যে, তিনি নুবুওয়্যাতের দশম বছরে ত্বায়িফের প্রতিনিধি দলের সাথে ইসলাম ক্ববূল করেন। ইবনু 'আবদুল বার (রহিমাহুল্লাহ) তাকে সহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে ওয়াক্বীদি যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে বুঝা যায়, তিনি ইসলাম ক্ববূল করেননি। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। আমি যখন তাদেরকে দা'ওয়াত দিলাম তখন তারা আমার দা'ওয়াতে সাড়া না দিলে আমি খুব মনে কষ্ট পেলাম। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ আমি পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করলাম। আর এ চিন্তা ছিল খুব কঠিন চিন্তা। আর আমার পেরেশানী দূর হলো "ক্বার্‌নুস্‌ সা'আলিব" নামক পাহাড় যা মাক্কাহ্ ও ত্বায়িফের মাঝে অবস্থিত এখানে এসে। আমি আকাশের দিকে তাকালাম দু'আ করার উদ্দেশ্যে। তখন দেখলাম পাহাড়ের মালাক আমার কাছে আসছেন। তিনি এসে আমাকে সালাম করলেন। এ সালাম ছিল নাবী ﷺ-এর সম্মানার্থে। নাবী ﷺ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ের মালাককে তাদের ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করেননি। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٤٩ -[١٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ رَأْسِهٖ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৪৯-[১৩] আনাস রضي الله عنه হতে বর্ণিত। উহুদের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনের পাশের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তাঁর মাথায় জখম হয়েছিল। এ সময় তিনি (ﷺ) স্বীয় রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, সে জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নাবীর মাথায় জখম করল এবং তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। (মুসলিম)[৬৯০]

ব্যাখ্যা : (رَبَاعِيَتُهُ) 'আরবীতে উপরের পাটির দু'টি এবং নীচের পাটির দু'টি– এমন চার দাঁতকে বুঝানো হয় যা সানাইয়া ও আন্‌ইয়াব দাঁতের মাঝে অবস্থিত। অতএব নাবী ﷺ-এর নীচের পাটির উক্ত দুই দাঁতের মধ্য হতে ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে ছিল।

(كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ) অর্থাৎ যুহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন নাবী ﷺ-এর চেহারায় তরবারি দিয়ে সত্তরটি আঘাত করা হয়েছিল। আল্লাহ তাকে প্রত্যেক ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছিলেন। বুখারীর ব্যাখ্যায় ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত তার চেহারা সত্তর জন শাহীদের সাথে শারীক। তবে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন, কারণ মহান আল্লাহর বাণী- ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ "আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৭)। আর তার যে দাঁত ভাঙল ও মাথা আহত হলো এটাতে সাওয়াব অর্জিত হলো। আর এখান থেকে বুঝা গেল মানুষ যে দুর্বল, অক্ষম ও আল্লাহর বান্দা। সে কারণে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহর 'ইবাদাত করা চায়।
(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

[৬৯০] সহীহ : মুসলিম ১০৪-(১৭৯১), তিরমিযী ৩০০২, মুসনাদে আহমাদ ১২৮৫৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ১০১১, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১২০৪, মুসনাদে বায্‌যার ৩২০৪, আবূ ইয়া'লা ৩৩০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১০৭৭।

Scanned by CamScanner

٥٨٥٠ -[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ» يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৫০-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ভাঙ্গা দাঁতের উদ্দেশে ইশারা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা সে সম্প্রদায়ের ওপর ভীষণ রাগান্বিত হন, যারা আল্লাহর নাবীর সাথে এ দুর্ব্যবহার করেছে। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন, সে লোকও আল্লাহর ভীষণ রোষাণলে নিপতিত হয়েছে, যাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আল্লাহর পথে (জিহাদের ময়দানে) হত্যা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি হতে গেল বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে আঘাত করেছিল সে ছিল সবচেয়ে বড় হতভাগা। কারণ সে সারা পৃথিবীর জন্য রহমাতের নাবীকে আঘাত করেছে। আর নাবী (ﷺ) যাকে যুদ্ধের ময়দানে আঘাত করে নিহত করেছে, সে ব্যক্তিও বড় হতভাগ্য। নাবী (ﷺ) আঘাত করেছিলেন উবাই ইবনু খাল্‌ফ-কে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শারী'আতের বিধান মতে শাস্তি বা ক্বিসাস হিসেবে যাদেরকে নাবী (ﷺ)-এর হাতে হত্যা করা হয় তারা এখানে উদ্দেশ্য নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ: اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

আর এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٥١ -[١٥] عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ قلت: يَقُولُونَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ذٰلِكَ. وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ لِي. فَقَالَ لِي جَابِرٌ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا بِمَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَنَزَلَتْ: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤﴾ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৬৯১] সহীহ : বুখারী ৪০৭৩, মুসলিম ১০৬-(১৭৯৩), মুসনাদে আহমাদ ৮১৯৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪৬০।

Scanned by CamScanner

৫৮৫১-[১৫] ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান -কে কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়া আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ "হে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)!"– (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ১)। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে– ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ...﴾ "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে..."– (সূরাহ্ আল 'আলাক্ব ৯৬ : ১)। আবূ সালামাহ্ বললেন, এ বিষয়ে আমি জাবির -কে প্রশ্ন করেছিলাম এবং তুমি আমাকে যা বললে, আমিও তাঁকে হুবহু তাই বলেছিলাম। উত্তরে জাবির আমাকে বললেন, তিনি () আমাদের কাছে যা বলেছেন, আমিও তোমাকে হুবহু তাই বলব। রসূলুল্লাহ বলেছেন, আমি হেরা গুহায় (দিবা-রাত্র) একাধারে একমাস অতিবাহিত করেছি। সেখানের অবস্থানকাল শেষ করে আমি সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাকে কেউ ডাক দিল। আমি ডানে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না, আবার বামদিকে দৃষ্টি দিলাম তখনো কিছু দেখলাম না, আবার পিছনে তাকালাম তখনো কিছু দেখলাম না, আবার পিছনে দৃষ্টি দিলাম এবারও কিছুই দেখলাম না। এরপর আমি মাথা তুলে উপরের দিকে দৃষ্টি দিলাম। এবার বিশাল কিছু (জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে তাঁর আসল আকৃতিতে) দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি বিবি খাদীজার কাছে এসে বললাম, 'আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর' তারা আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করল এবং আমার দেহে ঠাণ্ডা পানি ঢালল, তখন অবতীর্ণ হলো (অর্থাৎ) 'হে কম্বল আচ্ছাদিত লোক! উঠ! সকলকে সতর্ক-সাবধান কর। তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা (মূর্তিপূজা) হতে পৃথক থাক।' এটা সলাত ফার্‌য হওয়ার আগের ঘটনা। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯২]

ব্যাখ্যা : ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ এ সূরাটি নাযিল হয়েছে ওয়াহী বিরতির পরে। অর্থাৎ এটা নাযিলের মাধ্যমে ওয়াহীর বিরতিকাল শেষ হয়। এটা সতর্ক করার জন্য নির্দিষ্ট হিসেবে প্রথম আয়াত। আর এটা রিসালাতের প্রথম ওয়াহী। অর্থাৎ এ আয়াতটি নাযিল করে নাবী -কে রিসালাতের ঘোষণা দেয়া হয়। আর এর আগে যে আয়াত নাযিল করা হয়েছিল তা ছিল নাবী হওয়ার ঘোষণা। আল্লাহ ভালো জানেন।

(جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا) অর্থাৎ এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ একমাস ছিল ওয়াহী বন্ধ চলাকালীন সময়ে।

(هَبَطْتُ) অর্থাৎ আমি অবতরণ করলাম। আর এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, এ অবস্থা ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে। কারণ প্রথম পর্যায়ে হিরা গুহায় নাযিল হয়েছিল *ইক্বরা* বা তুমি পড়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

এরপর নাবী বাড়ী ফিরে এসে খাদীজাহ্ -কে বললেন, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। পরে আল্লাহ নাযিল করেন।

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤

"ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ওঠ, সতর্ক কর। আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।" (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ১-৫)

উল্লেখিত এই পাঁচটি আয়াত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৯২] সহীহ : বুখারী ৪৯২২, মুসলিম ২৫২-(১৬০), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৮১৮০।

Scanned by CamScanner

(٥) بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ

অধ্যায়-৫ : নুবুওয়্যাতের নিদর্শনসমূহ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨٥٢ -[١] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً. فَقَالَ: هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ وَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِي ظِئْرَهُ. فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرٰى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৫২-[১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। (বাল্যকালে দুধ-মা হালীমার কাছে থাকাকালীন) একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সমবয়সী বালকদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। এমন সময় জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেললেন। অতঃপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা হতে একখণ্ড বের করে বললেন, তোমার দেহের ভিতরে এটা শায়ত্বনের অংশ। তারপর তাকে একটি স্বর্ণ-পাত্রে রেখে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর উক্ত পিণ্ডটিকে যথাস্থানে রেখে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ ঘটনা দেখে খেলার সঙ্গী বালকেরা দৌড়ে এসে তাঁর দুধ-মায়ের কাছে এসে বললেন, মুহাম্মাদ-কে হত্যা করা হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তারা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে সুস্থ পেল, তবে তাঁর চেহারার বর্ণ খুবই বিষণ্ন। বর্ণনাকারী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি প্রায়শ রসূল ﷺ-এর বুকের সেলাইটি দেখতে পেতাম। (মুসলিম)[৬৯৩]

ব্যাখ্যা : (مِنْهُ عَلَقَةً) অর্থাৎ মোটা রক্তকে। আর তা হলো অন্তরে পাপাচার ও নষ্টের মূল।

(مِنْ ذَهَبٍ) ইসলামী শারী'আতে স্বর্ণ ব্যবহার করাকে হারাম করা হয়েছে দুনিয়ায় পুরুষের জন্য।

নাবী ﷺ-এর বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়েছিল কয়েকবার।

১. শিশুকালে হালিমার কাছে থাকাকালীন সময়ে। তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর।

২. হিরা গুহায় তার জন্য জিবরীলের মুনাজাতের সময়।

৩. তারপর মি'রাজের রাতে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٥٣ -[٢] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৬৯৩] সহীহ : মুসলিম ২৬১-(১৬২), আবূ দাউদ ৪৩২৯, তিরমিযী ২২৪৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৮১৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫, মুসনাদে আহমাদ ১২৫২৮, আবূ ইয়া'লা ৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৩৪।

Scanned by CamScanner

৫৮৫৩-[২] জাবির ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মাক্কার ঐ পাথরকে এখনো চিনি, যে আমার নুবুওয়্যাত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। (মুসলিম)[৬৯৪]

ব্যাখ্যা : বলা হয়ে থাকে হাজারে আসওয়াদ পাথরটি নাবী ﷺ-এর সাথে কথা বলত। এটারও সম্ভাবনা আছে যে, তার সাথে কথা বলত হাজারে যুক্বাক্ব যার অবস্থান ছিল মাসজিদ ও খাদীজাহ্ رضي الله عنها-এর বাড়ির মাঝে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٥٤ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৫৪-[৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মাক্কার লোকেরা একটি নিদর্শন (মু'জিযাহ্) দেখতে পান, যখন তিনি (ﷺ) চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা উভয় খণ্ডের মাঝখানে হেরা পর্বত দেখতে পেল। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯৫]

ব্যাখ্যা : মাক্কার কাফির কুরায়শগণ নাবী ﷺ-কে তাঁর নুবুওয়্যাত ও রিসালাতের নিদর্শনস্বরূপ চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাতে বললে নাবী ﷺ তাদেরকে তা দ্বিখণ্ডিত করে দেখান।

(حَتّٰى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا) অর্থাৎ একখণ্ড মেঘ পাহাড়ের উপরে এবং অন্য খণ্ড মেঘ পাহাড়ের নিচে ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٥٥ - [٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً دُونَهٗ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اشْهَدُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৫৫-[৪] ইবনু মাস্‘উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়। তার একখণ্ড পাহাড়ের উপরের দিকে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নিম্নদিকে ছিল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯৬]

ব্যাখ্যা : (اشْهَدُوا) অর্থাৎ তোমরা আমার নুবুওয়্যাতের অথবা মু'জিযার সাক্ষ্য থাকবে। যুজাজ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, একদল লোক এ ঘটনাকে তা'ওয়ীল বা ভুল ব্যাখ্যা করেন। আর তা হলো চাঁদ ক্বিয়ামাতের দিন খণ্ডিত হবে। আর এ কথাটি স্পষ্ট মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ "আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, চলমান যাদু।" (সূরাহ্ আল ক্বমার ৫৪ : ০২)

তাহলে এটা ক্বিয়ামাতের দিন কিভাবে হবে? আয়াতে চলমান যাদু বলতে বুঝা যাচ্ছে তারা ইতোপূর্বে আরো অনেক নিদর্শন ও মু'জিযাহ্ দেখেছিল। ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিরোধিতাকারী

---

[৬৯৪] সহীহ : মুসলিম ২-(২২৭৭), সহীহুল জামি' ২৪৮৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬৭০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭০৫, মুসনাদে আহমাদ ২০৯৩১, দারিমী ২০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৭৪, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২০১২।

[৬৯৫] সহীহ : বুখারী ৩৮৬৮, মুসলিম ৪৬-(২৮০২), মুসনাদে আহমাদ ১৩১৭৭, আবূ ইয়া'লা ৩১১৩।

[৬৯৬] সহীহ : বুখারী ৫৮৬৪, মুসলিম ৪৩-(২৮০০), তিরমিযী ৩২৮৭, মুসনাদে বায্যার ১৯৭১, মুসনাদে আহমাদ ১৩৯৪৮, আবূ ইয়া'লা ২৯২৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৫৫২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৩৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৭৫৮।

Scanned by CamScanner

অনেকেই বলে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া কাজটি একটি প্রকাশ্য কাজ। এটি ঘটলে তো অনেক মানুষ দেখত। আর এটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের হত। এর জবাবে বলা হয় : এ ঘটনা তো মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে গেছে। আর যারা বিরোধী তারা হয়তো মূর্খতা প্রকাশ করে অথবা চন্দ্রগ্রহণের মতো ধারণা করে। আর প্রথম যুগের মানুষেরা এর সাক্ষ্য ছিলেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই তার কারণ হলো নাবী ﷺ এটা সংবাদ দিয়েছেন। আর শারহে মুসলিমের মধ্যে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ চাদের খণ্ডন হয়েছিল রাতের বেলায় আর বেশিরভাগ মানুষ তখন ঘুমন্ত ছিল। আর দরজা ছিল বন্ধ। আর তারা কাপড় মুড়ি দিয়েছিল। আর অল্প সংখ্যক যারা আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিল তারা এটা লক্ষ্য করেছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٥٦ -[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلٰى رَقَبَتِهِ فَأَتٰى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ زَعَمَ لِيَطَأَ عَلٰى رَقَبَتِهِ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِيْ بِيَدَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ دَنَا مِنِّيْ لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৫৬-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ জাহল (মাক্কার কাফির কুরায়শদেরকে) বলল, তোমাদের সামনে মুহাম্মাদ ﷺ কি তার চেহারা মাটিতে লাগায়? (অর্থাৎ সে সলাত আদায় করে?) বলা হলো, হ্যাঁ। তখন আবূ জাহল বলল, লাত ও 'উয্যার শপথ! আমি যদি তাকে এরূপ করতে দেখি, তাহলে আমি (পা দিয়ে) তার ঘাড় মাড়িয়ে দেব। অতঃপর সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলো, তখন তিনি সলাত আদায় করছিলেন। তখন আবূ জাহল নাবী ﷺ-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছিল, তৎক্ষণাৎ দেখা গেল, সে তড়িৎবেগে পিছনের দিকে হটছে এবং উভয় হাত দ্বারা নিজেকে আত্মরক্ষা করে চলছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখছি আমার ও মুহাম্মাদ-এর মধ্যস্থলে আগুনের পরিখা ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং ডানাবিশিষ্ট দল। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি সে (আবূ জাহ্ল) আমার কাছাকাছি হত, তাহলে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার এক এক অঙ্গ ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত। (মুসলিম)[৬৯৭]

ব্যাখ্যা : (فِي التراب) অর্থৎ মুহাম্মাদ ﷺ কি মাটিতে সলাত আদায় করে ও সাজদাহ্ দেয়? ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথা দ্বারা তিনি মাটিতে সাজদাহ্ করার কথা বুঝিয়েছেন। আর আমি যদি তাকে মাটিতে সাজদাহ্ করা অবস্থায় পাই তবে তাঁর মাথা মাটিতে পিষে দিব। এ কথা দিয়ে সে বুঝাতে চেয়েছিল, যাতে নাবী ﷺ অপমানিত, লজ্জিত ও হেয় প্রতিপন্ন হয়। আর সে তার ক্ষমতা অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٥٧ -[٦] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ الْآخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ: "يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ فَلَتَرَيَنَّ

[৬৯৭] সহীহ : মুসলিম ৩৮-(২৭৯৭), মুসনাদে আহমাদ ৮৮১৭, আবূ ইয়া'লা ৬২০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৭১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৬৮৩।

Scanned by CamScanner

الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتّٰى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرٰى وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهٖ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهٗ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهٗ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهٗ فَلَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلٰى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهٖ فَلَا يَرٰى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهٖ فَلَا يَرٰى إِلَّا جَهَنَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ" قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتّٰى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللّٰهَ وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهٖ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৫৭-[৬] 'আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তার কাছে এক লোক এসে দরিদ্রতার অভিযোগ করল। এরপর আরেক লোক এসে পথে ডাকাতির অভিযোগ করল। তখন তিনি (ﷺ) আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে 'আদী! তুমি কি হীরাহ্ দেখেছ? কূফার একটি প্রসিদ্ধ শহর (বর্তমানে 'ইরাক্বের একটি প্রদেশ) যদি তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাক তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একটি মহিলা হীরাহ্ থেকে ভ্রমণ করে মাক্কায় গমন করবে এবং নিরাপদে কা'বাহ্ ঘর তৃওয়াফ করবে, অথচ এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তার অন্তরে আর কারো ভয় থাকবে না। আর যদি তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাক তাহলে দেখতে পাবে, অচিরেই পারস্যের ধনভাণ্ডার বিজিত হবে (অর্থাৎ তা গনীমাত হিসেবে মুসলিমদের হাতে আসবে)। আর যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তাহলে এমনও দেখবে যে, এক ব্যক্তি দান-খয়রাত করার উদ্দেশে মুষ্টি ভরে সোনা অথবা রূপা নিয়ে বের হয়েছে এবং তা গ্রহণ করার জন্য লোক সন্ধান করছে। কিন্তু তার নিকট হতে তা গ্রহণ করার মতো কোন একজন লোকও সে খুঁজে পাবে না। আর নিশ্চয় তোমাদের কেউ একদিন আল্লাহর মাঝে এমন কোন একজন লোকও সে খুঁজে পাবে না। আর নিশ্চয় তোমাদের কেউ একদিন আল্লাহর সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে এমন কোন লোক থাকবে না, যে তার অবস্থা আল্লাহর সামনে পেশ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমার কাছে কোন রসূলই পাঠাইনি, যিনি দীন শারী'আতের কথা তোমার কাছে পৌছাবে? সে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আবার প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি এবং আমি তোমার ওপর দয়া করিনি। সে বলবে, হ্যাঁ, করেছেন। অতঃপর সে স্বীয় ডানদিকে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার স্বীয় বামদিকে তাকাবে, কিন্তু সেখানেও জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তোমরা খেজুরের এক টুকরা দান করে হলেও নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। যদি কেউ এতটুকুও না পায়, তবে অন্তত মিষ্টি কথা দ্বারা আত্মরক্ষা কর। বর্ণনাকারী ('আদী (রাঃ)) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী মোতাবেক একজন মহিলাকে হীরাহ্ হতে একাকিনী ভ্রমণ করে কা'বাহ্ ঘর তৃওয়াফ করতে আমি নিজে দেখেছি। অথচ সে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনি। আর কিসরা ইবনু হুরমুযের (অর্থাৎ পারস্যের) ধনভাণ্ডার যারা উন্মুক্ত করেছেন, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী 'আদী (রাঃ) তাঁর পরবর্তী লোকেদেরকে

লক্ষ্য করে বলেন, যদি তোমরা দীর্ঘায়ু হও তাহলে নাবী আবুল ক্বাসিম ﷺ-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী 'কোন লোক মুষ্টি ভরে....' ও দেখতে পাবে। (বুখারী)[৬৯৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসে যে লোক দারিদ্র্যতার ও ভয়ের অভিযোগ করেছিল তা ছিল কঠিন সময়ের। আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ "নিশ্চয় কঠিনের পর সহজ রয়েছে"– (সূরাহ্ আশ্ শারহ ৯৪ : ৬)। আর কোন দেশ বিজয়ের আগে সহাবীদের এরূপ অবস্থা ছিল।

এখানে প্রশ্নকারীর উত্তর দেয়া হয়েছে আর 'আদী (রাঃ)-ও অন্যান্য সহাবীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, তারা অচিরেই সহজতা ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

এরপর উল্লেখ করলেন দুনিয়াবী এ সকল আরাম-আয়েশ পরকালে কঠিন ও অপমানের কারণ হবে। তবে যাকে আল্লাহ তা থেকে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন আর সে তা কল্যাণের কাজে ব্যায় করে তার ব্যাপারটি ভিন্ন। যেমনটি হাদীসে এসেছে- সেদিন তোমাদের কেমন হবে যখন তোমরা সকালে পরিধান করবে এক সেট নতুন কাপড় আর সন্ধ্যায় পরিধান করবে আর এক সেট নতুন কাপড়। আর তার সামনে রাখা প্লেট। তিনি বললেন, তোমরা সেদিনের চেয়ে আজকে ভালো আছ। সেদিন মানুষের মাঝে পরিবর্তন দেখা দিবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٥٨ -[٧] وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَلَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً فَقُلْنَا: أَلَا تَدْعُو اللهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ وَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِمِنْشَارٍ فَيُوضَعُ فَوْقَ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ فَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْأَمْرُ حَتّٰى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৫৮-[৭] খব্বাব ইবনুল আরত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি (ﷺ) একখানা চাদর মাথার নিচে রেখে কা'বাহ্ ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যেহেতু মুশরিকদের পক্ষ হতে আমাদের ওপর কঠোর নির্যাতন চলছিল, তাই আমরা বললাম, আপনি আল্লাহর কাছে কেন দু'আ করেন না? এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) সোজা হয়ে বসলেন। এ সময় তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের আগের যুগে যারা ঈমানদার ছিল, এক আল্লাহর ইবাদাত করত, তাদের কারো জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। অতঃপর তাকে সে গর্তে রেখে তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ড করা হয়েছে। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দীন ও ঈমান হতে ফিরাতে পারেনি। আবার কারো শরীরের হাড় হতে যাবতীয় গোশত ও শিরা লোহার চিরুনি দ্বারা আঁচড়িয়ে ফেলা হয়, তবুও সেই নির্যাতন তাকে তার দীন হতে ফিরাতে পারেনি। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এ দীন ইসলামকে আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ করবেন। এমনকি তখন একজন উষ্ট্রারোহী সন্'আ হতে হাযরামাওত পর্যন্ত (এতটা নির্ভয়ে) অতিক্রম করবে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। অথবা নাবী ﷺ বলেছেন : সে

[৬৯৮] সহীহ : বুখারী ৩৫৯৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৪২৩৭, শু'আবুল ঈমান ১২০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৪২৫।

Scanned by CamScanner

স্বীয় মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া অপর কিছুরই ভয় করবে না। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা অনেক বেশি তাড়াহুড়া করছ। (বুখারী)[৬৯৯]

ব্যাখ্যা : খব্বাব ইবনুল আর্‌ত তাঁর উপনাম আবূ 'আবদুল্লাহ আত্‌ তামীমী। তিনি জাহিলী যুগে যুদ্ধবন্দি হন। ফলে খুযা'আহ্‌ গোত্রের এক মহিলা তাকে কিনে নেন এবং তাকে আযাদ বা স্বাধীন করে দেন। নাবী ﷺ দারুল আরকামে প্রবেশের আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে ইসলাম গ্রহণের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। আর তিনি তার ওপর ধৈর্যধারণ করেছিলেন। তিনি কূফা নগরীতে চলে যান এবং সেখানে মারা যান। তার থেকে এক জামা'আত লোক হাদীস বর্ণনা করেন।

একদিন নাবী ﷺ কা'বার চত্বরে কোন জিনিস মাথার নিচে দিয়ে বালিশ বানিয়ে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। তখন সহাবীগণ তার কাছে এসে তাদের ওপর চলা মাক্কার মুশরিকদের সীমালঙ্ঘন ও নির্যাতনের অভিযোগ জানাল। তখন নাবী ﷺ তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পূর্ববর্তী লোকেদের ওপর আসা নানা নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেন। এমন তারা তাদের নাবীদের সাথেও যে খারাপ আচরণ করত তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তারা শাস্তি দিয়ে বহু মানুষকে ও নাবীদেরকে হত্যা করেছিল সে ঘটনা তিনি মানুষকে শোনান। শেষে তিনি তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন। আর কাফিরদের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাও তিনি ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দেন। (সম্পাদকীয়)

৫৮৫৯ -[৮] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلٰى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهٗ فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهٗ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ». كَمَا قَالَ فِي الْأُوْلٰى. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِيْ زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৫৯-[৮] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়শ উম্মু হারাম বিনতু মিলহান رضي الله عنها-এর বাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন। (তিনি রসূল ﷺ-এর দুধ-খালা হিসেবে মাহরাম ছিলেন) উম্মু হারাম رضي الله عنها প্রসিদ্ধ সহাবী 'উবাদাহ্‌ ইবনুস্‌ সামিত رضي الله عنه-এর স্ত্রী ছিলেন। একদিন নাবী ﷺ তার বাড়িতে গেলে উম্মু হারাম رضي الله عنها তাঁকে খানা খাওয়ালেন। অতঃপর উম্মু হারাম رضي الله عنها রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার উকুন দেখতে বসলেন। এরই মাঝে রসূলুল্লাহ ﷺ-ও ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ﷺ হাসতে হাসতে

---

[৬৯৯] সহীহ : বুখারী ৩৬১২, আবূ দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী ৫৩২০, সহীহ আবূ দাউদ ২৩৮, মুসনাদুল হুমায়দী ১৫৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৮৯৭, শু'আবুল ঈমান ১৬৩৩, আস্‌ সুনানুল কুবরা লিন্‌ নাসায়ী ৫৮৯৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৫৬৪।

Scanned by CamScanner

জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি (ﷺ) বললেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সামনে উপস্থিত করা হয়। তারা বাদাশাহি জাঁকজমকে অথবা বলেছেন বাদশাহের মতো জাঁকজমকে সমুদ্রের বুকে সফর করছে। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি (ﷺ) তাঁর জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিমুখে জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি কারণে হাসছেন? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উম্মাতের কতিপয় লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়.... ঠিক তেমনই বলেছেন যেমনটি তিনি প্রথমবার বলেছিলেন। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উম্মু হারাম (রাঃ) মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-এর শাসনকালে জিহাদের উদ্দেশে সমুদ্রে ভ্রমণে যাত্রা করেন এবং সমুদ্র হতে অবতরণের পর বাহনের পৃষ্ঠ হতে পড়ে ইন্তিকাল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০০]

ব্যাখ্যা : উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রাঃ) হলেন আনাস (রাঃ)-এর সম্পর্কের খালা। তিনি এবং তার মা উম্মু সুলায়ম (রাঃ) ছিলেন নাবী (ﷺ)-এর দুধ খালা বা সম্পর্কের খালা। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি নাবী (ﷺ)-এর মাহরাম ছিলেন– এ ব্যাপারে সকল 'আলিম একমত। তবে তারা কিভাবে মাহরাম এটা নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইবনু 'আবদুল বার এবং অন্যরা বলেন, তিনি নাবী (ﷺ)-এর দুধ সম্পর্কের একজন খালা হতেন। অন্যরা বলেন, বরং তিনি তার পিতার দিক থেকে খালা ছিলেন অথবা তার দাদা 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর দিক থেকে। আর তার মা ছিলেন বানূ নায্যার গোত্রের মানুষ।

উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রাঃ)-এর স্বামীর নাম ছিল 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত। তিনি তার স্বামীর সাথে ইসলাম ক্ববূল করেন, বায়'আত করেন এবং গাজী হিসেবে রোমে মৃত্যুবরণ করেন। তার ক্ববর কুবরুসে। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার বোনের ছেলে বা ভাগিনা ও তার স্বামী 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ)। ইবনু 'আবদুল বার বলেন, আমি তার উপনাম ছাড়া তার কোন আসল নাম পায়নি। আর তিনি 'উসমান (রাঃ)-এর খিলাফাতকালীন সময়ে মারা যান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٦٠ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِيْ مِنْ هٰذَا الرِّيحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّيْ رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيهِ عَلٰى يَدَيَّ. قَالَ: فَلَقِيَهُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ أَرْقِيْ مِنْ هٰذَا الرِّيحِ فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِينُهٗ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ أَمَّا بَعْدُ» فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ فَأَعَادَهُنَّ

[৭০০] সহীহ : বুখারী ২৭৮৮, মুসলিম ১৬০-(১৯১২), তিরমিযী ১৬৪৫, ইবনু মাজাহ ২৭৭৬, সহীহুল জামি' ৬৭৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৩৪২, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৬৮৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪৩৮০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০০৪।

Scanned by CamScanner

عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ. وَلَقَدْ بَلَغْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ: فَبَايَعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي بَعْضِ نُسَخِ «الْمَصَابِيحِ»: بَلَغْنَا نَاعُوسَ الْبَحْرِ.

وَذَكَرَ حَدِيثَا أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ «يَهْلِكُ كِسْرٰى» وَالْآخَرُ «لَتَفْتَتِحَنَّ عِصَابَةٌ» فِي بَابِ «الْمَلَاحِمِ».

৫৮৬০-[৯] ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয্দ শানুয়াহ্' গোত্রের 'যিমাদ' নামে এক লোক একদিন মাক্কায় আগমন করল। যিমাদ মন্ত্র দ্বারা জিন্-ভূতের ঝাড়-ফুঁক করত। সে মাক্কার অজ্ঞ নির্বোধ লোকেদের কাছে শুনতে পেল যে, মুহাম্মাদ ﷺ পাগল হয়ে গেছে। এটা শুনে সে বলল, যদি আমি ঐ লোককে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-কে) দেখতাম তাহলে চিকিৎসা করতাম। হয়তো আমার চিকিৎসায় আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাতে সুস্থ করে দিতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর 'যিমাদ' রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি জিন্-ভূতের চিকিৎসা করব। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন, (অর্থাৎ) 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য কামনা করি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউই সোজা পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই এবং তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল।' অতঃপর যিমাদ বলল, আপনি উক্ত বাক্যগুলো আমাকে আবার শুনান। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বাক্যগুলো আমাকে আবার শুনান। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বাক্যগুলো তিনবার পাঠ করলেন। এতদশ্রবণে যিমাদ বলল, আমি গণকের কথাও শুনেছি, জাদুকরের কথাও শুনেছি এবং কবিদের কথাও শুনেছি। কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মতো এমন বাক্য আমি আর কখনো শুনিনি। মূলত আপনার প্রতিটি বাক্য অথৈ সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পৌছে গেছে। অতএব আপনি আপনার হাতখানা প্রশস্ত করুন। আমি আপনার হাতে ইসলামের বায়'আত করব। বর্ণনাকারী বলেন, তখনই সে রসূল ﷺ-এর হাতে বায়'আত করল। (মুসলিম)[৭০১]

(গ্রন্থকার বলেন) মাসাবীহের কোন কোন নুসখায় بَلَغْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ "তারা পৌছল গভীর সমুদ্রে" এর স্থলে بَلَغْنَا نَاعُوسَ الْبَحْرِ রয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ে আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস «يَهْلِكُ كِسْرٰى» "কিসরা ধ্বংস হবে" এবং জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস «لَتَفْتَتِحَنَّ عِصَابَةٌ» "অবশ্যই একদল বিজয় লাভ করবে" 'মালাহিম অধ্যায়ে' বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (مِنْ هٰذَا الرِّيحِ) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা এক ধরনের সমস্যা ছিল। তিনি এটাকে এক ধরনের পাগলামী বলে উল্লেখ করেছেন। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

---

[৭০১] সহীহ : মুসলিম ৪৬-(৮৬৮), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬০১১।

Scanned by CamScanner

তারা যে রোগটাকে 'রীহ' বলে নামকরণ করত তা হলো, তারা মনে করত জিন্-ভূত মানুষকে আক্রমণ করত। আর তারা জিন ভূতের এ আসর-কে 'রীহ' বলে নামকরণ করত। আবূ মূসা বলেন, এখানে 'রীহ' অর্থ জিন্। তারা তাকে রীহ বলত, কারণ বাতাস যেমন দেখা যায় না তেমনি জিনও দেখা যায় না।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنْ: اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

আর এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٦١ - [١٠] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ مِنْ فِيهِ إِلٰى فِيَّ قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيْءَ بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلٰى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهٖ فَدَفَعَهُ إِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرٰى إِلٰى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهٗ نَبِيٌّ؟ قَالُوْا: نَعَمْ فَدُعِيتُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلٰى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهٗ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا فَأَجْلَسُوْنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوْا أَصْحَابِيْ خَلْفِيْ ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهٖ فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهٗ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِيْ فَكَذِّبُوْهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا مَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُهٗ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهٖ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهٗ فِيْكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِيْنَا ذُوْ حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهٖ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهٗ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: وَمَنْ يَتَّبِعُهٗ؟ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ؟ قُلْتُ: لَا بَلْ يَزِيْدُوْنَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهٖ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهٗ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ سِجَالًا يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا؟ قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِيْ مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهٖ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهٗ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهٖ: قُلْ لَهٗ: إِنِّيْ سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهٖ فِيْكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهٗ

Scanned by CamScanner

فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِيْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ. قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكْذِبُ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذٰلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْنَا: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ. قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّيْ أَعْلَمُ أَنِّيْ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَقَدْ سَبَقَ تَمَامُ الْحَدِيثِ فِيْ «بَابِ الْكِتَابَةِ إِلَى الْكُفَّارِ»

৫৮৬১-[১০] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হার্ব অন্য কোন লোকের মাধ্যম ছাড়াই হাদীসটি সরাসরি আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, আমার ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে সন্ধিকালে আমি সিরিয়া ভ্রমণ করি। সে সময় তথায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে নাবী ﷺ-এর একখানা চিঠি আসলো। আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, উক্ত চিঠিখানা দিহ্ইয়াহ্ আল কালবীই এনেছিলেন। দিহ্ইয়াহ্ আল কালবী পত্রখানা বাসরার শাসনকর্তার কাছে প্রদান করলেন এবং বাসরার শাসনকর্তা তখন পত্রখানা হিরাক্লিয়াসের কাছে পেশ করলেন। তখন হিরাক্লিয়াস-এর উপস্থিত লোকজনকে বলল, এই যে 'আরব কুরায়শের এক লোক নুবুওয়্যাতের দাবি করেন, বর্তমানে এখানে (অর্থাৎ সিরিয়ায়) তার সম্প্রদায়ের কোন লোক আছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ আছে। আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, কুরায়শদের একটি দলের সাথে আমাকেও (হিরাক্লিয়াসের দরবারে) ডাকা হলো। আমরা হিরাক্লিয়াসের কাছে গেলে আমাদেরকে তার সামনেই বসানো হলো। অতঃপর সে আমাদেরকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল, যে ব্যক্তি নিজেকে নাবী বলে দাবি করে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক হতে কে তার নিকটতম? আবূ সুফ্ইয়ান বললেন, আমি। তখন লোকেরা আমাকে তার একেবারে সম্মুখে এনে বসিয়ে দিল। আর আমার সঙ্গীদেরকে আমার পশ্চাতে বসাল। অতঃপর সম্রাট তার দোভাষীকে ডেকে বলল, তুমি এ লোকেদেরকে যিনি নাবী বলে দাবি করেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু

Scanned by CamScanner

কথা জিজ্ঞেস কর। যদি ইনি মিথ্যা বলেন, তবে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ! লোকেরা আমার নামে মিথ্যা রটাবে বলে যদি আমার ভয় না হত, তাহলে আমি নিশ্চয় তাঁর (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর) সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম। অতঃপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলল, তাকে (আবূ সুফ্ইয়ানকে) জিজ্ঞেস কর, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির (নুবুওয়্যাতের দাবিদারের) বংশ-মর্যাদা কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। সে প্রশ্ন করল, তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। সে প্রশ্ন করল, তোমরা কি তাঁকে তাঁর এ কথা বলার পূর্বে কোন বিষয়ে মিথ্যার অপবাদ দিতে? আমি বললাম, না। সে প্রশ্ন করল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে না দুর্বল নিম্নশ্রেণির লোকেরা? আমি বললাম, বরং দুর্বল লোকেরা। সে জিজ্ঞেস করল, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বাড়ছে। সে জিজ্ঞেস করল, তাদের মধ্যে কেউ কি উক্ত দীনে প্রবেশ করার পর তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা বর্জন করে? আমি বললাম, না। সে প্রশ্ন করল, তাঁর সাথে তোমরা কখনো যুদ্ধ করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। সে প্রশ্ন করল, তার সাথে যুদ্ধে তোমাদের ফলাফল কেমন হয়েছে? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা হয়েছে পালাক্রমে পানির বালতির মতো। কখনো তিনি পান আর কখনো আমরা পাই। কখনো কখনো তিনি আমাদের দিক হতে আক্রান্ত হন, আবার কখনো কখনো তাঁর পক্ষ হতে আক্রান্ত হন, আবার কখনো কখনো তাঁর পক্ষ থেকে আমরা আক্রান্ত হই। সে প্রশ্ন করল, তিনি কী অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? আমি বললাম না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি সন্ধি চুক্তিকে আবদ্ধ আছি। জানি না তিনি এ সময়ের মধ্যে কি করবেন। আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, এ শেষোক্ত কথাটি ব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলার সুযোগ আমি পাইনি। সে প্রশ্ন করল, তোমাদের মধ্য হতে কেউ কি তাঁর পূর্বে কখনো এ ধরনের কথা বলেছিল? আমি বললাম, না। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলল, এবার তুমি তাকে (আবূ সুফ্ইয়ানকে) বল, আমি তোমাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি উত্তরে বলেছ, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত।

বস্তুত এরূপই নাবী-রসূলদেরকে তাদের জাতির বংশেই পাঠানো হয়। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বলব, যদি তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত, তবে আমি বলতাম, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁ পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চান। আমি তোমাকে তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, তারা কি কওমের মধ্যে দুর্বল নাকি ভদ্র সম্ভ্রান্ত? তুমি বলেছ, বরং দুর্বল লোকেরাই তাঁর অনুসারী।

আসলে (প্রথমাবস্থায়) এরূপ লোকেরাই রসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর এ কথা বলার পূর্বে তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করেছ কি? তুমি বলেছ, না। অতএব আমি বুঝতে পারলাম, তিনি (ﷺ) মানুষের সাথে মিথ্যা পরিহার করে চলেন; আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে যাবেন, এটা কখনো হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ কি তাঁর দীনে প্রবেশ করার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা বর্জন করে? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে তখন এরূপই হয়, অবশেষে তা পূর্ণতা লাভ করে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সাথে তোমরা কোন যুদ্ধ করেছ কি? জবাবে তুমি বলেছ, হ্যাঁ, যুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর ফলাফল পালাক্রমে পানির বালতির মতো। কখনো তিনি (ﷺ) লাভবান হন, আর কখনো তোমরা লাভবান হও। আসলে এভাবে রসূলদেরকে পরীক্ষা করা হয়। পরিণামে বিজয় তাঁদেরই জন্য। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (ﷺ) কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন কি? তুমি বলেছ, না, ভঙ্গ করেন না। রসূলদের চরিত্র

Scanned by CamScanner

এরূপই হয় যে, তাঁরা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্য হতে কেউ কি তাঁর পূর্বে কখনো এমন কথা (নাবী হওয়ার কথা) বলেছিল? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর পূর্বে কেউ যদি এ কথা (নাবী হওয়ার কথা) বলে থাকত তবে আমি বলতাম, এ ব্যক্তি পূর্বের কথার অনুবৃত্তি করেছে। আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, এরপর সে প্রশ্ন করল, তিনি (ﷺ) তোমাদেরকে কি বিষয় আদেশ দেন? আমরা বললাম, তিনি (ﷺ) আমাদেরকে সলাত আদায় করার, যাকাত দেয়ার, আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার এবং যাবতীয় পাপাচার হতে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ করেন। এতদশ্রবণে হিরাক্লিয়াস বলল, তুমি এ যাবৎ যা কিছু বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয় নাবী। অবশ্য আমি জানতাম তিনি (ﷺ) আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তিনি তোমাদের ('আরবদের) মধ্য হতে বের হবেন আমার এ ধারণা ছিল না। আর আমি যদি তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌছতে পারব বলে বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর সাক্ষাতের প্রত্যাশী হতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে নিশ্চয় তাঁর পদদ্বয় ধুয়ে দিতাম। জেনে রাখ! অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার এ দু' পায়ের নিচ পর্যন্ত পৌছে যাবে। অর্থাৎ তিনি (ﷺ) অল্প দিনের মধ্যেই গোটা রোম সাম্রাজ্যের মালিক হবেন। আবূ সুফ্ইয়ান বলেন, এরপর সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই চিঠি আনিয়ে পাঠ করল। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০২]

পূর্ণ হাদীসটি «بَابِ الْكِتَابَةِ إِلَى الْكُفَّارِ» 'কাফিরদের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র প্রেরণ' অধ্যায়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আবূ সুফ্ইয়ান-এর আসল নাম হলো সখ্র। তিনি হস্তির বছরের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাক্কাহ্ বিজয়ের রাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ত্বায়িফ ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ারমূকের দিনে তার চোখ উপড়িয়ে ফেলা হয়। তিনি মাদীনায় মারা যান। 'উসমান رضي الله عنه তাঁর জানাযার সলাতে ইমামতি করেন।

(مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ) অর্থাৎ এ হাদীসটি তার মুখ থেকে সরাসরি আমার মুখে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর আমাদের মাঝে কেউ মধ্যস্থিত ব্যক্তি নেই। এভাবেই ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তার অর্থ হলো আমার আর তার মাঝে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। যেমনটি *হাদ্দাসানী* শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। অনুরূপভাবে তার কথা ফিয়্যা। আর যদি সেখানে কেউ উপস্থিত থাকত তবে তার জন্যও সে হাদীসটি বর্ণনা করা জায়িয হত। তাহলে হাদীসটি শুধু তার মুখ থেকে তার মুখে সীমাবদ্ধ থাকত না।

(الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) অর্থৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। আর এই সন্ধির মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল দশ হিজরী পর্যন্ত। কিন্তু তারা এই চুক্তি ভেঙ্গে ছিল খুযা'আহ্ গোত্রের কতিপয় লোককে হত্যা করে, যাদের সাথে তাদের সন্ধি চুক্তি হয়েছিল। আর এটা ছিল অষ্টম হিজরীর ও মাক্কাহ্ বিজয়ের সময়ের ঘটনা।

(فَدُعِيتُ فِيْ نَفَرٍ) অর্থৎ কুরায়শদের কতিপয় লোককে। আর তারা ছিল ত্রিশজন লোক। কথিত আছে, মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ رضي الله عنه তাদের সাথে ছিলেন। তবে তিনি আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেননা তিনি খন্দাকের যুদ্ধের বছরে ইসলাম কবূল করেন। অতএব তিনি হাযির হওয়া থেকে দূরে ছিলেন। আর তিনি মুসলিম হওয়ার কারণে চুপ ছিলেন।

---

[৭০২] সহীহ : বুখারী ৪৫৫৩, মুসলিম ৭৪-(১৭৭৩), মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৭২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭১১৯।

Scanned by CamScanner

(أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ أَنَّهٗ نَبِيٌّ؟) অর্থাৎ 'উলামাগণ বলেন, তিনি তার সবচেয়ে কাছের লোককে জিজ্ঞেস করার কারণ হলো তিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। আর তার হাক্বের ব্যাপারে তিনি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবেন।

(وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِىْ خَلْفِىْ) অর্থাৎ তার সাথিদেরকে তার পিছনে বসানোর কারণ হলো যেন তারা তার মিথ্যা কথা হতে তাকে ধরে তাদেরকে সহায়তা করতে পারে। আর তার থেকে তারা যেন লজ্জা না পায়। অথবা এটারও সম্ভাবনা আছে যে, তাদেরকে হাতের দ্বারা তার দিকে ইশারা করলেন আর তার বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে থাকতে বললেন। এই ইশারা হতে পারে হাত দিয়ে বা মাথা নাড়িয়ে ইত্যাদি ভাবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٦) بَابٌ فِى الْمِعْرَاجِ

অধ্যায়-৬ : মি'রাজের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨٦٢ - [١] عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهٖ: «بَيْنَمَا أَنَا فِى الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِى الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِىْ آتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهٖ إِلٰى هٰذِهٖ» يَعْنِىْ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهٖ إِلٰى شِعْرَتِهٖ «فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءٍ إِيمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِىْ ثُمَّ حُشِىَ ثُمَّ أُعِيدَ» وَفِىْ رِوَايَةٍ: "ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهٗ: الْبُرَاقُ يَضَعُ خَطْوَهٗ عِنْدَ أَقْصٰى طَرْفِهٖ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِىْ جِبْرِيلُ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ. قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ فَقَالَ: هٰذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيٰى وَعِيسٰى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ. قَالَ: هٰذَا يَحْيٰى وَهٰذَا عِيسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِىْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ:

Scanned by CamScanner

وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ: هٰذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ. ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيسُ فَقَالَ: هٰذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ ففتح فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: هٰذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ إِلَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَهل أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسٰى قَالَ: هٰذَا مُوسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى قِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِيْ لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِيْ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: هٰذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعْتُ إِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ: هٰذَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ. قُلْتُ: مَا هٰذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوسٰى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّيْ وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلٰى

Scanned by CamScanner

مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهٗ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشْرًا فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهٗ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّىْ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِىْ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّىْ حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ وَلٰكِنِّىْ أَرْضٰى وَأُسَلِّمُ. قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৬২-[১] ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে, তিনি মালিক ইবনু স'স'আহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। আল্লাহর নাবী ﷺ-কে যে রাত্রে মি'রাজ করানো হয়েছিল, সে রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে বলেছেন, একদিন আমি কা'বার হাত্বীম অংশে কাত হয়ে শুয়েছিলাম।

বর্ণনাকারী (ক্বতাদাহ্) কখনো কখনো (হাত্বীম-এর স্থলে) 'হিজ্র' শব্দ বলেছেন। এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে আসলেন এবং তিনি এ স্থান হতে ওই স্থান পর্যন্ত চিরে ফেললেন। অর্থাৎ কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ হতে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের থালা আমার কাছে আনা হলো, এরপর আমার অন্তরকে ধৌত করা হয়, তারপর তাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের জায়গায় রাখা হয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে– অতঃপর যমযমের পানি দ্বারা পেট ধৌত করা হয়, পরে ঈমান ও হিকমাতে তাকে পরিপূর্ণ করা হয়। তারপর আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড় এক সাদা বর্ণের বাহন আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তাকে বলা হয় 'বুরাক্ব'। তার দৃষ্টি যত দূর যেত, সেখানে তার পা রাখত। নাবী ﷺ বলেন, অতঃপর আমাকে তার উপরে আরোহণ করানো হলো।

এবার জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, (আমি) জিবরীল। আবার প্রশ্ন করা হলো, আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভিতর প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম ইয়াহ্ইয়া ও 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে। তাঁরা দু'জন পরস্পর খালাতো ভাই। জিবরীল আলায়হিস সালাম (আমাকে) বললেন, ইনি হলেন ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস সালাম আর উনি হলেন 'ঈসা আলায়হিস সালাম আপনি তাঁদেরকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করতাম, তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নাবীর প্রতি সদর সম্ভাষণ।

অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। প্রশ্ন করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরীল। আবার প্রশ্ন করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন খুবই কল্যাণকর! অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হলো। ভিতরে প্রবেশ করে আমি সেখানে ইউসুফ আলায়হিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, ইনি হলেন ইউসুফ আলায়হিস সালাম তাকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নাবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

Scanned by CamScanner

অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে নিয়ে আরো উর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরীল। আবার প্রশ্ন করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, সেখানে ইদরীস আলায়হিস সালাম। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, ইনি ইদরীস আলায়হিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, অতঃপর তিনি জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নাবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

এরপর জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে নিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। প্রশ্ন করা হলো, কে? বললেন, (আমি) জিবরীল। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। আবার প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন খুবই কল্যাণকর! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভিতরে পৌছলাম, সেখানে হারূন আলায়হিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, ইনি হারূন আলায়হিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি উত্তর দিলেন। অতঃপর বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নাবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন।

অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে সাথে নিয়ে আরো উর্ধ্বলোকে উঠলেন এবং ষষ্ঠ আকাশে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। প্রশ্ন করা হলো, কে? বললেন, জিবরীল। প্রশ্ন করা হলো, আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ! পুনরায় প্রশ্ন করা হলো তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তারা আগমন কতই না উত্তম! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভিতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে মূসা আলায়হিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, ইনি হলেন, মূসা আলায়হিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নাবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন। অতঃপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে (নাবী বানিয়ে) পাঠানো হলো, যার উম্মাত আমার উম্মাত অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে আরোহণ করলেন। অনন্তর জিবরীল আলায়হিস সালাম দরজা খুলতে বললে, প্রশ্ন করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরীল। আবার প্রশ্ন করা হলো, আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি যখন ভিতরে প্রবেশ করলাম সেখানে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, ইনি হলেন আপনার পিতা ইবরাহীম আলায়হিস সালাম তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নাবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন।

অতঃপর আমাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত উঠানো হলো। আমি দেখতে পেলাম, তার ফল হাজার নামক অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতা হাতির কানের মতো। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এটাই সিদরাতুল মুনতাহা। আমি (তথায়) আরো দেখতে পেলাম চারটি নহর। দু'টি নহর অপ্রকাশ্য, আর দু'টি প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এ নহরের তৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য দু'টি হলো

Scanned by CamScanner

জান্নাতে প্রবাহিত দু'টি নহর। আর প্রকাশ্য দু'টি হলো (মিসরের) নীল এবং ('ইরাক্বের) ফুরাত নদী। অতঃপর আমাকে 'বায়তুল মা'মূর' দেখানো হলো। তারপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। তার মধ্য হতে আমি দুধ গ্রহণ করলাম (এবং তা পান করলাম)। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এটা 'ফিত্বরাত'-এর (স্বভাব-ধর্মের) নিদর্শন। আপনি এবং আপনার উম্মাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

অতঃপর আমার ওপর দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) সলাত ফার্‌য করা হলো। আমি (তা গ্রহণ করে) প্রত্যাবর্তন করলাম। মূসা আলায়হিস সালাম-এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি (আমাকে) বললেন, আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) সলাতের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) সলাত সম্পাদনে সক্ষম হবে না। আল্লাহর শপথ! আপনার পূর্বে আমি (বানী ইসরাঈলের) লোকেদেরকে পরখ করে দেখেছি এবং বানী ইসরাঈলদের হিদায়াতের জন্য আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব আপনি আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের পক্ষে (সলাত) আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম (এবং ঐভাবে প্রার্থনা জানালে) আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর হতে দশ (ওয়াক্ত সলাত) কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মূসা আলায়হিস সালাম-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা বললেন। ফলে আমি আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার ওপর হতে আরো দশ (ওয়াক্ত সলাত) কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা আলায়হিস সালাম-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি (আবার) ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত সলাত) মাফ করে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা আলায়হিস সালাম-এর নিকট ফিরে আসলে আবারো তিনি ঐ কথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য দশ (ওয়াক্ত) সলাত কম করে দিলেন এবং আমাকে প্রত্যহ দশ (ওয়াক্ত) সলাতের আদেশ করা হলো। আমি মূসা আলায়হিস সালাম-এর নিকট ফিরে আসলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ (ওয়াক্ত) সলাতের আদেশ করা হলো। আমি মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে পুনরায় ফিরে আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে (সর্বশেষ) কি করতে আদেশ করা হলো? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ (ওয়াক্ত) সলাতের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত প্রত্যহ পাঁচ (ওয়াক্ত) সলাত সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি (বানী ইসরাঈলের) লোকেদেরকে বিশেষভাবে পরখ করে দেখেছি এবং বানী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি, তাই আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের জন্য আরো কম করার প্রার্থনা করুন। তিনি (ﷺ) বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছে (স্বীয় কর্তব্য পালনের জন্য) এত অধিকার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনরায় প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করছি, বরং আমি (আল্লাহর এ নির্দেশের উপর) সন্তুষ্ট এবং আমি (আমার ও আমার উম্মাতের ব্যাপার) আল্লাহর ওপর অর্পণ করছি। তিনি (ﷺ) বলেন, আমি যখন মূসা আলায়হিস সালাম-কে অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হলাম, তখন (আল্লাহর পক্ষ হতে) ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি চালু করে দিলাম এবং বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০৩]

---

[৭০৩] সহীহ : বুখারী ৩২০৭, মুসলিম ২৬৪-(১৬৪), নাসায়ী ৪৪৮, সহীহুল জামি' ২৮৬৬, মুসনাদে আহমাদ ১৭৮৬৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৩০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২২৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মাক্কায় কোন জায়গায় ছিলেন তা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে فِى الْحَطِيمِ শব্দ দিয়ে। আবার অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে فِى الْحِجْرِ শব্দ দিয়ে। এ বিষয়ে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে, সম্ভবত এই কারণে যে, রসূল ﷺ মি'রাজের এ ঘটনাটি একাধিকবার বর্ণনা করেছেন। তিনি কখনো বর্ণনা করার সময় حَطِيمِ (হাত্বীম) শব্দ বলেছেন, আবার কখনো حِجْرِ (হিজ্‌র) শব্দ বলেছেন।

অথবা এটিও হতে পারে যে, উক্ত হাদীসে রাবী এ বিষয়ে সন্দিহান যে, তিনি রসূল ﷺ-কে 'হাত্বীম' শব্দ বলতে শুনেছে নাকী হিজ্‌র শব্দ বলতে শুনেছে। তাই রাবী মি'রাজের এই ঘটনা বর্ণনা করতে কখনো 'হাত্বীম' শব্দ ব্যবহার করেছেন আবার কখনো 'হিজ্‌র' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃত কথা হলো, 'হাত্বীম' এবং 'হিজ্‌র'। একই জিনিসের দু'টি ভিন্ন নাম। হাত্বীম বা হিজ্‌র বলা হয়, কা'বার পাশে ঐ ফাঁকা স্থানকে যা কা'বার ভিতরের অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়। সেই স্থানের নামকরণের ব্যাপারে ক্বাযী বলেন, উক্ত স্থানকে হিজ্‌র এবং হাত্বীম দুটোই বলা যায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে। ১) উক্ত স্থানকে হাত্বীম বলা হয়, কেননা ঐ স্থানের দেয়ালকে ভেঙ্গে কা'বার দেয়ালের থেকে নিচু করা হয়েছে। আর حَطِيمِ (হাত্বীম) শব্দের অর্থ হলো ভাঙ্গা। যেহেতু তার মাঝে حَطِيمِ তথা ভাঙ্গার কাজটি ঘটেছে তাই তাকে حَطِيمِ বলা হয়। ২) উক্ত স্থানকে হিজ্‌র বলা হয়, কেননা দেয়াল দিয়ে ঐ স্থানকে বেঁধে দেয়া হয়েছে যেন তা কা'বার আশেপাশের অন্য স্থান থেকে আলাদা বিবেচিত হয়। আর حِجْرِ (হিজ্‌র) শব্দের অর্থ বাধা দেয়া, যেহেতু তার মাঝে حِجْرِ তথা বাধা দেয়ার কাজটি ঘটেছে তাই তাকে حِجْرِ বলা হয়।

তারপর তাঁর হাত্বীমে থাকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন مُضْطَجِعًا শব্দ দিয়ে। যার অর্থ হলো শোয়া অবস্থায়। এ অবস্থাটা দু' ধরনের হতে পারে। ১) শোয়া অবস্থায় তিনি জাগ্রত ছিলেন অথবা ২) শোয়া অবস্থায় তিনি ঘুমন্ত ছিলেন।

(إِذْ أَتَانِىْ آتٍ) এখানে آتٍ শব্দের অর্থ হলো 'আগন্তুক'। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এই আগন্তুক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একজন মালাক বা ফেরেশতা (জিবরীল আলায়হিস সালাম)।

(فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهٖ إِلٰى هٰذِهٖ) তারপর এ স্থান থেকে এই স্থান পর্যন্ত চিরে দেখালেন। মালিক (রহিমাহুল্লাহ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথাটি সম্পর্কে বলেন, রসূল ﷺ-এর এ কথাটি বুঝা যায় পরবর্তী এই অংশের মাধ্যম (يَعْنِىْ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهٖ إِلٰى شِعْرَتِهٖ) অর্থাৎ কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ থেকে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত যেমনটি নিহায়াহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

(فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ) অর্থাৎ তারপর আমার হৃদয়কে বের করে ফেলল। এই সম্পর্কে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, রসূল ﷺ-এর শৈশবকালে বক্ষ বিদীর্ণ করার যে ঘটনা ঘটেছিল সেটি এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো তাঁর পরিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যে বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনা ঘটেছিল সেটি। কারণ এই বক্ষ বিদীর্ণ করার মাধ্যম তাঁর অন্তর থেকে প্রবৃত্তির বিষয়গুলো বের করা হয়েছে যেন তাতে পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রবেশ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, এটি রসূল ﷺ-এর বিশেষ মু'জিযাহ্। কারণ, কোন মানুষের পেট ফেঁড়ে হৃদয় বের করে ফেললে তার বেঁচে থাকার কথা নয়। অথচ রসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে।

তবে কতিপয় বিদ্বানগণ রসূল ﷺ-এর বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই মতকে প্রত্যাখ্যান করে তূরিবিশতী ((রহিমাহুল্লাহ)) উত্তর দিয়ে বলেছেন, হাদীসে উল্লেখিত বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনাটি হলো বিশ্বাস করার বিষয়। অতএব এ ব্যাপারে অহেতুক যুক্তি দেখিয়ে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই।

Scanned by CamScanner

এ ব্যাপারে মিরক্বাত প্রণেতাও বলেন, আল্লাহর প্রশংসায় আমরা এ বিষয়টিকে বাস্তবিকভাবেই বিশ্বাস করি কোন ধরনের রূপক অর্থের দিকে যাই না।

হাদীসে উল্লেখিত পেয়ালাটি স্বর্ণের ছিল। এখানে কথা হলো স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করাতো হারাম তাহলে কেন স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করা হলো?

মিরক্বাত প্রণেতা দুইভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। ১) হয়াতো এ ঘটনাটি ছিল স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করা হারাম হওয়ার পূর্বে। অথবা ২) সেই সময়ে স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করাটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বিশেষভাবে বৈধ ছিল।

(مَمْلُوءٍ إِيمَانًا) অর্থাৎ পেয়ালাটি ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ। শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থে এ কথাটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, ঐ পেয়ালাতে রাখা হয়েছিল এমন সব বিষয় যেগুলোর মাধ্যমে ঈমান অর্জিত হয়। অতএব ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল এ কথাটি তখন হবে রূপক অর্থে।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এসব বিষয় কখনো কখনো বাস্তবিক রূপলাভ করতে পারে। যেমন তা বাস্তবায়িত হবে 'আমালকে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে এবং মৃত্যুকে দুম্বা হিসেবে যাবাহ করার ক্ষেত্রে। অতএব এ বিষয়টি রূপক না হয়ে প্রকৃত অর্থেও হতে পারে।

حُشِيَ শব্দের অর্থ হলো, পূর্ণ করে দেয়া আর এখানে حُشِيَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার প্রতিপালকের ভালোবাসায় তার হৃদয়কে পূর্ণ করে দেয়া।

(ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ) অর্থাৎ তারপর তার পেট ধৌত করে দিলেন। এ সম্পর্কে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এখানে তার পেট ধৌত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার হৃদয়ের স্থান ধৌত করা।

(ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ) অর্থাৎ তারপর আমার নিকট একটি চতুস্পদ জন্তুটি নিয়ে আসা হলো। সেই জন্তুটি ছিল খচ্চরের থেকে ছোট এবং গাধার থেকে বড়। তার রং ছিল সাদা। আর নাম ছিল বুরাক্ব।

এই জন্তুটিকে বুরাক্ব নামকরণের ব্যাপারে মিরক্বাত প্রণেতা দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১) তার রং ছিল উজ্জ্বল। আর উজ্জ্বলের 'আরবী প্রতিশব্দ হলো بَرِيقٌ। তাই এখান থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে بُرَاقٌ 'বুরাক্ব'।

২) তার গতি ছিল বিজলির মতো দ্রুত। আর বিজলির 'আরবী প্রতিশব্দ হলো بَرْقٌ। তাই এখান থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে بُرَاقٌ 'বুরাক্ব'।

আবার এটিও হতে পারে যে, উল্লেখিত, দু'টি গুণই সেই জন্তুটির মাঝে বিদ্যমান ছিল। তাই তাকে বুরাক্ব নামকরণ করা হয়েছে।

বুরাকের পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় পেশ করেছেন। যেমন শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থে বলা হয়েছে। বুরাক্ব হলো এমন একটি বাহনের নাম যাতে রসূল ﷺ ইস্‌রার রাতে আরোহণ করেছিলেন। যুবায়দী, মুখতাসারুল 'আয়নী গ্রন্থে এবং 'তাহযীব'-এর লেখক উভয়ে বলেন, বুরাক্ব হলো এমন একটি প্রাণী যাতে নাবীগণ আরোহণ করতেন।

(فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ) অর্থাৎ তারপর আমাকে তার উপর আরোহণ করানো হলো। এখানে রসূল ﷺ বলেননি যে, আমি তাতে আরোহণ করলাম। এ সম্পর্কে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন,

حُمِلْتُ عَلَيْهِ এই বাক্য দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, তাতে আরোহণ করাটা সহজ ছিল না। তাই রসূল ﷺ মালাকের (ফেরেশতার) সহযোগিতায় আরোহণ করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

(فَانْطَلَقَ بِىْ جِبْرِيلُ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا) অর্থাৎ তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে আসমানে নিয়ে গেলেন। বর্ণনার এই ধারা থেকে বুঝা যায় যে, তাকে বুরাক্বে আরোহণ করিয়েই মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অথবা তার মি'রাজ হয়েছিল অন্য কোন রাতে। সেই রাতে নয়, যেই রাতে তিনি বুরাক্বে আরোহণ করে মাক্কাহ্ থেকে বায়তুল মাক্বদিসে ভ্রমণ করেছিলেন।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এরূপ নয়। বরং ঘটনা হলো, তিনি একই রাতে মাক্কাহ্ থেকে বায়তুল মাক্বদিসে ভ্রমণ করেন। তারপর বায়তুল মাক্বদিস থেকে বিশেষ সিঁড়িতে আরোহণ করে মি'রাজে গমন করেন। রসূল ﷺ-কে মাক্কাহ্ থেকে মি'রাজে না নিয়ে বায়তুল মাক্বদিস থেকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে বেশ কিছু রহস্য আছে। যার কিছু মির্‌ক্বাত প্রণেতা উল্লেখ করেছেন। যেমন, বায়তুল মাক্বদিসের বরাবর উপরে মালায়িকার (ফেরেশতাদের) আকাশের উঠার জায়গা রয়েছে। তাই রসূল ﷺ-কে সেখান থেকে উপরে উঠানো হয়েছে যেন সোজাসুজি তাঁকে আকাশে নিয়ে যাওয়া যায়।

রসূল ﷺ-কে বায়তুল মাক্বদিস ভ্রমণ করিয়ে মি'রাজে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে বিরোধিতাকারীদের জন্য সত্যের প্রকাশ। কেননা বায়তুল মাক্বদিস ভ্রমণকালে কাফেলার সাথে যে ঘটনা ঘটেছিল তা পরবর্তী সময়ে রসূল ﷺ-এর ইস্‌রা ও মি'রাজের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

তাছাড়াও বায়তুল মাক্বদিস হলো বহু নাবী রসূলগণের হিজ্‌রতের স্থান। তাই সেখানে ভ্রমণ করার কারণে রসূল ﷺ-এর অনেক বড় প্রাপ্তি অর্জিত হয়েছে।

আর বর্ণনার এ ধারা সম্পর্কে মির্‌ক্বাত প্রণেতা বলেন, ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণনার এ ধারাটি এই হাদীসের রাবী কর্তৃক সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

কেননা প্রকৃত বিষয়টি হলো, রসূল ﷺ বুরাক্বে আরোহণ করে মাক্কাহ্ থেকে বায়তুল মাক্বদিসে পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তারপর বিশেষ সিঁড়িতে আরোহণ করে সেখান থেকে মি'রাজে ভ্রমণ করেন। যা এ হাদীস ছাড়া অন্যান্য হাদীস থেকে পাওয়া যায়।

فَاسْتَفْتَحَ অর্থাৎ (দরজা) খুলে চাইলেন। এ সম্পর্কে ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, বাস্তবেই আসমানের কিছু দরজা আছে এবং সেগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য ফেরেশতা (মালাক) নিয়োজিত রয়েছে।

(وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ) অর্থাৎ তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে?

এ প্রসঙ্গে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের অন্য বর্ণনায় আছে, «وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ» অর্থাৎ তাকে কি বায়তুল মাক্বদিস ভ্রমণ করানোর জন্য এবং,আসমানে আরোহণ করানোর জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে? ইমাম বায়যাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أُرْسِلَ إِلَيْهِ এর অর্থ হলো তাঁকে কি উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করানোর জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে?

তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম মালায়িকার (ফেরেশতাদের) উত্তর দিলে তারা আকাশের দরজা খুলে দিলেন। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর সাথে আকাশে আরোহণ করেন এবং তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর পূর্বপুরুষদেরকেও সম্মানের দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেলেন। মহাসম্মানজনক দর্শনের মাধ্যমে তার সম্মানিত ভাইদের থেকেও এগিয়ে গেলেন। কতই না তাঁর সৌভাগ্য! কেমন ছিল তাঁর জন্য তখনকার সেই সৌভাগ্যময় সময়! এটি কি কল্পনা করা যায়। যার ওপর আর কোন মর্যাদাই হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, জিবরীল আলায়হিস সালাম এবং আসমানের দ্বাররক্ষী মালায়িকার মাঝে প্রশ্নোত্তর হয়েছিল আশ্চর্য হওয়ার কারণে। কেননা এটা স্পষ্ট ব্যাপার যে, কোন মানুষ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসমানে

Scanned by CamScanner

আরোহণ করতে পারবে না এবং জিবরীল আলায়হিস সালাম-ও এমন কাউকে নিয়ে আসবেন না যাকে আল্লাহ নিয়ে আসার অনুমতি দেননি। তাহলে কতইনা সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাকে নিয়ে আসার জন্য স্বয়ং আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। কে সেই মহান ব্যক্তি?

(فَسَلِّمْ عَلَيْهِ) অর্থাৎ আপনি তাকে সালাম দিন। এখানে জিবরীল আলায়হিস সালাম আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললেন, আপনি তাকে সালাম দিন। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেন, নাবীদেরকে সালাম দেয়ার ব্যাপারে রসূল ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে। কেননা তিনি (২) ছিলেন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী। এজন্য তিনি (ﷺ) দণ্ডায়মান ব্যক্তির হুকুমে ছিলেন। আর তারা ছিলেন উপবেশনকারী ব্যক্তিদের হুকুমে। এক্ষেত্রে শারী'আতের নিয়ম হলো দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবেশনকারীকে সালাম দিবে। তাই রসূল ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছিল তাদেরকে সালাম দিতে। যদিও মর্যাদায় রসূল ﷺ তাদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ।

(مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) অর্থাৎ সুস্বাগতম সৎ পুত্র ও সৎ নাবীকে। এ প্রসঙ্গে মিরক্বাত প্রণেতা উল্লেখ করেছেন, অনেক ব্যাখ্যাকারী বলেন, নাবীগণ রসূল ﷺ-এর জন্য শুধু صَالِحٌ (সৎ) শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অন্য কোন শব্দযুক্ত করেননি। এর কারণ হলো 'আরবীতে صَالِحٌ এমন একটি গুণবাচক শব্দ যা সর্বপ্রকার ভালো বৈশিষ্ট্য ও সম্মানজনক গুণাগুণকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এ শব্দটি যুক্ত করে আর অন্য কোন শব্দযোগ না করলেও যথাযথ মর্যাদা প্রকাশ পায়।

আবার কেউ কেউ বলেন, صَالِحٌ শব্দটি এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর বান্দাদের আবশ্যকীয় হাক্বসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে।

এজন্যই নাবী-রসূলগণ এই দু'আ করলেন যে, «تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ» অর্থাৎ, আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন এবং সৎলোক তথা সালিহীনদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

মিরক্বাত প্রণেতা আরো উল্লেখ করেন যে, রসূল ﷺ-এর বিশেষণরূপে صَالِحٌ শব্দটি ব্যবহার করার আরো একটি কারণ থাকতে পারে। তা হলো صَالِحٌ শব্দটির একটি বাংলা প্রতিশব্দ হলো উপযুক্ত। অতএব আল্লাহর রসূলই যেহেতু এই মহান মর্যাদার উপযুক্ত হয়েছেন, তাই নাবীগণ তাঁকে صَالِحٌ বিশেষণ যুক্ত করে সম্বোধন করেছেন।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) শারহুল মাশারিক গ্রন্থে বলেন, নাবী ﷺ যখন বিভিন্ন আকাশে নাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন সেই নাবীগণের রূহ তাদের স্বীয় আকৃতিতে ছিল। তবে 'ঈসা আলায়হিস সালাম ব্যতীত। কারণ তিনি স্বশরীরে ছিলেন। কেননা তাঁকে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ)-ও এ বিষয়টি পূর্বে আলোচনা করেছেন।

তারপর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ চতুর্থ আকাশে আরোহণ করেন তখন ইদরীস আলায়হিস সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন ইদরীস আলায়হিস সালাম তাকে, লক্ষ্য করে বলেন, (مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) অর্থাৎ সুসাগতম হে, সৎ ভাই, হে সৎ নাবী।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) এই প্রসঙ্গে বলেন, ইদরীস আলায়হিস সালাম কর্তৃক রসূল ﷺ-কে 'ভাই' বলে সম্বোধন করাটা ঐতিহাসিকদের কথার বিপরীত হয়ে যায়। কেননা ঐতিহাসিকগণ ইদরীস আলায়হিস সালাম-কে রসূল ﷺ-এর পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করেছেন তো এ বিষয়টির উত্তর দেয়া হয়ে থাকে এভাবে যে, তিনি রসূল ﷺ-কে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন আদব ও শিষ্টাচারের কারণে।

তাছাড়াও শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থে বলা হয়েছে, নাবীরা একে অপরের ভাই। এই হিসেবে তিনি রসূল ﷺ-কে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন।

Scanned by CamScanner

(فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى) অর্থাৎ যখন আমি তাঁর (মূসা আলাইহিস সালাম-এর) পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম তখন তিনি কাঁদলেন। এখানে মূসা আলাইহিস সালাম-এর কান্না প্রসঙ্গে মির্‌ক্বাত প্রণেতা বলেন, তখন তিনি আফসোস করে কেঁদেছেন। কারণ, তিনি তাঁর উম্মাতকে দীর্ঘকাল দা'ওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁর দা'ওয়াত যথার্থভাবে গ্রহণ করেনি এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর অনুসরণ করেনি যেমন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত তাঁর অনুসরণ করেছে মূসা আলাইহিস সালাম-এর তুলনায় অল্পকাল দা'ওয়াত দেয়া সত্ত্বেও। আর এ কথাটি বুঝা যায় হাদীসের পরবর্তী এই অংশ থেকে-

«قِيلَ لَهٗ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِىْ لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِىْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهٖ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِىْ»

অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম-কে বলা হলো, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি কাঁদছি, কেননা আমার পরে একজন বালককে নাবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমার উম্মাতের তুলনায় তাঁর উম্মাত অধিক পরিমাণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাঁদার আরো একটি কারণ হতে পারে এটি যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর তুলনায় তাঁর প্রতিদান কম হবে। কেননা প্রত্যেক নাবী তাঁর অনুসারীদের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে। আর যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী বেশি তাই তাঁর প্রতিদানও বেশি। আর মূসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী তাঁর তুলনায় কম তাই তাঁর প্রতিদানও কম।

(فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ) অর্থাৎ তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাকে বললেন, আপনি তাঁকে (ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে) সালাম দিন। তখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর তিনি সালামের উত্তর দিলেন। মির্‌ক্বাত প্রণেতা এ প্রসঙ্গে বলেন, রসূল ﷺ যেহেতু ইহজগত থেকে বেখবর হয়ে মহান স্রষ্টার সুমহান সান্নিধ্যে বিভোর ছিলেন এবং পরজাগতিক দৃশ্য অবলোকনে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি (ﷺ) নিজের খেয়াল হারিয়ে ফেলেছিলেন। এজন্য জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বিভিন্ন নাবীগণকে সালাম দেয়ার কথা স্মরণ করে দিতেন। যেমনটি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى﴾ অর্থাৎ "তাঁর দৃষ্টিশক্তি বক্র হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি"– (সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ১৭)।

বিভিন্ন নাবীকে বিভিন্ন আসমানে রাখা হয়েছিল। তাদের মর্যাদা স্তর অনুযায়ী। যেমন এই সম্পর্কে ইবনু আবূ জামরাহ বলেন, আদাম আলাইহিস সালাম-কে প্রথম আকাশে রাখা হয়েছিল। কারণ তিনি হলেন প্রথম নাবী ও প্রথম পিতা। দ্বিতীয় আকাশে 'ঈসা আলাইহিস সালাম-কে রাখা হয়েছিল। কারণ তিনি হলেন আমাদের নাবীর সবচেয়ে কাছের যুগের নাবী। তৃতীয় আসমানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে রাখা হয়েছিল। কারণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতগণ তাঁর আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। চতুর্থ আসমানে ইদরীস আলাইহিস সালাম-কে রাখা হয়েছিল, কারণ তিনি হলেন মর্যাদায় মধ্যম স্তরের। পঞ্চম আসমানে হারূন আলাইহিস সালাম-কে রাখা হয়েছিল। কারণ তিনি হলেন ইদরীস আলাইহিস সালাম-এর নিকটবর্তী ভাই।

ষষ্ঠ আসমানে মূসা আলাইহিস সালাম-কে রাখা হয়েছিল। কারণ তিনি হারূন আলাইহিস সালাম থেকে মর্যাদায় উপরে।

সপ্তম আসমানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে রাখা হয়েছিল। কারণ তিনি আমাদের নাবী ﷺ-এর পরে সকল নাবীগণ থেকে মর্যাদায় ঊর্ধ্বে।

(ثُمَّ رُفِعْتُ إِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى) অর্থাৎ তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠানো হলো। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা অর্থ হলো শেষ গাছ। আর ঐ স্থানকে সিদরাতুল মুনতাহা নামকরণ করা হয়েছে। কারণ সেখানেই মালায়িকার (ফেরেশতাদের) জ্ঞান ও সীমানা শেষ হয়ে গেছে। আর সেই স্থানটি আল্লাহর রসূল ﷺ ব্যতীত আর কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।

Scanned by CamScanner

‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ ﵁ বর্ণনা করেন, ঐ স্থানকে সিদরাতুল মুনতাহা নামকরণ করা হলো, কারণ আল্লাহর আদেশে যা কিছু উপর থেকে নিচে নামে এবং নিচ থেকে উপরে উঠে সবকিছুরই শেষ স্থান হলো সিদরাতুল মুনতাহা।

সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ স্থানকে সিদরাতুল মুনতাহা নামকরণ করা হয়েছে। কারণ সেখানেই বান্দাদের আ‘মাল এবং সৃষ্টিকুলের জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এটি রয়েছে সপ্তম আকাশে। আর তার মূল কাণ্ড হলো ষষ্ঠ আকাশে।

(نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ) অর্থাৎ বাত্বিনি দু’টি ঝরনা এবং জাহিরী দু’টি ঝরনা। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঝরনা দু’টি হলো- ১) কাওসার, ২) নাহরে রহমাত। এ দু’টিকে বাত্বিনি বলা হয়েছে, কারণ উভয়টি জ্ঞানের বাইরের বিষয় এবং চাক্ষুষ দর্শনের আড়ালে।

শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থে মুকাতিল বলেন, বাত্বিনি ঝরনা দু’টি হলো- ১) সালসাবিল, ২) কাওসার।

আর জাহিরী দু’টি নহর বা নদী হলো ১) নীল, ২) ফুরাত।

ইবনু মালিক ((রহিমাহুল্লাহ)) নীল এবং ফুরাত নদীকে জাহিরী নদী হিসেবে উল্লেখ করার সম্ভাব্য তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

ক) উভয়টির পানি সিদরাতুল মুনতাহা থেকে বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তার পদ্ধতি অজানা।

খ) স্বাদ এবং হজম শক্তির ক্ষেত্রে জান্নাতের দু’টি নহরের সাথে এই দু’টি নদীর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

গ) ফুরাত ও নীল নামে জান্নাতেও দু’টি নহর আছে।

(الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ) অর্থাৎ বায়তুল মা‘মূর। এটি হলো সপ্তম আকাশে একটি ঘর যা কা‘বার বরাবর উপরে আছে। আকাশে এটির মর্যাদা অনুরূপ যেরূপ জমিনবাসীদের কাছে কা‘বার মর্যাদা।

(فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ) তারপর আমি দুধ নিলাম। ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি জানা থাকতে হবে যে, দুধ হলো পবিত্র ও শুভ্র পানীয়। আর এর দ্বারাই সর্বপ্রথম সন্তান লালন পালন করা হয়। তাই এটিকে পবিত্র জগতে হিদায়াত এবং সঠিক স্বভাব হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে আত্মিক শক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করবে। অন্যদিকে এটি হলো চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুতি। যার প্রথম ধাপ হলো শারী‘আতের অনুসরণ করা আর শেষ ধাপ হলো আল্লাহর কাছে পৌছে যাওয়া।

(فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى) অর্থাৎ তারপর আমি ফিরে গিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। এর মানে হলো, তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে অতিক্রম করে মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে গেলেন।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে অতিক্রম করার বিষয়ে ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সুনানে তিরমিযীতে উল্লেখ করেন। মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, মি‘রাজের রাতে আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমার পক্ষ থেকে তুমি তোমার উম্মাতের কাছে সালাম পৌছে দিও এবং তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, জান্নাতের ভূমি হলো উর্বরতার পানি সুমিষ্ট এবং তা খোলা মাঠের মতো পরে আছে। অতএব তাতে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে আর বৃক্ষ রোপণ করাটা হলো «سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ» বলা।

(قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ) অর্থাৎ তোমার উম্মাত মূসা আলাইহিস সালাম এখানে বলেছেন, তোমার উম্মাত সক্ষম হবে না। তিনি নাবীর কথা বলেননি। কেননা নাবীগণের সক্ষমতা এবং নিষ্পাপতা এটিই বুঝায় যে, আল্লাহর আনুগত্য অনেক কঠিন হলেও তারা তা করতে পারবেন। কিন্তু উম্মাতের দুর্বলতা ও অলসতার কারণে তারা তা পারবে না।

Scanned by CamScanner

মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছ থেকে আল্লাহর কাছে বারবার যাওয়ার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের জন্য সলাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে নিয়ে এসেছিলেন। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ।

পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত থেকে কমিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাবী করাটা বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, রসূল ﷺ আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হননি। (فعوذ بالله)

কিন্তু প্রকৃত বিষয় এমন নয়। কারণ আসল কথা হলো, আল্লাহর কাছে কোন কঠিন জিনিসকে সহজ করে চাওয়া, বিপদ দূর করার প্রার্থনা করা, রিয্‌ক্ব চাওয়া, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য দু'আ করা ইত্যাদি বিষয় আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পরিপন্থী নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٦٣ -[٢] وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَقَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهِ فَرَكِبْتُهُ حَتّٰى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِيْ تَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ». قَالَ: "ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِيْ جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ". وَسَاقَ مِثْلَ مَعْنَاهُ قَالَ: «فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فرحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ». وَقَالَ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ: «فَإِذَا أَنَا يُوسُفُ إِذا أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ». وَلَمْ يَذْكُرْ بُكَاءَ مُوسٰى وَقَالَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: "فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشّٰى تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا وَأَوْحٰى إِلَيَّ مَا أَوْحٰى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلٰى مُوسٰى فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. قَالَ: ارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ فَإِنِّيْ بَلَوْتُ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ. قَالَ: "فَرَجَعْتُ إِلٰى رَبِّيْ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلٰى أُمَّتِيْ فَحَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوسٰى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ فَارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ". قَالَ: "فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيْ وَبَيْنَ مُوسٰى حَتّٰى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذٰلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ لَهُ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً". قَالَ: "فَنَزَلْتُ حَتّٰى انْتَهَيْتُ إِلٰى مُوسٰى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلٰى رَبِّيْ حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Scanned by CamScanner

৫৮৬৩-[২] সাবিত আল বুনানী (রহিমাহুল্লাহ) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সামনে 'বুরাক্ব' উপস্থিত করা হলো। তা শ্বেত বর্ণের লম্বা কায়াবিশিষ্ট একটি জানোয়ার, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট। তার দৃষ্টি যত দূর যেত সেখানে পা রাখত। আমি তাতে আরোহণ করে বায়তুল মাক্বদিসে এসে পৌছলাম এবং অন্যান্য নাবীগণ যে স্থানে নিজেদের বাহন বাঁধতেন, আমিও আমার বাহনকে সেখানে বাঁধলাম। নাবী ﷺ বলেন, অতঃপর বায়তুল মাক্বদিসের মাসজিদে প্রবেশ করে সেখানে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলাম। তারপর মাসজিদ হতে বের হলাম, তখন জিবরীল আলায়হিস্ সালাম আমার কাছে এক পাত্র মদ ও এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলেন। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরীল আলায়হিস্ সালাম বললেন, আপনি (ইসলামরূপী) ফিত্বরাত (স্বভাব-ধর্ম ইসলাম) গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর জিবরীল আলায়হিস্ সালাম আমাকে আকাশের দিকে নিয়ে চললেন, এর পরবর্তী অংশ সাবিত আল বুনানী (রহিমাহুল্লাহ) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে পূর্ববর্ণিত হাদীসটির মর্মানুরূপ বর্ণনা করেছেন। নাবী ﷺ বলেন, হঠাৎ আমি আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং আমার জন্য ভালো দু'আ করলেন। নাবী ﷺ এটাও বলেছেন যে, তিনি তৃতীয় আকাশের ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি এমন লোক যে, তাঁকে (গোটা পৃথিবীর) অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। তিনিও আমাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে আমার জন্য ভালো দু'আ করলেন। সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এবং মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর কান্নার বিষয়টি এতে উল্লেখ নেই। নাবী ﷺ আরো বলেছেন, সপ্তম আকাশে আমি ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি বায়তুল মা'মূরের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসে আছেন। সে ঘরে দৈনিক সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশতা) প্রবেশ করেন। যারা একবার বের হয়েছেন, পুনরায় তারা আর প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন না। অতঃপর জিবরীল আলায়হিস্ সালাম আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন। তার পাতাগুলো হাতির কানের মতো এবং তার ফল মটকার মতো। এরপর উক্ত গাছটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে এমন একটি আবৃতকারী বস্তুতে পরিবর্তিত হয় যে, আল্লাহর সৃষ্ট কোন মাখলূক্ব যার সৌন্দর্যের কোন প্রকার বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওয়াহী পাঠালেন, যা তিনি পাঠিয়েছেন এবং আমার ওপরে দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) সলাত ফারয করলেন। ফেরার সময় আমি মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন আপনার প্রভু আপনার উম্মাতের ওপর কি ফারয করেছেন? আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফারয করেছেন। তিনি আমাকে (পরামর্শস্বরূপ) বললেন, আপনি আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং (সলাতের সংখ্যা) কম করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মাত এটা (দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত) সম্পাদন করতে সক্ষম হবে না। আমি বানী ইসরাঈলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, হে আমার প্রভু! আমার উম্মাতের ওপর হতে কম করে দিন। তখন আমার ওপর হতে পাঁচ (ওয়াক্ত সলাত) কমিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে ফিরে এসে বললাম, আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর হতে পাঁচ (ওয়াক্ত সলাত) কমিয়ে দিয়েছেন। মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, আপনার উম্মাত তা সম্পাদনেও সমর্থ হবে না। কাজেই আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর কাছে যান এবং আরো কম করার জন্য আবেদন করুন। নাবী ﷺ বলেন, আমি এভাবে আমার প্রভু ও মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম এবং বার বার সলাতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে থাকলাম। তিনি (ﷺ) বলেন, সর্বশেষে আমার প্রভু বললেন, হে মুহাম্মাদ! দৈনিক ফারয তো এই পাঁচ সলাত এবং প্রত্যেক সলাতের সাওয়াব দশ সলাতের সমান। ফলে এটা (পাঁচ ওয়াক্ত) পঞ্চাশ সলাতের সমান। যে লোক কোন একটি ভালো কাজ করার সংকল্প করবে, কিন্তু তা সম্পাদন করেনি, তার

Scanned by CamScanner

জন্য একটি পুণ্য লেখা হবে এবং সে কাজটি সম্পাদন করলে তার জন্য দশটি পুণ্য লেখা হবে। আর যে লোক কোন একটি খারাপ কাজ করার সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন না করে, তার জন্য কিছুই লেখা হবে না। অবশ্য যদি সে উক্ত কাজটি বাস্তবায়ন করে, তবে তার জন্য একটি গুনাহই লেখা হবে। তিনি (ﷺ) বলেন, অতঃপর আমি অবতরণ করে যখন মূসা 'আলায়হিস সালাম-এর নিকট পৌছলাম, তখন তাঁকে পূর্ণ বিবরণ জানালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আবারও আপনার প্রভুর কাছে যান এবং আরো কিছু কমিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করুন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি বললাম, আমি আমার প্রভুর কাছে বার বার গিয়েছি। এখন পুনরায় যেতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। (মুসলিম)[৭০৪]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইস্‌রা ও মি'রাজ সম্পর্কে লোকেরা মতভেদ করেছে। কেউ বলেন, তাঁর ইস্‌রা ও মি'রাজ হয়েছিল স্বপ্নযোগে। আবার কেউ বলেন, তা হয়েছিল স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো রসূল ﷺ-এর মি'রাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে। আর এটিকেই গ্রহণ করেছেন অধিকাংশ লোক, বেশিরভাগ সালাফগণ এবং পরবর্তী অনেক ফাক্বীহ ও মুহাদ্দিসগণ। তাছাড়াও বিভিন্ন চিহ্ন ও নিদর্শনও প্রমাণ করে যে, তাঁর মি'রাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে। অতএব কোন দলীল ছাড়া এই বিষয়টি থেকে ফিরে অন্যদিকে যাওয়া যাবে না। যদিও শারীক-এর একটি বর্ণনায় এ ব্যপারে ভিন্ন মত এসেছে। কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল। 'আলিমগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, শারীক বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আগে-পরে করা সহ অনেক কম-বেশিও করেছেন। অতএব, তার বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

(فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِىْ تَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ) অর্থাৎ তারপর আমি সেই গোল বৃত্তের সাথে বাহনটি বেঁধে রাখলাম, যার সাথে নাবীগণ বেঁধে রাখতেন। এ বিষয়ে শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থকার বলেন, হাদীসের এই অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সতর্কতামূলক কোন উপকরণ গ্রহণ করা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। যদি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা থাকে।

(اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ) অর্থাৎ আপনি প্রকৃত ফিত্বরাত গ্রহণ করেছেন। এখানে ফিত্বরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ও অবিচলতা।

«فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ» অর্থাৎ তারপর বলা হলো, কে তুমি? উত্তরে তিনি বললেন, জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কে তোমার সাথে? তিনি উত্তরে বললেন, মুহাম্মাদ। হাদীসের এ অংশে মানবকুলকে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যে, কেউ যদি দরজা ধাক্কা দিয়ে অনুমতি চায় আর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় 'কে'? তাহলে অবশ্যই যেন সে তার নাম বলে। শুধু যেন 'আমি' না বলে। কেননা এতে তেমন কোন পরিচয় জানা যায় না। তাছাড়া হাদীসেও শুধু 'আমি' বলতে নিষেধ করা হয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২/১৬২)

(إِذَا أُعْطِىَ شَطْرَ الْحُسْنِ) অর্থাৎ তাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে। মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে। এ কথার তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। ১) তাঁকে সর্বপ্রকার সৌন্দর্যের অর্ধেক দেয়া হয়েছিল। ২) তাঁকে তাঁর যুগের সকল লোকেদের অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। ৩) তাঁকে কিছু সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। তখন شَطْرَ শব্দটি بعض ('কিছু') অর্থে ব্যবহৃত হবে।

গ্রহণযোগ্য অনেক 'আলিমগণ বলেন, আমাদের রসূল মুহাম্মাদ ﷺ ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম-এর থেকে বেশি সুন্দর ছিলেন।

---

[৭০৪] সহীহ : মুসলিম ২৫৯-(১৬২), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৬০, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩৮০, আবূ ইয়া'লা ৩৩৭৫।

Scanned by CamScanner

এ ব্যাপারে অনেক মুহাক্কিক্ব 'আলিম বলেন, আমাদের রসূল ﷺ-এর বাহ্যিক অনেক সৌন্দর্যকে সহাবীদের থেকে গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ আলায়হিস সালাম-এর বাহ্যিক কোন সৌন্দর্য গোপন রাখা হয়নি।

(فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا) অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের এমন কেউ নেই যে, তার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারে। কারণ তার মহত্ব ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা এতই যে, সৃষ্টিকোলের কেউ তা বলে বুঝাতে পারবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٦٤ -[٣] وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "فُرِجَ عَنِّيْ سَقْفُ بَيْتِيْ وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَعُرِجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ. قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ. فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلٰى يَمِينِهٖ أَسْوِدَةٌ وَعَلٰى يَسَارِهٖ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهٖ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهٖ بَكٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا آدَمُ وَهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهٖ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهٖ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهٖ بَكٰى حَتّٰى عَرَجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ فَقَالَ لَهٗ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ" قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهٗ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهٗ ذَكَرَ أَنَّهٗ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثُمَّ عُرِجَ بِيْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ» وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فَفَرَضَ اللهُ عَلٰى أُمَّتِيْ خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلٰى مُوسٰى. فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهِ لَكَ عَلٰى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَإِنْ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَرَاجَعَنِيْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوسٰى فَقُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُهٗ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوسٰى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ ثُمَّ انْطُلِقَ بِيْ حَتّٰى انْتُهِيَ إِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِيْ مَا هِيَ؟ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Scanned by CamScanner

৫৮৬৪-[৩] ইবনু শিহাব (রহিমাহুল্লাহ) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করতেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মাক্কায় থাকাকালীন এক রাত্রে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হলো এবং জিবরীল আলায়হিস সালাম অবতরণ করলেন, এরপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তাকে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অতঃপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ-পাত্র এনে তা বুকের মধ্যে ঢেলে দিলেন। তারপর তাকে বন্ধ করে দিলেন।

অতঃপর তিনি (জিবরীল আলায়হিস সালাম) আমার হাত ধরে আমাকে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। যখন আমি নিকটবর্তী আকাশে উপনীত হলাম, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম আসমানের দ্বার রক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে বলল, (আপনি) কে? তিনি বললেন, জিবরীল। সে বলল, আপনার সাথে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথে মুহাম্মাদ ﷺ। সে বলল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর যখন সে দরজা খুলল, তখন আমরা নিকটবর্তী আকাশে আরোহণ করে দেখলাম, সেখানে এক লোক বসে আছেন, তাঁর ডানপার্শ্বে বহু মানবাকৃতি এবং তাঁর বামপার্শ্বেও অনেক মানবাকৃতি। তিনি ডানদিকে তাকালে হাসেন এবং যখন বামদিকে তাকান, তখন কাঁদেন। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে সৎ নাবী! হে পুণ্যবান সন্তান! আমি জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে প্রশ্ন করলাম, ইনি কে? বললেন, ইনি আদাম আলায়হিস সালাম। ডানে ও বামে এগুলো তাঁর সন্তানের আত্মাসমূহ। ডানদিকে এগুলো জান্নাতী এবং বামদিকের এগুলো জাহান্নামী। এজন্য তিনি যখন ডানদিকে তাকান, তখন হাসেন এবং যখন বামদিকে তাকান, তখন কাঁদেন। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশের দিকে উঠলেন এবং দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। তখন সে প্রথম দ্বাররক্ষীর মতো প্রশ্ন করল (তারপর দরজা খুলল)।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বর্ণনাকারী আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নাবী ﷺ আকাশসমূহে আদাম, ইদরীস, মূসা, ‘ঈসা এবং ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে পেয়েছেন; কিন্তু তিনি (আবূ যার) তাঁদের অবস্থানের কথা নির্দিষ্টভাবে বলেননি। শুধু এটুকু বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ আদাম আলায়হিস সালাম-কে নিকটবর্তী আকাশে এবং ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে ষষ্ঠ আকাশে পেয়েছেন।

ইবনু শিহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু হায্‌ম রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন যে, ইবনু ‘আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁরা উভয়ে বলতেন, নাবী ﷺ বলেছেন : অতঃপর আমাকে উর্ধ্বলোকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আমি এক সমতল স্থানে পৌছলাম। সেখানে আমি কলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলাম। ইবনু হায্‌ম ও আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তখন মহান আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতের ওপর পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) সলাত ফার্‌য করলেন। আমি তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে পৌছলাম, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার উম্মাতের ওপর আল্লাহ তা‘আলা কি ফার্‌য করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) সলাত ফার্‌য করেছেন। তিনি বললেন, আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মাত সক্ষম হবে না। অতঃপর মূসা আলায়হিস সালাম আমাকে ফেরত পাঠালেন। ফলে আল্লাহ তা‘আলা কিছু অংশ কম করে দিলেন। অতঃপর আমি আবার মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে ফিরে এসে বললাম, কিছু সলাত কম করে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবারও যান। কেননা আপনার উম্মাত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। অতএব আমি আবারও আমার রবের কাছে ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা‘আলা আবার কিছু মাফ করে দিলেন। আমি আবার মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি বললেন, আবার যান। আরো কিছু সলাত কম করিয়ে আনেন। কেননা আপনার উম্মাত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। অতএব আমি আবার আমার প্রভুর কাছে গেলাম। এবার আল্লাহ তা‘আলা বললেন, এই পাঁচ সলাতই ফার্‌য, আর তা

Scanned by CamScanner

(সাওয়াবের দিক দিয়ে) পঞ্চাশ সলাতের সমান। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর আমি মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আবারও আপনি আপনার রবের কাছে যান। এবার আমি বললাম, পুনরায় আমার প্রভুর কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় পৌঁছলেন। উক্ত গাছটিকে বিভিন্ন বর্ণ ঢেকে ফেলল। প্রকৃতপক্ষে সেটা কি, তা আমি জানি না। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। দেখতে পেলাম তাতে মুক্তার গম্বুজসমূহ এবং তার মাটি মিশ্‌কের। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০৫]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا) অর্থাৎ তারপর তিনি ঈমান ও হিকমাতে পূর্ণ একটি পেয়ালা আনলেন। এ প্রসঙ্গে শার্‌হুন্ নাবাবী গ্রন্থে বলা হয়েছে, ঐ পাত্রে এমন কিছু ছিল যার মাধ্যমে ঈমান ও হিকমাতের পূর্ণতা লাভ করে এবং বৃদ্ধি সাধিত হয়। আর সেই জিনিসকেই ঈমান ও হিকমাহ্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(إِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ) অর্থাৎ তখন দেখি একজন ব্যক্তি, যার ডানপাশে একটি দল রয়েছে। এখানে أَسْوِدَةٌ শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন আদাম সন্তান, ব্যক্তি, দল ইত্যাদি। খত্ত্বাবী এবং আরো অনেকে বলেন, এই أَسْوِدَةٌ শব্দ দ্বারা হাদীসে উদ্দেশ্য হলো আদাম সন্তানদের আত্মা।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রসূল ﷺ আদাম আলায়হিস সালাম এবং তাঁর জান্নাতী ও জাহান্নামী সন্তানদের প্রথম আকাশে পেলেন। অথচ তাদের থাকার কথা ছিল সিজ্জীনে অথবা সপ্তম জমিনে বা তার নিচে থাকে। আর মু'মিনদের আত্মা থাকার কথা ছিল ইল্লিয়্যিনে। তাহলে আদাম আলায়হিস সালাম-সহ তাঁর সন্তানদের কিভাবে রসূল ﷺ প্রথম আকাশে পেলেন? এর উত্তর বিভিন্নভাবে দেয়া হয়ে থাকে, যেমন- কখনো কখনো আদাম আলায়হিস সালাম-এর সন্তানদেরকে তার কাছে পেশ করা হয়। আর সেই পেশ করার সময়টি রসূল ﷺ-এর আদাম আলায়হিস সালাম-কে অতিক্রম করার সময়ের সাথে মিলে গিয়েছিল। তাই তিনি আদাম সন্তানদের আত্মাগুলোকে তার দুইপাশে পেয়েছেন। সম্ভবত এটিও হতে পারে যে, আদাম আলায়হিস সালাম-এর ডান পাশে ছিল জান্নাত এবং বাম পাশে ছিল জাহান্নাম। তাই তিনি যখন জান্নাতবাসীদের দিকে তাকাতেন তখন কাঁদতেন। তবে প্রকৃত বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত।

«وَجَدَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ» অর্থাৎ তিনি ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে ষষ্ঠ আকাশে পেলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে সপ্তম আকশে পেলেন। এখানে উক্ত বিষয় দু'টির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

উভয় বিষয়ের সমন্বয় সাধনে শার্‌হুন্ নাবাবী গ্রন্থকার বলেন, যদি রসূল ﷺ-এর মি'রাজ দু'বার হয়ে থাকে তাহলে তিনি ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে প্রথমবার পেয়েছিলেন সপ্তম আকাশে আর দ্বিতীয়বার পেয়েছিলেন ষষ্ঠ আকাশে। আর যদি তার মি'রাজ একবারই হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি এমন হতে পারে যে, রসূল ﷺ ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে ষষ্ঠ আকাশে পেয়েছিলেন। তারপর তাঁর সাথে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-ও সপ্তম আকাশে গিয়েছিলেন। তবে এখানে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, 'রসূল ﷺ ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে সপ্তম আকাশে পেয়েছিলেন' এ কথাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ তার বর্ণনাটি হলো বেশি শক্তিশালী। তবে প্রকৃত বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত। (শার্‌হুন্ নাবাবী ২/২৬৩)

---

[৭০৫] সহীহ : বুখারী ৩৪৯, মুসলিম ২৬৩-(১৬৩), তিরমিযী ৩৩৪৬, নাসায়ী ৪৪৮, সহীহুল জামি' ৩০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৩১৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৫৯৪২, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২২৯।

Scanned by CamScanner

(صَرِيفَ الْأَقْلَامِ) অর্থাৎ কলমের খচখচে আওয়াজ। এর অর্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারদের মাঝে মতানৈক্য আছে। যেমন- খত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : صَرِيفَ-এর অর্থ হলো উত্তোলন যন্ত্র। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো সমান জায়গা। আবার কেউ কেউ বলেন, মালাক (ফেরেশতা) কর্তৃক আল্লাহ ফায়সালা লিখে রাখার আওয়াজ।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি হলো আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত-এর দলীল এ বিষয়ে যে, ওয়াহী এবং সকল তাক্বদীরের বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। যার প্রকৃতরূপ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

(وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ) জান্নাতের মাটি মিসকে আম্বরের মতো সুগন্ধিযুক্ত। এটি হলো সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি। হাদীসে এসেছে, জান্নাতের সুঘ্রাণ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٦٥ -[٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِيْ مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِيْ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى﴾. قَالَ: فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيْمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৬৫-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভ্রমণ করানো হয়, তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছানো হয়েছে। আর তা ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। (সিদরাতুল মুনতাহা হলো) ভূপৃষ্ঠ হতে যা সেখান হতে কোন মাধ্যম ছাড়া তা উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর উর্ধ্বজগত হতে যা কিছু অতরণ করা হয়, তা সে স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং তথা হতে গ্রহণ করা হয় (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ নিয়ে যান)। এরপর ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি পাঠ করলেন- ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى﴾ "যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ছিল তা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়"– (সূরাহ্ আন্ নাজ্ম ৫৩ : ১৬)। (এর ব্যাখ্যায়) তিনি বললেন, এগুলো ছিল স্বর্ণের পতঙ্গ। অতঃপর ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মি'রাজের রাত্রে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে। ১. পাঁচ ওয়াক্ত সলাত। ২. সূরাহ্ আল বাক্বারার শেষ কয়েকটি আয়াত এবং ৩. নাবী ﷺ-এর উম্মাতের মধ্য হতে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করেনি, তাদের ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। (মুসলিম)[৭০৬]

ব্যাখ্যা : (وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ) অর্থাৎ তা (সিদরাতুল মুনতাহা ছিল) ষষ্ঠ আকাশে অন্যান্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহা আছে সপ্তম আকাশে। এক্ষেত্রে হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, অধিকাংশ রাবীদের মতে সঠিক কথা হলো, সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আকাশে আছে।

তাছাড়াও আরো একটি বিষয় হলো যে, سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى অর্থ শেষ সীমানার বড়ই গাছ। যেহেতু এটি একটি শেষ জায়গা এবং সেখানে এসেই থেমে যায়, যা কিছু উপর থেকে নাযিল হয় ও নিচু থেকে উপরে উঠে। তাই শেষ জায়গা হিসেবে তার অবস্থান সপ্তম আকাশে হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

---

[৭০৬] সহীহ : মুসলিম ২৭৯-(১৭৩), মুসনাদে আহমাদ ৩৬৬৫, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৯৭৫।

Scanned by CamScanner

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-ও জামি'উল উসূলে এই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন, উভয় হাদীসের মাঝে এভাবেও সমন্বয় করা যায় যে, সিদরাতুল মুনতাহার মূল শিকড়টি হলো ষষ্ঠ আকাশে আর তার বেশিরভাগ অংশই হলো সপ্তম আকাশে।

খলীল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা রয়েছে সপ্তম আকাশে যা আসমানসমূহ ও জান্নাতকে ছায়াদান করেছে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দুনিয়ার বাহ্যিক দু'টি নহর তথা নীল ও ফুরাত, এই দু'টি বের হয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা থেকে। যেহেতু এই নহর (নদী) দু'টি পৃথিবীতে রয়েছে। তাই এখান থেকে বুঝা যায় যে, সিদরাতুল মুনতাহাও পৃথিবীতে রয়েছে। অতএব এই অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে সিদরাতুল মুনতাহার সপ্তম আকাশে থাকার পাশাপাশি আরো অন্যান্য আকাশেও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

(يَنْتَهِىْ مَا يُعْرَجُ بِهٖ مِنَ الْأَرْضِ) অর্থাৎ জমিন থেকে যা উপরে উঠে তা সেখানে গিয়েই থেমে যায়। যা উপরে উঠে এর ব্যাখ্যায় মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, যে সকল 'আমাল ও আত্মাগুলো জমিন থেকে উপরে উঠে সেগুলোই এখানে উদ্দেশ্য।

(وَإِلَيْهَا يَنْتَهِىْ مَا يُهْبَطُ بِهٖ مِنْ فَوْقِهَا) অর্থাৎ সেখানেই থেমে যায় যা কিছু উপর থেকে নেমে আসে। যা কিছু উপর থেকে নেমে আসে এর ব্যাখ্যায় মিরক্বাত প্রণেতা বলেন যে, ওয়াহী এবং আসমানী বিধান উপর থেকে নিচে নেমে আসে সেগুলোই এখানে উদ্দেশ্য।

(وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ مِنْ أُمَّتِهٖ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ) অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হবে যে, তাঁর উম্মাতের মধ্য হতে আল্লাহর সাথে কোন বড় ধরনের শির্ক করবে না। এর ব্যাখ্যায় মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, যে ব্যক্তি এমন বড় গুনাহ করবে না, যা তাকে একেবারে জাহান্নামে নিয়ে গিয়েই ছাড়বে। যদি না আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। যেমন, মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

এখানে এটি উদ্দেশ্য নয় যে, তাঁর উম্মাতকে একেবারেই শাস্তি দেয়া হবে না। কেননা শারী'আতের বিভিন্ন দলীল থেকে এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইজমা'র মাধ্যমে জানা যায় যে, একত্বতায় বিশ্বাসী অনেক নাফরমানকে শাস্তি দেয়া হবে। অতএব তারা যদি একত্বতায় বিশ্বাস করার পরেও নাফরমানী করে তাহলে তাদেরকেও জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তারা মুশরিকদের মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٦٦ ـ[٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِيْ عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلَتْنِيْ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كَرْبًا مَا كُرِبْتُ مِثْلَهٗ فَرَفَعَهُ اللّٰهُ لِيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوْسٰى قَائِمٌ يُصَلِّيْ. فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهٗ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَإِذَا عِيْسٰى قَائِمٌ يُصَلِّيْ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهٖ شِبْهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيُّ فَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ قَائِمٌ يُصَلِّيْ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهٖ صَاحِبُكُمْ يَعْنِيْ نَفْسَهٗ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لِيْ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ هٰذَا مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِيْ بِالسَّلَامِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Scanned by CamScanner

৫৮৬৬-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি নিজেকে কা'বাহ্ গৃহের হাত্বীমে দণ্ডায়মান দেখলাম। আর কুরায়শের লোকেরা আমাকে আমার মি'রাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। তারা আমাকে বায়তুল মাক্বদিস সম্পর্কে এমন কিছু প্রশ্ন করল, যা আমার স্মরণে ছিল না। ফলে আমি এমন চঞ্চল হয়ে পড়লাম যে, এর পূর্বে অনুরূপ চঞ্চল আর কখনো হয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মাক্বদিসকে আমার সামনে উপস্থিত করে দিলেন, ফলে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম এবং তারা যে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করত, আমি তা দেখে উত্তর দিতে থাকলাম। আর আমি (মি'রাজের রাতে) নিজেকে নাবীদের এক দলের মাঝে দেখতে পেলাম। তখন দেখি মূসা আলায়হিস সালাম দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছেন। তিনি একজন মধ্যম গঠনের সামান্য লম্বা, মনে হলো যেন (ইয়ামান দেশের) শানুয়াহ্ সম্প্রদায়ের লোক। আর 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছেন। লোকেদের মধ্যে 'উরওয়াহ্ ইবনু মাস্'উদ আস্ সাক্বাফী হলেন তাঁর অধিক সদৃশ। আবার ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কেও দাঁড়ানো অবস্থায় সলাত আদায় করতে দেখলাম। লোকেদের মধ্যে তাঁর সদৃশ তোমাদের সঙ্গীসদৃশ অর্থাৎ- (রসূল ﷺ) নিজেরই সদৃশ। অতঃপর সলাতের সময় হলে আমিই সলাতে তাদের ইমামতি করলাম, যখন আমি সলাত শেষ করলাম তখন কেউ আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইনি হলেন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী মালিক, তাঁকে সালাম করুন। নাবী ﷺ বলেন, আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকাতেই তিনিই আমাকে আগে সালাম দিলেন। (মুসলিম)[৭০৭]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে, (فَحَانَتِ الصَّلَاةُ) অর্থাৎ তখন সলাতের সময় হলো। এখানে কোন সলাত উদ্দেশ্য- এ প্রসঙ্গে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এ সলাত দ্বারা দু'টি সলাতের যে কোনটি হতে পারে। ১) তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, ২) মি'রাজের জন্য বিশেষ সলাত।

(فَأَمَمْتُهُمْ) অর্থাৎ তারপর আমার তাদেরকে ইমামাতে সলাত আদায় করালাম। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সকল নাবীদের নিয়ে বায়তুল মাক্বদিসে সলাত আদায় করিয়েছেন আবার তাদের অনেককেই তিনি বিভিন্ন আসমানে পেয়েছেন। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি তাদের অনেককেই দুই জায়গায় পেলেন? মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এর উত্তর দুই ধরনের হতে পারে- ১) রসূল ﷺ নাবীগণকে বায়তুল মাক্বদিসে দেখেছেন এবং তাদের ইমামতি করেছেন। তারপর তারা আবার আকাশে চলে গেছেন। আর তখন তিনি তাদেরকে বিভিন্ন আকাশে পেয়েছেন। ২) হতে পরে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা থেকে ফিরে এসে বায়তুল মাক্বদিসে নাবীগণকে দেখেছেন এবং তাদের ইমামতি করেছেন।

(فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ) অর্থাৎ তারপর আমি তার দিকে তাকালাম তখন সেই আমাকে সালাম দিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাহান্নামের প্রধান দায়িত্বশীল মালিক রসূল ﷺ-কে আগেই সালাম দিলেন যেন রসূল ﷺ থেকে মালিকের ব্যাপারে ভয় দূর হয়ে যায়।

এছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই আগে অন্যান্য নাবীগণকে সালাম দিয়েছেন। নিজের বিনয়তার প্রতি খেয়াল রেখে এবং আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে। যেহেতু তারা ছিলেন বসে আর নাবী ﷺ ছিলেন দাঁড়ানো বা চলমান অবস্থায়। কারণ সালাম দেয়ার আদব হলো দাঁড়ানো ব্যক্তি উপবেশনকারীকে সালাম দিবে। আর চলমান ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তিকে সালাম দিবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلُ الثَّانِيْ

আর এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই

[৭০৭] সহীহ : মুসলিম ২৭৮-(১৭২), সহীহুল জামি' ৫১৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১২৮৪।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٦٧ - [٦] عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمَّا كَذَّبَنِيْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৬৭-[৬] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, (মি'রাজের ব্যাপারে) কুরায়শরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল, তখন আমি কা'বাগৃহের হাত্বীমে দাঁড়ালাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মাক্বদিস মাসজিদখানা আমার সামনে প্রকাশ করে দিলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০৮]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا كَذَّبَنِيْ قُرَيْشٌ) অর্থাৎ যখন কুরায়শরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এ ব্যাপারে তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলা হয়েছে, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসরা সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা বললেন, তখন তারা তাঁর কাছে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আলামাতের দাবী করল।

(فَجَلَّى اللهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ) অর্থাৎ তখন আমার জন্য বায়তুল মাক্বদিস প্রকাশ করে দেয়া হলো। এর ব্যাখ্যায় তুহফাতুল আহওয়াযীতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

১) হাফিয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো আমার মাঝে এবং বায়তুল মাক্বদিসের মাঝে এমনভাবে পর্দা উঠিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম।

২) সহীহ মুসলিমে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে বুঝা যায় বায়তুল মাক্বদিসকে নিয়ে এসে এমন স্থানে রাখা হয় যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পাচ্ছিলেন।

৩) হাসান সানাদে বর্ণিত ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما বর্ণনা করেন, বায়তুল মাক্বদিসকে নিয়ে এসে 'উকায়ল-এর বাড়ীর কাছে এমনভাবে রাখা হলো যে, আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম মোটকথা হলো বায়তুল মাক্বদিসকে এমন স্থানে উপস্থিত করা হয় যে, রসূল ﷺ তা দেখতে পান। আর এটি আল্লাহর জন্য মোটেই কোন কঠিন বিষয় নয়।

আরো একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো যে, ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ)-এর এ হাদীসগুলো সূরাহ্ বানী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় নিয়ে এসেছেন। যে আয়াতে শুধু রসূল ﷺ-এর ইসরা তথা মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বসা পর্যন্ত ভ্রমণ করার কথা রয়েছে। কিন্তু রসূল ﷺ-এর মাসজিদুল হারাম থেকে উর্ধ্ব ভ্রমণের কথা কোন আয়াতে বর্ণিত হয়নি তা কেবল বিভিন্ন সহীহ হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল, নাকি আত্মিকভাবে হয়েছিল। এ ব্যাপারে তুহফাতুল আহওয়াযীতে তিনটি মত উল্লেখ করা হয়েছে।

১) তাঁর মি'রাজ হয়েছে স্বশরীরে। ২) তাঁর মি'রাজ হয়েছে আত্মিকভাবে, স্বশরীরে নয়। ৩) কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আর তা হলো, তাঁর ইসরা তথা মাক্কাহ্ থেকে বায়তুল মাক্বদিস পর্যন্ত ভ্রমণ হয়েছে স্বশরীরে। আর সেখান থেকে উর্ধ্ব ভ্রমণ হয়েছে আত্মিকভাবে।

---

[৭০৮] সহীহ : বুখারী ৩৮৮৬, মুসলিম ২৭৬-(১৭০), তিরমিযী ৩১৩৩, মুসনাদে আহমাদ ১৫০৭৬, আবূ ইয়া'লা ২০৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১২৮২।

Scanned by CamScanner

এখানে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত এবং বেশিরভাগ সালাফ ও খালাফদের কথা আর সহীহ হাদীসগুলোর বর্ণনানুসারে প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ তাঁর মি'রাজ হয়েছে স্বশরীরে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩১৩৩)

রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বসা পর্যন্ত ভ্রমণ করতে গিয়ে যা কিছু দেখেছেন সেগুলোর কিছু ফাতহুল বারীতে ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) নাসায়ীর বরাতে উল্লেখ করেছেন। যেমন- তিনি যখন মাসজিদুল হারাম থেকে ভ্রমণ শুরু করেন তখন এক স্থানে জিবরীল আলায়হিস সালাম তাকে বললেন, আপনি এখানে নেমে সলাত আদায় করুন। রসূল ﷺ সেখানে তা-ই করেন। তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, আপনি কি জানেন কোন স্থানে সলাত আদায় করলেন? জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এটি হলো উত্তম জায়গা। এখানেই হিজরত হবে। অর্থাৎ এটি হলো ইয়াসরিব।

তারপর আবার আরেক স্থানে জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি নেমে সলাত আদায় করুন। তখন তিনি সেখানে নেমে সলাত আদায় করলেন। তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, আপনি সায়না পর্বতে সলাত আদায় করলেন। যেখানে আল্লাহ মূসা আলায়হিস সালাম-এর সাথে কথা বলেছিলেন।

জিবরীল আলায়হিস সালাম আবার তাঁকে এক স্থানে বললেন, আপনি নেমে সলাত আদায় করুন। তখন তিনি সেখানে নেমে সলাত আদায় করলেন। তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি বাইতে লাহ্মে সলাত আদায় করলেন। যেখানে 'ঈসা আলায়হিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন। শাদ্দাদ-এর আরেকটি বর্ণনায় আছে যে, রসূল ﷺ একটি সাদা ভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি নেমে সলাত আদায় করুন। রসূল ﷺ সেখানে নেমে সলাত আদায় করলেন। তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি মাদায়িনে সলাত আদায় করলেন। শাদ্দাদ-এর বর্ণনায় আছে, যে পথে রসূল ﷺ কুরায়শদের একটি কাফেলাকে সালাম দিয়েছিলেন তখন তাদের কেউ কেউ বলল, এটি মুহাম্মাদ-এর আওয়াজ। সেই বর্ণনায় আরো আছে যে, তিনি মি'রাজ থেকে ফিরে এসে মাক্কার লোকেদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কাফেলা অমুক দিন এসে উপস্থিত হবে।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) 'দালায়িল' গ্রন্থে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ এমন কিছুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে রাস্তা থেকে সরে যেতে ডাকছিল। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি চলুন। তারপর তিনি আরেকটি বৃদ্ধার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি চলুন। তারপর তিনি কিছু লোকেদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। আর তারা তাঁকে সালাম দিলেন। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, আপনি সালামের উত্তর দিন।

তারপর তিনি তাদের সালামের উত্তর দিলেন। শেষে জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, যে আপনাকে ডেকেছে সে হলো ইবলীস এবং বৃদ্ধা হলো দুনিয়া আর যারা আপনাকে সালাম দিয়েছেন তারা হলেন ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসা আলায়হিস সালাম।

ত্ববারানী এবং বাযযার-এর নিকট আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা রসূল ﷺ ইসরা ও মি'রাজের ভ্রমণে দেখেছেন। যেমন- রসূল ﷺ কিছু লোকেদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যারা ফসল বুনছে আর কাটছে। যখনই তারা ফসল কাটছে তখনই তা আবার পূর্বের মতোই ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এরা হলো মুজাহিদগণ।

তারপর রসূল ﷺ আরো কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাদের মাথা পাথর দিয়ে থেথলে দেয়া হচ্ছে। যখনই থেঁথলে দেয়া হচ্ছে তখনই তা আবার পূর্বের মতো ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, তারা হলো ঐ সকল লোক যাদের মাথা সলাতের প্রতি অবহেলা করত।

Scanned by CamScanner

তারপর আরো কিছু লোকেদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাদের শরীর পশুর মতো সূঁচ দিয়ে আঁচড়ানো হচ্ছে। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম রসূল ﷺ-কে বললেন, এরা হলো ঐ সকল ব্যক্তি যারা যাকাত আদায় করত না।

তারপর তিনি আরো কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যারা দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা গোশত ভক্ষণ করছে। (অথচ তাদেরকে ভালো সুস্বাদু গোশতের দিকে ডাকা হচ্ছে, কিন্তু তারা সেখানে যেতে পারছে না।) জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এরা হলো যিনাকারী।

তারপর তিনি এক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে লাকড়ীর বোঝা জমা করছে। কিন্তু সে তা বহন করতে পারছে না। তারপরেও সে তা জমা করেই যাচ্ছে। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এ হলো ঐ ব্যক্তি যার কাছে আমানাত রাখা হত। কিন্তু সে তা আদায় করত না। তারপরেও সে অন্য আমানাত খোঁজ করত।

তারপর তিনি আরো কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাদের ঠোঁট ও জিহ্বা কাটা হচ্ছে। যখনই কাটা হচ্ছে তখনই আবার তা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এরা হলো ফিতনাবাজ বক্তাগণ।

ত্ববারানীর হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ আরো কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যাদের পেট ছিল ঘরের মতো বড়। যখন তারা দাঁড়াতে ইচ্ছা করত তখনই তারা পড়ে যেত। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এরা হলো সুদখোর ব্যক্তি।

এ জাতীয় কিছু বিষয়ও রসূল ﷺ তাঁর ইসরা ও মি'রাজের ভ্রমণে দেখতে পেয়েছেন।

(ফাতহুল বারী ৭/৩৮৮৬)

(٧) بَابُ فِي الْمُعْجِزَاتِ

অধ্যায়-৭ : মু'জিযার বর্ণনা

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) مُعْجِزَاتِ-এর পরিচয় সম্পর্কে বলেন, مُعْجِزَاتِ হলো নাবীগণের সত্যতার প্রমাণ এবং রসূলগণের বিভিন্ন নিদর্শন, যা অন্য কেউ দেখাতে অক্ষম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨٦٨ -[١] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَظَرْتُ إِلٰى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رُؤُوْسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلٰى قَدَمِهٖ أَبْصَرَنَا فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৬৮-[১] আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, (হিজরতের সময়) আমি আমাদের মাথার উপরে মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম, যখন আমরা গুহায় ছিলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের কেউ স্বীয় পায়ের দিকে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে

Scanned by CamScanner

ফেলবে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ বাক্‌র! তুমি এমন দুই লোক সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০৯]

ব্যাখ্যা : (وَنَحْنُ فِي الْغَارِ) অর্থাৎ আমরা সওর গুহায় ছিলাম। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, غَارِ (গর্ত) বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে সাওর গুহাকে। হিজরত করার সময় যেখানে রসূল ﷺ ও আবূ বাক্‌র রাঃ কাফিরদের থেকে আত্মগোপন করেছিলেন।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, غَارِ হলো মাক্কাহ্ নগরীর মিনায় সাওর পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি গর্ত যা রসূল ﷺ-এর বাসগৃহ থেকে একটু দূরেই অবস্থিত।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, মুশরিকরা রসূল ﷺ-কে খোঁজ করতে সাওর পাহাড়ের সেই গুহার উপর উঠে পরে। তখন আবূ বাক্‌র রাঃ শঙ্কিত হয়ে বলেন, যদি তারা আজ আপনাকে পেয়ে যায় তাহলে আল্লাহর দীন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের নিচে তাকায় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে ফেলবে।

তখন রসূল ﷺ আবূ বাক্‌র রাঃ-কে বললেন, (مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا) অর্থাৎ এমন দু'জনের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? যাদের তৃতীয়জন হিসেবে আল্লাহ আছেন।

এ বিষয়টি পবিত্র কুরআন এভাবে তুলে ধরেছে,

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا.....﴾

অর্থাৎ "যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর (তাতে কোন পরোয়া নেই) কারণ আল্লাহ তো তাকে সেই সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল, সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয় জন। যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল। যখন সে তার সঙ্গীকে বলছিল, চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন... ।"
(সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৪০)

আরো বর্ণিত আছে যে, রসূল ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের চক্ষু অন্ধ করে দিন। অতঃপর তারা সেই গর্তের আশপাশে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাথে ঘুরতে লাগল আর তারা বুঝতেও পারলো না যে, আল্লাহ তাদের দৃষ্টি শক্তি সেখান থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (اللهُ ثَالِثُهُمَا) এর অর্থ হলো আল্লাহ তাদের দু'জনকে তিনজন বানিয়ে দিয়েছেন নিজেকে তাদের সাথে বিশেষভাবে যুক্ত করার মাধ্যমে। অতএব তারা বাহ্যিকভাবে দু'জন হলেও সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٦٩ -[٢] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ يَأْتِ عَلَيْهَا الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ

[৭০৯] সহীহ : বুখারী ৪৬৬৩, মুসলিম ১-(২৩৮১), মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ২, আবূ ইয়া'লা ৬৭, তিরমিযী ৩০৯৬, সহীহুল জামি' ৭৮১৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ২, মুসনাদে বায্যার ১/৯৬, মুসনাদে আহমাদ ১১, আবূ ইয়া'লা ৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৭৮।

Scanned by CamScanner

مَكَانًا بِيَدَىَّ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَأَنَا أَنْفُضُ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهٗ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ قُلْتُ: أَفِيْ غَنَمِكَ لَبَنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أَفَتَحْلِبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً فَحَلَبَ فِيْ قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِيْ إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِىْ فِيهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهٗ فَوَافَقْتُهٗ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ أَسْفَلُهٗ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ: «أَلَمْ يَأْنِ الرَّحِيْلُ؟» قُلْتُ: بَلٰى قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ: أُتِيْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا» فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهٖ فَرَسُهٗ إِلٰى بَطْنِهَا فِيْ جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: إِنِّيْ أُرَاكُمَا دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوَا لِيْ فَاللّٰهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلْقٰى أَحَدًا إِلَّا قَالَ كَفَيْتُمْ مَا هٰهُنَا فَلَا يَلْقٰى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৬৯-[২] বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। একদিন (বারা' ইবনু 'আযিব) আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাঃ)-কে বললেন, হে আবূ বাক্র! আমাকে বলুন তো, যে রাত্রে আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে (হিজরতের উদ্দেশে) ভ্রমণ করেছিলেন, সে ভ্রমণে আপনারা কিরূপ করেছিলেন? আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, আমরা এক রাত্র এবং পরবর্তী দিন পথ চলতে থাকি। পরিশেষে যখন দ্বিপ্রহর হলো এবং পথঘাট এতটা শূন্য হয়ে পড়ল যে, একটি প্রাণীও তাতে যাতায়াত ও চলাফেরা করছে না। এমন সময় বিশাল একটি লম্বা পাথর আমাদের দৃষ্টিতে পড়ল। তার একপার্শ্বে ছিল ছায়া। সেখানে সূর্যের রোদ পড়ত না। তখন আমরা সেখানে অবতরণ করলাম এবং আমি নিজ হাতে নাবী (ﷺ)-এর জন্য কিছুটা জায়গা সমান করলাম যাতে তিনি শয়ন করতে পারেন। অতঃপর আমি একখানা (চামড়ার) চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার (নিরাপত্তার) জন্য এদিক-ঐদিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখব। তখন্নাবী (ﷺ) শুয়ে পড়লেন। আমি বের হয়ে চতুর্দিক হতে তাঁকে পাহাড়া দিতে লাগলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, একজন মেষচালক তার বকরির পাল নিয়ে পাথরটির দিকে আগাচ্ছে। আমি বললাম, তুমি কি তা (আমাদের জন্য) দোহন করবে? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর সে একটি বকরি ধরে আনল। তারপর সে একটি পাত্রে দুধ দোহন করল। এদিকে আমার কাছেও একটি পাত্র ছিল, যা আমি নাবী (ﷺ)-এর জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম, যেন তা দিয়ে তিনি তৃপ্তি সহকারে পানি পান এবং উযূ করতে পারেন। অতঃপর আমি (দুধের পেয়ালাটি হাতে করে) নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলাম। কিন্তু তাকে ঘুম হতে জাগানো ভালো মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পরে আমি তাকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। ইতোমধ্যে আমি দুধের সাথে (তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার উদ্দেশে) কিছু পানি মিশ্রিত করলাম। তাতে দুধের নিম্নাংশ অবধি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পান করুন! তিনি পান করলেন, এতে আমি খুবই খুশি হলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, আমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় কি এখনো হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ, হয়েছে। আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, আমরা সূর্য ঢলে যাওয়ার পর রওয়ানা হলাম। এদিকে সুরাক্বাহ্ ইবনু মালিক আমাদের অনুসরণ করেছিল। আমি (তাকে দেখতে পেয়ে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (শত্রু) আমাদের নিকট এসে

Scanned by CamScanner

পড়েছে। তিনি (ﷺ) বললেন, চিন্তা করো না। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন। এরপর নাবী ﷺ সুরাক্বার জন্য বদ্‌দু'আ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে পেট পর্যন্ত শক্ত মাটিতে গেড়ে গেল। তখন সুরাক্বাহ্ বলে উঠল, আমার বিশ্বাস তোমরা আমার প্রতি বদ্‌দু'আ করেছ। অতএব তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ কর, আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী। আমি তোমাদেরকে ওয়া'দা দিচ্ছি যে, তোমাদের অন্বেষণকারীদের ফিরিয়ে দেব। নাবী ﷺ তখন তার জন্য দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তারপর যার সাথেই তার দেখা হত তাকে সে বলত, তোমাদের কাজ আমি সেরে এসেছি। তারা সেদিকে নেই। এমনিভাবে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হত, তাকেই সে ফিরিয়ে দিত। (বুখারী ও মুসলিম)[৭১০]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) অর্থাৎ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, দ্বিপ্রহর মানে হলো সূর্য যখন মধ্যাকাশে উঠে যায়। এখানে উক্ত বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সূর্য যখন মধ্যাকাশে পৌছে যায় তখন থেকে নিয়ে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তার ছায়া থেমে থাকে। তখন মানুষেরা তা দেখে মনে করে যে, সূর্য যেন একেবারে স্থির হয়ে গেছে। আর নড়াচড়া করছে না। অথচ তা চলমান রয়েছে। কিন্তু তার চলমানের দৃশ্যটা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যেমন পরিলক্ষিত হত সে সময়ের আগে বা পরে। তাই এ বিষয়টি 'আরবরা এভাবে বলে থাকে (قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) অর্থাৎ দ্বিপ্রহর হলো।

(فَاللهُ لَكُمَا) অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের দু'জনের জন্য রয়েছেন। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তোমাদের দু'জনের জন্য রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে থাকবেন যতক্ষণ না তোমরা নিআপত্তার সাথে তোমাদের উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছবে।

অথবা এটিও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তোমরা দু'জন আমার জন্য দু'আ করো, যেন আমি তোমাদের থেকে ফিরে যেতে পারি। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে আমার থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তোমাদের কাছে পৌছা থেকে আমাকে আটকে দিয়েছেন।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তোমরা দু'জন আমার জন্য দু'আ করো যেন আমি এই বিপদ থেকে মুক্তি পাই। কেননা যদি তোমরা তা করো তাহলে আল্লাহই দেখবেন যে, আমি তোমাদের থেকে অনুসন্ধানকারীদেরকে ফিরিয়ে দিবো।

(أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ) অর্থাৎ আমি তোমাদের থেকে অনুসন্ধান ফিরিয়ে দিবো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে সকল কাফির তোমাদের দু'জনকে খুঁজতে আসবে আমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চাইবো।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসে বিভিন্নভাবে নাবী ﷺ-এর জন্য রয়েছে প্রকাশ্য মু'জিযাহ্ আর আবূ বাক্‌র রাঃ-এর জন্য রয়েছে উত্তম ফাযীলাত। এতে রয়েছে অনুসরণীয় ব্যক্তিকে অনুসারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে উত্তমরূপে সেবা করার একটি মূল্যবান শিক্ষা। এতে আরো আছে যে, পবিত্রতা অর্জন করার জন্য এবং পান করার জন্য সফরে সাথে ছোট পাত্র রাখা ভালো। আর বিশেষ করে এ হাদীস থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে তা হলো, আল্লাহর প্রতি ভরসা করার উত্তম ফাযীলাত ও কল্যাণকর পরিণতি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

৫৮৭০-[৩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ بِمَقْدَمِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ: فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ

---

[৭১০] সহীহ : বুখারী ৩৬১৫, মুসলিম ৭৫-(২০০৯)।

Scanned by CamScanner

الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الولدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: «أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الحُوت وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ». قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ: «أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّٰهِ فِيكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ؟» قَالُوا أَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا فَانْتَقَصُوهُ قَالَ: هٰذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৭০-[৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাদীনায় আগমনের সংবাদ শুনতে পেলেন। এ সময় তিনি নিজের এক বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি প্রশ্ন করব, যা নাবী ছাড়া আর কেউই জানে না। ১. ক্বিয়ামাতের সর্বপ্রথম আলামাত কি? ২. জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাদ্য কি? ৩. কিসের কারণে সন্তান (আকৃতিতে) কখনো তার পিতার মতো হয়, আবার কখনো তার মায়ের মতো হয়? নাবী (ﷺ) বললেন, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এইমাত্র আমাকে অবহিত করে গেলেন। ক্বিয়ামাতের সর্বপ্রথম আলামাত হলো একটি আগুন, যা লোকেদেরকে পূর্ব দিকে হতে পশ্চিম দিকে সমবেত করে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে, তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত টুকরা আর (সন্তানাদির বিষয়টি) যদি নারীর বীর্যের উপর পুরুষের বীর্যের প্রাধান্য ঘটে, তবে সন্তান বাপের মতো হয়। আর যদি নারীর বীর্যের প্রাধান্য ঘটে, তবে সন্তান মায়ের রূপ ধারণ করে। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। (অতঃপর তিনি বললেন) হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহূদীরা এমন একটি জাতি, যারা অপবাদ আনবে। অতঃপর ইয়াহূদীগণ নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মাঝে 'আবদুল্লাহ কে? তার উত্তরে বলেন, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আচ্ছা বল তো, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তারা বলে উঠল, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা হতে রক্ষা করুন। এমন সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (আড়াল হতে) বের হয়ে এসে কালিমাহ্ উচ্চারণ করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাসনার যোগ্য কেউ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল। তখন তারা (ইয়াহূদীরা) বলতে লাগল, (এ লোকটি) আমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান। অতঃপর তারা তাঁকে খুব তাচ্ছিল্যভাবে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করল। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (এদের ব্যাপারে) আমি এটাই আশঙ্কা করেছিলাম। (বুখারী)[৭১১]

---

[৭১১] সহীহ : বুখারী ৪৪৮০, মুসনাদে আহমাদ ১২৯৯৩, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৩৮৯, আবূ ইয়া'লা ৩৪১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪২৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৯০৭৪।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, যার উত্তর কেবল একমাত্র কোন নাবীই দিতে পারেন। প্রশ্ন করার পর যখন রসূল ﷺ সেগুলো উত্তর দিলেন তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বুঝতে পারলেন যে, তিনি একজন সত্য নাবী এবং এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারাটা তার মু'জিযাহ্। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া শুরু করার আগে বললেন, (أَخْبَرَنِيْ بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا) অর্থাৎ এইমাত্র জিবরীল আমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানিয়ে গেলেন।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ কথা বলার মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাঃ-এর এই ধারণা দূর করেছেন যে, সে মনে করতে পারে যে, রসূল ﷺ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কোন আহলে কিতাবী জ্ঞানী ব্যক্তির থেকে শুনে থাকতে পারেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ) অর্থাৎ জান্নাতীরা সর্বপ্রথম যে খাবার খাবে তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ।

ফাতহুল বারীতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, (زِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ) অর্থাৎ মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। এটি হলো মাছের কলিজার সাথে আলাদা একটি অংশ। যা অনেক অনেক সুস্বাদু। খেতে খুব তৃপ্তিদায়ক এবং অসাধারান মজাদার।

(وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ) অর্থাৎ, যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপরে প্রাধান্য পায় তখন ছেলে সন্তান হয়। আর যখন স্ত্রীর বীর্য প্রাধান্য পায় তখন মেয়ে সন্তান হয়।

সহীহ মুসলিম-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর বিজয় লাভ করে তখন সন্তান তার চাচাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর বিজয় লাভ করে তখন সন্তান তার মামাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

বীর্যের প্রাধান্য পাওয়া এবং জয়লাভ করা সম্পর্কে ফাতহুল বারী গ্রন্থকার বলেন, "বীর্যের প্রাধান্য পাওয়া এবং জয় লাভ করা" দ্বারা সম্ভাব্য ছয়টি উদ্দেশ্যর যে কোনটি হতে পারে।

১) পুরুষের বীর্য অগ্রগামী হবে এবং পরিমাণে বেশি হবে। তখন সন্তান পুরুষ হবে এবং তার সাদৃশ্য পুরুষের সাথে হবে।

২) স্ত্রীর বীর্য অগ্রগামী হবে এবং পরিমাণে বেশি হবে। তখন সন্তান নারী হবে এবং স্ত্রীর সাথে সাদৃশ্য হবে।

৩) পুরুষের বীর্য অগ্রগামী হবে কিন্তু স্ত্রীর বীর্য পরিমাণে বেশি হবে। তখন সন্তান পুরুষ হবে কিন্তু তার সাদৃশ্য হবে স্ত্রীর সাথে।

৪) স্ত্রীর বীর্য অগ্রগামী হবে কিন্তু পুরুষের বীর্য পরিমাণে বেশি হবে। তখন সন্তান নারী হবে কিন্তু তার সাদৃশ্য হবে পুরুষের সাথে।

৫) পুরুষের বীর্য অগ্রগামী হবে কিন্তু পরিমাণে স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সমান হবে। তখন সন্তান পুরুষ হবে। কিন্তু বিশেষভাবে কারো সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।

৬) স্ত্রীর বীর্য অগ্রগামী হবে কিন্তু পরিমাণে স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সমান হবে। তখন সন্তান নারী হবে। কিন্তু বিশেষভাবে কারো সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।

Scanned by CamScanner

ইবনু ইসহাক্ব কিতাবুল মাগাযীতে হিজরতের প্রাথমিক বিষয়গুলো আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন। মাদীনায় যে সকল ইয়াহূদী ছিল, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামও তাদের একজন। তিনি ছিলেন ইয়াহূদীদের একজন বিজ্ঞ 'আলিম। তার বংশ ছিল বানূ কায়নুকা। ইসলাম গ্রহণ করার আগে তার নাম ছিল হাসীন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর রসূল ﷺ তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ।

(ফাতহুল বারী ৭/৩৯৩৮)

٥٨٧١ - [٤] وَعنهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَنَا إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ وَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلٰى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتّٰى نَزَلُوا بَدْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ» وَيَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الْأَرْضِ هٰهُنَا وَهٰهُنَا قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৭১-[৪] উক্ত রাবী (আনাস ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট (কুরায়শ নেতা) আবূ সুফ্ইয়ান-এর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পৌছলে রসূলুল্লাহ ﷺ পরামর্শ করলেন, তখন (আনসার নেতা) সা'দ ইবনু 'উবায়দাহ্ ؓ উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আপনি যদি আমাদেরকে সওয়ারীসহ দরিয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ করেন, তবে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর যদি 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্তও আমাদের বাহনকে ছুটে যেতে আদেশ করেন, তা করতেও আমরা প্রস্তুত। বর্ণনাকারী (আনাস ؓ) বলেন, এভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে নিলেন। এরপর তারা রওয়ানা হয়ে 'বদ্‌র' নামক স্থানে এসে অবতরণ করলেন। এখানে পৌছে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা অমুক নিহত হওয়ার স্থান আর তা অমুকের আর তা অমুকের। এ সময় তিনি (ﷺ) (স্থান দেখিয়ে) স্বীয় হাত জমিনে রাখলেন। বর্ণনাকারী বলেন, (যুদ্ধ শেষে) দেখা গেল, রসূলুল্লাহ ﷺ যার জন্য যে স্থানটি দেখিয়েছিলেন, তাদের একটিও এদিক-সেদিক সরে পড়েনি। (মুসলিম)[৭১২]

ব্যাখ্যা : আবূ সুফ্ইয়ান-এর কাফিলা যখন সিরিয়া থেকে মাক্কার উদ্দেশে বের হলো এবং সহাবীগণের কাছে সেই সংবাদ পৌছল তখন মাদীনাবাসীদের পরীক্ষা করার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। সহাবীদের মধ্য থেকে আবূ বাক্র ؓ কথা বললেন। কিন্তু রসূল ﷺ তার থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। তারপর 'উমার ؓ কথা বললেন। কিন্তু তার থেকেও তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল। আপনি কি আমাদেরকেই চাচ্ছেন? অতঃপর সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ ؓ আল্লাহর ক্বসম করে বললেন, (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا) অর্থাৎ, এ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। যদি আপনি আমাদেরকে ঘোড়া নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে আদেশ করেন, আমরা তাই করব।

'উলামাগণ বলেন, রসূল ﷺ আনসারদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করেছিলেন। কারণ তিনি যখন আনসারদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন তখন তাদের এই অঙ্গীকার ছিল যে, তারা রসূল ﷺ-কে

---

[৭১২] সহীহ : মুসলিম ৮৩-(১৭৭৯), আবূ দাউদ ২৬৮১, নাসায়ী ২০৭৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮/৪৮০, মুসনাদে বায্যার ২২২, মুসনাদে আহমাদ ১৩৭২৯।

Scanned by CamScanner

শত্রুদের থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু এই অঙ্গীকার ছিল না যে, তারা তাঁর সাথে বের হয়ে শত্রুদের সাথে লড়াই করবে। তাই যখন আবূ সুফ্ইয়ান-এর কাফিলা আক্রমণের উদ্দেশে বের হওয়ার সময় আসলো তখন তিনি নিশ্চিতভাবে আনসারদের থেকে জানতে চাইলেন যে, তারা তাঁর সাথে একমত কিনা? তারপর তারা উত্তম জবাব দিল এবং রসূল ﷺ-এর সাথে পরিপূর্ণ একাত্বতা ঘোষণা করল। (ফাতহুল বারী হা. ১২/১৭৭৯)

উক্ত হাদীসে সাথিদের সাথে এবং জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

তৃীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কুরায়শরা বড় একটি ব্যবসায়ী কাফিলা নিয়ে সিরিয়া থেকে মাক্কার উদ্দেশে বের হয়। সেই কাফিলায় ছিল চল্লিশ জন আরোহী এবং তাতে ছিল অনেক সম্পদ। আর কাফিলার নেতা ছিল আবূ সুফ্ইয়ান। মুসলিমগণ সেই কাফিলার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহী ছিল। কারণ তাতে লোক ছিল কম আর সম্পদ ছিল অনেক বেশি। তারপর যখন মুসলিমগণ কাফিলা আক্রমণের উদ্দেশে বের হলো তখন এই সংবাদ মাক্কায় পৌছে গেল। সংবাদ শুনে আবূ জাহল কা'বার উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলল, হে মাক্কাবাসী! তোমরা মুক্তির পথ খোঁজ। মুক্তির পথ খোঁজ। তারপর আবূ জাহ্ল মাক্কার অধিবাসীদের নিয়ে বের হলো।

তখন আবূ জাহ্ল-কে বলা হলো, ব্যবসায়ী কাফিলা তো সমুদ্র উপকূলীয় পথ ধরে চলতে শুরু করেছে এবং আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। কাজেই আপনি লোকেদেরকে নিয়ে মাক্কায় ফিরে চলুন। তখন সে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নামে ক্বসম করল এবং লোকেদেরকে নিয়ে বদ্‌রের প্রান্তরে উপস্থিত হলো। ইতোমধ্যে জিবরীল আলায়হিস্ সালাম এসে রসূল ﷺ-কে জানিয়ে গেলেন যে, আল্লাহ দু'টি দলের কোন একটির সাথে মুখোমুখি করার ওয়া'দা করেছেন। তখন রসূল ﷺ বললেন, কাফেলা তো সমুদ্র উপকূলীয় পথ ধরে চলে গেছে। আর এগিয়ে আসছে আবূ জাহল। তখন আনসারদের পক্ষ থেকে সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ রসূল। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি আপনি আমাদেরকে ঘোড়া নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে আদেশ করেন আমরা তাই করব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(إِلٰى بَرْكِ الْغِمَادِ) অর্থাৎ বারকুল গিমাদ পর্যন্ত। এ কথার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানের উপমা দেয়া হয়েছে। তবে بَرْكِ الْغِمَادِ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে শারহুন্ নাবাবীর গ্রন্থকার কয়েকটি মত উল্লেখ করেছেন। যেমন- কেউ কেউ বলেন, এটি হলো মাক্কার পিছন দিকে একটি উপকূলীয় স্থান। যার দূরত্ব মাক্কা থেকে পাঁচ দিনের পথ।

হাযিমী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি হলো দু'টি শহরের নাম।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্যরা বলেন, এটি হলো অনেক দূরবর্তী পরিত্যক্ত একটি স্থান।

ইবরাহীম আল হারিবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, بَرْكُ الْغِمَادِ এবং سَعَفَاتُ বলার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

«وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ انْصَرَفَ» অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। যখন তিনি তা দেখতে পান তখন সলাত শেষ করেন। হাদীসের এই বাক্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, সলাতরত অবস্থায় যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটে যায় তাহলে সলাত হালকা করে আদায় করা মুস্তাহাব।

উক্ত হাদীসে রসূল ﷺ-এর বিশেষভাবে দু'টি মু'জিযাহ্ প্রকাশ পেয়েছে। আর সে দু'টি হলো। ১) যুদ্ধের আগেই রসূল ﷺ বলে দিয়েছিলেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক অমুক স্থানে মরে পরে থাকবে। আর যুদ্ধের পর দেখা যায় যে, ঠিক ঠিক জায়গায় তারা মরে পরে আছে। একটুও ব্যতিক্রম হয়নি।

Scanned by CamScanner

বালকটি যখন আবূ সুফ্ইয়ান-এর ব্যাপারে সত্য কথা বলছিল তখন তারা তাকে প্রহার করছিল। আর যখন সে তার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলছিল তখন তারা তাকে ছেড়ে দিচ্ছিল। বালকটির সত্য-মিথ্যা বলার বিষয়টি আল্লাহর রসূল ﷺ বলে দিয়েছেন। এটিও ছিল তাঁর বিশেষ মু'জিযা। (শারহুন্ নাবাবী ১২/১৭৭৯)

٥٨٧٢ -[٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: «اَللّٰهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّٰهُمَّ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ» فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ وَهُوَ يقولُ: ﴿سَيُهْزَمُ الْجمعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৭২-[৫] ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। বদ্‌র যুদ্ধের দিন একটি তাঁবুর মাঝে থাকাবস্থায় নাবী ﷺ দু'আ করেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়া'দা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও শত্রুদের হাতে এ মুসলিম দল ধ্বংস হয়ে যাক, তাহলে আজকের পর আর তোমার 'ইবাদাত (এ পৃথিবীতে) হবে না।" এরপর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাত ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপনার প্রভুর কাছে খুব চেয়ে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) যুদ্ধবর্ম পরিহিত অবস্থায় দ্রুত বাইরে এসে এ আয়াতটি পড়লেন, "শত্রুদল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে"– (সূরাহ্ আল ক্বামার ৫৪ : ৪৫)। (বুখারী)[৭১৩]

ব্যাখ্যা : মু'মিনদের সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর কাছে রসূলুল্লাহ ﷺ বদ্‌র যুদ্ধের সময় অনেক দু'আ করেছেন যা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

মির্‌ক্বাত প্রণেতা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় একটি সুপ্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর তা হলো, আল্লাহ তো মু'মিনদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে ওয়া'দাই করেছেন। তাহলে রসূল ﷺ সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে কেন এত দু'আ করলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর মির্‌ক্বাত প্রণেতা বিভিন্নভাবে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন-

১) দু'আ করাটা হলো মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে দু'আকারী ব্যক্তি তার চাওয়া বিষয়টি অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে অবগত থাকুক কিংবা না থাকুক। যেহেতু দু'আ করা মুস্তাহাব। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেছেন।

২) আল্লাহর প্রতি যে জ্ঞান রাখে সে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে। আর এক্ষেত্রে নাবীগণও ব্যতিক্রম নয়। বরং তারা আরো বেশি ভয় করেন। অতএব তাদেরকে যে উত্তম ফলাফলের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা যেন নিজেদের কারণে কোনভাবেই এদিক-সেদিক না হয়। সেজন্য তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন।

৩) তাঁর কোন আশঙ্কা থাকতে পারে এই বিষয়ে যে, তাঁর অথবা তাঁর পূর্বের জাতির কারণে সৃষ্ট কোন প্রতিবন্ধকতার। যেজন্য তাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য আটকে যেতে পারে। এজন্যই রসূল ﷺ এত দু'আ করেছেন।

৪) সম্ভবত এটিও হতে পারে যে, তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে কিন্তু সেই সাহায্যের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন যেন তিনি তাঁকে সেদিনই সাহায্য করেন।

---

[৭১৩] সহীহ : বুখারী ২৯১৫, মুসনাদে আহমাদ ৩০৪৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৭৩৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৫৫৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১১৮০৭।

Scanned by CamScanner

এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো যে উত্তরটি হতে পারে তা হলো, আল্লাহর প্রতি নাবী ﷺ-এর পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকার পরেও তিনি তাঁর কাছে অনেক দু'আ করেছেন সহাবীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করার জন্য। কারণ তারা জানত যে, নাবী ﷺ-এর দু'আ অবশ্যই ক্ববূল হবে। বিশেষ করে তিনি যখন আরো বেশি করে দু'আ করবেন।

উক্ত হাদীসে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করতে সক্ষম না অথবা যাকে যুদ্ধের জন্য আদেশ করা হয়নি সে যেন তখন সাহায্যের জন্য দু'আ করে। যাতে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সাওয়াব অর্জন করতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুহায়ল বলেন, নাবী ﷺ আল্লাহর কাছে অনেক বেশি দু'আ করেছেন। কারণ তিনি মালায়িকাকে (ফেরেশতাদেরকে) দেখেছেন যে, তারা যুদ্ধের মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন। আর আনসার সহাবীরা মৃত্যুর মতো কষ্টের দিকে ঝাপিয়ে পড়ছে।

তাছাড়াও জিহাদ কখনো অস্ত্রের মাধ্যমে হয়। আবার কখনো দু'আর দ্বারাই জিহাদ হয়ে যায়।

আর সুন্নাত হলো, ইমাম সেনাবাহিনীর পিছনে থাকবেন। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন না। যেন তিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পারেন।

(اللّٰهُمَّ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ) অর্থাৎ হে আল্লাহ! (আপনি যদি না) চান, তাহলে আর আপনার 'ইবাদাত করা হবে না।

'উমার رضي الله عنه-এর একটি হাদীসে রয়েছে, 'হে আল্লাহ! আপনি যদি এই ইসলামী দলকে ধ্বংস করে দেন। তাহলে জমিনে আর আপনার 'ইবাদাত করা হবে না।'

তিনি এ কথা বলেছিলেন, কারণ মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সর্বশেষ নাবী। অতএব যদি তিনি ও তাঁর সাথিরা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ইসলামের এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। যেহেতু তাঁর পরে আর কাউকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ নাবী হিসেবে পাঠাবেন না। আর তখন মুশরিকরা গায়রুল্লাহর 'ইবাদাত করতেই থাকবে। তারপর এই পৃথিবীতে আর এই শারী'আত অনুযায়ী 'ইবাদাত করা হবে না।

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি মনে করার কোনই কারণ নেই যে, বদ্‌র যুদ্ধের সময় রসূল ﷺ-এর দু'আ করা অবস্থায় আল্লাহর প্রতি আবূ বাক্‌র-এর আস্থা ও বিশ্বাস রসূল ﷺ-এর থেকে বেশি ছিল।

রসূল ﷺ সেই সময় তাঁর সহাবীদের প্রতি দরূদ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করেছেন। কারণ এটি ছিল তাদের সর্বপ্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। তাই রসূল ﷺ বেশি বেশি দু'আ করেছেন যেন তাদের অন্তর যুদ্ধের সময় স্থির থাকে।

তারপর আবূ বাক্‌র رضي الله عنه রসূল ﷺ-কে যা বলার বললেন, তখন তিনি দু'আ করা থেকে বিরত হলেন এবং জানতে পারলেন যে, অবশ্যই তাঁর দু'আ ক্ববূল করা হয়েছে। অতঃপর রসূল ﷺ এই আয়াত ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ﴾ "শত্রুদল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে"– (সূরাহ্ আল ক্বমার ৫৪ : ৪৫); পাঠ করতে করতে বের হলেন। যার অর্থ, অবশ্যই বাহিনী পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী ৭/৩৯৫৩)

٥٨٧٣ ـ[٦] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «هٰذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهٖ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Scanned by CamScanner

৫৮৭৩-[৬] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। বদ্‌র যুদ্ধের দিন নাবী ﷺ বললেন, এই তো জিবরীল আলায়হিস্ সালাম তাঁর ঘোড়ার মাথা (লাগাম) ধরে আছেন। তিনি যুদ্ধাস্ত্রে সাজানো। (বুখারী)[৭১৪]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বদ্‌র যুদ্ধের দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসে উল্লেখিত بَدْر (বদ্‌র) শব্দের পরিচয়ের ক্ষেত্রে দু'টি মত পাওয়া যায়। যথা-

১) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বদ্‌র হলো মাক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝে একটি পরিচিত জলাশয়ের নাম যার দূরত্ব মাদীনাহ্ থেকে চার মঞ্জীল তথা প্রায় ১৫০ কি.মি.।

২) ইবনু কুতায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি হলো একটি কূপ। যা বদ্‌র নামক একজন ব্যক্তির ছিল। পরবর্তীতে সেই ব্যক্তির নাম অনুসারে উক্ত কূপকে বদ্‌র নামে নামকরণ করা হয়েছে।

বদ্‌র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরী রমাযান মাসের ১৭ তারিখে জুমু'আর দিনে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে বদ্‌র যুদ্ধে ঘটে যাওয়া কিছু অলৌকিক বিষয় বিভিন্ন হাদীসের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- ইবনু ইসহাক্ব আবূ ওয়াক্বীদ আল লায়সী-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদ্‌র যুদ্ধের দিন আমি একজন মুশরিককে হত্যা করার জন্য তার পিছু নিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, তার কাছে আমার তরবারি পৌছার পূর্বেই তার গর্দান মাটিতে পরে গেল।

অন্য আরেকটি হাদীসে রয়েছে, 'আলী (রা) বলেন, বদ্‌র যুদ্ধের দিন প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হলো। যে রকম বাতাস প্রবাহিত হলো, সে রকম বাতাস প্রবাহিত হতে আর কোন সময় দেখিনি। তারপর আবারও প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় যে, তিনি তা তিনবার উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রথমটি ছিলেন, জিবরীল আলায়হিস্ সালাম, দ্বিতীয়টি ছিলেন মীকাঈল আলায়হিস্ সালাম এবং তৃতীয়টি ছিলেন ইসরাফীল আলায়হিস্ সালাম। মীকাঈল আলায়হিস্ সালাম ছিলেন নাবী ﷺ-এর ডানপাশে আর সেখানে ছিলেন আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু। যেখানে ইসরাফীল আলায়হিস্ সালাম ছিলেন নাবী ﷺ-এর বামপাশে আর সেখানে ছিলাম আমি।

শায়খ তাক্বীউদ্দীন আস্ সাবাকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) নাবী ﷺ-এর সাথে থেকে লড়াই করার হিকমাত সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো এভাবে যে, মালায়িকাহ্ কেন লড়াই করল? অথচ জিবরীল আলায়হিস্ সালাম তো একাই সক্ষম তার কোন এক ডানা দিয়ে কাফিরদেরকে প্রতিহত করতে। তখন উত্তরে আমি বললাম, এটি ঘটেছে এই উদ্দেশে, যেন যুদ্ধের কাজ নাবী ﷺ ও সহাবীদের মাধ্যমেই সংঘটিত হয় আর মালায়িকাহ্ যেন শুধু তাদেরকে সেনাবাহিনীর ভূমিকায় সাহায্য করেন। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে যে, মানুষ যেন উপকরণ গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহর সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে যা তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে প্রচলিত করেছেন। (ফাতহুল বারী হা. ৩৯৯৫)

٥٨٧٤ -[٧] وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِيْ إِثْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَمَامَهٗ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهٗ وَصَوْتُ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ. إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهٗ خَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهٗ وَشُقَّ وَجْهُهٗ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذٰلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقْتَ ذٰلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ» فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ وَأَسَرُوْا سَبْعِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৭১৪] সহীহ : বুখারী ৩৯৯৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৫, সহীহুল জামি' ৬৯৯১।

Scanned by CamScanner

৫৮৭৪-[৭] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেদিন (বদ্‌র যুদ্ধের দিন) জনৈক মুসলিম তার সামনের একজন মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন, এমন সময় তিনি তার ওপর হতে একটি চাবুকের এবং এক অশ্বারোহীর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হে হায়যূম! (জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর ঘোড়ার নাম) অগ্রসর হও।" এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, সেই সম্মুখস্থ মুশরিক লোক চিত হয়ে পড়ে আছে। অতঃপর তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার নাকের উপর আঘাতের চিহ্ন এবং মুখ ফেটে রয়েছে। চাবুকের আঘাতের মতো সমস্ত স্থান নীল বর্ণ হয়ে রয়েছে। অতঃপর সে আনসারী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। তিনি তৃতীয় আকাশের সাহায্যকারী মালায়িকাহ্‌'র একজন ছিলেন। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মুসলিমগণ সেদিন (বদ্‌রের দিন) সত্তরজন মুশরিককে হত্যা এবং সত্তরজনকে বন্দি করেছিলেন। (মুসলিম)[৭১৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের এক অংশে বলা হয়েছে, (فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صَدَقْتَ...) অর্থাৎ তারপর একজন আনসার সহাবী এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সেই ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন রসূল ﷺ তা সত্যায়ন করলেন।

এখানে মিরক্বাত প্রণেতা উল্লেখ করেন যে, এ বিশেষ ঘটনাটি দেখতে পাওয়াটা সহাবীর জন্য বিশেষ মর্যাদার বিষয়। বিশেষ করে তা ঘটেছে, রসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তিনি সেই সহাবীর বর্ণনাকে সত্যায়নও করেছেন। আর সকল সহাবী হলেন ন্যায়পরায়ণ। তাই তাদের সংবাদও সঠিক। অতএব যুদ্ধের ময়দানে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাকে মু'জিযাহ্ হিসেবেই গণ্য হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٧٥ - [٨] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلَانِ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ يَعْنِيْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৭৫-[৮] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে দেখলাম, তারা (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর) রক্ষার জন্য প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছেন। ঐ দু'জনকে আমি পূর্বেও কোনদিন দেখিনি কিংবা পরেও, তারা দু'জন ছিলেন জিবরীল ও মীকাঈল আলায়হিস সালাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৭১৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বর্ণনাকারী সহাবী বলেছেন, (كَأَشَدِّ الْقِتَالِ) অর্থাৎ তারা দু'জন প্রচণ্ড লড়াই করছিল মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, তারা দু'জন এমনভাবে দৃঢ়তার সাথে লড়াই করছিল যেমন শক্তিশালী সাহসী বীর পুরুষ লড়াই করে থাকে।

উক্ত দু'জনের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্ণনাকারী বলেন, তাদের একজন হলেন জিবরীল আর অপরজন হলেন মীকাঈল আলায়হিস সালাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٧٦ - [٩] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ رَهْطًا إِلٰى أَبِيْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهٗ لَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهٗ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ: فَوَضَعْتُ السَّيْفَ فِيْ بَطْنِهٖ حَتّٰى أَخَذَ فِيْ ظَهْرِهٖ فَعَرَفْتُ

---

[৭১৫] সহীহ : মুসলিম ৫৮-(১৭৬৩), মুসনাদে বায্‌যার ১৯৬, ইরওয়া ৮৯।

[৭১৬] সহীহ : বুখারী ৪০৫৪, মুসলিম ৪৬-(২৩০৬), মুসনাদে আহমাদ ১৫৩০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০।

Scanned by CamScanner

أَنِّيْ قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلٰى دَرَجَةٍ فَوَضَعْتُ رِجْلِيْ فَوَقَعْتُ فِيْ لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِيْ فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ فَانْطَلَقْتُ إِلٰى أَصْحَابِيْ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ». فَبَسَطْتُ رِجْلِيْ فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৭৬-[৯] বারা' (ইবনু 'আযিব) রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ একদল লোক (ইয়াহূদী নেতা) আবূ রাফি'-কে হত্যার জন্য পাঠালেন। সে দলের মধ্য হতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এক রাত্রে তার (আবূ রাফি'-এর) গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন সে (আবূ রাফি') ঘুমিয়ে ছিল এবং সে অবস্থায় তাকে হত্যা করেন। এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তরবারি তার পেটের উপর ধরলাম এবং তা পিঠ পর্যন্ত পৌঁছল। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, তাকে হত্যা করেছি। অতঃপর আমি একটি একটি করে দরজা খুলে (ফিরে আসার পথে) সিঁড়িতে পৌঁছলাম। তা ছিল জোৎস্না রাত, তাই (দু'এক ধাপ থাকতেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে ভেবে) নীচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম। ফলে আমার পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙ্গে গেল। তখন আমি পাগড়ি দিয়ে ভাঙ্গা পা'টি বেঁধে ফেললাম। তারপর আমি আমার সাথিদের কাছে আসলাম। অবশেষে নাবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার পা'টি মেল। আমি পা মেলে ধরলাম। তিনি (ﷺ) সে পা'টির উপর হাত বুলালেন। এতে আমার পা এমনভাবে ব্যথামুক্ত হয়ে গেল যেন তাতে আমি কক্ষনো আঘাতই পাইনি। (বুখারী)[৭১৭]

ব্যাখ্যা : (بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ رَهْطًا) অর্থাৎ রসূল ﷺ একটি দল পাঠালেন। উক্ত হাদীসে উল্লেখিত শব্দ رَهْط সম্পর্কে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, رَهْط শব্দটি দশের কম সংখ্যক পুরুষ লোকের এমন একটি দলকে বুঝায় যে দলের মাঝে কোন স্ত্রীলোক থাকে না।

আর অভিধানে বলা হয়েছে যে, رَهْط তিন অথবা সাত থেকে দশের কম সংখ্যক পুরুষের এমন দলকে বুঝায় যাদের মাঝে কোন মহিলা লোক থাকবে না।

(فَوَضَعْتُ) অর্থাৎ তারপর আমি পরে গেলাম। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) তার পরে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, চাঁদের আলো সিঁড়িতে এসে পরছিল। আর তিনি সিঁড়িতে প্রবেশ করে ধারণা করলেন যে, সিঁড়ি হলো জমিনের বরাবর। কিন্তু সেটি আসলে তেমন ছিল না। তাই তিনি মাটিতে পরে গেলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আবূ রাফি'-কে সহাবীরা ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছে। পাশাপাশি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে ডাক দিয়েছে। যখন তার কথা শুনে সহাবীরা নিশ্চিত হলো তখন তারা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করল। এখানে থেকে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে মুশরিকদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা বৈধ আছে। সাথে সাথে এটিও বুঝা যায় যে, মুশরিকদেরকে দা'ওয়াত দেয়া ছাড়াও হত্যা করা যাবে। যদি তাদের কাছে তারা পূর্বে দা'ওয়াত পৌছে থাকে। আর আবূ রাফি'-এর কাছে এর আগেই দা'ওয়াত পৌছেছে। তারপরে সে দা'ওয়াত তো গ্রহণ করেইনি। বরং রসূল ﷺ-কে আরো বেশি কষ্ট দিয়েছে। তাই তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী হা. ৩০২৩)

٥٨٧٧ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاؤُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: هٰذِهٖ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ» ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ

---

[৭১৭] সহীহ : বুখারী ৪০৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৫৬৫।

Scanned by CamScanner

أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمْصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بَهْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ». وَجَاءَ فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ «ادْعِ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكَ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا» وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৭৭-[১০] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দাকের যুদ্ধের শুরুতে আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় এক খণ্ড শক্ত পাথর দেখা দিল। তখন লোকেরা এসে নাবী ﷺ-কে বলল, খাল খননকালে একটি শক্ত পাথর দেখা দিয়েছে (যা কোদাল কিংবা শাবল দ্বারা ভাঙা যাচ্ছে না)। তখন নাবী ﷺ বললেন, আচ্ছা, আমি নিজেই গর্তে নামব। অতঃপর তিনি (ﷺ) দাঁড়ালেন, সে সময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিনদিন যাবৎ কিছুই খেতে পাইনি। এমতাবস্থায় নাবী ﷺ কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটির উপর আঘাত করলে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বালুকণায় পরিণত হয়। জাবির رضي الله عنه বলেন, (নাবী ﷺ-কে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেয়ে) আমি আমার স্ত্রীর কাছে এসে বললাম, তোমার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? কেননা আমি নাবী ﷺ-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। তখন সে একটি চামড়ার পাত্র হতে এক সা' পরিমাণ যব বের করল আর আমাদের পোষা একটি বকরির ছানা ছিল। তখন আমি সেই ছানাটি যাবাহ করলাম এবং আমার স্ত্রীও যব পিষল। অবশেষে আমরা হাঁড়িতে গোশত চড়ালাম। অতঃপর নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের ছোট একটি বকরির বাচ্চা যাবাহ করেছি। আর এক সা' যব ছিল, আমার স্ত্রী তা পিষেছে। অতএব আপনি আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। (এ কথা শুনে) নাবী ﷺ উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডেকে বললেন, হে খাল খননকারীগণ! আসো, তোমরা তাড়াতাড়ি চল, জাবির তোমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যাও, কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেকচি নামাবে না এবং খামিরগুলো নাবী ﷺ-এর সামনে আগিয়ে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশালেন এবং বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর ডেকচির কাছে অগ্রসর হয়ে তাতেও লালা মিশিয়ে বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি (আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে) বললেন, তুমি আরো রুটি প্রস্তুতকারিণীকে আহ্বান কর, যারা তোমাদের সাথে রুটি বানায় এবং চুলার উপর হতে ডেকচি না নামিয়ে তা হতে নিয়ে পরিবেশন কর। (জাবির رضي الله عنه বলেন) সহাবীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, সকলে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যাওয়ার পরও তরকারি ভর্তি ডেচকি ফুটছিল এবং প্রথম অবস্থার মতো আটার খামির হতে রুটি প্রস্তুত হচ্ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৭১৮]

---

[৭১৮] সহীহ : বুখারী ৪১০২, মুসলিম ১৪১-(২০৩৯), আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩২৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৯১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বারাকাতময় একটি মু'জিযাহ্ সম্পর্কে যেমন আলোচনা করা হয়েছে তেমনি তার সাথে তুলে ধরা হয়েছে তার পবিত্র জীবনের একটি কষ্টের কথা মুসলিমরা মুশরিক দলগুলো থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য পরিখা খনন করেন। তাদের মাঝে রসূল ﷺ নিজেও অংশগ্রহণ করে কাজ করেছেন। তখন অভাব এতটাই ছিল যে, তারা কয়েকদিন অনাহারে থেকে কাজ করেছেন। এমনকি রসূল ﷺ নিজেও ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। ফাতহুল বারীর প্রণেতা রসূল ﷺ-এর ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন ক্ষুধার কারণে পেট সংকোচিত হয়ে যায় আর এতে পিঠ বেঁকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে যেন পিঠ বেঁকে না যায়। এজন্যই তিনি পেটে পাথর বেঁধেছেন। যাতে পিঠ সোজা থাকে। কিরমানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সম্ভবত পাথরের শীতলতার মাধ্যমে ক্ষুধার জ্বালা থেকে প্রশান্তি লাভ করার জন্য পাথর বেঁধেছেন। (ফাতহুল বারী হা. ৪১০১)

বর্ণনাকারী জাবির رضي الله عنه হাদীসের একটি অংশে বলেন, (ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَارَرْتُهُ) অর্থাৎ, তারপর আমি রসূল ﷺ-কে কানে কানে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা ছোট একটি ছাগী যাব্হ করেছি। আর আমাদের এক সা' যব আছে।

মির্ক্বাত প্রণেতা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে অনেক লোকের উপস্থিতিতে একজনের সাথে আলাদা করে কানে কানে বা চুপে চুপে কথা বলা বৈধ। আর অন্য হাদীসে কানে কানে কথা বলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তার ক্ষেত্র ভিন্ন। সেটি হলো যদি তিনজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তাহলে একজনকে বাদ দিয়ে বাকী দু'জনে চুপে চুপে কথা বলা। কারণ এতে তৃতীয় ব্যক্তি কষ্ট পায়।

উক্ত হাদীসে জাবির رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-কে চুপে চুপে দা'ওয়াতের কথা বলেছেন। কারণ খাবারের আয়োজন ছিল অল্প কিন্তু লোকজন ছিল অনেক বেশি, প্রায় হাজারের মতো। তাই জাবির رضي الله عنه রসূল ﷺ-কে চুপে চুপে বলেছেন, আপনি এবং আপনার কয়েকজন লোক নিয়ে আসুন। যেমন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। (وَإِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ) অর্থাৎ আমাদের খামীর দিয়ে রুটি বানানো হচ্ছিল। শেষে ঐ পরিমাণই রয়ে গেল যে পরিমাণ ছিল। মির্ক্বাত প্রণেতা বলেন, যে পাত্রে খামির রেখে রুটি বানানো হচ্ছিল সে পাত্রে ঐ পরিমাণই থেকে গেল যে পরিমাণ দিয়ে রুটি বানানো শুরু করা হয়েছিল।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ মু'জিযার কারণে অল্প জিনিস বৃদ্ধি পাওয়া পানি বেশি হয়ে উথলিয়ে উঠা, খাবারের তাসবীহ পাঠ করা ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলো সুপ্রসিদ্ধ যার ফলে হাদীসগুলো মুতাওয়াতীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অতএব এ বিষয়গুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত। অনেক 'আলিমগণ নুবুওয়্যাতের প্রমাণে বিভিন্ন নিদর্শন তাদের কিতাবে একত্রিত করেছেন। যেমন- আবূ 'আবদুল্লাহ আল হালিমী তাঁর اَلْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ নামক কিতাবে, আবূ বাক্‌র আল বায়হাক্বী তাঁর كِتَابُ الْبَيْهَقِيِّ-তে।

অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিভিন্ন মু'জিযার মাধ্যমে আমাদের নাবী ﷺ-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এবং এসবের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন- হাসান সানাদে ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী বারা' ইবনু 'আযিব থেকে বর্ণনা করেন। খন্দাক যুদ্ধের সময় যখন রসূল ﷺ আমাদেরকে পরিখা খনন করার আদেশ করলেন তখন খনন করা অবস্থায় একটি শক্ত পাথর বের হলো। যে পাথর কোদাল দিয়ে কাটা যাচ্ছিল না। তখন আমরা রসূল ﷺ-কে এ বিষয়টি

Scanned by CamScanner

জানালাম। তারপর তিনি (ﷺ) এসে *বিসমিল্লা-হ* বলে কোদাল নিয়ে আঘাত করলেন। এতে সেই পাথরের এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। আর তখন রসূল ﷺ বললেন, *আল্ল-হু আকবার*! আমাকে সিরিয়ার চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি এ সময়ে সিরিয়ার লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি।

তারপর দ্বিতীয়বার রসূল ﷺ সেই পাথর আঘাত করলেন। ফলে পাথরের দুই-তৃতীয়াংশ কেটে গেল। তারপর তিনি (ﷺ) বললেন, *আল্ল-হু আকবার*! আমাকে পারস্যের চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি মাদায়িনের সাদা প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি। তারপর *বিসমিল্লা-হ* বলে তৃতীয়বার উক্ত পাহারে আঘাত করলেন। তখন পাথরের অবশিষ্ট অংশও কেটে গেল। এ সময় রসূল ﷺ বললেন, *আল্ল-হু আকবার* আমাকে ইয়ামানের চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর ক্বসম! আমি এ মুহূর্তে এই জায়গায় থেকে সানার তোরণগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) খন্দাকের যুদ্ধ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, রসূল ﷺ প্রত্যেক দশজন ব্যক্তির জন্য দশ হাত করে জায়গা খনন করার দায়িত্ব দিলেন। সেই হাদীসে রয়েছে, খনন করতে করতে একটি সাদা পাথর আমাদের সামনে এসে পড়ল। তাতে আঘাত করার কারণে আমাদের কোদাল ভেঙ্গে গেল। আমরা পাথরটি সেখান থেকে সরাতে চাইলাম। তখন আমরা বললাম, আগে আমরা রসূল ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করে নেই। তাই আমরা তাঁর কাছে সালমান আল ফারসী-কে পাঠালাম।

সেই হাদীসে আরো উল্লেখ আছে আল্লাহর রসূল সেই পাথরটিতে আঘাত করলেন। ফলে তা চৌচির হয়ে গেল এবং তা চমকিয়ে উঠল। তখন রসূল ﷺ তাকবীর দিলেন এবং মুসলিমেরাও তাঁর সাথে তাকবীর দিয়ে উঠলো। উক্ত হাদীসে আরো উল্লেখ আছে, সহাবীরা রসূল ﷺ-কে বললেন, আমরা আপনাকে তাকবীর দিতে দেখেছি, তাই আমরাও আপনার সাথে তাকবীর দিয়েছি। তখন রসূল ﷺ বললেন, প্রথম চমকানোটা সিরিয়ার প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছে। তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মাত তাদের ওপর বিজয় লাভ করবে। উক্ত হাদীসের শেষ অংশে রয়েছে, তারপর মুসলিমগণ খুশি হলো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করল।

«قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلُوا» অর্থাৎ জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে কি জিজ্ঞেস করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনারা প্রবেশ করুন।

এখানে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর বিস্তারিত বিবরণ ইউনুস-এর একটি বর্ণনায় আছে। আর তা হলো, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সেদিন অনেক লজ্জার সম্মুখীন হয়েছি যা কেবল আল্লাহই জানেন। তাদের সবাইকে দেখে আমি মনে মনে বললাম। তারা সাবই চলে এসেছেন। অথচ আমার আছে মাত্র এক সা' যব আর একটি ছাগলের বাচ্চা। তারপর আমি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললাম, আমি লজ্জায় পড়ে গেছি। আল্লাহর রসূল ﷺ খন্দাকের সবাইকে নিয়ে তোমার দা'ওয়াতে চলে এসেছেন। তখন তার স্ত্রী বলল, আল্লাহর রসূল কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, তোমার কাছে কি পরিমাণ খাবার আছে? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর আমার স্ত্রী বলল, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। আমরা তো তাঁকে জানিয়েই দিয়েছি যে, আমাদের কাছে কি পরিমাণ খাবার আছে। তখন আমি সেই ভীষণ চিন্তা থেকে মুক্ত হলাম।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে যে, তার স্ত্রী তাকে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে আবার ফিরে গিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করুন। তারপর আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর

Scanned by CamScanner

রসূল! আমাদের কাছে শুধু একটি ছাগলের বাচ্চা ও এক সা' যব আছে। তখন রসূল ﷺ বললেন, তুমি ফিরে যাও কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত চুলা থেকে পাতিল নামাবে না এবং পাতিল থেকে কোন কিছু নাড়াবেও না। বরং তা চুলার উপরই আচ পেতে থাকবে।

এরপর অপর আরেকটি বর্ণনায় আছে, জাবির (রাঃ) বলেন : আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে খামির বের করে দিলাম। তখন তিনি তাতে একটু থুথু দিলেন এবং বারাকাতের দু'আ করলেন। তারপর পাতিলের কাছে আসলেন এবং তাতে হালকা থুথু দিয়ে বারাকাতের দু'আ করলেন।

ইউনুস ইবনু বুকায়র-এর বর্ণনায় আছে। রুটি তৈরি করে লোকেদেরকে দেয়া হচ্ছিল আর তারা খাচ্ছিল। এক পর্যায়ে তারা সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। তারপরেও দেখা গেল যে, পাতিলে ঐ পরিমাণই খাবার রয়েছে যে, পরিমাণ আগে ছিল।

অতএব, এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, এটি ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিশেষ মু'জিযার একটি।
(ফাতহুল বারী ৭/৪১০১)

٥٨٧٨ - [١١] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهٗ وَيَقُوْلُ: «بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৭৮-[১১] আবূ ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। 'আম্মার (রাঃ) যখন খন্দাক যুদ্ধের খাল খনন করছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তার (ধুলাবালু ঝাড়ার উদ্দেশে) মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, হায়! সুমাইয়্যাহ্'র পুত্রের ওপর কত কঠিন সময় আগত, তোমাকে বিদ্রোহী দলটি হত্যা করবে। (মুসলিম)[৭১৯]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মুহাম্মাদ ﷺ বলে দিয়েছেন যে, 'আম্মার (রাঃ)-কে বিদ্রহী দল হত্যা করবে। মিরক্বাত প্রণেতা বিদ্রোহী দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "বিদ্রোহী দল হলো সে সময়ের খলীফার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া দল।"

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আম্মার (রাঃ) যে বিদ্রোহী দল কর্তৃক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মারা গেছেন সেই বিদ্রোহী দল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) এবং তার দল। কারণ 'আম্মার (রাঃ)-কে সিফ্ফীনের যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে। আর সিফ্ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে 'আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-এর দলের মাঝে। উক্ত যুদ্ধে 'আম্মার (রাঃ) 'আলী (রাঃ)-এর দলে ছিলেন।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা জেনে রাখতে হবে যে, 'আম্মার (রাঃ)-কে হত্যা করেছেন মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-ও তার দল। অতএব এ হাদীস অনুযায়ী তারাই হলেন বিদ্রোহী দল। কারণ আম্মার (রাঃ) 'আলী (রাঃ)-এর দলে ছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে খলীফাহ্ হওয়ার হাক্বদার 'আলী (রাঃ)-ই ছিলেন। কিন্তু তারা 'আলী (রাঃ)-এর কাছে বায়'আত করেনি।

তবে এছাড়াও মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) সম্পর্কে আরো কিছু উদ্ভ্রান্তিমূলক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- তিনি নাকি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, 'উসমান (রাঃ)-এর রক্তপণ আদায়ের দাবীকে কেন্দ্র করেই আমরা বিদ্রোহী হলাম।

---

[৭১৯] সহীহ : মুসলিম ৭২-(২৯১৬), সহীহুল জামি' ৩১, মুসনাদে বায্যার ১৪২৮, মুসনাদে আহমাদ ৬৪৯৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৫৪৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৪৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৫২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭২৩৫।

Scanned by CamScanner

এ ব্যাখ্যাটি একেবারেই বিভ্রান্তিকর এবং ‘উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রক্তপণ আদায়ের দাবীটাও অমূলক। কারণ এ হাদীসে রসূল ﷺ ‘আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আর তার হত্যাকারীকে নিন্দা করেছেন। এখানে আর অন্য কোন বিষয়ের কথা তিনি উল্লেখ করেননি।

মু‘আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্পর্কে আরো মারাত্মক বিভ্রান্তিকর কথা ছড়ানো হয়ে থাকে। যেমন তিনি নাকি বলেছেন, ‘আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই হলেন ‘আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারী। কারণ তিনি ও তার দলই ‘আম্মার-কে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন। অতএব, তারাই হলেন তার নিহত হওয়ার কারণ।

আর এ ব্যাখ্যাকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে মারাত্মক একটি ভুল কাজ হবে। তখন হামযাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারী হবেন রসূল ﷺ। যেহেতু তিনি তাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন। আর মু’মিনদের হত্যাকারী হবেন আল্লাহ। *না‘ উযুবিল্লা-হ* কত জঘন্য কথা।

সারকথা হলো উক্ত হাদীস থেকে রসূল ﷺ-এর তিনটি মু‘জিযার বিষয় জানা যায়।

১) ‘আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অবশ্যই হত্যা করা হবে– এ কথাটি তিনি আগেই জানিয়ে দিলেন।

২) তিনি মাযলূম হয়ে মারা যাবেন, তাও জানিয়ে দিলেন।

৩) তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে, সেটিও জানিয়ে দিলেন।

এসব কিছুই সত্য হয়েছে এবং যথার্থ সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

শায়খ আকমালুদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আসল কথা হলো, মু‘আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বর্ণনা সবই তার প্রতি মিথ্যারোপ।

যেমন- এ ব্যাখ্যাটি। ‘আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তারাই হত্যা করেছে যারা তাকে লড়াইয়ের জন্য বের করেছে এবং লড়াইয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছে।

উক্ত ব্যাখ্যা মিথ্যা হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন- এই জাতীয় ব্যাখ্যা করাটা হলো হাদীসে বিকৃতি সাধন। তাছাড়াও ‘আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কেউ বের করেননি। বরং তিনি নিজেই তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে বের হয়েছিলেন।

এসব কিছুই মু‘আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। কারণ তিনি ছিলেন একজন সচেতন ব্যক্তি এবং সম্মানিত সহাবী। অতএব ইতিহাস যাচাই-বাছাই করে সঠিক বিষয়টি জানা এবং সহাবীদের বিশেষ সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখাই আমাদের কর্তব্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٧٩ -[١٢] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَجْلَى الْأَحْزَابَ عَنْهُ: «الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৭৯-[১২] সুলায়মান ইবনু সুরদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (খন্দাক যুদ্ধের সময় মাদীনাহ্ আক্রমণের উদ্দেশে মাক্কাহ্ হতে আগত) কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী যখন (অকৃতকার্য অবস্থায়) ফিরে যেতে বাধ্য হলো, তখন নাবী ﷺ বললেন, এখন হতে আমরাই তাদের ওপর আক্রমণ করব। তারা আর আমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারবে না, আমরাই তাদের দিকে অগ্রসর হব। (বুখারী)[৭২০]

---

[৭২০] সহীহ : বুখারী ৪১১০, মুসনাদে আহমাদ ১৮৩৩৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৩৬৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : খন্দাক যুদ্ধে কুফ্ফার শক্তি যখন উচ্ছেদ হলো তখন রসূল ﷺ বললেন, এরপর থেকে আমরাই তাদেরকে আক্রমণ করতে যাব। তারা আমাদের আক্রমণ করতে আসতে পারবে না। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিরক্বাত প্রণেতা আলোচনা করে বলেন, খন্দাক যুদ্ধের সময় রসূল ﷺ এ বিরুদ্ধে দশ হাজার কাফির সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মাদীনায় আক্রমণ করার লক্ষে বের হয়। কেননা, গোত্র তিহামার অধিবাসী এবং কুরায়শদের লিডার ছিলেন আবূ সুফ্ইয়ান। গাত্বফান গোত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে বের হয়েছিল। আর তাদের সাথে নাজ্দের অধিবাসীরাও এসেছিল। তাদের নেতা ছিলেন ওয়াইনাহ্ ইবনু হাসীন এবং হাওয়াযিন-এর আমীর ইবনু তুফায়ল। সেই সময়ে মাদীনার ইয়াহূদী গোত্র তথা কুরায়যাহ্ ও নাযীরের লোকেরাও মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়েছে।

আগত কাফির সৈন্যবাহিনী মাদীনায় প্রবেশ করতে পারেনি তবে তারা পরিখার অন্যপাশে অবস্থান করেছে এবং তারা একে অপরকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করেছে। তাদের মাঝে এই অবস্থা চলেছে প্রায় এক মাসের মত। তারপর আল্লাহ প্রত্যুষের বাতাস পাঠানোর মাধ্যমে এবং অদৃশ্য বাহিনী তথা মালাক (ফেরেশতা) পাঠিয়ে মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছেন, আর তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি প্রবেশ করিয়ে দেন।

তুলহাহ্ ইবনু খুওয়াইলিদ আল আসাদী বলেন, ওহে তোমরা! মুক্তির পথ খোঁজ। তাড়াতাড়ি মুক্তির পথ খোঁজ। অতঃপর তারা লড়াই ছাড়াই ভেগে যেতে বাধ্য হয়।

তারা চলে যাওয়ার পর নাবী ﷺ বললেন, এরপর থেকে আমরাই তাদেরকে আক্রমণ করতে যাব। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে আসতে পারবে না। কেননা অন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করাটা অনেক সমস্যার কাজ। এজন্য আমরাই তাদের দিকে গিয়ে আক্রমণ করব। আর পরবর্তীতে তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এটিই হয়েছে, কুফ্ফার শক্তি আর তাদেরকে আক্রমণ করতে আসতে পারেনি। তারপর মুসলিমগণ এগিয়ে গিয়ে মাক্কাহ্ বিজয় করেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে তারা অনেক বিজয় লাভ করেছে।

(اَلْآنَ نَغْزُوهُمْ) অর্থাৎ এখন থেকে আমরাই যুদ্ধ করার জন্য যাব। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) এ সম্পর্কে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্ত বাণীর মাধ্যমে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, মুশরিকদের দাপট কমে এসেছে। তারপর তেমনই ঘটেছে। এটি ছিল রসূল ﷺ-এর বিশেষ মু'জিযাহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, (حِيْنَ أُجْلَى) অর্থাৎ যখন তাদেরকে উচ্ছেদ করা হলো। এ বাক্য থেকে এটাই বুঝা যায় যে, তারা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে আর তা সম্ভব হয়েছে মহান আল্লাহর সাহায্যের কারণেই। এটি সংঘটিত হয়েছে যিলক্ব'দাহ্ মাসের ২৩ তারিখে। তার পরের বছর নাবী ﷺ তাঁর সহাবীদের নিয়ে 'উমরাহ্ করতে যান। কিন্তু তিনি কুরায়শ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তাদের মধ্যে তখন সন্ধি স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে তারাই সেই সন্ধি ভঙ্গ করে। আর এটিই মুসলিমদের পক্ষে মাক্কাহ্ বিজয়ের সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়। (ফাতহুল বারী হা. ৪১০৯)

٥٨٨٠ - [١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৮০-[১৩] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন খন্দকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসলেন এবং যুদ্ধের হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম মাথার ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে

Scanned by CamScanner

এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি তো অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি এখনো তা পরিত্যাগ করিনি। আপনি তাদের দিকে বের হয়ে পড়ুন। নাবী ﷺ বললেন, কোথায়? তখন তিনি বানী কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে সময় নাবী ﷺ তাদের উদ্দেশে (অভিযানে) বের হয়ে পড়লেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭২১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'বানু কুরায়যাহ্'র পরিচয় দিতে গিয়ে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, তারা হলো মাদীনার পার্শ্ববর্তী একটি ইয়াহূদী গোত্র যারা মুসলিমদের সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং খন্দাক যুদ্ধের কুফ্‌ফার বাহিনী আল্লাহর বিশেষ সাহায্যের কারণে মুসলিমদের বিপক্ষে পরাজিত হয়েছিল। মুসলিমদের প্রতি । মুসলিমদেরকে আল্লহর সাহায্য করা এবং সম্মিলিত কুফফার বাহিনীর পরাজয় বরণ করার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন সিরাত গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। আর কিছু তাফসীর গ্রন্থেও সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি কথা হলো এই বিশাল সম্মিলিত কাফির বাহিনীর বিপক্ষে অল্প সংখ্যক মুসলিমদের বিজয় লাভ করাটা ছিল রসূল ﷺ-এর অন্যতম একটি মু'জিযাহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

৫৮৮১-[١٤] وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ مَوْكِبَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ.

৫৮৮১-[১৪] বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : যে সময় জিবরীল আলায়হিস সালাম বানী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর বাহনের পদাঘাতে বানী গনম গোত্রের গলিতে উত্থিত ধুলাবালি যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।[৭২২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ যখন বানূ কুরায়যাহ্-কে আক্রমণ করার উদ্দেশে বের হলেন তখন আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন জনমানব শূন্য বন্ধ নামের অলি-গলিতে ধুলা উড়িয়ে এক অশ্বারোহী বাহিনী চলছে। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এক প্রমাণ করে যে, তারা ছিলেন, মালাক (ফেরেশতা) বাহিনী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে, নাবী ﷺ ও বানূ কুরায়যাহ্'র মাঝে একটি চুক্তি ছিল। কিন্তু যখন সম্মিলিত কাফির বাহিনী এসে গেল তখন তারা রসূল ﷺ-এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে তাদেরকে সাহায্য করল। তারপর যখন সম্মিলিত বাহিনীকে আল্লাহ পরাজিত করলেন, তখন বানূ কুরায়যাহ্ গিয়ে নিজেদের দুর্গে আশ্রয় নিল। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম এবং তাঁর সাথে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) এসে রসূল ﷺ-কে বললেন, আপনি বানূ কুরায়যার দিকে চলুন। রসূল ﷺ বললেন, এখন আমার অনেক সহাবী তো আহত রয়েছে। জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, আপনি তাদের দিকে চলুন, আমি তাদের ভিতরকে দুর্বল করে দিচ্ছি। তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম ও তাঁর সাথে থাকা মালায়িকাহ্ চলে গেলেন। তাদের যাওয়ার সময় বানূ গন্‌ম নামক একটি আনসার গোত্রের অলি-গলিতে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ধুলা উড়তে দেখলেন। (ফাতহুল বারী হা. ৪১১৮)

---

[৭২১] সহীহ : বুখারী ৪১২২, মুসলিম ৬৫-(১৭৬৯), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৭, মুসনাদে আহমাদ ২৪৩৪০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৬৪৯।

[৭২২] সহীহ : বুখারী ২৮১৩, মুসলিম ৪৯-(২৪১৬), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ৯৭৩৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৮১০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৪৮৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪২৩, শু'আবুল ঈমান ৬২৫৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৮৯৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৮১৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৬১৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৬৪৯।

Scanned by CamScanner

٥٨٨٢ -[١٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَنَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رِكْوَتِكَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قِيلَ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৮২-[১৫] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিবসে লোক পিপাসার্ত হয়ে পড়ল। সে সময় একটি চমড়ার পাত্র রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ছিল। তিনি (ﷺ) তা হতে উযূ করলেন। অতঃপর লোক তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার চর্মপাত্রের পানি ছাড়া পান করার বা উযূ করার মতো আমাদের কাছে কোন পানি নেই। তখন নাবী ﷺ তাঁর হাত উক্ত পাত্রে রাখলেন। ফলে সাথে সাথেই তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গা হতে ঝরনাধারার মতো পানি ফুটে বের হতে লাগল। জাবির রাঃ বলেন, আমরা সেই পানি (তৃপ্তি সহকারে) পান করলাম এবং তা দিয়ে আমরা উযূ করলাম। জাবির রাঃ-কে প্রশ্ন করা হলো, সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, একলাখ হলেও সে পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। তবে তখন আমাদের সংখ্যা ছিল পনেরো শত। (বুখারী ও মুসলিম)[৭২৩]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি বিশেষ মু'জিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা হুদায়বিয়াতে ঘটেছিল। তখন সেখানে উপস্থিত সহাবীদের সংখ্যা বিভিন্ন হাদীসে ১৪০০ এর কম-বেশি করে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তখন হুদায়বিয়াতে সহাবীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত এর কিছু বেশি। তবে অতিরিক্ত সংখ্যাটি এমন ছিল না যা শতকে পৌছে যায়।

অতএব যারা তাদের সংখ্যা চৌদ্দশত বলে উল্লেখ করেছেন, তারা সেই অতিরিক্ত সংখ্যাকে বাদ দিয়েছেন। আর যারা পনের শত বলে উল্লেখ করেছেন তারা সেই অতিরিক্ত সংখ্যাকে শতক ধরেই হিসাব করেছেন। আবার কেউ কেউ ষোল শত বা সতের শত বলে উল্লেখ করেছেন। তারা হয়তো উক্ত দলের সাথে আগত শিশুদের ও অন্যান্য লোকেদেরকেও হিসাব করেছেন।

ইবনু মারদুওয়াইহি ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল পনের শত পঁচিশ জন। তারপরেও প্রকৃত বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ তাঁর হাত পাত্রে রাখলেন। আর পানি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে বের হতে শুরু করল। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ তার উযূর অতিরিক্ত পানি কুপে ঢেলে দিলেন। আর তখন কুপে পানি বেশি হতে লাগল।

এখানে বাহ্যিকভাবে উক্ত হাদীস দু'টির মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) উক্ত হাদীস দু'টির মাঝে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, হুদায়বিয়াতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাটি দু'বার ঘটেছে– ১) তার আঙ্গুল দিয়ে পানি বের হয়ে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২) তাঁর বারাকাতময় পানি কূপে ঢেলে দেয়ার কারণে তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[৭২৩] সহীহ : বুখারী ৩৫৭৬, মুসলিম ৭২-(১৮৫৬), মুসনাদে আহমাদ ১৪২১৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৮৫৪।

Scanned by CamScanner

তিনি আরো বলেন, এটিও হতে পারে যে, তাঁর আঙ্গুল থেকে পানি বের হওয়ার সময় তাঁর হাত পাত্রে ছিল আর তারা সকলেই সেখান থেকে পানি নিয়ে উযূ করেছিল এবং পান করেছিল। তারপর পাত্রে থাকা অবশিষ্ট পানি কূপে ঢেলে দিতে বললেন। তা ঢেলে দেয়ার পর কূপের পানি বৃদ্ধি পেলো।

যেমন জাবির (রাঃ) নুবায়হি আল 'আনাযী-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি একটি পাত্রে অল্প পানি নিয়ে আসলো। সেই পানিটুকু ছাড়া অন্য কোন লোকের কাছে একটুও পানি ছিল না। সেই পানি আল্লাহর রসূল ﷺ একটি পেয়ালায় ঢাললেন।

তারপর সেখান থেকে পানি নিয়ে ভালোভাবে উযূ করলেন এবং পাত্রটি সেখানে রেখে চলে গেলেন। অতঃপর লোকেরা উক্ত পাত্রটির কাছে ভিড় করল। তখন রসূল ﷺ বললেন, তোমরা থাম। অতঃপর তিনি উক্ত পাত্র হাত রাখলেন। তারপর বললেন, তোমরা পরিপূর্ণভাবে উযূ করো। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন মানুষ দেখেছে যে, মানুষ আঙ্গুল দিয়ে ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে।

دَلَائِلِ الْبَيْهَقِيِّ (দালায়িলুল বায়হাক্বী) গ্রন্থে রয়েছে যে, নাবী ﷺ কূপের গভীরে একটি তীর রাখতে আদেশ করলেন। তারপর যখন তা রাখলেন তখন কূপের পানি উথলিয়ে উঠল।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় কম পানি বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা বিভিন্ন সময়ই ঘটেছে। এটি ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর মু'জিযাহ্। (ফাতহুল বারী হা. ৪১৫২)

٥٨٨٣ -[١٦] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةً. فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৮৩-[১৬] বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা চৌদ্দশত ছিলাম। হুদায়বিয়াহ্ একটি কূপের নাম। উক্ত কূপ হতে পানি তুলতে তুলতে তার সবটুকু পানি আমরা নিঃশেষ করে ফেললাম। এমনকি আমরা তাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রাখিনি। অতঃপর নাবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদটি পৌছলে তিনি (ﷺ) উক্ত কূপের কাছে এসে বসলেন এবং এক পাত্র পানি চেয়ে এনে উযূ করলেন ও কুলি করলেন। তারপর দু'আ করলেন। অতঃপর কূপের ভিতরে উক্ত পানি ঢেলে দিয়ে বললেন, কিছু সময়ের জন্য তোমরা এই কূপ হতে পানি তোলা বন্ধ রাখ। এরপর সকলে নিজে এবং আরোহণের জানোয়ারসমূহ এ স্থান ত্যাগ করা অবধি সে পানি তৃপ্তি সহকারে ব্যবহার করলেন। (বুখারী)[৭২৪]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন যে, এ ঘটনাটির আগে জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাটি ঘটেছে। তার মানে বুঝা যায় যে, হুদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে একাধিক বার মু'জিযাহ্ প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষের কাছে এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা এই কূপটিকে সংরক্ষণও করেনি এবং ব্যাপক কল্যাণের লক্ষে তার ওপর বড় কোন প্রাচীরও নির্মাণ করে রাখেনি। অথচ তা মাক্কার কাছেই জিদ্দা যাওয়ার পথে অবস্থিত ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭২৪] সহীহ : বুখারী ৪১৫১, মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৮৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮০১।

Scanned by CamScanner

٥٨٨٤ - [١٧] وَعَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ». فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا فَاسْتَقَوْا قَالَ: فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْئَةً مِنْهَا حِينَ ابْتُدِئَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৮৪-[১৭] 'আওফ (রহিমাহুল্লাহ) আবূ রজা' (রহিমাহুল্লাহ) হতে এবং তিনি 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে এক ভ্রমণে ছিলাম। লোকেরা তাঁর কাছে পিপাসার অভিযোগ করল। তখন তিনি (ﷺ) অবতরণ করলেন এবং অমুককে ডাকলেন। আবূ রজা' তার নাম বলেছিলেন কিন্তু 'আওফ ভুলে গেলেন, তাই 'আলী (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, তোমরা দু'জন যাও এবং পানির অনুসন্ধান কর। তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হলেন এবং পথিমধ্যে এমন একটি মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন, যে একটি বাহনের (উটের) পিঠে দুই দিকে পানির দু'টি মশক বা দু'টি থলে রেখে নিজে মাঝখানে বসে যাচ্ছে। তখন তাঁরা মহিলাটিকে নাবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন এবং লোকেরা মহিলাটিকে তার উটের পিঠ হতে নিচে নামতে বলল। অতঃপর নাবী ﷺ একটি পাত্র আনালেন। তারপর মশক দু'টির মুখ হতে এতে পানি ঢেলে নিলেন। আর লোকেদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা নিজেরাও পান কর এবং পশুদেরকেও পান করাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা চল্লিশজন পিপাসার্ত লোক পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সাথে যতগুলো মশক ও অন্যান্য পাত্র ছিল সেগুলোও প্রতিটি পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিলাম। বর্ণনাকারী 'ইমরান বলেন, আল্লাহর শপথ! যখন আমাদেরকে পানির মশক হতে পৃথক করা হলো, (অর্থাৎ পানি নেয়া শেষ হলো,) তখন আমাদের এমন মনে হচ্ছিল যেন মশকটি প্রথম অবস্থার তুলনায় আরো অনেক বেশি পূর্ণ রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭২৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসেও হুদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে প্রকাশিত একটি মু'জিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের শেষ অংশে 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) বলেন, (إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْئَةً مِنْهَا حِينَ ابْتُدِئَ) অর্থাৎ আমার কাছে মনে হলো যে, পানি ব্যবহার করা শুরু করার আগে মশকে যে পরিমাণ পানি ছিল ব্যবহার করার পর দেখা গেল যে, তার থেকে বেশি পানি রয়েছে।

এ বিষয়ে মির্ক্বাত প্রণেতা বলেন, তারা যখন উক্ত মশক থেকে পান করা শুরু করে তখন যে পরিমাণ পানি ছিল সেখান থেকে চল্লিশজন পান করার পরেও দেখা গেল যে, তার থেকে আরো বেশি পানি ভর্তি হয়ে আছে। এটিও রসূল ﷺ-এর বিশেষ মু'জিযাহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٨٥ - [١٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ وَإِذَا شَجَرَتَيْنِ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى

---

[৭২৫] সহীহ : বুখারী ৩৪৪, মুসলিম ৩১২-(৬৮২), দারাকুত্বনী ১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৭০৫, আস্ সুনানুল্ কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৮৬।

Scanned by CamScanner

إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِيْ عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ فَانْقَادَتْ مَعَهٗ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِيْ
يُصَانِعُ قَائِدَهٗ حَتّٰى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرٰى فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِيْ عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ فَانْقَادَتْ
مَعَهٗ كَذٰلِكَ حَتّٰى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ الْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ فَالْتَأَمَتَا فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِيْ
فَحَانَتْ مِنِّيْ لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَيْنِ قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
عَلٰى سَاقٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৮৫-[১৮] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাচ্ছিলাম। চলার পথে আমরা একটি বিস্তীর্ণ ময়দানে অবতরণ করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন, কিন্তু আড়াল করার জন্য কিছুই পেলেন না। এ সময় হঠাৎ ময়দানের এক পার্শ্বে দু'টি গাছ দেখা গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন তার একটির কাছে গেলেন এবং তার একটি ডাল ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার অনুগত হও, গাছটি তৎক্ষণাৎ এমনভাবে তার অনুগত হলো, যেমন নাকে রশি লাগানো উট তার চালকের অনুগত হয়ে থাকে। এবার তিনি (ﷺ) দ্বিতীয় বৃক্ষটির কাছে যেয়ে তার একটি শাখা ধরে বললেন, আল্লাহর নির্দেশে তুমি আমার অনুগত হও। অতএব বৃক্ষটি সাথে সাথেই তাঁর প্রতি অনুরূপ ঝুঁকে পড়ল। অবশেষে যখন তিনি (ﷺ) উভয় বৃক্ষের মধ্যখানে যেয়ে দাঁড়ালেন, তখন বললেন, আল্লাহর হুকুমে তোমরা উভয়ে আমার জন্য মিলিত হয়ে যাও। তখনই তারা মিলিত হয়ে গেল (তাঁর আড়াল হয়ে হাজত পূরণ করলেন)। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বসে এই বিস্ময়কর ঘটনার কথা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। এ অবস্থায় হঠাৎ আমি একদিকে তাকাতেই দেখি, রসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ এনেছেন। আর বৃক্ষ দু'টিকেও দেখলাম তারা পুনরায় আলাদা হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটি আপন আপন জায়গায় গিয়ে যথারীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। (মুসলিম)[৭২৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রকাশিত মু'জিযাহ্ সেখানে উপস্থিত সকল সহাবী অবলোকন করেছেন। এমনকি তিনি (ﷺ) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন যখন পুরু করলেন তখন সেই গাছ দু'টি আবার চলে গেল। এ দৃশ্যটি সহাবীগণ তাদের নিজ নিজ জায়গায় থেকে দেখেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٨٦ - [١٩] عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِيْ سَاقِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَقُلْتُ يَا أَبَا
مُسْلِمٍ مَا هٰذِهِ الضَّرْبَةُ؟ فَقَالَ: هٰذِهٖ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ
ﷺ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৮৬-[১৯] ইয়াযীদ ইবনু আবূ 'উবায়দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাহ্ ইবনু আকওয়া' رضي الله عنه-এর পায়ের গোছায় আঘাতের চিহ্ন দেখে প্রশ্ন করলাম, হে আবূ মুসলিম! আঘাতটি কিসের? তিনি (رضي الله عنه) বললেন, এ আঘাত খায়বার যুদ্ধে লেগেছিল। তখন লোকেরা বলাবলি করছিল, সালামাহ্ মৃত্যুবরণ করেছেন। সালামাহ্ رضي الله عنه বলেন, অতঃপর আমি নাবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি আমার জখমের উপর তিনবার ফুঁ দিলেন, ফলে সে সময় হতে অদ্যাবধি আর আমার কোন প্রকারের কষ্ট হয়নি। (বুখারী)[৭২৭]

---

[৭২৬] সহীহ : মুসলিম ৭৪-(৩০১২), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫২৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৫৭।
[৭২৭] সহীহ : বুখারী ৪২০৬, মুসনাদে আহমাদ ১৬৫৬২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫১০।

Scanned by CamScanner

٥٨٨٧ - [٢٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَهِ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ [يَعْنِيْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدُ] حَتّٰى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫৮৮৭-[২০] আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ (ইবনু হারিসাহ্), জা'ফার (ইবনু আবূ তালিব) ও ('আবদুল্লাহ) ইবনু রওয়াহাহ্-এর মৃত্যু সংবাদ যুদ্ধের ময়দান হতে আসার আগেই নাবী ﷺ লোকেদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। রণক্ষেত্রের বর্ণনা তিনি (ﷺ) এভাবে দিয়েছেন- যায়দ পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শাহীদ হয়েছে। তারপর জা'ফর পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শাহীদ হয়েছে। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহাহ্ পতাকা ধরেছে, সেও শাহীদ হয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন,) এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত ছিল। এরপর তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর তরবারিসমূহের এক তরবারি (খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ) পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ওপর মুসলিমদের বিজয়ী করেছেন। (বুখারী)[৭২৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মূতার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে সকল সেনাপতি মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় থেকে তাদের সংবাদ দিয়েছেন। মির্ক্বাত প্রণেতা বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেউ মারা গেলে তার সংবাদ প্রচার করা বৈধ।

অষ্টম হিজরীতে তিন হাজার মুসলিম সৈন্য সিরিয়ার মূতা নামক এলাকায় তৎকালীন রূমের বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। প্রতিপক্ষের সৈন্য ছিল এক লক্ষ। সেই যুদ্ধে এক এক করে তিনজন মুসলিম সেনাপতি শাহীদ হন। তখন রসূল ﷺ মাদীনায় বসে থেকে তাদের মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিলেন। আর তার চক্ষু দিয়ে অঝরে অশ্রু বেয়ে পড়ছিল। তিনজন সেনাপতির শাহাদাতের পর দায়িত্ব নেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ। তিনি জীবন বাজি রেখে বীর বিক্রমে লড়াই করে যান। সেদিন তিনি একে এক আটটি তরবারি যুদ্ধ করে ভেঙ্গে ফেলেন এবং ছিনিয়ে আনেন মুসলিমদের বিজয়। তবে বিজয়টি কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে এই বিষয়ে যে, তারা কি বিজয়ী হয়ে মুশরিকদেরকে পরাজিত করে গনীমাতের মাল নিয়ে ফিরেছিলেন নাকি শুধু কেবল বীরত্ব দেখিয়ে নিরাপদে মাদীনায় ফিরে এসেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٨٨ - [٢١] وَعَنْ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِيْ أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِيْ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلٰى أَوْلَادِهَا فَقَالُوا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا

[৭২৮] সহীহ : বুখারী ৩৭৫৭, মুসনাদে আহমাদ ১২১৩৫, সহীহুল জামি' ২২৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৩৬৪, আবূ ইয়া'লা ৪১৮৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৪০।

Scanned by CamScanner

وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِيْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ ثُمَّ أَخَذَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৮৮-[২১] 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শারীক ছিলাম। যখন মুসলিমগণ ময়দান হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের বাহন খচ্চরকে তাড়া দিয়ে কাফিরদের দিকে অগ্রসর হলেন। (বর্ণনাকারী 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন) আর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলাম এবং আমি তাঁকে সামনে বাড়তে বাধা দিচ্ছিলাম, যেন তা দ্রুত কাফিরদের দলের মধ্যে ঢুকে না পড়ে। আর আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারিস ধরে রেখেছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনের গদি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে 'আব্বাস! সামুরাহ্ গাছের নিচে বায়'আতকারীদেরকে আহ্বান করুন। 'আব্বাস رضي الله عنه ছিলেন উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট লোক। তিনি বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বললাম, আসহাবে সামুরাগণ কোথায়? 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার আওয়াজ (আহ্বান) শুনার সাথে সাথেই আসহাবেই সামুরাগণ এমনভাবে দৌড়িয়ে ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন, যেমন গাভী তার বাছুরের দিকে দৌড় দেয়। আর তারা আওয়াজ দিতে থাকল- يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ '*ইয়া লাব্বাইক, ইয়া লাব্বাইক*'। আমরা উপস্থিত! আমরা উপস্থিত। 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, অতঃপর মুসলিমগণ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে গেল। অন্যদিকে আনসারদের মধ্যে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়– হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসার সম্প্রদায়! (শত্রু নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়) 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, অতঃপর তাদের ধ্বনি (একমাত্র) বানী হারিস ইবনু খাযরাজের ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। (আনসারদের মধ্যে এ গোত্রটি ছিল সর্বাপেক্ষা বড়) এই সময় রসূলুল্লাহ ﷺ নিজ বাহন খচ্চরের উপরে থেকে মাথা উঠিয়ে যুদ্ধের অবস্থার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনই যুদ্ধ জ্বলে উঠেছে। অতঃপর তিনি একমুষ্টি পাথর হাতে নিয়ে কাফিরদের মুখের প্রতি নিক্ষেপ করে বললেন, মুহাম্মাদ প্রভুর শপথ! কাফিরদল পরাজিত হয়েছে। (বর্ণনাকারী 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন) আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাদের এ পরাজয় কেবলমাত্র তাঁর (রসূল ﷺ-এর) কঙ্কর নিক্ষেপের দ্বারাই ঘটেছে। অতঃপর আমি যুদ্ধের সমাপ্তি অবধি সর্বক্ষণ তাই দেখতে পেলাম যে, তাদের তলোয়ার ও বর্শার ধার ভোঁতা হয়ে পড়েছে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাচ্ছে। (মুসলিম)[৭২৯]

ব্যাখ্যা : হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরীর শাওওয়াল মাসে হুনায়ন নামক স্থানে। 'হুনায়ন' হলো 'আরাফার পিছনে ত্বায়িফ ও মাক্কার মাঝে একটি উপত্যকার নাম। সেই যুদ্ধে মুসলিমগণ প্রথমদিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা শুরু করে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাঁর খচ্চরে আরোহণ করে কাফিরদের সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। আকমাল বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন রসূল ﷺ যেই খচ্চরে আরোহণ করেছিলেন সেটির নাম ছিল "দুলদুল" আর তা ফারওয়া ইবনু নাফাসা নামক ব্যক্তি তাঁকে হাদিয়্যাহ্ দিয়েছিল।

---

[৭২৯] সহীহ : মুসলিম ৭৬-(১৭৭৫), মুসনাদে আহমাদ ১৭৭৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৭৪১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৬৫৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৪১৮।

Scanned by CamScanner

সে ছিল একজন মুশরিক। অতএব, উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোন মুশরিকের ব্যাপারে যদি ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় অথবা তার মাধ্যমে মুসলিমদের কোন কল্যাণের আশা করা যায় তাহলে তার থেকে হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করা যাবে। আর যদি তার থেকে এ ধরনের ভালো কিছু আশা করা না যায় তাহলে নিরুপায় না হলে তার থেকে কোন হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করা যাবে না।

(نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ) অর্থাৎ তিনি বাবলা গাছের অধিবাসী বলে ডাক দিলেন। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এখানে বাবলা গাছ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ গাছ যে গাছের নিচে সহাবীগণ হুদায়বিয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে 'উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রসূল ﷺ-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন।

'আব্বাস (রাঃ) সহাবীদেরকে এই নামে ডাক দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তারা যেন সেই বায়'আতের কথা ভুলে না যান এবং দ্রুত জিহাদের ময়দানে আবার ফিরে আসেন।

তারপর আবার বিশেষভাবে বানূ হারিস ইবনু খাযরাজ-কে ডাকলেন। কারণ তারা ছিল একটি বড় গোত্রে এবং তাদের লোক সংখ্যাও ছিল বেশি। যে সকল সহাবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গিয়েছিল 'আব্বাস (রাঃ) তাদেরকে ডাক দেয়ার পর তারা সকলেই আবার যুদ্ধের মাঠে ফিরে আসলো। আর নতুন করে আবার প্রচণ্ড যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।

এদিকে রসূলুল্লাহ ﷺ কিছু কঙ্কর নিয়ে কাফিরদের চেহারার দিকে এই বলে নিক্ষেপ করলেন যে, «شَاهَتِ الْوُجُوهُ شَاهَتِ الْوُجُوهُ» অর্থাৎ তাদের চেহারা বিগড়ে যাক। তাদের চেহারা বিগড়ে যাক। তারপর কাফির সৈন্যরা পরাজিত হয়। আর মুসলিমগণ অনেক গনীমাতের মাল নিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীস থেকে রসূল ﷺ-এর দু'টি মু'জিযাহ্ প্রকাশিত হয়। ১) তাঁর কর্মের মাধ্যমে। যেমন- তিনি কাফির সেনাদের দিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। ২) সংবাদ দেয়ার মাধ্যমে। যেমন- তিনি এই সংবাদ দেন যে, কাফির বাহিনী পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٨٩ -[٢٢] وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلٰكِنْ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوْا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُهُ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ثُمَّ صَفَّهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ

৫৮৮৯-[২২] আবূ ইসহাক্ব (সারিয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল, হে আবূ 'উমারাহ্! হুনায়নের যুদ্ধের দিন কি তোমরা কাফিরদের মোকাবিলা হতে পলায়ন করেছিলে? উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয় না, আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। (অবশ্য) সহাবীদের কতিপয় যুবক, যাদের কাছে তেমন বেশি কিছু হাতিয়ার ছিল না, তারা তীর নিক্ষেপকারী কাফিরদের মাঝে পড়ে গিয়েছিল। তারা তীরন্দাজীতে এত পটু ছিল যে, তাদের একটি তীরও জমিনে পড়ত না। ফলে তাদের নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তীর ঐ সকল যুবক (মুসলিম সৈনিকদের) ওপর পড়তে ভুল হত না। এ অবস্থায় (দুশমনের সামনে হতে পলায়ন করত) সে সমস্ত যুবকরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে পৌছল।

Scanned by CamScanner

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারিস লাগাম ধরে তাঁর সামনে ছিলেন। এ সময় তিনি (ﷺ) খচ্চরের পৃষ্ঠ হতে নামলেন এবং বিজয়ের জন্য (আল্লাহর কাছে) মদদ ও সাহায্যের আবেদন করলেন। আর (এ পংক্তিটি) উচ্চারণ করলেন, 'আমি যে নাবী তা মিথ্যা নয়। আমি 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর সন্তান।' অতঃপর তিনি মুসলিমদেরকে পুনরায় কাতারবদ্ধ করলেন। (মুসলিম)[৭৩০]

ব্যাখ্যা : হুনায়নের যুদ্ধে মুসলিমগণ প্রথম দিকে কাফিরদের কাছে প্রায় পরাজিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণ হিসেবে দেখা যায়, হাওয়াযিন গোত্রের তিরন্দাজেরা অনেক মুসলিম সেনাকে তাদের টার্গেটে পরিণত করে ব্যাপক তীর নিক্ষেপ করে। এতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং শেষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সাময়িক সময়ের জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে, হাওয়াযিন একটি বড় 'আরব গোত্রের নাম। সেই গোত্রে অনেকগুলো শাখা-উপশাখা রয়েছে। তাদেরকে হাওয়াযিন বলা হয় হাওয়াযিন ইবনু মানসূর ইবনু 'ইকরামাহ্ ইবনু খাসফাহ নামক এক ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করে।

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল বারী'তে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্য হতে একটি হলো, যেমন- আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাক্কাহ্ বিজয় করলাম। তারপর হুনায়নের যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলাম। অতঃপর মুশরিকরা একেবারে দেখার মতো সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের মাঠে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী। তাঁর পিছনে পদাতিক বাহিনী তার পিছনে ছিল নারীরা ও গবাদী পশু তথা মেষপাল, ছাগল, দুম্বা উট ইত্যাদি। আর আমরাও ছিলাম অনেক মানুষ। আমাদের ডান পাশে ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ-এর নেতৃত্বে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী। সেটি আমাদের পিছনে অবস্থান করছিল। যখনই সেই বাহিনী বের হয়ে আসলো তখনই 'আরবের মুশরিকরা পালাতে লাগল। (ফাতহুল বারী হা. ৪১১৫)

মিরক্বাত প্রণেতা উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, (خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ) অর্থাৎ তাঁর সহাবীদের মধ্য হতে কিছু যুবক যুদ্ধের মাঠ থেকে বের হয়ে গেল। এখানে কিছু যুবক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের মধ্য হতে এমন কিছু যুবক যাদের তেমন কোন স্থায়িত্ব বা গাম্ভীর্জ ছিল না। তারা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রমণের তীব্রতা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ না করেই ময়দান থেকে পলায়ন করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

রসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধে কাফির সেনাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় খচ্চরে আরোহণ করে বলতে থাকেন (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ) অর্থাৎ আমি নাবী, যাতে কোন মিথ্যা নেই। আমি 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর সন্তান।

এই পংক্তি সম্পর্কে ইবনু তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে لَا كَذِبَ এবং মধ্যে যবর দিয়ে পড়তে হবে। তাহলে এটি আর তখন কোন কবিতার ছন্দ মিলে থাকবে না। ফলে এই সম্পর্কে আর কারো কোন আপত্তিও থাকবে না যে, আল্লাহ তো বলেছেন যে, ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ...﴾ অর্থাৎ "আর আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেয়নি এবং সেটি তার জন্য শোভনীয় নয়..."– (সূরাহ্ ইয়া-সীন ৩৬ : ৬৯)।

কিন্তু যদি তা সাকিন করে لَا كَذِبْ পড়া হয় তাহলে তা কবিতার ছন্দে এসে যায়। এজন্য ফাতহুল বারীতে এই সম্পর্কে কয়েকটি উত্তর দেয়া হয়েছে। যেমন- ১) এটি মূলত অন্য একজন কবির ছন্দ। যা তিনি

[৭৩০] সহীহ : বুখারী ২৯৩০, মুসলিম ৭৮-(১৭৭৬), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৯৪৪।

Scanned by CamScanner

লিখেছিলেন এভাবে যে, «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا بِن عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» অর্থাৎ আপনি নাবী যাতে কোন মিথ্যা নেই। আপনি 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর সন্তান। রসূল ﷺ এখানে তুমি এর জায়গায় 'আমি' তথা أَنَا যুক্ত করেছেন।

২) এটি একটি বিশেষ ধরনের পংক্তি। এটি কোন কবিতা না। কিন্তু এই উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয়।

৩) এটি কবিতা হিসেবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তার অংশ পূর্ণ হবে।

যেহেতু এটি একটি অংশবিশেষ। তাই এটি কোন কবিতা নয়।

৪) এটি কবিতার ছন্দাকারেই বলা হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা এখানে কবিতা উদ্দেশ্য নয়।

উক্ত পংক্তিতে তিনি নিজেকে 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর পুত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'আবদুল্লাহ-এর পুত্র হিসেবে উল্লেখ করেননি। কারণ হলো, তাঁর দাদা 'আবদুল মুত্ত্বালিব ছিলেন। মানুষের কাছে পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ লোক। অন্যদিকে তার পিতা 'আবদুল্লাহ যুবক অবস্থায় মারা যান। তাই মানুষের কাছে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি। তাছাড়াও নিজেকে স্বীয় পূর্বপুরষদের নামে পরিচিত করাটা ছিল 'আরবদের একটি ভালো রীতির অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল বারী হা. ৪৩১৫)

৫৮৯০ -[২৩] وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللّٰهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِىْ بِهٖ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِىْ يُحَاذِيهِ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ.

৫৮৯০-[২৩] বুখারীর বর্ণনাতে উল্লিখিত হাদীসটির বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। আর বুখারী ও মুসলিম-এর উভয় বর্ণনায় আছে, বারা' ইবনু 'আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আল্লাহর শপথ! যখন যুদ্ধ ভয়ানক আকার ধারণ করত, তখন আমরা নাবী ﷺ-এর দ্বারা আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মাঝে ঐ লোকই অধিক সাহসী বলে গণ্য হত, যে লোক নাবী ﷺ-এর পাশাপাশি বরাবর দাঁড়াত।[৭৩১]

ব্যাখ্যা : (إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ) অর্থাৎ যখন যুদ্ধ লাল হলো, ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে (احْمَرَّ الْبَأْسُ) তথা যুদ্ধ লাল হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করা।

এখানে যুদ্ধ লাল হওয়ার কথা বলা হয়েছে রূপকভাবে। কেননা যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, তখন যুদ্ধক্ষেত্র রক্তে লাল হয়ে যায়। সে সময়ে যুদ্ধ এতটাই তীব্র হয়েছিল যে, যারা অত্যধিক সাহসী তারাই কেবল কাফির বাহিনীর সামনে যেত। আর অন্যরা যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে সাময়িক সময়ের জন্য পালিয়ে ছিল। তখন সেই মুহূর্তেও রসূল ﷺ-এর সাহস ছিল অত্যধিক এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা ছিল অনেক দৃঢ়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

৫৮৯১ -[২৪] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَوَلّٰى صَحَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا غَشُوا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهٖ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৭৩১] সহীহ : বুখারী ২৮৭৪, মুসলিম ৭৯-(১৭৭৬), মুসনাদে আহমাদ ১৩৪৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৬৩৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৬১৫।

Scanned by CamScanner

৫৮৯১-[২৪] সালামাহ্ ইবনু আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে শারীক ছিলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কতিপয় সহাবী কাফিরদের মোকাবিলা হতে যখন পলায়ন করলেন। তখন কাফিরগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলল, এমতাবস্থায় তিনি (ﷺ) খচ্চরের পিঠ হতে নিচে নামলেন। অতঃপর তিনি জমিন হতে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিলেন। তারপর কাফিরদের অভিমুখে شَاهَتِ الْوُجُوْهُ 'তোমাদের মুখ বিবর্ণ হোক' এ অভিশাপ বাক্যটি উচ্চারণ করে তা নিক্ষেপ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) তাদের যে কোন লোককে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন (উপস্থিত কাফিরদের) প্রত্যেকের চক্ষুদ্বয় উক্ত এক মুষ্টি মাটি দ্বারা ভর্তি হয়ে গেল। ফলে তারা ময়দান হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করলেন। পরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের হতে লব্ধ গনীমাতের সম্পদসমূহ মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করলেন। (মুসলিম)[৭৩২]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ব্যাখ্যায় ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কয়েকটি মু'জিযাহ্ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- মাত্র এক মুষ্টি মাটি সকলে কাফির সেনাদের চোখে পৌছে দেয়া। যা কেবল রসূল (ﷺ)-এর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

* এই অল্প পরিমাণ মাটি দিয়ে চার হাজার কাফির সেনার চক্ষু পরিপূর্ণ করে দেয়া।

* এই মাটি নিক্ষেপের কারণেই তাদের ধ্বংস অনিবার্য হওয়া।

তারপর হাদীসের শেষ অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করলেন। আর রসূল (ﷺ) সহাবীদের মাঝে গনীমাতের মাল বণ্টন করে দিলেন।

এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা রসূল (ﷺ)-এর দু'আ ক্ববূল করেছেন এবং তাঁকে উত্তমভাবে সাহায্য করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٩٢ - [٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوٰى بِيَدِهٖ إِلٰى كِنَانَتِهٖ فَانْتَزَعَ سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ وَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهٗ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৮৯২-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। সে যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশগ্রহণকারী ইসলামের দাবিদার জনৈক লোক সম্পর্কে

[৭৩২] সহীহ : মুসলিম ৮১-(১৭৭৭), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫২০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮২৪।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ লোকটি জাহান্নামী। যুদ্ধ শুরু হলে সে ব্যক্তি প্রাণপণ যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হলো। অতঃপর এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! লক্ষ্য করুন! আপনি যে লোকটি জাহান্নামী বলেছেন, সে আল্লাহর পথে প্রাণপন লড়াই করে এখন মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় আছে। এবারও তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। (বর্ণনাকারী বলেন,) এ কথা শুনে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। এমতাবস্থায় লোকটি ভীষণভাবে জখমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে স্বীয় হাতখানা তীরদানের দিকে বাড়িয়ে তীর বের নিল এবং নিজের বুকের মধ্যে গেঁথে দিল (তথা আত্মহত্যা করল)। এটা দেখে মুসলিমদের কতিপয় লোক দৌড়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনার কথাটিকে সত্যে পরিণত করেছেন। অমুক লোকটি নিজেই আত্মহত্যা করেছে। এ সংবাদ শোনামাত্রই রসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, '*আল্ল-হু আকবার*'। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। অতঃপর বললেন, হে বিলাল! উঠ! লোকেদের মধ্যে এ ঘোষণা দিয়ে দাও যে, পূর্ণ মু'মিন ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আল্লাহ তা'আলা (অনেক সময়) পাপী লোকের দ্বারাও এ দীন ইসলামকে শক্তিশালী করে থাকেন। (বুখারী)[৭৩৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি মহান বীরত্বের সাথে লড়াই করার পরেও আত্মহত্যা করেছিল। তার নাম ছিল 'কিরমান'। ইমাম খত্বীব আল বাগদাদী "জামি'উল উসূল" গ্রন্থে বলেন, সে ছিল একজন মুনাফিক্ব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

কিন্তু ফাতহুল বারীতে ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত ব্যক্তির নাম ছিল 'কযমান আয্ যফ্রী'।

ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) দৃঢ়তার সাথে বলেন, এ ঘটনাটি ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের সময়। সে ছিল মুসলিমদের থেকে পিছনে মহিলাদের দলের সাথে। এক পর্যায়ে সে বেরিয়ে এসে প্রথম সারিতে গিয়ে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করা শুরু করল। তারপর সে বীরত্বের সাথে তরবারি দিয়ে লড়াই করল। অতঃপর যখন মুসলিমেরা বের হয়ে গেল তখন সে তার তরবারির হাতল ভেঙ্গে ফেলল এবং বলতে লাগল 'পলায়ন করা থেকে আমার কাছে মৃত্যুবরণ করাই অধিক উত্তম'। তারপর ক্বতাদাহ্ ইবনু নু'মান তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলল, তোমার জন্য শাহাদাতের সুসংবাদ। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর ক্বসম, আমি দীন রক্ষার লক্ষে যুদ্ধ করিনি। বরং আমি যুদ্ধ করেছি শুধু আমার সম্প্রদায়কে রক্ষা করার লক্ষে। তারপর সে যখমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গেল এবং এক পর্যায়ে সে আত্মহত্যা করে ফেলল। (ফাতহুল বারী হা. ৪২০৩)

(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ) অর্থাৎ শুধুমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে ঐ সকল মু'মিন বান্দাদের কথা বলা হয়েছে যারা সফলতার সাথে প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতএব প্রথমবারেই সফলতার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলে অবশ্যই একনিষ্ঠ, খাঁটি ও পূর্ণ মু'মিন হতে হবে।

(وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ) অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ এই দীনকে পাপাচার লোকেদের মাধ্যমেও শক্তিশালী করে থাকেন।

এর ব্যাখ্যা জামি' গ্রন্থে বলা হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ এই দীনকে এমন লোকেদের দ্বারাও শক্তিশালী করেন, যাদের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। ইবনু 'উমার رضي الله عنه-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অবশ্যই আল্লাহ এমন লোকেদের দ্বারাও ইসলামকে শক্তিশালী করেন, যারা ইসলামের অনুসারী না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৩৩] সহীহ : বুখারী ৪২০৪, মুসনাদে আহমাদ ১৭২৫৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৫৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫১৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৩৯৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৫০৮।

Scanned by CamScanner

٥٨٩٣-[٢٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى إِنَّهٗ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهٗ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهٗ حَتّٰى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِيْ دَعَا اللّٰهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهٗ جَاءَنِيْ رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِيْ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهٗ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ قَالَ فِيْ مَاذَا قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهٖ إِلَى الْبِئْرِ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِيْ أُرِيتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَاسْتَخْرَجَهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৯৩-[২৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর জাদু করা হয়। ফলে তাঁর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর ধারণা হত তিনি কোন একটি কাজ করেছেন অথচ তা তিনি করেননি। এ অবস্থায় একদিন তিনি (ﷺ) আমার কাছে ছিলেন এবং আল্লাহর নিকট বার বার দু'আ করলেন। অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি অবগত হয়েছ, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে দু'জন লোক (মানব আকৃতিতে দু'জন ফেরেশতা) আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। এরপর তাদের একজন আপন সাথিকে বলল, এ লোকের অসুখটা কি? বলল, তাঁর ওপর জাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করল, কে তাকে জাদু করেছে? সে উত্তর দিল, ইয়াহূদী লাবীদ ইবনু আসাম। প্রথম লোক প্রশ্ন করল, তা কিসের সাহায্যে (করা হয়েছে?) দ্বিতীয় লোকটি বলল, চিরুনি এবং চিরুনিতে ঝরে পড়া চুলের মধ্যে এবং পুরুষ খেজুর গাছের নতুন খোলের মধ্যে। ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,) অতঃপর নাবী ﷺ তাঁর কিছু সহাবীসহ সে কূপের কাছে গেলেন। এরপর বললেন, এটাই সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। তার পানি মেহেদি নিংড়ানো। আর কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শায়ত্বনের মাথার মতো। অতঃপর তা কূপ হতে বের করে ফেলেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৩৪]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জাদু করার কারণে তাঁর কাছে কোন কাজ করা না করা নিয়ে সন্দেহ হত। কোন সময় তিনি কোন কাজ না করেই মনে করতেন যে, তিনি তা করেছেন। এটি ছিল শুধুমাত্র তাঁ জাদুকালীন সময়ে। আর তা হয়েছিল রসূল ﷺ-এর দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে। দীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হয়নি। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূল ﷺ-কে জাদু করার বিষয়টি কেউ কেউ অস্বীকার করে এই যুক্তি দিয়ে যে, এটি তাঁর নুবুওয়্যাতের পরিপন্থী এবং তাঁর মর্যাদার হানী। কিন্তু এ যুক্তিটি একেবারেই বাতিল। কারণ রসূল ﷺ-কে জাদু করার ঘটনাটি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এতে সন্দেহ করার কিছু নেই। আর জাদু করার বিষয়টি দুনিয়া সংক্রান্ত। এর সাথে নুবুওয়্যাতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ নুবুওয়্যাত সংক্রান্ত বিষয়গুলো আল্লাহ বিশেষভাবে হিফাযাত করেছেন।

উক্ত ঘটনা থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন আমাদের মতোই মাটির মানুষ। এজন্যই তাঁর মাঝে জাদু কাজ করেছে।

[৭৩৪] সহীহ : বুখারী ৫৭৬৫, মুসলিম ৪৩-(২১৮৯), ইবনু মাজাহ ৩৫৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৩৫১৯, আবূ ইয়া'লা ৪৮৮২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬৯৩৬, মুসনাদে আহমাদ ২৪৩৪৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৬১৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৯২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬৯৩৬, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩৩৭৩।

Scanned by CamScanner

কেউ কেউ বলেন, জাদুকালীন সময়ে তাঁর অনেক কিছুই ধারণা হত। কিন্তু তিনি সেগুলোকে সঠিক হিসেবে বিশ্বাস করতেন না। বরং তিনি কেবল সঠিক বিষয়কেই সঠিক বলে বিশ্বাস করতেন।

মির্‌ক্বাত প্রণেতা বলেন, এটিও হতে পারে যে, তিনি দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু দীনের বিষয় হলে তিনি সতর্ক করে সঠিক বিষয়টিই বর্ণনা করতেন।

কেউ কেউ আরো বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ শারীরিক প্রফুল্লতার কারণে মনে করতেন যে, তিনি এখন সহবাস করতে সক্ষম। কিন্তু যখন স্ত্রীর নিকটবর্তী হতেন তখন তাঁর মাঝে জাদুর প্রভাব কাজ করত। আর তিনি তাতে সক্ষম হতেন না।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূল ﷺ যেসব বিষয়ে ধারণা করতেন সেগুলো হত তাঁর চোখের দেখায়। কিন্তু আক্‌ল বা জ্ঞানের মাঝে এর কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। অতএব এটা রসূল ﷺ-এর দায়িত্বের মাঝে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

(دَعَا اللّٰهَ وَدَعَاهُ) অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন এবং দু'আ করেই চললেন। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোন কষ্টকর বিষয় এসে পড়লে সেখান থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা এবং ভালো অবস্থানের জন্য প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।

(قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ) অর্থাৎ তিনি বললেন, তা আছে যারওয়ান কূপে। তবে সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় কূপের নামটি যি-আরোয়ান নামে উল্লেখ করা হয়েছে। দু'টি নামই প্রসিদ্ধ। তবে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) যি-আরোয়ান নামটিকেই বেশি সঠিক বলেছেন। আর এটি হলো মাদীনায় অবস্থিত আবূ যুরায়ক নামক এক ব্যক্তির বাগানের কূপ।

(وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ) অর্থাৎ যেন তার খেজুরের গাছটি শায়ত্বনের মাথার মতো। এখানে এই উপমার মাধ্যমে উক্ত গাছের বিদঘুটে আকৃতির কথা বুঝানো হয়েছে। তাছাড়াও 'আরবদের মাঝে এটি প্রচলিত ছিল যে, অপ্রীতিকর কোন বিদঘুটে দৃশ্যকে তারা শায়ত্বনের মাথা বলে আখ্যায়িত করত।

আবার কেউ কেউ বলেন, বুঝানো হয়েছে বিষাক্ত ডোরাকাটা সম্পর্কে। সর্বোপরি কথা হলো, গাছটির দৃশ্য ছিল বড়ই অপ্রীতিকর। তাই সেটিকে শায়ত্বনের মাথা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এক ইয়াহূদী নাবী ﷺ-কে বেজোড় সংখ্যক তথা এগারোটি গিট দিয়ে জাদু করে এবং তা কূপে ফেলে দেয়। এতে নাবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর সূরাহ্ ফালাক্ব ও নাস নাযিল হয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٩٤ -[٢٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ لَهُ ائْذَنْ لِيْ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلٰى نَصْلِهِ إِلٰى رُصَافِهِ إِلٰى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ إِلٰى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ

Scanned by CamScanner

تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلٰى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهٗ فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهٖ حَتّٰى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلٰى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِىْ نَعَتَهٗ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ: أَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ: «فَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ إِذَا عَصَيْتُهٗ فَيَأْمَنُنِىْ اللّٰهُ عَلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِىْ» فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهٗ فَمَنَعَهٗ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৯৪-[২৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তিনি গনীমাতের সম্পদ বিতরণ করছিলেন। তখন বানী তামীম গোত্রের 'যুল খুওয়াইসিরাহ্' নামক এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ইনসাফ করুন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার প্রতি দুঃখ! আমিই যদি ইনসাফ না করি, তাহলে ইনসাফ আর করবে কে? যদি আমি ইনসাফ না করি, তবে তো তুমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্তই হলে। (অর্থাৎ তুমি ঈমানদার থাকবে না) তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার ঘাড় উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ, তার আরো কিছু সাথি আছে তোমাদের কেউ স্বীয় সলাতকে তাদের সলাতের সাথে এবং নিজের সিয়ামকে তাদের সিয়ামর সাথে তুলনা করলে নিজেদের সলাত সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা দীন ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে পড়বে, যেমন তীর শিকার ছেদ করে বের হয়ে পড়ে। অতঃপর সে (শিকারী) তীরের বাঁট হতে ধারালো মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে। (কোথাও কোন কিছু লেগে আছে কিনা?) কিন্তু তাতে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারের নাড়িভুঁড়ি ও রক্ত-মাংস ভেদ করে গেছে। তাদের এক লোকের চিহ্ন হবে কালো বর্ণের, তার বাহুদ্বয়ের কোন এক বাহুর উপরে স্ত্রীলোকের স্তনের মতো ফুলা। অথবা বলেছেন, মাংসের একটি খণ্ডের মতো উঠে থাকবে, যা নাড়তে থাকবে এবং তারা উত্তম একটি দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হবে। বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ কথাগুলো আমি সরাসরি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই দলের খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। যুদ্ধ শেষে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে) ঐ লোকটির খোঁজ নিতে নির্দেশ করেন। অতএব সন্ধান করে এক লোককে আনা হলো। বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তাকে লক্ষ্য করে দেখেছি, ঐ লোকটির সম্পর্কে নাবী ﷺ যে চিহ্নসমূহ বলেছিলেন, তার মধ্যে সে সমস্ত চিহ্নগুলো বিদ্যমান ছিল।

অপর এক বর্ণনাতে আছে- (গনীমাতের সম্পদ বণ্টনের বিষয়ে) এমন এক লোক তাঁর সম্মুখে আসলো, যার চক্ষু দু'টি ছিল কোটরাগত, কপাল উঁচু– সামনের দিকে বের হয়ে রয়েছে, দাড়ি ছিল ঘন, গণ্ডদ্বয় ছিল ফুলা আর মাথা ছিল ন্যাড়া। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় কর। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, আমিই

Scanned by CamScanner

যদি নাফরমানি করি, তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুনিয়াবাসীর ওপর আমানাতদার বানিয়েছেন। আর তোমরা কি আমাকে আমানাতদার মনে করো না? এ সময় এক লোক এ লোককে হত্যা করার জন্য (নাবী ﷺ-এর কাছে) অনুমতি চাইলেন; কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। উক্ত লোকটি যখন চলে গেল, তখন নাবী ﷺ বললেন, এ লোকের পরবর্তী বংশধরের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন-ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শিকার হতে তীর বের হয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরেকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজারীদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে রাখবে। যদি আমি তাদের নাগাল পেতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সকলকে 'আদ জাতির মতো হত্যা করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৩৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ জি'রানাহ্ নামক স্থানে খায়বার যুদ্ধে পাওয়া গনীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন বানূ তামীম গোত্রের যুল খুওয়াইসারাহ্ নামক এক ব্যক্তি আসলো। সে ছিল একজন মুনাফিক্ব এবং খাওয়ারিযদের প্রধান। সেই খাওয়ারিযদের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল 'আলী رضي الله عنه-এর যুগে। সে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ইনসাফ করুন।

অথচ রসূল ﷺ মানুষের অভাব বুঝে তাদের প্রয়োজন অনুপাতে ইনসাফের সাথে গনীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন। তারপরেও যখন সে আল্লাহর রসূলকে এই কথা বলল তখন তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন তোমার বরবাদী হোক। আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে কে ইনসাফ করবে।

সেই স্থানে 'উমার رضي الله عنه-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অনুমতি দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে অনুমতি না দিয়ে ছেড়ে দিতে বললেন।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, রসূল ﷺ-কেনো তাকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন। অথচ তিনি বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে হত্যা করব।

এর উত্তরে এভাবে বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছার কথা বলেছেন তাদেরকে হত্যা করার বৈধতা দেয়ার জন্য। আর তিনি অন্য কারণে তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছেন। সেটি হলো যে, মুশরিকরা বলাবলি করবে যে, মুহাম্মাদ নিজের সাথিদেরকেও হত্যা করে।

আকমাল এ বিষয়টির সাথে আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করেন। আর তা হলো, রসূল ﷺ তাকে হত্যা না করার কারণে তাঁর উত্তম চরিত্রের আরো ব্যাপক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কারণ তিনি নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নেননি। অথচ সে তাকেই হীন চোখে লক্ষ্য করে বলেছে, হে মুহাম্মাদ! আপনি ইনসাফ করুন। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। অপর বর্ণনায় আছে, সে বলেছেন, এই বণ্টনের মাঝে কোন ধরনের ইনসাফ করা হয়নি। একজন রসূলের ব্যাপারে এ জাতীয় কথা সত্যিই অনেক বেদনাদায়ক, যা সহ্য করার মতো নয়। তারপরেও তিনি (ﷺ)া ধৈর্যধারণ করেছেন।

(يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ) অর্থাৎ তারা কুরআন পড়বে। এখানে বুঝানো হয়েছে তারা দীর্ঘ সময় কুরআন তিলাওয়াত করবে। মদ, মাখরাজ, তাজবীদ, তারতীল সবকিছুর প্রতিই তারা খুব বেশি লক্ষ্য রাখবে এবং এই ক্ষেত্রে তারা অতিরঞ্জন করবে।

(لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ) অর্থাৎ তা তাদের কণ্ঠনালীকেও অতিক্রম করবে না। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের পঠিত বিষয় তাদের কণ্ঠনালীকে অতিক্রম করবে না। কিন্তু এখানে এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের 'আমাল উপরে উঠবে না এবং তাদের কুরআন তিলাওয়াত কবূলও হবে না।

---

[৭৩৫] সহীহ : বুখারী ৩৬১০, মুসলিম ১৪৮-(১০৬৪), সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৫৬০।

Scanned by CamScanner

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের কুরআন তিলাওয়াত করাটা তাদের জিহ্বাকে অতিক্রম করে হৃদয়ে পৌছবে না এবং সেই তিলাওয়াতে তাদের হৃদয়ের কোন পরিবর্তনও ঘটবে না।

(يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ...) অর্থাৎ তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেভাবে ধনুক তীর থেকে বের হয়ে যায়। এর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে– (১) তারা তীরের গতিতে ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে। (২) তারা তীরের গতিতে মুসলিমদের দল থেকে বের হয়ে যাবে।

তাদের বের হয়ে যাওয়াকে এখানে তীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে এটি বুঝানোর জন্য যে, তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর ধনুকে যেমন তীরের কোন চিহ্ন থাকে না। ঠিক তাদেরও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওযার পর তাদের মাঝে ইসলামের কোন চিহ্ন থাকবে না।

(وَيَخْرُجُوْنَ عَلٰى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ) অর্থাৎ তারা সর্বোত্তম দলের বিরুদ্ধে বের হয়ে পড়বে। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এখানে সর্বোত্তম দল বলে বুঝানো হয়েছে 'আলী رضي الله عنه এবং তার সাথিদেরকে।

(إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمًا...) অর্থাৎ নিশ্চয় এই ব্যক্তির ভিতর থেকে এমন এক সম্প্রদায়... এর ব্যাখ্যায় তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যারা হাদীসের এই অংশ থেকে মনে করেন যে, তার থেকে যারা জন্মগ্রহণ করবে তারাই পরবর্তীতে খাওয়ারিয হবে। তারা আসল বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। কারণ নাবী ﷺ কর্তৃক তাকে এ কথা বলার সময় থেকে খাওয়ারিযদের প্রথম প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত এটি সম্ভব নয়। কেননা খাওয়ারিযদের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল 'আলী رضي الله عنه-এর শাসন আমলে। অতএব, রসূল ﷺ কর্তৃক যুল খুওয়াইসারার উদ্দেশে উক্ত কথা বলার সময় থেকে 'আলী رضي الله عنه-এর শাসন 'আমাল পর্যন্ত যে সময়ের ব্যবধান আছে সেই সময়ের মধ্যে শুধু যুল খুওয়াইসারার সন্তানদের সংখ্যা এত বেশি পরিমাণে হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে অনিবার্য কারণেই অন্য ব্যাখ্যা নিতে হবে। আর তা হলো হাদীসে তার ভিতর বলতে বুঝানো হয়েছে, তার মতাদর্শের।

অতএব যারা সর্বপ্রথম 'আলী رضي الله عنه-এর শাসন আমলে খাওয়ারিয হিসেবে বের হয়ে যায় তারা ছিল যুল খুওয়াইসারার মতাদর্শের লোক।

(يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ) অর্থাৎ তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, যারা খাওয়ারিযদের কাফির বলে তারা এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। আর ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া বলতে বুঝায় পরিপূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়াকে অথবা ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়াকে।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া।

(لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) অর্থাৎ যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে 'আদ জাতির মতো হত্যা করব।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, তাদেরকে 'আদ জাতির মতো হত্যা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'আদ জাতিকে যেভাবে প্রবল বায়ু দিয়ে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে ঠিক রসূল ﷺ তাদেরকেও সমূলে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, খাওয়ারিযদের হত্যা করা বৈধ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

Scanned by CamScanner

٥٨٩٥ -[٢٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّيْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِيْ فِيْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ: ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ». فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٍ فَسَمِعَتْ أُمِّيْ خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتْ فَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ مِنَ الْفَرَحِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَقَالَ خَيْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮৯৫-[২৮] আবূ হুরায়রাহ্ রضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বদা আমার মাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতাম, কেননা তিনি ছিলেন মুশরিকা। এমনি একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলে তিনি আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে এমন কিছু শুনালেন, যা আমার কাছে বড়ই খারাপ লেগেছে। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং কেঁদে কেঁদে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আবূ হুরায়রাহ্-এর মাকে হিদায়াত করেন। তখন তিনি (ﷺ) এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আবূ হুরায়রাহ্-এর মাকে হিদায়াত নসীব কর।' (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বলেন) নাবী ﷺ-এর দু'আ শুনে আমি আনন্দে বের হয়ে (বাড়ির দিকে) ফিরলাম। অতঃপর আমি আমার মায়ের ঘরের দরজায় পৌছে দেখলাম, দরজাটি বন্ধ। আমার মা আমার পায়ের আওয়াজ শুনে বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! তুমি তোমার স্থানে একটু অপেক্ষা কর। অতঃপর আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। অতএব তিনি গোসল করে জামা-কাপড় পরিধান করলেন এবং তাড়াহুড়া করে ওড়না পরতে পরতে এসে দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল।' সাথে সাথে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলাম এবং খুশিতে আমি কাঁদছিলাম। তখন তিনি (ﷺ) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন এবং কল্যাণকর কথা বললেন। (মুসলিম)[৭৩৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর মায়ের জন্য দু'আ করার পর যখন তার মা ইসলাম গ্রহণ করল তখন সে রসূল ﷺ-এর কাছে আসলো। আসার পর তিনি আবূ হুরায়রাকে ভালো ও কল্যাণের কথা বললেন। আরো বললেন, তোমার মায়ের ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তুমিও কল্যাণ লাভ করেছ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٩٦ -[٢٩] وَعَنْهُ إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ وَإِنَّ إِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَتِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَلْءِ بَطْنِيْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا: «لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتّٰى أَقْضِيَ مَقَالَتِيْ هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلٰى صَدْرِهِ فَيَنْسٰى مِنْ مَقَالَتِيْ شَيْئًا أَبَدًا» فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ

[৭৩৬] সহীহ : মুসলিম ১৫৮-(২৪৯১), মুসনাদে আহমাদ ৮২৪২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৫৯৮।

Scanned by CamScanner

غَيْرَهَا حَتّٰى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلٰى صَدْرِيْ فَوَالَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৯৬-[২৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর কোন কোন সমালোচকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা বলে থাক, আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করে থাকে। অথচ আল্লাহর সামনে সকলকে উপস্থিত হতে হবে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময় বাজারে ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমার আনসারী ভাইয়ের বাগানে-খামারে লিপ্ত থাকতেন। আর আমি ছিলাম একজন দরিদ্র লোক। তাই আমি পেটে যা জুটে তার উপর তৃপ্ত থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত থাকতাম। একদিন নাবী ﷺ বললেন, আমার এ উক্তি (বিশেষ দু'আ) শেষ হওয়া অবধি তোমাদের যে কেউ তার কাপড় (চাদর) প্রসারিত রাখবে এবং আমার কথা শেষ হওয়ার পর তা গুটিয়ে স্বীয় বুকের সাথে জড়িয়ে নেবে, সে আমার কোন উক্তি কখনো ভুলবে না। (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ কথা শুনার পর) আমি আমার চাদরখানা প্রসারিত করে দিলাম, তা ব্যতীত আমার কাছে অন্য কোন কাপড় ছিল না। পরিশেষে নাবী ﷺ কথা বলা শেষ করলে আমি তাকে আমার বুকের সাথে চেপে ধরলাম। সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি তাঁকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, সে সময় হতে আজ অবধি তাঁর কোন কথা আর আমি ভুলিনি। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৩৭]

ব্যাখ্যা : লোকেরা আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে বলাবলি করত যে, আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ থেকে বেশি বেশি বর্ণনা করে। তাই তিনি নিজেই তার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, (وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ) অর্থাৎ আল্লাহর কাছেই রয়েছে তার জন্য নির্ধারিত সময়। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমি কম করি বা বেশি করি এ ব্যাপারে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহই আমার থেকে হিসাব নিবেন। বিশেষ করে যদি তা আল্লাহর রসূলের ব্যাপারে হয় তাহলে তো বিষয়টি আরো কঠিন হবে।

তাছাড়াও রসূলুল্লাহ ﷺ অন্য হাদীসে বলেন, «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে বানিয়ে কোন মিথ্যা বলল, সে যেন তার জায়গা জাহান্নাম বানিয়ে নিলো।

এ হাদীসে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আল্লাহর রসূল থেকে তিনি বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর কারণ হলো, অন্যান্য মুহাজির সহাবীরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্য করত আর আনসার সহাবীরা কৃষিকাজ করত। কিন্তু আমি এসব কোনটিই করতাম না। বরং সর্বদা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে পরে থাকতাম। আর তিনি (ﷺ) যখনই কোন হাদীস বলতেন আমি তা শুনে মুখস্থ করে নিতাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٩٧ -[٣٠] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَا تُرِيحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟» فَقُلْتُ: بَلٰى وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلٰى صَدْرِيْ حَتّٰى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِيْ بَعْدُ فَانْطَلَقَ فِيْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَارِسًا مِنْ أَحْمَسَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৭৩৭] সহীহ : বুখারী ১১৮, মুসলিম ১৬০-(২৪৯৩), আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৮৬৭।

Scanned by CamScanner

৫৮৯৭-[৩০] জারীর ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খলাসাহ্ (ইয়ামামার একটি মন্দির) হতে শান্তি দেবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয়। আর আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমি ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে বসতে পারতাম না। অতএব আমি এ কথাটি নাবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম, তখন তিনি আমার বুকের উপর তাঁর হাত মারলেন। এমনকি তাঁর আঙ্গুরের নিশানগুলো আমি আমার বুকের উপর দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি এই বলে আমার জন্য দু‘আ করলেন, হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখ এবং তাকে হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াতলাভকারী বানিয়ে দাও। এরপর হতে আমি আর কখনো ঘোড়া হতে পড়ে যাইনি। অতঃপর জারীর (কুরায়শ বংশীয়) আহমাস গোত্রের দেরশত অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং যুল খলাসাহ্ গৃহটিকে আগুন দ্বারা পুড়ে ও ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৩৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে ذِى الْخَلَصَةِ (যুল খলাসাহ্) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

যুল খলাসাহ্ ছিল খস্‘আম নামক এক ব্যক্তির ঘর। যে ঘরকে ইয়ামামার কা‘বাহ্ বলা হত। আর সেই ঘরে ছিল খলাসাহ্ নামক এক মূর্তি। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٩٨ -[٣١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ». فَأَخْبَرَنِىْ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهُ أَتَى الْأَرْضَ الَّتِىْ مَاتَ فِيهَا فَوَجَدَهُ مَنْبُوذًا فَقَالَ: مَا شَأْنُ هٰذَا؟ فَقَالُوا: دَفَنَّاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৯৮-[৩১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর ওয়াহী লিখত। পরে সে ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিশলো। তখন নাবী ﷺ বললেন, নিশ্চয় মাটি তাকে গ্রহণ করবে না। বর্ণনাকারী (আনাস (রাঃ) বলেন) আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) আমাকে বলেছেন, ঐ লোকটি যে স্থানে মরেছে, তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পান, তার (মৃত দেহটি) জমিনের উপর পড়ে রয়েছে। তখন তিনি লোকজনকে প্রশ্ন করলেন, এ লোকটির এ অবস্থা কেন? তারা বলল, আমরা কয়েকবার তাকে দাফন করেছিলাম; কিন্তু জমিন তাকে গ্রহণ করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৩৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ) অর্থাৎ এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর জন্য লেখালেখি দিতো। তারপর সে মুরতাদ হয়ে যায়। উক্ত ব্যক্তির নামের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তার কোন নাম জানা যায় না।

আবার কেউ কেউ বলেন, তার নাম হলো ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবুস্ সার্‌হ। কিন্তু এটি ভুল। কারণ তিনি মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। যদিও তিনি পূর্বে খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ও আ-লি ‘ইমরা-ন শিখেছেন। যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় সে আবার মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ব্যাপারে এই অপবাদ দিয়েছিল যে, আমি

---

[৭৩৮] সহীহ : বুখারী ৩০২০, মুসলিম ১৩৫-(২৪৭৫), ইবনু মাজাহ ১৫৯, মুসনাদে আহমাদ ১৯২২৭, মুসনাদুল হুমায়দী ৮০১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২০১, শু‘আবুল ঈমান ৮০৪৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০৩৫৮, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২২০৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৫৫।

[৭৩৯] সহীহ : বুখারী ৩৬১৭, মুসলিম ১৪-(২৭৮১), মুসনাদে আহমাদ ১২২৩৬, আস্ সুনানুস্ সুগরা ১০২৮, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৩৩২।

Scanned by CamScanner

যা লিখি মুহাম্মাদ শুধু তাই জানে। অন্য কিছু জানতে পারে না। পরে রসূল ﷺ তার ব্যাপারে বলেন, মাটি তাকে গ্রহণ করবে না।

মির্‌ক্বাত প্রণেতা বলেন, সে যখন মৃত্যুবরণ করল তখন তার লোকেরা তাকে দাফন করল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, জমিন তাকে উপরে তুলে রেখেছে। তখন তার লোকেরা বলল, এটি মুহাম্মাদ ও তাঁর সহাবীদের কাজ। তাই তারা আবারো গভীর গর্ত করে তাকে দাফন করল। কিন্তু তারপরেও দেখা গেল যে, জমিন তাকে উপরে তুলে রেখেছে।

অতঃপর তারা বুঝতে পারল যে, এটি কোন মানুষের কাজ নয়। তাই তারা তাকে মাটির উপরেই ফেলে রেখে দিলো। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٨٩٩ - [٣٢] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮৯৯-[৩২] আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ সূর্যাস্তের পর বাইরে আসলে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, এটা ইয়াহূদীদের আওয়াজ, তাদেরকে ক্ববরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ একটি আওয়াজ শুনলেন। সেটি কিসের আওয়াজ ছিল? তা নিয়ে মির্‌ক্বাত প্রণেতা বলেন, এটি হতে পারে ‘আযাবের মালাকের (ফেরেশতার) আওয়াজ অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত ইয়াহূদীদের আওয়াজ কিংবা ‘আযাব সংঘটিত হওয়ার আওয়াজ।

এ হাদীস থেকে ক্ববরে শাস্তির বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। সাথে সাথে আরেকটি বিষয় জানা যায় যে, এটি ছিল রসূল ﷺ-এর বিশেষ মু‘জিযাহ্। কারণ তাঁর কাছে ইয়াহূদীদের ক্ববরের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। আর সেটি হলো একটি পরজাগতিক বিষয়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٠٠ - [٣٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثَتْ هٰذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ». فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯০০-[৩৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ কোন এক সফর হতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি মাদীনার কাছাকাছি হতেই এমন প্রবলভাবে ধূলিঝড় প্রবাহিত হলো যে, আরোহীকে পুঁতে ফেলার উপক্রম হলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন এক বড় মুনাফিক্বের মৃত্যুতেই এ ঝড় প্রবাহিত করা হয়েছে। অতঃপর মাদীনার ভিতরে প্রবেশ করে জানতে পারলেন যে, মুনাফিক্বদের এক বড় নেতার মৃত্যু ঘটেছে। (মুসলিম)[৭৪১]

---

[৭৪০] সহীহ : বুখারী ১৩৭৫, মুসলিম ৬৯-(২৮৬৯), নাসায়ী ২০৫৯, মুসনাদে আহমাদ ২৩৫৮৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ২১৮৬।

[৭৪১] সহীহ : মুসলিম ১৫-(২৭৮২), মুসনাদে আহমাদ ১৪৪১৮, মুসনাদে ‘আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১০২৯, আবূ ইয়া‘লা ২৩০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫০০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : যে মুনাফিক্ব মৃত্যুবরণ করেছিল তার নামের ব্যাপারে যেমন ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য আছে ঠিক কোন সফর থেকে আল্লাহর নাবী ফিরছিলেন তা নিয়েও মতানৈক্য আছে।

কেউ কেউ বলেন, সেই মুনাফিক্বের নাম ছিল রিফা'আহ্ ইবনু দুরায়দ। আর সফর ছিল তাবূক যুদ্ধের সফর। আবার কেউ কেউ বলেন, সেই মুনাফিক্বের নাম ছিল রাফি'। আর সফর ছিল বানূ মুস্তালিক যুদ্ধের। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٠١ -[٣٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا
لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ: مَا نَحْنُ هٰهُنَا فِي شَيْءٍ وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِي الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتّٰى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا» ثُمَّ قَالَ:
«ارْتَحِلُوا» فَارْتَحَلْنَا وَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتّٰى
أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يُهَيِّجُهُمْ قَبْلَ ذٰلِكَ شَيْءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯০১-[৩৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে মাক্কাহ্ হতে মাদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। পরিশেষে আমরা 'উসফান নামক স্থানে পৌছলে তিনি (ﷺ) এখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। তখন লোকেরা (মুনাফিক্বগণ) বলল, এখানে অনর্থক আমাদের পড়ে থেকে কি লাভ? অথচ আমাদের পরিবার-পরিজন পিছনে রয়েছে। আমরা তাদের ক্ষেত্রে আশঙ্কামুক্ত নই। এ কথাটি নাবী ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মাদীনার এমন কোন রাস্তা বা গলি নেই, যেখানে তোমাদের প্রত্যাগমন অবধি দু' দু'জন মালাক (ফেরেশতা) তাকে পাহারা দিচ্ছে না। অতঃপর তিনি (ﷺ) রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই আমরা রওয়ানা হয়ে মাদীনায় এসে পৌছলাম। সে সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর নামে শপথ করা হয়, আমরা মাদীনায় প্রবেশ করে তখনো আমাদের হাওদা খুলে মাল-সামান নামিয়ে রাখিনি, এমন সময় আকস্মাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু গাত্বফান বংশধরের অতর্কিত আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসল। অথচ আমাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কিছুই তাদেরকে আক্রমণের জন্য উস্কানি দেয়নি। (মুসলিম)[৭৪২]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'উসফান' নামক জায়গাটি মাক্কাহ্ থেকে দুই মঞ্জীল (স্টেশন) দূরে অবস্থিত। জনৈক ব্যাখ্যাকারী বলেন, 'উসফান হলো মাদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা।

আযহার গ্রন্থের লেখক বলেন, এ পরিচয়টি ভুল। বরং সঠিক কথা হলো তা মাক্কাহ্ থেকে দুই স্টেশন দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন তখন কিছু মুনাফিক্ব এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরা বলাবলি করতে লাগল যে, আমাদের বাড়ীতে পুরুষবিহীন মহিলারা অবস্থান করছে। তাদের ব্যাপারে আমাদের আশংকা হচ্ছে।

(حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتّٰى أَغَارَ عَلَيْنَا) অর্থাৎ আমরা মাদীনায় প্রবেশ করা মাত্রই বানূ 'আবদুল্লাহ ইবনু গাত্বফান হামলা করে বসল। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন : এখান থেকে বুঝা যায় যে, মাদীনায় পুরুষদের অনুপস্থিতিকালে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) তাদের বাড়ির লোকেদেরকে পাহারা দিয়ে রেখেছিল। অতএব যখন পুরুষেরা মাদীনায় পৌছল তখন মালায়িকাহ্ চলে গেলেন। তারপর বানূ 'আবদুল্লাহ ইবনু গাত্বফান-এর লোকেরা হামলা করল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৭৪২] সহীহ : মুসলিম ৪৭৫-(১৩৭৫), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২৭৪।

Scanned by CamScanner

٥٩٠٢ - [٣٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرٰى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهٖ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ ﷺ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى وَقَامَ ذٰلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهٗ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهٖ إِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِيْ قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِيْ فِي الشَّمْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯০২-[৩৫] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সময় একবার লোকেরা দুর্ভিক্ষে কবলিত হলো। এমতাবস্থায় একদিন নাবী (ﷺ) জুমু'আর দিন খুত্‌বাহ্ দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন অনাহার থাকছে, তাই আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দু'আ করুন। তখনই তিনি (ﷺ) (দু'আর জন্য) দু' হাত উঠালেন, অথচ সে সময় আকাশে কোন মেঘের টুকরা আমরা দেখতে পাইনি। ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তিনি (ﷺ) এখনও হাত নামাননি হঠাৎ পাহাড়ের মতো মেঘমালা ছুটে আসলো। অতঃপর তিনি (ﷺ) তখনো মিম্বার হতে নামেননি। আমি দেখতে পেলাম তাঁর দাড়ির উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়া শুরু হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন, তার পরের দিন, তার পরবর্তী দিন, এমনকি পরবর্তী জুমু'আহ্ অবধি একনাগাড়ে আমাদের উপর বর্ষণ হতে থাকল। অতঃপর উক্ত বেদুঈন কিংবা অন্য এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ঘরগুলো ভেঙ্গে পড়ছে, ধন-সম্পদসমূহ ডুবে গেছে। অতএব আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দু'আ করুন যেন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি (ﷺ) হাতদ্বয় উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়; বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। এই বলে তিনি (ﷺ) হাত দ্বারা আকাশের যেদিকে ইশারা করলেন সাথে সাথেই সেদিকের মেঘ কেটে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সমগ্র মাদীনাহ্ কুণ্ডলীর মতো একটি মেঘ-শূন্য স্থানে পরিণত হলো। আর উপত্যকার নালাসমূহ একাধারে এক মাস যাবৎ প্রবাহিত থাকল।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন যেদিক হতে যে লোকই আসত, সে এ অত্যধিক বৃষ্টি বর্ষণের কথাই আলোচনা করত। অপর এক বর্ণনায় আছে– তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) দু'আ করতে করতে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়; বরং আমাদের আশপাশে। হে আল্লাহ! টিলার উপরে, পাহাড়ের গায়ে, উপত্যকা এলাকায় এবং বৃক্ষের পাদদেশে বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা রৌদ্রের মাঝে (মাসজিদ হতে) ফিরে গেলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪৩]

[৭৪৩] সহীহ : বুখারী ৯৩৩, মুসলিম ৯-(৮৯৭), নাসায়ী ১৫১৫, ইবনু মাজাহ ১২৬৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৭৯, ইরওয়া ৪১৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ২০৫৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৪৯১০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯২২৫,

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে উল্লেখিত (اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করুন। আমাদের ওপর আর বর্ষণ করেন না।

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এ কথার অর্থ হলো। হে আল্লাহ! আপনি উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার জায়গায় বৃষ্টি বর্ষণ করুন। ঘর-বাড়ির উপর বর্ষণ করবেন না।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো, আপনি কৃষি জমিতে বর্ষণ করুন। ঘর-বাড়ির উপর বর্ষণ করুন না।

(وَسَالَ الْوَادِيْ قَنَاةُ شَهْرًا) অর্থাৎ ক্বনাহ্ উপত্যকায় দিয়ে একমাসের মতো বর্ষণ প্রবাহিত হলো। এখানে উল্লেখিত শব্দ قَنَاةُ-এর পরিচয় নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- কিরমানী বলেন, قَنَاةُ একটি জায়গার নাম।

কেউ কেউ বলেন, এটি হলো সেই উপত্যকার নাম যেখানে হামযাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ক্ববর রয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এটি হলো বর্শা পরিমাণ উঁচু একটি উপত্যকার নাম।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি বৃষ্টি এতই বেশি হয় যে, তাঁর কারণে মানুষদের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা মুস্তাহাব। কিন্তু সেজন্য খোলা মাঠে সমবেত হয়ে একসাথে সলাত আদায় করা এবং দু'আ করা শারী'আতসম্মত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٠٣ -[٤٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ إِلٰى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوٰى عَلَيْهِ صَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِيْ كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتّٰى كَادَتْ تَنْشَقُّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يُسَكَّتُ حَتّٰى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلٰى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯০৩-[৩৬] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জুমু'আর খুত্ববাহ্ দেয়ার সময় মাসজিদের খুঁটিসমূহের মধ্যে খেজুর গাছের একটি কাণ্ডের সাথে টেক দিয়ে খুত্ববাহ্ দিতেন। অতঃপর যখন তাঁর জন্য মিম্বার তৈরি হলো, তখন তিনি (ﷺ) তাতে (খুত্ববার জন্য) দাঁড়ালেন। সে সময় উক্ত কাণ্ডটি– যার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি (ﷺ) খুত্ববাহ্ দিচ্ছিলেন, অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল। এমনকি (শোকে ও দুঃখে) তা টুকরা টুকরা হওয়ার উপক্রম হলো। তখন নাবী ﷺ মিম্বার হতে নেমে এসে খেজুর গাছটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। গাছটি তখন ঐ শিশুর মতো কাঁদতে লাগল, যে শিশুকে (আদর-সোহাগ করে) চুপ করানো হয়। অবশেষে তা স্থির হলো। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা যা কিছু তা শুনত, এখন শুনতে না পেয়ে তা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। (বুখারী)[৭৪৪]

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যে কথা ও আলোচনা শুনত তা না শুনতে পারার কারণে সে কেঁদে ফেলল।

মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১২৮২, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৩৫৬, মুসনাদে আহমাদ ১২০৩৮, আবূ ইয়া'লা ৩৩৩৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৪২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৯২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৮১৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৫২৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৯২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৬৬, আদাবুল মুফরাদ ৬১২।

[৭৪৪] সহীহ : বুখারী ২০৯৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৯০৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৫০৯, শাফি'ঈ ২৭৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ১৭৪০।

Scanned by CamScanner

মির্‌ক্বাত প্রণেতা বলেন, আলোচনা শুনার দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো আলোচনাকারী তথা নাবী ﷺ-এর নৈকট্য। আর নতুন করে মিম্বার তৈরি করার কারণে যেহেতু রসূল ﷺ সেখান থেকে সরে অন্য জায়গায় দাঁড়ানো শুরু করেছেন। তাই খেজুর বৃক্ষের সেই কাণ্ডটি তার বিচ্ছেদে কাঁদতে শুরু করল। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٠٤ - [٣٧] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ «لَا اسْتَطَعْتَ». مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلٰى فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯০৪-[৩৭] সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া' رضي الله عنه হতে বর্ণিত। এক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে বাম হাতে খাচ্ছিল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি তোমার ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। তিনি (ﷺ) বললেন, ডান হাতে খাওয়ার সাধ্য তোমার না হোক। আসলে সে অহংকারবশত ডান হাতে খাওয়া হতে বিরত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই অভিশাপ বাক্যে সে আর কোনদিনই তার ডান হাত আপন মুখের কাছে নিতে পারেনি। (মুসলিম)[৭৪৫]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রসূল ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে বললেন, তাহলে তুমি যেন আর না পারো। এটি ছিল ঐ ব্যক্তির জন্য বদ্‌দু'আ।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেউ যদি বলে যে, রসূল ﷺ কেন তার জন্য বদ্‌দু'আ করলেন অথচ তিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমাতস্বরূপ। তার উত্তর হলো, রসূল তার জন্য এমনিতেই বদ্‌দু'আ করেননি। বদ্‌দু'আ করেছেন তার অহংকারের জন্য। যেহেতু সে তার ডান হাত ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল। তারপরেও সে অহংকারের কারণে বলেছে, আমি পারবো না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٠٥ - [٣٨] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا وَكَانَ يَقْطِفُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هٰذَا بَحْرًا». فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يُجَارٰى.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯০৫-[৩৮] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একবার মাদীনাবাসী (শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায়) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, তখন নাবী ﷺ আবূ ত্বলহাহ্ رضي الله عنه-এর একটি অতি ধীরগতি অশ্বে আরোহণ করলেন (এবং মাদীনায় পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে) ফিরে এসে বললেন, তোমাদের এ ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্র-স্রোতের মতো দ্রুতগামী পেয়েছি।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে কোন ঘোড়াই আর তার সাথে চলতে পারত না। অপর এক বর্ণনায় আছে, সে দিনের পর হতে কোন ঘোড়াই তার আগে যেতে পারত না। (বুখারী)[৭৪৬]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً) অর্থাৎ একবার মাদীনাবাসীরা ভয় পেয়ে গেল। মির্‌ক্বাত প্রণেতা বলেন, তাদের ভয় পাওয়ার কারণ ছিল মাদীনায় দুইশত শত্রু কর্তৃক আক্রমণ হওয়ার ভয় ছিল। যখন এই আক্রমণের ব্যাপারে শোরগোল তৈরি হলো তখন আল্লাহর রসূল ﷺ সবার আগে গিয়ে ঘটনাটি দেখে আসেন। এর মাধ্যমে রসূল ﷺ-এর ব্যাপক সাহস ও বীরত্বের কথাও বুঝা যায়। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৪৫] সহীহ : মুসলিম ১০৭-(২০২১), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৪৪৫, দারাকুত্বনী ৫৩।

[৭৪৬] সহীহ : বুখারী ২৮৬৭, মুসনাদে আহমাদ ১৩৭৭৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৩৭০।

Scanned by CamScanner

٥٩٠٦ - [٣٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلٰى غُرَمَائِهٖ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ لِي: "اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهٗ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّهُمْ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأٰى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي أَصْحَابَكَ». فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتّٰى أَدَّى اللّٰهُ عَنْ وَالِدِي أَمَانَتَهٗ وَأَنَا أَرْضٰى أَنْ يُؤَدِّيَ اللّٰهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلٰى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللّٰهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا وَحَتّٰى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯০৬-[৩৯] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর ওপর ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর পাওনাদারদেরকে ঋণের পরিবর্তে খেজুর নিতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করল। তখন আমি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আপনি ভালোভাবে জানেন যে, আমার পিতা ('আবদুল্লাহ) উহুদের দিন শাহীদ হয়েছেন এবং বহু ঋণ রেখে গেছেন। অতএব আমার একান্ত বাসনা, সে সমস্ত পাওনাদারগণ আপনাকে উপস্থিত দেখুক। তখন তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন, তুমি যাও এবং প্রত্যেক প্রকারের খেজুরকে পেড়ে পৃথক পৃথকভাবে স্তূপীকৃত কর। অতএব আমি তাই করলাম। অতঃপর তাঁকে ডেকে আনলাম। পাওনাদারগণ যখন নাবী ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন তারা আমার ওপর আরো অধিক ক্ষেপে গেল এবং সেই মুহূর্তেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করল। তাদের এ আচরণ দেখে নাবী ﷺ স্তূপীকৃত খেজুরের চতুর্দিকে তিনবার চক্কর দিলেন। পরে স্তূপের উপর বসে বললেন, তোমার পাওনাদারগণকে ডাক। এরপর রসূল ﷺ নিজ হাতে তাদেরকে মেপে মেপে দিতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার পিতা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। জাবির رضي الله عنه বলেন, অথচ আমি এর উপরই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমার পিতার দায়িত্ব পরিশোধ করে দেন এবং আমার বোনদের জন্য রাখা আল্লাহ খেজুরের স্তূপ থেকে যেন একটি খেজুরও না নেয়া লাগে। একটি সকল স্তূপকেই পূর্বাবস্থায় রাখলেন। এমনকি তাকিয়ে দেখলাম যে স্তূপের উপর নাবী ﷺ বসেছিলেন, তা হতে একটি খেজুরও কমেনি। (বুখারী)[৭৪৭]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে জাবির رضي الله عنه-এর আবেদনে রসূলুল্লাহ ﷺ তার শস্য মারার জায়গায় গেলেন। গিয়ে দেখছিলেন, ঋণদাতা ব্যক্তিরা যেন জাবিরকে আক্রমণ করে বসবে। আর সেই ঋণদাতারা ছিল ইয়াহূদী। নাবী ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা তার প্রতি একটু সহনশীল হও। কিন্তু তারা তাঁর কথায় অক্ষমতা প্রকাশ করল এবং ঋণ কমিয়ে নিবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলো। তারপর রসূল ﷺ বারাকাতের দু'আ করলেন এবং সেখান থেকে ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। তাদেরকে সেখান থেকে খেজুর দিয়ে দেয়ার পর দেখা গেল যে, প্রথমে যে পরিমাণ খেজুর থেকে দেয়া শুরু করেছিলেন। শেষে ঐ পরিমাণ খেজুরই রয়ে গেল। এটি ছিল রসূল ﷺ-এর বিশেষ একটি মু'জিযাহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٠٧ - [٤٠] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأُدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا

[৭৪৭] সহীহ : বুখারী ২৭৮১, নাসায়ী ৩৬৩৬, ইরওয়া ১৪২১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৪৬৩।

Scanned by CamScanner

زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدُمَ بَيْتِهَا حَتّٰى عَصَرَتْهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «عَصَرْتِيهَا» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯০৭-[৪০] উক্ত রাবী (জাবির (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু মালিক (রাঃ) হাদিয়্যাহ্ হিসেবে নাবী ﷺ-এর কাছে তার একটি চামড়ার পাত্রে ঘি পাঠাতেন। পরে তার সন্তানেরা এসে (রুটি খাওয়ার জন্য) তরকারি চাইলে যখন তাদের কাছে কিছুই থাকত না, তখন উম্মু মালিক (রাঃ) ঐ পাত্রটি নিতেন, যেটির দ্বারা তিনি নাবী ﷺ-কে হাদিয়্যাহ্ পাঠাতেন এবং তাতে ঘি পেয়ে যেতেন। এমনকি সেই হতে সর্বদা উম্মু মালিক (রাঃ)-এর ঘরে সেই ঘি তরকারি হিসেবে ব্যবহার হত। একদিন উম্মু মালিক (রাঃ) ঘিয়ের এ পাত্রটি নিংড়িয়ে নিলেন। (সেদিন হতে বারাকাত শেষ হয়ে গেল) অতঃপর উম্মু মালিক (রাঃ) নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তা জানালে তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি উক্ত পাত্রটি নিংড়িয়ে ফেলেছিলে? উম্মু মালিক (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন নাবী ﷺ বললেন, যদি তুমি (না নিংড়িয়ে) পাত্রটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফেলে রাখতে তাহলে সর্বদা তাতে ঘি উপস্থিত থাকত। (মুসলিম)[৭৪৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উম্মু মালিক (রাঃ) যখন উক্ত কৌটা একেবারে নিংড়িয়ে ফেলল তখন সেখান থেকে তরকারির স্থলাভিষিক্ত ঘি একেবারে শেষ হয়ে গেল। তারপর সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তার তরকারি শেষ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করল। তখন তাকে রসূল ﷺ বললেন, যদি তুমি তা একেবারে নিংড়িয়ে না ফেলতে তাহলে তা থেকেই যেত। আর শেষ হত না। কেননা অল্প কোন কিছুর মধ্যে যদি বারাকাত আসে তাহলে সেই অল্প পরিমাণও বেশি হয়ে যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٠٨ - [٤١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلَاثَتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتّٰى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اَللّٰهُ وَرَسُولُهٗ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهٗ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهٖ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتّٰى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتّٰى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتّٰى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৭৪৮] সহীহ : মুসলিম ৮-(২২৮০), মুসনাদে আহমাদ ১৪৭০৫।

Scanned by CamScanner

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنه قَالَ: «أْذن لِعَشَرَةٍ» فَدَخَلُوا فَقَالَ: «كُلُوا وَسَمُّوا اللهَ». فَأَكَلُوا حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكَ سُؤْرًا.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ: «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً». حَتّٰى عَدَّ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ؟

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ: «دُونَكُمْ هٰذَا».

৫৯০৮-[৪১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠস্বর খুব দুর্বল শুনতে পেলাম, তাতে আমি অনুভব করলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। তোমরা কাছে (খাওয়ার) কিছু আছে কি? উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হ্যাঁ; আছে। এই বলে তিনি কিছু যবের রুটি বের করলেন। অতঃপর ওড়নাটি বের করে তার একাংশ দিয়ে রুটিগুলো বেঁধে গোপনে আমার হাতে দিলেন এবং ওড়নার অপরাংশ আমার দেহে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন) আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসজিদে পেলাম। (খন্দাকের যুদ্ধের সময় সলাতের জন্য অস্থায়ীভাবে যে জায়গা নির্ধারণ করেছিলেন) তাঁর সাথে আরো কিছু লোক ছিল। আমি সালাম দিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কি আবূ ত্বলহাহ্ পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) আরো প্রশ্ন করলেন, খাদ্য নিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহাবী যাঁরা সেখানে ছিলেন, সকলকে ডেকে বললেন, তোমরা উঠ এবং চল! (এ বলে সমস্ত লোকজনসহ) তিনি রওয়ানা হলেন আর আমিও তাঁদের সামনে (আবূ ত্বলহাহ্'র বাড়ির দিকে) চলতে লাগলাম এবং আবূ ত্বলহাহ্'র কাছে এসে তাঁকে (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন বার্তা) জানালাম। তখন আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! রসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনসহ এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে এ পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী নেই যা আমরা তাঁদের সকলকে খেতে দিতে পারি। তখন উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সবকিছু) ভালো জানেন। অতঃপর আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের দিকে এগিয়ে আসলেন এবং আবূ ত্বলহাহ্ও তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তোমার কাছে যা কিছু আছে আমার কাছে নিয়ে আসো। তখন তিনি ঐ রুটিগুলো এনে উপস্থিত করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হলো; আর উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘি-এর পাত্র হতে ঘি বের করে তাকে তরকারি হিসেবে পেশ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে কিছু পাঠ করলেন। তারপর বললেন, দশজনকে আসতে বল। তাঁদেরকে আসতে বলা হলো। তাঁরা সকলে খেয়ে তুষ্ট হয়ে বের হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, আরো দশজনকে আসতে বল, তারপর আরো দশজন, এভাবে সকলে তুষ্ট হয়ে খানা খেলেন। তাদের সংখ্যা সত্তর অথবা আশিজন ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪৯]

সহীহ মুসলিম-এর এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দশজনকে আসার জন্য অনুমতি দাও। তাঁরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা *বিসমিল্লা-হ* পড়ে খাও। তাঁরা খেলেন

---

[৭৪৯] **সহীহ :** বুখারী ৩৫৭৮, মুসলিম ১৪২-(২০৪০), তিরমিযী ৩৬৩০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১২৩৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৬১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৮৭।

Scanned by CamScanner

এবং এভাবে (দশ দশজন করে) আশিজন লোক খাদ্য খেলেন। অতঃপর নাবী ﷺ ও গৃহবাসীরা সকলে খেলেন এবং কিছু খাদ্য অবশিষ্টও রয়ে গেল।

সহীহুল বুখারীর অপর এক বর্ণনাতে আছে– তিনি বললেন, দশজনকে আমার কাছে উপস্থিত কর। এভাবে (দশ দশজন করে) চল্লিশজনকে গণনা করলেন। অতঃপর নাবী ﷺ নিজে খেলেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, আমি দেখতে লাগলাম, খাদ্যের মধ্যে কিছু কম। হয়েছে কিনা?

সহীহ মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনাতে আছে– সকলের খাওয়ার শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট খাদ্যগুলো একত্রিত করলেন, তারপর তাতে বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। তখন তা ঐ পরিমাণ হয়ে গেল যে পরিমাণ আগে ছিল। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, নাও, তা তোমাদের জন্য।

ব্যাখ্যা : (فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ) অর্থাৎ তখন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসজিদে পেলাম। ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে মাসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ স্থান, যাকে আল্লাহর রসূল ﷺ খন্দাক যুদ্ধের সময় কাফির কর্তৃক অবরুদ্ধকালীন সময়ে সলাতের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৩৫৭৮)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে একাধিক হাদীস নিয়ে আসা হয়েছে যেমন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি। যা সহীহ মুসলিমে আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-এর কাছে এসে দেখতে পেলাম যে, তিনি সহাবীদের সাথে বসে কথা বলছেন। আর দেখলাম যে, তিনি তার পেটে পট্টি বেঁধেছেন। তারপর আমি কিছু সহাবীকে তাঁর পট্টি বাঁধার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন, ক্ষুধার কারণে তিনি পট্টি বেঁধেছেন। অতঃপর আমি আবূ ত্বলহা-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি উম্মু সুলায়ম-এর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কাছে কি খাবারের কিছু আছে। তারপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণিত হয়েছে। পরে উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها রুটি প্রস্তুত করে আনাস رضي الله عنه-এর মাধ্যমে রসূল ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। রুটির পরিমাণ ছিল একেবারেই অল্প। তাই যখন আনাস رضي الله عنه রসূল ﷺ-এর কাছে আসলেন তখন তাঁর কাছে দেখলেন অনেক সহাবী রয়েছে। আর রুটি অল্প পরিমাণ রয়েছে। তাই এই অল্প পরিমাণ রুটি রসূল ﷺ-এর কাছে সরাসরি না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন এবং তার সাথে তাঁর সহাবীদেরকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। তারা যখন আবূ ত্বলহাহ্-এর কাছে গিয়ে পৌছল তখন তাদেরকে দেখে তিনি উম্মু সুলায়ম-কে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ অনেক লোক নিয়ে এসেছেন। আমাদের কাছে তো খাবার একেবারেই অল্প। তখন তার স্ত্রী উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها বললেন, আল্লাহও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মু সুলায়ম-এর মহৎ গুণ রয়েছে। যার কারণে তিনি তার বিবেক বুদ্ধির উপর রসূল ﷺ-এর কর্মকাণ্ডকেই প্রাধান্য দিলেন।

যেহেতু রসূল ﷺ জানেন যে, খাবারের পরিমাণ অল্প, তারপরেও তিনি এত লোক নিয়ে এসেছেন। নিশ্চয় তাতে কোন কল্যাণ রয়েছে। যদি কোন কল্যাণ না থাকত তাহলে তিনি তা করতেন না।

(ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ) অর্থাৎ দশজনকে অনুমতি দাও।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে অনুমতি দিলেন। মিরক্বাত প্রণেতা আরো বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দশ দশ জন করে প্রবেশ করে খেয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এক সাথে সবাইকে প্রবেশ করে খাওয়ার অনুমতি দেননি। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন-

Scanned by CamScanner

(ক) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে পাত্রে খাবার রাখা হয়েছিল তা ছিল ছোট। যেখানে দশজনের বেশি একসাথে খেতে বসলে সবারই কষ্ট হবে। তাই দশ জন করে প্রবেশ করে খেতে বলেছেন।

(খ) কেউ কেউ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে এক সাথে প্রবেশ করে খাওয়ার অনুমতি দেননি। কারণ খাবার ছিল পরিমাণে কম। তাই যদি তারা সবাই একসাথে প্রবেশ করে তাহলে সেই অল্প খাবারের ব্যাপারে তাদের ধারণা হবে যে, এটি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। তাই সকলেরই সেই অল্প খাবারের প্রতি লোভ তৈরি হবে। আর তাতে খাবারের বারাকাত কমে যাবে।

(গ) এটিও কারণ হতে পারে যে, তারা সবাই একসাথে প্রবেশ করে যখন অল্প খাবার দেখবে তখন একে অপরকে প্রাধান্য দিবে এবং নিজে অল্প খাবে। আর এতে কেউ পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারবে না। তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ক্ষুধা দূর করা তা অর্জিত হবে না।

(ঘ) কেউ কেউ বলেন, জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে রসূল ﷺ সবাইকে একসাথে প্রবেশ করার অনুমতি দেননি।

(وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا) অর্থাৎ লোকজন ছিল সত্তর অথবা আশিজন।

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসের রাবী সন্দেহ করে বলেছেন যে, লোকের সংখ্যা ছিল সত্তর জন অথবা আশিজন। কিন্তু অন্য হাদীসে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল আশিজন। আবার কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে তাদের সংখ্যা ছিল আশিজনের কিছু বেশি।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, বাহ্যিকভাবে হাদীসের সংখ্যা নিয়ে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। তাই আমরা বলব যে, রাবীগণ দশক সংখ্যার আগে-পরের সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে বলেছেন। আর এভাবে সংখ্যা বলার রীতি রয়েছে। অতএব হাদীসগুলোর সংখ্যার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।

কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, চল্লিশজন সহাবী খেলেন। তারপরেও রুটি সেই পরিমাণই রয়ে গেল, যে পরিমাণ পূর্বে ছিল।

এ হাদীসের সাথে পূর্বের হাদীসগুলোর বৈপরীত্য খুব স্পষ্ট। কারণ এখানে বলা হয়েছে, চল্লিশজন আর পূর্বের হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে আশি বা তার অধিক।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এখানে ঘটনাটি হয়েছে এমন যে, প্রথমে চল্লিশজন এসে খেয়ে গেছেন। তারপর বাকী চল্লিশজন এসেছেন। যারা প্রথম দলের পিছনে ছিলেন। অথবা নাবী ﷺ আরো বাকী চল্লিশজনকে দা'ওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছেন।

(ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ فَعَادَ كَمَا كَانَ) অর্থাৎ তারপর তিনি খাবারের বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। তখন খাবার সেই পূর্বের পরিমাণে চলে আসলো।

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এক হাদীসে রয়েছে আল্লাহর রসূল ﷺ খাবারের শেষে অবশিষ্ট ঝুটা রেখে দিলেন। অন্য হাদীসে আছে যে, সহাবী লক্ষ্য করে দেখলেন, সেই খাবার থেকে কিছু কমেছে কিনা?

এ বিষয়টি তিনভাবে হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈপরীত্যপূর্ণ হাদীসগুলোর মাঝে মিরক্বাত প্রণেতা সমন্বয় সাধন করেছে এভাবে যে, যে হাদীসে বলা হয়েছে তিনি খাবারের শেষে উচ্ছিষ্ট ঝুটা রাখলেন, এর মানে তিনি খাওয়া শেষে ঝুটা রাখলেন। তারপর বারাকাতের দু'আ করলেন। এর কারণে ঐ ঝুটাই পূর্বের পরিমাণ খাবারে পরিণত হলো। আর তখন সহাবী দেখলেন যে, তার পরিমাণ আগের থেকে কমেছে কিনা? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৩৫৭৮)

Scanned by CamScanner

٥٩٠٩ - [٤٢] وَعنهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثَ مِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯০৯-[৪২] উক্ত রাবী (আনাস ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ-এর নিকট একটি (পানির) পাত্র আনা হলো। তখন তিনি (ﷺ) (মাদীনার) যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। অনন্তর তিনি (ﷺ) ঐ পাত্রের মাঝে হাত রাখলেন, তখন তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগল। তখন লোকেরা ঐ পানি দ্বারা উযূ করল। ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আনাস ؓ-কে প্রশ্ন করলাম, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, তিনশত জন অথবা তিনশত জনের কাছাকাছি। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, (أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ) অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর কাছে একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। আর তখন তিনি যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। (الزَّوْرَاءِ) যাওরা'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এটি হলো দূরবর্তী গভীর একটি কূপের নাম। কেউ কেউ বলেন, এটি হলো মাক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গা।

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি হলো মাদীনার বাজারের কাছে একটি জায়গা।

অভিধানে বলা হয়েছে এটি হলো মাদীনায় মাসজিদের নিকটবর্তী একটি জায়গা।

(فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ) অর্থাৎ তখন তাঁর আঙ্গুলগুলো দিয়ে পানি বের হতে শুরু করল। রসূল ﷺ-এর আঙ্গুল দিয়ে পানি বের হওয়ার বিষয়ে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) দু'টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

১. সরাসরি তার আঙ্গুল থেকে বের হয়েছে– এটি হলো মুযানী ও অধিকাংশ 'আলিমদের কথা।

২. আল্লাহ অল্প পানিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই তা তার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তবে দ্বিতীয় মতটিই অধিক শক্তিশালী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আরো একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যা এ হাদীসের ঘটনাটিকে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছে। আর সেই হাদীসটি জাবির ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল ﷺ-এর সাথে সফরে বের হলাম। পথে এক সলাতের সময় হলো। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, লোকেদের কাছে কি পবিত্রতা অর্জন করার পানি নেই।

তারপর একজন লোক পাত্রে অল্প পরিমাণ পানি এনে একটি পেয়ালায় ঢেলে দিলো।

অতঃপর রসূল ﷺ সেই পানি দিয়ে উযূ করলেন। তারপর লোকেরা অবশিষ্ট পানির কাছে এসে বলতে লাগল, তোমরা মাসেহ করো, তাদের এ কথা শুনে রসূল ﷺ বললেন, তোমরা থামো! তারপর তিনি তার হাত পাত্রে পানির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা পরিপূর্ণভাবে উযূ করো।

---

[৭৫০] সহীহ : বুখারী ৩৫৭২, মুসলিম ৪-(২২৭৯), তিরমিযী ৩৬৩৩, মুসনাদে আহমাদ ১২৭৬৫, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১৩৬৫, আবূ ইয়া'লা ৩১৭২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৪৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৯৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮।

জাবির (রাঃ) বলেন, ঐ সত্ত্বার ক্বসম। যিনি আমার দৃষ্টিশক্তি উঠিয়ে নিয়েছেন। অবশ্যই আমি নাবী ﷺ-এর আঙ্গুল দিয়ে এমনভাবে পানি বের হতে দেখেছি যে, উপস্থিত সকল সাহাবী তা দিয়ে উযূ করেছেন। সেই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। আর আমরা সংখ্যায় ছিলাম দুইশত এরও বেশি।

(ফাতহুল বারী হা. ৩৫৮২)

٥٩١٠ - [٤٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْاٰيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّوْنَهَا تَخْوِيْفًا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ: «اطْلُبُوْا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ» فَجَاءُوْا بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَلِيْلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهٗ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُوْرِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّٰهِ» وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯১০-[৪৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সহাবীগণ) অলৌকিক ঘটনাবলীকে বারাকাতের ব্যাপার বলে মনে করতাম। কিন্তু তোমরা (অর্থাৎ সহাবীদের পরবর্তী লোকেরা) ঐগুলোকে কেবলমাত্র (কাফিরদের জন্য) ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার বলে ধারণা করে থাক। একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক ভ্রমণে ছিলাম। হঠাৎ পানির অভাব দেখা দিল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা কোথাও হতে কিছু উদ্বৃত্ত পানির সন্ধান কর। তখন তারা সামান্য পানি সমেত একটি পাত্র নিয়ে আসলো। তখন তিনি (ﷺ) স্বীয় হাতখানা পাত্রটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বললেন, বারাকাতপূর্ণ পবিত্র পানি নিতে এগিয়ে আসো। আর এ বারাকাত আল্লাহর পক্ষ হতে। বর্ণনাকারী (ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ)) বলেন, নিশ্চয় আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ফোয়ারার মতো পানি বের হচ্ছে, আর অবশ্য আমরা খাবার গ্রহণ করার সময় (কখনো কখনো) খাদ্যের তাসবীহ পাঠ শুনতে পেতাম। (বুখারী)[৭৫১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, (كُنَّا نَعُدُّ الْاٰيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّوْنَهَا تَخْوِيْفًا) অর্থাৎ আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মু'জিযাগুলোকে বারাকাত মনে করতাম আর তোমরা সেগুলোকে ভীতির কারণ মনে করো।

মির্‌ক্বাত প্রণেতা বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো আমরা রসূল ﷺ-এর থেকে প্রকাশিত নিদর্শন ও মু'জিযাগুলোকে বারাকাত মনে করতাম আর এগুলোকে সাধারণ প্রস্তাবিত দাবীর প্রেক্ষাপটে আগত ভয়ের ক্ষেত্র মনে করে থাকো। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে, এখানে বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ) বুঝাতে চেয়েছেন যে, সকল মু'জিযাহ্ বা নিদর্শন ভয়ের কারণ নয়, আবার সকল নিদর্শনও মু'জিযাহ্ বারাকাত নয়। বরং চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যায়, কিছু হলো বারাকাতের জন্য। যেমন- অল্প খাবারে বেশি মানুষের তৃপ্ত হওয়া। আবার কিছু নিদর্শন আছে ভয়ের কারণ। যেমন- চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ।

(كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ) অর্থাৎ আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম।

এখানে সফর বলে কোন সফরকে বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য আছে। যেমন- কেউ কেউ বলেন, এটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির সফর। আবার কেউ বলেন, এটি তাবূক যুদ্ধের সফরে ঘটেছিল।

---

[৭৫১] সহীহ : বুখারী ৩৫৭৯, তিরমিযী ৩৬৩৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭২২, মুসনাদে বায্‌যার ১৪৭৮, মুসনাদে আহমাদ ৪৩৯৩, আবূ ইয়া'লা ৫৩৭২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৪, দারিমী ২৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৫০১।

Scanned by CamScanner

'দালায়িল' গ্রন্থে আবূ নু'আয়ম বলেন, এই সফর ছিল খায়বার যুদ্ধের। তবে ইমাম বায়হাক্বী'র 'দালায়িল' গ্রন্থে হুদায়বিয়ার সফরকেই বেশি শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীদের কাছে পানি চেয়েছেন। অথচ পানি ছাড়াও তো তাঁর মু'জিযারহ্ প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমে সবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানি সৃষ্টি হতে পারত। এর উত্তর দু'ভাবে দেয়া হয়ে থাকে–

১. তিনি অতিরিক্ত পানি চেয়েছেন যেন তারা বুঝতে পারে যে, পানি থেকেই পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি (ﷺ) নিজে পানি সৃষ্টি করেননি।

২. এটিও হতে পারে যে, আল্লাহ সাধারণত প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন কিছুকে বৃদ্ধি করেন। তাই দেখা যায় যে, একটি থেকে আরেকটি হয়। কিন্তু পানি এমনই যে, তা থেকে প্রজননের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় না। অথচ রসূল ﷺ-এর হাতে তাই ঘটল, যা সাধারণত ঘটে না। আর এটিই স্পষ্ট মু'জিযাহ্।

(ফাতহুল বারী খণ্ড হা. ৩৫৮৯)

٥٩١١ ـ[٤٤] وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَسِيْرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِىْ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ فَمَالَ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهٗ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِىْ ظَهْرِهٖ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوْا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتّٰى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِىْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُوْنَ وُضُوءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلّٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ وَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهٗ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْنَا وَعَطِشْنَا فَقَالَ لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيُرْوٰى قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتّٰى مَا بَقِيَ غَيْرِىْ وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ فَقَالَ لِىَ اشْرَبْ فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتّٰى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ قَالَ فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ هٰكَذَا فِىْ صَحِيحِهٖ وَكَذَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَجَامِعُ الْأُصُوْلِ وَزَادَ فِي الْمَصَابِيحِ بَعْدَ قَوْلِهٖ آخِرُهُمْ لَفْظَةُ شُرْبًا.

৫৯১১-[৪৪] আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, তোমরা আজ সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে (লাগাতার) চলতে থাকবে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে পানির কাছে আগামীকাল পৌঁছে যাবে। অতঃপর লোকেরা এমনভাবে (দ্রুত পথ) চলতে থাকল যে, কেউ কারো দিকে ফিরে চাইত না। আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধ্যারাত হতে চলতে চলতে রাত্রি যখন মধ্যাহ্নে পৌঁছল, তখন তিনি রাস্তা হতে একদিকে সরে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা (ফাজ্‌র) সলাতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। (এরপর সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং) সকলের

Scanned by CamScanner

আগে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ ﷺ-ই জাগ্রত হলেন, অথচ তখন সূর্যের তাপ এসে তাঁর পিঠে পড়ছিল। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা নিজ নিজ বাহনে আরোহণ কর। অতএব আমরা আরোহণ করলাম এবং সূর্য খুব উপরে উঠা পর্যন্ত ভ্রমণ করে তিনি এক জায়গায় অবতরণ করলেন। অতঃপর (ﷺ) তিনি উযূর জন্য পানির পাত্র চাইলেন, যা আমার সাথে ছিল। তাতে পানিও ছিল খুব সামান্য পরিমাণ। তিনি (ﷺ) তা হতে একান্ত হালকাভাবে উযূ করলেন। আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাঁর উযূর পরও পাত্রে সামান্য পরিমাণ পানি অবশিষ্ট রয়ে গেল। এরপর তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা পাত্রের পানিগুলো আমাদের জন্য ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রাখ। কেননা অচিরেই তা হতে একটি বড় ধরনের ঘটনা প্রকাশ পাবে। অতঃপর বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সলাতের জন্য আযান দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাক্'আত (সুন্নাত) আদায় করলেন, তারপর ফাজ্রের (ফার্য) সলাত আদায় করলেন এবং নিজেও সওয়ারীতে আরোহণ করলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। অবশেষে সূর্য যখন অনেক উপরে উঠল এবং প্রতিটি জিনিস সূর্যের প্রচণ্ড তাপে খুবই গরম হয়ে গেল, তখন আমরা ঐ কাফেলার লোকেদের কাছে এসে পৌছলাম, (যারা আমাদের পূর্বেই রওয়ানা হয়ে এসেছে)। তারা বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! খুবই গরমে এবং পিপাসার তাড়নায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমাদের ওপর ধ্বংস আসবে না। এই বলে তিনি (ﷺ) পানির পাত্রটি আনালেন এবং পানি ঢালতে থাকলেন, আর আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকেদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। লোকেরা যখন পাত্রে পানি দেখতে পেল, তখন তারা আর বিলম্ব না করে একসাথে সকলে পানির জন্য ভিড় জমিয়ে ফেলল। তাদের অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা উত্তম আচরণ কর। তোমরা সকলেই এ পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে। আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারা অনুরূপ করল। রসূলুল্লাহ ﷺ পানি ঢালতে থাকলেন, আর আমি পানি পান করাতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ও রসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া কেউ ছিল না। এরপর পানি ঢালা হলো। তখন তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন, এবার তুমি পান কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি পান না করা অবধি আমি পান করব না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকেদেরকে যে পানীয় পান করায়, সে হয় সর্বশেষে। আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতএব আমি পান করলাম। পরে তিনি (ﷺ) পান করলেন। আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর লোকেরা তৃপ্তি সহকারে আরামের সাথে পানির স্থানে এসে পৌছল। (মুসলিম)[৭৫২]

সহীহ মুসলিমে অনুরূপই রয়েছে এবং হুমায়দীর গ্রন্থে ও জামি'উল উসূলেও এরূপই রয়েছে। মাসাবীহ গ্রন্থে ও জামি'উল উসূলেও এরূপই রয়েছে। মাসাবীহ গ্রন্থে آخِرُهُمْ শব্দের পর شُرْبًا শব্দটি বর্ণিত রয়েছে। (অর্থাৎ সর্বশেষ পানকারী)

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস বলা হয়েছে, (حَتّٰى اَبْهَارَ اللَّيْلُ) অর্থাৎ রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত।

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (اَبْهَارَ اللَّيْلُ)-এর অর্থ হলো রাত অর্ধেক হলো। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো রাতের অধিকাংশ চলে গেল। আবার কেউ বলেন, এটি বলা হয় যখন রাতের তারকারাজি উদ্ভাসিত হয় এবং পৃথিবী হয় আলোকিত।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বাযা সলাত আদায় করতে বিলম্ব করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি ঘুমের কারণে অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে সলাত আদায় করতে না পারে তাহলে জাগ্রত হওয়া মাত্রই অথবা স্মরণ হওয়া মাত্রই ক্বাযা সলাত আদায় করা আবশ্যক নয়।

---

[৭৫২] সহীহ : মুসলিম ৩১১-(৬৮১), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩২৯৭।

Scanned by CamScanner

(ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ) অর্থাৎ তারপর বিলাল রাযিয়াল্লাহু আন্হু আযান দিলেন। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এখান থেকে বুঝা যায় যে, ক্বাযা সলাতের জন্য আযান দেয়া মুস্তাহাব। যেমন- সলাতর আদায়ের জন্য আযান দেয়া সুন্নাত।

(أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيُرْوٰى) অর্থাৎ তোমরা সুন্দর আচরণ করো। প্রত্যেকেই পান করতে পাবে। এর অর্থ হলো তোমরা সকলেই পান করে তৃপ্ত হতে পারবে। অতএব তোমরা ভিড় করো না এবং ঠেলাঠেলি করার মাধ্যমে মন্দ আচরণ প্রকাশ করো না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩١٢ ـ[٤٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ: نَعَمْ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبُسِطَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯১২-[৪৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় যখন লোকজন ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, তখন ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এখন লোকজনের কাছে যে পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট আছে, সেগুলো আনিয়ে নিন এবং তার উপর আল্লাহর কাছে বারাকাতের জন্য দু‘আ করুন। তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, তাই করা হবে। তখন তিনি (ﷺ) একখানা চামড়ার দস্তরখান আনালেন। তা বিছানো হলো, অতঃপর তিনি তাদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যগুলো আনতে বললেন। তাতে কোন লোক আনল এক মুষ্টি বুট, আর কেউ আনল এক মুষ্টি খেজুর, আর কেউ আনল কিছু রুটির টুকরা। অবশেষে সবকিছু মিলিয়ে দস্তরখানের উপর সামান্য পরিমাণ বস্তুই একত্রিত করা হলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তার মধ্যে বারাকাতের জন্য দু‘আ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের (যার যা খুশি) নিজ নিজ পাত্রগুলোতে নিয়ে নাও। অতএব তারা নিজ নিজ পাত্রগুলোতে নিতে লাগল। এমনকি সেনাদলের মধ্যে এমন কোন পাত্র রইল না যা তারা ভর্তি করে নিল না। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, লোকেরা সকলে তৃপ্তি করে খেল এবং কিছু খাদ্য অতিরিক্তও রয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর রসূল। আর যে ব্যক্তি এ দু‘টি কথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে), কোন কিছু তাকে জান্নাতে প্রবেশ হতে বাধা দিতে পারবে না। (মুসলিম)[৭৫৩]

ব্যাখ্যা : উক্ত তাবূক যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাবূক একটি জায়গার নাম। যার দূরত্ব মাদীনাহ্ থেকে এক মাসের পথ।

---

[৭৫৩] সহীহ : মুসলিম ৪৫-(২৭), মুসনাদে আহমাদ ১১০৯৫, আবূ ইয়া‘লা ১১৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৩০, আবূ ইয়া‘লা ১১৯৯।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি সংঘটিত হয়েছিল নবম হিজরীর রজব মাসে। আর তা ছিল রসূল ﷺ-এর স্বশরীরে অংশগ্রহণমূলক সর্বশেষ যুদ্ধ।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এ হাদীসে ঘটনা কিছু সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

যেহেতু বর্ণিত হয়েছে যে, তাবূক যুদ্ধের সময় সহাবীরা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হলো তখন তারা রসূল ﷺ-কে বলল, যদি আপনি আমাদেরকে উট যাবাহ করার অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা যাবাহ করে পাকিয়ে খেতাম। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা তাই করো। কিন্তু 'উমার رضي الله عنه এসে বললেন, যদি আপনি তা অনুমতি দেন তাহলে আমরা বাহন কোথায় পাবো? তার চেয়ে বরং আপনি তাদেরকে অবশিষ্ট খাদ্য পাথেয় জমা করতে বলুন এবং বারাকাতের দু'আ করুন। তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি (ﷺ) বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন।

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ) অর্থাৎ তারপর রসূল ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। এটি বলে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মু'জিযাহ্ দেখা বিশ্বাসীদের মাঝে আরো বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।

(لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ...) অর্থাৎ, যে কোন বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এই দুই সাক্ষ্য দিয়ে...।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া এই দুই সাক্ষ্য প্রদান করে মারা যাবে সে কখনোই জান্নাত থেকে দূরে থাকবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩١٣ -[٤٦] وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَعَمَدَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ إِلٰى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ فَصَنَعَتْ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهٰذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا رِجَالًا سَمَّاهُمْ وَادْعُ مَنْ لَقِيتَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّٰى وَمَنْ لَقِيتُ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ قِيلَ لِأَنَسٍ عَدَدُكُمْ كَانُوا؟ قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَهُمْ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ» قَالَ: فَأَكَلُوا حَتّٰى شَبِعُوا. فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتّٰى أَكَلُوا كُلُّهُمْ قَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ. فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯১৩-[৪৬] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী ﷺ যায়নাব-এর বিবাহে বর ছিলেন, তখন আমার মা উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها কিছু খেজুর, মাখন এবং পনীরের সংমিশ্রণে 'হায়সা' তৈরি করলেন। তারপর তাকে তিনি একটি পাত্রে রেখে বললেন, হে আনাস! এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাও এবং বলো, এগুলো আমার মা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আর তিনি এটাও বলেছেন যে, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমাদের পক্ষ হতে আপনার জন্য খুবই সামান্য হাদিয়্যাহ্! আনাস رضي الله عنه বলেন, আমি তা নিয়ে গেলাম এবং আমার মা যা কিছু বলার জন্য আমাকে আদেশ করেছিলেন, আমি তাও বললাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এগুলো রাখ। অতঃপর আমাকে কিছু লোকের

Scanned by CamScanner

নাম উল্লেখ করে বললেন, যাও এবং অমুক অমুক ও অমুককে আর তা ছাড়াও যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তাদেরকে দা'ওয়াত দেবে। অতএব তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদেরকে এবং আমার সাথে যাদের দেখা হয়েছে তাদেরকে দা'ওয়াত দিলাম। অতঃপর আমি ফিরে এসে দেখলাম পূর্ণ লোকজন। আনাস رضي الله عنه-কে প্রশ্ন করা হলো, সেখানে আপনাদের সংখ্যা কতজন ছিল? তিনি বললেন, প্রায় তিনশত। আমি দেখতে পেলাম, নাবী ﷺ 'হায়সার' পাত্রের মধ্যে স্বীয় হাত রাখলেন এবং আল্লাহর যা ইচ্ছা তা পাঠ করলেন। তারপর দশ দশজনের দলকে তা হতে খাবার জন্য ডাকতে থাকলেন। আর তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখ হতে খাওয়া শুরু কর। আনাস رضي الله عنه বলেন, তারা সকলে তুষ্ট হয়ে খেলেন। একদল খেয়ে বের হতেন এবং আরেক দল প্রবেশ করতেন, এভাবে সমস্ত লোকই খাদ্য খেলেন। অতঃপর নাবী ﷺ আমাকে বললেন, হে আনাস! পাত্রটি উঠাও। তখন আমি পাত্রটি উঠালাম, কিন্তু সঠিকভাবে বলতে পারছি না, যখন আমি পাত্রটি রেখেছিলাম, তখন পাত্রটিতে 'হায়সা' বেশি ছিল নাকি এখন যখন আমি তাকে উঠালাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫৪]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, (فَصَنَعَتْ حَيْسًا) অর্থাৎ তারপর তিনি 'হায়স' (এক জাতীয় খাবার) তৈরি করলেন।

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) 'সামায়িল' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় حَيْسٌ এর পরিচয় দিয়ে বলেন, حَيْسٌ হলো ঘি অথবা পনির মিশ্রিত খেজুর দিয়ে তৈরি খাবার।

উক্ত হাদীসের শেষের দিকে আনাস رضي الله عنه বলেন, যখন আমি সেই পাত্রটি শেষে আবার উঠিয়ে আনলাম তখন আমি এটি বুঝতে পারছিলাম না যে, পাত্রটি রাখার সময় 'হায়স' পরিমাণে বেশি ছিল নাকি শেষে উঠিয়ে নেয়ার সময় বেশি ছিল?

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পাত্রটি উঠানোর সময় তাতে 'হায়স' বেশি ছিল। কারণ তখন তার সাথে স্পর্শ হয়েছিল রসূল ﷺ-এর হাত এবং তাতে ছিল সম্মানিত সহাবীদের বারাকাত।

কেউ কেউ বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, যায়নাব رضي الله عنها-এর ওয়ালীমাহ্ করা হয়েছিল 'হায়স' দিয়ে, যেই 'হায়স' উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها রসূল ﷺ-কে হাদিয়্যাহ্ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যায়নাব رضي الله عنها-এর ওয়ালীমাহ্ করা হয়েছিল রুটি ও গোশত দিয়ে। এখানে দু'টি বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

মিরক্বাত প্রণেতা উক্ত হাদীস দু'টির ব্যাপারে বলেন, যায়নাব رضي الله عنها-এর ওয়ালীমাহ্ করা হয়েছিল মূলত রুটি ও গোশত দিয়েই। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই সময়ে হয়তো 'হায়স'ও এসে যায়।

এছাড়াও এমন কোন প্রমাণ নেই যে, যায়নাব رضي الله عنها-এর ওয়ালীমাহ্ করা হয়েছিল 'হায়স' দিয়ে। অথবা এমনও হতে পারে যে, হায়স সেদিনই ওয়ালীমার পরে রসূল ﷺ-কে দেয়া হয়েছে। কিংবা তার পরের দিন দেয়া হয়েছে।

অতএব, হাদীস দু'টির মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। যায়নাব رضي الله عنها-এর বিবাহের সময় রুটি ও গোশত দিয়ে ওয়ালীমাহ্ করার সময় খাবারের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বৃদ্ধি পাওয়াকে কেউ কেউ অস্বীকার করে বলেছেন যে, সেদিন খাবার বৃদ্ধি পায়নি।

---

[৭৫৪] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ৩৫৭৮, মুসলিম ৪৫-(২৭), তিরমিযী ৩২১৮, নাসায়ী ৩৩৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৪২, মুসনাদে আহমাদ ১৩৭১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭০৭, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১২৩৮, মুসনাদে বায্‌যার ৪৫৬, আবূ ইয়া'লা ২৮৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৩৪, শু'আবুল ঈমান ৫৮৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৪৫১, দারিমী ৪৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৩৮৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭০৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৯৮৭।

Scanned by CamScanner

কিন্তু এ কথাটি অবান্তর এবং আশ্চর্যজনক। কারণ তার ওয়ালীমা করা হয়েছিল মাত্র একটি ছাগল ও রুটি দিয়ে। অথচ তা হাজার মানুষ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিল। এটি কিভাবে সম্ভব এই অল্প খাবার দিয়ে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, অবশ্যই সেই খাবারে বারাকাত হয়েছিল এবং স্বাভাবিক অবস্থার থেকে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩١٤ -[٤٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ قَدْ أَعْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ فَتَلَاحَقَ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قُلْتُ: قَدْ عَيِيَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزَجَرَهُ فَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯১৪-[৪৭] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি কোন এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শারীক ছিলাম। আর আমি এমন একটি উটের উপর আরোহণ করে ছিলাম যা সেচের পানি বহন করতে করতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চলবার শক্তি ছিল না। পিছন হতে নাবী ﷺ এসে আমার সাথে মিলিত হয়ে বললেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, তা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ উটটির পিছনে গেলেন এবং তাকে ধমক দিয়ে তার জন্য দু'আ করলেন। তারপর তা সর্বদা অন্যান্য উটের আগে আগেই চলতে লাগল। পরে আবার তিনি (ﷺ) আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার উটের খবর কি? আমি বললাম, আপনার দু'আর বারাকাতে এখন খুব ভালো। তিনি বললেন, তুমি কি এক উক্বিয়্যার বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রয় করবে? তখন আমি এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে, মাদীনাহ্ পৌঁছা পর্যন্ত আমি তার পিঠে আরোহী হব। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি প্রাতঃকালে উটটি নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে উটের মূল্য প্রদান করলেন এবং উটটিও আমাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। (বুখারী মুসলিম)[৭৫৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হয়েছে, (أَفَتَبِيعُنِيهِ بِوُقِيَّةٍ) অর্থাৎ তুমি কি তা আমার কাছে এক উক্বিয়্যাহ্ বিক্রি করবে?

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, এক উক্বিয়্যাহ্ মানে হলো চল্লিশ দিরহাম। উক্ত হাদীসে সহাবী তার ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুটা প্রশংসা করে বলেছেন, তা এখন ভালো চলছে।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখান থেকে বুঝা যায় যে, বিক্রয় করার লক্ষ্যে কোন বস্তুর মাঝে থাকা গুণ বর্ণনা করা বৈধ।

(فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ) অর্থাৎ তারপর তিনি আমাকে তার মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। সাথে সেই উটটিও ফিরিয়ে দিলেন।

ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সহাবী এ কথাটি রূপকভাবে বলেছেন। কেননা লেনদেন মূলত হয়েছে বিলাল (রাঃ)-এর মাধ্যমে। যেহেতু রসূল ﷺ তাকে এই লেনদেন করার জন্য আদেশ করেছিলেন। তাই প্রকৃত লেনদেনকারী মূলত রসূল ﷺ। আর সহাবী এখানে সেটিই উল্লেখ করেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৫৫] সহীহ : বুখারী ২৯৬৭, মুসলিম ১১০-(৭১৫)।

Scanned by CamScanner

٥٩١٥ -[٤٨] وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرٰى عَلٰى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْرُصُوهَا» فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ وَقَالَ: «أَحْصِيهَا حَتّٰى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ» وَانْطَلَقْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهٗ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهٗ» فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتّٰى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرٰى فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةُ عَنْ حَدِيقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا فَقَالَتْ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯১৫-[৪৮] আবূ হুমায়দ আস্ সা'ইদী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাবূকের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলাম। অতঃপর আমরা 'ওয়াদিউল কুরা' নামক স্থানে এক মহিলার বাগানে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা (বাগানের খেজুরের) পরিমাণ আন্দায কর। অতএব আমরা ধারণা করলাম এবং রসূলুল্লাহ ﷺ বাগানের ফল দশ ওয়াসাক্ব হবে বলে অনুমান করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) উক্ত মহিলাকে বললেন, এ বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয়, ভালোভাবে তার হিসাব রেখো, যাবৎ না আমরা তোমার কাছে ফিরে আসি *ইন্‌শা-আল্ল-হ*। অবশেষে আমরা রওয়ানা হয়ে তাবূকে এসে উপস্থিত হলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবধান! আজ রাতে ব্যাপক ঝড় হবে। অতএব তোমাদের কেউই যেন দাঁড়িয়ে না থাকে। আর যার সাথে উট রয়েছে, সে যেন তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখে। রাতে প্রচণ্ড ঝড় হলো। এক লোক দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে উড়িয়ে 'ত্বাঈ' পাহাড়ে নিয়ে নিক্ষেপ করল। অতঃপর আমরা ফেরার পথে ওয়াদিউল কুরায় এসে পৌছলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের বাগানে কি পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয়েছে? সে বলল, 'দশ ওয়াসাক্ব'। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে, (فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتّٰى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ) অর্থাৎ বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে ত্বাঈয়ের দুই পাহাড়ে নিক্ষেপ করল। পাহাড় দু'টি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, দু'টি পাহাড়ের একটির নাম ছিল 'আযা' এবং আরেকটির নাম ছিল 'সালমা'। আর এ দু'টির নামকরণ করা হয়েছে আমালিকা গোত্রের একজন নারী ও পুরুষের নামে।

উক্ত হাদীসে রসূল ﷺ থেকে প্রকাশিত তিনটি মু'জিযার কথা জানা যায়। সেগুলো হলো, ১) রসূল ﷺ আগেই বলে দিয়েছেন যে, আজ রাতে প্রচণ্ড বাতাস হবে। আর রাতে তাই ঘটেছে। ২) তিনি (ﷺ) আগেই বলেছিলেন যে, কেউ যেন বাতাসের সময় না দাঁড়ায়। যদি কেউ দাঁড়ায় তাহলে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর রাতে তাই ঘটেছে। একজন দাঁড়িয়ে ছিল আর বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে তার নাম ছিল আবূ ক্বিলাহ্। সে ছিল ইয়ামানের অধিকারী। ৩) গাছটিতে যে পরিমাণ খেজুর থাকার ব্যাপারে রসূল ﷺ অনুমান করেছিলেন হুবহু সেই পরিমাণই হয়েছিল। তবে কেউ কেউ বলেন, এই পরিমাপের কথাটি ঘটনাক্রমে মিলে গেছে। এটি কোন মু'জিযাহ্ নয়। মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, হ্যাঁ। হতে পারে যে, এটি ঘটনাক্রমে মিলে গেছে। কিন্তু এর মাধ্যমেই রসূল ﷺ তাঁর নুবুওয়্যাত প্রকাশ করতে চেয়েছেন ঐ সকল মুনাফিক্বদের জন্য যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নুবুওয়্যাত মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৫৬] **সহীহ :** বুখারী ১৪৮১, মুসলিম ১১-(১৩৯২), আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৬৮৬, মুসনাদে বাযযার ৩৭২২।

Scanned by CamScanner

٥٩١٦ -[٤٩] وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمّٰى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلٰى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهَا ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ: ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا". قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯১৬-[৪৯] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে তোমরা নিশ্চয় মিসর জয় করবে। তা এমন একটি দেশ যেখানে ক্বীরাত্ব (আঞ্চলিক মুদ্রার নাম) ব্যবহার হয়ে থাকে। তোমরা যখন তা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তাদের সাথে সৌহার্দ ও আত্মীয়তার অথবা বলেছেন, সৌহার্দ ও শ্বশুরাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আর যখন দেখবে, দুই লোক একটি ইটের জায়গা নিয়ে পরস্পর বিবাদ করছে তখন তুমি সে স্থান হতে সরে পড়বে। আবূ যার (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি 'আবদুর রহমান ইবনু শুরাহবিল ইবনু হাসানাহ্ ও তার ভাই (রবীআহ্-কে) একটি ইটের স্থান নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতে পাই, তখন আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসি। (মুসলিম)[৭৫৭]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, (فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلٰى أَهْلِهَا) অর্থাৎ তোমরা তার অধিবাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তাদের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কাজ প্রকাশ পেলেও তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করবে, মার্জনা করবে। তাদের কোন মন্দকর্মের কারণে তাদের সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করবে না।

(يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا) অর্থাৎ তারা দু'জন এক ইট পরিমাণ জায়গা নিয়ে ঝগড়া করছিল। তখন আমি সেখান থেকে বের হলাম। হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনাটি ঘটেছিল 'উসমান (রাঃ)-এর শাসন আমলের শেষের দিকে। যখন তারা তাঁকে তার দুধ ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবূ সারাহ-এর নেতৃত্বের ব্যাপারে দোষারোপ করে। উক্ত ঘটনাটি ঘটার আগেই নাবী ﷺ জানিয়ে দিয়েছেন যে, অবশ্যই তা মিসরে ঘটবে। তার পরেই শুরু সংঘটিত হবে বিভিন্ন ফিতনাহ্। যেমন- 'উসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিসরীদের বিদ্রোহ করা ইত্যাদি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩١٧ -[٥٠] وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "فِىْ أَصْحَابِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ: فِىْ أُمَّتِىْ اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيهِمُ الدُّبَيْلَةُ: سِرَاجٌ مِنْ نَارٍ يَظْهَرُ فِىْ أَكْتَافِهِمْ حَتّٰى تَنْجُمَ فِىْ صُدُورِهِمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: «لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا» فِىْ «بَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ» رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَحَدِيثَ جَابِرٍ «مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ» فِىْ «بَابِ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى

---

[৭৫৭] সহীহ : মুসলিম ২২৭-(২৫৪৩), মুসনাদে আহমাদ ২১৫৬০।

Scanned by CamScanner

৫৯১৭-[৫০] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। একদিন তিনি (সাঃ) বলেছেন : আমার সহাবীদের মাঝে অপর এক বর্ণনাতে আছে, আমার উম্মাতের মাঝে এমন বারোজন মুনাফিক্ব রয়েছে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও তারা পাবে না, যে পর্যন্ত না সুঁচের ছিদ্রের ভিতর উট প্রবেশ করে। তাদের আটজনকে পেটের ফোঁড়া ধ্বংস করবে। তা আগুনের একটি শিখা, যা তাদের ঘাড়ের মধ্যে সৃষ্টি হবে। এমনকি তা তাদের বুক বিদ্ধ করে বের হবে। (মুসলিম)[৭৫৮]

(গ্রন্থকার বলেন,) সাহল ইবনু সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস «لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا» "অবশ্যই আগামীকাল এই যুদ্ধের নিশানা বা পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিব" মানাক্বিবে 'আলী এবং জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস «مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ» "কে সানিয়্যাহ্ উপত্যকায় আরোহণ করবে?" "জামি'উল মানাক্বিব অধ্যায়ে" বর্ণনা করব ইন্শা-আল্ল-হ।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, (وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا) অর্থাৎ তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুঘ্রাণ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। হাদীসের পরের অংশে আরো বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে। এ কথাটি বলা হয়েছে অসম্ভবতা বুঝানোর জন্য। যেমন- উট সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা অসম্ভব, ঠিক তেমন তাদের জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া অসম্ভব।

শায়খ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচনা করে বলেন, (فِىْ أَصْحَابِىْ او أُمَّتِىْ) অর্থাৎ আমার সহাবীদের মধ্যে অথবা তিনি বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে বারোজন মুনাফিক্ব জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি বলেন, রসূল (সাঃ)-এর সহাবী হিসেবে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিদেরকেই গণ্য করা হবে যারা ঈমানসহ রসূল (সাঃ)-কে দেখেছেন এবং তার ঈমান ছিল সত্য। পাশাপাশি তার ঈমানের সত্যতার আলামাতও প্রকাশ পেয়েছে।

অতএব, ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে প্রকৃত সহাবী বলা যাবে না যারা ঈমান আনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী নয় এবং তাদের ঈমানের সত্যতার আলামাত প্রকাশও পায়নি। পাশাপাশি তারা তাদের ভিতর নিফাক্বী গোপন রেখেছে। তারপরেও ঐ শ্রেণির লোকেদেরকেও রসূল (সাঃ) সহাবী বলে উল্লেখ করেছেন বাহ্যিকভাবে প্রকৃত সহাবীদের সাথে তাদের সাদৃশ্য থাকার কারণে।

এজন্যই রসূল (সাঃ) সহাবী বলে উল্লেখ করেছেন আমার সহাবীদের মধ্যে। তিনি বলেননি আমার সহাবীদের মধ্য থেকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ অর্থাৎ, "সে জিন্‌দের মধ্য থেকে একজন ছিল"– (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ৫০)।

অতএব শায়খ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ)-এর সারকথা হলো যদি 'আরবী مِن অব্যয় ব্যবহার করে বলা হয় তাহলে তাকে তাদের মধ্য থেকে কাউকে বুঝাবে। কিন্তু যদি 'আরবী فِىْ অব্যয় ব্যবহার করা হয় তাহলে বুঝাবে তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল মুনাফিক্বের ব্যাপারে জানতেন। কিন্তু তিনি সবার কথা সবাইকে বলেননি। তবে কিছু মুনাফিকের কথা তিনি বলে দিয়েছেন যেন অন্য লোকেরা তাদের থেকে ঈমান গ্রহণ না করে এবং সহাবীরা যেন তাদের থেকে ধোঁকাও না খায়।

---

[৭৫৮] সহীহ : মুসলিম ১০-(২৭৭৯), সহীহুল জামি' ২১৩১, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৫৫৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৩৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২০৬১, মুসনাদে বায্যার ২৭৮৮, মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৫৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৭৪৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭২৮৮।

Scanned by CamScanner

তারপরেও অনেক সহাবীদের কাছে মুনাফিক্বদের বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। আর সহাবীদের মাঝে মুনাফিক্বদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানতেন হুযায়ফাহ্ (রাঃ)। এর অন্যতম কারণ হলো, তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় যখন মুনাফিক্বরা রসূল ﷺ-কে রাতে হত্যা করতে ইচ্ছা করল তখন সেখানে তাঁর সাথে ছিলেন শুধুমাত্র দু'জন সহাবী।

একজন হলেন 'আম্মার (রাঃ) আর অপরজন হলেন হুযায়ফাহ্ (রাঃ)। চলার পথে রসূল ﷺ-এর একজন ঘোষক ঘোষণা দিলো যে, তোমরা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে চলো। এটি তোমাদের জন্য প্রশস্ত পথ। আর রসূল ﷺ সরুপথ দিয়ে চলছেন।

এদিকে মুনাফিক্বরা তার এ ঘোষণা শুনতে পেল। সাথে সাথে তারা তাদের মন্দ কাজ সাধন করতে লেগে গেল। তাদের মধ্য থেকে বারোজন লোক মুখোশ পরে রসূল ﷺ-এর অনিষ্ট সাধন করার জন্য পিছু নিল। কিন্তু পিছন থেকে তিনি তাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-কে আদেশ করলেন। হুযায়ফাহ্ (রাঃ) একটি লাঠি নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তা দিয়ে একটি আঘাত করলেন। এতে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে দিলেন। তারপর তারা দ্রুত পিছন দিকে ফিরে গিয়ে লোকেদের সাথে মিশে গেল।

পরে যখন হুযায়ফাহ্ (রাঃ) রসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলো তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের কাউকে কি তুমি চিনেছ? হুযায়ফাহ্ (রাঃ) বললেন, না চিনিনি। কারণ তারা মুখোশ পরিহিত ছিল কিন্তু আমি তাদের বাহনগুলো চিনেছি। তারপর রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ চায় তো সকালে আমি তোমাকে তাদের নাম জানাব।

এজন্যই লোকেরা বলে যে, মুনাফিক্বদের ব্যাপারে সহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানেন হুযায়ফাহ্ (রাঃ)। পরবর্তীতে হুযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই মুনাফিক্বদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দজন। কিন্তু পরে তাদের মধ্য থেকে দু'জন তাওবাহ্ করে সঠিক পথে ফিরে এসেছেন আর বাকী বারোজন নিফাক্বের উপরই রয়ে গেছে। এ বিষয়টি হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-কে কি রসূল ﷺ নিজে জানিয়েছিলেন?

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, ঐ সকল মুনাফিক্বদের নাম আমি হুযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছি। তবে সেই নামগুলো নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তাই সেই নামগুলো আর আমি এখানে উল্লেখ করছি না।

হুযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ তাকে সেই মুনাফিক্বদের ব্যাপারে জানিয়েছেন। আর তারা সেভাবেই ধ্বংস হয়েছে যেভাবে ধ্বংস হওয়ার কথা রসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩١٨ ـ [٥١] عَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّام وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيّ ﷺ فِيْ أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ يَمُرُّوْنَ بِهٖ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ فَهُمْ يَحُلُّوْنَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتّٰى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

Scanned by CamScanner

قَالَ هٰذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ فَقَالَ لَهٗ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ حِيْنَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ وَإِنِّيْ أَعْرِفُهٗ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوْفِ كَتِفِهٖ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهٖ وَكَانَ هُوَ فِيْ رِعْيَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ أَرْسِلُوْا إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهٗ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوْهُ إِلٰى فَيْءِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ انْظُرُوْا إِلٰى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ أَيُّكُمْ وَلِيُّهٗ قَالُوْا أَبُوْ طَالِبٍ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهٗ حَتّٰى رَدَّهٗ أَبُوْ طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهٗ أَبُوْ بَكْرٍ بِلَالًا وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৯১৮-[৫১] আবূ মূসা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা) আবূ ত্বালিব নাবী ﷺ ও কুরায়শ নেতৃবর্গের মধ্যে সিরিয়ার উদ্দেশে ভ্রমণে বের হলেন। যখন তারা (বুহায়রাহ্) পাদ্রির কাছে পৌছে সেখানে যাত্রাবিরতি করলেন, তখন নিজেদের বাহন হতে হাওদা ইত্যাদি সামানপত্র খুললেন। এমন সময় পাদ্রি তাদের কাছে আসলো। কুরায়শদের কাফেলা ইতঃপূর্বে বহুবার এ পথে আসা-যাওয়া করেছে, অথচ পাদ্রি কখনো তাদের কাছে আসেনি। বর্ণনাকারী বলেন, কাফেলার লোকেরা নিজেদের হাওদা ইত্যাদি খুলছে, এমন সময় পাদ্রি তাদের মাঝে প্রবেশ করল। অবশেষে সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বলল, ইনিই তো সমগ্র জগতের নেতা, ইনিই রব্বুল 'আলামীনের রসূল, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমাতস্বরূপ প্রেরণ করবেন। তখন কুরায়শ নেতাদের কেউ কেউ প্রশ্ন করল, তুমি তা কিরূপে জান? পাদ্রি বলল, যখন তোমরা পাহাড়ের পশ্চাৎ হতে বের হয়ে সম্মুখে এসেছ, তখন হতে এমন কোন বৃক্ষ ও পাথর বাকি ছিল না যা তাঁকে সাজদাহ্ করেনি। বস্তুত এ দুই জিনিস কেবলমাত্র নাবীকেই সাজদাহ্ করে। আর আমি তাঁকে মোহরে নুবুওয়্যাত দ্বারা চিনতে পেরেছি, যা তাঁর কাঁধের গোড়ায় নিম্নদিকে আপেলের মতো রয়েছে। অতঃপর পাদ্রি ফিরে আসলো এবং কাফেলার লোকেদের জন্য খাবার তৈরি করল। যখন সে খাবার নিয়ে তাদের কাছে আসলো, তখন দেখল যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কাফেলার লোকেদের উটগুলো নিয়ে এমন অবস্থায় আসলেন, দেখা গেল এক খণ্ড মেঘ তাঁর উপর ছায়া দান করে রয়েছে। আর যখন তিনি কাফেলার লোকেদের কাছে আসলেন, তখন দেখলেন, লোকেরা পূর্ব হতেই ছায়াবিশিষ্ট স্থানগুলো দখল করে ফেলেছে। কিন্তু যখন তিনি বসলেন, তখন বৃক্ষের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল। (এ অবস্থা দেখে) পাদ্রি কাফেলার লোকেদেরকে বলল, তোমরা তাকিয়ে দেখ গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। (এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখে) পাদ্রি বলে উঠল, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে প্রশ্ন করছি, বল! তোমাদের মধ্যে তার অভিভাবক কে? লোকেরা বলল, আবূ ত্বালিব। অতঃপর পাদ্রি (তাঁকে ফেরত পাঠানোর জন্য) অনেকক্ষণ ধরে আবূ ত্বালিব-কে আল্লাহর শপথ দিয়ে অনুরোধ করতে থাকে। অবশেষে আবূ ত্বালিব তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আর তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে আবূ বাক্‌র رضي الله عنه ও বিলাল رضي الله عنه-কে সাথে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে পথে খাওয়ার জন্য পাদ্রী তাঁর সাথে কিছু কেক ও যায়তূনের তেল দিল। (তিরমিযী)[৭৫৭]

---

[৭৫৭] সহীহ : তিরমিযী ৩৬২০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭৩৩, মুসনাদে বায্‌যার ৩০৯৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪২২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (عَلَى الرَّاهِبِ) তাঁর নাম ছিল বুহায়রাহ্। সে ছিল একজন নাসারা বা খ্রিষ্টানদের দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি– এ কথা বলেছেন ব্যাখ্যাকার। আর মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। অনুরূপভাবে ইমাম জাযারী (রহিমাহুল্লাহ)-সহ অনেক 'আলিম বলেছেন।

আলোচ্য হাদীসটিতে নাবী ﷺ যে একজন সত্য নাবী তার বেশ কিছু নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় পণ্ডিত সে বিষয়গুলো আলোচ্য হাদীসটিতে ব্যাখ্যা করেছেন। কুরায়শ বংশের লোক নাবী ﷺ ছোট থাকাবস্থায়ই খবর পেয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ একদিন নাবী হবে। কিন্তু জিদ ও হঠকারিতার জন্য তাকে অনেকেই মানেনি। তারাও এ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নাবী ﷺ-এর মু'জিযাহ্ স্বচক্ষে দেখেছিল। যেমনটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- যখন নাবী ﷺ বসলেন তখন গাছগুলো ঝুঁকে তাকে ছায়া দেয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল। এটা মেঘমালার ছায়ার চেয়ে বেশি ছায়া দেয়ার জন্য তাড়া করছিল। অথবা মেঘমালা সরে যাওয়ার পরে গাছপালা ঝুঁকে পড়ে একটি অলৌকিক ঘটনার জন্ম দেয়। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাকে ছায়া দেয় অর্থাৎ তার ওপর ঝুকে পড়ে তাকে ছায়া প্রদান করেছিল। (সম্পাদীয়)

তাই পাদ্রী তাদেরকে বলেছিল, «انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ» অর্থাৎ যদি তোমরা আসমানের ছায়া লক্ষ্য করে থাক তবে তোমরা জমিনের ছায়া লক্ষ্য কর। তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ "আর তুমি তাদেরকে দেখবে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তারা তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৯৮)

আর এ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে মহান আল্লাহর বাণীতে - ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ "তাদের চক্ষুই কেবল অন্ধ নয়; তবে অন্ধ হলো তাদের হৃদয় যা তাদের বুকের মধ্যে থাকে"– (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৪৬)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩١٩ - [٥٢] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫৯১৯-[৫২] 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাক্কায় নাবী ﷺ-এর সাথেই ছিলাম। একদিন আমরা মাক্কার পার্শ্ববর্তী কোন অঞ্চলের দিকে বের হই, তখন যে কোন পাহাড় ও গাছ-গাছালি তাঁর মুখোমুখি হয়, তখন তা (তাঁকে) *'আস্সালা-মু 'আলাইকা ইয়া- রসূলাল্ল-হ'* (হে আল্লাহর রসূল! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলে। (তিরমিযী ও দারিমী)[৭৬০]

ব্যাখ্যা : 'আলী رضي الله عنه বলেন, নাবী ﷺ-এর সাথে আমি মাক্কাতে ছিলাম। আমরা যখন চারদিকে বের হতাম তখন রাস্তার পাথর, গাছ-গাছালি সবকিছু তাকে *"আস্সালা-মু 'আলাইকা ইয়া রসূলাল্ল-হ"* বলে সালাম করত। এ হাদীসটি নাবী ﷺ-এর মু'জিযাহ্ ও ওয়ালীদের কারামাত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٢٠ - [٥٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هٰذَا؟ قَالَ: فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ قَالَ: فَارْفَضَّ عَرَقًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

---

[৭৬০] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬২৬, 'আব্দ ইবনু আবূ ইয়াযীদ মাজহূল আর ওয়ালীদ ইবনু আবূ নূর আল হামদানী য'ঈফ; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৩৪৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১২০৯, দারিমী ২১।

Scanned by CamScanner

৫৯২০-[৫৩] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। মি'রাজের রাত্রে নাবী ﷺ-এর কাছে জিন-পোষ ও লাগামে সাজানো বুরাক্ব আনা হলো। তিনি (ﷺ) তাতে আরোহণ করতে চাইলে তা লাফালাফি করতে লাগল। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম বুরাক্বটিকে বললেন, তুমি কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে এরূপ করছ? আরে! আল্লাহর কাছে ইনি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন লোক এ যাবৎ তোমার ওপর আরোহণ করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে বুরাক্ব (লজ্জায়) ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।][৭৬১]

ব্যাখ্যা : (مُلْجَمًا مُسْرَجًا) অর্থাৎ তার উপর লাগাম ও বেণী বাঁধা ছিল।

আর বুরাক্বটি অবাধ্য হওয়ার কারণে তার ওপর আরোহণ করা নাবী ﷺ-এর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থা দেখে জিবরীল আলায়হিস সালাম বুরাক্বটিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি মুহাম্মাদ-এর সাথে এ আচরণ করছ? অর্থাৎ তুমি তো অন্য কারো সাথে এটা করনি। অথবা তুমি সকল নাবীদের সাথে যেমন করেছ তেমনটি কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথেও করছ?

(فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ) অর্থাৎ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তোমার পিঠে কোন এমন কেউ চড়েনি যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর চেয়ে বেশি সম্মানিত। এ কথা শুনে বুরাক্বের থেকে ঘাম ঝরতে থাকল লজ্জার কারণে কেননা সে ইতোপূর্বে অবাধ্য হয়েছিল নাবী ﷺ-এর। সে সঠিক তথ্য জানার পরে যারপর নাই খুশি হয়েছিল। আর সে এ কথা বুঝতে পেরেছিল যে, সে অবাধ্যতা করে ফেলেছিল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٢١ - [٥٤] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهٖ فَخَرَقَ بِهَا الْحَجَرَ فَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৯২১-[৫৪] বুরয়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মি'রাজের রাত্রে) যখন আমরা বায়তুল মাক্বদিস পৌছলাম, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন, তাতে পাথরটির মধ্যে ছিদ্র হয়ে গেল, তখন বুরাক্বটিকে তার মধ্যে বেঁধে রাখলেন। (তিরমিযী)[৭৬২]

ব্যাখ্যা : (قَالَ جِبْرِيلُ بِأُصْبُعِهٖ) অর্থাৎ জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আর সেই ইশারা দ্বারা গর্ত তৈরি হয়ে গেল। এখানে নাবী ﷺ অথবা জিবরীল দু'জনের একজন সেই গর্তে বুরাক্বকে বাঁধেন।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি তুমি বলো, এ হাদীসও আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ-এর হাদীস- "আমি তাকে সেই আংটায় বাঁধলাম যেখানে নাবীগণও বাঁধতেন"-এর মাঝে কিভাবে সমন্বয় করবে? তাহলে জবাবে আমি বলব, সম্ভবত আংটা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য সেই জায়গা যেখানে আংটাটি ছিল। আর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফলে জিবরীল আলায়হিস সালাম তা ছিদ্র করে দেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৬১] সানাদ সহীহ : তিরমিযী ৩১৩১, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১১৮৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/২২৮ পৃ.।

[৭৬২] সহীহ : তিরমিযী ৩১৩২, আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে হাদসটিকে য'ঈফ বলেছিলেন, য'ঈফুল জামি' ৪৭৬৮, পরবর্তীতে তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৪৮৭, দেখুন- তারাজু'আতুল আলবানী ২৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৩৭০।

Scanned by CamScanner

٥٩٢٢ -[٥٥] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنٰى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ فَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ هٰذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَهُ فَقَالَ بِعْنِيهِ فَقَالَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ هٰذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ حَتّٰى غَشِيَتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلٰى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذُكِرَتْ لَهُ فَقَالَ هِيَ شَجَرَةٌ اِسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِيْ أَنْ تُسَلِّمَ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَنْخِرِهِ فَقَالَ اخْرُجْ إِنِّيْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مَرَرْنَا بِذٰلِكَ الْمَاءِ فَسَأَلَهَا عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعْدَكَ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৫৯২২-[৫৫] ইয়া'লা ইবনু মুররাহ্ আস্ সাক্বাফী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে তিনটি (অলৌকিক) জিনিস দেখেছি। ১. একবার আমরা তাঁর সাথে ভ্রমণে বের হলাম। চলার পথে আমরা এমন একটি উটের কাছে দিয়ে গমন করছিলাম, যার দ্বারা পানি বহন করার কাজ করানো হয়। উটটি যখন নাবী ﷺ-কে দেখল, তখন সে জিরজির আওয়াজ করে নিজের ঘাড়টি মাটিতে রাখল। নাবী ﷺ সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন, এ উটটির মালিক কোথায়? সে তাঁর কাছে আসলো। তিনি (ﷺ) তাকে বললেন, তোমার এ উটটি আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। সে বলল, বরং হে আল্লাহর রসূল! আমি তা আপনাকে দান করলাম! মূলত তা এমন এক পরিবারের লোকেদের উট, যাদের কাছে তা ছাড়া রুযী-রোজগারের আর কিছুই নেই। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, অবস্থা যখন এরূপই যা তুমি বলেছ। তবে শুন! তা আমার কাছে এ অভিযোগ করেছে যে, তার দ্বারা অধিক কাজ নেয়া হয় এবং তাকে খাবার অল্প দেয়া হয়। অতএব তোমরা তার সাথে সদাচরণ করবে। ২. অতঃপর আমরা সামনের দিকে রওয়ানা হলাম। অবশেষে এক জায়গায় এসে আমরা অবস্থান করলাম এবং নাবী ﷺ সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন একটি গাছ জমিন ফেড়ে এসে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ল। অতঃপর গাছটি তার পূর্বের স্থানে চলে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম হতে জেগে উঠলে আমি তাঁকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, এ গাছটি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সালাম করার জন্য নিজের প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছিল। অতএব তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। ৩. বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা সেখান থেকে সম্মুখের দিকে যাত্রা করলাম এবং একটি জলাশয়ের নিকট পৌঁছলাম। তখন একজন মহিলা নাবী ﷺ-এর কাছে তার এমন একটি ছেলেকে নিয়ে আসলো, যার মাঝে জিনের আসর ছিল। তখন নাবী ﷺ ছেলেটির নাকে ধরে বললেন, "তুমি বের হও, আমি আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ।" বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা আরো সামনের দিকে সফর করলাম। ফেরার পথে যখন আমরা উক্ত জলাশয়ের কাছে আসলাম, তখন নাবী ﷺ ঐ ছেলেটির মাকে তার ছেলেটির অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সে বলল, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনার চলে যাওয়ার পর হতে ছেলেটির মধ্যে আমরা অপ্রীতিকর আর কিছু দেখতে পাইনি। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭৬৩]

---

[৭৬৩] সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীস সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৭১৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ) অর্থাৎ তিনটি মু'জিযাহ্।

(رَأَيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) অর্থাৎ একই সফরে আমি রসূল ﷺ থেকে তিনটি মু'জিযাহ্ লক্ষ্য করেছি।

(فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ) অর্থাৎ উটটি এমনভাবে আওয়াজ করল যে, তার গলা থেকে আওয়াজ বের হতে থাকল। যেমনটি উল্লেখ করেছেন ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ)।

গাছ তাঁর জায়গা থেকে সরে নাবী ﷺ-এর নিকটে এসে তাকে সালাম জানিয়ে তার নিজের জায়গায় ফেরত গেল। এটা নাবী ﷺ-এর বিরাট একটি মু'জিযাহ্ ছিল। যা দ্বারা আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছিলেন।

তারপর নাবী ﷺ মহিলার পাগল ছেলেটির নাকের ছিদ্র ধরে বললেন, তিনি হয়তো ঐ পাগল ছেলেকে অথবা তার ওপর যে জিন্ ভর করেছিল তাকে বললেন, আমি মুহাম্মাদ ﷺ, অতএব তুমি বের হয়ে আসো। এরপর থেকে ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠেছিল। এটাও নাবী ﷺ-এর একটি বিরাট মু'জিযাহ্ ছিল।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٢٣ -[٥٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونٌ وَأَنَّهُ لَيَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا (فَيَخْبُثُ عَلَيْنَا) فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ وَدَعَا فَثَعَّ ثَعَّةً وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرْوِ الْأَسْوَدِ يَسْعٰى. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯২৩-[৫৬] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একজন মহিলা তার একটি ছেলে নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এ ছেলেকে জিনে পেয়েছে। ফলে সকাল-সন্ধ্যা তা তাকে আক্রমণ করে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ ছেলেটির বুকের উপর হাত ফিরিয়ে দিয়ে দু'আ করলেন। তাতে ছেলেটির জোরে বমি হলো, তখন তার পেটের ভিতর হতে কালো একটি কুকুরের ছানার মতো বের হয়ে দৌড়ে গেল। (দারিমী)[৭৬৪]

ব্যাখ্যা : জনৈক মহিলা নাবী ﷺ-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার ছেলের মাঝে পাগলামি আছে। আর সে এ পাগলামিতে আক্রান্ত হয় সকাল ও সন্ধ্যায়। এ কথা শুনে নাবী ﷺ সে ছেলের পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে ছেলেটি একবার বমি করল। ফলে তার পেট থেকে কালো কুকুরের বাচ্চার মতো একটি জন্তু বের হয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٢٤ -[٥٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ تَخَضَّبَ بِالدَّمِ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ تُحِبُّ أَنْ نُرِيَكَ آيَةً قَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ ادْعُ بِهَا فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ وَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَسْبِي حَسْبِي. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯২৪-[৫৭] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ মাক্কার কাফিরদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে এক স্থানে বসাছিলেন, এমন সময় জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি আপনাকে একটি মু'জিযাহ্

[৭৬৪] সানাদ য'ঈফ : ফারক্বদ আস্ সুবখী য'ঈফ; দারিমী ১৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২২৯০।

দেখাব? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, দেখান। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম ঐ গাছটির প্রতি তাকালেন যা নাবী ﷺ-এর পিছনে ছিল। জিবরীল আলায়হিস সালাম নাবী ﷺ-কে বললেন, আপনি ঐ বৃক্ষটিকে ডাক দেন। তিনি (ﷺ) তাকে ডাকলেন। তখন বৃক্ষটি এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, এবার তাকে নিজের স্থানে চলে যেতে বলুন। তখন তিনি (ﷺ) তাকে পূর্বের স্থানে যেতে নির্দেশ করলে তা সেখানে চলে গেল। তা দেখে নাবী ﷺ বললেন, আমার (মানসিক প্রশান্তির) জন্য এটাই যথেষ্ট, এটাই যথেষ্ট। (দারিমী)[৭৬৫]

ব্যাখ্যা : (جَالِسٌ حَزِيْنٌ قَدْ تَخَضَّبَ بِالدَّمِ) অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধের দিন তার দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে তিনি এ অবস্থায় ছিলেন।

(مِنْ فِعْلِ أَهْلِ مَكَّةَ) অর্থাৎ মাক্কার কাফিরদের প্রহারের কারণে। 'আবদুর রয্যাক্ব বলেন, মা'মার থেকে। তিনি যুহরী থেকে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর চেহারা মুবারকে উহুদের দিন সত্তরটি আঘাত করা হয়েছিল তরবারি দিয়ে। তবুও মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছিলেন। বুখারীর হাশিয়ার মধ্যে সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, তাকে আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন কারণ মহান আল্লাহ বলেন- ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ "আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের থেকে রক্ষা করবেন"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৭)। কিন্তু তার এ দাঁত ভাঙ্গার কারণ হলো তিনি যাতে অধিক প্রতিদান লাভ করতে পারেন। আর যে সকল মু'মিন আল্লাহর দীনের জন্য খুবই কষ্ট স্বীকার করেছেন, তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। আর তিনিও মুজাহিদদের কষ্টে শামিল হতে পারেন। এ কারণে যখন তাকে শত্রুরা আঘাত করেছিল তিনি আঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

(يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ تُحِبُّ أَنْ نُرِيَكَ آيَةً) অর্থাৎ- হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে একটি নিদর্শন দেখাব এটি কি আপনি পছন্দ করেন? অর্থাৎ আপনার নুবুওয়্যাতের নিদর্শন স্বরূপ যাতে আপনি আপনার কাজের (কষ্টের) কারণে মনে মনে প্রশান্তি পান। যাতে আপনি বুঝতে পারেন এটা কেবলমাত্র একটি কারণ আপনার কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়ার। তথা আপনার কষ্ট বেশি হওয়ার কারণে আপনার মর্যাদাকেও বেশি করে দেয়া হয়েছে। আর আপনার সম্মানের স্থানও বেশি নিকটবর্তী করা হয়েছে। তখন নাবী ﷺ নিদর্শন দেখতে চাইলেন। ফলে নাবী ﷺ-এর পিছনে থাকা একটি গাছের দিকে জিবরীল আলায়হিস সালাম তাকিয়ে নাবী ﷺ-কে বললেন, আপনি এ গাছটিকে আপনার নিকটে ডাকেন। ফলে নাবী ﷺ তাকে ডাকলে গাছটি তার কাছে আসে। তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম নাবী ﷺ-কে আবার বললেন, আপনি তাকে তার পূর্বের স্থানে ফিরে যেতে বলেন। নাবী ﷺ তাকে তার জায়গায় ফিরে যেতে বললে গাছটি তার আগের জায়াগায় ফিরে আসে। এ দেখে নাবী ﷺ বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٢٥ -[٥٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دنا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلٰى مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: «هٰذِهِ السَّلَمَةُ» فَدَعَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِشَاطِئِ الْوَادِيْ فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ حَتّٰى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ ثَلَاثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلٰى مَنْبَتِهَا. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯২৫-[৫৮] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে এক ভ্রমণে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন আসে। যখন সে কাছে আসলো, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

[৭৬৫] সানাদ সহীহ : দারিমী ২৩, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৩৪৮।

Scanned by CamScanner

তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, সত্যিকারার্থে আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য দ্বিতীয় কেউ নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল? বেদুঈন বলল, তুমি যা বললে আর কেউ কি এ কথার সাক্ষ্য দেয়? তিনি (ﷺ) বললেন, ঐ বাবলা গাছটি এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এই বলে রসূলুল্লাহ ﷺ গাছটিকে ডাকলেন। গাছটি ছিল উপত্যকার এক প্রান্তে। তা জমিনকে চিরে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তখন তিনি গাছটি হতে তিনবার সাক্ষ্য চাইলেন। গাছটি অনুরূপভাবে তিনবার সাক্ষ্য প্রদান করল, যেরূপ তিনি (ﷺ) বলেছিলেন। অতঃপর গাছটি নিজের স্থানে চলে গেল। (দারিমী)[৭৬৬]

ব্যাখ্যা : (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ) আমরা কোন একটি সফরে নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। অর্থাৎ কোন একটি যুদ্ধের সফরে অথবা 'উমরার সফরে ছিলাম।

নাবী ﷺ একজন বেদুইনকে দেখে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক ও তার কোন অংশীদার নেই, আর আমি মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল? লোকটি যখন উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। তখন নাবী ﷺ প্রশ্ন করলেন, আর কে আছে যে, তুমি ছাড়া এ সাক্ষ্য প্রদান করে? তখন লোকটি একটি গাছের দিকে ইশারা করে গাছটিকে ডাকলেন। তখন উপত্যকার গাছটি এসে তার নিকটে দাঁড়াল। আর তিনবার সাক্ষ্য দিন। এরপর আবার তার আগের জায়গায় ফিরে গেল। অতএব উক্ত ঘটনা দ্বারা নাবী ﷺ-এর মু'জিযাহ্ পরিলক্ষিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٢٦ - [٥٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: بِمَا أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: «إِنْ دَعَوْتَ هٰذَا الْعِذْقَ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ يَشْهَدُ أَنِّىْ رَسُولُ اللّٰهِ» فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتّٰى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ» فَعَادَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهٗ

৫৯২৬-[৫৯] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি কিভাবে বিশ্বাস করব যে, আপনি আল্লাহর নাবী? তিনি (ﷺ) বললেন, যদি আমি খেজুরের ঐ খোসা (কান্দি বা ছড়া)-কে ডাকি এবং সে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহর রসূল! (তবে বিশ্বাস করবে?) তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন। এতে ঐ কান্দি খেজুরের গাছ হতে নিচে নেমে নাবী ﷺ-এর সম্মুখে এসে পড়ল। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, ফিরে যাও। তখন কান্দিটি ফিরে গেল। তা দেখে বেদুঈন মুসলিম হয়ে গেল। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ][৭৬৭]

ব্যাখ্যা : এক বেদুইন নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আপনি যে সত্য নাবী তা আমরা কোন মু'জিযাহ্ দেখে চিনতে পারব? তখন নাবী ﷺ তাকে বললেন, যদি আমি এই খেজুরের কাঁদিকে ডাকি তাহলে সে খেজুরের গাছ থেকে নেমে এসে সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর রসূল। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি যদি তাকে আহ্বান করি তাহলে সে আমার কাছে এসে সাক্ষ্য প্রদান করবে। অতঃপর নাবী ﷺ খেজুরের কাঁদিকে ডাকলে সে গাছ থেকে নেমে এসে নাবী ﷺ-এর কাছে এসে সাক্ষ্য প্রদান করে। এ অবস্থা দেখে বেদুইন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৬৬] সানাদ সহীহ : দরিমী ১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫০৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৪০৬।
[৭৬৭] সহীহ : তিরমিযী ৩৬২৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫০৬৮।

Scanned by CamScanner

٥٩٢٧ -[٦٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ ذِئْبٌ إِلٰى رَاعِيْ غَنَمٍ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِيْ حَتّٰى
انْتَزَعَهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الذِّئْبُ عَلٰى تَلٍّ فَأَقْعٰى وَاسْتَثْفَرَ وَقَالَ قَدْ عَمَدْتُ إِلٰى رِزْقٍ رَزَقَنِيْهِ اللّٰهُ أَخَذْتُهٗ ثُمَّ
انْتَزَعْتَهٗ مِنِّيْ فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللّٰهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ الذِّئْبُ أَعْجَبُ مِنْ هٰذَا رَجُلٌ فِيْ
النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضٰى وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًّا فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَأَخْبَرَهٗ وَأَسْلَمَ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا أَمَارَاةٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ
يَخْرُجَ فَلَا يَرْجِعَ حَتّٰى يُحَدِّثَهٗ نَعْلَاهُ وَسَوْطُهٗ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهٗ بَعْدَهٗ". رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৫৯২৭-[৬০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একটি বাঘ বকরির রাখালের নিকট এসে (বকরির) পাল হতে একটি বকরি ধরে নিয়ে গেল। এদিকে রাখাল তার অনুসন্ধানে বের হলো, শেষ পর্যন্ত সে বাঘের কবল হতে বকরিটিকে ছিনিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বাঘটি একটি টিলার উপর উঠল এবং লেজ গুটিয়ে বলতে লাগল, আমি খাদ্যের অনুসন্ধানে বের হয়েছিলাম, আর আল্লাহ তা'আলাও আমাকে রিয্‌ক্ব দান করেছিলেন, অতঃপর (হে রাখাল!) তুমি আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছ। তা শুনে (রাখাল) লোকটি বলে উঠল, আল্লাহর শপথ আজকের মতো এমন আশ্চর্যের ব্যাপার আমি আর কখনো দেখিনি। বাঘে (মানুষের ন্যায়) কথা বলছে। তখন বাঘটি বলে উঠল! এটা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এক লোক দু'টি পাথুরের মাঝে খেজুর বাগানে অবস্থান করছে। সে তোমাদেরকে অতীতে যা হয়ে গেছে তা এবং পরবর্তীতে যা কিছু হবে তার সংবাদ দেয়। বর্ণনাকারী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) বলেন, উক্ত (রাখাল) লোকটি ছিল ইয়াহূদী। সে নাবী ﷺ-এর কাছে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করল। তার কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন, লোকটি সত্য কথাই বলেছেন। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, এটা এবং এর মতো আরো অন্যান্য বহু নিদর্শন ক্বিয়ামাতের আগে সংঘটিত হবে। তিনি আরো বলেছেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, এমন একদিন আসবে, কোন লোক তার ঘর হতে বাইরে কোথাও যাবে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার (স্ত্রী) কি অপকর্ম করেছে, সে ফিরে আসতেই তার (পায়ের) জুতা ও (হাতের) লাঠি তাকে বলে দিবে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭৬৮]

ব্যাখ্যা : একটি বাঘ একটি রাখালের ছাগলের পালের কাছে এসে সেখান থেকে একটি ছাগলকে ধরল। তারপর ছাগলের পালের রাখাল বাঘের কাছ থেকে সে ছাগলকে ছাড়িয়ে নিল। তখন বাঘটি সেখান থেকে সরে গিয়ে একটি উঁচু টিলাতে উঠে নিতম্বের ওপর ভর করে দু'হাত বিছিয়ে বসে বলল, আল্লাহ আমার জন্য যে খাবার বৈধ করেছেন তা থেকে আমি ধরেছি। তারপর তুমি আমার থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিলে। তখন তার কথা শুনে রাখাল বলল। আল্লাহর শপথ, আজকের মতো এরূপ আশ্চর্যের ঘটনা কক্ষনো দেখিনি। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সেই রাখালটির নাম ছিল হাব্বার ইবনু আওস আল খুযা'ঈ। আর তাকে বাঘের সাথে কথা-বার্তা বলা ব্যক্তি বলা হয়। লোকটি বাঘের কথা-বার্তা শুনে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, আমি আজকের দিনের মতো কোন দিন দেখিনি। তাকে নাবী ﷺ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হলে সে নাবী ﷺ-এর কাছে আসলো। সে ছিল একজন ইয়াহূদী লোক। নাবী ﷺ তাকে এ সংবাদ সত্যায়ন করলে সে ইসলাম গ্রহণ করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৬৮] সানাদ সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪২৮২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৮০৮।

Scanned by CamScanner

٥٩٢٨ - [٦١] وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ غُدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقْعُدُ عَشَرَةٌ قُلْنَا: فَمِمَّا كَانَتْ تُمَدُّ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هٰهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهٖ إِلَى السَّمَاءِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৫৯২৮-[৬১] আবুল আ'লা (রহিমাহুল্লাহ) সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা (সহাবীগণ) নাবী ﷺ-এর সাথে বড় একটি পাত্রে পালাক্রমে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত খানা খেতাম। অর্থাৎ দশজন খানা খেয়ে উঠে যেত এবং দশজন খেতে বসত। [আবুল 'আলা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,] আমরা সামুরাহ্ رضي الله عنه-কে প্রশ্ন করলাম, কোথা হতে এ পাত্রে খাদ্য বৃদ্ধি পেত? সামুরাহ্ رضي الله عنه বললেন, কি কারণে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, সে খাদ্য-পাত্রে এখান হতে বৃদ্ধি পেত। (তিরমিযী)[৭৬৯]

ব্যাখ্যা : আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে একটি বড় পাত্র থেকে খাবার খাচ্ছিলাম। আমাদের হাত এখানে ওখানে ঘুরছিল। আমরা সে পাত্র থেকে সকাল থেকে খাওয়া শুরু করলাম। এ খাবার রাত পর্যন্ত চলতে থাকল। পাত্রে দশজন দশজন করে বসতে ছিল। তাদের খাওয়া শেষ হলে বাকি দশজন বসল। আমরা বর্ণনাকারী সামুরাহ্-কে বললাম, পাত্রে খাদ্য বেশি হচ্ছিল কিভাবে? এ কথা তিনি এক পর্যায়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছিলেন। প্রশ্নকারী আবুল 'আলা যিনি তাবি'ঈদের নেতা ছিলেন তাকে বর্ণনাকারী সামুরাহ্ رضي الله عنه বলেন, তুমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ কেন? তিনি তাঁর হাতকে আসমানের দিকে উঁচু করে ইঙ্গিত করলেন, এ বারাকাত আসমান থেকে আসে। আসমান থেকে বারাকাত নাযিলের কারণে এত অধিক পরিমাণ খাবার হয়েছে। এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর মধ্যে। তা হলো- ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ "আর তোমাদের রিয্‌ক্ব আসমানে আছে"– (সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ২২)। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথা বলেছেন, সামুরাহ্ رضي الله عنه; আর প্রশ্নকারী হলো আবুল 'আলা। এটাই বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٢٩ - [٦٢] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ» فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهٗ فَانْقَلَبُوْا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوْا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৯২৯-[৬২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। বদ্‌র যুদ্ধে নাবী ﷺ তিনশত পনেরোজনকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং এভাবে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এরা খালি পা, অতএব এদেরকে বাহন দান কর। হে আল্লাহ! এরা বস্ত্রহীন, এদেরকে পোশাক দান কর। হে আল্লাহ! এরা ক্ষুধার্ত, এদেরকে পরিতৃপ্ত খাদ্য দান কর। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) বিজয়ী করলেন। ফলে তাঁরা এমন অবস্থায় ফিরলেন যে, তাঁদের প্রত্যেক লোকের সাথে একটি অথবা দু'টি উট ছিল এবং তারা পোশাক পরিহিত এবং খাদ্যে পরিতৃপ্ত। (আবূ দাউদ)[৭৭০]

---

[৭৬৯] সহীহ : তিরমিযী ৩৬২৫, দারিমী ৫৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৭৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৮২৫।

[৭৭০] হাসান : আবূ দাউদ ২৭৪৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১৩৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৫৯৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ) অর্থাৎ হে আল্লাহ! তারা খালি পায়ে। অর্থাৎ তাদের বেশির ভাগ লোক খালি পায়ে আছে তাদের পায়ে জুতা নেই।

(فَاحْمِلْهُمْ) অর্থাৎ তাদেরকে আপনি আরোহণের জন্য সাহায্য করেন। তথা আপনি তাদের প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা বাহন দান করুন।

(اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ) অর্থ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তারা উলঙ্গ। অর্থাৎ লুঙ্গি ছাড়া তাদের আর কোন কিছু পরিধানের নেই। অতএব আপনি তাদেরকে পরিধানের কাপড় দিন। আর তাদেরকে সৌন্দর্যের পোশাক দান করুন।

(اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ) অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তাদেরকে শক্তিশালী কর যাতে তারা আনুগত্যের প্রতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

(فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهُ) অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নাবীকে সাহায্য করেছেন মাক্কার মুশরিকদের ও কুরায়শদের সৈন্য ও তাদের বড়দের ওপর। এমনকি তাদের সত্তরজনকে নিহত করা হয় আর সত্তর জনকে বন্দি করা হয়।

(وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوْا) অর্থাৎ তাদের শত্রুদের গনীমাত থেকে। আল্লাহ সত্য কথাই বলেছেন ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ - "সম্ভবত তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ কর আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৯)। যেমন তাদের একদল সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ সংবাদ দিয়েছেন- ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ "আর মু'মিনদের একটি দল তা অপছন্দ করেছিল"– (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৫)। একটি হাদীসে আছে, যাতে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয় তাতে ধৈর্যধারণ করা বেশি উত্তম। অতঃপর এটা হলো দুনিয়াবী পরিণতি আর আখিরাতে যা আছে উত্তম ও স্থায়ী– (আবূ দাউদ)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٣٠ -[٦٣] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ مَنْصُورُوْنَ وَمُصِيبُوْنَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৯৩০-[৬৩] ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমাদেরকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) সাহায্য করা হবে। তোমরা (শত্রুদের) অনেক সম্পদ লাভ করবে এবং তোমাদের জন্য (বহু শহর ও দেশ) বিজিত হবে। অতএব তোমাদের যে কেউ সেই সময়টি পাবে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে, লোকেদেরকে ভালো কাজের দিকে ডাকে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করে। (আবূ দাউদ)[৭৭১]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে এ ঘোষণার মাধ্যমে নাবী (ﷺ) যেন ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ পথের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে করে কোন ব্যক্তি বিজয় ও সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার সময় ও ধনসম্পদ করায়ত্তকালীন স্বীর অবস্থান ও উদ্দেশ্য হতে উদাসীন না হয় এবং গর্ব-অহংকার, অপব্যয়, আত্মপ্রদর্শন ও যুল্ম-অত্যাচারের নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহর গযবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না হয়। মূলত এ ঘোষণার মাধ্যমে নাবী (ﷺ) মুসলিমদেরকে কুরআন মাজীদের ঐ আয়াতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে বলা হয়েছে- ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

[৭৭১] সহীহ : তিরমিযী ২২৫৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৩৮৩, মুসনাদে বাযযার ২০১১, আবূ ইয়া'লা ৫৩০৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮০৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৯৮২৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/১০২,।

Scanned by CamScanner

﴿عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ অর্থাৎ "যদি আমরা তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করি তাহলে তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে"– (সূরাহ্ হাজ্জ : ৪১)। (মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

(فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ) অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি যেন সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করে, যাতে করে সে সফলতায় পরিপূর্ণ হতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٣١ - [٦٤] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهٖ مَعَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ سَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ هٰذِهٖ فِيْ يَدَيَّ لِلذِّرَاعِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ تَضُرَّهٗ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوُفِّيَ أَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ أَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى كَاهِلِهٖ مِنْ أَجْلِ الَّذِيْ أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهٗ أَبُوْ هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِيْ بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৫৯৩১-[৬৪] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি খায়বার এলাকায় এক ইয়াহূদী মহিলা বকরির গোশতের ভুনা মধ্যে বিষ মিশ্রিত করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হাদিয়্যাহ্ পেশ করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তার বাহু হতে কিছু অংশ খেলেন এবং তাঁর কতিপয় সহাবীও তাঁর সাথে খেলেন। অতঃপর (গোশত মুখে তুলেই) তিনি (ﷺ) সহাবীগণকে বললেন, খাদ্য হতে তোমরা হাত গুটিয়ে নাও এবং উক্ত ইয়াহূদী মহিলাকে ডেকে পাঠালেন, (সে আসলে) তিনি (ﷺ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি বকরির এ গোশতে বিষ মিশ্রিত করেছ? সে বলল, আপনাকে কে বলেছে? তিনি (ﷺ) বললেন, আমার হাতের এই বাহুর গোশতই বলেছে। তখন মহিলাটি বলল, হ্যাঁ, আমি এতে বিষ মিশিয়েছি। আর তা এ উদ্দেশেই করেছি, যদি আপনি প্রকৃতই নাবী হন, তাহলে তা (বিষ) আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নাবীই না হয়ে থাকেন, তাহলে তার থেকে আমরা শান্তি লাভ করব। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে কোন প্রকারে শাস্তি দিলেন না। আর তাঁর ঐ সমস্ত সহাবীগণ মৃত্যুবরণ করলেন, যাঁরা উক্ত বকরি হতে খেয়েছিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আর উক্ত গোশতের কিছু অংশ খাওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ দুই কাঁধের মাঝখানে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। আনসারের বায়াযাহ্ গোত্রের আযাদকৃত গোলাম আবূ হিন্দ শিং ও চাকু দ্বারা নাবী ﷺ-এর কাঁধে শিঙ্গা লাগিয়েছিল। (আবূ দাউদ ও দারিমী)[৭৭২]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত ইয়াহূদী মহিলার নাম ছিল যায়নাব বিনতুল হারিস। সে ছিল মারহাব ইবনু আবূ মারহাব-এর ভাইয়ের মেয়ে এবং সালাম ইবনু মিশকাত-এর স্ত্রী। এই মহিলা কিছু লোকের মাধ্যমে জেনে নিয়েছিল যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট কোন অংশের গোশ্‌ত সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল। সে অনুসারে সে তার গৃহপালিত একটি বকরি যাবাহ করল এবং তা উত্তমরূপে ভুনা করে তাতে মারাত্মক বিষ

[৭৭২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৫১০, দারিমী ৬৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬৪৩০। সানাদ য'ঈফ, সানাদে বিচ্ছিন্নতা আছে, যুহরী জাবির رضي الله عنه থেকে শোনেননি।

Scanned by CamScanner

মিশ্রিত করল। হাত এবং সিনার অংশে সে বেশি করে বিষ মিশ্রিত করল, অতঃপর উক্ত গোশ্‌ত এতে নাবী ﷺ এবং সহাবীদের সামনে উপস্থাপন করল যারা সে সময় রসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিল।

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) আর যদি নাবীই না হয়ে থাকেন, তাহলে তা দ্বারা আমরা শান্তি লাভ করব। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রসূল ﷺ তাকে হত্যার নির্দেশ দিলে তাকে হত্যা করা হয়। এ দু' বর্ণনার মধ্যে মতভেদ তৈরি হলো। উভয়ের মাঝে সমাধান হলো- রসূল ﷺ তাকে প্রথমে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তবে যখন সেই বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়ে বিশ্‌র ইবনুল বারা' ইবনু মা'রূর মারা যায় তখন ক্বিসাস স্বরূপ মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়। 'মাওয়াহিব'-এর মধ্যে এসেছে, বলা হয়ে থাকে যে, সে মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিল বিধায় তাকে হত্যা করা হয়নি। কতিপয় মুহাক্কিক্ব বলেন, "তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন" অর্থাৎ প্রথমে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি নিজের ক্ষেত্রে কোন প্রতিশোধ নেননি। তারপর যখন বিশ্‌র ইবনুল বারা' ইবনু মা'রূর মারা গেলেন তখন তাকে ক্বিসাস স্বরূপ হত্যার নির্দেশ দেন। এটার সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন, অতঃপর বিশ্‌রকে হত্যার অপরাধে ক্বিসাসস্বরূপ তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর এ দাবীর পক্ষে একা নন, বরং সুলায়মান আত্ তায়মী তাঁর "আল মাগাযী" কিতাবে এ বিষয়টিকে শক্তিশালী করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَلَنْ تَضُرَّهُ) অর্থ, তাহলে তা (বিষ) আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অর্থাৎ হয়তো এ কারণে যে, নাবীগণের ওপর বিষ এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল হয় না যে, তাদের জীবনই নিঃশেষ করে দিবে। অথবা এ ভিত্তিতে যে, ইসলামের প্রচার ও পূর্ণতার পূর্বে নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর আশঙ্কাও করা যায় না। প্রথম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ঐ বর্ণনা সংশয়ের কারণ হতে পারে যাতে বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ-এর মৃত্যু ঐ বিষের প্রতিক্রিয়ার কারণে হয়েছে যা তাঁকে খায়বারের খাবারের মধ্যে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু মুহাক্কিক্ব 'আলিমগণ লিখেছেন যে, এ বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়, তাই সংশয়ের প্রশ্নই আসে না; বরং এক বর্ণনায় তো এরূপ এসেছে যে, কেউ একজন মৃত্যুশয্যায় প্রশ্ন করেছিল যে, আপনার মধ্যে কি খায়বারের বিষ প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে? জবাবে রসূল ﷺ বলেন, আমার তাক্বদীরে যা লেখা আছে এবং আল্লাহ তা'আলা যা চান তা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট আপতিত হতে পারে না। (মাযাহিরে হাক্ব ৭ম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

٥٩٣٢ -[٦٥] وَعَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ عَشِيَّةٌ فَجَاءَ فَارِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ طَلَعْتُ عَلٰى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلٰى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَقَالَ: «اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُونَ فِيْ أَعْلَاهُ». فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلٰى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ حَسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَسِسْنَا فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا

Scanned by CamScanner

نَنْظُرُ إِلٰى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِيْ أَعْلٰى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَلَمْ أَرَ أَحَدًا فَقَالَ لَهٗ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لَا إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيَ حَاجَةٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৯৩২-[৬৫] সাহল ইবনু হানযালিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুনায়নের যুদ্ধের দিন তাঁরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ভ্রমণে বের হলেন। ভ্রমণটি কিছুটা দীর্ঘ হলো, এমনকি সন্ধ্যা এসে গেল। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি অমুক অমুক পাহাড়ের উপর উঠেছিলাম, তখন দেখতে পেলাম, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা সকলে এসে পড়েছে। তাদের সাথে তাদের মহিলাগণ, মালসম্পদ এবং সর্বপ্রকারের গবাদিপশু রয়েছে; আর তারা সকলে হুনায়ন এলাকায় একত্রিত হয়েছে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) হালকা হেসে বললেন, *ইন্শা-আল্ল-হ*! আগামীকাল এ সমস্ত জিনিস মুসলিমদের গনীমাতের সম্পদে পরিণত হবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আজ রাতে (তোমাদের) কে আমাদেরকে পাহারা দেবে? আনাস ইবনু আবূ মারসাদ আল গানাবী (রাঃ) বললেন, আমিই হে আল্লাহর রসূল! তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আচ্ছা আরোহণ কর। তখন তিনি তাঁর অশ্বে আরোহণ করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি এই পাহাড়ী রাস্তায় অগ্রসর হও, এমনকি এ পাহাড়ের উপরে পৌঁছে যাও। (বর্ণনকারী বলেন,) যখন ভোর হলো, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাতের জন্য বের হলেন। দু' রাক্'আত সুন্নাত পড়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা তোমাদের অশ্বারোহীর আভাস পেয়েছ কি? তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আভাস পাইনি। অতঃপর সলাতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হলো, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাত আদায় করাতে আড় চোখে সেই গিরিপথের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সলাত শেষ করেই তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের অশ্বারোহী এসে পৌঁছেছে। (বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বৃক্ষরাজির মাঝে পাহাড়ী পথে সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি এসে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, আমি রওয়ানা হয়ে ঐ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছিলাম, যেখানে উঠার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নির্দেশ করেছিলেন। যখন আমি সকালে উপনীত হলাম, তখন আমি উভয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এদিক-সেদিক দৃষ্টি দিলাম কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) সে অশ্বারোহীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি রাতের বেলায় অবতরণ করেছিলে? তিনি বললেন, না। তবে শুধু সলাতের জন্য অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এরপর তুমি অন্য কোন প্রকারের (নাফ্ল) 'আমাল না করলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না। (আবূ দাউদ)[৭৭৩]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ) অর্থাৎ- স্বীয় পিতার উটের উপর। অর্থাৎ- সকলেই একত্রিত হয়ে। কথিত আছে যে এক ব্যক্তি তাঁর সকল ছেলে-মেয়েকে একটি উটের উপরে বহন করত। এটি 'আরবদের একটি প্রবাদ বাক্য। এর দ্বারা তারা আধিক্য বুঝায়।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন যে, (عَلٰى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ)-এর মধ্যকার عَلٰى মূলত مع অর্থে হয়েছে। আর এ বাক্য প্রবাদ বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এ প্রবাদ বাক্যের উৎস হলো, এক 'আরব গোত্রের কিছু লোক কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে স্বীয় বাসস্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। অতএব ঐ সকল লোক এখান থেকে

[৭৭৩] সহীহ : আবূ দাউদ ২৫০১, সহীহ আবূ দাউদ ২২৫৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭৮।

Scanned by CamScanner

রওয়ানা হলো। যেহেতু তারা তাদের পিছনে কোন জিনিস ফেলে যেতে চাচ্ছিল না, তাই তারা এক একটি জিনিস নিজেদের সাথে নিয়ে নিল। এমনকি তাদের নিকট যে উট ছিল সেগুলোও সাথে নিয়ে নিল। এ অবস্থা দেখে কিছু লোক বলল, «جاءوا على بكرة أبيهم»অর্থাৎ এ সকল লোক (সব কিছু নিয়ে) এসেছে এমনকি স্বীয় পিতার উটও নিয়ে এসেছে। পরবর্তীতে এ বাক্য এমন লোকেদের ক্ষেত্রে প্রবাদ বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল যারা নিজেদের সাথে তাদের সকল মাল-সামানা ও সকল লোক সহকারে আগমন করে এমতাবস্থায় তাদের সাথে কখনো উট থাকত আবার কখনো থাকত না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا) অর্থ- ঐ রাতের পর তুমি অন্য কোন 'আমাল না করলেও... অর্থাৎ অন্য কোন নাফ্ল ও ফাযীলাতের কাজ না করতে পারলেও আজ রাতে তুমি যে গুণের কাজ করেছ তা তোমার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এতে রসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ আছে যে, আল্লাহ তাঁর পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তবে এতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ এই রাতের পর তুমি যদি কোন অতিরিক্ত কল্যাণকর কাজ নাও কর তবে তোমার কোন সমস্যা হবে না। কারণ এই রাতের 'আমাল তোমার জন্য সাওয়াব ও ফাযীলাতের দিক দিয়ে যথেষ্ট। তিনি এখানে নাফ্ল ও সাওয়াবের কথা বলেছেন, ফারযের কথা বলেননি। কারণ ফারয কাজ বান্দার থেকে কম করা হয় না। এটারও সম্ভাবনা আছে যে, উক্ত ঘোষণার মধ্যে 'আমাল দ্বারা জিহাদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তুমি আজকের রাত্রিতে আল্লাহর রাস্তায় আমাদের পাহারাদারির দায়িত্ব যেভাবে পরিশ্রম, বীরত্ব ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছ এরপর যদি তুমি জিহাদে শারীক নাও হও তবুও তোমাকে এ ব্যাপারে কোন ধরপাকড় করা হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٣٣ -[٦٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِيْ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِيْ مِزْوَدِكَ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلَا تَنْثُرْهُ نَثْرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذٰلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِيْ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৯৩৩-[৬৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি অল্প কয়েকটি খেজুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন এগুলোর মাঝে বারাকাত হয়। তখন তিনি (ﷺ) খেজুরগুলো হাতে নিলেন। অতঃপর সেগুলোর মাঝে আমার জন্য বারাকাতের দু'আ করলেন। তারপর বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং তোমার খাদ্য-থলির মাঝে রেখে দাও। যখনই তুমি থলি হতে কিছু নিতে চাবে, তখনই তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নেবে। তবে কখনো থলিটিকে ঝেড়ে খালি করবে না।

(আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন,) আমি সে খেজুর হতে এত এত 'ওয়াসাক্ব' পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছি। এতদ্ভিন্ন তা হতে আমরা নিজেরাও খেয়েছি এবং অন্যান্যকেও খাওয়ায়েছি। আর উক্ত থলিটি কখনো আমার কোমর হতে আলাদা হত না। পরিশেষে 'উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের দিন সেই থলিটি কোথাও খুলে পড়ে যায়। (তিরমিযী)[৭৭৪]

[৭৭৪] সানাদ হাসান : তিরমিযী ৩৮৩৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৩৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষ বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, যখন ফিতনাহ্ ছড়িয়ে পড়ে তখন বারাকাত উঠে যায়। আর মনের দুঃখে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বলতেন, «للناس هم ولي همان بينهم هم الجراب وهم الشيخ عثمانا» অর্থাৎ মানুষের জন্য একটি দুঃখ, কিন্তু আমার দুঃখ দু'টি- একটি হলো আমার থলি হারানো আর দ্বিতীয়টি হলো মহামান্য খলীফাহ্ 'উসমান رضي الله عنه-কে হারানো।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব ৭ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٣٤ -[٦٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوهُ بِالْوِثَاقِ يُرِيدُونَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلِ اقْتُلُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ أَخْرِجُوهُ فَأَطْلَعَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَلٰى ذٰلِكَ فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلٰى فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى لَحِقَ بِالْغَارِ وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَهُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارُوا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَوْا عَلِيًّا رَدَّ اللّٰهُ مَكْرَهُمْ فَقَالُوا أَيْنَ صَاحِبُكَ هٰذَا قَالَ لَا أَدْرِىْ فَاقْتَصُّوا أَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ اخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ فَمَرُّوا بِالْغَارِ فَرَأَوْا عَلٰى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ فَقَالُوا لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلٰى بَابِهِ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫৯৩৪-[৬৭] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাত্রির বেলায় কুরায়শগণ মাক্কায় পরামর্শ করল যে, সকাল হতেই তারা নাবী ﷺ-কে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। আবার কেউ বলল, বরং তাকে হত্যা করে ফেল। অন্য আরেকজন বলল, বরং তাকে দেশ হতে তাড়িয়ে দাও। আর এদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ﷺ-কে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। অতঃপর 'আলী رضي الله عنه নাবী ﷺ-এর বিছানায় সেই রাত্রি যাপন করলেন এবং নাবী ﷺ মাক্কাহ্ হয়ে পর্বতের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন, কিন্তু নাবী ﷺ স্বীয় বিছানায় শুয়ে আছেন ধারণা করে সারাটি রাত্র মুশরিকরা 'আলী رضي الله عنه-কে পাহারা দিতে থাকল। ভোর হতেই তারা নাবী ﷺ-এর হুজরার উপর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলো। যখন তারা নাবী ﷺ-এর স্থানে 'আলী رضي الله عنه-কে দেখতে পেল, তখন (বুঝতে পারল যে,) তাদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ তা'আলা প্রতিহত করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা 'আলী رضي الله عنه-কে প্রশ্ন করল, তোমার এই বন্ধু (নাবী ﷺ) কোথায়? 'আলী رضي الله عنه বললেন, আমি জানি না। তখন তারা নাবী ﷺ-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়ল, কিন্তু উক্ত পর্বতের কাছে পৌছার পর পদচিহ্ন তাদের জন্য হজবরল ও সংশয়পূর্ণ হয়ে গেল। তবু তারা পাহাড়ের উপর উঠল এবং গুহার মুখে গিয়ে পৌছল। তারা দেখতে পেল, মাকড়সা গুহার দ্বারপথে জাল বুনে রেখেছে, তা দেখে তারা বলাবলি করল, যদি সে (মুহাম্মাদ ﷺ) এ গুহার মাঝে প্রবেশ করত, তাহলে গুহার দ্বারে মাকড়সার জাল থাকত না। তারপর নাবী ﷺ তিন রাত্র-দিবস তার ভিতরে অবস্থান করলেন। (আহমাদ)[৭৭৫]

---

[৭৭৫] সানাদ য'ঈফ : 'উসমান ইবনু 'আম্‌র ইবনু সাজ আল জাযারী য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১১২৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ৯৭৪৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : কুরায়শ নেতারা নাবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দারুণ নাদওয়া-তে পরামর্শ সভায় মিলিত হয়েছিল। কথিত আছে যে, শায়ত্বনও শায়খ নাজদীর আকৃতি ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল এবং সে-ই নাবী ﷺ-কে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ "আর সেই ঘটনাও স্মরণ যখন কাফিররা আপনাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করল যে, তারা আপনাকে বন্দি করে রাখবে অথবা আপনাকে নিহত করে রাখবে অথবা আপনাকে দেশান্তর করে দিবে"– (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৩০)। হাদীসে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে।

(فَرَأَوْا عَلٰى بَابِهٖ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ) অর্থাৎ তারা যখন গুহার মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল তখন তারা তার মুখে মাকড়সার বাসা দেখতে পেল। এটা দেখে তারা মন্তব্য করল যে, তারা যদি এখানে থাকত তবে এর দরজায় মাকড়সা জাল বাঁধলো কিভাবে? বলা হয়ে থাকে যে, যখন নাবী ﷺ গুহার ভেতরে প্রবেশ করেন তখন আল্লাহ দু'টি কবুতরকে পাঠিয়ে দেন। তারা তার নিচে ডিম পাড়ে। আর মাকড়সা সেখানে জাল তৈরি করে। বর্ণিত আছে, যে গর্তের উপরে উঠল, তারা যদি নিচের দিকে তাকাত তবে তাদেরকে দেখে ফেলত। এ দেখে আবূ বাক্র رضي الله عنه ভয় পেয়ে যান। তখন নাবী ﷺ বলেন, হে আবূ বাক্র! দু'জনের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি, তৃতীয় জন হিসেবে তো আল্লাহ আছেন। আল্লাহ গুহা থেকে তাদের চোখকে অন্ধ করে দেন। ফলে তারা গুহার চারপাশে ঘুরতে লাগল কিন্তু তারা তাদেরকে দেখতে পেল না। অবশেষে তারা সেখান থেকে চলে গেল। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৮ম খণ্ড, হা. ৩০৬৪, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٣٥ - [٦٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُودِ فَجَمَعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ مُصَادِقِيَّ عَنهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا فلَان فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَالَ: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ» قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْسَئُوا فِيهَا وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنهُ قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هٰذِهِ الشَّاةِ سَمًّا». قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَابًا نَسْتَرِيحَ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَمْ يَضُرُّكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৩৫-[৬৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয় হওয়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (ভাঁজা) বকরি হাদিয়্যাহ্স্বরূপ পেশ করা হলো তাতে বিষ ছিল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, এখানে যত ইয়াহূদী আছে, সকলকে আমার সামনে একত্রিত কর। তারা সকলে একত্রিত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে এক ব্যাপারে প্রশ্ন করব, তোমরা কি আমাকে এ ব্যাপারে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল ক্বাসিম! অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, অমুক। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা মিথ্যা

Scanned by CamScanner

বলছ; বরং তোমাদের পিতা তো অমুক। তখন তারা বলল, আপনি সত্যই বলেছেন এবং সঠিক বলেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আরো একটি বিষয়ে যদি প্রশ্ন করি, সে বিষয়েও তোমরা কি আমাকে সত্য উত্তর দিবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল ক্বাসিম! কেননা যদি আমরা আপনাকে মিথ্যা কথা বলি, তাহলে আপনি তো জানতেই পারবেন যেমনটি জানতে পেরেছেন আমাদের পিতার বিষয়ে। এবার রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, জাহান্নামী কারা? উত্তরে তারা বলল, আমরা স্বল্প সময়ের জন্য জাহান্নামে যাব। অতঃপর আপনারা তাতে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকবেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দূর হও! তোমরাই সেখানে থাকবে। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো জাহান্নামে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আরো একটি কথা প্রশ্ন করি, তাহলে তোমরা কি আমাকে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল ক্বাসিম! এবার রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বল দেখি! তোমরা কি এ বকরির গোশতে বিষ মিশিয়েছিলে? তারা (নির্দ্বিধায়) বলল, হ্যাঁ। নাবী ﷺ প্রশ্ন করলেন? কিসে তোমাদেরকে এমন করতে উদ্বুদ্ধ করল? উত্তরে তারা বলল, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তাহলে আমরা আপনা হতে রেহাই পাব। আর আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে বিষ আপনার কোনই ক্ষতি করবে না। (বুখারী)[৭৭৬]

ব্যাখ্যা : (نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ) "হ্যাঁ, হে আবুল ক্বাসিম!" রসূল ﷺ-কে সম্বোধন করার ইয়াহূদীদের একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল এটি। ঐ সকল হতভাগারা রসূল ﷺ-কে মুহাম্মাদ নামে সম্বোধন করত না। কেননা এ বারাকাতময় নাম তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে সুপ্রসিদ্ধ ও উল্লেখিত ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ যে সত্য নাবী তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। অতএব পক্ষপাতি ও শত্রুতার ভিত্তিতে তাদের মনঃপুত হত না যে, তারা তাদের মুখে ঐ নামের প্রকাশ করবে, যা স্বয়ং তাদের আসমানী কিতাবসমূহের দৃষ্টিতে শেষ যামানার নাবীর সত্যতার নিদর্শন ছিল। (মাযাহিরে হাক্ব ৭ম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

(ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا) অর্থ- "অতঃপর আপনারা তাতে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকবেন।" অর্থাৎ ইয়াহূদীরা মুসলিমদেরকে বলত যে, জান্নাতের আসল অধিকারী হচ্ছি আমরাই। যদি আমরা আমাদের কোন মন্দ 'আমালের কারণে জাহান্নামে যাই, তবে সেখানে অল্প কিছু দিনের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। যখন আমরা সেই শাস্তির সীমা শেষ করে সেখান থেকে বের হব তখন আমাদের স্থলাভিষিক্ত করে মুসলিমদেরকে সেখানে ফেলা হবে। যেখানে তোমরা মুসলিমরা সর্বদা বসবাস করবে। তাদের কথার প্রতি ইঙ্গিত করে আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে-

﴿قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ "তারা বলে (ইয়াহূদীরা) আমাদেরকে শুধুমাত্র কয়েকদিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে"- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ২৪, সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৮০)।

এটা যেন ঐ সকল ইয়াহূদীদের 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাস ছিল যা বাস্তবিক অর্থে ভ্রান্তবিশ্বাস ও উদ্ভট ধারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা তাদের বিশ্বাস অনুসারে যে কথাকে তারা শুদ্ধ মনে করত এবং রসূল ﷺ-এর প্রশ্নের যে উত্তর তাদের কাছে সঠিক ছিল তারা তা বর্ণনা করেছিল।

(لَمْ يَضُرَّكَ) "তাহলে এ বিষ আপনার কোনই ক্ষতি করবে না।" অর্থাৎ ইয়াহূদীদের উক্ত জবাবের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমরা তো কেবল পরীক্ষামূলক বকরিতে বিষ মিশিয়ে ছিলাম যে, যদি আপনি আপনার নুবুওয়্যাতের দাবীতে মিথ্যাবাদী হন তবে এ বিষ মিশ্রিত বকরির গোশত খেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবেন। আর তখন আমরা আপনার থেকে পরিত্রাণ পাব। আর যদি আপনি আপনার দাবীতে সত্যবাদী হন তবে এ বিষ

---

[৭৭৬] সহীহ : বুখারী ৩১৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৩৫৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৩৫২০।

Scanned by CamScanner

আপনাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তখন আমরা আপনাকে নাবী হিসেবে মেনে নিব। এটা ইয়াহূদীদের বক্তব্য ছিল। আর তাদের এ বক্তব্য কতটুকু সঠিক তার ধারণা এভাবে পাওয়া যায় যে, যখন বিষ নাবী ﷺ-এর ওপর কোনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হলো না, তখন তারা তাদের কথা অনুসারে রসূল ﷺ-এর নাবী হওয়া সত্য সাব্যস্ত হলো, কিন্তু তারা তাঁর উপর ঈমান তো আনেইনি এবং ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুতা থেকেও ফিরে আসেনি। (মাযাহিরে হাক্ব ৭ম খণ্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

٥٩٣٦ -[٦٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا الْفَجْرَ وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلّٰى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯৩৬-[৬৯] ‘আম্‌র ইবনু আখত্বাব আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করিয়ে মিম্বারে উঠে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন, এমনকি ভাষণে সিলসিলা একটানা যুহরের সময় অবধি চলতে থাকল। অতঃপর মিম্বার হতে তিনি নেমে যুহরের সলাত আদায় করালেন। সলাত শেষ করে আবার মিম্বারে উঠে ভাষণ দিলেন, এমনকি ‘আস্‌রের সময় হয়ে গেল। তখন মিম্বার হতে নেমে ‘আস্‌রের সলাত আদায় করালেন। ‘আস্‌রের সলাত শেষ করে আবার মিম্বারে উঠে সূর্যাস্ত অবধি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে জানালেন, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্যে সেই লোকই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী যে সেদিন কথাগুলো বেশি বেশি স্মরণ রেখেছে। (মুসলিম)[৭৭৭]

ব্যাখ্যা : হাসীসটির বর্ণনাকারী ‘আম্‌র ইবনু আখত্বাব আল আনসারী (রাঃ) তাঁর উপনাম আবূ যায়দ। আর তিনি এ উপনামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি রসূল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তাঁর সৌন্দর্যের জন্য দু‘আ করেন। কথিত আছে যে, তিনি ১০০ বছরের বেশি জীবিত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর চেহারা খুব তরতাজা ছিল আর তাঁর মাথা ও দাড়ির মাত্র কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসে আলোচিত দিন আল্লাহর রসূল ﷺ যুহর ও ‘আস্‌র সলাতের বিরতি ছাড়া সমস্ত সময় ওয়ায ও নসীহাতের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। আর উক্ত দীর্ঘ সময় ওয়ায ও নাসীহাত চলাকালীন তিনি ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয়াবলীর প্রতি ইঙ্গিত করেন। এটা নাবী ﷺ-এর বড় একটি মু‘জিযাহ্ ছিল। তিনি ক্বিয়ামাতের এত আগে সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের কথা এত পূর্বে জানিয়ে দিয়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٣٧ -[٧٠] وَعَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوكَ يَعْنِيْ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهٗ قَالَ: آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৭৭৭] সহীহ : মুসলিম ২৫-(২৮৯২), আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩৫২২।

Scanned by CamScanner

৫৯৩৭-[৭০] মা'ন ইবনু 'আবদুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি মাসরূককে প্রশ্ন করলাম, জিনেরা যে রাত্রে মনোনিবেশ সহকারে কুরআন মাজীদ শুনেছিল, এ সংবাদটি নাবী ﷺ-কে কে দিয়েছিল? তিনি বললেন, তোমরা পিতা অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه আমাকে বলেছেন যে, তাঁকে (নাবী ﷺ-কে) একটি গাছ তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭৮]

ব্যাখ্যা : (آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ) "একটি গাছ তাদের উপস্থিতির কথা তাঁকে (নাবী ﷺ-কে) জানিয়েছিল।" এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জড় বস্তুর মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা মর্তবা দান করেন। এর দলীল-

মহান আল্লাহ বলেন : ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ﴾ "আর তাদের মধ্য থেকে কথাকে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়"- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৭৪)। তিনি অন্যত্র বলেন- ﴿...وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ...﴾ "...আর প্রত্যেকটা জিনিসই তার (আল্লাহর) প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বোঝ না..."- (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৪৪)। আর নাবী ﷺ-এর বাণী,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ»

জাবির ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমি এখন মাক্কার সেই পাথরকে চিনি যে আমি নাবী হওয়ার আগেই আমাকে সালাম করত। (সহীহ মুসলিম ২-[২২৭৭])

আর সেই দুই গাছের ঘটনা যারা নাবী ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল।

আবার খেজুর গাছের কাণ্ডের ক্রন্দনের সেই বিখ্যাত ঘটনা। আবার মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর কাপড় নিয়ে পাথরের পালানোর সময়ের ঘটনা। (শারহুন্ নাবাবী হা. ৪৫০)

٥٩٣٨ -[٧١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي قَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ يَقُولُ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عُمَرُ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيَ اللهُ حَقًّا قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৭৭৮] সহীহ : বুখারী ৩৮৫৯, মুসলিম ১৫৩-(৪৫০), মুসনাদে বাযযার ১৯৮৪।

Scanned by CamScanner

৫৯৩৮-[৭১] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মাক্কাহ্ এবং মাদীনার মাঝামাঝি স্থানে 'উমার -এর সাথে ছিলাম, তখন আমরা নতুন চাঁদ দেখতে চেষ্টা করি। আমি ছিলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক। অতএব আমি চাঁদ দেখে ফেললাম। আর আমি ব্যতীত অন্য কেউই চাঁদ দেখতে পেয়েছে বলে দাবি করেনি। আমি 'উমার -কে বললাম, আপনি কি চাঁদ দেখছেন না? কিন্তু তিনি তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর 'উমার বললেন, শীঘ্রই আমি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে তা দেখব। অতঃপর 'উমার বদ্‌র যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে লাগলেন এবং বললেন, যুদ্ধের একদিন আগে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ঐ সমস্ত স্থানগুলো দেখিয়ে দিলেন, যে যে স্থানে কাফিরদের লাশ পড়ে থাকবে। তিনি বললেন, *ইন্‌শা-আল্ল-হ* আগামীকাল এ জায়গা অমুক (কাফির)-এর লাশ পড়বে। *ইন্‌শা-আল্ল-হ* আগামীকাল এ স্থানে অমুকের লাশ পড়বে। 'উমার বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি তাঁকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন; যে সকল স্থান রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দিষ্ট করেছিলেন, ঐ স্থান হতে একটুখানিও এদিক-সেদিক সরে পড়েনি। (বর্ণনাকারী বলেন,) অতঃপর লাশগুলোকে একটি (অনাবাদ) কূপের মাঝে একটির উপর অপরটিকে নিক্ষেপ করা হলো এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ কূপটির কাছে এসে বললেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরা কি তা ঠিক ঠিক পেয়েছ? তবে আমার আল্লাহ আমাকে যা ওয়া'দা দিয়েছেন, আমি অবশ্য তা ঠিক ঠিকভাবে পেয়েছি। তখন 'উমার বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কিভাবে এমন দেহসমূহের সাথে কথা বলছেন, যাদের মধ্যে কোন প্রাণ নেই। তিনি বললেন, আমি তাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা তাদের চেয়ে বেশি শুনছ না, অবশ্য তারা আমার কথার কোন উত্তর দিতে সক্ষম নয়। (মুসলিম)[৭৭৯]

ব্যাখ্যা : (سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلٰى فِرَاشِيْ) "আমি অচিরেই আমার বিছানায় শুয়ে তা দেখব।" এ বাক্য দ্বারা মূলত 'উমার উক্ত চাঁদ দেখার জন্য অধিক চেষ্টা করার বিষয়টিকে অপ্রয়োজনীয় হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যে সকল লোক নিজ চোখে চাঁদ দেখেছে তাদের সাক্ষ্যের উপর বর্ণনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অথবা আমাকে স্বচক্ষে নতুন চাঁদ দেখতেই হবে। তাই কিছুদিন পর অথবা আগামী দিন যখন চাঁদ বড় ও উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে তখন দেখে নেব। এখন যেহেতু চাঁদ দেখা যাচ্ছে না তখন তাকে দেখার জন্য অধিক চেষ্টা করার কোন দরকার নেই।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব)

(مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا) "আমি তাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা তাদের চেয়ে অধিক শুনছ না, অবশ্য তারা আমার কথার কোন জবাব দিতে সক্ষম নয়।" এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত-ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, সকল মৃত ব্যক্তি কী জীবত ব্যক্তিদের কথা শুনতে পায়? উত্তর- এ মাস্‌আলাটি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে সঠিক কথা হলো- এ বিষয়ে সৌদী ফাতাওয়া বোর্ড "আল লাজনাহ্ আদ্ দায়িমাহ্ লিল বুহূস আল 'ইলমিয়্যাহ্ ওয়াল ইফতা"-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নকারী বলেন, আমি "আল হাউয়ী লিল ফাতাওয়া" ইমাম সুয়ূত্বী-এর লেখা কিতাবে পড়েছি যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত মানুষের কথা শুনতে পায়, তাদের প্রশংসা ও তাদের কথা-বার্তা বুঝতে পারে, অনুরূপভাবে যারা তাদেরকে দেখতে যায়।

---

[৭৭৯] সহীহ : মুসলিম ৭৬-(২৮৭৩), আবূ ইয়া'লা ১৪০, মুসনাদে বায্‌যার ২২২, আবূ ইয়া'লা ১৪০, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ১০৮৫।

Scanned by CamScanner

তারা তাদেরকে চিনতে পারে, আর মৃতরা ঘোরাঘুরি করতে পারে, এটা কি ঠিক? আর তিনি কতিপয় হাদীস ও আসারের উপর নির্ভর করেছেন। (আল হাউয়ী লিল ফাতাওয়া ২/১৬৯, ১৭০, ১৭১)

উত্তর- মূল কথা হলো মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায় না, তবে যেসব জায়গায় শোনার কথা উল্লেখ আছে তা ব্যতীত। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে সম্বোধন করে বলেছেন,

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ "আর তুমি মৃত ব্যক্তিকে শোনাতে পারবে না"- (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৫২)। তিনি অন্যত্র বলেন- ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ "তুমি কৃবরবাসীকে শোনাতে পারবে না"- (সূরাহ্ আল ফাত্বির ৩৫ : ২২)। "আল লাজনাহ্ আদ্ দায়িমাহ্ লিল বুহূস আল 'ইলমিয়্যাহ্ ওয়াল ইফতা" ফাতাওয়া নং ৯২১৬।

'আল্লামাহ্ আলূসী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীর "রূহুল মা'আনী"৬/৪৫৫-তে বলেন : এ বিষয়ে সূক্ষ্ম গবেষণার পরে সত্য কথা হলো মৃত ব্যক্তি একেবারেই শুনতে পায় না, তবে নাবী ﷺ থেকে শোনার ব্যাপারে যা উল্লেখ হয়েছে সে জায়গাগুলো ছাড়া। এ মতটি পোষণ করেছেন অনেক বিদ্বান, যেমনটি বলেছেন হাফিয ইবনু রজব আল হাম্বলী।

(গুগল পেজ, আল আলূকাহ্ আশ্ শার'ঈয়্যাহ্, তারিখ ২৭/৩/২০১৪ ইং, প্রশ্ন: هل الموتى يسمعون كلام الأحياء)

٥٩٣٩ -[٧٢] وَعَنْ أُنَيْسَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِيهَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُودُهُ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسٌ وَلٰكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمِّرْتَ بَعْدِيْ فَعَمِيْتَ؟» قَالَ: أَحْتَسِبُ وَأَصْبِرُ. قَالَ: «إِذًا تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ». قَالَ: فَعَمِيَ بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَدَّ اللّٰهُ بَصَرَهٗ ثُمَّ مَاتَ.

৫৯৩৯-[৭২] যায়দ ইবনু আরক্বাম-এর কন্যা উনায়সাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাঁর পিতা যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণনা করেন, একবার যায়দ রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়লে নাবী ﷺ তাঁকে দেখাশুনা করতে আসলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, এ রোগে তোমার অবস্থা কি হবে? যখন আমার মৃত্যুর পরও তুমি বেঁচে থাকবে এবং সে সময় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে এর প্রতিদানের আশা করে ধৈর্যধারণ করব। নাবী ﷺ বললেন, তবে তো তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উনায়সাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবার কিছুদিন পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ইন্তিকাল করেন।[৭৮০]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ-এর উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। যে অসুখে রসূল ﷺ যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-কে দেখতে গিয়েছিলেন তা থেকে তিনি সুস্থ হয়ে যান। তারপর রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর তার দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। তবে রসূল ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় যায়দ ইবনু আরক্বাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর সামনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে আসার কথা উল্লেখ করেননি; তার কারণ হয়তো রসূল ﷺ-এর এ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, দৃষ্টিশক্তি না থাকা অবস্থায় যায়দ ইবনু আরক্বাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) ধৈর্যধারণ করে বেশি বেশি দুঃখকষ্ট সহ্য করবেন, যার ফলে তিনি অধিক প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করবেন। যদি তিনি পূর্ব থেকেই এ কথা জানতেন যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসবে তবে তিনি এত অধিক পরিমাণে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করতেন

---

[৭৮০] য'ঈফ : উনায়সাহ্-এর পরিচয় আমি পাইনি; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬/৪৭৯, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৩৫৫।

Scanned by CamScanner

না এবং তিনি পূর্ণ ধৈর্যধারণের ঐ মর্যাদাও অর্জন করতে পারতেন না যার কারণে তিনি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা অর্জন করেছেন। (মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

٥٩٤٠ -[٧٣] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وَذٰلِكَ أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا فَكَذَبَ عَلَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوُجِدَ مَيِّتًا وَقَدِ انْشَقَّ بَطْنُهُ وَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.

৫৯৪০-[৭৩] উসামাহ্ ইবনু যায়দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক আমার ওপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। রসূল ﷺ-এর এই বাণী এ প্রসঙ্গে ছিল যে, একদিন তিনি এক লোককে পাঠালেন, সে সেখানে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে মিথ্যা কথা বলল। তা জানতে পেরে রসূলুল্লাহ ﷺ তার ওপর বদ্দু'আ করলেন। এরপর তাকে এমতাবস্থায় তা পাওয়া যায় যে, তার পেট ফাটা এবং মাটি তাকে গ্রহণ করেনি। [হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন][৭৮১]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষ বাক্যটি এ কথার নিদর্শন যে, ঐ ব্যক্তি চিরদিনের জন্য জাহান্নামী সাব্যস্ত হলো। এ হিসেবে এই বর্ণনা ঐ বক্তব্যের সহায়ক যার সারকথা হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে রসূল ﷺ-এর দিকে কোন মিথ্যা কথা সম্পর্কিতকারী অর্থাৎ জাল হাদীস রচয়িতা কাফির হয়ে যায়।

(মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা)

٥٩٤١ -[٧٤] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتّٰى كَالَهُ فَفَنِيَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯৪১-[৭৪] জাবির رضي الله عنه বলেন, একদিন এক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে খাদ্য চাইল। তিনি (ﷺ) তাকে অর্ধ ওয়াসাক্ব পরিমাণ যব দিলেন। তা হতে সে লোক, তার স্ত্রী ও তাদের মেহমান সর্বদা খেতে থাকে। অবশেষে একদিন সে উক্ত যবগুলো মেপে দেখল। ফলে তা নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ঘটনাটি জানাল। তখন নাবী ﷺ বললেন, তুমি যদি তা না মাপতে, তাহলে তোমরা তা হতে সর্বদা খেতে পারতে এবং (আমার দেয়া) যবগুলো আগের মতো থেকে যেত। (মুসলিম)[৭৮২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বারাকাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোন মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজ করতে থাকলে তাতে বারাকাত দেয়া হয়। বিশেষ করে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দেয়া কোন জিনিসে যে বারাকাত হত তা এই হাদীসটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

এ ব্যাপারে কিছু হাদীস লক্ষ্য করা যেতে পারে– সহীহ বুখারী ৬৪৫১, ২১২৮, ১৪৩৩, সহীহ মুসলিম ১০২৯, ১৮৫৬, ৬৮২, ২০৫৬, মুসনাদ আহমাদ ২৩৮৫৯। (সম্পাদকীয়)

---

[৭৮১] য'ঈফ : ওয়াযি' ইবনু নাফি' মাতরূক; বায়হাক্বী ৬/২৪৫।

[৭৮২] সহীহ : মুসলিম ৯-(২২৮১), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৬২৫।

Scanned by CamScanner

٥٩٤٢ - [٧٥] وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ
ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ يَقُولُ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ
مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ» فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِيَ امْرَأَتِهِ فَأَجَابَ وَنَحْنُ مَعَهُ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ
الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا
فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى النَّقِيعِ وَهُوَ مَوْضِعٌ يُبَاعُ فِيهِ الْغَنَمُ لِيُشْتَرَى لِي شَاةٌ فَلَمْ
تُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إِلَيَّ بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ
إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَطْعِمِي هٰذَا الطَّعَامَ الْأَسْرٰى». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ

৫৯৪২-[৭৫] 'আসিম ইবনু কুলায়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে, তিনি (কুলায়ব) জনৈক আনসারী লোক হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক লোকের জানাযায় গেলাম। পরে আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ ক্ববরের কাছে উপস্থিত হয়ে ক্ববর খননকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন, (রসূল ﷺ-এর ক্ববরকে) পায়ের দিকে ও মাথার দিকে আরো প্রশস্ত কর। অতঃপর তিনি (ﷺ) দাফন কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসলে মৃত লোকের (বিধবা) স্ত্রীর পক্ষ হতে এক লোক এসে নাবী ﷺ-কে খাদ্যের দা'ওয়াত দিল। রসূল ﷺ দা'ওয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও খেতে গেলাম। তাঁর সামনে খাদ্য আনা হলে তিনি তাতে হাত রাখলেন, অতঃপর লোকেরাও হাত বাড়িয়ে খেতে শুরু করল। এ সময় আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি গোশতের একটি গ্রাসকে মুখের ভিতরে রেখে নাড়াচাড়া করছেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, এমন একটি বকরির গোশত বলে আমি একে অনুভব করছি, যা তার মালিকের অনুমতি ছাড়াই আনা হয়েছে। তখন মহিলাটি (রসূল ﷺ-এর সন্দেহ জানতে পেরে) একজন লোক পাঠিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! বকরি ক্রয় করার জন্য আমি এক লোককে নাক্বী' বাজারে পাঠিয়েছিলাম। তা এমন একটি স্থান, যেখানে ভেড়া, বকরি ও দুম্বা ইত্যাদি বিক্রয় হয়; কিন্তু সেখানে কোন ভেড়া-বকরি পাওয়া যায়নি। অতঃপর আমার একজন প্রতিবেশীর কাছে পাঠালাম। সে নিজের জন্য একটি বকরি ক্রয় করেছিল। আমি এই বলে লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম, সে যে দামে বকরিটি ক্রয় করেছে, ঠিক সেই দামেই বকরিটি যেন আমার জন্য পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু সে ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। অতঃপর আমি তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালাম। তখন তার স্ত্রী আমার জন্য বকরিটি পাঠিয়ে দিয়েছে (এটা সেই বকরিরই গোশত)। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এ খাদ্যগুলো বন্দিদেরকে খাইয়ে দাও। (আবূ দাঊদ ও বায়হাক্বী'র "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্")[৭৮৩]

ব্যাখ্যা : (فَأَكَلُوا) অর্থ- তারা খেল, মিরক্বাতের ভাষ্যকার মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মৃতকে উপলক্ষ করে প্রস্তুতকৃত খাবারের ব্যাপারে ফুক্বাহায়ে কিরামের যে সকল মতামত রয়েছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ হাদীস তার বিপরীত। যেমন "আল বায্‌যারিয়্যাহ্" কিতাবে লেখা আছে, মৃতের উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে প্রথম দিন তথা মৃত্যুর দিন অথবা তৃতীয় দিন অথবা সপ্তম দিন খানা খাওয়ানো মাকরূহ। তদ্রূপ "আল খুলাসাহ্" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তৃতীয় দিন খানার ব্যবস্থা করা এবং মানুষকে উক্ত খাবারের দিকে আহ্বান করা বৈধ নয়।

---

[৭৮৩] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩৩৩২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১১৪০, ইরওয়া ৩/১৯৬।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনদিন পর্যন্ত শোক পালনের জন্য বসে থাকাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে শর্ত হলো নিষিদ্ধ কোন বিষয় যেন সংঘটিত না হয়, যেমন- খাবার প্রস্তুত করা এবং দা'ওয়াত ও যিয়াফাতের ব্যবস্থা করা।

ইবনু হুমাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের জন্য যিয়াফাতের ব্যবস্থা করা মাকরূহ। আর সকল ফক্বীহ তার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াফাত খুশির ক্ষেত্রে বৈধ, শোকের ক্ষেত্রে বৈধ নয়। তিনি আরো বলেন, মৃত্যের জন্য যে খাবার খাওয়ানো হয় তা বিদ্'আতে সায়্যিআহ্।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) সহীহ সানাদে উল্লেখ করেছেন-

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ".

জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ আল বাজালী রাঃ বলেন, দাফনের পর মৃতের ঘরে লোকজন একত্রিত হওয়া এবং মৃতের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে খাবার পরিবেশনকে আমরা মৃতের জন্য বিলাপের অন্তর্ভুক্ত করতাম। (মুসনাদ আহমাদ ৬৯০৫)। (যা শরী'আতে কঠোরভাবে নিষেধ)

ক্বাযী খান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিপদের দিন যিয়াফাত খাওয়ানো মাকরূহ। কেননা তা হলো দুঃখের দিন। অতএব ঐ দিনে এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে আনন্দ প্রকাশ পায়। তবে যদি ফক্বীরদের খাবার ব্যবস্থা করা হয় তবে তা ভালো। মৃত্যুর পরে তিন দিন খাদ্য খাওয়ানোর ওয়াসিয়াত করা হলে তা বাত্বিল হবে। এটিই সঠিক মত।

(أَرْسَلْتُ إِلَى النَّقِيعِ) নাক্বী' লেখা হয় নূন দিয়ে। আর এটা এমন একটা জায়গা যেখানে ছাগল বিক্রি করা হয়। অর্থাৎ- এ বাক্যটি মূলত বাক্যের অংশ নয়; বরং কোন বর্ণনাকারী নাক্বী'-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল মুক্বদ্দিমাহ্ গ্রন্থে এসেছে আন নাক্বী' হলো মাদীনার পূর্ব দিকের একটি জায়গার নাম। আত্ তাহযীব গ্রন্থে এসেছে, নাক্বী' মাদীনাহ্ হতে 'আক্বীক্ব উপত্যকার দিকে প্রায় বিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَطْعِمِيْ هٰذَا الطَّعَامَ الْأَسْرٰى) "তুমি এ খাদ্যগুলো বন্দীদেরকে খাইয়ে দাও।" কারণ তারা ফাক্বীর বা দরিদ্র লোক। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা ছিল কাফির। খাদ্য হালাল হওয়ার জন্য যখন ছাগলের মালিককে পাওয়া যায়নি, আর সে খাবার নষ্টের ভয়ও ছিল, তাই সে খাদ্য তাদেরকে খাওয়ানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি তাদেরকে খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এটি নষ্ট করার কারণে তার উপর ছাগলের মূল্য দেয়া জরুরী ছিল। তাই এ খাবার খাওয়ানো তার থেকে সদাক্বাহ্ হলো।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٤٣ - [٧٦] وَعَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ حُبَيْشِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ أَخُو أُمِّ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أُخْرِجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَمَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَدَلِيلُهُمَا عَبْدُ اللهِ اللَّيْثِيُّ مَرُّوْا عَلَى خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ فَسَأَلُوهَا لَحْمًا وَتَمْرًا لِيَشْتَرُوا مِنْهَا فَلَمْ يُصِيبُوا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْمِلِينَ مُسْنِتِينَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَاةٍ فِي كِسْرِ الْخَيْمَةِ فَقَالَ: «مَا هٰذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ؟» قَالَتْ: شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ. قَالَ: «هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنٍ؟» قَالَتْ: هِيَ

Scanned by CamScanner

أَجْهَدُ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: «أَتَأْذَنِينَ لِيْ أَنْ أَحْلِبَهَا؟» قَالَتْ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ إِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلْبًا فَاحْلُبْهَا. فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَسَحَ بِيَدِهٖ ضَرْعَهَا وَسَمَّى اللّٰهَ تَعَالٰى وَدَعَا لَهَا فِيْ شَاتِهَا فَتَفَاجَّتْ عَلَيْهِ وَدَرَّتْ وَاجْتَرَّتْ فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهْطَ فَحَلَبَ فِيهِ ثَجًّا حَتّٰى عَلَاهُ الْبَهَاءُ ثُمَّ سَقَاهَا حَتّٰى رَوِيَتْ وَسَقٰى أَصْحَابَهٗ حَتّٰى رَوُوْا ثُمَّ شَرِبَ آخِرَهُمْ ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ ثَانِيًا بَعْدَ بَدْءٍ حَتّٰى مَلَأَ الْإِنَاءَ ثُمَّ غَادَرَهٗ عِنْدَهَا وَبَايَعَهَا وَارْتَحَلُوْا عَنْهَا. رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي «الْاِسْتِيعَابِ» وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيْ كِتَابِ «الْوَفَاءِ» وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ.

৫৯৪৩-[৭৬] হিযাম ইবনু হিশাম তাঁর পিতার মাধ্যমে, তিনি তাঁর দাদা উম্মু মা'বাদ-এর ভাই হুবায়শ ইবনু খালিদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাক্কাহ্ হতে বহিষ্কৃত হলেন, তখন তিনি মাদীনার দিকে হিজরত করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত দাস 'আমির ইবনু ফুহায়রাহ্ এবং পথপ্রদর্শক 'আবদুল্লাহ আল লায়সী। পথ অতিক্রমকালে তাঁরা উম্মু মা'বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে গোশত এবং খেজুর ক্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু তার কাছে এর কিছুই পাননি। মূলত সে সময় লোকেরা অনাহার ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত ছিল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁবুর এক পার্শ্বের একটি বকরি দেখতে পেলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে উম্মু মা'বাদ! এ বকরিটির কি হয়েছে? সে বলল, এটা এতই দুর্বল যে, দলের বকরিগুলোর সাথে যাওয়ার মতো ক্ষমতা নেই। তিনি (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, এতে কি দুধ আছে? উম্মু মা'বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলল, সে নিজেই বিপদগ্রস্তা; অতএব দুধ দেবে কিভাবে? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে এ অনুমতি দেবে যে, আমি তার দুধ দোহন করি? উম্মু মা'বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা আগ্রহের সাথে বিষয়ে বলল, আমার পিতামাতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক! আপনি যদি তার স্তনে দুধ দেখতে পান, তাহলে তা দোহন করুন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বকরিটিকে কাছে আনলেন, তারপর বকরিটির স্তনে হাত বুলালেন এবং *বিস্‌মিল্লা-হ* পড়ে উম্মু মা'বাদ-এর জন্য তার বকরির বিষয়ে (বারাকাতের) দু'আ করলেন। তখন বকরিটি দোহনের জন্য নিজের রান দু'টি প্রশস্ত করে রসূল ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে জাবর কাটতে লাগল। এদিকে দুধ দোহনের জন্য নাবী ﷺ এত বড় একটি পাত্র চাইলেন, যা দ্বারা একদল লোক তুষ্টির সাথে পান করতে পারে। প্রবাহিত ঢলের মতো তিনি তাতে দুধ দোহন করলেন, এমনকি তার উপর ফেনাও জমে গেল। অতঃপর তিনি উম্মু মা'বাদ-কে পান করতে দিলেন। সে তুষ্ট হয়ে পান করল। পরে তিনি (ﷺ) সাথিদেরকে পান করালেন, তারাও পরিতৃপ্তি লাভ করলেন এবং সকলের শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পান করলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয়বার দোহন করলেন, এমনকি সেই পাত্রটি এবারও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সেই দুধ উম্মু মা'বাদ-এর কাছে রেখে দিলেন। (যেন তার স্বামীও নাবী ﷺ-এর মু'জিযাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে) এবং উম্মু মা'বাদ-এর তরফ হতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে তাঁরা সামনের দিকে যাত্রা করলেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্; আর ইবনু 'আবদুল বার ইস্তী'আব গ্রন্থে এবং ইবনু জাওযী আল-ওয়াফা কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং অত্র হাদীসটির মধ্যে আরো কিছু ঘটনা রয়েছে)[৭৮৪]

---

[৭৮৪] সহীহ : বায়হাক্বী ১/২৭৬-২৭৮।

ব্যাখ্যা : উম্মু মা'বাদ رضي الله عنها-এর আসল নাম 'আতিকাহ্ বিনতু খালিদ আল খুযা'ইয়্যাহ্। রসূল ﷺ হিজরতকালীন সময়ে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে কথিত আছে, তিনি মাদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ) "অত্র হাদীসের মধ্যে আরো কিছু ঘটনা আছে।" আর তা হলো, আর যখন রসূল ﷺ উম্মু মা'বাদ رضي الله عنها-এর তাঁবু অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং উম্মু মা'বাদ رضي الله عنها তাঁর স্বামী আবূ মা'বাদ رضي الله عنه-কে সম্পূর্ণ ঘটনা অত্যধিক সুন্দর বাচনভঙ্গিতে রসূল ﷺ-এর মর্যাদা ও গুণাগুণসহ বর্ণনা করে বলেন, এক মহান বারাকাতপূর্ণ ব্যক্তি আমাদের তাঁবুতে এসেছিলেন এবং এ দুধ তাঁর আগমনেরই নিদর্শন। আবূ মা'বাদ رضي الله عنه এসব শুনে বলেন, নিশ্চয় ঐ মহান ব্যক্তি কুরায়শ বংশীয় তিনিই যাঁর অনেক গুণাবলির কথা আমি মাক্কায় শুনেছি। যদি আমি যেতে সক্ষম হই তাহলে আল্লাহর শপথ! আমি ঐ মহান ব্যক্তির দরবারে উপস্থিত হওয়ার এবং সঙ্গত্ব লাভের ইচ্ছা পোষণ করেছি।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রসূল ﷺ যখন হিজরতের জন্য আবূ বাক্র رضي الله عنه-কে সাথে নিয়ে মাদীনার পথে রওয়ানা হন এবং মাক্কাবাসীরা রসূল ﷺ-এর গতিবিধি ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অবগত হতে বিফল হয় তখন এক মুসলিম জিন্ আবূ কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল আর মাক্কাবাসীরা বিস্ময়ের সাথে তা শ্রবণ করল। সে আওয়াজ তাদের কানে পরিষ্কারভাবে আসছিল কিন্তু উক্ত আওয়াজ যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। উক্ত কবিতাগুলোর মধ্য হতে দু'টি কবিতা হলো এই-

جزى الله رب الناس خير جزائه * رفيقين حلا خيمتي أم معبد

هما نزلا بالهدى واهتديت به * فقد فاز من امسى رفيق محمد

অর্থাৎ সকল মানুষের রব্ আল্লাহ তা'আলা ঐ দুই সাথিকে উত্তম প্রতিদান দান করেছেন যারা উম্মু মা'বাদ-এর তাঁবুতে অবতরণ করেছেন। তাঁরা দু'জন হিদায়াতের আলোকরশ্মি নিয়ে অবতরণ করেছেন আর উম্মু মা'বাদ সেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঐ সকল ব্যক্তিরাই সফলকাম হয়েছেন যাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(৮) بَابُ الْكَرَامَاتِ

অধ্যায়-৮ : কারামাত সম্পর্কে বর্ণনা

কারামাত শব্দের অর্থ সম্মানিত হওয়া, মর্যাদাবান হওয়া, মহৎ হওয়া ও উদার হওয়া।

পরিভাষায় ঐ অলৌকিক কর্মকে কারামাত বলা হয় যা নেককার মু'মিনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা নুবুওয়্যাতের দাবির সাথে হবে না এবং তার উদ্দেশ্য কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও মোকাবেলায়ও হবে না। কেননা যে অলৌকিক কর্ম নুবুওয়্যাতের দাবীর সাথে হয় এবং তার উদ্দেশ্য কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও মোকাবেলা হয়, তাকে মু'জিযা বলা হয়। এর দ্বারা মু'জিযাহ্ ও কারামাতের পার্থক্য গেল বুঝা গেল। ওয়ালীদের কারামাতসমূহ আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট প্রমাণিত। আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্ হলো ওয়ালীদের কারামাতের প্রতি ঈমান রাখা। আর তা সত্য। এটা এমন একটা বিষয় যা আল্লাহ তার কোন কোন বান্দাকে যখন দরকার তখন অথবা তাঁর শত্রুদেরকে দেখানোর জন্য ও

Scanned by CamScanner

তাঁর দীনকে বিজয়ী করার জন্য দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন তাদের খাদ্য দরকার তখন খাবার দান, পিপাসিত হলে পানি দান; তারা জানে না যে, তা কোথা থেকে আসলো অথবা অনেক দূর থেকে খাবার আসা, এ জাতীয় অনেক কিছু সংঘটিত হওয়া। অথবা খাবারে বারাকাত হওয়া। এটা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে হতে পারে। তবে সে আল্লাহর ওয়ালীকে অবশ্যই আল্লাহর ও তাঁর রসূলের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

আর যদি সে লোক ইসলামী শারী'আতের পাবন্দি না করে, তবে তাঁর কর্ম কারামাত বলে পরিগণিত হবে না। এটা তখন শায়ত্বনের কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তা শায়ত্বনদের ফিতনাহ্। কারামাত প্রকাশিত হয় কেবল আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের নিকট থেকে। যারা আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর শারী'আতের অনুসারী বলে জানা যায়। এদের দ্বারা আল্লাহ যে বিশেষ কর্ম সম্পাদন করিয়ে নেন তাকে কারামাত বলে। (ইমাম ইবনু বায, নূরুন 'আলাদ দারব, ক্বওলু আহলিস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতি ফিল কারামাত)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٩٤٤ -[١] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَعَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ تَحَدَّثَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ لَهُمَا حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ فِيْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ مِنْهُمَا عُصَيَّةٌ فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتّٰى مَشَيَا فِيْ ضَوْئِهَا حَتّٰى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتْ لِلْآخَرِ عَصَاهُ فَمَشٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيْ ضَوْءِ عَصَاهُ حَتّٰى بَلَغَ أَهْلَهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৪৪-[১] আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদিন উসায়দ ইবনু হুযায়র ও 'আব্বাদ ইবনু বিশ্‌র (رضي الله عنهما) তাঁদের কোন এক প্রয়োজন দীর্ঘ রাত্র অবধি নাবী ﷺ-এর সাথে কথাবার্তা বলতে থাকেন। রাত্রটি ছিল ঘোর অন্ধকার। অতঃপর যখন তাঁরা (বাড়ির উদ্দেশে) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ হতে যাত্রা করলেন এ সময় তাদের প্রত্যেকের হাতে ছোট এক একটি লাঠি ছিল। পথে বের হওয়ার পর তাঁদের একজনের লাঠিটির প্রদীপের মতো আলো দিতে লাগল। আর তাঁরা সে লাঠির আলোয় পথ চলতে থাকেন। অতঃপর যখন তাঁদের উভয়ের পথ পৃথক পৃথক হলো, তখন অপরজনের লাঠিটিও আলোকিত হয়ে উঠল। অবশেষে তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠির আলোয় নিজেদের বাড়িতে পৌছে গেলেন। (বুখারী)[৭৮৫]

ব্যাখ্যা : সহীহুল বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, ঐ দু'জন সহাবী ঘোর অন্ধকার রাতে রসূল ﷺ-এর নিকট হতে উঠে বাইরে আসলেন, সে সময় মনে হলো যেন তাদের সাথে দু'টি প্রদীপ আছে, যা তাদের পথকে আলোকিত করে তাদের সাথে চলছে। অতঃপর যখন সহাবীদ্বয় এমন স্থানে পৌছালেন যেখান থেকে তাদের বাড়ির পথ পৃথক পৃথক তখন তাঁরা একজন অন্যজন থেকে পৃথক হলেন। তখন দেখা গেল যে, তাদের উভয়ের সাথে এক একটি প্রদীপ রয়েছে। এভাবেই তারা তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে পৌছে গেলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

[৭৮৫] সহীহ : বুখারী ৩৮০৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৫৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ২০৩০।

Scanned by CamScanner

٥٩٤٥ - [٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِىْ أَبِىْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أُرَانِىْ إِلَّا مَقْتُولًا فِىْ أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَإِنِّىْ لَا أَتْرُكُ بَعْدِىْ أَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَإِنَّ عَلَىَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدَفَنْتُهٗ مَعَ آخَرَ فِىْ قَبْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৫৯৪৫-[২] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধ সমাগত হলে আমার পিতা (আবদুল্লাহ) রাত্রের বেলায় আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় নাবী ﷺ-এর সাথিদের মধ্যে যাঁরা নিহত হবেন, আমিই হব তাঁদের মধ্যে প্রথম নিহত লোক এবং একমাত্র রসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া তোমার চেয়ে প্রিয় লোক আর কাউকেও আমি রেখে যাচ্ছি না; আর আমি ঋণগ্রস্ত। অতএব আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দেবে এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। জাবির رضي الله عنه বলেন, পরের দিন সকাল হলে দেখলাম, তিনিই প্রথম শাহীদ লোক এবং তাঁকে অন্য আরেক লোকের সাথে একই ক্ববরে দাফন করলাম। (বুখারী)[৭৮৬]

ব্যাখ্যা : জাবির رضي الله عنه-এর পিতা ‘আবদুল্লাহ رضي الله عنه যে উহুদের যুদ্ধে শাহীদ হবেন এবং তিনিই হবেন প্রথম শাহীদ এটা তাকে পূর্বেই জানিয়ে দেয়াই হলো তাঁর কারামাত। জাবির رضي الله عنه-এর পিতা ‘আবদুল্লাহ رضي الله عنه-এর সাথে একই ক্ববরে যাকে দাফন করা হয়েছিল তার নাম ‘আম্‌র ইবনুল জুমূহ। তিনি জাবির رضي الله عنه-এর পিতার বন্ধু তাঁর বোনের স্বামী ছিলেন।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এতে দলীল আছে যে, একই ক্ববরে প্রয়োজনে দু’জনকে দাফন করা যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٤٦ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ إِنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَإِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ» وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتّٰى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتّٰى تَعَشّٰى النَّبِىُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهٗ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتّٰى تَجِيءَ فَغَضِبَ وَقَالَ: لَا أَطْعَمُهٗ أَبَدًا فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ لَا تَطْعَمَهٗ وَحَلَفَ الْأَضْيَافُ أَنْ لَا يَطْعَمُوهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا. فَقَالَ لِامْرَأَتِهٖ: يَا أُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا؟ قَالَتْ: وَقُرَّةِ عَيْنِىْ إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ فَأَكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهٗ أَكَلَ مِنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ فِىْ «الْمُعْجِزَاتِ».

---

[৭৮৬] সহীহ : বুখারী ১৩৫১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩০৫৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৯১৩।

Scanned by CamScanner

৫৯৪৬-[৩] 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ বর্ণনা করেন। আসহাবে সুফফাগণ ছিলেন দরিদ্র লোক। এজন্য নাবী ﷺ বলেছেন : যার কাছে দু'জনের খাদ্য আছে, সে যেন তৃতীয় লোক হিসেবে (আসহাবে সুফফাহ্ হতে) একজনকে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের খাদ্য আছে সে যেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ লোককে নিয়ে যায়। এটা শুনে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ তিনজনকে এবং নাবী ﷺ দশজনকে নিয়ে গেলেন। এদিকে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ নাবী ﷺ-এর ঘরের রাত্রের খাবার গ্রহণ করে ঐখানেই দেরি করলেন। এমনকি 'ইশার সলাত আদায়ের পর আবার তিনি নাবী ﷺ-এর ওখানে ফিরে গেলেন এবং নাবী ﷺ-এর খাওয়া শেষ করা অবধি সেখানেই অবস্থান করলেন। তারপর অনেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি বাড়ি ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে তোমার মেহমান হতে কিসে আটকে রাখল? আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ বললেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি? স্ত্রী বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেছে। এ কথা শুনে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো খাব না। তাঁর স্ত্রীও শপথ করলেন যে, তিনিও উক্ত খানা খাবেন না। এদিকে মেহামনগণও শপথ করে বললেন যে, তাঁরাও এ খানা খাবেন না। অতঃপর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ বললেন, এটা (না খাওয়ার শপথ) শায়ত্বনের তরফ হতে। এই বলে তিনি খাবার আনায়ে নিলেন, অতঃপর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ খেলেন এবং তাঁরাও খেতে লাগলেন। তাঁরা যখনই কোন লোকমা উঠাতেন, তখন সাথে সাথেই তার নিচের দিক হতে ঐ পরিমাণ অপেক্ষা বেড়ে যেত। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বানী ফিরাস-এর ভগ্নি! এটা কি? তখন তিনি (আবূ বাক্‌র রাঃ-এর স্ত্রী) বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির ক্বসম! নিঃসন্দেহে এগুলো আগের তুলনায় তিনগুণ অধিক হয়ে গেছে। অতঃপর তাঁরা সকলে খেলেন এবং খাবারের অবশিষ্টাংশ নাবী ﷺ-এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, নাবী ﷺ তা হতে খেয়েছেন। (বুখারী মুসলিম)[৭৮৭]

আর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ রাঃ কর্তৃক বর্ণিত كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ "আমরা খাবারের তাসবীহ পাঠ করা শুনতাম" মু'জিযার অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আসহাবে সুফ্‌ফাহ্ হলেন দরিদ্র মানুষ। যারা ছিলেন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সহাবী। আবূ নু'আয়ম তাঁর "হিলইয়াতুল আওলিয়া" কিতাবে তাদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কতিপয় সহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন– আবূ যার গিফারী রাঃ, 'আম্মার ইবনু ইয়াসির রাঃ, সালমান আল ফারসী রাঃ, সুহায়ব রাঃ, বিলাল রাঃ, আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ, খব্বাব ইবনুল আরাত রাঃ, হুযায়ফাহ্ ইবনুল ইয়ামান রাঃ, আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাঃ, বিশ্‌র ইবনুল খসাসিয়্যাহ্ রাঃ, আবূ মু'আবিয়াহ্ রাঃ যিনি রসূল ﷺ-এর মুক্তদাস ছিলেন, এছাড়াও আরো অনেকে ছিলেন। আর তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল–

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ "আর আপনি তাদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকুন যারা তাঁদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে, আর তারা তার (আল্লাহর) সন্তুষ্ট চায়"– (সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ ১৮ : ২৮)। আর আসহাবে সুফ্‌ফাগণ মাসজিদে অবস্থান করত যার ছাদ ছিল খেজুরের পাতার। এই দরিদ্র সহাবীগণ সেখানেই তাদের থাকার জায়গা ও রাত কাটানোর জায়গা পেয়েছিল। অতএব তাদেরকে তার সাথেই সম্পর্কিত করা হয়। আর যখন ভিন্ন শহর থেকে কোন লোক আগমন করত, আর সেখানে তার কোন পরিচিত লোক থাকত, তাহলে সে ব্যক্তি তার সেই পরিচিতের বাসায় উঠত। আর যদি তার পরিচিত কোন লোক না থাকত তবে সে সুফ্‌ফার মেহমান হত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৮৭] সহীহ : বুখারী : ৬০২, মুসলিম ১৭৬-(২০৫৭), মুসনাদে বায্‌যার ২২৬৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩৩৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৯৮।

Scanned by CamScanner

আবূ বাক্‌র (রাঃ) নাবী ﷺ-এর নিকট রাতের খাবার খেয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে রাতের খাবার খেয়েছিলেন। অথবা তাঁর মেহমানের সাথে রাতের খাবার খেয়েছিলেন, অথবা নাবী ﷺ-এর বাড়ীতে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর মেয়ে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছে একাকী খেয়েছিলেন।

(وَقُرَّةِ عَيْنِي) অর্থ- আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ! এ বাক্যে উম্মু রূমান (রাঃ)-এর ক্বসম করার কারণ হলো, তিনি আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর কারণে যে বারাকাতের কারামাত লক্ষ্য করলেন তার কারণে ক্বসম করলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি এটা দিয়ে নাবী ﷺ-কে বুঝিয়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٤٧ - [٤] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرٰى عَلٰى قَبْرِهٖ نُوْرٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৫৯৪৭-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হাবশার তথা আবিসিনিয়ার রাজা) নাজাশী-এর মৃত্যুর পর আমরা একে অপরের বলাবলি করতাম, তাঁর ক্বরে সর্বদা আলো দেখা যাচ্ছে। (আবূ দাউদ)[৭৮৮]

ব্যাখ্যা : বর্তমান আফ্রিকার ইথিওপিয়াই ইসলামের ইতিহাসে হাবশাহ্ রাষ্ট্র নামে প্রসিদ্ধ। সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি ছিল নাজাশী। নাজাশী দ্বারা সেই বাদশাহ উদ্দেশ্য যিনি নাবী ﷺ-এর নুবুওয়্যাত প্রাপ্তির সময় স্বীয় দেশের ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি ইতোপূর্বে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর রসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান এনে খাঁটি মুসলিম হয়ে যান। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের অনেক সহায়তা করেছিলেন। তিনি রসূল ﷺ-এর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। হাবশায় তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে রসূল ﷺ খুবই ব্যথিত হন এবং সহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তিনি মাদীনায় গায়িবানা জানাযাহ্ আদায় করেন। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার কথা মা 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মাদীনাতে এ কথা ছাড়িয়ে পড়েছিল যে, বাদশাহ্ নাজ্জাশীর ক্বরে সর্বদা নূর দেখা যাচ্ছে। কেননা যেসব সহাবী মাদীনায় যাওয়া আসা করতেন তারা সেখানে তাঁর ক্বর দেখে মাদীনায় এসে এ সংবাদ দিয়েছিলেন। আর যেহেতু সকল লোকের একটি মিথ্যা কথার উপর একমত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই এ কথা খবরে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ের। তবে কথা হলো, নূর দেখা যাচ্ছে দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো মনে হচ্ছে, বাদশাহ নাজ্জাশীর ক্বরে নূর এমনভাবে স্বচক্ষে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল যেমন প্রদীপ, চাঁদ ও সূর্যের আলো পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, নূর পরিদৃষ্ট হওয়া মূলত ঐ উজ্জ্বলতা, সতেজতা ও অন্তরের প্রশান্তির ব্যাখ্যা যা উক্ত ক্বর যিয়ারতকারী অনুভব করে। (মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

٥٩٤٨ - [٥] وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوْا غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا: لَا نَدْرِيْ أَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهٖ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا أَلْقَى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتّٰى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ

[৭৮৮] য'ঈফ : আবূ দাউদ ২৫২৩, সানাদে সালামাহ্ ইবনুল ফায্‌ল-এর মুখস্থশক্তি দুর্বল ছিল, য'ঈফ আবূ দাউদ ৪৩৫।

Scanned by CamScanner

إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ؟ اغْسِلُوا النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا فَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৫৯৪৮-[৫] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর সহাবীগণ যখন তাঁকে গোসল দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁরা বললেন, আমরা কি অন্যান্য মৃতের ন্যায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ের জামা খুলে গোসল দেব? নাকি তাঁর ওপর নিজ জামাকাপড় রেখে গোসল দেব? এ ব্যাপারে যখন মতবিরোধ চরমে উঠল, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের ওপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে এমন একজন লোকও বাকি ছিল না, যার থুতি নিজের বুকের সাথে গিয়ে লাগেনি। অতঃপর ঘরের এক পার্শ্বে হতে জনৈক উক্তিকারী বলে উঠলেন, সে উক্তিকারী কে? লোকেরা তাকে চিনতে পারেননি। তোমরা নাবী ﷺ-কে নিজ জামাকাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল দাও। অতঃপর তাঁরা উঠে নাবী ﷺ-কে জামাসহ গোসল দিলেন। তাঁরা জামার উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলেন এবং জামা দ্বারা শরীরে মলে দিলেন। (বায়হাক্বী’র দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ গ্রন্থে)[৭৮৯]

ব্যাখ্যা : ইবনুল হুমাম (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল ﷺ যে কাপড় পরিধান করা অবস্থায় মারা যান তাকে সেই কাপড়েই গোসল করানো হয়েছিল। তাহলে গোসল করানোর পরে ভিজা কাপড় থাকা অবস্থায় কিভাবে তাকে কাফন পরানো হয়েছিল? আমি বলছি তাকে ভিজা কাপড় থাকা অবস্থায় কাফনের কাপড় পরানো হয়নি। এ হাদীস থেকে এটা বুঝা যায় না। বরং সতর ঢাকা অবস্থায় তার থেকে গোসলের কাপড় সরিয়ে তারপর তার কাফনের কাপড় পরানো হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা ভালো জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

-[٦] وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَخْطَأَ الْجَيْشَ بِأَرْضِ الرُّومِ أَوْ أُسِرَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا يَلْتَمِسُ الْجَيْشَ فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ. فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَارِثِ أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَمْرِيْ كَيْتَ وَكَيْتَ فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَصْبَصَةٌ حَتّٰى قَامَ إِلٰى جَنْبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا أَهْوٰى إِلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِيْ إِلٰى جَنْبِهِ حَتّٰى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْأَسَدُ. رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৫৯৪৯-[৬] ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্ত দাস সাফীনাহ্ رضي الله عنه রোম এলাকায় মুসলিম সেনাদল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, অথবা শত্রুরা তাঁকে বন্দি করে ফেলেছিল। অতঃপর তিনি পালিয়ে সেনাদলের খোঁজাখুজি করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি সিংহের সম্মুখীন হলেন। তখন তিনি সিংহটিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হারিস! আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্ত দাস। আর আমার ব্যাপার হলো এই এই (অর্থাৎ কাফিররা আমাকে বন্দি করেছিল। এখন আমি তাদের কবল থেকে ছুটে এসে আমার সেনাদলের পথ হারিয়ে ফেলেছি) এ কথা শুনে সিংহটি (আনুগত্যের ভঙ্গিতে) স্বীয় লেজ নাড়তে নাড়তে তাঁর সামনে অগ্রসর হয়ে পার্শ্বে এসে দাঁড়াল। সিংহটি যখন কোন ভীতিজনক আওয়াজ

---

[৭৮৯] হাসান : আবূ দাউদ ৩১৪১, মুসনাদে আহমাদ ৬/২৬৭, ইবনু সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬২৭।

Scanned by CamScanner

শুনতে পেত, তখন সেদিকে ছুঁটে যেত। অতঃপর ফিরে এসে সাফীনার পাশে পাশে চলত। অবশেষে তাঁকে সেনাদলের কাছে পৌছিয়ে দিয়ে সিংহটি ফিরে চলে গেল। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭৯০]

ব্যাখ্যা : সাফীনাহ্ রসূল ﷺ-এর মুক্তদাস। কথিত আছে যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ্ এর মুক্তদাস ছিলেন। তিনি তাকে এ শর্তে মুক্ত করেন যে, সে আজীবন নাবী ﷺ-এর সেবা করবে। কেউ কেউ বলেন, তার নামটা মতভেদপূর্ণ। কেউ বলেন, তার নাম রবাহ বা মিহরান বা রোমান। সাফীনাহ্ হলো তার উপাধি। কথিত আছে যে, একদিন কোন এক সফরে তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে তার তলোয়ার, ঢাল ও তীর ইত্যাদিসহ অনেক জিনিস তার মাথায় তুলে দিলে সে তা বহন করে চলল। তাকে দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ কৌতুক করে বললেন, তুমি তো সাফীনাহ্। সাফীনাহ্ অর্থ নৌকা। তখন থেকে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অবশেষে যখন তিনি সৈন্যদলের সাথে মিশলেন তখন সিংহ চলে গেল : হাদীসের এ অংশটুকু থেকে গেল বুঝা গেল, যেন সিংহটি তার রাস্তা দেখাচ্ছিল। আর তার সাথিদের কাছে পৌছানোর জন্য নিরাপত্তা দিচ্ছিল। তাই তো এক কবি বলেন-

ومن تكن برسول الله نصرته ... إن تلقه الأسد في اجامها تجم.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের তথা আল্লাহর দীনের সাহায্য করে, হিংস্র জন্তু দ্বারাও আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٥٠ -[٧] وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا فَشَكَوْا إِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كُوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتّٰى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتّٰى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯৫০-[৭] আবুল জাওযা' রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মাদীনাবাসীগণ ভীষণ অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হলেন, তখন তাঁরা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এ বিপদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা নাবী ﷺ-এর কৃবরে যাও এবং তাঁর হুজরার ছাদের আকাশের দিকে কয়েকটি ছিদ্র করে দও, যেন তাঁর এবং আকাশের মাঝখানে কোন আড়াল না থাকে। অতঃপর লোকেরা গিয়ে তাই করল। তাতে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ হলো। এমনকি জমিনে প্রচুর ঘাস জন্মাল এবং উটগুলো খুব মোটাতাজা ও চর্বিদার হয়ে উঠল। এ কারণে লোকেরা সে বছরকে 'আমাল ফাত্‌কৃ' (পশুপালের হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার বছর) নামে আখ্যায়িত করল। (দারিমী)[৭৯১]

ব্যাখ্যা : যখন মাদীনায় অনাবৃষ্টি শুরু হলো তখান লোকজন মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, তারা যেন রসূল ﷺ-এর কৃবর এর উপর সামান্য ফাঁকা করে দেয় যাতে করে সরাসরি আসমান দেখা যায়। বৃষ্টি হওয়ার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, রসূল ﷺ-এর কৃবর যখন আসমান দেখল তখন সে তা দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। আকাশ কাঁদতে শুরু করল। আকাশ কাঁদার কথা কুরআন দ্বারা স্বীকৃত বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ "আসমান

[৭৯০] সহীহ : আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬/৪৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৫৪৪।
[৭৯১] সানাদ য'ঈফ : দারিমী ৯২, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৩৬২।

Scanned by CamScanner

জমিন তাদের জন্য কাঁদেনি"– (সূরাহ্ আদ্ দুখান ৪৪ : ২৯)। এখানে কাফিরদের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এর বিপরীত অবস্থা হলো ঈমানদারদের জন্য আসমান ও জমিন কাঁদে।

কথিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তো লোকেরা রসূল ﷺ-এর পবিত্র সত্তা হতে বৃষ্টির প্রার্থনাকারী হত এখন যেহেতু রসূল ﷺ-এর মৃত্যু হয়ে গেছে তাই মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা নির্দেশ দিয়েছেন যে, ক্ববরের উপর থেকে ছাদ খুলে দেয়া হোক যাতে আল্লাহর রহমাত প্রবল হোক এবং ফলশ্রুতিতে পানি বর্ষিত হয়। যেন তিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ববরকে বৃষ্টি প্রার্থনার মাধ্যম বানিয়েছেন। তবে রসূল ﷺ-এর ক্ববর উন্মোচনের কারণে তার ক্ববর আর আসমানের মধ্যে কোন ধরনের পর্দা নেই। এর কারণ হলো উক্ত বৃষ্টি প্রার্থনাকে অধিক ফলদায়ক করা এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের অস্থিরতাকে প্রকাশ করা। আর আকাশ তো দু'আর ক্বিবলাহ্ এবং অভাবীদের খাদ্যের জায়গা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ "আর আসমানে তোমাদের রিয্‌ক্ব বা খাদ্য আছে"– (সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত : ২২)।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শার্‌হে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা)

٥٩٥١ -[٨] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا وَلَمْ يُقَمْ وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯৫১-[৮] সা'ঈদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররাহ্'র ফিতনার সময় তিনদিন তিনরাত নাবী ﷺ-এর মাসজিদে সলাতের আযানও হয়নি এবং ইক্বামাতও দেয়া হয়নি। সে সময় (প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ) সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহিমাহুল্লাহ) মাসজিদে নাবাবীর ভিতরে আটকা পড়েছিলেন এবং তিনি সলাতের সময় ঠিক করতেন কেবলমাত্র নাবী ﷺ-এর রওজা শরীফের ভিতর হতে নির্গত একটি গুনগুন শব্দ দ্বারা, যা তিনি শুনতে পেতেন। (দারিমী)[৭৯২]

ব্যাখ্যা : "হাররার দিন"- 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা ইসলামের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ দিন। ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্-এর সিরিয়া থেকে আগত সেনাবাহিনী মাদীনায় হামলা করেছিল মাদীনায় থাকা সহাবী ও তাবি'ঈদেরকে হত্যা করার জন্য। তাঁর সেনাপতি ছিল মুসলিম ইবনু 'উয়াইনাহ্ আল মুর্‌রী। আর এ ঘটনা ঘটেছিল হিজরী ৬৩ সনের যিলহাজ্জ মাসে। এ ঘটনার পরপরই ইয়াযীদ মারা গিয়েছিল। এ ঘটনাটি ঘটেছিল মাদীনার হাররাহ্ এলাকায় যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো অনেক পাথর ছিল।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٥٢ -[٩] وَعَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: سَمِعَ أَنَسٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِينَ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৫৯৫২-[৯] আবূ খলদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল 'আলিয়াহ্-কে প্রশ্ন করলাম, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ হতে কোন হাদীস শুনেছেন কি? তিনি বললেন, তিনি তো দশটি বছর তাঁর

---

[৭৯২] সানাদ য'ঈফ : সা'ঈদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয য'ঈফ; দারিমী ৯৩।

Scanned by CamScanner

সেবা করেছেন। নাবী ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। তাঁর একটি বাগান ছিল, তাতে বছরে দু'বার ফল আসত এবং তাতে এমন কিছু ফল ছিল, যা হতে মিশ্‌ক কস্তুরীর ঘ্রাণ আসত। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব][৭৯৩]

ব্যাখ্যা : আবূ খলদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) আনাস রাঃ-এর ব্যাপারে আবুল 'আলিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে যে প্রশ্ন করেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল যে, আনাস রাঃ যে সকল হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি কি রসূল ﷺ থেকে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি শুনেছেন, নাকি এগুলো মুরসাল বর্ণনা? এ প্রশ্ন হতে পরোক্ষভাবে এ কথা বুঝা যায় যে, রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর কিছু মানুষ আনাস রাঃ-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করে। আবুল 'আলিয়াহ্ যিনি বয়োজৈষ্ঠ তাবি'ঈ ছিলেন তিনি তার জবাব সরাসরি না দিয়ে বরং তিনি ঐ কথার সংবাদ দিলেন যাতে আনাস রাঃ-এর মান-মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। তিনি বলেন, আনাস রাঃ-কে দশ বছর বয়সে মতান্তরে আট বছর বয়সে নাবী ﷺ-এর খিদমাতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি একাধারে দশ বছর নাবী ﷺ-এর খিদমাত করেছিলেন। আর তার আন্তরিকতাপূর্ণ খিদমাতে খুশি হয়ে নাবী ﷺ তাঁর হায়াত ও সম্পদে বারাকাতের জন্য দু'আ করেছিলেন। ঐ দু'আর বারাকাতে তিনি ১০৩ বছর হায়াত পেয়েছিলেন।

আর আল্লাহ তাঁর সন্তানে এত বারাকাত দান করেছিলেন যে তা একশ' জনে পৌছেছিল। তার মধ্যে ছেলে ছিল ৭৩ জন আর মেয়ে ২৭ জন। তাঁর সম্পদে বারাকাতের অবস্থা ছিল এই যে, অন্যদের বাগানে ফসল ফলত বছরে একবার, আর তাঁর বাগানে বছরে দু'বার ফসল আসত। তাঁর উচ্চ মান-মর্যাদার পরিমাপ এভাবেই করা যায় যে, তাঁর বাগানের ফুল হতে মিশ্‌ক আম্বরের সুঘ্রাণ আসত। এতএব সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে মহান ব্যক্তি এমন সম্মানের অধিকারী ছিলেন, যিনি দীর্ঘ সময় রসূলে কারীম ﷺ-এর খিদমাতের সৌভাগ্য লাভ করার পর তিনি তাঁর (রসূল ﷺ-এর) থেকে সরাসরি হাদীস কিভাবে না শুনে থাকবেন এবং ঐ সকল হাদীস কিভাবে বর্ণনা না করে থাকবেন! (মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٥٣ ـ [١٠] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ خَاصَمَتْهُ أَرْوٰى بِنْتِ أَوْسٍ إِلٰى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِىْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلٰى سَبْعِ أَرَضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ سَعِيدٌ اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَاَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِىْ أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِىَ تَمْشِىْ فِىْ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِىْ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৭৯৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৩৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৪১।

Scanned by CamScanner

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ وَأَنَّهُ رَآهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعِيدٍ وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلٰى بِئْرٍ فِي الدَّارِ الَّتِيْ خَاصَمَتْهُ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا.

৫৯৫৩-[১০] 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। আরওয়া বিনতু আওস (রহিমাহুল্লাহ) মারওয়ান ইবনু হাকাম-এর কাছে সা'ঈদ ইবনু যায়দ ইবনু 'আম্‌র ইবনু নুফায়ল-এর বিরুদ্ধে মুক্বদ্দামাহ্ দায়ের করে এবং সে দাবি করে যে, তিনি তার কিছু ভূমি দখল করে নিয়েছেন। সা'ঈদ (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ বিষয়ে একটি হাদীস শুনার পরও আমি কি তার জমিনের কিছু অংশ দখল করতে পারি? তখন মারওয়ান বললেন, সে হাদীসটি কি আপনি যা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? সা'ঈদ (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে লোক কারো এক বিঘত পরিমাণ ভূমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাত তবক অবধি বেড়ি বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেবেন। এ কথা শুনে মারওয়ান তাঁকে বললেন, এ হাদীস শুনার পর আমি আর কোন প্রমাণ আপনার কাছ হতে চাব না। অতঃপর সা'ঈদ (রাঃ) এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এ মহিলাটি যদি তার দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে আপনি তার চোখ অন্ধ করে দেন এবং উক্ত ভূমিতেই তাকে ধ্বংস করুন। বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, মৃত্যুর আগেই সে মহিলাটি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং একদিন সে উক্ত ভূমিতে হাঁটছিল, হঠাৎ সে সেখানে একটি গর্তে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। (বুখারী ও মুসলিম) আর মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে, যা মুহাম্মাদ ইবনু যায়দ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে উক্ত হাদীসের মর্মার্থে বর্ণিত, তিনি উক্ত মহিলাটিকে অন্ধ অবস্থায় দেখেছেন, সে দেয়াল হাতড়িয়ে চলত এবং বলত আমার উপর সাঈদের বদদোয়া লেগেছে। অতঃপর একদিন উক্ত মহিলাটি তার গৃহের সে বিবাদময় ভূমির একটি কূপের কাছ দিয়ে যেতেই তাতে পড়ে গেল এবং তা-ই তার ক্ববর হলো।[৭৯৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে জমিনের সাতটি স্তর আছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ "আর আল্লাহ হলেন তিনি যিনি সাত আসমান অনুরূপ জমিনকে সৃষ্টি করেছেন"– (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ১২)। আর যারা বলেন, সাতটি অঞ্চল তারা ভুল করেন। আর যদি তা অনুরূপ হত তবে তিনি যালিম ব্যক্তির গলায় জমিনের স্তর ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এক বিঘত করে ঝুলিয়ে দিতেন না। আর তিনি সাত জমিন থেকে তার গলায় ঝুয়িয়ে দিবেন তার কারণ হলো বাকী জমিন গুলো এই জমিনের অনুগামী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

নেককার মানুষের দু'আ যে বিফলে যায় না আলোচ্য হাদীসটি তার জাজ্বল্য প্রমাণ। সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ)-আশারায়ে মুবাশ্‌শিরাহ্ তথা যে দশজন সহাবী দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন তাদের একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন 'উমার (রাঃ)-এর ভগ্নিপতি। যেহেতু আলোচ্য হাদীসে জনৈক মহিলা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল, তাই আল্লাহ দুনিয়াতেই সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ)-এর দু'আ কবূল করে উক্ত মহিলাকে লাঞ্ছিত করেছিলেন। আর এটা সা'ঈদ (রাঃ)-এর একটি বড় কারামাত ছিল। (সম্পাদকীয়)

---

[৭৯৪] সহীহ : বুখারী ৩১৯৮, মুসলিম ১৩৮-(১৬১০), মুসনাদে আহমাদ ১৬৩৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫/২৩৬, মুসনাদে বায্‌যার ১২৪৯, আবূ ইয়া'লা ৯৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৬১, দারিমী ২৬০৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৭৯৪৩, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ২৭৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫১৪৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৬৬, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২২২৫।

Scanned by CamScanner

٥٩٥٤ ـ[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعٰى سَارِيَةَ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيحُ: يَا سَارِيَ الْجَبَلَ. فَقَدِمَ رَسُولٌ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِيَنَا عَدُوُّنَا فَهَزَمُونَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيحُ: يَا سَارِيَ الْجَبَلَ. فَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ

৫৯৫৪-[১১] ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একবার 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একদল সৈন্য অভিযানে প্রেরণ করলেন। আর সারিয়াহ্ (ইবনু যানীম) নামক এক লোককে সে দলের প্রধান নিযুক্ত করলেন। তখন একদিন 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদে নাবাবীতে খুত্ববাহ্ দিচ্ছিলেন। আকস্মাৎ তিনি খুত্ববার মাঝখানে খুব উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'হে সারিয়া আল জাবাল!' এ ঘটনার কয়েকদিন পরে উক্ত সেনাদলের পক্ষ হতে একজন বার্তাবাহক মাদীনায় আগমন করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হলে (প্রথমে) তারা আমাদেরকে পরাজিত করে। এমন সময় হঠাৎ জনৈক ঘোষণাকারীর 'হে সারিয়া আল জাবাল' উচ্চ শব্দ শুনতে পাই, তৎক্ষণাৎ আমরা (নিকটস্থ) পাহাড়টিকে পশ্চাতে রেখে শত্রুর সাথে লড়তে থাকি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাস্ত করেন। (বায়হাক্বী'র দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ গ্রন্থে)[৭৯৫]

ব্যাখ্যা : এটা ছিল নাহারাওয়ান্দ যুদ্ধের ঘটনা।

(فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ) একদিন 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু খুত্ববাহ্ দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি মাসজিদে নাবাবীতে খুত্ববাহ্ দিচ্ছিলেন উপস্থিত জনতার সম্মুখে যেখানে বড় বড় সম্মানিত সহাবী ও তাবি'ঈগণ ছিলেন। তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, ঘটনাটি ছিল তার একটা সুস্পষ্ট কারামাত এবং তার খিলাফাত যে সত্য তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তিনি যুদ্ধক্ষেত্র দেখে সেনাপতিকে ডেকে বললেন, হে সারিয়াহ্! পাহাড়ের দিকটা দেখ। আর তাকে পিছন দিকে রেখে যুদ্ধ করা। তার এ ডাক সকল যোদ্ধা শুনে সতর্ক হয়ে যুদ্ধ করেছিল। ফলে বিজয় পেয়েছিলেন মুসলিমগণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٥٥ ـ[١٢] وَعَنْ نُبَيْهَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبٌ: مَا مِنْ يَوْمٍ يَطْلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتّٰى يَحُفُّوا بِقَبْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُفُّونَهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯৫৫-[১২] নুবায়হাহ্ ইবনু ওয়াহ্ব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। একদিন কা'ব (রহিমাহুল্লাহ) 'আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে গেলেন। সেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকলে কা'ব (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না, যেদিন ভোরে সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশতা) আকাশ হতে অবতরণ করেন না। এমনকি তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ববরকে ঘেরাও করে নিজেদের পাখাকে বিছিয়ে দেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকেন। অবশেষে সন্ধ্যা হলে তাঁরা উর্ধ্বে গমন করেন। আবার সে পরিমাণ মালাক (ফেরেশতা) অবতরণ করেন এবং তাঁরাও ঐরূপ করেন। অবশেষে যখন

---

[৭৯৫] সানাদ হাসান : আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬/৩৭০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১১০।

Scanned by CamScanner

মাদীনাহ্ ফেটে যাবে, তখন তিনি রওজা শরীফ হতে সত্তর হাজার ফেরেশতার সমারোহে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবেন। (দারিমী)[৭৯৬]

ব্যাখ্যা : কা'ব হলেন একজন বড় তাবি'ঈ। লেখক বলেন, তিনি হলেন কা'ব ইবনু মাতি'। তাঁর উপনাম হলো আবূ ইসহাক্ব। তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন কা'ব আল আহবার নামে। তিনি নাবী ﷺ-এর যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু তার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেননি। তিনি 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ)-এর যামানায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন 'উমার (রাঃ), সুহায়ব (রাঃ) ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে। তিনি হিম্‌সে ৩২ হিজরীতে 'উসমান (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে মারা যান।

মালায়িকার (ফেরেশতাদের) অবতরণের কথা কা'ব (রাঃ) হয়তো পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী হতে জেনেছিলেন, কিংবা পূর্বযুগের বয়োবৃদ্ধ ও আসমানী কিতাবের 'আলিমদের থেকে শুনে থাকবেন, অথবা কারামাত দ্বারা অবগত হয়েছেন। আর শেষের সম্ভাবনাটাই অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। কেননা এতে তাঁর কারামাত প্রকাশ পায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٩) بَابُ هِجْرَةِ أَصْحَابِهٖ ﷺ مِنْ مَكَّةَ وَوَفَاتُهٗ

অধ্যায়-৯ : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সহাবীদের মাক্কাহ্ হতে হিজরত করা সম্পর্কে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٩٥٦ -[١] عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَجَعَلَا يُقْرِآنِنَا الْقُرْآنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهٖ حَتّٰى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتّٰى قَرَأْتُ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى﴾ فِيْ سُوَرٍ مِثْلِهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৫৬-[১] বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর সহাবীদের মাঝে সর্বপ্রথম যারা হিজরত করে মাদীনায় আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন মুস্'আব ইবনু 'উমায়র এবং (আবদুল্লাহ) ইবনু উম্মু মাকতূম (রাঃ)। তাঁরা দু'জন এসেই আমাদেরকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। এরপর আসলেন 'আম্মার, বিলাল ও সা'দ (রাঃ)। তারপর আসলেন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) যিনি নাবী ﷺ-এর বিশজন সহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর (সর্বশেষ) আসলেন নাবী ﷺ। নাবী ﷺ-এর আগমনে

---

[৭৯৬] সানাদ য'ঈফ : সানাদে মাক্বতু' বা বিচ্ছিন্নতা আছে; দারিমী ৯৩, নাবীহ ইবনু ওয়াহ্‌ব কা'ব (রাঃ)-কে পাননি।

Scanned by CamScanner

আমি মাদীনাবাসীকে এত বেশি খুশি হতে দেখেছি যে, অন্য কোন জিনিসে তাদেরকে ততটা আনন্দিত হতে আর কখনো দেখিনি। এমনকি আমি দেখেছি, মাদীনার ছোট ছোট মেয়ে এবং ছেলেরা পর্যন্ত খুশিতে বলতে লাগল, ইনিই তো সেই আল্লাহর রসূল ﷺ, যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। বারা' রাঃ বলেন, তিনি আসার আগেই আমি "*সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা-*" (সূরাহ্ আ'লা-) ও অনুরূপ আরো কতিপয় ছোট ছোট সূরাহ্ শিখে ফেলেছিলাম। (বুখারী)[৭১৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সূরাহ্ আ'লা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। কোন কোন 'আলিম প্রশ্ন তোলেন যে, উক্ত সূরার দু'টি আয়াত ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝﴾

যেহেতু সদাক্বায়ে ফিত্বরের ব্যাপারে আলোচনা প্রসঙ্গে, আর সদাকাতুল ফিত্বর ও ঈদের সলাত ওয়াজিব হিসাবে গণ্য করা হয় ২য় হিজরীতে। তাই সূরাহ্ আ'লাকে মাক্কী সূরাহ্ বলাতে প্রশ্ন হতে পারে। অবশ্য যদি এটা বলা হয় যে, আলোচ্য দু'টি আয়াত ছাড়া অবশিষ্ট পূর্ণ সূরাহ্ মাক্কায় নাযিল হয়েছে তাহলে উল্লেখিত প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, এখানে আলোচ্য প্রশ্ন বা তার সম্ভাবনা কোনটিই সঠিক নয়। কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে এ সূরাহ্ তার সকল আয়াত সহকারে মাক্কায় নাযিল হয়েছে। অতঃপর মাদীনায় এসে যখন সদাক্বাতুল ফিত্বর ও ঈদের সলাত ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা হলো তখন রসূল ﷺ আলোচ্য দু'টি আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি আয়াতের মূল বিষয়বস্তু মূলত সদাক্বায়ে ফিত্বর ও ঈদের সলাতের গুরুত্ব ও ফাযীলাত বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত। এভাবেও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে শুধুমাত্র আর্থিক ও শারীরিক 'ইবাদাত তথা সদাক্বাহ্, যাকাত ও সলাতের নির্দেশ ও উৎসাহ রয়েছে, যাতে মূল উদ্দেশ্যের বিবরণ নেই। এ মূল উদ্দেশ্যকে পরবর্তীতে হাদীসের মাধ্যমে ঐ সময় বর্ণনা করা হয়েছে যখন সদাক্বাতুল ফিত্বর ও ঈদের সলাত ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠা)

٥٩٥٧ -[٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ». فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ قَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ فَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৫৭-[২] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর অন্তিমকালে) মিম্বারের উপর বসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আল্লাহ কাছে রক্ষিত নি'আমাত, এ দু'টির মধ্যে ইখতিয়ার দিয়েছেন। তখন ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট (রক্ষিত) নি'আমাতকে পছন্দ করেছেন। (রাবী বলেন,) এ কথা শুনে আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাঃ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমাদের পিতা ও মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। রাবী বলেন, আমরা অবাক হলাম এবং লোকেরা বলতে লাগল, এই বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টি দাও, রসূলুল্লাহ ﷺ তো কোন একজন বান্দা সম্পর্কে খবর

[৭১৭] সহীহ : বুখারী ৪৯৪১, মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৬৬৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৯৪।

Scanned by CamScanner

দিচ্ছেন যে, তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অথবা আল্লাহর কাছে রক্ষিত নি'আমাত– এ দু'টি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন আর এ লোক বলছেন, আমরা আমাদের পিতামাতাকে আপনার ওপর কুরবান করছি। (রাবী বলেন,) আর পরে আমরা বুঝতে পারলাম, সে ইচ্ছাস্বাধীনতা বান্দা ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ আর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আমাদের সকলের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭৮]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত ঘটনাটি ঘটেছিল নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, এ ঘটনা ছিল নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পাঁচ রাত পূর্বের।

তিনি ছিলেন আল্লাহর এক মহান বান্দা যাকে তিনি মৃত্যুর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তাঁর সুদীর্ঘ হায়াত ও দুনিয়ায় বেঁচে থেকে তার আরাম-আয়েশ ভোগ করার জন্য যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারবেন। অতএব তিনি এ দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ-শান্তির উপর প্রাধান্য দেন সে সব নি'আমাতকে যা আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন তাঁর প্রিয় বান্দার জন্য। আর যে নি'আমাত চিরস্থায়ী। নাবী ﷺ-এর মুখে এ বর্ণনা শুনে আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন, কারণ তিনি তার পরিপূর্ণ বুঝ ও জ্ঞানের কারণে নাবী ﷺ-এর বিচ্ছেদের ব্যাপারে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। কারণ তাঁর অসুস্থতা তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি অসুস্থতা দেখে অনুমান করতে পেরেছিলেন অথবা তিনি দুনিয়ার চাকচিক্যের উপর আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন– এ কথা দ্বারা তিনি অনুমান করেছেন যে, তিনি নাবী ﷺ-ই হবেন। কারণ এটি কেবল একজন আল্লাহর ওয়ালীই পারেন। আর নাবী ﷺ তো হলেন নাবীগণের নেতা। তাই তিনি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এ ভোগ-বিলাসের উপর আখিরাতের স্থায়ী সুখ-শান্তিকে বাছাই করে নিয়েছেন। নবী ﷺ-এর ইশারা দ্বারাই আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন যে, নাবী ﷺ এ দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٥٨ -[٣] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: صَلّٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلٰى قَتْلٰى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِيْ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «إِنِّيْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَاَنَا فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا وَإِنِّيْ قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَإِنِّيْ لَسْتُ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيْ وَلٰكِنِّيْ أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا فِيهَا». وَزَادَ بَعْضُهُمْ: «فَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৫৮-[৩] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধে নিহত শাহীদদের ওপর আট বছর পর (জানাযার) সলাত আদায় করলেন। সেদিনের সলাতে মনে হলো তিনি (ﷺ) যেন জীবিত এবং মৃতদেরকে বিদায় করছেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে আরোহণ করে বললেন, আমি তোমাদের সম্মুখে অগ্রবর্তী লোক এবং আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হলো হাওযে কাওসার। আমি এখন আমার এ স্থানে দাঁড়িয়েও হাওযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। আর পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ অবশ্যই আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি তোমাদের ওপর এই আশঙ্কা করি না যে, আমার পরে তোমরা সকলে শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে; বরং আমি দুনিয়ার বিষয়ে তোমাদের প্রতি আশঙ্কা

---

[৭৭৮] সহীহ : বুখারী ৩৯০৪, মুসলিম ২-(২৩৮২), তিরমিযী ৩৬৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৯৪।

Scanned by CamScanner

করি যে, তোমরা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। কোন না কোন বর্ণনাকারী এর সাথে এ বাক্যগুলোও বৃদ্ধি করেছেন, অতঃপর তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে এবং এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৯৯]

ব্যাখ্যা : উহুদের যুদ্ধে যারা শাহীদ হয়েছিলেন আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের জানাযার সলাত আদায় করান আট বছর পরে। অর্থাৎ তাদের দাফন করার আট বছর পরে। কথিত আছে যে, নাবী ﷺ তাদের জানাযার সলাত আদায় করেন। এটা নাবী ﷺ-এর ও উহুদের শাহীদদের বৈশিষ্ট্য ছিল। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে জানাযার সলাত বলতে দু'আ উদ্দেশ্য।

(كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ) "তাঁর এ সলাত যেন জীবিত ও মৃতদের জন্য বিদায়ী সলাত।"

মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ নাবী ﷺ তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন, আর তাদের জন্য তাঁর ইস্তিগফার করা হলো তাঁর মৃত্যুর সময় কাছে আসা।

(إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ) "আমি তোমাদের সম্মুখে (হাশরের মাঠের দিকে) অগ্রগামী ব্যক্তি।"

ঐ ব্যক্তিকে 'আরবীতে ফারাত্ব বলা হয়, যে কাফেলাকে পিছনে ফেলে রেখে নিজে সবার আগে পৌছে যায়, যাতে সেখানে কাফেলার জন্য পূর্ব হতেই থাকা, খাওয়া ও সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা করতে পারে। অতএব নাবী ﷺ-এর এ ঘোষণার মাধ্যমে যেন তার ইচ্ছা ছিল তিনি তাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন, কারণ তিনি তাদের আগে যাচ্ছেন। আর সুপারিশকারী ব্যক্তি সুপারিশপ্রাপ্তের অগ্রগামী হয়। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর আশ্ শামায়িলে বর্ণনা করেছেন, ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, তিনি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দু'টি সন্তানকে আগে প্রেরণ করবে সে ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তখন মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, যদি আপনার উম্মাতের কোন ব্যক্তি একটিকে আগে প্রেরণ করে তবে? যদি কোন কেউ একটি প্রেরণ করে তবুও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তখন মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, যদি কোন অগ্রগামীই না থাকে তবে? তখন নাবী ﷺ বলেন, তখন আমিই আমার উম্মাতের জন্য অগ্রগামী হয়ে যাব। তারা আমার মতো আর কোন সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে না।"

(وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ) "আর আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী।" অর্থাৎ আমি তোমাদের ছেড়ে যদিও যাচ্ছি; কিন্তু তোমাদের অবস্থা ও ব্যাপার হতে সম্পর্কহীন ও অবগত থাকব না, কেননা তোমাদের 'আমল ও অবস্থাদি সেখানে আমার সামনে পেশ করা হবে। অথবা আমি তোমাদের সাক্ষী। আমি সেখানে তোমাদের আনুগত্য এবং তোমাদের ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দিব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ) "তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হবে হাওযে কাওসার।"

অর্থাৎ আখিরাতের হাওযে কাওসারে যেখানে পৌছে ভালো ও মন্দ এবং মু'মিন ও মুনাফিক্বের মাঝে পার্থক্য সূচিত হবে। তদ্রূপ তোমাদেরকে হাশ্‌রের ময়দানে যে বিশেষ শাফা'আতের ওয়া'দা আমি করেছি তা হবে হাওযে কাওসারে। সেখানে শুধুমাত্র মু'মিন বান্দাদের আমার সুপারিশের মাধ্যমে হাওযে কাওসার হতে পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

(وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ) "আর অবশ্যই আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে।" অর্থাৎ আমার পরে আমার উম্মাতের মুজাহিদদের হাতে যে সকল বড় বড় এলাকা ও শহর

---

[৭৯৯] সহীহ : বুখারী ৪০৪২, মুসলিম ৩১-(২২৯৬), আবূ দাউদ ৩২২৪, মুসনাদে আহমাদ ১৭৪৩৮, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৮৬৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ২১৯৮, আবূ ইয়া'লা ১৭৪৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪১৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭০৫৮।

Scanned by CamScanner

বিজয় হবে এবং সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করবে, সে সকল এলাকার ধনভাণ্ডার আমার উম্মাতের আয়ত্বে এসে যাবে।

(وَلٰكِنِّىْ أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا فِيهَا) "তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" এর দ্বারা রসূল ﷺ এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমার পরেও তোমরা *ইন্‌শা-আল্ল-হ* ঈমান ও দীনের উপর স্থির থাকবে। তবে তোমরা দুনিয়ার মূল্যবান জিনিসের প্রতি সম্পূর্ণরূপেই ঝুঁকে পড়বে। তোমাদের কর্তব্য ছিল তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে না ঝুঁকা। কারণ অস্থায়ী নি'আমাতকে নিয়ে কখনো প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত নয়। বরং প্রতিযোগিতা হওয়া চাই স্থায়ী জিনিসকে নিয়ে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ﴾ "আর নি'আমাতের প্রত্যাশীদের অর্থৎ ঈমানদারদের জন্য উচিত যে, তারা তারই (আখিরাতের) নি'আমাতের প্রত্যাশী ও আগ্রহী হবে।" (সূরাহ্ আল মুত্বাফফিফীন ৮৩ : ২৬)

(فَتَهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) "তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, যেরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে আগের লোকেরা।" অর্থাৎ সম্পদ নিয়ে তাদের অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এতে রসূল ﷺ-এর মু'জিযাহ্ আছে। কারণ তিনি এটা সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তার উম্মাত পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের মালিক হবে, আর তা হয়েছে। আর তারা কখনো মুরতাদ হয়ে যাবে না। আর আল্লাহ তাদেরকে মুরতাদ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আর তারা দুনিয়ার প্রতি বেশি আগ্রহী হবে ও প্রতিযোগিতা করবে। বাস্তবেও তাই ঘটেছে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শার্হে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা)

٥٩٥٩ ـ[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ يَوْمِيْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَإِنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِيْ وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ وَبِيَدِهِ سِوَاكٌ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلٰى». حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৫৯-[৪] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হলো এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে হেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। আর তাঁর ইন্তিকালের আগ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র মিসওয়াক হাতে আমার কাছে আসলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমার সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তখন আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মিসওয়াকটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। অতএব আমি বললাম, আমি কি মিসওয়াকটি আপনার জন্য নেব? তিনি (ﷺ) মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বোধক ইঙ্গিত করলেন। অতএব আমি মিসওয়াকটি তাঁর কাছ হতে নিয়ে তাঁকে দিলাম। তা তাঁর জন্য কষ্টকর হলো। তখন বললাম, আমি কি তাকে আপনার জন্য নরম করে দেব? তিনি (ﷺ) মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ-বোধক ইঙ্গিত

Scanned by CamScanner

করলেন। অতএব তখন আমি তাকে নরম করে দিলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) তা ব্যবহার করলেন। আর তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তাতে তিনি (ﷺ) উভয় হাত ঢুকিয়ে হাত দু'টি দ্বারা আপন চেহারা মাসেহ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি (ﷺ) বলছিলেন– *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'*, অবশ্য মৃত্যুর যন্ত্রণা ভীষণ। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে থাকলেন– *'ফির্ রফীক্বিল আ'লা-'* অর্থাৎ- উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত কর), এ কথা বলতে বলতে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর হাত নিচে নেমে আসে। (বুখারী)[৮০০]

ব্যাখ্যা : (وَفِيْ يَوْمِيْ) 'আমার দিনে'। অর্থাৎ আমার পালার দিনে যাতে করে আমি তার খিদমাত করে সম্মানিত হতে পারি। "জামি'উল উসূল" গ্রন্থে এসেছে, যেদিন রসূল ﷺ-এর মৃত্যু রোগের সূচনা মাথা ব্যথার মাধ্যমে হয়, সেদিন তিনি মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর ঘরে ছিলেন। অতঃপর যেদিন মাথাব্যথা ও অসুস্থতা বেড়ে গেল সেদিন তিনি মায়মূনাহ্ رضي الله عنها-এর ঘরে ছিলেন। সে সময় রসূল ﷺ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীগণের নিকট অসুস্থতার দিনগুলো মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর ঘরে অবস্থানের জন্য সম্মতি ও আগ্রহ প্রকাশ করলে তারা সকলে তাকে অনুমতি প্রদান করেন। মৃত্যুরোগের তীব্রতা ১২ দিন ছিল। আর নাবী ﷺ-এর মৃত্যু রবী'উল আও্ওয়াল মাসের সোমবার দিন চাশতের সময় হয়েছে। তারিখের ব্যাপারে কেউ কেউ ২ রবী'উল আও্ওয়াল বর্ণনা করেছেন। আবার বলা হয়েছে, তিনি ১২ রবী'উল আও্ওয়াল মৃত্যু বরণ করেছেন এবং অধিকাংশ বর্ণনা দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয়। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ) "আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে।" অর্থাৎ যখন রসূল ﷺ-এর পবিত্র আত্মা তাঁর পবিত্র দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন তিনি মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে মাথা রেখে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, সাহার হলো পেটের উপরিভাগে কণ্ঠনালির সাথে সংযুক্ত স্থানকে। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাহার হলো বুকের উপরিভাগে হার ঝুলানোর স্থান। ইবনু হাজার বলেন, আস সাহ্ও হলো বক্ষ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আমার বক্ষ ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ নাবী ﷺ মৃত্যুবরণ করার সময় তার মাথা আমার বক্ষ ও গলার মাঝে ছিল। হাকিম ও ইবনু সা'দ-এর বর্ণনা যে, 'সে সময় রসূল ﷺ-এর মাথা 'আলী رضي الله عنه-এর কোলে ছিল' উক্ত বর্ণনার বিরোধী নয়। কেননা প্রথমত তারা দু'জন যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উক্ত রিওয়ায়াতকে বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে হতে কোন পদ্ধতিই এমন নয় যে, তা কোন ত্রুটি হতে মুক্ত। এ মত পোষণ করেন হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ)। দ্বিতীয়ত যদি উক্ত পদ্ধতিকে সঠিক মেনে নেয়াও হয় তাহলে তার এ ব্যাখ্যা করা হবে যে, রসূল ﷺ-এর মাথা 'আলী رضي الله عنه-এর কোলে তার মৃত্যুর পূর্বে ছিল। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ) "নিশ্চয় মৃত্যুর কষ্ট ভীষণ।" অর্থাৎ মৃত্যুর যন্ত্রণা খুবই কষ্টের যে কোন মানুষের জন্য। তা নাবী রসূলদের জন্যও কষ্টের। অতএব তোমরা সেই ভীষণ কষ্টের মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আর আল্লাহর কাছে সহজ মৃত্যু কামনা কর। শামায়িলে তিরমিযীতে মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত আছে যে, মৃতুর সময় আমি রসূল ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি ব্যস্ত আছেন তার পাশে রাখা পানির পাত্র থেকে দু'হাতে পানি দিয়ে তার মুখমণ্ডল মাসেহ করছেন আর বলছেন, হে আল্লাহ! আমাকে খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করুন। অথবা তিনি বলেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে। আর তার এ কষ্টের কারণে তার মর্যাদা আরো বেশি করা

---

[৮০০] সহীহ : বুখারী ১৩৮৯, মুসলিম ৮৪ (২৪৪৩), মুসনাদে আহমাদ ২৪২৬২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮, আবূ ইয়া'লা ৪৫৮৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬১৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৮৬০৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৮৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৮১২।

Scanned by CamScanner

হয়। তিনি তার হাতকে উঁচু করে দু'আ করার মতো করে অথবা ইশারা করার মতো করে আকাশের দিকে তুলে ছিলেন। আর বারবার বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে মিলিত করুন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

﴿وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ "আর তারা বন্ধু হিসেবে কতই না উত্তম"- (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৬৯)। বন্ধু হলো পথের সাথি। বলা হয় যে, আমার জন্য উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান নির্ধারণ করে দিন। আর সে স্থান বলতে তার জন্য নির্ধারিত মাক্বামে মাহমূদ উদ্দেশ্য। যার অর্থ আমাকে প্রতিষ্ঠিত থেকে যেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। জাওহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আর *রফীক্বিল আ'লা* হলো, 'আল জান্নাত'। এ কথা বলেছেন ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ)। আর তা উচ্চ স্থান হওয়া থেকে খালি নয়। বলা হয়ে থাকে যে, আর রফীক্বিল আ'লা বলতে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহর নামসমূহকে। কারণ তার মধ্যে নম্রতা ও দয়া আছে। এখানে فعيل শব্দটি فاعل অর্থে। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াশীল। আর এখানে في শব্দটি যোগ করেছেন অধিক নিকটবর্তী হওয়ার জন্য। এখানে তার রবের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও রবের একাত্মতার ঘোষণার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٦٠ -[٥] وَعَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৬০-[৫] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নাবীকেই তার মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর দুনিয়া ও পরকালের মাঝে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়। আর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি কঠিন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার মুখোমুখী হন। সে সময় আমি তাঁকে কুরআনের এ আয়াত পড়তে শুনলাম, অর্থাৎ 'সে সমস্ত লোকেদের সাথে যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন, যথা- নাবী, সিদ্দীক্ব, শুহাদা ও সালিহীনগণ।' তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁকে সেই ইচ্ছাস্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮০১]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) "দুনিয়া ও আখিরাতের কোন একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়।" অর্থাৎ তাকে দুনিয়াতে আরো কিছুকাল বেঁচে থাকার সুযোগ গ্রহণ করার। অথবা আখিরাতের জীবনের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল নাবীই আল্লাহর কাছে যাওয়ার সুযোগকে পছন্দ করেছেন। কারণ এটা উত্তম ও চিরস্থায়ী। কাজেই সকল নাবী-রসূলগণই এটাই পছন্দ করেছেন।

(الَّذِي قُبِضَ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ) "রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি কঠিন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হন।" অর্থাৎ তাঁর কণ্ঠস্বরও মোটা হয়ে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা এমন রোগ যা কণ্ঠনালীতে হয়, আর স্বর পরিবর্তিত হয়ে মোটা হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, এখানে এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাশি। ক্বামূসে আছে, কাশি হলো এমন ঝাকি যা ফুসফুস ও তার আশপাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কষ্ট দেয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮০১] সহীহ : বুখারী ৪৫৮৬, মুসলিম ৮৬-(২৪৪৪), ইবনু মাজাহ ১৬২০, মুসনাদে আহমাদ ৫৮৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৭৫৪, আবূ ইয়া'লা ৪৫৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৯২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০৯৩৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২১৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৯৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৭০১।

Scanned by CamScanner

٥٩٦١ -[٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ آبَاهُ فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ». فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৬১-[৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর রোগ যখন বৃদ্ধি পেল এবং তিনি বেহুঁশ হতে লাগলেন, তখন ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) বললেন, আহা! কত কষ্ট পাচ্ছেন আমার আব্বাজান। এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, আজকের পর তোমার আব্বাজানের ওপর আর কোন কষ্ট নেই। অতঃপর যখন তিনি (ﷺ) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) বলতে লাগলেন, 'ওগো আমার আব্বাজান! রব্ আপনাকে আহ্বান করেছেন এবং তাতে সাড়া দিয়ে আপনিও তাঁর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ওগো আমার আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাওস আপনার স্থান। হায় আমার আব্বাজান! আপনার তিরোধানের খবর আমি জিবরীলকে শুনাচ্ছি।' রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যখন দাফন করা হলো, তখন ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) বললেন, হে আনাস! তোমাদের অন্তর এটা কিভাবে সহ্য করল যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর তোমরা মাটি ঢাললে। (বুখারী)[৮০২]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ) "তোমার আব্বাজানের ওপর আজকের পর আর কোন কষ্ট নেই।" অর্থাৎ কষ্ট ছিল কঠিন ব্যথা ও খুব যন্ত্রণার কারণে। আর আজকের দিনের পর থেকে তা থাকবে না। কারণ কষ্ট ব্যথা মানুষের শরীরের সাথে সম্পর্কিত। আর আজকের পর থেকে সব গঠনগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর মৃত্যুর পর রূহের কোন সমস্যা বা দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। তিরমিযী বৃদ্ধি করেছেন, তোমার পিতার কাছে এমন জিনিস পৌঁছেছে যার থেকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত কোন কেউ পালাতে পারে না।

আলোচ্য হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, নাবী (ﷺ) হায়াতুন্ নাবী নন। বরং তাকে সহাবীরা ক্বর দিয়েছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি মৃত। তার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়েছিল। তাইতো ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) বলেন, হে আনাস! তোমরা কিভাবে আমার পিতার বুকের উপর মাটি চাপাতে পেরেছ! (সম্পাদকীয়)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٦٢ -[٧] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا لِقُدُومِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ وَلَا أَضْوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

---

[৮০২] সহীহ : বুখারী ৪৪৬২, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৩৬৪, আবূ ইয়া'লা ৩৩৮০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪১৩।

Scanned by CamScanner

وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا عَنِ التُّرَابِ وَإِنَّا لَفِيْ دَفْنِهِ حَتّٰى أَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا.

৫৯৬২-[৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনায় আগমন করলেন, তখন হাবশী লোকেরা তাঁর আগমনে উৎফুল্ল হয়ে নিজ বর্শা দিয়ে খেল-তামাশা প্রদর্শন করল। (আবূ দাঊদ)[৮০৩]

দারিমীর এক বর্ণনাতে আছে, আনাস رضي الله عنه বলেন : যেদিন রসূলুল্লাহ ﷺ (মাদীনায়) আমাদের মাঝে আগমন করলেন, সেদিনের তুলনায় অধিক উত্তম ও উজ্জ্বলতম দিন আমি কখনো দেখতে পাইনি এবং যেদিন রসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন, সেদিনের তুলনায় অধিক মন্দ ও তিমিরময় দিন আমি দেখতে পাইনি।

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, আনাস رضي الله عنه বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন মাদীনায় আগমন করেছেন, সেদিন তার সবকিছু আলোকিত হয়ে যায়। আর যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেছেন, সেদিন তার সবকিছু আধারে ঢেকে যায়। (তিনি আরো বলেছেন,) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করে আমরা আমাদের হাত হতে মাটি ঝেড়ে না নিতেই আমরা স্বীয় অন্তরে উদাসীনতা অনুভব করতে লাগলাম।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর মাদীনায় আগমনের কারণে মাদীনাবাসী খুব খুশি হয়েছিলেন। আর তাদের শহর আনন্দে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আলোকিত হওয়াটা ছিল অনুভূত আলো। তারা তাদের মন দিয়ে অনুভব করেছিল।

আর নাবী ﷺ যেদিন মারা যান সেদিন তাদের সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কারণ নাবী ﷺ-এর নুবুওয়্যাতের আলো ছিল বাহ্যিক ও গোপনভাবে সারা পৃথিবীর আলোস্বরূপ, আর মাদীনাবাসী ছিল সেই আলোর সব থেকে কাছে।

"আমরা আমাদের অন্তরে উদাসীনতা অনুভব করতে লাগলাম।" অর্থাৎ রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর কারণে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। আর আমাদের মধ্যে এক ধরনের অন্ধকার অনুভূত হতে লাগল। ওয়াহীর বন্ধের কারণে আমরা আমাদের হৃদয়ে নম্রতা, দয়া ও আমাদের অন্তরে থাকা নূরকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর আমরা তার উপস্থিত থাকার বারাকাতকে হারিয়ে ফেললাম। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা তাদের হৃদয়ে যে বিশুদ্ধতা ও দয়া ওয়াহী চলাকালীন সময়ে পেত তা হারিয়ে ফেলল। দীর্ঘদিন ধরে রসূল ﷺ-এর যে শিক্ষা ও শক্তি ছিল তা তারা হারিয়ে ফেলল। আর তিনি এটা বলেননি যে, তারা যে সত্যের উপর ছিলেন তা তারা পাননি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٦٣ - [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْتَلَفُوْا فِيْ دَفْنِهِ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا. قَالَ: «مَا قَبَضَ اللّٰهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ». ادْفِنُوْهُ فِيْ مَوْضَعِ فِرَاشِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৮০৩] সানাদ সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৯২৩, মুসনাদে আহমাদ ১২৬৭০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১২৩৯, আবূ ইয়া'লা ৩৪৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৯১১।

Scanned by CamScanner

৫৯৬৩-[৮] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল হলো, তখন তাঁর দাফনের ব্যাপারে সহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ ব্যাপারে একটি কথা শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে যে স্থানে দাফন করা পছন্দ করেন, সে স্থানে তাঁর আত্মা কবয করেন। অতএব, রসূল ﷺ-কে তাঁর বিশ্রামস্থলেই তোমরা দাফন কর। (তিরমিযী)[৮০৪]

ব্যাখ্যা : (اخْتَلَفُوا فِيْ دَفْنِهِ) "তাঁর দাফনের ব্যাপারে সহাবীদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল।" অর্থাৎ কোন জায়গায় তার ক্ববর হবে, তাকে কোথায় দাফন করা হবে তা নিয়ে। বলা হলো, তাকে মাসজিদে নাবাবীতে ক্ববর দেয়া হোক। কেউ বলল, তাকে তার সহাবীদের মাঝে বাক্বী'তে ক্ববর দেয়া হোক। কেউ বলল, তাকে মাক্কায় ক্ববর দেয়া হোক। কেউ বলল, তার পিতা ইবরাহীম-এর নিকট তাকে দাফন করা হোক। সালিম ইবনু 'উবায়দ থেকে তিরমিযী তার শামায়িল কিতাবে বর্ণনা করেছেন, তারা তাঁর বহু দিনের সাথি আবূ বাক্‌র-কে জিজ্ঞেস করল, তাঁকে কি ক্ববর দেয়া যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বলল, কোথায়? তিনি বললেন, যে জায়গা থেকে আল্লহ তাঁর রূহ নিয়েছেন। কারণ আল্লাহ তাঁর রূহকে কোন পবিত্র স্থান ব্যতীত গ্রহণ করেননি। তখন তারা মনে করল, তিনি সত্য কথা বলছেন। আর তিনি এ ব্যাপারে যে হাদীস বলেছেন, এটা তার বিপরীত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٦٤ -[٩] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: «لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يُرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ بِهٖ وَرَأْسُهٗ عَلٰى فَخِذِىْ غُشِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهٗ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلٰى». قُلْتُ: إِذَنْ لَا يَخْتَارُنَا. قَالَتْ: وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهٖ وَهُوَ صَحِيحٌ فِىْ قَوْلِهٖ: «إِنَّهٗ لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يُرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلٰى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৬৪-[৯] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থাবস্থায় প্রায়শ বলতেন, প্রত্যেক নাবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়া হয়, তারপর তাঁকে ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনতা দেয়া হয়। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর মাথা ছিল আমার রানের উপর। এ সময় তিনি (ﷺ) বেহুশ হয়ে পড়লেন। অতঃপর হুশ ফিরে আসলে ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে। তখন আমি মনে মনে বললাম, তিনি এখন আমাদের কাছে থাকা ভালোবাসবেন না। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, আর আমি এটা বুঝতে পারলাম, সুস্থ অবস্থায় তিনি (ﷺ) যে কথাটি বলতেন, এটা সে কথারই বহিঃপ্রকাশ। আর সেই কথাটি হলো, প্রত্যেক নাবীকে মৃত্যুর আগে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়ার পর তাঁকে ইচ্ছানুযায়ী

---

[৮০৪] সহীহ : তিরমিযী ১০১৮, আবূ ইয়া'লা ২২, মুসনাদে বায্‌যার ১৮।

Scanned by CamScanner

স্বাধীনতা দেয়া হয়। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) সর্বশেষ এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন- «اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلٰى» (হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে)। (বুখারী ও মুসলিম)[৮০৫]

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلٰى) "হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে।" এটা ছিল আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর পবিত্র জবান থেকে নির্গত সর্বশেষ বাণী। ঐতিহাসিক সুহায়লী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর নাবী (সাঃ) সর্বপ্রথম মুখ থেকে যে কথাটি বের করেছিলেন তা ছিল *'আল্ল-হু আকবার'*। আর তিনি ((সাঃ)) এ কথা বলেছিলেন যখন তিনি তার দুধ মা হালিমা-এর নিকট দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন- এটা বর্ণনা করেছেন ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ)। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রূহ জগতে আল্লাহ তা'আলা যখন সকল রূহ থেকে স্বীয় প্রভুত্বের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যাকে عهد ألست *"আহদে আলাসতু"* বলা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার প্রশ্ন- *আলাস্‌তু বিরব্বিকুম*? আমি কি তোমাদের প্রভু নই? এর জবাবে বালা, তথা জি হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু। সর্বপ্রথম এ উত্তর দিয়েছিলেন মুহাম্মাদ (সাঃ)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)

٥٩٦٥ - [١٠] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِىْ أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ وَهٰذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِىْ مِنْ ذٰلِكَ السَّمِّ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৫৯৬৫-[১০] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে রোগে ইন্তিকাল করেছেন, সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে বলেছিলেন, হে 'আয়িশাহ্! খায়বারে (বিষ-মিশ্রিত) যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, আমি সদা তার যন্ত্রণা অনুধাবন করি। আর এখন মনে হচ্ছে, আমার শিরাগুলো সে বিষের ক্রিয়ায় ফেটে যাচ্ছে। (বুখারী)[৮০৬]

ব্যাখ্যা : (انْقِطَاعَ أَبْهَرِىْ) "আমার শিরাগুলো সে বিষক্রিয়ার ফেটে যাচ্ছে।" অর্থাৎ আবহারী বলা হয় এমন শিরাকে যা ক্বল্‌ব বা হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত থাকে। যদি সে শিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে মানুষ মারা যায়। নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে, আবহার হলো পিঠের শিরা। বলা হয়ে থাকে, তা হলো বাহুর শিরা। এও বলা হয়ে থাকে, তা হলো এমন শিরা যা হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। যদি তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আর জীবন বাকি থাকে না। বলা হয়ে থাকে, আবহার হলো এমন শিরা যা মাথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, আর তার বিস্তৃতি হলো পা পর্যন্ত। যা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, অতএব মাথার শিরাকে বলা হয় আন্ নাম্মাহ্, আর তার থেকে أسكت الله نامته অর্থাৎ আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিয়েছেন। আর তা বিস্তৃত হয়ে হালক্ব বা কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছে, তখন তাকে বলা হয় আল ওয়ারীদ। আর তা বিস্তৃত হয়ে বক্ষ পর্যন্ত পৌছে, তখন তাকে বলা হয় আল আবহার। আর তা বিস্তৃত হয়ে পায়ের পিণ্ডলী বা সাক্ব পর্যন্ত পৌছে, তখন তাকে সাফিন বলা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮০৫] সহীহ : বুখারী ৪৪৩৮, মুসলিম ৪৬-(২১৯১), মুসনাদে আহমাদ ২৬৩৯০, সহীহুল জামি' ৪৩৩৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৮০, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৮১৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ৯৭৫৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭/৫০, আবূ ইয়া'লা ৪৫৮৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬১৭, শু'আবুল ঈমান ৯২০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭১০২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৮৬৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৬৩৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৮২৯।

[৮০৬] সহীহ : বুখারী ৪৪২৮, সহীহুল জামি' ৭৯২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০২০৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩৯৩।

Scanned by CamScanner

٥٩٦٦ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ». فَقَالَ عُمَرُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَمِنْهُمْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالِاخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا عَنِّي». قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى. قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ: «ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا». فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «دَعُونِي ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ». فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ: فَقَالَ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ». وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا قَالَ سُفْيَانُ: هٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৬৬-[১১] ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় কাছাকাছি হয়, তখন তাঁর ঘরে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নাবী ﷺ বললেন, আসো, আমি তোমাদের জন্য একটি (স্মরণ) লিপি লিখে দিয়ে যাই, যাতে তোমরা এরপর কখনো গোমরাহ না হও। তখন ‘উমার رضي الله عنه বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এখন রোগ-যন্ত্রণা কঠিন হয়ে পড়েছে। আর তোমাদের কাছে কুরআন মাজীদ রয়েছে, অতএব আল্লাহর কিতাবই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এই নিয়ে গৃহে উপস্থিত লোকেদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল এবং তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাদের মাঝে কেউ কেউ বললেন, কাগজ-কলম নিয়ে আসো, যেন রসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেন। আবার কেউ সে কথাই বললেন, যা ‘উমার رضي الله عنه বলেছেন। অতঃপর যখন হৈ চৈ এবং মতবিরোধ চরমে পৌছল, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। (অধস্তন বর্ণনাকারী) ‘উবায়দুল্লাহ বলেন, ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنهما অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে বলতেন, এটা একটি বিপদ, মারাত্মক বিপদ, যা লোকেদের মতবিরোধ ও শোরগোলের আকৃতিতে রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর ওয়াসিয়্যাত লিখে দেয়ার ইচ্ছার মধ্যে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াল।

আর সুলায়মান ইবনু আবূ মুসলিম আহওয়াল-এর বর্ণনাতে আছে, ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنهما বললেন, হায় বৃহস্পতিবার! কতই বেদনাদায়ক বৃহস্পতিবার! এ কথা বলে তিনি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর অশ্রুতে নিচের বালু-কঙ্কর পর্যন্ত ভিজে গেছে। (সুলায়মান বলেন,) আমি প্রশ্ন করলাম, হে ইবনু ‘আব্বাস! বৃহস্পতিবার দিনের বিষয়টি কি? তিনি বললেন, এদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ-যন্ত্রণা খুব বেড়ে গিয়েছিল।

Scanned by CamScanner

তখন তিনি বলেছিলেন, অস্থিখণ্ড (লেখার উপকরণ) নিয়ে আসো, আমি তোমাদের জন্য এমন লিখে দেব, যার পর তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না। তখন লোকেরা তর্কে লিপ্ত হলো। অথচ নাবীর সম্মুখে তর্ক করা সমীচীন ছিল না। এ সময় কেউ কেউ বললেন, তাঁর অবস্থা কেমন? তবে কি তিনি প্রলাপ করছেন? তাঁকে প্রশ্ন কর। কেউ কেউ তাঁকে বারবার প্রশ্ন করতে লাগল। সে সময় তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, আমাকে ঐ অবস্থায় থাকতে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, ঐ অবস্থায় থাকতে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, তা ঐ অবস্থা হতে অনেক ভালো, যেদিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করছ। অতঃপর তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। ১. মুশরিকদেরকে 'আরব উপদ্বীপ হতে বহিষ্কার করবে। ২. আমি যেভাবে প্রতিনিধিদলকে স্বসম্মানে পুরস্কৃত করতাম, (আমার পরে) সেভাবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে। আর ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه তৃতীয়টি হতে নীরব থাকেন, অথবা তিনি বলেছেন, কিন্তু আমি (সুলায়মান) তা ভুলে গেছি। সুফ্‌ইয়ান বলেন, এটা সুলায়মানের কথা। (বুখারী ও মুসলিম)[৮০৭]

ব্যাখ্যা : (هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهٗ) "আসো তোমাদের জন্য আমি একটি পত্র লিখে দেই।" এ সময় 'উমার رضي الله عنه বললেন, তার ব্যথা বেশি হয়ে গেছে। আর তোমাদের কাছে তো কুরআন মাজীদ আছে। তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট জীবনে পথ চলার জন্য। (এ অবস্থায় তোমরা আর নাবী ﷺ-কে বিরক্ত করো না)। অতএব এ বিষয়টি নিয়ে আহলে বায়তদের মাঝেই দ্বন্দ ও কথা কাটাকাটি শুরু হলে কেউ কেউ বলেন, তোমরা একটা খাতা তার নিকট নিয়ে যাও তিনি তোমাদের জন্য লিখে দিবেন। আর তাদের কেউ 'উমার رضي الله عنه-এর মতো কথা বলল। যখন এরূপ কথা কাটা-কাটি ও দ্বন্দ্ব বেশি হয়ে গেল তখন নাবী ﷺ বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে চলে যাও।

শারহে মুসলিমের মধ্যে ইমাম নাববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জেনে রাখ যে, নাবী ﷺ মিথ্যা থেকে পবিত্র। তিনি আরো পবিত্র তার সুস্থতার সময় বা তার অসুস্থতার সময়ে তার দ্বারা শারী'আতের কোন বিষয় পরিবর্তন হওয়া থেকে। আর আল্লাহ তাকে যা প্রচারের কথা বলেছেন তা প্রচার করার ক্ষেত্রে কোন বিষয় ছেড়ে দেয়া থেকেও তিনি পবিত্র। তার সুস্থ অবস্থায় হোক বা তার অসুস্থ অবস্থায় হোক তার মর্যাদা হানিকর, কোন কাজ হওয়া থেকেও তিনি মা'সূম বা পবিত্র। তিনি তার শারী'আতে যা গুরুত্বারোপ করেছেন তাতে কোন দ্বন্দ্ব নেই। একবার নাবী ﷺ-কে যাদু করা হয়েছিল আর তখন তিনি কোন কাজ না করেই করেছি বলে মনে করতেন। তবে এ অবস্থায়ও তার থেকে শারী'আতের মধ্যে কোন ভুল সিদ্ধান্ত আসেনি। অতএব তারা যে বিষয়ে ইখতিলাফ বা মতভেদ করল যা তিনি লিখে দিতে চাইলেন। এ বিষয়ে বলা হয়ে থাকে, তিনি খিলাফাতের জন্য একজনের নাম নির্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে এ বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব না হয়।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, এ বিষয়টি দলীল থেকে যা প্রমাণিত তা হতে অনেক দূরে চলে গেল। অর্থাৎ ইমাম নাববী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যাখ্যাটি দলীল সঙ্গত নয়। কারণ এ ব্যাপারে যোগ্য ছিলেন আবূ বাক্‌র رضي الله عنه, 'উমার رضي الله عنه, 'আব্বাস رضي الله عنه অথবা 'আলী رضي الله عنه, আর এ বিষয়টি লেখার কোন দরকার ছিল না। এটা শুধু মুখে বললেই যথেষ্ট ছিল। বরং তিনি আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর খিলাফাতের ব্যাপারে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি খিলাফাতের বিষয়টি লিখতে চাননি। কারণ এটা করলে ইমাম মাহদী ও 'ঈসা

---

[৮০৭] সহীহ : বুখারী ৩০৫৩, মুসলিম ২১-(১৬৩৭), মুসনাদে আহমাদ ২৯৯২, মুসনাদুল হুমায়দী ৫২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৮৫২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬০১৬।

Scanned by CamScanner

আলায়হিস সালাম পর্যন্ত লেখার প্রয়োজন হত। আর তিনি খিলাফাতের বিষয়টি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। বরং তিনি সামনে আগত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। যেখানে এমন কথা লেখা থাকত যা অনুসরণ করলে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যেত। আর সেখানে লেখা থাকত ভ্রান্তদের পরিচয়। যেমন- মু'তাযিলাহ্, খারিজী ও রাফিযীসহ সকল বিদ'আতীদের নামের তালিকা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(قُومُوا عَنِّيْ) "তোমরা আমার নিকট থেকে চলে যাও।" অর্থাৎ তোমাদের কাছে যে কিতাব ও সুন্নাহ্ আছে তার উপর নির্ভর করে আমি আমার লেখার ইচ্ছাকে পরিহার করলাম।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ তাদেরকে কিছু লিখে দেয়ার ইচ্ছা করেছিল যখন তিনি তা কল্যাণকর মনে করেছিলেন অথবা তাকে ওয়াহী করা হয়েছিল। আর তিনি মনে করলেন তা না লিখে দেয়ার মাঝেই কল্যাণ আছে বা তাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই তিনি তা লেখার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করে নেন। আর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা যে, তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব আছে যা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এ কথার উপর সকলেই একমত যে, এটি তার সূক্ষ্ম বুঝ ও মর্যাদা, তার বুঝ ও তার জ্ঞানের গভীরতার কারণে। কারণ তিনি ভয় করছিলেন যে, হয়তো নাবী ﷺ এমন কিছু লিখে দিবেন যা পালন করতে অনেকেই অক্ষম হবেন। আর তাতে অক্ষম হওয়ার কারণে শাস্তি চলে আসবে, কারণ তাতে তো কোন ইজতিহাদের সুযোগ থাকবে না। আর তার কথা, তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব যথেষ্ট। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী- "আমি কিতাবে কোন কিছুই ছাড়িনি"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৩৮)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, "আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩)।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٦٧ - [١٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ. فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: إِنِّيْ لَا أَبْكِيْ أَنِّيْ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯৬৭-[১২] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর একদিন আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, চল আমাদের সাথে উম্মু আয়মান-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, রসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,) আমরা তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁরা উভয়ে উম্মু আয়মান-কে বললেন, কাঁদছ কেন? তুমি কি জান না, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে যা আছে, তাই উত্তম; উম্মু আয়মান বললেন, এজন্য আমি কাঁদছি না যে, আমি জানি না আল্লাহর কাছে যা তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম; বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আকাশ হতে ওয়াহী আসার ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে তাঁদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেল, ফলে তাঁরাও উম্মু আয়মান-এর সাথে কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)[৮০৮]

---

[৮০৮] সহীহ : মুসলিম ১০৩-(২৪৫৪), ইবনু মাজাহ ১৬৩৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭, আবূ ইয়া'লা ৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৯২০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : উম্মু আয়মান ছিলেন উসামাহ্ ইবনু যায়দ ইবনু হারিস-এর মা। তিনি নাবী ﷺ-এর মুক্তদাসী ছিলেন। তাকে নাবী ﷺ যায়দ رضي الله عنه-এর সাথে বিবাহ দেন। তাঁর নাম ছিল বারাকাহ্। তিনি নাবী ﷺ-এর পিতা 'আবদুল্লাহ-এর দাসী ছিলেন। পরে নাবী ﷺ উত্তরাধিকার সূত্রে তার মালিক হন। তিনি মুজাহিদদের পানি পান করাতেন ও আহতদের সেবা করতেন। তিনি হাবশীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি 'উমার رضي الله عنه-এর মৃত্যুর বিশ দিন পরে মারা যান। আর যায়দ رضي الله عنه-এর মালিক ছিলেন খাদীজাহ্ رضي الله عنها। পরে তিনি তাকে খাদীজাহ্ رضي الله عنها-এর কাছে চেয়েছিলেন। তাই খাদীজাহ্ رضي الله عنها তাকে তার সেবা করার জন্য পেশ করেন। পরে নাবী ﷺ তাকে মুক্ত করে দেন। এভাবেই কিছু মুহাক্কিক্ব 'আলিম উল্লেখ করেছেন। আর লেখক তার নাম উম্মু আয়মান উল্লেখ করেননি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٦٨ -[١٣] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيهِ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ عَاصِبًا رَأْسَهٗ بِخِرْقَةٍ حَتّٰى أَهْوٰى نَحْوَ الْمِنْبَرِ فَاسْتَوٰى عَلَيْهِ وَاتَّبَعْنَاهُ قَالَ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنِّيْ؟ لَأَنْظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِنْ مَقَامِيْ هٰذَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا فَاخْتَارَ الْاٰخِرَةَ» قَالَ: فَلَمْ يَفْطِنْ لَهَا أَحَدٌ غَيْرُ أَبِيْ بَكْرٍ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَبَكٰى ثُمَّ قَالَ: بَلْ نَفْدِيكَ بِاٰبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: ثُمَّ هَبَطَ فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯৬৮-[১৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শেষ রোগের সময় একদিন আমরা মাসজিদে বসাছিলাম, তখন তিনি স্বীয় মাথায় একখানা কাপড় বাঁধা অবস্থায় বের হয়ে আমাদের সামনে এসে সরাসরি মিম্বারে গিয়ে বসলেন। আর আমরাও তাঁর অনুকরণে কাছে গিয়ে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি আমার এ স্থান হতে হাওযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। তারপর বললেন, আল্লাহর কোন এক বান্দার সম্মুখে দুনিয়া ও তার সাজসজ্জা উপস্থিত করা হয়; কিন্তু সে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। আবূ সা'ঈদ رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথাটির ব্যাখ্যা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেননি। সাথে সাথে তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং তিনি কেঁদে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! বরং আমরা আমাদের পিতামাতা ও আমাদের জানমালসমূহ আপনার জন্য উৎসর্গ করছি। আবূ সা'ঈদ رضي الله عنه বলেন, তারপর তিনি মিম্বার হতে নেমে আসলেন এবং এ যাবৎ আর কখনো তিনি (ﷺ) তার উপর দাঁড়াননি। (দারিমী)[৮০৯]

ব্যাখ্যা : অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, জিবরীল আলায়হিস্ সালাম রসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন : আপনি যদি এখন দুনিয়ায় আরো থাকতে চান তাহলে থাকতে পারেন এবং দুনিয়ার ধনভাণ্ডার আপনাকে প্রদান করা হবে, আর তার পাহাড়সমূহকে আপনার জন্য স্বর্ণ-চাঁদিতে পরিণত করা হবে, তবে আখিরাতে আপনার জন্য যে পরিমাণ মর্যাদা, প্রতিদান ও নি'আমাত নির্ধারিত আছে তাতে সামান্য পরিমাণ হ্রাস পাবে। আবার আপনি যদি চান যে, আমাদের নিকট আসবেন তাহলে আসতে পারেন। এটা শুনে নাবী ﷺ মাথা ঝুঁকালেন যেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বে গবেষকরা মাথা ঝুঁকিয়ে চিন্তা

---

[৮০৯] সানাদ সহীহ : দারিমী ৭৭, মুসনাদে আহমাদ ১১৮৮১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮/৫৬৮, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৯৬৪, আবূ ইয়া'লা ১১৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৯৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৭৫৬।

Scanned by CamScanner

করে থাকেন। এটাও বর্ণনা করা হয় যে, সে সময় রসূল ﷺ-এর গোলামদের মধ্য থেকে একজন গোলাম সেখানে উপস্থিত ছিল। সে এ কথা শুনল যে, রসূল ﷺ-কে ধনভাণ্ডার ও স্বর্ণ-রৌপ্যের বিশাল পরিমাণসহ দুনিয়াতে থাকার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখন সে বলল যে, হে আল্লাহর রসূল! এতে কি এমন ক্ষতি আছে যদি আপনি আরো কিছু দিন এ দুনিয়াতে থাকার ইচ্ছা করেন, আপনার ওয়াসীলায় প্রাপ্ত ধনভাণ্ডার হতে আমরাও আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করব। কিন্তু তিনি (ﷺ) সে কথায় কর্ণপাত না করে জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-এর উদ্দেশে জানতে চাইলেন যে, উপঢৌকন ও ইখতিয়ার প্রদানের আসল উদ্দেশ্য কি? আর যখন তিনি (ﷺ) বুঝলেন যে, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো তার নিকট আহ্বান করা তখন তিনি বললেন, সেখানে আমি আসতে চাচ্ছি। এভাবেই তিনি (ﷺ) চিরকালের আখিরাতকে ইখতিয়ার করলেন এবং ধ্বংসশীল দুনিয়াকে উপেক্ষা করলেন। এরই ভিত্তিতে কোন এক ব্যক্তি বলেন যে, যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এমন দু'টি পাত্র হতে একটিকে বাছাই করার ইখতিয়ার দেয়া যায় একটি পাত্র মাটির তৈরি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এবং অন্য পাত্রটি স্বর্ণের কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয় ঐ ক্ষণস্থায়ী পাত্রের উপর তথা স্বর্ণের পাত্রের উপর মাটির পাত্র তথা দীর্ঘস্থায়ী পাত্রকে প্রাধান্য দিবে। আর কোথাও যদি অবস্থা উল্টা হয় অর্থাৎ স্বর্ণের পাত্র দীর্ঘস্থায়ী পাত্র হয় আর মাটির পাত্র ক্ষণস্থায়ী পাত্র হয় তাহলে কাউকে যদি কোন একটি পছন্দ করার ইখতিয়ার দেয়া হয় তখন শুধু কোন নির্বোধ ও বেকুফ ব্যক্তিই স্বর্ণের পাত্র পছন্দ না করে মাটির পাত্র পছন্দ করবে।

অতঃএব জানা উচিত যে, আখিরাতের উদাহরণ হলো ঐ দীর্ঘস্থায়ী পাত্র যা স্বর্ণের আর দুনিয়ার উদাহরণ হলো ঐ ক্ষণস্থায়ী পাত্র যা মাটির এবং ধ্বংসশীল। আল কুরআনুল কারীম ঐ বাস্তবতার দিকে এভাবে ইঙ্গিত করেছে যে, ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى﴾ "আর আখিরাত হলো উত্তম ও উচ্চ এবং চিরকাল বিদ্যমান থাকবে"– (সূরাহ্ আল আ'লা- ৮৭ : ১৭)। (মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২১১-২১২ পৃষ্ঠা)

٥٩٦٩ - [١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ﴾ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةَ قَالَ: «نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِيْ» فَبَكَتْ قَالَ: «لَا تَبْكِيْ فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِيْ لَاحِقٌ بِيْ» فَضَحِكَتْ فَرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَ: يَا فَاطِمَةُ رَأَيْنَاكِ بَكَيْتِ ثُمَّ ضَحِكْتِ. قَالَتْ: إِنَّهٗ أَخْبَرَنِيْ أَنَّهٗ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهٗ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لِيْ: لَا تَبْكِيْ فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِيْ لَاحِقٌ بِيْ فَضَحِكْتُ. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯৬৯-[১৪] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ﴾ "যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়"– (সূরাহ্ আন্ নাস্‌র ১১০ : ১) নাযিল হলো, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে ডেকে বললেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা কেঁদে দিলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কেঁদো না। কারণ আমার পরিবারের মাঝে তুমিই প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তখন ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হাসলেন। ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর এ অবস্থা দেখে নাবী ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, হে ফাত্বিমাহ্! আমরা প্রথমে একবার তোমাকে দেখলাম কাঁদতে। আবার পরে দেখলাম হাসতে উত্তরে ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, প্রথমে তিনি আমাকে বলেছেন, 'তাঁকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে।' তা শুনে আমি কেঁদেছি। অতঃপর তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন,

Scanned by CamScanner

তুমি কেঁদো না। কারণ আমার পরিবারের মধ্য হতে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এ কথা শুনে আমি হাসলাম। আর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন আল্লাহর সাহায্য এসেছে এবং মাক্কার বিজয় হয়েছে এবং ইয়ামানবাসীগণ (ইসলাম গ্রহণ করে) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসেছে, তারা কোমল অন্তরের অধিকারী, ঈমান ইয়ামানবাসীদের মাঝে এবং হিকমাতও ইয়ামানবাসীদের মাঝে রয়েছে। (দারিমী)[৮১০]

ব্যাখ্যা : (نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي) "আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছে।" অর্থাৎ আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আমি মারা যাব। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মৃত্যুর খবর আমাকে দেয়া হয়েছে। যেমন তুমি বল, আমি তোমার নিকট অমুকের প্রশংসা করছি। কথিত আছে যে, মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করছে। যখন সে সেটা জেনে কাউকে জানাচ্ছে। আর এর গুপ্ত রহস্য হলো, মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ "আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করুন"– (সূরাহ্ আন্ নাস্‌র ১১০ : ৩)। তার কথার সারমর্ম হলো- ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝﴾ "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। আর তুমি দলে দলে মানুষকে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে"– (সূরাহ্ আন্ নাস্‌র ১০ : ১-২)। এটা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি বিশেষ নির্দেশ যে, তিনি আল্লাহর প্রশংসা করবেন এবং তাঁর নি'আমাতের উপর গুণকীর্তন করবেন। এটা হলো তাঁর প্রতি অর্পিত রিসালাতের প্রচার-প্রসার কাজে কষ্ট স্বীকার করা, আর দীনের শত্রুদের ওপর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা, আর 'ইবাদাত ক্ববূল হওয়ার জন্য চেষ্টা করা, আর সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের জন্য ত্বাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন করা। আর সবশেষে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়া।

(فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَاحِقٌ بِي فَضَحِكَتْ) "নিশ্চয় তুমি আমার পরিবারের প্রথম সদস্য যে আমার সাথে মিলিত হবে, এ কথা শুনে সে হেসে উঠল।" অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ তার মেয়ে ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন, আমার পরে তুমি আমার পরিবারের মাঝে প্রথম মৃত্যুবরণ করবে। আকমাল বলেন, সহীহ মত হলো তিনি রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর ছয় মাস পরে মারা যান। কথিত আছে যে, আট মাস পরে মারা যান। এও কথিত আছে যে, তিন মাস পরে মারা যান। আরো কথিত আছে যে, তিনি দুই মাস পরে মারা যান। এছাড়াও কথিত আছে যে, তিনি রসূল ﷺ-এর মৃত্যুবরণ করার মাত্র সত্তর দিন পরে মারা যান।

(وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ) "ঈমান হলো ইয়ামানবাসীদের মধ্যে।" বলা হয়ে থাকে, মাক্কাহ্ থেকে ঈমানের সূচনা হয়েছে। আর তা হলো ত্বিহামাহ্ এলাকা থেকে। আর ত্বিহামাহ্ হলো ইয়ামান দেশের মধ্যে। এ কারণে বলা হয়ে থাকে, ইয়ামানী কা'বাহ্। কথিত আছে, তিনি এ কথা বলেছেন তাবূকে থাকা অবস্থায়। তখন মাক্কাহ্ ও মাদীনাহ্ তাবূক ও ইয়ামানের মাঝে ছিল। তিনি ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করে মাক্কাকে বুঝিয়েছেন। আবূ 'উবায়দ বলেন, তিনি আনসারদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন কারণ তারা মূলত ইয়ামানী। আর তাদের দিকে ঈমানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কারণ তারা তাকে সাহায্য করেছেন। শায়খ আবূ 'উমার বলেন, বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ইয়ামানবাসী। যেমনটি বাহ্যিকভাবে ঈমানকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, কারণ নাবী ﷺ-এর পূর্ণতা হয়েছে তাদের মাঝে। কারণ কোন ব্যক্তি যে গুণে গুণান্বিত হয় ও যার উপর ভর করে শক্তিশালী হয় সে নিজেকে তার দিকে সম্পৃক্ত করে, আর এ কাজ অন্য কিছুকে নিষেধ করে না। অতএব তার মাঝে আর রসূল ﷺ-এর কথার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮১০] সহীহ : দারিমী ৭৯, মুসনাদে আহমাদ ৪২৯৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৬৪৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৮২৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৮৩।

Scanned by CamScanner

٥٩٧٠ - [١٥] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَا رَأْسَاهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهُ وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي فَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلٰى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللّٰهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللّٰهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৭০-[১৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি বললেন, হায় আমার মাথা! তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যদি এটা ঘটে যায়, আর আমি বেঁচে থাকি, তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার জন্য দু'আ করব। তখন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, হায় আফসোস! আল্লাহর শপথ! আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি আমার মৃত্যুই কামনা করছেন। আর যদি তাই ঘটে, তাহলে তো আপনি সেদিনের শেষাংশে আপনার জন্য অন্য কোন স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করবেন। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, বরং আমার মাথা ওয়াসিয়্যাত করে যাব যেন লোকেদের কিছু বলার অবকাশ না থাকে কিংবা আকাঙ্ক্ষাকারীদের কোন আকাঙ্ক্ষা করার অবকাশ না থাকে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, অথবা বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম কোন লোক পাঠিয়ে আবূ বাক্‌র ও তাঁর পুত্র ('আবদুর রহমান)-কে ডেকে আনব এবং তাদেরকে (খিলাফাত সম্পর্কে) আল্লাহ আবূ বাক্‌র ছাড়া অন্যের খলীফাহ্ হওয়া অপছন্দ করবেন মু'মিনগণ বর্জন করবেন। এ গ্রহণ করবেন না। আর ঈমানদারগণও গ্রহণ করবে না। (বুখারী)[৮১১]

ব্যাখ্যা : (بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ) অর্থাৎ যদি আমার মৃত্যু হয় আর আপনি আমার পরে জীবিত থাকেন তবে তাড়াতাড়ি আপনি অন্য স্ত্রীদের সময় দিবেন আর আমাকে দ্রুত ভুলে যাবেন। বলা হয়ে থাকে, 'আরোাস বলা হয় যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে বাসর করে থাকে।

এরপর সকল সহবাসকেও বলা হয়। এটা উল্লেখ করেছেন ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ)। আর "আন্ নিহায়াহ্" গ্রন্থে এসেছে, তা'রীস বলা হয় রাতের শেষে অবতরণ করাকে। এখান থেকেই নেয়া হয়েছে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বাসর করল।

আর "আল ক্বামূস" গ্রন্থে এসেছে, আ'রাসা অর্থ হলো কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বাসর করল। আর কোন সম্প্রদায় শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করল। আর এটিই বেশি ব্যবহৃত হয়।

(أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ) অর্থাৎ আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে ছাড়া অন্য কেউ অথবা তাদের কাউকে বা অন্য কাউকে খলীফাহ্ নিযুক্ত করে। এখানে 'আও' প্রকারের জন্য সন্দেহের জন্য নয়।

ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির এ কথা বলা অপছন্দীয় যে, আমি তার থেকে খিলাফাতের বেশি উপযুক্ত অথবা কেউ কামনা করে যে তার থেকে অন্য কেউ খিলাফাতের বেশি উপযুক্ত।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে খিলাফাতের দায়িত্ব দিতে চাই যাতে করে কেউ বলতে না পারে...। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮১১] সহীহ : বুখারী ৫৬৬৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৮০৭, ইরওয়া ৩/১৬১।

Scanned by CamScanner

٥٩٧١ ـ[١٦] وَعَنْهَا: قَالَتْ: رَجَعَ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَات يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِيْ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ قَالَ: «بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ» قَالَ: «وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِيْ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ؟» قُلْتُ: لَكَأَنِّيْ بِكَ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ لَرَجَعْتَ إِلٰى بَيْتِيْ فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ بُدِئَ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيهِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৫৯৭১-[১৬] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ বাক্বী' নামক ক্ববরস্থানে এক জানাযায় শামিল হওয়ার পর আমার কাছে ফিরে আসলেন। তখন আমাকে তিনি (ﷺ) এমন অবস্থায় পেলেন যে, আমি মাথা ব্যথায় আক্রান্ত। আর আমি বলছি, হায়! ব্যথায় আমার মাথা গেল। তিনি (ﷺ) বললেন, না বরং হে 'আয়িশাহ্! (বলে) আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়েছি। আর এতে ক্ষতিই বা কি? যদি তুমি আমার আগে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে গোসল করাব, কাফন পরাব, তোমার সলাতে জানাযাহ্ আদায় করব এবং আমি তোমাকে দাফন করব। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি যেন আপনাকে এমন অবস্থায় মনে করছি, আপনি আমার শেষকৃত্য সম্পাদন করে আমার হুজরায় ফিরে আসবেন, আপনার কোন এক স্ত্রীর সাথে সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন। ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন,) এরপর হতেই তাঁর সেই রোগের সূচনা হলো যে রোগে তিনি (ﷺ) ইন্তিকাল করেছেন। (দারিমী)[৮১২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী তার গোসল দিতে পারে। তাকে দেখতে পারে। আসমা' বিনতু 'উমায়স رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها ওয়াসিয়্যাত করে যান যে, 'আলী رضي الله عنه তার গোসল দিবে। ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ)-এর সানাদকে হাসান বলেছেন। ইমাম শাওকানী رضي الله عنه বলেন, রসূল ﷺ বলেন, আমি তোমাকে গোসল দিব। এখান থেকে বুঝা যায় যে, স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। (নায়লুল আওত্বার ৪/৩৫)

মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর পর গোসল দিতে পারবে– এ মর্মে আরো দলীল হলো- মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, যে বিষয়টি আমার ছুটে গেছে তা আমার আগে স্মরণ থাকলে আল্লহর রসূল ﷺ-কে তার স্ত্রীগণ ছাড়া কেউ গোসল দিতে পারত না– (আবূ দাউদ হা. ৩১৪১)।

আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ('আহকামুল জানায়িয' ১/৪৯ পৃ.)

এ ব্যাপারে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনুল মুনযির (রহিমাহুল্লাহ) 'আল ইশরাফ' কিতাবে ও কিতাবুল ইজমা'-তে বর্ণনা করেছেন, মুসলিম উম্মাহ্ এ ব্যাপারে ইজমা' তথা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মহিলা তার স্বামীকে গোসল করাতে পারে। এছাড়া অন্যরাও ইজমা' বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন- শারহুল মুহায্‌যাব ৫/১১৪ পৃ.।

বিস্তারিত দেখুন- ইসলাম কিউ. এ. শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ, প্রশ্ন নং ১৫৫০৪৫।

(সম্পাদকীয়)

---

[৮১২] হাসান সহীহ : দারিমী ৭৮, আবূ দাউদ ৪৫১২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭১৬, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ১৫৮৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ৩৭১৯, মুসনাদে আহমাদ ১৩৫৮২, আবূ ইয়া'লা ১৪২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২১২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৮৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৪৮৫।

Scanned by CamScanner

٥٩٧٢ - [١٧] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ دَخَلَ عَلٰى أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: بَلٰى حَدِّثْنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: "يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ تَكْرِيمًا لَكَ وَتَشْرِيفًا لَكَ خَاصَّةً لَكَ يَسْأَلُكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ يَقُولُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: أَجِدُنِيْ يَا جِبْرِيلُ مَغْمُومًا وأَجِدُنِيْ يَا جِبْرِيلُ مَكْرُوبًا". ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمَ الثَّانِيْ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا رَدَّ أَوَّلَ يَوْمٍ ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ: إِسْمَاعِيلُ عَلٰى مِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ كُلُّ مَلَكٍ عَلٰى مِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ: هٰذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. مَا اسْتَأْذَنَ عَلٰى آدَمِيٍّ قَبْلَكَ وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلٰى آدَمِيٍّ بَعْدَكَ. فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ فَإِنْ أَمَرْتَنِيْ أَنْ أَقْبِضَ رُوحَكَ قَبَضْتُ وَإِنْ أَمَرْتَنِيْ أَنْ أَتْرُكَهُ تَرَكْتُهُ فَقَالَ: وَتَفْعَلُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأُمِرْتُ أَنْ أُطِيعَكَ. قَالَ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدِ اشْتَاقَ إِلٰى لِقَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَلَكِ الْمَوْتِ: «امْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ» فَقَبَضَ رُوحَهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا صَوْتًا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللهِ فَاتَّقُوا وَإِيَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَتَدْرُونَ مَنْ هٰذَا؟ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৫৯৭২-[১৭] জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদিন কুরায়শী এক লোক তাঁর পিতা 'আলী ইবনু হুসায়ন (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করব না। তিনি বললেন : হ্যাঁ, আপনি আমাকে আবুল ক্বাসিম ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রোগাক্রান্ত হলেন, তখন জিবরীল আলায়হিস্ সালাম তাঁর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার খিদমাতে পাঠিয়ে আপনার হাল-অবস্থা জানতে চেয়েছেন। অথচ আপনার অবস্থা সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ) আপনার চেয়ে অধিক অবগত আছেন। তবুও তিনি জানতে চেয়েছেন, আপনি এখন নিজের মধ্যে কিরূপ অনুভব করছেন? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে জিবরীল! আমি নিজেকে ভারাক্রান্ত পাচ্ছি এবং নিজের মাঝে অস্থিরতা অনুভব করছি। এরপর সেদিন জিবরীল আলায়হিস্ সালাম চলে গেলেন। আবার দ্বিতীয় দিন এসে বিগত দিনের মতো প্রশ্ন করলেন, আর নাবী ﷺ ও প্রথম দিনের মতো জবাব দিলেন। আবার জিবরীল আলায়হিস্ সালাম তৃতীয় দিন আসলেন এবং নাবী ﷺ-কে প্রথম দিনের মতো প্রশ্ন করলেন, আর তিনিও প্রথম দিনের মতো একই উত্তর দিলেন। এই (তৃতীয়) দিন জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে আসলেন ইসমা'ঈল নামে আর একজন ফেরেশতা।

Scanned by CamScanner

তিনি ছিলেন এমন এক লক্ষ মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) সর্দার, যাদের প্রত্যেকেই (স্বতন্ত্রভাবে) এক এক লক্ষ মালায়িকাহ্'র নেতা। সেই মালাক (ফেরেশতা)-ও নাবী ﷺ-এর নিকটে আসার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর নাবী ﷺ জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, এই যে মালাকুল মাওত। ইনিও আপনার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি আপনার পূর্বে কখনো মানুষের কাছে যেতে অনুমতি চাননি এবং আপনার পরেও আর কখনো কোন মানুষের কাছে আসতে অনুমতি চাবেন না। অতএব, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিন। এমতাবস্থায় নাবী ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন, তখন তিনি নাবী ﷺ-কে সালাম করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি আমাকে আপনার আত্মা কবয করার অনুমতি বা নির্দেশ দেন, তাহলে আমি আপনার আত্মা কবয করব। আর যদি আপনি আপনাকে ছেড়ে দিতে আমাকে নির্দেশ দেন, তাহলে আমি আপনাকে ছেড়ে দিব। তখন নাবী ﷺ বললেন, হে মালাকুল মাওত! আপনি কি এমন করতে পারবেন? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, আমি এভাবে আদিষ্ট হয়েছি। আর আমি এটাও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আপনার নির্দেশ মেনে চলি। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় নাবী ﷺ জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর দিকে দৃষ্টিবদ্ধ হলো, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য একান্তভাবে উদগ্রীব। তখনই নাবী ﷺ মালাকুল মাওতকে বললেন, যে জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, তাই কার্যে পরিণত করুন, অতঃপর তিনি তাঁর আত্মা কবয করে ফেললেন। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন এবং একজন সান্ত্বনাদানকারী আসেন, তখন তাঁরা গৃহের এক পার্শ্ব হতে এ আওয়াজ শুনতে পেলেন-"হে আহলে বায়ত! আপনাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি, রহমাত ও বারাকাত বর্ষিত হোক। আল্লাহর কিতাবে প্রত্যেকটি বিপদের সময় সান্ত্বনা ও ধৈর্যের উপাদান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধ্বংসের উত্তম বিনিময়দানকারী এবং প্রত্যেক হারানো বস্তুর ক্ষতিপূরণকারী। অতএব আপনারা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে চলুন এবং তাঁর কাছেই সদা কল্যাণের কামনা করুন। কারণ মূলত ঐ লোক বিপদগ্রস্ত যে সাওয়াব হতে বঞ্চিত।" অতঃপর 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা কি জান এই সান্ত্বনাবাণী প্রদানকারী লোকটি কে? ইনি হলেন, খিযির আলায়হিস সালাম। [ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন][৮১৩]

ব্যাখ্যা : (وَاَجِدُنِيْ يَا جِبْرِيْلُ مَكْرُوْبًا) অর্থাৎ চিন্তিত, আর আমি আমার দুঃখ ও চিন্তাগুলো কেবল আমার কাছে সোপর্দ করলাম। আর আমি সর্বাবস্থায় বলি, *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*।

(لِمَا اُمِرْتَ بِهٖ) অর্থাৎ আর তাতে বিলম্ব করবেন না। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখান থেকে ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) "কিতাবুল ওয়াফা" কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তারপরে জিবরীল আলায়হিস সালাম বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটাই আমার সর্বশেষ পৃথিবীতে আগমন। এ দুনিয়ায় আপনিই আমার প্রয়োজন ছিলেন। এই বলেই তার রূহ কবয করে নেয়া হয় (*ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জি'উন*)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ) অর্থাৎ এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী-

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۝﴾ "আর আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন। যখন তাদের কোন বিপদ আসে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৫-১৫৬)। অথবা তার সাওয়াবের বিনিময় করে দেন তার কষ্টের ও পরিশ্রমের বিনিময়ে।

---

[৮১৩] **সানাদটি একেবারেই দুর্বল :** আল কুরাশী মাজহূল; বায়হাক্বী ৭/২৬৭।

Scanned by CamScanner

"আন নিহায়াহ্" গ্রন্থকার বলেন, আর হাদীসে এসেছে, "যে আল্লাহর সান্ত্বনায় সান্ত্বনা পায় না।" কথিত আছে যে, তিনি এ হাদীসে তা'যীয়াহ্ বলতে সান্ত্বনাকে ও বিপদে ধৈর্য ধরাকে বুঝিয়েছেন। আর এ কথা বলা যে, *ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জি'উন*, অর্থাৎ- নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য আর আমরা তার নিকটেই ফিরে যাব।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখান থেকেই তার কথায় (আল্লাহর) মুযাফ বা সম্বন্ধনীয় পদ নির্ধারণ করা বৈধ। আল্লাহ সম্পর্কে অর্থাৎ নিশ্চয় মহান আল্লাহর সাক্ষাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করা ও সান্ত্বনা গ্রহণ করা। এ কথার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ ও সান্ত্বনা লাভ করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[بَابٌ]

(অধ্যায় : রসূলুল্লাহ ﷺ কোন প্রকার আর্থিক ওয়াসিয়্যাত করেননি- মর্মে আলোচনা)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٩٧٣ -[١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصٰى بِشَيْءٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯৭৩-[১] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর পর দীনার-দিরহাম, বকরি-উট কিছুই রেখে যাননি। আর কোন কিছুর ওয়াসিয়্যাতও করেননি। (মুসলিম)[৮১৪]

ব্যাখ্যা : (وَلَا أَوْصٰى بِشَيْءٍ) "আর রসূল ﷺ কোন কিছুর ওয়াসিয়্যাত করেননি।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রসূল ﷺ আর্থিক কোন জিনিসের ওয়াসিয়্যাত করেননি। কেননা রসূল ﷺ তার মৃত্যুর সময় কোন সম্পদ রেখে যাননি তাহলে তিনি কিভাবে ওয়াসিয়্যাত করে যাবেন? তবে বানূ নাযীর ও ফাদাক ভূমির বিষয়টি তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই বিবিদের বাৎসরিক খরচ বাদে যা উদ্বৃত্ত থাকত তা মুসলিমদের জন্য সদাক্বাহ্ করে দিয়েছিলেন।

এ স্থলে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যখন লোকেরা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর সম্মুখে এ বিষয়টি উল্লেখ করল যে, রসূল ﷺ 'আলী رضي الله عنه-কে তাঁর ওয়ারিস নির্ধারিত করেছেন, তখন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها আশ্চর্য হয়ে বললেন, রসূল ﷺ কখন ওয়াসিয়্যাত করলেন? আমি তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তথা রূহ কবয করা পর্যন্ত রসূল ﷺ-এর নিকটেই উপস্থিত ছিলাম। যদি রসূল ﷺ 'আলী رضي الله عنه-এর জন্য কোন ওয়াসিয়্যাত করতেন এবং তাঁকে স্বীয় ওয়ারিস তথা স্বীয় ধন-সম্পদের ওয়ারিস অথবা রক্ষক বানাতেন তাহলে তা আমার থেকে বেশি কেউ জানত না। যে সকল লোক এ জাতীয় কথা বলে

[৮১৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৮-(১৬৩৫), নাসায়ী ৩৬২৯, ইবনু মাজাহ ২৬৯৫, মুসনাদ আহমাদ ২৪২২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬০৬।

Scanned by CamScanner

তারা ভুল বলে- রসূল ﷺ কাউকে ওয়ারিস নিযুক্ত করেননি। অতএব হাদীসের ভাষ্য "আর কোন কিছুর ওয়াসিয়্যাতও করেননি।"- এর আলোচ্য বিষয় হলো আর্থিক ওয়াসিয়্যাত। যার অর্থ হলো- রসূল ﷺ স্বীয় ধন-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়্যাত করেননি এবং এক-তৃতীয়াংশের অধিক বা কমেরও ওয়াসিয়্যাত করেননি। কেননা রসূল ﷺ-এর নিকট এমন কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ছিল না যার তিনি ওয়াসিয়্যাত করবেন। অদ্রূপ তিনি (ﷺ) 'আলী (রাঃ)-এর জন্য কোন ওয়াসিয়্যাত করেননি এবং অন্য কারো জন্যও কোন ওয়াসিয়্যাত করেননি যেমনটি শী'আরা ভ্রান্ত করে। আর যে সকল সহীহ হাদীসে কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে ওয়াসিয়্যাত করা বা বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও মেহমানদারীর ওয়াসিয়্যাত করার কথা উল্লেখ রয়েছে তা অন্য বিষয়বস্তু, যা হাদীসে উল্লেখিত ভাষ্য "আর কোন কিছুর ওয়াসিয়্যাতও করেননি" দ্বারা উদ্দেশ্য নয়।

কতক ঐতিহাসিকগণ যে লিখেছেন- রসূল ﷺ-এর নিকট বহু সংখ্যক উট ছিল ও দশটি উটও ছিল এবং সেগুলোকে মাদীনার নিকটবর্তী স্থানে রাখা হত, যেখান থেকে উষ্ট্রীর দুধ প্রতিদিন লোকেরা নিয়ে আসত। উপরন্তু রসূল ﷺ-এর নিকট সাতটি বকরিও ছিল যেগুলোর দুধ রসূল ﷺ পান করতেন। তো এ বর্ণনা প্রথমত ঐ জাতীয় নয় যে, উল্লেখিত হাদীসের সাথে তার বিরোধ হবে, দ্বিতীয়ত এ বর্ণনাকে সহীহ মেনে নেয়া হলে তখন এর উত্তরে বলা হবে যে, এ সকল উট ইত্যাদি সদাক্বার মাল ছিল এবং তা হতে যে দুধ আমদানি হত তা সুফ্‌ফাবাসী ও অন্যান্য দরিদ্র-অসহায় শ্রেণির লোকেরা পান করত।

(মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

٥٩٧٤ - [٢] عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِيْ جُوَيْرِيَةَ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهٖ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهٗ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৭৪-[২] জুওয়াইরিয়াহ্ (রাঃ)-এর ভাই 'আম্‌র ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর সময় দীনার-দিরহাম, দাস-দাসী এবং অন্য কিছুই রেখে যাননি। শুধুমাত্র একটি সাদা খচ্চর ও তাঁর যুদ্ধাস্ত্র আর কিছু জমিন এবং এগুলো সদাক্বাহ্ হিসেবে রেখে যান। (বুখারী)[৮১৫]

ব্যাখ্যা : (مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهٖ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً) "রসূল ﷺ তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দীনার-দিরহাম ও কোন দাস-দাসী রেখে যাননি।" অর্থাৎ রসূল ﷺ মৃত্যুর সময় তাঁর কোন দাস-দাসী ছিল না যারা দাস-দাসী হিসেবে তাঁর মালিকানায় থেকে তাঁর সেবা করত। এখান থেকে বুঝা যায় যে, যে সব হাদীসে রসূল ﷺ-এর দাস-দাসী ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে তারা হয়তো তার জীবদ্দশায় মারা গিয়েছিল অথবা নাবী ﷺ তাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন।

"তাঁর যুদ্ধাস্ত্র ছিল" অর্থৎ যেসব যুদ্ধাস্ত্র তার ব্যবহারে থাকত। যেমন, তরবারি, বর্শা, বর্ম, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি। এখানে এ জিনিসগুলোকে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়াও অন্য কিছু জিনিস তিনি (ﷺ) রেখে গিয়েছিলেন যা অন্যস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- কাপড়-চোপড়, বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, তিনি (ﷺ) যে কাপড় ও অন্যান্য কিছু জিনিস ছেড়ে গেছেন তা অন্য জায়গায় উল্লেখ আছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮১৫] সহীহ : বুখারী ৪৪৬১, নাসায়ী ৩৫৯৪, মুসনাদ আহমাদ ২৫০৯৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৬৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৫৩২।

Scanned by CamScanner

"তিনি এগুলো সদাক্বাহ্ হিসেবে রেখে যান।" এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকার লিখেছেন যে, জা'আলাহা- এর যমীর বা সর্বনাম পূর্বের সকল বস্তু তথা খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র ও জমিন- এর দিকে ফিরেছে, যদিও বাহ্যিকভাবে এটা বুঝে আসে যে, জা'আলাহা- এর যমীর শুধুমাত্র জমিনের দিকে ফিরেছে। ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন- "এগুলোকে তিনি সদাক্বাহ্ হিসেবে রেখে যান।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রসূল ﷺ জমিনের লাভ সদাক্বাহ্ করেছিলেন অর্থাৎ এখানে সদাক্বাহ্ শব্দটা ওয়াক্বফ-এর হুকুমে। অন্য কথায় এভাবে বলা যায় যে, রসূল ﷺ উক্ত জমিনকে তা অবশিষ্ট ও বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তাঁর জীবদ্দশায় সদাক্বায়ে জারিয়াহ্ করে দিয়েছিলেন। এভাবে উক্ত জমিন যতদিন বিদ্যমান থাকবে তার সদাক্বার সাওয়াব রসূল ﷺ পেতে থাকবেন। অতএব এ কথা এ বিষয়ের বিরোধী নয় যে, অবশিষ্ট যে কয়টি বস্তু রসূলের নিকট ছিল তা রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সাথে সাথে সদাক্বাহ্ হয়ে গেছে।

'আল্লামাহ্ কিরমানী (রহিমাহুল্লাহ) সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, হাদীসে জমির যে উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা ওয়াদীয়ে কুরার অর্ধেক জমি, খায়বারের জমির পঞ্চম অংশ এবং বানূ নাযীর-এর জায়গা-জমির ঐ অংশ উদ্দেশ্য যা রসূল ﷺ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। আর জা'আলাহা-এর জমির উল্লেখিত বস্তুদ্বয় তথা খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র ও জমিরে দিকে ফিরেছে শুধুমাত্র জমিরে দিকে ফিরেনি। আর এ কথা রসূল ﷺ-এর কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "আমরা নাবীরা মীরাস রেখে যাই না, তাই যা কিছু রেখে যান তা সদাক্বাহ্ হয়ে যায়।" (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শার্হে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

٥٩٧٥ -[٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৭৫-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ওয়ারিসগণ দীনার ভাগ-বণ্টন করবে না। আমি যা রেখে যাব, স্ত্রীদের খোরপোশ এবং আমার কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেয়ার পর তা (মুসলিমদের জন্য) সদাক্বাহ্। (বুখারী ও মুসলিম)[৮১৬]

ব্যাখ্যা : (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ) অর্থাৎ আমরা নাবীগণ কোন সম্পদের উত্তরাধিকারী করে যাই না। কারণ আমাদের সকল সম্পদ ফক্বীরদের। আর আমরা সবাই ফক্বীর। আর সুফীদের নিকট ফক্বীরের শর্ত হলো তারা কোন কিছুর মালিক নয়। হয়তো তার সম্পদ আমানাত, নতুবা ওয়াক্বফ, নতুবা সদাক্বাহ্ স্বরূপ তাঁর মরার পর। আর হাদীসের সারাংশ হলো- ফক্বীর-মিসকীনদের অবস্থানুযায়ী তাদের মাঝে সকল সম্পদ দিয়ে যাওয়া। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে- রসূল ﷺ-এর ছেড়ে যাওয়া সম্পদ কেবল মুসলিম মিসকীনদের মাঝে উত্তরাধিকার হিসেবে বণ্টিত হবে। কথিত আছে যে, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন উত্তরসূরী তার ছেড়ে যাওয়া অংশের জন্য আনন্দিত না হয়। তবে হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) সাধারণ মাস্আলায় বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়টি কেবল আমাদের নাবীর জন্য খাস। কারণ মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ "যে আমার উত্তরাধিকারী হবে আর উত্তরাধিকারী হবে ইয়া'কূব পরিবারের"– (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৬)। তিনি বলেন, এটা হলো সম্পদের উত্তরাধিকারী নুবুওয়্যাতের উত্তরাধিকারী নন। নতুবা তিনি বলতেন না- ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ "আমার পরে আমার স্বগোত্রীয়রা (কী করবে) সে সম্পর্কে আমি আশঙ্কাবোধ করছি"– (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৫)। তবে জমহূর 'উলামাগণ তার

[৮১৬] সহীহ : বুখারী ২৭৭৬, মুসলিম ৫৫-(১৭৬০), মুসনাদ আহমাদ ৮৮৭৯।

Scanned by CamScanner

বিপরীত মত পোষণ করেছেন, কারণ নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে- «إنا معشر الأنبياء لا نورث» "নিশ্চয় আমরা নাবীরা কোন উত্তরাধিকারী করে যাই না।" আয়াত থেকে উদ্দেশ্য হলো- নুবুওয়্যাতের উত্তরাধিকারী সম্পদের নয়। বাজী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলুস্ সুন্নাহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এ হুকুম সকল নাবীর ক্ষেত্রে। ইবনু 'উলাইয়্যাহ্ বলেন, এ হুকুম কেবল আমাদের নাবীর ক্ষত্রে প্রযোজ্য। ইমামিয়্যাহ্ বলেন, নিশ্চয় সকল নাবী উত্তরাধিকারী করে যান এ কথা বলেছেন, সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٧٦ -[٤] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৭৬-[৪] আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা (নাবী-রসূলগণ) আমাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদে কাউকেও ওয়ারিস রেখে যাই না; বরং যা কিছু রেখে যাই, তা (মুসলিমদের জন্য) সদাক্বাহ্ (বা ওয়াক্ফ)। (বুখারী ও মুসলিম)[৮১৭]

ব্যাখ্যা : একটি বর্ণনায় এসেছে যে, আবূ বাক্‌র রাঃ- এ হাদীস ঐ সময় বর্ণনা করেছিলেন, যখন ফাত্বিমাহ্ রাঃ-এর পক্ষ থেকে মীরাসের দাবির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি ফাত্বিমাহ্ রাঃ-কে বলেন, আমি রসূল ﷺ-এর খলীফাহ্, আমি রসূল ﷺ-এর পরিত্যক্ত সম্পদ ঐ খাতসমূহে ব্যয় করব যেখানে রসূল ﷺ ব্যয় করতেন এবং এ ভিত্তিতেই আমি তোমার সহানুভূতি জ্ঞাপন সেভাবে করব যেভাবে রসূল ﷺ সহানুভূতি করতেন। আলোচ্য হাদীসে স্বয়ং রসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের নাবীদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটাও বর্ণিত আছে যে, আবূ বাক্‌র রাঃ এ কথা শুধুমাত্র ফাত্বিমাহ্ রাঃ-কে বলেননি; বরং রসূল ﷺ-এর পবিত্রা স্ত্রীগণকেও বলেছিলেন, যারা মীরাস তথা উত্তরাধিকারের দাবি করেছিলেন। আর আবূ বাক্‌র রাঃ এ ফায়সালা করেছিলেন যে, রসূল ﷺ-এর আর্থিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ ফায়সালা তিনি একক সিদ্ধান্তে দেননি। বরং সকল বড় বড় সহাবায়ে কিরামদের পরামর্শে দিয়েছিলেন যে, রসূল ﷺ-এর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা আমরা নিজ কানে রসূল ﷺ থেকে এ রকমই শুনেছি, তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাঃ এ ফায়সালা দিয়েছিলেন।

(মাযাহিরে হাক্ব শার্‌হে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা)

٥٩٧٧ -[٥] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهٖ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهٗ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَيْهِ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهٗ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯৭৭-[৫] আবূ মূসা রাঃ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যে জাতির প্রতি স্বীয় অনুকম্পা প্রকাশ করতে চান, সে জাতির নাবীকে তাদের পূর্বেই মৃত্যু দান করেন। আর সেই নাবীকে তাদের জন্য অগ্রগামী ও পূর্বসুরি করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নাবীকে তাদের মধ্যে জীবিত রেখে সেই জাতিকে শাস্তি ও গজবে নিপতিত করেন। আর নাবী তাদের ধ্বংস দেখে চক্ষুর শীতলতা লাভ করেন। যেহেতু তারা নাবীকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করেছে এবং তাঁর আদেশাবলী অগ্রাহ্য করেছে। (মুসলিম)[৮১৮]

---

[৮১৭] সহীহ : বুখারী ৩০৯৩, মুসলিম ৪৯-(১৭৫৭), সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮২৩।

[৮১৮] সহীহ : মুসলিম ২৪-(২২৮৮), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৪৭, সহীহুল জামি' ১৭০৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি থেকে গেল বুঝা গেল যে, মুসলিম জাতি এক ভাগ্যবান জাতি, কারণ তাদের নাবী তাদের আগে মারা গেছেন। আর তাদের প্রতি আছে মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তাদের নাবী ছিলেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারাও ছিলেন তাদের নাবীর প্রতি সন্তুষ্ট। আর যে জাতির প্রতি তাদের নাবী অসন্তুষ্ট আর তাদের নাবী তাদের আগে মারা গিয়েছিলেন তারা দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি। তাদের ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট হয়ে গেছে। (সম্পাদকীয়)

٥٩٧٨ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯৭৮-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মাদ-এর প্রাণ! তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন তোমাদের কেউই আমাকে দেখতে পাবে না। অতঃপর তার কাছে আমাকে দেখতে পাওয়া তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদসহ থাকার তুলনায় অধিক প্রিয়তর হবে। (মুসলিম)[৮১৯]

ব্যাখ্যা : হয়তো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ ঘোষণার সম্পর্ক রসূল (ﷺ)-কে তাঁর জীবদ্দশায় দেখা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসার সাথে যার উদ্দেশ্য হলো আমার সহাবায়ি কিরামের আমার সাথে এতটুকু ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক রয়েছে যে, যদি তারা আমাকে একদিন না দেখে এবং আমার সঙ্গত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়, সে সময় তাঁরা স্বীয় আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদকে দেখা ও তাদের নিকট থাকার চেয়ে আমার দর্শন ও আমার সঙ্গত্বকে অধিক পছন্দ করবে। অথবা এই মূল্যবান ঘোষণার মূলত এ কথার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আমার জন্য আমার উম্মাতের ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ আমার মৃত্যুর পর হ্রাস পাবে না; বরং মুসলিমরা স্বীয় আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পদের সাথে সম্পর্ক রাখার চেয়ে অনেক বেশি এটা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যে কোনভাবে চাই স্বপ্নে হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক আমার দর্শন লাভ করবে। কথার পূর্বাপর দৃষ্টি দিলে এ অর্থই অধিক উপযোগী মনে হয়। অতএব এটাই ঐ অবস্থা যা ঐ সকল সৌন্দর্যপ্রিয়দের জীবনের পুঁজি হয়ে থাকে যারা রসূল (ﷺ)-এর সত্তার সৌন্দর্য ও পূর্ণাঙ্গতার কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকে। (মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)

[৮১৯] সহীহ : মুসলিম ১৪২-(২৩৬৪), মুসনাদ আহমাদ ৮১২৬, সহীহুল জামি' ৭০৬০।

Scanned by CamScanner

(٣٠) كِتَابُ الْمَنَاقِبِ

পর্ব-৩০ : মান-মর্যাদা

(١) بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَذِكْرِ الْقَبَائِلِ

অধ্যায়- : কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের গুণাবলি

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٩٧٩ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৭৯-[১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : এ (দীন-শারী'আতের) ব্যাপারে লোকজন কুরায়শদের অনুসারী– তাদের মুসলিমরা তাদের মুসলিমদেরই অনুসারী– এবং তাদের কাফির তাদের কাফিরদেরই অনুকরণকারী। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২০]

ব্যাখ্যা : (النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ) অর্থাৎ নেতৃত্ব কুরায়শদের মধ্যে চলে আসছে। অতএব তা তাদের মধ্য হতে বের হয়ে অন্যত্র যাওয়া উচিত বা কল্যাণকর হবে না। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অবশেষে কুরায়শদের একজনও কুফ্‌রের মধ্যে থেকে যায়নি। ফলে জাহিলী যুগে তারা যেভাবে নেতৃত্বে ছিলেন, ইসলামী যুগেও তা বহাল ছিল। 'তাদের মুসলিমগণ তাদের মুসলিমদেরই অনুসারী'– এ কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'আরবের বুকে ইসলামের ডাক দিয়েছিলেন, তখন অধিকাংশ গোত্রের লোকেরা এই বলে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকে, দেখা যাক, কুরায়শরা কি বলে? অতঃপর যখন মাক্কাহ্ বিজয় হলো, আর কুরায়শরা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সমস্ত গোত্র দলে দলে তাদের অনুসরণ করল।

(فِي هٰذَا الشَّأْنِ) এ (দীন-শারী'আতের) ব্যাপারে। হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা প্রসঙ্গ দ্বারা বুঝা যায় যে, 'এ ব্যাপার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীন ও শারী'আত চাই তার অস্তিত্বের বিশ্বাস হোক বা অনস্তিত্বের বিশ্বাস হোক। অর্থাৎ দীন গ্রহণ করা বা গ্রহণ না করা তথা ঈমান ও কুফ্‌রের ব্যাপারে সকল লোক কুরায়শদের অনুসারী এবং তারা কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। তা এভাবে যে, একদিকে দীনের আবির্ভাব সর্বপ্রথম

---

[৮২০] সহীহ : বুখারী ৩৪৯৫, মুসলিম ১-(১৮১৮), মুসনাদ আহমাদ ৭৩০৪, সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ ১০০৬, সহীহ জামি' ৬৭৯৬।

Scanned by CamScanner

কুরায়শদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বপ্রথম কুরায়শরা ঈমান এনেছে, অতঃপর তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য লোকেরাও ঈমান আনতে শুরু করে। অন্যদিকে ঐ কুরায়শের লোকেরাই সর্বপ্রথম দীনের বিরোধিতা করে এবং মুসলিমদেরকে বাধা দেয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল আর এভাবেই কাফিররা কুরায়শদের অনুসারী হলো। অতএব ইসলামের ইতিহাসবিদ্‌রা ভালো করেই জানেন যে, মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বে সকল 'আরবের লোকেরা মাক্কার কুরায়শদের ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় ছিল। যখন মুসলিমদের হাতে মাক্কাহ্ বিজয় হলো এবং মাক্কার কুরায়শরা মুসলিম হয়ে গেল তখন সকল 'আরবের লোকেরাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করল তথা ইসলাম গ্রহণ করল যেমন সূরাহ্ নাস্‌র-এ এসেছে। (মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

٥٩٨٠ -[٢] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৯৮০-[২] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : লোকজন ভালো এবং মন্দে (উভয় অবস্থায়) কুরায়শদের অনুসারী। (মুসলিম)[৮২১]

ব্যাখ্যা : লোকজন ভালো ও মন্দে কুরায়শদের অনুসারী অর্থাৎ ইসলামে ও কুফরীতে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা কুরায়শ মুসলিমদের অনুসারী। আর যারা ঈমান আনেনি বরং কুফ্‌রী অবস্থায় থেকে গেছে তারা কুরায়শ কাফিরদের কুফ্‌রীর অনুগামী হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٨١ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৮১-[৩] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : এ দায়িত্ব (শাসন-কর্তৃত্ব) কুরায়শদের মাঝে থাকবে, যতদিন (দুনিয়াতে) তাদের দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২২]

ব্যাখ্যা : সর্বদা এই বিষয় তথা খিলাফাতের বিষয়টি মানুষের মধ্যে বাকী থাকবে। যদি তাদের মাঝে দু'জন বাকী থাকে তবে একজন খলীফাহ্ হবে আর একজন তাঁর অনুসারী হবে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীস ছাড়াও এই জাতীয় যত হাদীস আছে তা স্পষ্টভাবে দলীল যে, খিলাফাত কুরায়শদের সাথে নির্দিষ্ট। অতএব তা অন্যদের জন্য গ্রহণ করা জায়িয হবে না। আর এ বিষয়টির উপর সহাবীদের এবং তাদের পরবর্তীদের মাঝে ইজমা' হয়েছিল। আর যারা এ মতের বিরোধিতা করেছিল তারা হলো বিদ্'আতপন্থী। তারা সহাবীদের ইজমা'-এর বিরোধী কাজ সম্পন্নকারী। আর নাবী (ﷺ) বলেছেন, এ বিষয়টি চলতে থাকবে শেষ যুগ পর্যন্ত যতদিন দু'জন লোকও বাকী থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ হুকুম বর্তমানেও বলবৎ আছে। আর এটা এমন সংবাদ যা আদেশের অর্থে। অর্থাৎ যারা মুসলিম তারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের অনুসরণ থেকে বের হবে না। আর তারা তাদের অনুসরণ না করলে এ আদেশ থেকে বের হয়ে যাবে। ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, যতদিন দীন প্রতিষ্ঠিত থাকে ততদিন এ হুকুম জারি থাকবে। কথিত আছে যে, এ হাদীসের অর্থ বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর এখানে নাস তথা মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কতিপয় মানুষ। অর্থাৎ সকল 'আরব। এটা ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮২১] সহীহ : মুসলিম ২-(১৮১৮), মুসনাদ আহমাদ ১৪৫৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৭০৮।

[৮২২] সহীহ : বুখারী ৩৫০১, মুসলিম ৪-(১৮২০), মুসনাদে আহমাদ ৪৮৩২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭৫, সহীহুল জামি' ৭৭০২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৬৬।

Scanned by CamScanner

٥٩٨٢ -[٤] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ فِيْ قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلٰى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫৯৮২-[৪] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, এ বিষয়টি (অর্থাৎ শাসন-কর্তৃত্ব) কুরায়শদের হাতেই থাকবে। যতদিন তারা দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত থাকবে, যে কেউ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মুখের উপর উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন। (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন) (বুখারী)[৮২৩]

ব্যাখ্যা : খিলাফাতের আসল উদ্দেশ্য যেহেতু দীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামের পতাকা সমুন্নত করা, এজন্য কুরায়শগণ যে পর্যন্ত দীন ও শারী'আতের প্রচার ও প্রসারে লেগে থাকবে এবং ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাবে, তারা খিলাফাতের পদমর্যাদার অধিকারী হবে এবং মহান আল্লাহও তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। কিন্তু যখন তারা তাদের মূল দায়িত্ব অর্থাৎ দীন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতে গাফিল হয়ে যাবে এবং খিলাফাতের মূল চাহিদাগুলো পূরণ করা হতে পিছপা হবে তখন তারা উপেক্ষিত হবে এবং খিলাফাত ও কর্তৃত্বের লাগাম তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে।

কতক ব্যাখ্যাকার লিখেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা উদ্দেশ্য সলাত প্রতিষ্ঠা করা। যেমনিভাবে এক বর্ণনায় এসেছে, "যতদিন তারা সলাত প্রতিষ্ঠিত রাখবে"। অদ্রূপ কতক স্থানে দীন ও ঈমানের প্রয়োগ সলাতের উপর হয়েছে। এ কথার উপর ভিত্তি করে কতক 'আলিমের বক্তব্য হলো, উক্ত মূল্যবান ঘোষণার আসল উদ্দেশ্য কুরায়শগণকে সলাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ও উৎসাহ দান এবং এ কথা থেকে ভয় দেখানো যে, যদি তারা সলাত প্রতিষ্ঠিত না রাখে তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, খিলাফাত ও কর্তৃত্বের পদমর্যাদা তাদের আয়ত্ব বর্হিভূত হবে এবং অন্য লোকেরা তাদের ওপর কর্তৃত্বেও ছড়ি ঘুরাবে।

(মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠা)

٥٩٨٣ -[٥] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا يَزَالُ الدِّيْنُ قَائِمًا حَتّٰى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৮৩-[৫] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, বারোজন খলীফাহ্ অতিবাহিত হওয়া অবধি ইসলাম শক্তিশালী থাকবে। তাঁরা সকলই হবেন কুরায়শ বংশোদ্ভূত। অপর এক বর্ণনাতে আছে, মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলতে থাকবে বারোজন খলীফাহ্ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। তারা সকলেই হবে কুরায়শ বংশের।[৮২৪]

---

[৮২৩] সহীহ : বুখারী ৩৫০০, মুসনাদে আহমাদ ১৬৮৯৮, সহীহুল জামি' ২২৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৮৫৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৭৫০, দারিমী ২৫২১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬১৩৭।

[৮২৪] সহীহ : বুখারী ৩৫০১, মুসলিম ১০-(১৮২২), মুসনাদে আহমাদ ২০৮৬২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৬১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৮৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৫৯, আবূ দাউদ ৪২৮০।

Scanned by CamScanner

অপর আরেক বর্ণনাতে আছে, (নাবী ﷺ বলেছেন :) দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যে অবধি না ক্বিয়ামাত আসে এবং তাদের ওপর বারোজন খলীফার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা সকলেই হবেন কুরায়শী। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : (لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا) অর্থাৎ ইসলামের সর্বদা খুবই শক্তিশালী অথবা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন বার জন খলীফাহ্ থাকবে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই বর্ণনা ও অন্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, দীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এমনকি তাদের নিকট বার জন খলীফাহ্ আগমন করবে।

(كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ) কতিপয় মুহাক্কিক্ব বলেন, এদের মধ্যে চার খলীফাহ্ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বাকীগুলো ক্বিয়ামাতের আগে পূর্ণ হবেন। কেউ কেউ বলেন, তারা সবাই একই যুগে হবেন আর মানুষ তাদেরকে আলাদা করবে। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর শার্হে মুসলিমে ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে একটি প্রশ্ন আছে, তা হলো- হাদীসে এসেছে, আমার পরে খিলাফাত হবে ত্রিশ বছর। এর পর হবে রাজত্ব। এটা তো এ হাদীসের বিপরীত। এর উত্তরে বলা হয়েছে, ত্রিশ বছর দ্বারা উদ্দেশ্য নুবুওয়্যাতের খিলাফাত। এ কথা বিস্তারিতভাবে কতিপয় বর্ণনায় এসেছে। আমার পরে নুবুওয়্যাতের খিলাফাত হবে ত্রিশ বছর। এর পরে হবে মুলক বা রাজত্ব। আর রাজত্বের ক্ষেত্রে তিনি বারো জনকে শর্ত করেননি। কথিত আছে যে, বারো জন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খিলাফাতের যোগ্য হবেন যারা ন্যায়পরায়ণ তারা। এদের মধ্যে অনেকে অতিক্রম করেছেন বলে জানা গেছে। আর বাকীগুলো ক্বিয়ামাতের পূর্বে পূর্ণ হবেন।

শী'আরা মনে করেন যে, বারোজন খলীফাহ্ ধারাবাহিকভাবে আহলে বায়তদের মধ্যে থেকে হবে। তাদের প্রথমজন হলেন 'আলী رضي الله عنه, হাসান, হুসায়ন, যায়নুল 'আবিদীন, মুহাম্মাদ বাক্বির, জা'ফার সাদিক্ব, মূসা কাযিম, 'আলী রিযা, মুহাম্মাদ আত্ তাক্বী, 'আলী আত্ তাক্বী, হাসান 'আসকারী, মুহাম্মাদ মাহদী رضي الله عنه এটা উল্লেখ করেছেন খাজা মুহাম্মাদ ইয়ারসা ফাসলুল খিত্বাব গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٨٤ -[٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৮৪-[৬] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গিফার গোত্র- আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মার্জনা করুন, আসলাম গোত্র– আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আর 'উসাইয়্যাহ্ গোত্র– তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২৫]

ব্যাখ্যা : শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে এসেছে, রসূল ﷺ গিফার গোত্রের লোকেদের জন্য ক্ষমার দু'আ করার কারণ হলো তারা ইসলাম ক্বূল করেছিলেন। আর তাদের ইসলামে প্রবেশ করাটা কোন যুদ্ধ বা রক্তপাত করা ছাড়াই হয়েছিল। আর ইতোপূর্বে এ গিফার গোত্রের লোকজন হাজীদের মালা-মাল চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। তাই রসূল ﷺ তাদের জন্য দু'আ করলেন যেন তারা এ অপরাধের গুনাহ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। আর 'উসাইয়্যাহ্ গোত্রের লোক তারা বি'রে মা'উনাতে কুরআনের ক্বারীদেরকে হত্যা করেছিল। ফলে নাবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে কুনূতে নাযিলাহ্ পড়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮২৫] সহীহ : বুখারী ৩৫১৩, মুসলিম ৩০৭-(৬৭৯), মুসনাদে আহমাদ ১৫১৫৩, সহীহুল জামি' ৯৭৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২/২১৬, মুসনাদে বায্যার ৩৯৪৮, আবূ ইয়া'লা ৬৩২৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৯৮৪, দারিমী ২৫২৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪০৬৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১১৫২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৯৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩২৫৫।

Scanned by CamScanner

٥٩٨٥ ـ[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৮৫-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কুরায়শ, আনসার, জুহায়নাহ্, মুযায়নাহ্, আসলাম, গিফার ও আশজা' গোত্রসমূহ আমার বন্ধু। বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) ছাড়া তাদের আর কোন বন্ধু নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২৬]

ব্যাখ্যা : مواليَّ শব্দটি '*ইয়া মুতাকাল্লিম*'-এর দিকে মুযাফ হয়েছে, যা '*মাওলা*'-এর বহুবচন।

অন্য এক বর্ণনায় এ শব্দটি '*ইয়া মুতাকাল্লিম*' ছাড়া মাওয়াল বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থায় অনুবাদ হবে- উক্ত গোত্রসমূহের মুসলিমগণ পরস্পর একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতাকারী ও বন্ধু।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

٥٩٨٦ ـ[٨] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي أَسَدٍ وَغَطْفَانَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯৮৬-[৮] আবূ বাক্রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আসলাম, গিফার, মুযায়নাহ্ ও জুহায়নাহ্ গোত্রসমূহ বানূ তামীম ও বানূ 'আমির এবং উভয় সহযোগী তথা বানূ আসাদ ও গাত্বফান হতেও শ্রেয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২৭]

ব্যাখ্যা : (وَالْحَلِيفَيْنِ) 'উভয় সহযোগী গোত্র' বানূ আসাদ ও বানূ গাত্বফান দু'টি গোত্রের নাম। এ দু'টি গোত্র পরস্পর একটি অন্যটির সহযোগী ছিল। যেরূপ সে যুগের 'আরবদের সাধারণ নিয়ম ছিল- ঐ গোত্রদ্বয় একে অন্যের সম্মুখে শপথ ও অঙ্গীকার করেছিল যে, পরস্পর একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত গোত্রসমূহকে এজন্য উত্তম বলা হয়েছে যে, এ সকল গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং নিজেদের ভালো অবস্থা ও আচার-আচরণে প্রশংসার যোগ্য হওয়া প্রমাণ করতে পেরেছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

٥٩٨٧ ـ[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ» قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا» وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: «اعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৮২৬] সহীহ : বুখারী ৩৫০৪, মুসলিম ১৮৯-(২৫২০), মুসনাদে আহমাদ ৭৮৯১, মুসনাদে বায্যার ১০১৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫০৯৫।

[৮২৭] সহীহ : বুখারী ৩৫১৬, মুসলিম ১৯০-(২৫২১), তিরমিযী ৩৯৫২, মুসনাদে আহমাদ ১০০৪৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭/৫৫৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৯১।

Scanned by CamScanner

৫৯৮৭-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বদা তখন হতে বানূ তামীম-কে ভালোবাসে আসছি, যখন হতে তাদের তিনটি গুণের কথা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ হতে শুনেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ১. আমার উম্মাতের মধ্যে বানূ তামীমই দাজ্জালের বিরোধিতায় অধিক কঠোর প্রমাণিত হবে। ২. একবার তাদের সদাক্বাহ্ এসে পৌছলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা আমার গোত্রের সদাক্বাহ্।' ৩. 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে বানূ তামীমের একটি দাসী ছিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, তুমি তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ইসমা'ঈল আলায়হিস সালাম-এর বংশধর। (বুখারী ও মুসলিম)[৮২৮]

ব্যাখ্যা : (هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِيْ عَلَى الدَّجَّالِ) "আমার উম্মাতের মধ্যে বানূ তামীমই দাজ্জালের মোকাবেলায় অধিক কঠোর প্রমাণিত হবে।" অর্থাৎ অভিশপ্ত দাজ্জাল যখন প্রকাশ পাবে তখন বানূ তামীমের লোকেরাই সবচেয়ে বেশি তার মোকাবেলা করবে এবং তাকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে এবং তাকে প্রত্যাখান ও মিথ্যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী হবে। এ জাতীয় ঘোষণার মধ্যেই বানূ তামীমের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পরিদৃষ্ট হয়। সাথে সাথে তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীও আছে যে, বানূ তামীম-এর সন্তান-সন্ততি দাজ্জাল প্রকাশিত হওয়ার সময়ও অত্যধিক থাকবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٨٨ ـ [١٠] عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللّٰهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৯৮৮-[১০] সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোক কুরায়শকে অপমানিত করার ইচ্ছা পোষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানিত করবেন। (তিরমিযী)[৮২৯]

ব্যাখ্যা : সর্বক্ষেত্রে কুরায়শদেরকে সম্মান-মর্যাদা দেয়া আবশ্যক। কুরায়শদেরকে অসম্মান করা ও তাদের অপমানের ইচ্ছা পোষণ করা প্রকারান্তরে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ক্রয় করা। এমতাবস্থায় তারা ইমামতে কুবরা তথা খিলাফাত অধিষ্ঠিত থাকুক বা না থাকুক। তারা খলীফাহ্ ও আমীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তাদের অসম্মান ও অপমানের নিষেধাজ্ঞা ও ভর্ৎসনার কারণ তো সুস্পষ্ট। তবে যে অবস্থায় তারা খিলাফাত ও ইমামতের পদে অধিষ্ঠিত থাকবে না সেক্ষেত্রেও তাদের অসম্মান ও অপমানের নিষেধাজ্ঞা এ হিসেবে মনে করা হবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বংশীয় দিক দিয়ে তাঁদের সম্পৃক্ততার সৌভাগ্য রয়েছে, আর তাদের এ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা এ কথারই দাবি করে (যে, তাদেরকে অসম্মান ও অপমান করা যাবে না।)।

(মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

٥٩٨٩ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالًا فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৮২৮] সহীহ : বুখারী ২৫৪৩, মুসলিম ১৯৮-(২৫২৫), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩১১৪, আবূ ইয়া'লা ৬১০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৫২৪।

[৮২৯] সহীহ : তিরমিযী ৩৯০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৭৮, সহীহুল জামি' ৬৬১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭/৫৪৬, মুসনাদে বায্যার ৩৭৩, মুসনাদে আহমাদ ১৪৭৩, আবূ ইয়া'লা ৭৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩২০০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৯৫৬।

Scanned by CamScanner

৫৯৮৯-[১১] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : হে আল্লাহ! তুমি কুরায়শদের প্রথম শ্রেণিকে প্রথমে দুঃখের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছ, এখন তাদের পরবর্তী শ্রেণিকে সুখ ভোগের সুযোগ দান কর। (তিরমিযী)[৮৩০]

ব্যাখ্যা : কুরায়শদের প্রথম শ্রেণির লোকেরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে বিরোধিতার কারণে তার সাথে লড়াই করে বদ্‌র, উহুদ ও খন্দাক যুদ্ধে নিহত হয়ে দুনিয়াতে ও আখিরাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। আর তাদের পরবর্তীগণকে তোমার সম্মান ও মর্যাদা হতে দান কর। কারণ মাক্কাহ্ বিজয়ের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে নাবী (ﷺ) তাদের সুখ আনন্দের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٩٠ - [١٢] وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الْحَيُّ الْأَسْدُ وَالْأَشْعَرُونَ لَا يَفِرُّوْنَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَغُلُّوْنَ هُمْ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৯৯০-[১২] আবূ 'আমির আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আস্‌দ ও আশ্'আর গোত্রদ্বয় খুবই ভালো। তারা লড়াইয়ের ময়দান হতে পলায়ন করে না এবং আমানাত বা গনীমাতের সম্পদের খিয়ানাত করে না। অতএব তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব][৮৩১]

ব্যাখ্যা : তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আস্‌দ হলো ইয়ামানের এক গোত্রের প্রধান পুরুষের নাম। আর গোত্রটি এ নামের সাথেই বেশি পরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এ গোত্রকে আয্‌দ ও আয্‌দ শানূআহ্-ও বলা হত। মাদীনার সকল আনসার এ গোত্রের সাথে বংশীয় দিক দিয়ে সম্পৃক্ত ছিল।

আশ্'আর মূলত 'আম্‌র ইবনু হারিসাহ্ আল আসাদী-এর উপাধি ছিল। যিনি স্বীয় যুগে ইয়ামানের বিশেষ সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও তাঁর গোত্রের প্রধান পুরুষ ছিলেন। তার উপাধির সাথে সম্পৃক্ত করে তার গোত্রকে আশ্'আরী নামকরণ করা হয়েছিল। এ গোত্রের লোকেদেরকে আশ্'আরীয়ূন ও আশ্'আরূনও বলা হত। প্রখ্যাত সহাবী আবূ মূসা আশ্'আরী (রাঃ) এবং তাঁর বংশের লোক এ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

'তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা আমার অনুসারী এবং আমার সুন্নাত ও তরীকার অনুসারী। অথবা এ গোত্রের লোক আমার বন্ধু ও সাহায্য সহযোগিতাকারী। এমনিভাবে 'আমি তাদের বন্ধু' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমিও তাদের বন্ধু ও সাহায্য-সহযোগিতাকারী– এ কথা দ্বারা যেন এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ গোত্রের মু'মিন ও মুসলিমরা তাক্বওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বনকারী। আর এ কথা কুরআনের ভাষ্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়- অর্থাৎ তাঁর সকল বন্ধু মুত্তাক্বী ও পরহেযগার।

(মাযাহিরে হাক্ব শারহে মিশকাত ৭ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

٥٩٩١ - [١٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْأَزْدُ أَزْدُ اللهِ فِي الْأَرْضِ يُرِيدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوهُمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُمْ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ الرَّجُلُ: يَا لَيْتَ أَبِي كَانَ أَزْدِيًّا وَيَا لَيْتَ أُمِّي كَانَتْ أَزْدِيَّةً" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

[৮৩০] হাসান সহীহ : তিরমিযী ৩৯০৮, মুসনাদে আহমাদ ২১৭০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭/৫৪৬।

[৮৩১] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৯৪৭, য'ঈফুল জামি' ৫৯৬৩, 'আবদুল্লাহ ইবনু সুলাম তাকে কেউ সত্যবাদী বলেননি, মাজহূল; য'ঈফাহ্ ৪৬৯২, মুসনাদে আহমাদ ১৭২০৬।

Scanned by CamScanner

৫৯৯১-[১৩] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আয্‌দ গোত্র জমিনের উপর আল্লাহর (দীনের সাহায্যকারী) আয্‌দ। লোকেরা তাদেরকে খাটো করে রাখতে চায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা তার বিপরীত তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে চান। মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, কোন লোক আক্ষেপের সাথে বলবে, হায়! আমার পিতা কিংবা বলবে, আমার মতো যদি আয্‌দ বংশীয় হতেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৮৩২]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আয্‌দ বলতে আযদে শানূয়াহ্ উদ্দেশ্য। আর এটা হলো ইয়ামানের একটি গোত্র। তারা আয্‌দ ইবনুল গাওস ইবনি লায়স ইবনু মালিক ইবনু কাহলান ইবনু সাবা-এর সন্তানাদি। আর আল্লাহ তাদেরকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হলো তারা হলো আল্লাহর দল। আর তাঁরা রসূলের সাহায্যকারী। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ বলার কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে- প্রথমত- তাদের এ নামে প্রসিদ্ধতার কারণে, তারা যুদ্ধের ময়দানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তারা পলায়ন করত না। যা ইতোপূর্বে হাদীসে গত হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করেই ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। দ্বিতীয়ত- এই সম্পর্কিত বিষয়টি হলো নির্দিষ্ট ও সম্মানের জন্য। যেমন বায়তুল্লাহ ও নাক্বাতুল্লাহ, যা তার কথার দ্বারা বুঝা যায়। "মানুষ তাদেরকে হেয় করতে চায়.."। তৃতীয়ত- এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো বীর পুরুষ। আর কথাটি তাসবীহ বা সাদৃশ্যের মতো। যেমন- আসাদ বা সিংহ, আসাদুল্লাহ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٩٢ -[١٤] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلَاثَةَ أَحْيَاءٍ: ثَقِيفٌ وَبَنِيْ حَنِيفَةَ وَبَنِيْ أُمَيَّةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৫৯৯২-[১৪] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ('আরবের) তিনটি গোত্রের ওপর অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। গোত্রদ্বয় হলো সাক্বীফ, বানূ হানীফাহ্ ও বানূ উমাইয়্যাহ্। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।][৮৩৩]

ব্যাখ্যা : সাক্বীফ হলো হাওয়াযিন গোত্রের গোত্র প্রধান। তাঁর নাম কুসায় ইবনু মুনাব্বিহ ইবনু বাক্র ইবনু হাওয়াযিন যেমনটি ক্বামূসে আছে। আর বানূ হানীফাহ্ হলো আসাল ইবনু লুজায়ম-এর উপাধি। তাদের গোত্র প্রধান হলো খাওলাহ্ ইবনু জা'ফার আল হানাফিয়াহ্। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব-এর মা। আর বানূ উমাইয়্যাহ্ হলো কুরায়শদের একটি গোত্র। 'উলামাগণ বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্বীফ সম্প্রদায়কে অপছন্দ করতেন হাজ্জাজের কারণে, আর বানী হানীফাকে অপছন্দ করতেন মুসায়লামাহ্ এর কারণে, আর বানূ উমায়্যাহ্ কে অপছন্দ করতেন 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ-এর কারণে।

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ যখন হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা নিয়ে আসলো, আর একটি গামলায় রেখে সেটিকে ডাণ্ডা দিয়ে গুতা দিচ্ছিল।

তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) জামি' আত্ তিরমিযীতে বলেন, 'উমারাহ্ ইবনু 'উমায়র বলেন, যখন 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ও তার সাথিদের কর্তিত মাথা নিয়ে এসে মাসজিদের খোলা জায়গায় রাখা হয়েছিল,

---

[৮৩২] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৯৩৭, য'ঈফুল জামি' ২২৭৫, সালিহ ইবনু 'আবদুল কাবীর ইবনু শু'আয়ব ইবনুল হাবহাব মাজহূল; য'ঈফাহ্ ২৪৬৭।

[৮৩৩] সানাদ য'ঈফ : হাসান বাসরী '*আন* দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

Scanned by CamScanner

তখন আমি সে অবস্থা দেখছিলাম। তারপর তারা বলল, তার কর্তিত মাথাটা রাখা হলে একটা সাপ এসে 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ-এর নাকে ঢুকে যায়, তারপর কিছু সময় থেকে আবার বের হয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়। এভাবে দু'বার বা তিনবার করেছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

৫৯৯৩-[১৫] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ يُقَالُ: الْكَذَّابُ هُوَ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ وَالْمُبِيرُ هُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: أَحْصَوْا مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৯৯৩-[১৫] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সাক্বীফ গোত্রে এক চরম মিথ্যাবাদী এবং আর এক ধ্বংসকারীর জন্ম হবে। অধঃস্তন রাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'ইসমাহ্ বলেন, মানুষের কাছে স্পষ্ট – সেই মিথ্যাবাদী হলো, মুখতার ইবনু আবূ 'উবায়দ। আর ধ্বংসকারী হলো হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ। হিশাম ইবনু হাসসান বলেছেন, লোকেরা গণনা করে দেখেছে, হাজ্জাজ যে সমস্ত লোকেদেরকে (যুদ্ধের ময়দান ব্যতীত) শুধু বন্দি করে হত্যা করেছে, তার সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। (তিরমিযী)[৮৩৪]

ব্যাখ্যা : মুখতার ইবনু আবূ 'উবায়দ আস্ সাক্বাফী। তিনি মুখতার ইবনু আবূ 'উবায়দ ইবনু মাস'উদ আস্ সাক্বাফী। হুসায়ন (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণের পর তাঁর অভ্যুত্থান হয়। সে মানুষকে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি আহ্বান জানায়। আর এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সে তাঁর দিকে মানুষের মনোযোগ স্থাপন করবে। আর তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে জনগণের ওপর। সে তা দ্বারা দুনিয়া অর্জন করতে চেয়েছিল। ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) এমনটাই জানিয়েছেন। কথিত আছে যে, সে 'আলী (রাঃ)-কে ঘৃণা করত, এও কথিত আছে যে, সে কূফাতে নুবুওয়্যাতের দাবী করেছিল। অতএব তাকে কায্যাব বা অধিক মিথ্যুক নামকরণ করা হয়। তাঁর মিথ্যার সর্বশেষ নমুনা হলো সে বলেছিল জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর কাছে ওয়াহী নিয়ে আসে। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) তা উল্লেখ করেছেন। ইবনু 'আবদুল বার (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, তাঁর পিতা ছিলেন একজন সহাবী। মুখতার হিজরতের বছরে জন্মগ্রহণ করে। তবে সে কোন সহাবী না। সে নাবী (ﷺ)-কে দেখেনি, বা তার থেকে কোন হাদীসও বর্ণনা করেনি। তার সংবাদ সন্তোষজনক নয়। হিজরী ৭২ সনে মুস্'আব ইবনু 'উমায়র-এর নিহত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সে সামনে আসে। এর আগে সে সহাবী ও তাবি'ঈদেরকে শত্রু মনে করত। আর তার এ সকল গুমরাহী প্রকাশ পায় ইবনুয্ যুবায়র-এর মৃত্যুর পরে। তখন তাঁর একমাত্র চাওয়া-পাওয়া হয়ে যায় শাসন ক্ষমতায় যাওয়া। তখন এ উদ্দেশ্য নিয়ে মুখতার হুসায়ন (রাঃ)-কে যারা শাহীদ করেছিল তাদের অনেককে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তবে এর পিছনে তার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র দুনিয়া অর্জন। দুনিয়ার ক্ষমতা লাভ করা। তারপর তাঁর থেকে মিথ্যা ও পাগলামী সব কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। তাঁর রাজত্ব ছিল মাত্র ১৭ মাস। কথিত আছে যে, সে প্রথমে খারিজী ছিল। এরপরে সে যুবায়রী হয়ে যায়। তারপর সে রাফিযী হয়ে যায়। সে ভিতরে ভিতরে 'আলী (রাঃ)-কে শত্রু মনে করত। তাঁর নির্বুদ্ধিতার কারণে এটা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত। মীরাক সহীহ সূত্রে এমনটাই বর্ণনা করেছেন।

হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ : হাজ্জাজ অর্থ অধিক দলীল পেশকারী। 'ইরাক্ব ও খুরাসানে সে বাদশা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান-এর গভর্নর ছিল । তারপর তার ছেলে ওয়ালীদেরও গভর্নর ছিল। সে হিজরী ৭৫ সনে শাও্ওয়াল মাসে ওয়াসিতে মারা যায়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৩৪] সহীহ : তিরমিযী ২২২০, মুসনাদে আহমাদ ১৯০৯, মুসনাদুল হুমায়দী ৩২৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৭৫৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৩৪৯।

Scanned by CamScanner

٥٩٩٤ - [١٦] وَرَوٰى مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» حِينَ قَتَلَ الْحَجَّاجُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ أَسْمَاءُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا» فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ. وَسَيَجِيءُ تَمَامُ الْحَدِيثِ فِي الْفَصْلُ الثَّالِثِ.

৫৯৯৪-[১৬] আর সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, হাজ্জাজ যখন 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র রাঃ-কে শাহীদ করল, তখন তার মাতা আসমা' রাঃ বললেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সাক্বীফ গোত্র হতে এক চরম মিথ্যাবাদী এবং এক রক্তপিপাসুর আবির্ভাব ঘটবে। অতএব সে জঘন্য মিথ্যাবাদী-কে আমরা দেখেছি। আর (হে হাজ্জাজ!) আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই সেই রক্তপিপাসু লোক। পূর্ণ হাদীস তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত হবে।[৮৩৫]

ব্যাখ্যা : কায্যাব তথা মিথ্যুক ব্যক্তি হলো মুখতার ইবনু আবূ 'উবায়দ। আর মুবীর বা রক্তপিপাসু হলো হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ। যেমনটি পূর্বের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। (সম্পাদকীয়)

٥٩٩٥ - [١٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৯৯৫-[১৭] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! সাক্বীফ গোত্রের তীর আমাদেরকে জ্বালাতন করে রেখেছে। অতএব তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ্‌দু'আ করুন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! সাক্বীফ গোত্রকে হিদায়াত দান কর। (তিরমিযী)[৮৩৬]

ব্যাখ্যা : সম্ভবত এটা ছিল ত্বায়িফ যুদ্ধের পরের ঘটনা। ত্বায়িফের যুদ্ধে সাক্বীফ গোত্রের তীর নিক্ষেপ সহ্য না করতে পেরে কতিপয় সহাবী পিছনে সরে গিয়েছিল। তাই তারা রসূল ﷺ-এর কাছে পরবর্তীতে এ আবেদন জানায়। ফলে রসূল ﷺ তাদের ধ্বংসের পরিবর্তে তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। যাতে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٩٦ - [١٨] وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْعَنْ حِمْيَرًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ حِمْيَرًا أَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَيُرْوٰى عَنْ مِينَاءَ هٰذَا أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ.

৫৯৯৬-[১৮] 'আবদুর রয্যাক্ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে মীনা' হতে, আর তিনি আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন

[৮৩৫] সহীহ : মুসলিম ২২৯-(২৫৪৫), মুসনাদে আহমাদ ৫৬৪৪।

[৮৩৬] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৯৪২, মুসনাদে আহমাদ ১৪৭৪৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮/৫৪৪, আবুয্ যুবায়র মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, আর 'আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

Scanned by CamScanner

সময় এক লোক আসলো। আমার ধারণা লোকটি ক্বায়স গোত্রীয়। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! 'হিম্‌ইয়ার' গোত্রের ওপর অভিসম্পাত করুন। এ কথা শুনে নাবী ﷺ মুখখানি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার সেদিকে হয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি (ﷺ) আবার মুখখানি ঘুড়িয়ে নিলেন। এবারও সেদিকে হতে সামনে এসে দাঁড়াল। সেবারও তিনি (ﷺ) মুখখানি ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা হিম্‌ইয়ার গোত্রের প্রতি রহমাত নাযিল করুন। তাদের মুখে রয়েছে সালাম এবং হাতে আছে খাদ্য। আর তারা শান্তি ও ঈমানের অধিকারী। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব। আমরা 'আবদুর রযযাক্ব ছাড়া আর কারো কাছ হতে এ হাদীস শুনতে পাইনি এবং এই মীনা' হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত রয়েছে][৮৩৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে হিম্‌ইয়ার গোত্রের লোকেদের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো- মানুষকে বেশি বেশি করে সালাম করা, অভুক্ত মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে খবর দান করা, অন্যকে ক্ষতি হতে নিরাপদে রাখ এবং ঈমানের দৃঢ়তা। (সম্পাদকীয়)

٥٩٩٧ -[١٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ دَوْسٍ. قَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৯৯৭-[১৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন বংশের লোক? বললাম, আমি দাওস গোত্রের। তখন নাবী ﷺ বললেন, দাওসের কোন লোকের মাঝেও কল্যাণ আছে বলে ইতোপূর্বে আমি ধারণা করতাম না। (তিরমিযী)[৮৩৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তার কারণে দাওস বংশের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। আর হাদীসটিতে দাওস সম্প্রদায়কে নিন্দা করা হয়েছে। তবে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه তাঁর সম্প্রদায়ের মান-মর্যাদার কারণ হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٩٨ -[٢٠] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُبْغِضْنِي فَتُفَارِقَ دِينَكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أُبْغِضُكَ وَبِكَ هَدَانَا اللهُ؟ قَالَ: «تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَتُبْغِضُنِي». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৫৯৯৮-[২০] সালমান (ফারসী) رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আমার সাথে বিদ্বেষ রেখ না, তাহলে দীন ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কিরূপে আপনার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি? অথচ আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আরবদের প্রতি হিংসা পোষণ করাই আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করার নামান্তর। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব][৮৩৯]

---

[৮৩৭] মাওযূ' : তিরমিযী ৩৯৩৯, য'ঈফুল জামি' ৩১০৯, মীনা য'ঈফ, সে মুনকার হাদীস বর্ণনা করত; য'ঈফাহ্ ৩৪৯।

[৮৩৮] সানাদ সহীহ : তিরমিযী ৩৮৩৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৭৭৮।

[৮৩৯] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৯২৭, য'ঈফুল জামি' ৬৩৯৪, কারণ আবূ যবয়ান সালমান-কে পাননি, সে কারণে সানাদে ইনক্বিত্বা' আছে; য'ঈফাহ্ ২০২৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : "যদি তুমি 'আরবদের সাথে শত্রুতা কর তবে আমার সাথে শত্রুতা করা হবে।" অর্থাৎ যখন তুমি 'আমভাবে 'আরবদের সাথে শত্রুতা রাখবে তখন তাদের সাথে আমাকেও শামিল করে ফেলবে। আর যদি নির্দিষ্টভাবে তুমি 'আরব জাতিকে ঘৃণা কর তবে আমাকেও তো তুমি ঘৃণা করলে। *না'উযুবিল্লা-হ*। মোটকথা হলো 'আরবদের ঘৃণা করা মানে সৃষ্টির সেরা মানুষকে ঘৃণা করা। অতএব খুবই সাবধানতা অবলম্বন কর যাতে তুমি ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে পড়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٥٩٩٩ ـ[٢١] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِيْ وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِذٰلِكَ الْقَوِيِّ.

৫৯৯৯-[২১] 'উসমান ইবনু 'আফফান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক 'আরবদের সাথে ছলনা করবে, সে আমার শাফা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং আমার ভালোবাসাও লাভ করতে পারবে না। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব, হুসায়ন ইবনু 'উমার ছাড়া আর কেউ তা বর্ণনা করেননি, অথচ মুহাদ্দিসীনদের কাছে তিনি নির্ভরযোগ্য নন][৮৪০]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি 'আরবদের সাথে প্রতারণা করবে অর্থাৎ ঘৃণা করবে সে নাবী ﷺ-এর শাফা'আতে সুগরা পাবে না। তবে শাফা'আতে কুবরার বিষয়টি 'আম। এর সাথে সাথে সে আমার ভালোবাসা লাভ করতে পারবে না। এখানে নাহী কামাল বা পূর্ণ নিষেধকে বুঝানো হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٠٠ ـ[٢٢] وَعَنْ أُمِّ حَرِيرٍ مَوْلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ مَوْلَايَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০০০-[২২] ত্বলহাহ্ ইবনু মালিক-এর মুক্ত দাসী উম্মু হারীর বলেন, আমি আমার মালিক (ত্বলহাহ্)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত কাছাকাছি হওয়ার আলামাতসমূহের মাঝে একটি হলো 'আরবদের পতন হওয়া। (তিরমিযী)[৮৪১]

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার 'আলামাতসমূহের মধ্যে একটি হলো- 'আরবদের ধ্বংস অর্থাৎ তাদের মুসলিমদের ধ্বংস অথবা এখানে 'আরব জাতিকে বোঝানো হয়েছে। আর এখানে ইঙ্গিত আছে যে, পৃথিবীর অন্যান্যরা তাদের অনুসারী। আর যেহেতু খারাপ মানুষ ছাড়া ক্বিয়ামাত ক্বায়িম হবে না। বরং অবস্থা এমন হবে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তথা '*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*' বলার মতো কোন লোককে পাওয়া যাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٠١ ـ[٢٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ» يَعْنِي الْيَمَنَ. وَفِي رِوَايَةٍ مَوْقُوفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا أَصَحُّ

---

[৮৪০] মাওযূ' : তিরমিযী ৩৯২৮, য'ঈফুল জামি' ৫৭১৫, কারণ হুসায়ন ইবনু 'উমার আল আহমাসী মিথ্যুক; য'ঈফাহ্ ৫৪৫, মুসনাদে আহমাদ ৫১৯।

[৮৪১] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৯২৯, য'ঈফুল জামি' ১৯৮৯, উম্মু হারীর মাজহূল; য'ঈফাহ্ ৪৫১৫।

Scanned by CamScanner

৬০০১-[২৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাসন-কর্তৃত্ব কুরায়শদের মাঝে, বিচার আনসারদের মধ্যে, আযান হাবশীদের মাঝে এবং আমানাতকারী আয্‌দ তথা ইয়ামানীদের মাঝে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত হওয়াই অধিক সহীহ][৮৪২]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٠٢ - [٢٤] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬০০২-[২৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মুত্বী' رضي الله عنه তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আজকের পর হতে ক্বিয়ামাত অবধি কোন কুরায়শী বন্দি অবস্থায় হত্যা করা যাবে না। (মুসলিম)[৮৪৩]

ব্যাখ্যা : (عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ) মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবদুল্লাহ হলেন কুরায়শী, তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। তিনি নাবী ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তাকে নাবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তার পিতার নাম ছিল 'আস, তাই নাবী ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে মুত্বী' রাখেন। 'আবদুল্লাহ ছিলেন কুরায়শদের সর্দার। মাদীনাবাসী তাকে আমীর বানান যখন তারা ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়ার নেতৃত্ব অস্বীকার করে।

'আবদুল্লাহ-কে ৭৩ হিজরীতে 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র-এর সাথে হত্যা করা হয়। 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র তাকে কূফার গভর্নর বানিয়ে ছিলেন কিন্তু মুখতার ইবনু আবূ 'উবায়দ সেখান থেকে তাকে বের করে দেয়।

(لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ) মাক্কাহ্ বিজয়ের পরে কোন কুরায়শকে যুদ্ধের ময়দানে কুফরী অবস্থায় হত্যা করা হবে না।

হুমায়দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে অর্থ হলো আজকের দিনের পর হতে এমন কোন কুরায়শীকে হত্যা করা হবে না, যে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং কুফরীর উপর অটল রয়েছে। অতএব নাবী ﷺ-এর যুগ হতে এ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু এমন কোন কুরায়শীকে পাওয়া যায়নি যে মুরতাদ হয়েছে ও কুফরীর উপর অটল রয়েছে যার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এমন কোন কুরায়শীকে পাওয়া যাবে না যাকে মুরতাদ হওয়ার কারণে হত্যা করা হবে। এ কথাকে আরো শক্তিশালী করে একটি হাদীস যেমন নাবী ﷺ বলেছেন, শায়ত্বন 'আরব উপদ্বীপ হতে নিরাশ হয়ে গেছে। তাই কোন কুরায়শী মুরতাদ হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৪২] সহীহ : তিরমিযী ৩৯৩৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৮৭৪৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭/৫৪৬।

[৮৪৩] সহীহ : মুসলিম ৮৮-(১৭৮২), মুসনাদে আহমাদ ১৫৪৪৪, সহীহুল জামি' ৭৭৫০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৩৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪২৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৫৭৬৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ৯৩৯৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭/৫৪৭, দারিমী ২৩৮৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬৫৪৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৬৫৩, আল আদাবুল মুফরাদ ৮২৬।

Scanned by CamScanner

٦٠٠٣ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي نَوْفَلٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتّٰى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ أَمَا وَاللهِ لَأُمَّةٌ أَنْتَ شَرُّهَا لَأُمَّةُ سَوْءٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَأُمَّةُ خَيْرٍ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ. قَالَ: فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتّٰى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي. قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ أَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا: «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا». فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ. قَالَ فَقَامَ عَنْهَا فَلَمْ يُرَاجِعْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬০০৩-[২৫] আবূ নাওফাল মু'আবিয়াহ্ ইবনু মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনামুখী মাক্কার গিরিপথে আমি 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে (অর্থাৎ তাঁর মৃত লাশ) দেখতে পাই। তিনি বলেন, তাঁর কাছ দিয়ে কুরায়শ ও অন্যান্য বহু লোকই অতিক্রম করে যাচ্ছিল, অবশেষে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার বেলায় দাঁড়িয়ে বললেন, *'আস্‌সালা-মু 'আলাইকা ইয়া আবা খুবায়ব, আস্‌সালা-মু 'আলাইকা ইয়া আবা খুবায়ব, আস্‌সালা-মু 'আলাইকা ইয়া আবা খুবায়ব।'* অতঃপর বললেন, জেনে রাখ! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাকে এমন কাজ হতে নিষেধ করেছিলাম যার ফলে এটা হয়েছে, জেনে রাখ! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাকে এমন কাজ হতে নিষেধ করেছিলাম যার ফলে এটা ঘটেছে। জেনে রাখ! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাকে এমন কাজ হতে নিষেধ করেছিলাম যার ফলে এটা ঘটেছে। জেনে রাখ! আল্লাহর ক্বসম! আমার জানা মতে তুমি ছিলে অধিক সিয়ামদার, খুব বেশি 'ইবাদাত ও তাহাজ্জুদগুযার এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। জেনে রাখ! আল্লাহর শপথ! যে দলের 'আক্বীদাহ্ ও ধারণা মন্দ তাদের নিকট প্রকৃতপক্ষে তুমি মন্দ নও। তিনি এটা বলেছিলেন উপহাসস্বরূপ।

Scanned by CamScanner

অপর এক বর্ণনাতে আছে, হ্যাঁ, তারা খুব চমৎকার একটি গোষ্ঠী। (বর্ণনাকারী বলেন,) এরপর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তথা হতে চলে গেলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ-এর উক্ত স্থানে দাঁড়ানো এবং উল্লিখিত কথাগুলো বলার সংবাদটি হাজ্জাজ-এর কাছে পৌঁছল। অতঃপর সে ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর লাশের কাছে লোক পাঠালেন এবং শূলির কাষ্ঠ হতে লাশটি নামিয়ে ইয়াহূদীদের ক্ববরস্থানে ফেলে দিলো। এরপর হাজ্জাজ তাঁর মাতা আসমা' বিনতু আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে তার কাছে ডেকে পাঠাল; কিন্তু আসমা' রাযিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে আসতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর হাজ্জাজ এ কথা বলে আবার লোক পাঠাল যে, তাকে গিয়ে বল! হয়তো তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে আসবে অথবা আমি তোমার কাছে এমন লোককে পাঠাব, যে তোমার চুলের বেণি চেপে ধরে তোমাকে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, আসমা' রাযিয়াল্লাহু আনহা এবারও আসতে অস্বীকার জানিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার কাছে ততক্ষণ অবধি আসব না, যে পর্যন্ত না তুমি এমন লোককে আমার কাছে পাঠাবে, যে আমার চুলের বেণি ধরে আমাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হাজ্জাজ বলল, তোমরা আমার জুতা দাও। অতঃপর সে তার জুতা পরিধান করল এবং দ্রুত রওয়ানা হলো এবং আসমা' রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে বলল, আল্লাহর দুশমন আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে আমি যে আচররণ করেছি– এ ব্যাপারে তুমি আমাকে কেমন পেলে? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি দেখেছি, তুমি তার দুনিয়াকে ধ্বংস করেছ, আর সে তোমার আখিরাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে।' আমার কাছে এ খবরও পৌঁছেছে, তুমি নাকি তাকে (উপহাসস্বরূপ) বলছ, হে দুই ফিতাওয়ালী সন্তান! আল্লাহর শপথ! আমিই সেই দুই ফিতাওয়ালী মহিলা। জেনে রাখ, তার (আমার কোমরে বাঁধবার দো-পাট্টার) একখণ্ড দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সফরের খাদ্য বেঁধে উপরে ঝুলিয়ে রাখতাম এ আশঙ্কায় যাতে ইঁদুর বা অন্য কোন জীবজন্তু কোন ক্ষতি করতে না পারে এবং অপর খণ্ড ঐ কাজে ব্যবহার করতাম যা হতে কোন নারী অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। জেনে রাখ, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সাক্বীফ গোত্রে এক চরম মিথ্যাবাদী ও এক মহা অত্যাচারী জন্মগ্রহণ করবে। অতএব সে চরম মিথ্যুক (মুখতার)-কে আমরা এর আগে দেখেছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই সেই মহা অত্যাচারী যালিম। বর্ণনাকারী বলেন, আসমা' রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মুখে উপরিউক্ত কথাগুলো শুনে হাজ্জাজ কোন প্রত্যুত্তর না করে চলে গেল। (মুসলিম)[৮৪৪]

ব্যাখ্যা : (عَقَبَةِ الْمَدِيْنَةِ) (মাদীনার 'আক্বাবাহ্) এটি মূলত মাক্কায় অবস্থিত। মাদীনাবাসী যে পথ দিয়ে মাক্কায় আগমন করে সেই পথে এই 'আক্বাবাহ্ অবস্থিত। তাই তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে "আক্বাবাতুল মাদীনাহ্" বলা হয়েছে। 'আক্বাবার পাশেই "হাজুন" নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সমাধি ছিল যা বর্তমানে সেখানে নেই।

বলা হয়েছে, এই 'আক্বাবাতেই 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র-কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি ছাড়া আরো অসংখ্য সহাবীদের ক্ববর মাক্কায় ছিল। রসূলের স্ত্রী খাদীজাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ক্ববরও ছিল কিন্তু এ সকল ক্ববরের কোন নির্দিষ্ট চিহ্নিত স্থান নেই। বলা হয়ে থাকে যে, মাক্কায় যে সকল ক্ববরস্থ স্থাপনা রয়েছে তা কতিপয় পরহেযগার লোকের স্বপ্নের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছিল।

(أَبَا خُبَيْبٍ) "আবূ খুবায়ব" 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপনাম ছিল। তাঁর তিনজন ছেলে ছিল। তাঁদের তিনজনের বড়জনের নাম ছিল খুবায়ব।

---

[৮৪৪] সহীহ : মুসলিম ২২৯-(২৫৪৫), তিরমিযী ৩৮৭৪।

Scanned by CamScanner

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বাকিদের নাম তারীখে উল্লেখ করেছেন। তাদের নাম হলো বাক্‌র এবং বুকায়র।

(اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ) উক্ত হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিকে ক্ববরে দাফনের আগে এবং পরে উভয় জায়গায় তিনবার সালাম দেয়া 'মুস্তাহাব'।

উক্ত হাদীসে আরো একটি বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে তা হলো, মৃত ব্যক্তির ওপরে তার পরিচিত কোন গুণের মাধ্যমে তার প্রশংসা করা যায়।

এ হাদীসে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার -এর জনসম্মুখে সত্য বলার সাহসিকতা ফুটে উঠেছে। তিনি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ-এর ক্ষমতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি। তিনি জানতেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র সম্পর্কে তার মন্তব্য হাজ্জাজ-এর কাছে পৌছে যাবে তবুও তিনি সত্য বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি ইচ্ছা করেই এসব কথা বলেছিলেন যাতে করে হাজ্জাজ ইবনুয্ যুবায়র-কে মুক্তি দেয়।

আহলুল হাক্বের মতে, 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র মাযলূম ছিলেন আর হাজ্জাজ ও তার সহচররা অত্যাচারী ছিল।

(لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র -কে দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান সংঘাত থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

هٰذَا এর اَلْمُشَارُ إِلَيْهِ তথা উদ্দেশ্য হলো الصلب বা শূল।

এখানে নিষেধাজ্ঞার অর্থ হল, "আমি তোমাকে যে অবস্থায় দেখেছি সে অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(صَوَّامًا) অর্থাৎ দিনের বেলায় অধিক সিয়াম পালনকারী।

(قَوَّامًا) অর্থাৎ রাতের বেলায় অধিক সলাত আদায়কারী।

(وَصُولًا لِلرَّحِمِ) অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কাযী ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র সম্পর্কে কতিপয় তথ্য প্রদানকারীর (মনগড়া) কথার চাইতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার-এর এ কথাটিই অধিক সঠিক। তিনি ইবনুয্ যুবায়র-কে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষকারী গুণে গুণান্বিত করেছেন।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ) এ কথাটি 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র-কে হাজ্জাজ-এর অত্যাচার ও অপবাদ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশে বলেছিলেন।

হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র -এর সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি আল্লাহর শত্রু এবং যালিম ইত্যাদি। ইবনু 'উমার চেয়েছিলেন যেন লোকেরা জানতে পারে যে, ইবনুয্ যুবায়র সঠিক পথে ছিলেন আর তাঁকে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছিল।

(لَأُمَّةٌ أَنْتَ شَرُّهَا لَأُمَّةُ سَوْءٍ) ব্যাখ্যাও মূলত এ রকম ছিল।

«لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَكْثَرُ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ شَرُّ النَّاسِ لَأُمَّةُ سَوْءٍ»

অর্থাৎ, উম্মাতের মাঝে যে ব্যক্তির নিকট নিকৃষ্ট জাতির মানুষের অনিষ্ট সবচেয়ে বেশি পৌছবে সে ব্যক্তিটি হলো তুমি। এটা হাসি-ঠাট্টার স্বরে বলা হয়েছে। কতিপয় লোক এর সুন্দর একটি উপমা এভাবে দিয়ে থাকেন যে, আবূ ইয়াযীদ আল বুসতামী-কে যখন তার দেশ হতে বের করে দেয়া হয় তখন তিনি বলেন, আবূ ইয়াযীদ-এর দেশের লোকেরা খুব নিকৃষ্ট কিন্তু দেশটি কতই না উত্তম হাসি-ঠাট্টা স্বরূপ।

Scanned by CamScanner

(قُبُوْرِ الْيَهُوْدِ) এখানে ইয়াহূদীদের ক্ববরস্থান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেই জায়গা যেখানে মাক্কাবাসী অথবা মাক্কার বহিরাগত ইয়াহূদীদের ক্ববর ছিল।

(أُرُوْنِيْ سِبْتِيْ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, سبت শব্দের অর্থ হলো, نعل তথা জুতা سبت এমন জুতাকে বলা হয় যার উপর কোন পশম নেই।

অন্য এক সহীহ নুসখাতে শব্দটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, سِبْتِيَّتِيْ তথা "সিবতিয়্যাতাইয়্যা"।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, السِّبْتُ হলো দাবাগত বা ঘসামাজার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন পশমহীন চামড়া দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জুতা তৈরি করা হয়।

السِّبْتُ তথা সিব্‌ত্-এর শাব্দিক ক্রিয়াগত অর্থ হলো ন্যাড়া করা বা দূর করা। যেহেতু চামড়া থেকে পশম দূর করে জুতা তৈরি করা হয় সেহেতু এর নাম দেয়া হয়েছে সিব্‌ত্।

ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, السِّبْتُ দ্বারা ঐ স্থানের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে যেই স্থানকে سُوقُ السِّبْتِ বা "সিব্‌তের বাজার" বলা হয়।

অতএব ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, সিব্‌ত্ একটি জায়গার নাম যার নামানুসারে জুতার নামকরণ করা হয়েছে।

(ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ) يَتَوَذَّفُ শব্দের ব্যাখ্যা আবূ 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো يُسْرِعُ অর্থাৎ সে দ্রুত বেগে চলতে লাগল। আর আবূ 'উমার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো, يَتَبَخْتَرُ অর্থাৎ, সে অহংকার আর গর্বভরে চলতে লাগল।

(ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ) শব্দের পরিচয় نطاق শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো ফিতা, বেল্ট বা কোমর বন্ধনী।

পরিভাষায় نطاق বলা হয় সেই (কাপড়ের তৈরি) ফিতাকে যা দ্বারা একজন মহিলা কর্মব্যস্ততার সময় কাপড় উপরে না উঠার জন্য কোমরে বেঁধে রাখে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ১৬ খণ্ড, হা. ২৫৪৪/২২৯)

(ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ) একটি উপাধি। এটি রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর কন্যা আসমা' (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন। রসূল ﷺ যখন আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে হিজরতের সময় পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন আসমা' (রাঃ) তাদের জন্য সেখানে খাবার নিয়ে যেতেন। রাস্তা খানিকটা দূর হবার কারণে এবং খাদ্য নিয়ে পাহাড়ে উঠার সহজের জন্য নিজের কোমরের ফিতা দুই ভাগ করে একভাগ কোমরে বাঁধতেন আর অপরটা দিয়ে খাদ্য বাঁধতেন। এজন্য রসূল ﷺ হাসির ছলে তাঁকে (ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ) বলেছিলেন, অত্র হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ আসমা' (রাঃ)-কে কটুক্তি করে নিন্দার জন্য এ কথা বলেছিল।

(সম্পাদকীয়)

(فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ) এখানে كذاب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুখতার ইবনু 'আদী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٠٤ - [٢٦] وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فِيْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا مَا تَرٰى وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِيْ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي الْمُسْلِمِ. قَالَا: أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ: [وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ] فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتّٰى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ وَأَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللّٰهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Scanned by CamScanner

৬০০৪-[২৬] নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র -এর যুগে সৃষ্ট ফিতনার সময় দুই লোক 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার -এর কাছে এসে বলল, লোকজন যা কিছু করছে তা তো আপনি দেখেছেন। অথচ আপনি একদিকে 'উমার -এর পুত্র এবং অপর দিকে রসূলুল্লাহ -এর একজন সহাবী। এতদসত্ত্বেও আপনাকে বের হতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তিনি উত্তর দিলেন, এটা আমাকে বাধা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর মুসলিম ভাইয়ের রক্ত অবৈধ করে দিয়েছেন। তারা বলল, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, ফিতনাহ্ নির্মূল না হওয়া অবধি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর? ইবনু 'উমার বললেন, আমরা যুদ্ধ করেছি, যাতে ফিতনাহ্ মিটে যায় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আজ তোমরা যুদ্ধ করতে চাও, যাতে ফিতনাহ্ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। (বুখারী)[৮৪৫]

ব্যাখ্যা : (أَتَاهُ رَجُلَانِ) আগন্তুক লোকের একজন হলেন 'আলা ইবনু আরার, আর অপরজন হলেন হিব্বান আস সুলামী। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড)

(وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ) এখানে فِتْنَةٌ দ্বারা মুরাদ হলো শিরক।

(وَأَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ) এখানে فِتْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের সাথে দাঙ্গা হাঙ্গামা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٠٥ - [٢٧] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهٗ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০০৫-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তুফায়ল ইবনু 'আম্‌র আদ্ দাওসী রসূলুল্লাহ -এর কাছে এসে বললেন, দাওস গোত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। অতএব আপনি তাদের ওপর আল্লাহর কাছে বদ্‌দু'আ করুন। তখন লোকেরা ধারণা করল, রসূল তাদের ওপর বদ্‌দু'আ করবেন, কিন্তু তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান কর এবং তাদেরকে নিয়ে আসো। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৪৬]

ব্যাখ্যা : (الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ) তুফায়ল ইবনু 'আম্‌র -কে যুন্‌নুর বলা হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, একবার তুফায়ল রসূলুল্লাহ -এর কাছে আসলেন। রসূলুল্লাহ তাকে দীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানোর সময় তাকে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দাও। তখন তুফায়ল বললেন, আমি যে আপনার কাছ থেকে দা'ওয়াত নিয়ে যাচ্ছি এর জন্য একটা আলামাত বা প্রমাণ দিয়ে দেন। তখন রসূল তার জন্য দু'আ করলেন। তিনি () বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে আলোকিত কর।" ফলে তার দু' চোখের মাঝখানে আলো চমকাতে লাগল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ওরা তো আমাকে অঙ্গ বিকৃতির অপবাদ দেবে। কাজেই আমার ভয় হচ্ছে। অতঃপর সেই আলো তার চাবুকের একপার্শে স্থানান্তরিত করে দেয়া হলো যা অন্ধকার রাতে

---

[৮৪৫] সহীহ : বুখারী ৪৫১৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৮৭০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭২৫৪।

[৮৪৬] সহীহ : বুখারী ৪৩৯২, মুসলিম ১৯৭-(২৫২৪), সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৭৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৪১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৪২, মুসনাদে আহমাদ ৭৩১৩, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৩৩৯, মুসনাদুল হুমায়দী ১০৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৭৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮১৪৪, আল আদাবুল মুফরাদ ৬১১।

Scanned by CamScanner

আলো ছড়াত। তিনি সম্প্রদায়কে দা'ওয়াত দিলেন। তার দা'ওয়াতে তার বাবা ইসলাম ক্ববূল করলেন কিন্তু মা করলেন না। অন্যদের মধ্যে শুধুমাত্র আবূ হুরায়রাহ্ তার দা'ওয়াতে ইসলাম ক্ববূল করলেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, তিনি অনেক পূর্বে ইসলাম ক্ববূল করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَاْتِ بِهِمْ) অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে ইসলামের পথ দেখাও এবং মাদীনায় মুহাজির বানিয়ে নিয়ে আসো। অথবা ইসলাম ক্ববূলের জন্য তাদের অন্তরসমূহকে অগ্রগামী করে দাও। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে, ইবনুল কালবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হুবায়ব ইবনু 'আম্‌র ইবনু হাসমা আদ্ দাওসী দাওস গোত্রের শাসনকর্তা ছিলেন। তার পূর্বে তার বাবাও ছিলেন। তাদের শাসনকার্য ছিল ৩০০ বছর হুবায়ব ইবনু 'আম্‌র একদিন বললেন, আমি জানি এই সৃষ্টিজগতের একজন স্রষ্টা আছেন কিন্তু তিনি কে তা আমি জানি না। অতঃপর তিনি তখন রসূল -এর কথা শুনলেন তখন তাঁর নিকট নিজ গোত্রের পঁচাত্তর জন লোকসহ আসলেন এবং সকলে মিলে ইসলাম ক্ববূল করলেন। ইবনু ইসহাক্ব উল্লেখ করেছেন, নাবী 'আম্‌র ইবনু হাসমা-এর প্রতিমা পুড়িয়ে দেয়ার জন্য তুফায়ল ইবনু 'আম্‌র-কে পাঠালেন এবং তিনি তা পুড়িয়ে দিলেন।

ইবনু শিহাব-এর সূত্রে মুফা ইবনু 'উক্ববাহ্ উল্লেখ করেছেন। তুফায়ল ইবনু 'আম্‌র আবূ বাক্‌র -এর খিলাফাতকালে অজ্ঞাতের হাতে শাহীদ হয়েছেন। ইবনু সা'দ বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহীদ হন। আবার কেউ বলেছেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধে শাহীদ হন। (ফাতহুল বারী হা. ৮)

٦٠٠٦ - [٢٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ: لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ» شُعَبِ الْإِيمَانِ

৬০০৬-[২৮] ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা তিন কারণে 'আরবকে ভালোবাসবে। প্রথমত আমি হলাম 'আরবী, দ্বিতীয়ত কুরআন মাজীদের ভাষা হলো 'আরবী এবং তৃতীয়ত জান্নাতবাসীদের কথাবর্তার মধ্যস্থতা হবে 'আরবী। (বায়হাক্বী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে)[৮৪৭]

(٢) بَابُ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অধ্যায়-২ : সহাবায়ি কিরাম -এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠٠٧ - [١] عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৮৪৭] মাওযূ' : 'আলা ইবনু 'আম্‌র মাতরূক, আবূ ইয়াইয়া ইবনু ইয়াযীদ য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ১৬০, য'ঈফুল জামি' ১৭৩, শু'আবুল ঈমান ১৬১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১২৭৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৫৮৩।

Scanned by CamScanner

৬০০৭-[১] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সহাবীগণকে গালমন্দ করো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর পথে খরচ করে, তবুও তাঁদের মর্যাদার এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদ (যব গম খরচ)-এর সমান সাওয়াব পৌছতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৪৮]

ব্যাখ্যা : (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِيْ) হাদীসের শানে অরুদ : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন প্রসিদ্ধ সহাবী খালিদ ইবনু ওয়ালীদ এবং 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ رضي الله عنهما-এর মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল। এক পর্যায়ে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ رضي الله عنه 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ رضي الله عنه-কে গালি দেয়। তখন রসূল ﷺ সহাবীদেরকে গালি না দেয়ার ব্যাপারে এ কথা বললেন। এখানে أَصْحَابِيْ দ্বারা মুরাদ হলো বিশেষ কজন সহাবী যারা ইসলাম গ্রহণে সাবিকীনও অগ্রগামী ছিলেন। অথবা لَا تَسُبُّوا দ্বারা উদ্দেশ্য সে সব বিদ্‘আতী যাদের পরবর্তীতে আগমন ঘটবে এবং তারা সহাবীগণকে গালি দিবে যা নাবী ﷺ নূরে নুবুওয়্যাত দ্বারা আগত হয়েছিলেন। ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন এখানে সহাবীদেরকে খিতাব করা হয়নি। বরং ব্যাপক আকারে উম্মাতের সবাইকে খিতাব করা হয়েছে।

মুসলিমের শরাহতে বলা হয়েছে, সহাবীদের গালি দেয়া সবচেয়ে বড় কাবীরাহ্ গুনাহ। কিছু কিছু মালিকী মাযহাবের 'আলিম বলেছেন, যে গালি দিবে তাকে হত্যা করতে হবে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সহাবীদের গালি দেয়া কাবীরাহ্ গুনাহ। কোন কোন 'আলিম বলেছেন, শায়খায়ন তথা আবূ বাক্র ও 'উমার رضي الله عنهما-কে যে গালি দিবে তাকে হত্যা করা আবশ্যক।

"আল আশবাহ ওয়ান্ নাযায়ির" গ্রন্থের লেখক যায়ন ইবনু নাজিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কাফির যদি দুনিয়ায় তার কুফরীর কারণে তাওবাহ্ করে তবে তা ক্বূল হয় কিন্তু যেই কাফিররা নাবী ও সহাবীদের গালি দিবে তাদের তাওবাহ্ ক্বূল হয় না। তিনি আরো বলেন কেউ যদি আবূ বাক্র এবং 'উমার رضي الله عنهما-এর ওপর 'আলী رضي الله عنه-এর মর্যাদা বর্ণনা করে তাহলে সে বিদ্‘আত করল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ) ইমাম বুরক্বানী (রহিমাহুল্লাহ) الْمُصَافَحَةِ গ্রন্থে "আবূ বাক্র ইবনু 'আইয়্যাশ থেকে" এই সূত্রে كُلَّ يَوْمٍ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। আর তিনি বলেছেন, এটা উত্তম বৃদ্ধি।

(مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ) ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো মর্যাদা এবং প্রকারতা।

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসের তৎপর্য হলো এই যে, কোন সহাবী যদি এক মুদ অথবা অর্ধ মুদ পরিমাণ খাদ্য আল্লাহর রাস্তায় সদাক্বাহ্ করে, তাহলে সেই সদাক্বাহ্ সমপরিমাণ হবে না যদিও সাধারণ কোন মুসলিম উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে। এই মর্যাদা পার্থক্যের কারণ হলো সহাবীদের ইখলাস এবং বিশুদ্ধ নিয়্যাত সবার চাইতে বেশি ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৭)

মিরক্বাতুল মাফাতীহে বলা হয়েছে, ইসলামের পতাকা উড্ডিন করার জন্য সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ার পরেও বৃহৎ প্রয়োজনের স্বার্থে তাদের এই সদাক্বাহ্ এবং ত্যাগ অনেক কল্যাণ ও বারাকাত অর্জনের কারণ ছিল, বিধায় তাদের সদাক্বার এত মর্যাদা।

---

[৮৪৮] সহীহ : বুখারী ৩৬৭৩, মুসলিম ২২১-(২৫৪০), তিরমিযী ৩৮৬১, আবূ দাউদ ৪৬৫৮, ইবনু মাজাহ ১৬১, সহীহুল জামি' ৭৩১০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯২৩, মুসনাদে আহমাদ ১১০৯৪, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৯১৮, আবূ ইয়া'লা ১০৮৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২৫৩, শু'আবুল ঈমান ১৫০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৩০৩, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ৯৮২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৮৭।

Scanned by CamScanner

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সহাবীদের অত্যধিক মর্যাদার পিছনে কারণ ছিল তাদের দান সদাক্বাহ্। মহান আল্লাহ সূরাহ্ আল হাদীদ-এর ১০ নং আয়াতে বলেন,

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾

"তোমাদের মধ্যে যে লোক মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বে সদাক্বাহ্ করেছে এবং জিহাদ করেছে সে সমান নয়। এই সমস্ত লোকেদের মর্যাদা অনেক বেশি ঐসব ঈমানদার লোকেদের চেয়ে যারা পরে সদাক্বাহ্ করেছে এবং জিহাদ করেছে"– (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ১০)। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٠٨ - [٢] وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَفَعَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬০০৮-[২] আবূ বুরদাহ্ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বস্তুত তিনি (ﷺ) প্রায় আসমানের দিকে মাথা তুলে দেখতেন। অতঃপর বললেন, তারকারাজি আকাশের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যেদিন এ সমস্ত গ্রহগুলো চলে যাবে, সেদিন আকাশের তাই ঘটবে, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে)। আর আমি হলাম আমার সহাবীদের ওপর নিরাপত্তাস্বরূপ। অতএব আমি যখন চলে যাব, তখন আমার সহাবীদের মধ্যে তাই সংঘটিত হবে, যার প্রতিশ্রুতি আগেই দেয়া হয়েছে। আর আমার সহাবীগণ হলেন আমার উম্মাতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যখন আমার সহাবীগণ চলে যাবেন, তখন আমার উম্মাতের ওপর তাই নেমে আসবে, আগেই যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (শারী'আহ্ পরিপন্থী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে)। (মুসলিম)[৮৪৯]

ব্যাখ্যা : (النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ) এখানে أَمَنَةٌ-এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, «أَمَانٌ وَمَرْحَمَةٌ» অর্থাৎ নিরাপত্তা ও অনুগ্রহ। আবার কেউ বলেছেন, হিফাযাতকারী।

(أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ) অর্থাৎ, আসমানের অঙ্গীকার হলো ক্বিয়ামাতের দিন তা বিদীর্ণ হবে এবং গুটিয়ে যাবে।

(ذَهَبَتِ النُّجُومُ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারকারাজি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।

(وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَمَنَةٌ শব্দটিকে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে তখন তার দুই রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটি হলো, অত্যধিক পরিমাণ অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন বলা হয়ে থাকে رَجُلٌ عَدْلٌ অর্থাৎ অধিক ন্যায়পরায়ণ লোক। আর অপরটি হলো

---

[৮৪৯] সহীহ : মুসলিম ২০৭-(২৫৩১), মুসনাদে আহমাদ ১৯৫৮৪, সহীহুল জামি' ৬৮০০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৪০৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৫৩৯, আবূ ইয়া'লা ৭২৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৪৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০৮৬০, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বাবারানী ৯৬৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৪৬৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৯২৬, হিলওয়াতুল আওলিয়া ৩৮৭ পৃ.।

Scanned by CamScanner

বহুবচন অর্থে যেমন আল্লাহ্ বলেন, ﴿شِهَابًا رَّصَدًا﴾ অর্থাৎ «رَاصِدِيْنَ»। অনুরূপ আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾ এখানে أُمَّةً বহুবচনের অর্থে এসেছে। অতএব রসূল ﷺ তার সহাবীর জন্য নিরাপত্তার দিক থেকে একটি জামা'আতের মতো।

(أَتَى أَصْحَابِىْ مَا يُوعَدُونَ) অর্থাৎ বিভিন্ন ফিতনাহ্, মতানৈক্য দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হত্যা ইত্যাদির সাথে সহাবীগণ জড়িয়ে যাবে।

(أَتَى أُمَّتِىْ مَا يُوعَدُوْنَ) এর অর্থ হলো সৎ লোকগুলো মারা যাবে। তাদের স্থানে অযোগ্য এবং অসৎ লোক আসবে দীনের মাঝে বিদ্‌'আত, কুসংস্কার আর অপসংস্কৃতি সয়লাব করবে, চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। শায়ত্বনের শিং উদিত হবে, রূমবাসীর উত্থান হবে, মাক্কাহ্ মাদীনাহ্ সহ পবিত্র স্থানগুলোর মর্যাদাহানী হবে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ১৬)

٦٠٠٩ - [٣] وَعَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ. فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: "يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِىْ فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ".

৬০০৯-[৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যে বহুসংখ্যক লোক জিহাদের যোগদান করবে। তখন তারা একে অপরকে প্রশ্ন করবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক আছেন, যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য অর্জন করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, আছেন। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। অতঃপর লোকেদের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহুসংখ্যক লোক জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন, যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, রয়েছেন। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর লোকেদের ওপর এমন এক যামানা আসবে যে, তাদের বহুসংখ্যক লোক জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের সাহচর্য

Scanned by CamScanner

লাভকারীদের (তাবি'ঈদের) সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, রয়েছেন। তখন তাদের (উক্ত তাবি তাবি'ঈদের বারাকাতে) জয়যুক্ত করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫০]

মুসলিম-এর অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, তাদের মধ্য হতে একটি সেনাদলকে অভিযানে পাঠানো হবে, তখন মুজাহিদগণ বলবে, তালাশ করে দেখ তো তোমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের কাউকেও পাও নাকি? তখন এক ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে। অতএব তাদেরকে জয়যুক্ত করা হবে। পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় আরেকটি সেনাদল পাঠানো হবে। তখন তারা পরস্পর বলবে, তাদের মাঝে এমন কোন লোক আছেন কি, যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদেরকে দেখেছেন? তখন তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে। এর পরবর্তী সময়ে তৃতীয় সেনাদল প্রেরণ করা হবে। তখন বলা হবে, খোঁজ করে দেখ তো তাদের মাঝে এমন কোন লোক আছেন কি, যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীকে দেখেছেন, তাকে দেখেছেন? তারপর চতুর্থ সেনাদলকে পাঠানো হবে, তখন বলা হবে, অনুসন্ধান করে দেখ! তাদের মাঝে এমন কোন লোক আছেন কি যিনি এমন কোন লোককে দেখেছেন যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীকে দর্শনকারী কোন লোককে দেখেছেন। তখন এক ব্যক্তিকে সন্ধান করে পাওয়া যাবে। অতএব তাদেরকেও তার কারণে জয়যুক্ত করা হবে।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযাহ্, সহাবী, তাবি'ঈ, তাবি-তাবি'ঈদের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী ১৬, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠١٠ -[٤] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَيَحْلِفُوْنَ وَلَا يَسْتَحْلَفُوْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০১০-[৪] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হলো আমার যুগের লোক (সহাবীদের যুগ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক, অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক, অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক, তাদের পর এমন কিছু লোকের আগমন ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের কাছ হতে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানাত করবে, তাদের আমানাতদারীর উপর বিশ্বাস করা যাবে না। তারা মানৎ করবে; কিন্তু তা পূর্ণ করবে না, তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে। অপর এক বর্ণনাতে আছে, তারা (নিষ্প্রয়োজনে) শপথ খাবে, অথচ তাদের কাছ হতে শপথ চাওয়া হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫১]

ব্যাখ্যা : (خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ) হাদীসে বর্ণিত قَرْنِيْ শব্দটির অর্থ হলো যুগ, দীর্ঘকাল, শতাব্দী ইত্যাদি। এই قَرْنِيْ শব্দের ব্যাখ্যায় 'আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। সহীহ মুসলিমে 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র-এর হাদীসে এসেছে কারণ হলো একশত বছর। (এটিই প্রসিদ্ধ মত)

---

[৮৫০] সহীহ : বুখারী ৩৬৪৯, মুসলিম ২০৮-(২৫৩২), সহীহুল জামি' ৯৬, মুসনাদে আহমাদ ১১০৫৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৭৬১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৫৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৫১৭, মুসনাদুল হুমায়দী ৭৪৩, আবূ ইয়া'লা ৯৭৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৭৬৮, শু'আবুল ঈমান ৪২৬০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৮৯।

[৮৫১] সহীহ : বুখারী ৩৬৫০, মুসলিম ২১০-(২৫৩৩), নাসায়ী ৩৮০৯, সহীহুল জামি' ৩৩১৭, মুসনাদে আহমাদ ১৯৮৪৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪৭৫১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বারানী ১৪৯৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৫৮২।

Scanned by CamScanner

"اَلْمَطَالِعُ" গ্রন্থকার বলেন, قَرْنٌ হলো এমন দীর্ঘ সময় যে সময়ে তখন জীবিত কোন জাতির সবাই মারা যায়। হাদীসে বর্ণিত قَرْنٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহাবীদের যুগ।

অর্থাৎ, সহাবীরা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন ছিল সর্বোত্তম قَرْنٌ বা শতাব্দী।

(ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) এখানেالَّذِينَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাবি'ঈ। যারা সহাবীদের অনুসারী ছিলেন তাদেরকে তাবি'ঈ বলে এবং ঈমানী হালতে মৃত্যুবরণ করেছে।

(ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) এখানে الَّذِينَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাবি তাবি'ঈ। অর্থাৎ যারা তাবি'ঈদের অনুসারী ছিলেন এবং ঈমানী হালতে মৃত্যুবরণ করেছে।

(يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ এক শ্রেণির লোকেদেরকে নিন্দাবাদ ব্যক্ত করেছেন যারা আগ বাড়িয়ে সাক্ষ্য দিবে অথচ তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হয়নি। অন্য এক সহীহ হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ থেকে সাক্ষ্য দিবে তার প্রশংসা করেছেন। বাহ্যত সাংঘর্ষিক মনে হলেও 'উলামাগণ এর সঠিক সমাধান দিয়েছেন। সমাধান হলো এই, রসূল ﷺ যেই সাক্ষ্যদাতাকে উৎকৃষ্ট সাক্ষ্যদানকারী বলে প্রশংসা করেছেন, তার কারণ হলো যে, সেই লোক জানে, সে ছাড়া অন্য কেউ বিষয়টি জানে না। কাজেই সে যদি এখানে সাক্ষ্য না দেয় তাহলে একজন ব্যক্তির হাক্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে সে ঐ লোকটির হাক্ব ফিরে পাওয়ার জন্য আগ বাড়িয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। এ অবস্থায় সাক্ষ্য দান করা উৎকৃষ্ট।

আর উক্ত হাদীসে যাদের তিরস্কার করা হয়েছে তাদের বিষয়টি হলো এমন যে, যার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে সে তার হাক্ব সম্পর্কে আগেই জানত, কিন্তু লোকের কারণে এবং খুব দ্রুত হাতে পাওয়ার জন্য অন্য কেউ তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে দেয় অথচ তার কাছে সাক্ষ্য চাওয়াই হয়নি।

কোন কোন সালাফ বলেছেন, (يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য নয়। আমানাতদার বা বিশ্বস্ত নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, প্রশংসনীয় সাক্ষ্য হলো আল্লাহর হাক্বের ক্ষেত্রে আর নিন্দনীয় সাক্ষ্য হলো বান্দার হাক্বের ক্ষেত্রে।

(وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ) السِّمَنُ শব্দের ব্যাখ্যায় 'আন্ নিহায়াহ্' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, এখানে السِّمَنُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শেষ যামানায় এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা এমন কিছু নিয়ে অহংকার করবে যা তাদের ভিতরে নেই এবং এমন কিছুর অধিকারী বলে দাবী করবে যাতে কোন সম্মান নেই।

কেউ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বারা সম্পদ জমা করে রাখার কথা বুঝিয়েছেন। আবার কেউ বলেন, অধিক ভোঁজন প্রিয় হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন যা মোটা বা স্বাস্থ্যবান হওয়ার কারণ।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথার দ্বারা রসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বহীন ও অবহেলা প্রকাশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা অধিকাংশ সময়ই স্বাস্থ্যবান লোকেরা দীনের কাজের প্রতি গুরুত্ব দেয় না বরং অলসতা আর ঘুম আগ্রহী হয়ে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৭)

٦٠١١-[٥] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّوْنَ السِّمَانَةَ».

৬০১১-[৫] আর মুসলিম-এর এক বর্ণনাতে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, অতঃপর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, যারা স্থুলদেহী হওয়া পছন্দ করবে।[৮৫২]

---

[৮৫২] সহীহ : মুসলিম ২১৩-(২৫৩৪), মুসনাদে আহমাদ ৭১২৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৮৩৯, সহীহুল জামি' ৩৩০১।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠١٢ -[٦] عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِىْ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتّٰى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا مَنْ سَرَّهُ بُحْبُوحَةُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»

৬০১২-[৬] 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার সহাবীদেরকে সম্মান কর। কেননা তারা তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম লোক। অতঃপর তৎপরবর্তী লোকেদেরকে, অতঃপর তৎপরবর্তী লোকেদেরকে, এরপর প্রকাশ্যে মিথ্যা চলতে থাকবে। এমনকি কোন লোক ক্বসম করবে, অথচ তার নিকট হতে ক্বসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দিবে, অথচ তার কাছ হতে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন জামা'আতকে ধরে রাখে। (অর্থাৎ সহাবী, তাবি'ঈ, তাবি তাবি'ঈন ও সালাফে সালিহীনদের অনুসরণ করে চলে) কেননা শায়ত্বন একক লোকের সাথে থাকে। আর সে দু'জনের জামা'আত হতে বেশি দূরে থাকে। তোমাদের কেউ যেন কোন বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে। কেননা শায়ত্বন তৃতীয় লোক হিসেবে তাদের সাথে উপস্থিত থাকে। আর যার ভালো কাজে মনের মধ্যে আনন্দ জাগে এবং বদকাজ তাকে চিন্তিত করে ফেলে সে-ই প্রকৃত ঈমানদার।[৮৫৩]

٦٠١٣ -[٧] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِىْ أَوْ رَاٰى مَنْ رَآنِىْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৬০১৩-[৭] জাবির (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : এমন কোন মুসলিমকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে বা আমাকে যে দেখেছে- তাকে দেখেছে। (তিরমিযী)[৮৫৪]

٦٠١٤ -[٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهَ اللّٰهَ فِىْ أَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِىْ وَمَنْ آذَانِىْ فَقَدْ آذَى اللّٰهَ وَمَنْ آذَى اللّٰهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

---

[৮৫৩] **সহীহ :** আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৯২২২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৫২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৭১০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ২৩, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১২০৭, মুসনাদুল হুমায়দী ৩২, শু'আবুল ঈমান ১৫০৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৯২৯, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ২৪৫।

[৮৫৪] **হাসান :** আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে য'ঈফ বলেছেন, তিরমিযী ৩৮৫৮, য'ঈফুল জামি' ৬২৭৭; পরবর্তীতে হাসান বলেছেন, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৩৮৯ পৃ., হা. ৫৯৫৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৫৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৪১৭, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১০০০।

Scanned by CamScanner

৬০১৪-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার সহাবীদের ব্যাপারে। আমার (ওফাতের) পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। যে লোক তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমার মুহাব্বাতেই তাদেরকে মুহাব্বাত করল। পক্ষান্তরে যে লোক তাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা রাখে, সে আমার প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা রাখল। আর যে লোক তাদেরকে দুঃখ বা কষ্ট দিল, সে মূলত আমাকেই কষ্ট দিল। অতএব যে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে শীঘ্রই পাকড়াও করবেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৮৫৫]

ব্যাখ্যা : (اللهَ اللهَ فِيْ أَصْحَابِيْ) উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবীদের প্রতি চরম শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোন ক্রমেই যেন তাদের সম্মান এতটুকুও নষ্ট না হয় এজন্য দু'বার 'আল্লাহ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

অতএব اللهَ اللهَ এ কথার অর্থ হলো, اِتَّقِ اللهَ، اِتَّقِ اللهَ অর্থাৎ, "তোমরা আল্লাহকে পূর্ণাঙ্গরূপে ভয় কর" فِيْ أَصْحَابِيْ সহাবীদের হাক্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে সহাবীদের হাক্ব সংরক্ষণ করার অর্থ হলো, তাদেরকে পূর্ণ মর্যাদা দেয়া গালি-মন্দ না করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ) অর্থাৎ, আমার মৃত্যুর পর তোমরা তাদের সমালোচনা করবে না। তাদেরকে অপবাদ দিবে না তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা ও ঘৃণা ছড়াবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠١٥ -[٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ أَصْحَابِيْ فِيْ أُمَّتِيْ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ» قَالَ الْحَسَنُ: فَقَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْلُحُ؟ رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৬০১৫-[৯] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে আমার সহাবীগণ হলেন খাদ্যের মাঝে লবণের মতো। মূলত লবণ ছাড়া খাদ্য সুস্বাদু হয় না। হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আমাদের লবণ চলে গেছে, অতএব আমরা কেমন করে সংশোধিত হব। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮৫৬]

٦٠١٦ -[١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِيْ يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَذُكِرَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «لَا يُبَلِّغُنِيْ أَحَدٌ» فِيْ بَابِ «حِفْظِ اللِّسَانِ»

৬০১৬-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরয়দাহ্ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ভূমিতে আমার কোন একজন সহাবী মৃত্যুবরণ করবেন, ক্বিয়ামাতের দিন তাঁকে এভাবে উঠানো হবে যে, তিনি সে জমিনের অধিবাসীগণকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবেন এবং তিনি হবেন তাদের জন্য জ্যোতি। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি

---

[৮৫৫] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৮৬২, য'ঈফুল জামি' ১১৬০, য'ঈফাহ্ ২৯০১, শু'আবুল ঈমান ১৫১১, মুসনাদে আহমাদ ২০৫৬৮।

[৮৫৬] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২/১৫৮, কারণ ইসমা'ঈল আল মাক্কী য'ঈফ, আর হাসান বাসরী মুদাল্লিস রাবী আর তিনি 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন; য'ঈফাহ্ ১৭৬২।

Scanned by CamScanner

গরীব। আর ইবনু মাস্‘উদ-এর হাদীস «لَا يُبَلِّغُنِىْ أَحَدٌ» “আমাকে কেউ সংবাদ দেয়নি” বাক্যটি ‘হিফযুল লিসান’ “জিহ্বার হিফাযাত” অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।[৮৫৭]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠١٧ - [١١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِىْ فَقُولُوا: لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০১৭-[১১] ইবনু ‘উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা ঐ সমস্ত লোকেদেরকে দেখবে, যারা আমার সহাবীদেরকে গালি দেয়, তখন তোমরা বলবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত তোমাদের এ মন্দ আচরণের জন্য। (তিরমিযী)[৮৫৮]

٦٠١٨ - [١٢] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: "سَأَلْتُ رَبِّىْ عَنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِىْ مِنْ بَعْدِىْ فَأَوْحٰى إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِىْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِى السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَقْوٰى مِنْ بَعْضٍ وَلِكُلٍّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِىْ عَلٰى هُدًى" قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَصْحَابِىْ كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ». رَوَاهُ رَزِينٌ

৬০১৮-[১২] ‘উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমি আমার প্রভুকে আমার মৃত্যুর পর আমার সহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ওয়াহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিলেন, হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট তোমার সহাবীদের মর্যাদা হলো আকাশের তারকারাজির ন্যায়। যার একটি আরেকটি থেকে অধিক উজ্জ্বল। অথচ প্রত্যেকটির মধ্যে আলো রয়েছে। এরূপই আমার সহাবীগণ। অতএব তাদের (সহাবীদের) মতভেদ হতে যে কোন লোক কোন একটি অভিমত গ্রহণ করবে, সে আমার সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, আমার সহাবীগণ হলেন তারকারাজির মতো। অতএব তোমরা তাদের যে কাউকে অনুসরণ করবে হিদায়াত পাবে। (রযীন)[৮৫৯]

---

[৮৫৭] **য‘ঈফ :** তিরমিযী ৩৮৬৫, য‘ঈফুল জামি‘ ৫১৩৮, য‘ঈফাহ্ ৪৪৬৮, কারণ আবূ তুয়বাহ্ সত্যবাদী তবে ভুল করত; য‘ঈফাহ্ ৪৪৬৮।

[৮৫৮] **খুবই য‘ঈফ :** তিরমিযী ৩৮৬৬, য‘ঈফুল জামি‘ ৫১৩, কারণ সায়ফ ইবনু ‘উমার য‘ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৩৯১।

[৮৫৯] **মাওযূ‘ :** জামি‘উল উলূম ২/৯১, কারণ আবূ সুফ্ইয়ান য‘ঈফ, সালাম ইবনু সুলায়মান য‘ঈফ, জাল হাদীস বর্ণনাকারী; য‘ঈফাহ্ ৫৮।

Scanned by CamScanner

(٣) بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অধ্যায়-৩ : আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠١٩ -[١] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهٗ لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِيْ بَكْرٍ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّيْ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০১৯-[১] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : লোকেদের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ ও সাহচর্য দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আর বুখারীতে أَبُو بَكْرٍ -এর স্থলে أَبَا بَكْرٍ রয়েছে। যদি আমি কাউকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বাক্‌র-কেই বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, কিন্তু তাঁর সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও (দীনী) মুহাব্বাত রয়েছে। (অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন,) মাসজিদে আবূ বাক্‌র-এর জানালা ব্যতীত আর কোন দরজা যেন অবশিষ্ট না থাকে। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে- (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন) যদি আমি আমার রব্ ব্যতীত আর কাউকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বাক্‌র-কেই আমি বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬০]

ব্যাখ্যা : (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا) এ প্রসঙ্গে ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, খলীল বলা হয় সেই প্রিয় ব্যক্তিকে যার উপর বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনের তাগিদে নির্ভরশীল হতে হয়। এখানে خَلِيلًا শব্দের উৎস বা মূল হলো الخلة যার অর্থ হলো হাজত বা প্রয়োজন। অতএব এর ভাবার্থ হলো এই, যদি আমি সৃষ্টজীবের মধ্য হতে কাউকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে বিভিন্ন প্রয়োজনে তার কাছে যেতাম এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার উপর নির্ভরশীল হতাম।

(لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا) তাহলে আমি আবূ বাক্‌রকেই বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। যেহেতু সার্বিক অবস্থায় এবং সকল কাজে আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হতে হয় এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হয় তাই সৃষ্টিজীবের কাউকে আমি খলীল হিসেবে গ্রহণ করিনি।

---

[৮৬০] সহীহ : বুখারী : ৪৬৬, মুসলিম ২-(২৩৮২), তিরমিযী ৩৬৫৫, ইবনু মাজাহ ৯৩, সহীহুল জামি' ২০০৭, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৫০৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ১৯০৪৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১২০৫, মুসনাদে বায্‌যার ২০৫২, মুসনাদে আহমাদ ৪৪১৩, আবূ ইয়া'লা ৫১৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৯৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১০২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বরানী ৯৯৫৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৭৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৭৮৮।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে খলীলুল্লাহ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর খলীল বা বন্ধু। এখানে خَلِيلًا শব্দটি الخصلة বা চরিত্র অর্থে এসেছে। কারণ ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে বিশেষভাবে উত্তম চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবরাহীম আলায়হিস সালাম আল্লাহর খলীল হওয়ার ব্যাপারে আরো কিছু মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর কারণ হলো তিনি আল্লাহর জন্যই মানুষকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর জন্যই মানুষের সাথে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। আবার কেউ বলেছেন, তাঁকে উত্তম চরিত্র আর উন্নত গুণাবলি দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অতএব ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর ওপর আল্লাহর বন্ধুত্বের অর্থ হলো আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন এবং পরবর্তী সকল জাতির জন্য ইমাম বা পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন।

ইবনু ফুরাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, الخلة বা খলীলের অর্থ হলো, আড়াল বা অদৃশ্যতার সাথে থেকেও আল্লাহর জন্য স্বচ্ছ ভালোবাসা প্রদর্শন করা। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হা. ৬০১৯)

(خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ) শব্দের অর্থ হলো ঘরের ভেতর আলো প্রবেশের জন্য দেয়ালের উপরে ছাদ বরাবর ছোট জানালা বিশেষ। যাকে আমরা ভেন্টিলেটর বলি। কেউ কেউ বলেছেন, একঘর থেকে অন্য ঘরে বা একরুম থেকে অন্যরুমে চলাচলের জন্য ছোট দরজা।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁর সর্বশেষ খুত্বায় আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন। অতএব এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই হবেন রসূলের পরে মুসলিমদের খলীফাহ্। কোন কোন মুহাদ্দিস خَوْخَةٌ এর উদ্দেশ্য ধরেছেন আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীর ঘরের দরজা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন শুধু 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে আদেশ করেননি।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, হা. ৬০১৯)

٦٠٢٠ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬০২০-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বাক্র-কেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার (দীনী) ভাই ও সাথি। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথিকে খলীফারূপে গ্রহণ করেছেন। (মুসলিম)[৮৬১]

٦٠٢١ - [٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا وَلَا وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي» كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ": «أَنَا أَوْلَى» بَدَلَ «أَنَا وَلَا»

---

[৮৬১] সহীহ : মুসলিম ৩-(২৩৮৩), মুসনাদে আহমাদ ৪১৮২, আবূ ইয়া'লা ৫২৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৫৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১০৪।

Scanned by CamScanner

৬০২১-[৩] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রোগশয্যায় আমাকে বললেন, তোমার পিতা আবূ বাক্‌র এবং তোমার ভাইকে আমার কাছে ডেকে আন, আমি তাদেরকে বিশেষ একটি লেখা লিখে দেব। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, আমিই হাক্বদার, অথচ সে তার হাক্বদার নয়। আল্লাহ তা'আলা এবং ঈমানাদার লোকেরা আবূ বাক্‌র ছাড়া কাউকে খলীফাহ্ হিসেবে মেনে নেবেন না। [মুসলিম তাঁর হুমায়দী-এর কিতাবে «أَنَا أَوْلَى» "আমি অধিক যোগ্য"-এর পরিবর্তে «أَنَا وَلَا» "আমি যোগ্যতম" বর্ণিত হয়েছে][৮৬২]

ব্যাখ্যা : (حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا) রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে আদেশ করলেন, আবূ বাক্‌র এবং তার ভাই 'আবদুর রহমান-কে ডেকে আনার জন্য। ঐ সময় রসূল ﷺ অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। হয়তোবা তিনি খুব শীঘ্রই ইন্তিকাল করবেন এমন সংবাদ আল্লাহর পক্ষ হতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী খলীফার দায়িত্ব আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-কে দেয়ার জন্য মনস্থির করলেন। এজন্য লিখিত আকারে রসূলের পক্ষ হতে খলীফার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আবূ বাক্‌র رضي الله عنه এবং তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমানকে ডাকলেন।

লিখিত আকারে দায়িত্ব অর্পণের হিকমাত ছিল এই যে, কোন লোক যেন এ কথা বলতে না পারে আমিই খিলাফাতের অধিক হাক্বদার এবং যোগ্য। অথবা আমি আবূ বাক্‌র-এর কথা বিশ্বাস করি না এবং তাকে মানিও না।

তাই খিলাফাতের ব্যাপারে মুনাফিক্ব এবং রাফিযীদের মতানৈক্য চিরতরে বাতিল করার জন্য রসূল ﷺ এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

মুসলিমের শার্‌হতে আরো বলা হয়েছে যে, 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর ভাই 'আবদুর রহমান-কে ডাকা হয়েছিল খলীফার নিয়োগপত্র লেখার জন্য।

এ হাদীস থেকে আমরা কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হতে পারি যেগুলো ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে যেমন,

১. উক্ত হাদীসে আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর মর্যাদা ও সম্মানের প্রকাশ্য দলীল রয়েছে।

২. এ হাদীসে রসূলের মৃত্যুর পর যে সকল মতানৈক্য এবং বিশৃঙ্খলা ঘটবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শার্‌হুন্ নাবাবী ১৫শ হা. ২৩৮৭)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর খিলাফাত সম্পর্কে বলেছেন, উক্ত হাদীসটি আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের জন্য প্রমাণ বহন করে যে, আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর খিলাফাত সরাসরি রসূল ﷺ-এর পক্ষ হতে স্পষ্ট কোন নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। বরং আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর মর্যাদা ও অগ্রগামিতার কারণে তাঁর কাছে খিলাফাতের বায়'আতের জন্য সকল সহাবী ঐকমত্য পোষণ করেন।

এখানে যদি কোন স্পষ্ট দলীল বা সে থাকত তাহলে খিলাফাতের দায়িত্ব নিয়ে আনসারদের ও অন্যদের মাঝে দ্বন্দ্ব হত না।

পক্ষান্তরে 'আলী رضي الله عنه সম্পর্কে শী'আদের যে নস রয়েছে তা সকল মুসলিমের ঐকমত্যে বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৬২] সহীহ : মুসলিম ১১-(২৩৮৭), মুসনাদে আহমাদ ২৫১৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৯৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭০৮১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৫৬৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৩১।

Scanned by CamScanner

٦٠٢٢ - [٤] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِيْ شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِيْ فَأْتِيْ أَبَا بَكْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০২২-[৪] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক মহিলা নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলো এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলল। তিনি (ﷺ) তাকে আবার আসতে বললেন। তখন মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আচ্ছা বলুন তো, আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই তখন কি করব? মহিলাটি যেন তাঁর (নাবী (ﷺ)-এর) ইন্তিকালের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবূ বাক্‌র-এর কাছ এসো। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬৩]

ব্যাখ্যা : «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِيْ فَأْتِيْ أَبَا بَكْرٍ» ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখিত হাদীসাংশের ব্যাপারে বলেন, এখানে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর খিলাফাত লাভের ব্যাপারে কোন নস বা প্রমাণ নেই। বরং গায়িবের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁকে যা জানিয়েছেন সেটাই সংবাদ দিয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٢٣ - [٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ». فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ فِيْ آخِرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০২৩-[৫] 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁকে যাতুস্ সালাসিল-এর সৈন্যবাহিনীর ওপর নেতা নিযুক্ত করে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে নাবী (ﷺ)-এর কাছ এসে প্রশ্ন করলাম, মানুষের মধ্যে কোন লোকটি আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি (ﷺ) বললেন, তাঁর পিতা (আবূ বাক্‌র (রাঃ))। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর কোন্ লোকটি? তিনি (ﷺ) বললেন, 'উমার। অতঃপর আমি এভাবে প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি (ﷺ) আরো কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করলেন। এরপর আমি চুপ হয়ে গেলাম এ আশঙ্কায় যে, সম্ভবত আমার নাম সকলের শেষে পড়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬৪]

٦٠٢٤ - [٦] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ. وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: عُثْمَانُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ قَالَ: «مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৮৬৩] সহীহ : বুখারী ৩৬৫৯, মুসলিম ১০-(২৩৮৬), মুসনাদে আহমাদ ১৬৮০১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩১১৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৫৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৩২।

[৮৬৪] সহীহ : বুখারী ৩৬৬২, মুসলিম ৮-(২৩৮৪), তিরমিযী ৩৮৮৫, ইবনু মাজাহ ১০১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৪৬২০, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৩৯৯, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ২৯৫, মুসনাদে আহমাদ ১৭৮৪৪, আবূ ইয়া'লা ৭৩৪৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১০৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৬৪৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৪৮০।

Scanned by CamScanner

৬০২৪-[৬] মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ-এর পর কোন্ লোকটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি (ﷺ) বললেন, আবূ বাক্‌র (রাঃ)। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর কোন্ লোক? তিনি (ﷺ) বললেন, 'উমার (রাঃ)। আমার আশঙ্কা হলো এবার তিনি (ﷺ) 'উসমান (রাঃ)-এর কথা বলবেন। তাই আমি বললাম, অতঃপর তো আপনিই (উত্তম)। তিনি বললেন, আমি তো অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে একজন সাধারণ লোক। (বুখারী)[৮৬৫]

ব্যাখ্যা : (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ) মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফী তিনি 'আলী (রাঃ)-এর ছেলে। তিনি ফাত্বিমাহ্ (রাঃ)-এর ঔরসজাত নন তবে অন্য স্ত্রী বা দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করেন।

(قَالَ: «مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ») বর্ণিত হাদীসটি আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর মর্যাদা সম্পর্কিত একটি হাদীস। উক্ত হাদীসটিতে রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর উত্তম ব্যক্তি হিসেবে রসূল ﷺ যেভাবে বিভিন্ন সময় ইঙ্গিত বা সরাসরি ঘোষণা দিয়েছেন অনুরূপভাবে সহাবীরাও আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে রসূলের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে মান্য এবং গণ্য করতেন।

বর্ণিত হাদীসে সহাবায়ি কিরামের বিনয়াবনতার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁরা একে অপরের প্রতি যথেষ্ট সম্মান এবং বিনয় প্রকাশ করতেন। অহংকার বা লোভ তাদের ভেতরে ছিল না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী হা. ৩৬৭১)

٦٠٢٥ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِىْ بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِأَبِىْ دَاوُدَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَيٌّ: أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهٗ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ.

৬০২৫-[৭] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর যামানায় আমরা কাউকেও আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর সমতুল্য মনে করতাম না। তারপর 'উমার (রাঃ)-কে এবং তারপর 'উসমান (রাঃ)-কে মর্যাদা দিতাম। অতঃপর নাবী ﷺ-এর অন্যান্য সহাবীদের সম্মান সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করতাম। তাদের মাঝে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতাম না। (বুখারী)[৮৬৬]

আর আবূ দাউদ-এর এক বর্ণনাতে আছে, ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেছেন : নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, নাবী ﷺ-এর উম্মাতের মধ্যে তাঁর পরে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান লোক হলেন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) তারপর 'উমার, তারপর 'উসমান (রাঃ)।

ব্যাখ্যা :(ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ) ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) 'আলী (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেননি। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এখানে ইবনু 'উমার (রাঃ) বয়সের দিকে থেকে ঐসব প্রবীণ এবং মান্যবর সিনিয়র সহাবীদের নামের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যাদের নিয়ে রসূল ﷺ বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাছাড়া 'আলী (রাঃ) নাবী ﷺ-এর যুগে

---

[৮৬৫] সহীহ : বুখারী ৩৬৭১, আবূ দাউদ ৪৬২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮০৫৩।
[৮৬৬] সহীহ : বুখারী ৩৬৯৭, আবূ দাউদ ৪৬২৭।

Scanned by CamScanner

বয়সে ছোট ছিলেন। তিনি [খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ)] আরো বলেন : ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর দ্বারা তাঁকে অবজ্ঞা করতে চাননি এবং 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরে-ই যে তাঁর মর্যাদা এতেও তিনি কোন তারতম্য করেননি। (ফাতহুল বারী হা. ৩৬৯৭, মিরক্বাতুল মাফাতীহ হা. ৬০২৫)

এখানে সুস্পষ্ট যে, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এই নাফী দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তারা মর্যাদার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতেন। অতএব তাদের কাছে তিনজনের মর্যাদা বেশি স্পষ্ট হত, তাই তারা এই তিনজনের মর্যাদা দৃঢ়তার সাথে বলতেন কিন্তু তখন তারা অন্য কোন দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। ইমাম বাযযার 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি বর্ণনা উক্ত কথাকে আরো শক্তিশালী করে ইবনু মাস্‌'উদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করতাম মাদীনাবাসীর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

«كنا نترك» ইমাম কারমানী বলেন, এমনটি হতে পারে যে, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। উক্ত ঘটনা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কিছু সময়ের জন্য ছিল পরবর্তীতে যখন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল তখন আর এমনটি ঘটেনি। (ফাতহুল বারী হা. ৩৬৯৭)

(أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ) অর্থাৎ যারা হলেন নাবীগণের পর উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি অথবা নাবী জীবিত থাকা অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٢٦ - [٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০২৬-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন লোক আমাদের প্রতি যে কোন ধরনের দয়া করেছে, আমরা তার প্রতিদান দিয়েছি, আবূ বাক্‌র-এর দয়া ছাড়া। তিনি আমাদের প্রতি যে দয়া করেছেন, আল্লাহ তা'আলাই ক্বিয়ামাতের দিন তাঁকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন। আর কারো ধন-সম্পদ আমাকে ততখানি উপকৃত করতে পারেনি, যতখানি আবূ বাক্‌র-এর মাল আমাকে উপকৃত করেছে। আর আমি যদি (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে) খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বাক্‌র-কেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। জেনে রাখ! তোমাদের সাথি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর খলীল (বন্ধু)। (তিরমিযী)[৮৬৭]

ব্যাখ্যা : (أَنْتَ صَاحِبِيْ فِي الْغَارِ) মাক্কায় অবস্থিত "সাওর" নামক গুহার সাথি, কাফিরদের ভূখণ্ড হতে হিজরতের সময় উভয়ে এ গুহায় অবস্থান নিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ সূরাহ্ আত্ তাওবার ৪০নং আয়াতে বলেন, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

[৮৬৭] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৬১, ইবনু মাজাহ ৯৪, সহীহুল জামি' ৫৬৬১।

Scanned by CamScanner

এখানে সঙ্গী হওয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে :

১) বিশেষ করে গুহায় অবস্থান করার সময় সঙ্গী।

২) আল্লাহর সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে সঙ্গী। মুফাস্‌সিরগণ একমত হয়েছেন যে, আয়াতে সঙ্গী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আবূ বাক্‌র। এ সুহবাত বা সঙ্গী হওয়াকে যে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে, কেননা সে স্পষ্ট দলীল অস্বীকার করল। অর্থাৎ কুরআনী দলীল অস্বীকার করল।

'উমার ‘উসমান ও 'আলী -এর সুহবাত অস্বীকার করার কথা ভিন্ন। কেননা তাঁদের ব্যাপারে কুরআনী দলীল নেই।

(عَلَى الْحَوْضِ) এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি উভয় জগতে তাঁর [নাবী -এর] সঙ্গী। যেমন- তিনি এখন ক্ববরের জগতে তাঁর সঙ্গী। যেমন মুসনাদুল ফিরদাওসে বর্ণিত আছে, ১নং খণ্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা, হা. ১৭৮০।

'আয়িশাহ্ বর্ণনা করেন, দুনিয়া ও আখিরাতে আবূ বাক্‌র আমার ভাই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٢٧ -[٩] وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০২৭-[৯] 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র আমাদের সরদার, আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের সকলের চেয়ে রসূলুল্লাহ -এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। (তিরমিযী)[৮৬৮]

٦٠٢٨ -[١٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০২৮-[১০] ইবনু 'উমার রসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব -কে লক্ষ্য করে বলেছেন, তুমি আমার (সাওর) গুহার সঙ্গী এবং হাওযে কাওসারে আমার সাথি। (তিরমিযী)[৮৬৯]

٦٠٢٩ -[١١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِيْ لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬০২৯-[১১] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে দলে বা সমাবেশে আবূ বাক্‌র উপস্থিত থাকবেন, সেখানে তিনি ছাড়া অন্য কারো ইমামতি করা উচিত হবে না। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৮৭০]

ব্যাখ্যা : «لَا يَنْبَغِيْ لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ» তাঁর চেয়ে উত্তম লোক দ্বিতীয় আর কেউ নেই আর তাঁদেরকে নাবী এরূপ কথা বলেছেন। অতঃপর যখন এটা সাব্যস্ত হয়ে গেল তিনিই সকল সহাবীর

[৮৬৮] হাসান : তিরমিযী ৩৬৫৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৯৬৬, বুখারী ৩৭৫৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০০৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৪২১।

[৮৬৯] সানাদ য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৭০, কারণ সুলায়মান ইবনু ক্বরম য'ঈফ; য'ঈফাহ্ ২৯৫৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৯৫৯।

[৮৭০] খুবই য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৭৩, য'ঈফাহ্ ৪৮২০, য'ঈফুল জামি' ৬৩৭১; ঈসা ইবনু মায়মূন য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ৪৮২০।

Scanned by CamScanner

চেয়ে উত্তম। তখন এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল, তিনিই প্রকৃত খিলাফাতের হাক্বদার। অতএব ফাযেল তথা উত্তম ইমামের উপস্থিতিতে মাফযুল ইমামকে খলীফাহ্ বানানো সমিচীন নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

«قال : نعم» এমন একটি দল থাকবে যাদেরকে জান্নাতের সকল দরজা হতে ডাকা হবে। তাদের সম্মান ও মহত্ত্বের দরুন এবং অধিক পরিমাণ সলাত, জিহাদ, সিয়াম ও বিভিন্ন প্রকারের ভালো কর্ম থাকার কারণে।

«وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» 'আলিমগণ বলেছেন : আশা আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ এবং তাঁর নাবী হতে প্রমাণিত সত্য। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৬৮২)

٦٠٣٠ -[١٢] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَصَدَّقَ وَوَافَقَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ مَالًا فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا. قَالَ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِىْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» فَقُلْتُ: مِثْلَهُ. وَأَتٰى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ؟ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟». فَقَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: لَا أَسْبِقُهُ إِلٰى شَيْءٍ أَبَدًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৬০৩০-[১২] 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ করলেন। (সৌভাগ্যবশত) সে সময় আমার কাছে প্রচুর সম্পদ ছিল। তখন আমি (মনে মনে) বললাম, (দানের প্রতিযোগিতায়) যদি আমি কোনদিন আবূ বাক্‌র-এর উপর পারি, তবে আজকের দিনেই আবূ বাক্‌র-এর উপরই জিতে যাব। 'উমার রাঃ বলেন, অতঃপর আমি আমার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কি (পরিমাণ) রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ অর্থাৎ এর অর্ধেক। আর আবূ বাক্‌র-এর কাছে যা কিছু ছিল তিনি সম্পূর্ণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। এবার রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ বাক্‌র! পরিবার-পরিজনের জন্য আপনি কি রেখে এসেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। 'উমার রাঃ বলেন, তখন আমি (মনে মনে) বললাম, আর আমি কখনো কোন ক্ষেত্রে তাঁর উপর জিততে পারব না। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৮৭১]

ব্যাখ্যা : (إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا) হলো শারতিয়্যা যেটা প্রমাণ বহন করে পূর্বের কোন বিষয়ের বদলা গ্রহণ করাকে।

অথবা ইবারতে গোপন আছে, আমি যদি আজ দানে তার অগ্রগামী হতে পারি তাহলে এটা হবে পূর্বেকার বদলা। কেউ কেউ বলেন, إِنْ হলো নাফিয়া তখন অর্থ হবে ইতোপূর্বে আমি দানে কখনো তার অগ্রগামী হতে পরিনি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৬৮৪)

(أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ) আমি পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি রেখে এসেছি।

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, নাবী ﷺ তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মাঝে ব্যবধান হলো যেমন ব্যবধান রয়েছে তোমাদের সাক্ষ্য দানে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৭১] হাসান : তিরমিযী ৩৬৭৫, আবূ দাঊদ ১৬৭৮, সহীহ আবূ দাঊদ ১৪৭৩, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৪, মুসনাদে বায্যার ১৫৯, দারিমী ১৬৬০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৫১০।

Scanned by CamScanner

(لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ) মর্যাদার দিক হতে আমি কখনো তার অগ্রে যেতে পারব না। কেননা যখন তার কাছে অঢেল পরিমাণ সম্পদ ছিল আর আবূ বাক্‌র -এর কাছে স্বল্প পরিমাণ সম্পদ ছিল তখনই তার অগ্রে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অন্য অবস্থায় তো অধিক যুক্তিসঙ্গত যে তার অগ্রে যেতে পারবেন না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ৩৬৮৪)

٦٠٣١ - [١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ». فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৩১-[১৩] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। একদিন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রসূলুল্লাহ -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে (লক্ষ্য করে) বললেন, আপনি জাহান্নামের আগুন হতে আল্লাহর 'আতীক্ব (আযাদপ্রাপ্ত)। সেদিন হতে তিনি 'আতীক্ব উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। (তিরমিযী)[৮৭২]

ব্যাখ্যা : (فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا) ইমাম ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) তালক্বিহ নামক গ্রন্থে আবূ বাক্‌র -কে 'আতীক্ব উপাধি দেয়ার ব্যাপারে তিনটি উক্তি উল্লেখ করেছেন, ১) নাবী বলেছেন, যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেখতে চায় সে যেন আবূ বাক্‌র -কে দেখে। ২) মূসা ইবনু ত্বলহাহ্ বলেন, 'আতীক্ব নামটি তার মা রেখেছিলেন। ৩) রায়সি ইবনু সা'দ বলেন, তার সুন্দর চেহারার জন্য এ নাম রাখা হয়।

ইবনু কুতায়বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী তাকে এ উপাধি দেন তার সুন্দর চেহারার জন্য। লেখক বলেন, প্রথম উক্তিটিই গ্রহণযোগ্য। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ৩৬৮৮)

(«أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ». فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا) ইমাম রাগিব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আতীক্ব হলো যে ব্যক্তি সময় স্থান অথবা উঁচু স্তরের দিক হতে অগ্রগামী। এ জন্যই পুরাতন ও মূল্যবান কিছুকে 'আতীক্ব বলা হয় এবং যারা দাসত্ব হতে মুক্ত হয় তাদেরকেও 'আতীক্ব বলা হয়।

বায়তুল্লাহ বা কা'বাহ্ ঘরক 'আতীক্ব বলা হয় তার সম্মানের জন্য অথবা প্রাচীনতম হওয়ার দিক থেকে অথবা উঁচু স্থানে হওয়ার দিক থেকে, কেননা তাকে তুফানে তলিয়ে যাওয়া হতে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং অত্যাচারী শাসকের হস্তক্ষেপ হতে রক্ষা করা হয়েছে।

(فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا) ঐ দিন হতে আবূ বাক্‌র-এর উপাধি দেয়া হয় 'আতীক্ব।

লেখক বলেন, তার নাম হলো 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমান আবূ কুহাফা সপ্তম পূর্বপুরুষ গিয়ে নাবীর বংশের সাথে মিলেছে। তিনি ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ। তিনি শুভ্র ছিলেন, হালকা পাতলা গঠনের, উজ্জ্বল চেহারার ডাবা চক্ষু বিশিষ্ট গালদ্বয় ক্ষীণকায়।

জন্ম : তিনি ফীলের ঘটনার দুই বছর চার মাস পর বা কিছুদিন বাকী থাকতে মাক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যু : তিনি তের হিজরী জুমাদাল আখেরা মাসের আটদিন অবশিষ্ট থাকতে মঙ্গলবার রাতে মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ৬৩ বছর বয়সে মাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার স্ত্রী আসমা' বিনতু উমায়স-কে গোসলের জন্য ওয়াসিয়্যাত করেন। 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব তাঁর জানাযার সলাত আদায় করান। তার খিলাফাতকাল ছিল দুই বছর চার মাস ১০দিন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৭২] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৭৯, সহীহুল জামি' ১৪৮২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৬৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৫৫৭।

Scanned by CamScanner

٦٠٣٢ -[١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِيْ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَيُحْشَرُوْنَ مَعِيْ ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتّٰى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৩২-[১৪] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (ক্বিয়ামাতের দিন) জমিন বিদীর্ণ হয়ে যারা উত্থিত হবে, তাদের মাঝে আমি হব প্রথম, তারপর আবূ বাক্র, তারপর 'উমার। অতঃপর আমি জান্নাতুল বাক্বী' ক্বরস্থানবাসীদের কাছে আসব এবং তাদের সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে। এরপর মাক্কাবাসীদের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকব। পরিশেষে উভয় হারামায়নের তথা মাক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝামাঝি সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে। (তিরমিযী)[৮৭৩]

٦٠٣٣ -[١٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِيْ يَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِيْ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ وَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ مَعَكَ حَتّٰى أَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৬০৩৩-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন জিবরীল আলায়হিস সালাম আমার কাছে আসলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে জান্নাতের ঐ দরজাটি দেখালেন, যেটি দিয়ে আমার উম্মাত প্রবেশ করবে। তখন আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাঃ) বললেন, কতই না খুশি হতাম হে আল্লাহর রসূল ﷺ! যদি আমি আপনার সাথে থেকে ঐ প্রবেশদ্বারটি দেখতে পারতাম। এটা শোনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জেনে রাখ, হে আবূ বাক্র! আমার উম্মাতের মাঝে তুমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবূ দাউদ)[৮৭৪]

٦٠٣٤ -[١٦] عَنْ عُمَرَ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَبَكٰى وَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِيْ كُلَّهُ مِثْلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ أَمَّا لَيْلَتُهُ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَارِ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ قَالَ: وَاللهِ لَا تَدْخُلُهُ حَتّٰى أَدْخُلَ قَبْلَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِيْ دُونَكَ فَدَخَلَ فَكَسَحَهُ وَوَجَدَ فِيْ جَانِبِهِ ثُقْبًا فَشَقَّ إِزَارَهُ وَسَدَّهَا بِهِ وَبَقِيَ مِنْهَا اثْنَانِ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ادْخُلْ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَنَامَ فَلُدِغَ أَبُو بَكْرٍ فِيْ رِجْلِهِ مِنَ الْجُحْرِ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَنْ يَنْتَبِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلٰى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟» قَالَ: لُدِغْتُ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ فَتَفِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ ثُمَّ انْتَقَضَ عَلَيْهِ وَكَانَ سَبَبَ مَوْتِهِ وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ

[৮৭৩] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৯২, য'ঈফুল জামি' ১৩১০; কারণ 'আসিম হলেন 'আবদুল্লাহ-এর ভাই য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ২৯৪৯।

[৮৭৪] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৬৫২, য'ঈফুল জামি' ৬৫, কারণ আবূ খালিদ আদ্ দালানী য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ১৭৪৫।

Scanned by CamScanner

رَسُولُ اللهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ وَقَالُوا: لَا نُؤَدِّىْ زَكَاةً. فَقَالَ: لَوْ مَنَعُونِىْ عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَأَلَّفِ النَّاسَ وَارْفُقْ بِهِمْ. فَقَالَ لِىْ: أَجَبَّارٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِى الْإِسْلَامِ؟ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْىُ وَتَمَّ الدِّيْنُ أَيَنْقُصُ وَأَنَا حَىٌّ؟. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৬০৩৪-[১৬] 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন তাঁর সামনে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه-এর আলোচনা উঠল। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি অন্তর থেকে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, হায়! আমার গোটা জীবনের 'আমালসমূহের যদি আবূ বাক্‌র-এর জীবনের দিনসমূহের এক দিনের 'আমালের সমান হত এবং তাঁর জীবনের রাত্রসমূহের মধ্য হতে এক রাত্রির 'আমালের সমান হত। তাঁর ঐ রাত্র হলো সে রাত্র, যে রাত্রিতে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে গারে সাওরের দিকে যাত্রা করেন। তাঁরা উভয়ে যখন ঐ গুহার নিকটে পৌছলেন, তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি এখন গুহার ভিতরে প্রবেশ করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আপনার আগে তার ভিতরে প্রবেশ করি, আক্রমণকারী কোন শত্রু বা কীটপতঙ্গের আক্রমণ হলে তা আপনার পরিবর্তে আমার উপর দিয়েই যাক। এই বলে তিনি গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং তার ভিতরাংশকে ঝাড়পোছ করে পরিষ্কার করে নিলেন। অতঃপর তার এক পার্শ্বে কয়েকটি ছিদ্র দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজের ইজার ছিঁড়ে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে দু'টি ছিদ্র অবশিষ্ট থেকে গেল। ঐ ছিদ্র দু'টির মুখে তিনি নিজের পা দু'টি রেখে বন্ধ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি বললেন, প্রবেশ করুন। অতঃপর রসূল ﷺ তার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه-এর উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় ঐ ছিদ্র হতে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه-এর পা (সাপ বা বিচ্ছু কর্তৃক) দংশিত হলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘুম ভেঙ্গে যাবে এ আশঙ্কায় তিনি এতটুকুও নড়াচড়া করলেন না। তবে তাঁর চোখের পানি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারাতে পড়ল। তখন তিনি বললেন, হে আবূ বাক্‌র! তোমার কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি দংশিত হয়েছি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ক্ষতস্থানে স্বীয় থুথু লাগিয়ে দিলেন। ফলে তিনি যে বিষ-যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, তা দূর হয়ে গেল। এরপর উক্ত বিষক্রিয়া তাঁর উপর আবার দেখা দিল এবং এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো। আর তাঁর সে দিনটি হলো- যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর 'আরববাসীরা মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা বলল, আমরা যাকাত প্রদান করব না। তখন তিনি বলেছিলেন, 'যদি তারা একটি রশি প্রদানেও অস্বীকার করে, আমি নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' তখন আমি বলেছিলাম, হে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খলীফাহ্! মানুষের সাথে হৃদ্যতা প্রদর্শন করুন এবং তাদের সাথে কোমল আচরণ করুন। উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, অন্ধকার যুগে তুমি তো ছিলে বড়ই বাহাদুর, এখন ইসলামের পর কি তুমি কাপুরুষ হয়ে পড়লে? জেনে রাখ, নিশ্চয় ওয়াহী আসার ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে এবং দীন পূর্ণ হয়ে গেছে। দীন হ্রাস পাবে আর আমি জীবিত? (তা কখনো হতে পারে না)। (রযীন)[৮৭৫]

[৮৭৫] বায়হাক্বী'র দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ (২/৪৭৭) কিতাবে আলবানীর তাহক্বীক্ব পাওয়া যায়নি, তবে ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন।

Scanned by CamScanner

(٤) بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ رضي الله عنه

অধ্যায়-৪ : 'উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠٣٥ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৩৫-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের মাঝে কিছু লোক মুহাদ্দাস ছিল। এমন কেউ আমার উম্মাতের মধ্যে যদি থাকে, তবে সে 'উমারই হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৬]

ব্যাখ্যা : (مُحَدَّثُونَ) 'আলিমগণ উক্ত শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে ইখতিলাফ করেছেন :

১. অধিকাংশ 'আলিম বলেন, এমন ব্যক্তি যাকে ইলহাম করা হয়।

২. কেউ কেউ বলেন, এমন ব্যক্তি যে ভালো ও সৎ ধারণা করে থাকে।

৩. আবূ আহমাদ আল আসকারী দৃঢ়তার সাথে বলেন, এমন ব্যক্তি যার অন্তরে উচ্চপদস্থ মালায়িকার (ফেরেশতাদের) হতে কোন কিছু জাগিয়ে দেয়া হয় আর সেটা এমন হয়ে যায় যেন অন্য কেউ বলেছে।

৪. বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তির কথায় উদ্দেশ্য ছাড়া-ই সত্য বের হয়ে আসে।

৫. কেউ কেউ বলেন, নুবুওয়্যাত ছাড়া মালাক (ফেরেশতা) যার সাথে কথা বলে।

উক্ত উক্তির সমর্থনে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ' সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! কিভাবে সে কথা বলে থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, মালাক তার ভাষায় কথা বলে।

৬. 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদীসে রয়েছে, محدث হলো যাকে সঠিক ইলহাম করা হয় আর যেটা সে মুখ দিয়ে প্রকাশ করে থাকে। (ফাতহুল বারী হা. ৩৬৮৯)

(১) (وَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي) উক্ত উক্তিটি সন্দেহ পোষণের উদ্দেশে বর্ণিত হয়নি। কেননা তাঁর উম্মাত হলো সকল উম্মাতের মাঝে শ্রেষ্ঠ। অতএব যখন অন্যান্য উম্মাতের মাঝে মুহাদ্দিসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তখন তাঁর উম্মাতের মাঝে পাওয়া যাওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত। (২) কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য অংশটুকু দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়, আমার যদি কোন বন্ধু থেকে থাকে তাহলে অমুক আমার বন্ধু। এ বাক্য দ্বারা সে তার বন্ধুগণের সম্পর্ক দূর করতে চেয়েছে, যাতে কোন কোন সন্দেহ নেই। কারণ বানী ইসরাঈলের মাঝে এরূপ লোকের অস্তিত্ব থাকা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা যখন তাদের মাঝে কোন নাবী থাকতেন না তখন তারা এ সকল লোকের দিকে মুখাপেক্ষি হতেন। কিন্তু এই উম্মাত এ সকল লোকের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। কুরআনের উপস্থিতি ও নতুন নাবীর আগমনের সম্ভবনা না থাকায়।

---

[৮৭৬] সহীহ : বুখারী ৩৬৮৯, মুসলিম ২৩-(২৩৯৮), মুসনাদে আহমাদ ৮৪৪৯।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুহাদ্দাস হলো যাকে পরিপূর্ণ ইলহাম করা হয় এবং সততার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর স্তরে পৌছে যায়। এর অর্থ হলো, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের মাঝে কিছু নাবী ছিলেন যাঁদের প্রতি ইলহাম করা হত। যদি আমার উম্মাতের মাঝে এরূপ কেউ হয়ে থাকে তাহলে তিনি 'উমার رضي الله عنه হলেন। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো 'উমার رضي الله عنه-এর মর্যাদা বর্ণনা করা।

(ফাতহুল বারী হা. ৩৬৮৯, মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ২৩৯৮)

(فَإِنَّهٗ عُمَرُ) ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুহাদ্দাস হলো যাদের কথা বার্তায় প্রকাশ পায়। তিনি হলেন এমন ব্যক্তি যিনি সত্য চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে যার অন্তরে কোন কিছু জাগিয়ে দেয়া হয় মর্যাদা সম্পূর্ণ মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) পক্ষ হতে আর সেটা এমন হয়ে যায় যেমন কোন ব্যক্তি কথা বলে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٣٦ - [٢] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهٗ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهٗ وَيَسْتَكْثِرْنَهٗ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ: أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِيْ كُنَّ عِنْدِيْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ» قَالَ عُمَرُ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِيْ وَلَا تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قُلْنَ: نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِيْهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: زَادَ الْبَرْقَانِيُّ بَعْدَ قَوْلِهٖ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ: مَا أَضْحَكَكَ.

৬০৩৬-[২] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (তাঁর কক্ষে) উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন কুরায়শ গোত্রের কতক মহিলা (নাবীর বিবিগণ) তাঁর কাছে বসে কথাবার্তা বলছিলেন এবং তাঁরা অতি উচ্চৈঃস্বরে তাঁর কাছ থেকে অধিক (খোরপোষ) দাবি করছিলেন। যখন 'উমার ফারূক رضي الله عنه অনুমতি চাইলেন, তখন মহিলাগণ উঠে জলদি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এরপর 'উমার ফারূক رضي الله عنه প্রবেশ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ হেসেছিলেন। 'উমার ফারূক رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সদা খুশি রাখুন। (তবে আপনার হাসার কারণ কি?) তখন নাবী ﷺ বললেন, আমি অবাক হয়েছি ঐ সকল মহিলাদের আচরণে, যারা এতক্ষণ আমার কাছে ছিল এবং তারা যখনই তোমার ধ্বনি শুনতে পেল, দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। তখন 'উমার ফারূক رضي الله عنه বললেন, ওহে স্বীয় জানের দুশমনেরা! তোমরা আমাকে ভয় কর, আর রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয় করো না? তাঁরা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তুমি যে অধিকতর রুক্ষ ও কঠোরভাষী। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে খত্ত্বাব-এর পুত্র! এদের কথা ছাড়। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শায়ত্বন তোমাকে যে পথে চলতে দেখতে পায়, সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা অবলম্বন করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৭]

[৮৭৭] সহীহ : বুখারী ৩৬৮৩, মুসলিম ২২-(২৩৯৬), আবূ দাউদ ৫২৩৪, ইবনু মাজাহ ৩০১৩, মুসনাদে বায্যার ১১৮৪, মুসনাদে আহমাদ ১৬২৪, আবূ ইয়া'লা ৮১০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৩০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৭৮৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৪২৪।

Scanned by CamScanner

হুমায়দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ইমাম বারক্বানী (রহিমাহুল্লাহ) বৃদ্ধি করেছেন, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ!" শব্দের পর "কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে?" বাক্যটিকে বলেছেন।

ব্যাখ্যা : (وَعِنْدَهٗ نِسْوَةٌ) তাঁর নিকট মহিলাদের একটি দল ছিল।

(مِنْ قُرَيْشٍ) ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা হলেন 'আয়িশাহ্, হাফসাহ্, উম্মু সালামাহ্, যায়নাব বিনতু জাহ্শ ﷺ ও অন্যান্য মহিলাবৃন্দ।

তিনি আরো বলেন, তাঁরা ছিলেন নাবী ﷺ-এর স্ত্রী। এটাও সম্ভাব্য যে, তাঁদের সাথে অন্যান্য মহিলারাও ছিলেন।

(يُكَلِّمْنَهٗ وَيَسْتَكْثِرْنَهٗ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা নাবী ﷺ-এর নিকট আবেদন করছিলেন যে, তাদের ভরণ-পোষণ বাড়িয়ে দেয়া হোক।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী হা. ৩৬৮৩, শারহুন্ নাবাবী হা. ২৩৯৬)

(أَصْوَاتُهُنَّ) ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা হতে পারে নাবী ﷺ-এর আওয়াজের উপর আওয়াজ উঁচু করা নিষেধ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

এটাও হতে পারে যে, তাদের একত্রিত হওয়ার কারণে উচ্চশব্দ হচ্ছিল। এটা নয় যে, প্রত্যেকে তার আওয়াজ নাবী ﷺ-এর ওপর উঁচু করছিলেন।

আমি বলব : উক্ত কথার দলীল নয়, যে তাদের কথার শব্দ নাবীর কথার শব্দের চেয়ে উঁচু ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা এ সন্দেহ দূর হয়ে যায়। তিনি বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর সামনে উঁচু গলায় কথা বলো না।" (সূরাহ্ আল হুজুরা-ত ৪৯ : ২)

এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ অবস্থায় তারা তাদের অভ্যাসের তুলনায় নিচু থেকে একটু উঁচু গলায় কথা বলছিল নাবী ﷺ-এর সাথে তবে শিষ্টাচার ও ভদ্রতা বজায় রেখে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী হা. ২৩৯৬)

ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত ঘটনা ছিল নিষেধাজ্ঞার পূর্বের। কেউ কেউ বলেন, নিষেধাজ্ঞা ছিল পুরুষদের জন্য খাস। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ছিল সাবধানতা। (ফাতহুল বারী হা. ৩৬৮৩)

(أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ) উক্ত বাক্য দ্বারা বেশি হাসার জন্য দু'আ করা হয়নি বরং সর্বদা যেন আনন্দে থাকেন এরূপ দু'আ করা হয়েছে। এ বাক্যটির প্রমাণ নেই। তুমি কথা বলো, তাদের উত্তরের প্রতি লক্ষ করো না।

(إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ) ভাষাবিদগণ বলেন, যখন إِيهٍ শব্দটি যের ও তানভীনসহ হবে তখন অর্থ হবে কোন কথার সূচনা করো না। আর তানভীন ছাড়া অর্থ হবে কথা বলা হতে বিরত হও। যের এবং তানভীনসহ অর্থ হবে তুমি যা বলতে চাও আমাকে বল।

ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তানভীন ছাড়া অর্থ হবে তাদের তিরস্কার করা হতে বিরত হও।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিতব্যয়ী হওয়ার বিষয়টি তাঁর সত্তাগত দাবী তবে তার চেয়ে বেশি হওয়াটাকে প্রশংসা করেছেন। যেন তিনি বুঝাতে চেয়েছেন إِيهٍ শব্দ দ্বারা মিতব্যয়ী থেকে বেশি করা আর এদিকটাকে বড় করে তুলেছেন, যার কারণে এর পরেই বলেছেন ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাৎবাঃ হা. ৩৬৮৩)

(إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ) এখানে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মহা মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, কেননা উক্ত বাক্য সাক্ষ্য দেয় যে, তার ওপর শায়ত্বনের কোন ক্ষমতা চলে না। আরো বলা হয় যে, শায়ত্বন হতে রক্ষা করা হয়েছে। কারণ যখন তারা এক রাস্তায় চলে তখন শায়ত্বনের পলায়ন ছাড়া উপায় থাকে না। তবে এ কথা

Scanned by CamScanner

অস্বীকার করা হয় না। যে তার সাধ্য অনুযায়ী সুযোগ পেলে তাকে কুমন্ত্রণা দিবে না। যদি এ কথা বলা হয় যে, তাকে কুমন্ত্রণা দেয়ার সাহস নেই, তাহলে বুঝে নিতে হবে যেহেতু শায়ত্বন একই রাস্তায় চলতে বাধাগ্রস্ত হয় সেহেতু তার সাথে মিলিত হতে পারবে না ও কুমন্ত্রণা দিতে পারবে না, এটা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

(ফাতহুল বারী হা. ৩৬৮৩)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীস তার বাহ্যিক বিষয়ের উপর ধরা হবে। শায়ত্বন যখন তাকে প্রশস্ত রাস্তায় দেখে তখন সে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্হু-এর ভয়ে পলায়ন করে এবং এই রাস্তা ছেড়ে যায় অধিক কষ্টের কারণে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শায়ত্বন ও তার ধোঁকা দ্বারা একটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্হু শায়ত্বনের পথ ছেড়ে দেন এবং সঠিক পথে চলেন অথবা শায়ত্বন যা আদেশ করে তার বিপরীত চলেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٣٧ - [٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: هٰذَا بِلَالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ: لِمَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ". فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৩৭-[৩] জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (স্বপ্নযোগে অথবা মি'রাজের রাতে) আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম, এমন মুহূর্তে হঠাৎ আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু-এর স্ত্রী রুমায়সাহ্-কে দেখতে পেলাম এবং কারো পায়ে হাঁটার শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি প্রশ্ন করলাম, এ লোক কে? উত্তরে (ফেরেশতা) বললেন, ইনি বিলাল! এরপর আমি একটি প্রাসাদও অবলোকন করলাম, যার আঙ্গিনায় একজন কিশোরী বসা ছিল। আমি প্রশ্ন করলাম; এই দালানটি কার? তখন (সঙ্গী) মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) বললেন, এটা 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব-এর। তখন আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, ভিতরে প্রবেশ করে প্রাসাদটি দেখি, কিন্তু হে 'উমার! ঐ সময় তোমার আত্মমর্যাদার কথা আমার মনে পড়ে গেল (তাই প্রবেশ করলাম না)। তখন 'উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আন্হু বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি কি আপনার ওপর আত্মমর্যাদাবোধ করব? (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৮]

ব্যাখ্যা : (دَخَلْتُ الْجَنَّةَ) মি'রাজের রাত্রে অথবা উন্মোচনের জগতে অথবা স্বপ্নে । (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ) হাদীসে উল্লেখিত মহিলা হলেন উম্মু সুলায়ম আর রুমায়সাহ্ হলো তার সিফাত তার নাম হলো সাহলা।

কেউ কেউ বলেন, রুমায়লা। কেউ কেউ বলেন তার বোনের নাম উম্মু হারাম। আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উম্মু সুলায়ম-এর দুধ বোনের নাম।

ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো আবূ ত্বলহাহ্-এর অন্য কোন স্ত্রী।

---

[৮৭৮] সহীহ : বুখারী ৩৬৭৯, মুসলিম ২১-(২৩৯৫), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৯৯৩, আবূ ইয়া'লা ১৯৭৬, মুসনাদে বায্যার ৩৩৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৮৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯০০৫।

Scanned by CamScanner

(سَمِعْتُ خَشْفَةً) আবূ 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, خَشْفَةً হলো হালকা ও ক্ষীণ শব্দকে বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে সাঁপের চলার শব্দকে خَشْفَةً বলা হয়।

অতএব এখানে হাদীসের অর্থ হলো পায়ে চলার যে অনুভূতি শ্রবণ করা যায়।

ইমাম যাব্‌রা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, একটি আওয়াজ মির্‌ক্বাতের ব্যাখ্যাকার বলেন, জুতার আঘাতের শব্দ প্রকৃতপক্ষে নড়াচড়া করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ) ইবনু বাত্তল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে বিজ্ঞতা হলো প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ গুণ যা তার চরিত্র হতে জানা যায় তা বলা যায়। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কথাটি শুনে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, এ কান্নার কারণ হতে পারে সেটা আনন্দে অথবা বিনয় বা আগ্রহ প্রকাশের জন্য ছিল। (ফাতহুল বারী হা. ৩৬৭৯)

٦٠٣٨ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ» قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৩৮-[৪] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকেদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। তাদের গায়ে জামা ছিল। তাদের কারো জামা বুক অবধি পৌঁছেছিল। আবার কারো জামা ছিল তার নিম্নে। এরপর আমার সম্মুখে 'উমার ইবনুল খত্ত্বাবকে উপস্থিত করা হয়। তার দেহে এমন একটি দীর্ঘ জামা ছিল যে, তিনি তা হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এর ব্যাখ্যা কি করেছেন? তিনি (ﷺ) বললেন, তা হলো দীন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৯]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীনের উপর অটল থাকা আর তা টেনে নিয়ে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার মৃত্যুর পর মুসলিমদের মাঝে তার সুন্দর সুন্দর প্রভাব ও সুন্নাতগুলো অবশিষ্ট থাকা যাতে করে মৃত্যুর পরও যেন তার অনুসরণ করা হয়।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী হা. ২৩৯০)

হাদীসের সারমর্ম হলো : 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে। তার বিজয়ের প্রভাবটা জীবিত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকবে এবং মৃত্যুর পরও। কেননা দীন হলো মানুষকে একত্রিত করে ও রক্ষা করে এবং মতবিরোধ হতে বাঁচিয়ে রাখে, যেমন কাপড় মানুষকে রক্ষা করে ও বেষ্টন করে রাখে।

(وَمِنْهَا مَا دُونَ ذٰلِكَ) এখানে কাপড়ের স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া دُونَ শব্দের অর্থে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে, ১. তার চেয়ে ছোট কাপড়, ২. বড় কাপড়।

«يَجُرُّهُ» কাপড় লম্বা হওয়ার দরুন জমিনে হেঁচড়াচ্ছিল।

«قَالُوا» কতিপয় সহাবী যারা তখন উপস্থিত ছিলেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৭৯] সহীহ : বুখারী ৭০০৮, মুসলিম ১৫-(২৩৯০), তিরমিযী ২২৮৫, নাসায়ী ৫০১১, সহীহুল জামি' ২৮৬০, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৩৮৫, মুসনাদে আহমাদ ১১৮৩২, আবূ ইয়া'লা ১২৯০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৯০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৬৪৫, দারিমী ২১৫১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৭৮২।

Scanned by CamScanner

٦٠٣٩ -[٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৩৯-[৫] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, একদিন আমি ঘুমে ছিলাম, তখন দেখলাম, আমার কাছে একটি দুধের পাত্র আনা হয়েছে। আমি তা এত তুষ্ট হয়ে পান করলাম যে, আমি লক্ষ্য করলাম, তৃপ্তি যেন আমার নখগুলো হতে বের হচ্ছে। অতঃপর আমি পাত্রের অবশিষ্ট দুধ 'উমার ইবনুল খত্ত্বাবকে দিলাম। সহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) আপনি কি করেছেন? তিনি বললেন, 'ইল্‌ম। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৮০]

ব্যাখ্যা : (لَأَرَى الرِّيَّ) দুধের তরল চিহ্ন দেখতে পেলাম।

(قَالَ: «الْعِلْمَ») 'ইল্‌ম দ্বারা উদ্দেশ্য দীনী জ্ঞান।

'আলিমগণ বলেন, কায়িক ও আত্মার জগতের মাঝে অন্য একটি জগত রয়েছে সেটি হলো সদৃশ জগত। এটি হলো আলোকিত জগত যা কায়িক জগতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। ঘুম হলো আত্মা সদৃশ জগতে গিয়ে আলোকিত হওয়ার কারণ। স্বপ্ন হলো, শরীর ছাড়া যাতে শুধু আকৃতি থাকে। আর 'ইল্‌ম সদৃশ জগতে গিয়ে দুধের আকৃতি ধারণ করে, কারণ দুধ হলো শরীরের প্রথম খাদ্য এবং শরীরকে সুস্থ রাখার কারণ। তেমনিভাবে 'ইল্‌ম হলো আত্মার প্রথম খাদ্য এবং আত্মাকে সুস্থ রাখার কারণ।

কেউ কেউ বলেন, আলোকিত জগত চারটি আকৃতি ধারণ করে, ১) পানি, ২) দুধ, ৩) মদ, ৪) মধু। এছাড়াও একটি আয়াত পাওয়া যায় যাতে জান্নাতে চার প্রকার নদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব যে ব্যক্তি স্বপ্নে পানি পান করবে তাকে 'ইল্‌মে লাদুনী দেয়া হবে। যে ব্যক্তি দুধ পান করবে তাকে শারী'আতের রহস্যের জ্ঞান দেয়া হবে। যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করা হবে আর যে ব্যক্তি মধু পান করবে তাকে ওয়াহীর পদ্ধতিতে জ্ঞান দেয়া হবে। কতিপয় পণ্ডিত বলেন, চারটি নহর চার খলীফার ব্যাখ্যা। আর দুধ শুধু 'উমার (রাঃ)-এর খাস, যেমনটি হাদীস হতে পাওয়া যায়।

আর 'ইল্‌ম পরিতৃপ্ত হওয়ার ব্যাপারে 'আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন :

১) প্রথম দল বলেন, 'ইল্‌ম দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়া এর অস্তিত আছে। কেননা 'ইল্‌ম বৃদ্ধি হয় না যখন তা গ্রহণ করা হয় না যা হলো পরিতৃপ্ত আসে।

২) 'ইল্‌ম দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। দলীল : আল্লাহ বলেন, "বলুন! হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।" (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১১৪)

এখানে 'ইল্‌ম বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোন শেষ সীমা উল্লেখ করা হয়নি। এজন্যই বলা হয় যাতে বৃদ্ধি নেই তাতে কমতি আছে।

আরো বলা হয়ে থাকে, জ্ঞান অন্বেষণকারী সমুদ্রের পানি পানকারীর ন্যায় যত পানি পান বৃদ্ধি পায় তত পিপাসা বেড়ে যায়।

---

[৮৮০] সহীহ : বুখারী ৮২, মুসলিম ২২-(২২৭৪), মুসনাদে আহমাদ ৫৮৬৮, সহীহুল জামি' ২৮৩০, শু'আবুল ঈমান ১৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৮৩৭।

Scanned by CamScanner

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ বলেছেন, যদি সকল 'আরব গোত্রের জ্ঞান এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'উমার-এর জ্ঞান আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'উমার-এর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তারা আরো মনে করতেন 'উমার একাই নয় গোত্রের জ্ঞান রাখেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আর দুধকে 'ইল্‌ম দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ হলো উভয়টিতে প্রচুর পরিমাণ উপকার বিদ্যমান এবং উভয়টি সুস্থ থাকার বড় মাধ্যম। অতএব দুধ হলো শিশুদের খাদ্য ও তাদের সুস্থ থাকার বড় কারণ, এরপর শরীরের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে। আর 'ইল্‌ম বা জ্ঞান হলো ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে ঝামেলামুক্ত থাকার বড় হাতিয়ার। (ফাতহুল বারী হা. ৩৬৪১, শারহুন্ নাবাবী হা. ১৮৫৯)

٦٠٤٠ -[٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ؟ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ»

৬০৪০-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, (স্বপ্নে) আমি নিজেকে একটি কূপের পাশে দেখতে পেলাম। কূপটির পাশে একটি বালতিও ছিল। আমি ঐ বালতি দ্বারা যতটা আল্লাহর ইচ্ছা কূপ হতে পানি উঠালাম। তারপর ইবনু আবূ কুহাফাহ্ (আবূ বাক্র) ঐ বালতিটা নিলেন এবং এক বালতি বা দুই বালতি পানি টেনে উঠালেন। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দুর্বলতা বালতিতে পরিণত হলো এবং ইবনুল খত্ত্বাব ('উমার) তা নিলেন। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর লোককেও 'উমারের মতো টেনে তুলতে দেখিনি। এমনকি লোকজন ঐ স্থানকে উটশালা বানাতে উদ্বুদ্ধ হলো।[৮৮১]

ব্যাখ্যা : (رَأَيْتُنِيْ عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ) قَلِيبٍ বলা হয় এমন কূপ যা সঙ্কুচিত নয়। دَلْوٌ বলা হয় বড় বালতিকে। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২৩৯২)

(فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا) ذَنُوب এমন বালতি যার মধ্যে পানি থাকে, পরিপূর্ণ হোক বা অপরিপূর্ণ। (আল ক্বামূস)

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে কূপ দ্বারা দীনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা হলো উৎপত্তিস্থল এবং তার দ্বারা প্রাণ সঞ্চার হয় ও জীবনোপকরণ পূর্ণতা লাভ করে।

পানি উঠানো দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত বিষয়টি রসূলুল্লাহ হতে শেষ হয়ে আবূ বাক্র পর্যন্ত চলবে। তারপর আবূ বাক্র হতে 'উমার পর্যন্ত চলবে।

আর আবূ বাক্র-এর এক বালতি অথবা দুই বালতি পানি উঠানো দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তার খিলাফাতকাল কম হবে। আর এ বিষয়টি তার হাতে এক অথবা দুই থাকবে, এরপর 'উমার-এর কাছে হস্তান্তরিত হবে। আমরা জানি তার খিলাফাতকাল ছিল দুই বছর তিন মাস।

তার দুর্বলতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার খিলাফাতকালে যে ব্যাপক পরিবর্তন, মুরতাদ ও মতানৈক্য দেখা দেয় ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা মানুষদের সাথে তার নমনীয় ব্যবহার ও খিলাফাতকাল অল্পের প্রতি ইঙ্গিত।

---

[৮৮১] সহীহ : বুখারী ৩৬৬৪, মুসলিম ১৭-(২৩৯২), আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৬৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৩৬, সহীহুল জামি' ২৮৬৯।

Scanned by CamScanner

আর বালতি 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট হস্তান্তরিত হয় সেটা এমন বড় বালতি যা হতে উট পানি পান করে থাকে। এটা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর যুগে ইসলামের মহত্ব, আল্লাহর কালিমার বিজয় ও তাঁর ক্ষমতার বিস্তার ঘটবে।

উত্তমভাবে পানি তোলা দ্বারা ইঙ্গিত হলো তিনি দীন ইসলামের বিজয়ের জন্য যে প্রচেষ্টা করেছেন এবং পৃথিবীর প্রাচ্যে ও পশ্চাতে ইসলাম ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন যেটা ইতোপূর্বে কেউ সক্ষম হননি।

(أَرَ عَبْقَرِيًّ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রচুর শক্তিমত্তা। আরো বলা হয় : عَبْقَرِيَّ হলো একটি উপাত্যকার নাম। 'আরবগণ মনে করতেন সে উপত্যকায় জিন্ বসবাস করে, তাই তারা কোন আশ্চর্যপূর্ণ কোন বিষয় দেখলে সেদিকে সম্বোধন করত।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু পানি উত্তোলনে দুর্বল– এটা দ্বারা তার মর্যাদাকে খাটো করা হয়নি। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপরে প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু তাদের শাসনকালের ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হয়েছে। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনকালে মানুষ বেশি উপকৃত হবে। তার শাসনকাল দীর্ঘ হওয়ার কারণে ইসলামের বিস্তার ঘটবে, দেশসমূহ বিজয় হওয়া ও অনেক গনীমাত ও সম্পদ অর্জন হওয়ার কারণ হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٤١ -[٧] وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِيْ يَدِهٖ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِيْ فَرِيَهٗ حَتّٰى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৪১-[৭] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর এক বর্ণনাতে আছে, অতঃপর ইবনুল খত্ত্বাব বালতিটা আবূ বাক্‌র-এর হাত হতে নিজের হাতে নিলেন। বালতিটি তাঁর হাতে পৌঁছেই বৃহদাকারে পরিণত হয়ে গেল। আর আমি কোন শক্তিশালী যুবককেও দেখিনি 'উমার-এর মতো পানি তুলতেন যে, তাতে সমস্ত লোক পরিতৃপ্ত হয়ে গেল এবং পানির প্রাচুর্যের কারণে লোকেরা ঐ স্থানকে উটশালা বানিয়ে নিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৮২]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٤٢ -[٨] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৪২-[৮] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা 'উমার-এর মুখে এবং তাঁর হৃদয়ে হাক্ব কথা রেখে দিয়েছেন। (তিরমিযী)[৮৮৩]

---

[৮৮২] সহীহ : বুখারী ৩৬৮২, মুসলিম ১৭-(২৩৯২), তিরমিযী ২২৮৯, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৭৬, সহীহুল জামি' ২৮৬৫, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৭০৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩০৪৮৫, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৩৪৩, মুসনাদে আহমাদ ৪৯৭২, আবূ ইয়া'লা ৫৫১৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৬৩৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১২৯৯৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৩৬।

[৮৮৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৮২, ইবনু মাজাহ ১০৮, সহীহুল জামি' ১৭৩৬, মুসনাদে আহমাদ ৯২০২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৯৮৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৮৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৮৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৮৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৫০১।

Scanned by CamScanner

٦٠٤٣ -[٩] وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهٖ»

৬০৪৩-[৯] আর আবূ দাউদে রয়েছে, আবূ যার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি। তিনি () বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা 'উমারের মুখে হাক্ব রেখেছেন, কাজেই তিনি হাক্ব কথাই বলে থাকেন।[৮৮৪]

٦٠٤٤ -[١٠] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ».

৬০৪৪-[১০] 'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এটা অসম্ভব মনে করতাম না যে, মালাক (ফেরেশতা) 'উমার -এর মুখে কথা বলে থাকেন। (বায়হাক্বী'র দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ গ্রন্থে)[৮৮৫]

٦٠٤٥ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمَ ثُمَّ صَلّٰى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৬০৪৫-[১১] ইবনু 'আব্বাস নাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি () (দু'আয়) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আবূ জাহল ইবনু হিশাম অথবা 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর।' এ দু'আর পরদিন ভোরে 'উমার নাবী -এর কছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর নাবী মাসজিদে (মাসজিদুল হারামে) প্রকাশ্যে সলাত আদায় করেছেন। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৮৮৬]

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ) ইসলামকে শক্তিশালী কর, সাহায্য কর এবং কাফিরদের ওপর বিজয় দান কর। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ বলেন, 'উমার -এর ইসলাম গ্রহণের পর হতে আমরা সর্বদা মর্যাদাবান ছিলাম। তিনি আরো বলেন, 'উমার -এর ইসলাম গ্রহণ ছিল সম্মান, তার হিজরত ছিল সাহায্য, শাসন ছিল দয়ার কারণ আল্লাহর শপথ করে বলছি 'উমার -এর ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমরা কা'বায় প্রকাশ্যে সলাত আদায় করতে সক্ষম ছিলাম না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৬৯০)

(أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অন্যত্রে শুধু 'উমার -এর কথা বলা হয়েছে আবূ জাহ্ল-এর কথা বলা হয়নি।

ইবনু আসাকির-এর চমৎকার সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, নাবী প্রথমে উভয়ের জন্য দু'আ করেন। পরে যখন ওয়াহী করা হয় যে, আবূ জাহ্ল কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না। তখন শুধু 'উমার -এর জন্য দু'আ করেন এবং তা ক্ববূল হয়ে যায়।

---

[৮৮৪] সহীহ : আবূ দাউদ ২৯৬২, ইবনু মাজাহ ১০৮, মুসনাদে আহমাদ ২১৪৯৫, সহীহুল জামি' ১৮৩৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৯৬৮।

[৮৮৫] সানাদ খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ ৪০৭৭, য'ঈফুল জামি' ৬৩৮৪, যিলালুল জান্নাহ্ ৩৯১; কারণ 'আম্‌র ইবনু 'আবদুল্লাহ আল হাযরামী য'ঈফ, যিলালুল জান্নাহ ৩৯১ নং।

[৮৮৬] খুবই য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৮৩; কারণ নায্‌র আবূ 'উমার য'ঈফ, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪০২।

Scanned by CamScanner

দাঊদ ইবনু হাসিন ও ইমাম যুহরী (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, যখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম অবতরণ করে বলেন, 'উমার-এর ইসলাম গ্রহণে আকাশবাসী অত্যন্ত খুশি হয়েছে।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হলেন কুরায়শী গোত্রের, কুনিয়াত হলো আবূ হাফস্।

তিনি নুবুওয়্যাতের ৬ষ্ঠ অথবা ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। চল্লিশ জন পুরুষ ও এগার জন মহিলা ইসলাম গ্রহণের পর আরো বলা হয় তিনি চল্লিশ পূর্ণ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٤٦ -[١٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬০৪৬-[১২] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে বললেন, হে সর্বোত্তম মানুষ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর! তখন আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি তুমি আমার সম্পর্কে এ কথা বল, তবে তুমি জেনে রাখ যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'উমার অপেক্ষা উত্তম কোন লোকের ওপর সূর্য উদিত হয়নি। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৮৮৭]

ব্যাখ্যা : (إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ) আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যখন তুমি আমাকে এরূপ কথা বললে এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরলে তখন আমিও তোমাকে অনুরূপ প্রতিদান দিব, অর্থাৎ- সুসংবাদ দিয়ে যে, আমিও রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এমন কোন লোকের ওপর সূর্য উদিত হয়নি যে, সে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে উত্তম হবে।

ইমাম মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অচিরেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন আগত কিছু সময়ের জন্য। সে সময় হলো খিলাফাত অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, কেননা তখন তিনিই হবেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

«مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ» মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা হতে পারে যে, তিনি তার খিলাফাতকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন। এটাও সম্ভব যে, এখানে শর্ত করা হয়েছে আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য ন্যায়পরায়ণতা বা রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

একই সাথে সংবাদ ও অস্বীকার এ ব্যাপারে তিনি কুরআন হতে একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ﴾ "যে নি'আমাতই তোমরা পেয়েছ তাতো আল্লাহ্র নিকট হতেই"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৫৩)।

লুম্'আতে তিনি বলেন, শ্রেষ্ঠ হওয়ার দিক বিভিন্ন ধরনের ও প্রকারের হয়ে থাকে, আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাওয়াব বেশি হওয়ার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ; তাই এর অর্থ এই নয় যে, তারা উভয়ে শ্রেষ্ঠ নয় বরং প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থানে শ্রেষ্ঠ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৬৯৩, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৮৭] মাওযূ' : তিরমিযী ৩৬৮৪; কারণ 'আবদুর রহমান-এর পরিচয় জানা যায় না, তাকে অনুসরণ করা যায় না, য'ঈফাহ্ ১৩৫৭।

Scanned by CamScanner

٦٠٤٧ - [١٣] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬০৪৭-[১৩] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আমার পরে যদি কেউ নাবী হতেন, তাহলে 'উমার ইবনুল খত্ত্বাবই হতেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৮৮৮]

ব্যাখ্যা : «لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» আলোচ্য হাদীসে 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যে নাবী রসূলগণের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৬৯৫)

٦٠٤٨ - [١٤] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّىْ كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِىْ وَإِلَّا فَلَا» فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّىْ كُنْتُ جَالِسًا وَهِىَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِىَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

৬০৪৮-[১৪] বুরয়দাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক যুদ্ধে বের হলেন, তিনি যখন ফিরে আসলেন, তখন এক হাবশী মেয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি মানৎ করেছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আপনাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন, তাই আমি দফ বাজিয়ে আপনার সামনে গান গাইব। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যদি তুমি এরূপ মানৎ করেই থাক তবে দফ বাজাতে পার। অন্যথা তা করো না। অতঃপর সে দফ বাজাতে লাগল। ইতোমধ্যে আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লা-হু আনহু সেখানে প্রবেশ করলেন, আর মেয়েটি দফ বাজাতে থাকল। তারপর আসলেন 'আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু, তখনো সে দফ বাজাতে থাকল, অতঃপর 'উসমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু আসলেন, অথচ তখনো সে দফ বাজাতে থাকল, তবে তারপর যখন 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু প্রবেশ করলেন, তখন সে দফ বাজানো বন্ধ করে দিয়ে দফটি স্বীয় নিতম্বের নিচে রেখে দিয়ে তার উপর বসে পড়ল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'উমার! শায়ত্বন তোমাকে ভয় করে। আমি বসা ছিলাম, আর মেয়েটি দফ বাজাতে লাগল। এরপর আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লা-হু আনহু আসলেন, তারপর 'আলী আসলেন, পরে 'উসমান আসলেন, অথচ সে অবিরাম দফ বাজাচ্ছিল। আর হে 'উমার! তুমি যখন প্রবেশ করলে, তখন সে দফটি ফেলে দেয়। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব][৮৮৯]

---

[৮৮৮] হাসান : তিরমিযী ৩৬৮৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩২৭, সহীহুল জামি' ৫২৮৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩২৭, মুসনাদে আহমাদ ১৭৪৪১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪২৩৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৪৯৫।

[৮৮৯] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৯০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৬১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৫৯৫, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৪৪৫৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (بِالدُّفِّ) এখানে অর্থ হলো যার দ্বারা দফ (তবলা) বাজানো হয়। আর دف দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে দফগুলো পূর্বেকার যুগে পাওয়া যেত। যে দফে বাজনা হয় সকলের ঐকমত্যে সেটা مكروه বা হারাম।

উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা হয় যে, মানৎ দ্বারা নৈকট্য অর্জন হয় তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। নাবী ﷺ-এর সামনে আনন্দ করা নৈকট্যের বিষয়। বিশেষ করে যখন যুদ্ধের ময়দান হতে ফিরে আসেন, কেননা যুদ্ধে অনেক বিনাশ হয়ে থাকে। তাছাড়া উক্ত হাদীসকে কেন্দ্র করে দফ বাজানো বৈধ বলা হয় ।

(أَتَغَنَّى) এটা প্রমাণিত যে, ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে মহিলার কণ্ঠে গান শ্রবণ করা বৈধ।

«إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِيْ وَإِلَّا فَلَا» এখানে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, দফ বাজানো বৈধ নয় মানৎ ছাড়া অনুরূপভাবে তা বাজানো বৈধ নয় শারী'আত প্রণেতার অনুমতি ব্যতীত যেমন বিবাহের ঘোষণা দেয়ার জন্য দফ বাজানো বৈধ।

আর ইয়ামানের শায়খরা যিক্‌র করা অবস্থায় যে দফ বাজিয়ে থাকেন তা ঘৃণিত কাজসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তাঁর দীনের রক্ষক ও সাহায্যকারী। [মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য]

ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ-এর সামনে দফ বাজানো সম্ভব হয়েছিল ঐ মহিলার মানতের জন্য। অতএব তার মানৎ প্রমাণ করে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় মানৎ ছিল তার ওপর আল্লাহর নি'আমাতসমূহ হতে একটি নি'আমাত। এ ক্ষেত্রে তার কাজটি রূপান্তরিত হয়ে গেল অনর্থক কাজ হতে ভালোর দিকে এবং মাকরূহ কাজ হতে মুস্তাহাবের দিকে। তার মানৎ পূর্ণের জন্য এটা তিনি অপছন্দ মনে করলেন না। তার মানৎপূর্ণ করা হাসিল হয়েছে, অল্প কয়েকবার দফ পিটানো দ্বারা। এরপর বিষয়টি বেশি হয়ে গেলে মাকরূহ-এর পর্যায়ে চলে গেল, কিন্তু তিনি নিষেধ করা সমিচীন মনে করলেন না। কেননা যদি তিনি (ﷺ) নিষেধ করতেন তাহলে হারামের পর্যায় চলে যেত, এজন্য তিনি চুপ ছিলেন। আর তিনি (ﷺ) শ্রেষ্ঠ বিষয়টি প্রশংসা করলেন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আসার কারণে মেয়েটি যে অবস্থায় ছিল অর্থাৎ দফ বাজানো থেকে বিরত থাকা। মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা সাধারণ নিষেধ থাকত হারামের পর্যায় যেত না।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীস তার বাহ্যিকের উপর ধরা হবে, কেননা শায়ত্বন যখন তাকে ('উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) দেখে তখন পলায়ন করে। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ৩৬৯৯, মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

(إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ) এখানে শায়ত্বন দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ কালো মহিলা, কেননা সে হলো মানুষ শায়ত্বন আর সে শায়ত্বনের কাজই করছিল। অথবা শায়ত্বন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ মহিলার শায়ত্বন যে তাকে খারাপ কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তার সে খারাপ কর্ম হলো অতিরিক্ত দফ বাজানো যেটা অনর্থক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٤٩ -[١٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ تَعَالِيْ فَانْظُرِيْ» فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلٰى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلٰى رَأْسِهٖ. فَقَالَ لِيْ: «أَمَا شَبِعْتِ؟ أَمَا شَبِعْتِ؟» فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لَا لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِيْ عِنْدَهٗ إِذْ طَلَعَ عُمَرُ فَارْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

Scanned by CamScanner

ﷺ: «إِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلٰى شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

৬০৪৯-[১৫] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ বসাছিলেন। এমন মুহূর্তে আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শোরগোল ও হৈ চৈ শুনতে পেলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ উঠে সেদিকে গেলেন। তিনি (ﷺ) গিয়ে দেখলেন, এক হাবশী (সুদানী) বালিকা নাচছে আর ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে তামাশা দেখছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'আয়িশাহ্! এদিকে আসো এবং তামাশা দেখ। ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন) অতএব আমি গেলাম এবং আমার থুতনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধের উপর রেখে তাঁর কাঁধ ও মাথার মাঝখান দিয়ে ঐ বালিকাটির নাচ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন, তোমার কি তৃপ্তি হয়নি, তোমার কি তৃপ্তি হয়নি? আমি বলতে লাগলাম, না। আমার এই 'না' বলার কারণ ছিল, দেখি তাঁর অন্তরে আমার স্থান কতটুকু আছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ 'উমার رضي الله عنه সেখানে উপস্থিত হলেন। 'উমার رضي الله عنه-কে দেখামাত্রই লোকজন তাঁর কাছ থেকে এদিক-সেদিক সরে পড়ল, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি দেখছি, জিন্ ও ইনসানের শায়ত্বনগুলো 'উমারের ভয়ে পলায়ন করেছে। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, অতঃপর আমি চলে আসলাম। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব][৮৯০]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٥٠ - [١٧] عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَافَقْتُ رَبِّيْ فِيْ ثَلَاثٍ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى؟ فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾. وَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ يَدْخُلُ عَلٰى نِسَائِكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ يَحْتَجِبْنَ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ فَقُلْتُ [عَسٰى رَبُّهٗ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُّبْدِلَهٗ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ] فَنَزَلَتْ كَذٰلِكَ.

৬০৫০-[১৭] আনাস এবং ইবনু 'উমার رضي الله عنهم হতে বর্ণিত। 'উমার رضي الله عنه বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আমার প্রভুর সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছে- ১. আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল! ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর স্থানটিকে আমরা যদি সলাতের জন্য নির্ধারণ করে নিতাম। তখন অবতীর্ণ হলো ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾ "সলাত আদায় করার জন্য ইব্রাহীম-এর দাঁড়ানোর স্থানটিকে তোমরা সলাতের জন্য নির্ধারণ করে নাও"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১২৫)। ২. আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার স্ত্রীদের ঘরে নেককার ও বদকার হরেক রকমের লোক আসে। তাই আপনি যদি তাদেরকে পর্দা করার আদেশ করতেন। এর পর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হলো। ৩. একবার নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ আত্মাবিশানবশত এক জোট হয়েছিলেন। তখন আমি বললাম, তোমরা নিজ আচরণ বর্জন কর, অন্যথায় যদি নাবী ﷺ

---

[৮৯০] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৯১।

Scanned by CamScanner

তোমাদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেন, তবে শীঘ্রই তাঁর প্রভু তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী তাঁকে প্রদান করতে পারেন। তার পর পরই অনুরূপ আয়াত অবতীর্ণ হলো।[৮৯১]

٦٠٥١ -[١٨] وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৫১-[১৮] ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর এক বর্ণনাতে আছে, প্রভুর সাথে ঐকমত্য হয়েছি– ১. মাকামে ইবরাহীম-এর ব্যাপারে। ২. পর্দার ব্যাপারে। ৩. বদ্‌রের কয়েদিদের ব্যাপারে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৯২]

٦٠٥٢ -[١٨] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فُضِّلَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعٍ: بِذِكْرِ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى [لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ] وَبِذِكْرِهِ الْحِجَابَ أَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ: وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فِي بُيُوتِنَا؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى [وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ] وَبِدَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ» وَبِرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ نَاسٍ بَايَعَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬০৫২-[১৯] ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিশেষ কারণে 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) সকল মানুষের ওপর সম্মানপ্রাপ্ত হয়েছেন। ১. বদ্‌র যুদ্ধের বন্দীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের তিনি হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো (আয়াতের অনুবাদ) যদি আগে থেকে আল্লাহর কাছে তা লেখা না থাকত, তাহলে যে বিনিময় গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমরা কঠিন 'আযাবে লিপ্ত হতে। ২. পর্দার ব্যাপারে তিনি নাবী ﷺ-এর বিবিগণকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা যেন পর্দা মেনে চলে। তা শুনে নাবী পত্নী যায়নাব (রাঃ) বলে উঠলেন, হে খত্ত্বাব-এর পুত্র! তুমি আমাদের ওপর পর্দার আদেশ জারি করছ, অথচ আমাদের ঘরেই ওয়াহী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন (আয়াতের অনুবাদ) "হে মানুষ! তোমরা যখন নাবীর স্ত্রীদের নিকট হতে কোন জিনিস চাবে, তখন আড়ালে থেকে চাবে) ৩. 'উমার (রাঃ)-এর জন্য নাবী ﷺ দু'আ করেন, হে আল্লাহ! 'উমার-এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর। ৪. আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর খিলাফাত সম্পর্কে তাঁর ('উমার-এর) অভিমত এবং তিনিই সর্বপ্রথম লোক, যিনি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। (আহমাদ)[৮৯৩]

٦٠٥٣ -[١٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «ذَاكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللّٰهِ مَا كُنَّا نُرَى ذٰلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيلِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

---

[৮৯১] সহীহ : বুখারী ৪০২, মুসলিম ২৪-(২৩৯৯), মুসনাদে আহমাদ ১৫৭, মুসনাদে বায্‌যার ২২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৯৬, দারিমী ১৮৪৯।

[৮৯২] সহীহ : বুখারী ৪০২, মুসলিম ২৪-(২৩৯৯), মুসনাদে আহমাদ ২৫০।

[৮৯৩] সানাদ য'ঈফ : মুসনাদে আহমাদ ৪৩৬২, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪০৭, আত্ তা'লীক্ব 'আলাল কাশ্‌ফ ৩/১৭৫-১৭৬।

Scanned by CamScanner

৬০৫৩-[১৯] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের মাঝে ঐ লোকের মর্যাদাই হবে আমার উম্মাতের সকলের ওপরে। আবূ সা'ঈদ বলেন, আল্লাহর শপথ! 'ঐ ব্যক্তি' দ্বারা আমরা 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব ছাড়া অন্য কাউকেও ধারণা করতাম না। এমনকি তাঁর মৃত্যু অবধি আমাদের (সহাবীদের) মাঝে এ ধারণা বিদ্যমান ছিল। (ইবনু মাজাহ)[৮৯৪]

٦٠٥٤ -[٢٠] وَعَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ بَعْضَ شَأْنِهٖ يَعْنِيْ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حِيْنِ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَتّٰى انْتَهٰى مِنْ عُمَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬০৫৪-[২০] আসলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার আমাকে তাঁর অর্থাৎ 'উমার -এর গুণাগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর আমি 'উমার তুলনায় দীনের কাজে অধিক দৃঢ় ও সঠিক কর্মপরায়ণ আর কোন লোককে দেখিনি। তিনি তাঁর শেষ বয়স অবধি একই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। (বুখারী)[৮৯৫]

ব্যাখ্যা : (عَنْ أَسْلَمَ) আসলাম হলেন 'উমার -এর দাস, তার উপনাম আবূ খালিদ, তিনি হাবশী গোলাম ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ইয়ামানী গোলাম ছিলেন, হাজ্জ পালনের জন্য আবূ বাক্‌র তাকে হাজ্জের নেতা বানিয়ে পাঠান। যখন খলীফাহ্ মারওয়ান মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স ছিল ১১৪ বছর।

(سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ بَعْضَ شَأْنِهٖ يَعْنِيْ عُمَرَ) সম্ভবত এখানে ঐ সকল গুণাগুণ উদ্দেশ্য যেগুলো মানুষের জানা নেই এবং পার্থিব ঐ সকল বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ ও তার মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করেছিল ইখলাসের ভিত্তিতে।

(مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে : ১. রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর, ২. অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর।

(حَتّٰى انْتَهٰى مِنْ عُمَرَ) ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উপরোক্ত উক্তি 'উমার -এর খিলাফাতকালে। এ কথা দ্বারা আবূ বাক্‌র বের হয়ে গেলেন।

(أَجَدَّ وَأَجْوَدَ) দীন পালনে অধিক প্রচেষ্টা থাকা। أَجَدَّ অধিক দানশীল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৩৬৮৭)

٦٠٥٥ -[٢١] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهٗ يُجَزِّعُهٗ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا كُلُّ ذٰلِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهٗ ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهٗ ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُوْنَ. قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنَ اللّٰهِ مَنَّ بِهٖ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذٰلِكَ مَنٌّ

---

[৮৯৪] সানাদ খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ ৪০৭৭, য'ঈফুল জামি' ৬৩৮৪, যিলালুল জান্নাহ্ ৩৯১; কারণ 'আম্‌র ইবনু 'আবদুল্লাহ আল হাযরামী য'ঈফ, যিলালুল জান্নাহ ৩৯১ নং।

[৮৯৫] সহীহ : বুখারী ৩৬৮৭।

Scanned by CamScanner

مِنَ اللهِ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ. وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ وَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬০৫৫-[২১] মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যুদ্ধে) 'উমার আক্রান্ত হন, তখন তিনি তার ব্যথা ভোগ করতে থাকেন, এ সময় ইবনু 'আব্বাস যেন তার অস্থিরতা চলমান করার সুরে তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনি এত বেশি অস্থির হবেন না। কেননা আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের অধিকার উত্তমরূপে পালন করেছেন। অতঃপর তিনি আপনার কাছ থেকে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়েছেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর আপনি আবূ বাক্‌র -এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর সাহচর্যের অধিকারও উত্তমরূপে আদায় করেছেন। আর তিনি আপনার কাছ হতে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনিও আপনার প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আপনি মুসলিমদের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং তাদের সাথে সহ-অবস্থানের হাক্বও উত্তমরূপে আদায় করেছেন। আর এ মুহূর্তে যদি আপনি তাদের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তবে নিশ্চিতভাবে আপনি তাদের নিকট হতে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবেন যে, তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। এ সকল কথা শুনার পর 'উমার বললেন, তুমি যে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য ও তাঁর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছ, তা তো ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ একটি দয়া, যা তিনি আমার ওপর করেছেন। আর আবূ বাক্‌র -এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে যা তুমি উল্লেখ করলে তাও শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটি অনুগ্রহ, যা তিনি আমার ওপর করেছেন, কিন্তু আমার মাঝে এখন যে অস্থিরতা তুমি লক্ষ্য করছ, তা তোমার জন্য এবং তোমার সাথিদের জন্য। অর্থাৎ আবার তোমরা ফিতনায় পড়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! যদি আমার কাছে দুনিয়াপূর্ণ স্বর্ণ থাকত, তবে আল্লাহর শাস্তি (স্বচক্ষে) অবলোকন করার পূর্বেই তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি তার বিনিময় হিসেবে দান করে দিতাম। (বুখারী)[৮৯৬]

ব্যাখ্যা : (قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ) 'উমার -কে আহত করে মাদীনায় মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্-এর গোলাম আবূ লু'লুআহ্ মঙ্গলবারে ২৩ হিজরীতে।

(جَعَلَ عُمَرُ يَأْلَمُ) 'উমার -এর কান্নার মাধ্যমে যন্ত্রণা পাওয়ার প্রভাব প্রকাশ পেল।

(يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا كُلُّ ذٰلِكَ) শায়খ মায়রক এবং কুশমিহানী (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ হলো আপনি যা ভয় পাচ্ছেন তা ঘটবে না অথবা ঐ আঘাতে মৃত্যু ঘটবে না।

(لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا) জমিন ভর্তি স্বর্ণ থাকত।

(لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উমার যেন আশার তুলনায় ভয়ের দিকটা বেশি প্রধান্য দিলেন। তারপরে রসূল ﷺ-এর সাথিদের মাঝে যে ফিতনাহ্ পতিত হবে সেটা উপলব্ধি করতে পেরে তিনি তাদের ওপর খুব উৎকণ্ঠিত হলেন ও আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করলেন আর আল্লাহ বিশ্বাসী হতে মুখাপেক্ষীহীন। যেমন 'ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন, যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা। (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১১৮)

[৮৯৬] সহীহ : বুখারী ৩৬৯২, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯৭, আবূ ইয়া'লা ২৭৩১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭০৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫২৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৫৫০।

Scanned by CamScanner

এখানেও 'ঈসা আলায়হিস সালাম আর ভয়ের দিকটা বেশি ছিল আশার চেয়ে। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৯২)

লেখক মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দাফন দেয়া হয় রবিবার মুহার্‌রম মাসের দশ তারিখে ২৪ হিজরীতে তখন তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। তার জানাযাহ্ আদায় করান সুহায়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٥) بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

অধ্যায়-৫ : আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব ও 'উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠٥٦ -[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً إِذْ أَعْيٰى فَرَكِبَهَا فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِحِرَاثَةِ الْأَرْضِ. فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ". فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَإِنِّيْ أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ». وَمَا هُمَا ثَمَّ وَقَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمٍ لَهٗ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ عَلٰى شَاةٍ مِنْهَا فَأَخَذَهَا فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَاسْتَنْقَذَهَا فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ؟ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟". قَالَ: أُوْمِنُ بِهٖ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ" وَمَا هُمَا ثُمَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৫৬-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একদিন এক লোক একটি গাভী হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন সে তার উপর আরোহণ করল। তখন গাভীটি বলল, এ কাজের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাদেরকে জমিনে কৃষি কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন লোকজন (বিস্ময়ে) বলে উঠল, *সুবহা-নাল্ল-হ*! গাভীও কথা বলছে? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখি আর আবূ বাক্‌র এবং 'উমারও এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখেন। অথচ তাঁরা দু'জন কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : একদিন এক রাখাল তার বকরির পালের কাছে ছিল। হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ থাবা মেরে পাল হতে একটি বকরি নিয়ে গেল। কিছু পরেই রাখাল বাঘটির কবল হতে বকরিটিকে উদ্ধার করে ফেলল। তখন বাঘটি রাখালকে বলল, হিংস্র জন্তুর রাজ্যের দিন এ বকরির রক্ষাকারী কে থাকবে? যেদিন আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ তার রাখাল থাকবে না। তখন লোকজন (বিস্ময়ে) বলে উঠল, *সুবহা-নাল্ল-হ*! নেকড়ে বাঘও কথা বলতে পারে? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তার উপর বিশ্বাস রাখি আর আবূ বাক্‌র এবং 'উমারও বিশ্বাস রাখেন। অথচ তাঁরা দু'জন কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৯৭]

---

[৮৯৭] সহীহ : বুখারী ৩৪৭১, মুসলিম ১৩-(২৩৮৮), তিরমিযী ৩৬৯৫, সহীহুল জামি' ২৮৭১, মুসনাদুল হুমায়দী ১০৫৪, মুসনাদে আহমাদ ৭৩৪৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৮৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১১১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا) হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখান থেকে বুঝা যায় চতুস্পদ জন্তু সাধারাণত যে কাজে ব্যবহার করা হয় সে কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা ঠিক না। এটাও সম্ভব হতে পারে যে, আমরা সৃষ্ট হয়েছি কৃষিকাজের জন্য এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য তাকে যে মহান কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করা। শুধু কৃষিকাজের জন্য সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নয়, কেননা সকলের ঐকমত্য যে তাকে অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন : যাবাহ করা ও ভক্ষণ করা।

(فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «فَإِنِّيْ أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ») এখানে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে, ১) হতে পারে তিনি তাদের সংবাদ দিয়েছেন তারা সাথে সাথে বিশ্বাস করে নিয়েছে। ২) অথবা তারা যখন উক্ত ঘটনা শুনবে সাথে সাথে বিশ্বাস করে নিবে কোন বাধা ছাড়াই। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৯/৩৬৮৬)

ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি উক্ত ঘটনা সত্যায়নের ব্যাপারে আবূ বাক্‌র ও 'উমার رضي الله عنهما-কে খাস করেছেন, কেননা তাদের নাবী ﷺ-এর নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে যে, তারা বলার সাথে সাথে বিশ্বাস করে নিবে।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বিশ্বাস করি গরুর কথা বলার ব্যাপারে আমাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমার তারাও বিশ্বাস করে, কেননা আমি তাদের যে সংবাদ দেই না কেন তারা তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে থাকে। ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (يَوْمَ السَّبُعِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেদিন মানুষ মৃত্যুবরণ করবে এবং চতুস্পদ জন্তুগুলো অবশিষ্ট থাকবে। কেউ কেউ বলেন, জাহিলীদের একটা ঈদের দিন হিসেবে যেদিন তারা একটি স্থানে একত্রিত হয়ে খেল-তামাশায় মত্ত থাকত, আর পশুগুলো বাড়ী রেখে আসত এবং হিংস্র প্রাণী তা খেয়ে নিত।

কেউ কেউ বলেন, এমন স্থান যেখানে সকলে উপস্থিত হবে এটা দ্বারা ক্বিয়ামাতের দিন উদ্দেশ্য।
(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

«مَا اجْتَمَعْنَ فِيْ امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাক্যের অর্থ হলো তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন কোন প্রকার হিসাব ছাড়া এবং খারাপ 'আমালের কোন যাচাই বাছাই ছাড়া, কেননা শুধু ঈমানের দাবী হলো আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করা।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষ বাঘের ও গরুর কথা বলার ঘটনা শুনে আশ্চর্য হবে কিন্তু আবূ বাক্‌র ও 'উমার رضي الله عنهما তার বিপরীত তারা শুনার সাথে সাথে বিশ্বাস করে নিবে। নাবী ﷺ তাদের ব্যাপারে এ কথা বলেছেন তাদের নির্ভরযোগ্য দৃঢ় ও শক্তিশালী বিশ্বাস থাকার কারণে এবং আল্লাহর মহান রাজত্ব ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাদের জ্ঞান থাকার কারণে।

ইমাম দাউদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (يَوْمَ السَّبُعِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেদিন হিংস্র প্রাণী তোমাকে তাড়া করবে আর তোমার পলায়নের কারণে আর কোন রাখাল অবশিষ্ট থাকবে না। হে রাখাল! তখন আমি যা ইচ্ছা তাই করব তোমার পশুর সাথে। ইবনুল 'আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন অথবা আতঙ্কের দিন। (শারহুন্ নাবাবী হা. ১৫/২৩৮৮)

٦٠٥٧ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّيْ لَوَاقِفٌ فِيْ قَوْمٍ فَدَعَوُا اللّٰهَ لِعُمَرَ وَقَدْ وُضِعَ عَلٰى سَرِيرِهٖ إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ قد وضع مِرْفَقَهٗ عَلٰى مَنْكِبِيْ يَقُولُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ إِنِّيْ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِأَنِّيْ كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو

Scanned by CamScanner

بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৫৭-[২] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার رضي الله عنه-কে তাঁর খাটে (মৃত) রাখা অবস্থায় যারা তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করছিলেন, আমিও তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার পিছন হতে একজন লোক তার কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে বলতে লাগলেন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। অবশ্যই আমি এই আকাঙ্ক্ষা করি যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার দুই সাথির সাথেই রাখবেন। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রায়ই এরূপ বলতে শুনতাম, আমি, আবূ বাক্‌র এবং 'উমার ছিলাম। আমি, আবূ বাক্‌র এবং 'উমার অমুক কাজ করেছি এবং আমি, আবূ বাক্‌র এবং 'উমার অমুক কাজ করেছি এবং আমি, আবূ বাক্‌র ও 'উমার চললাম। আমি, আবূ বাক্‌র এবং 'উমার অমুক জায়গায় প্রবেশ করেছি। আমি, আবূ বাক্‌র এবং 'উমার (অমুক স্থান হতে) বের হয়েছি। তখন আমি পিছনে তাকিয়ে দেখি, তিনি হলেন 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব رضي الله عنه। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৯৮]

ব্যাখ্যা : (أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ) ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ আপনাকে আপনার দুই সাথি নাবী ﷺ ও আবূ বাক্‌র-এর সঙ্গী করুন কৃবরের জগতে অথবা জান্নাতে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পুণ্যশীলতার জগতে আল্লাহ আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

(فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ) 'উমার رضي الله عنه-কে তারা বেষ্টন করে রেখেছিল। আর এখানে السَّرِيرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লাশ বা মৃতদেহ যখন গোসলের জন্য খাট নিতে রাখা হয়েছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলোচ্য হাদীসে আবূ বাক্‌র ও 'উমার رضي الله عنهما-এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে এবং উভয়ের সুন্দর গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে এবং 'উমার رضي الله عنه-এর প্রতি যে ধারণা করতেন তার মৃত্যুর পূর্বে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী হা. ১৫/২৩৮৯)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٥٨ - [٣] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُوْنَ أَهْلَ عِلِّيِّينَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَرَوٰى نَحْوَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৬০৫৮-[৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতীগণ উচ্চ সম্মানের অধিবাসীগণকে এমনিভাবে (মাথা তুলে) পরস্পরকে দেখতে থাকবে, যেমনিভাবে তোমরা আকাশের প্রান্তে উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাও। আর আবূ বাক্‌র এবং 'উমার তাদের মাঝে হবেন, বরং তদপেক্ষা উচ্চস্থানে। (শারহুস্ সুন্নাহ্, আর ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহও হাদীসটি ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন)[৮৯৯]

---

[৮৯৮] সহীহ : বুখারী ৩৬৭৭, মুসলিম ১৪-(২৩৮৯), মুসনাদে আহমাদ ৮৯৮, ইবনু মাজাহ ৯৮।

[৮৯৯] য'ঈফ : কারণ 'আত্বিয়্যাহ্ আল আওফী য'ঈফ; তিরমিযী ৩৬৫৮, ইবনু মাজাহ ৯৬, য'ঈফাহ্ ৭১১০, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৪০৯।

Scanned by CamScanner

٦٠٥٩ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৫৯-[৪] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবূ বাক্‌র এবং 'উমার নাবী-রসূলগণ ছাড়া দুনিয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জান্নাতবাসী প্রৌঢ়দের সরদার হবেন। (তিরমিযী)[৯০০]

ব্যাখ্যা : (أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) كُهُول শব্দটি كَهْل এর جَمْع যার অর্থ হলো যে ব্যক্তি ত্রিশ অথবা চৌত্রিশ থেকে একান্ন বছর বয়সী তাকে كَهْل বলে।

'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জান্নাতের প্রবেশের সময় পরিণত বয়সী হবে এবং তাদের সরদার হবে। কেউ কেউ বলেন, মুসলিমদের মধ্যে যারা পরিণত বয়সে মারা যাবে। আর তারা জান্নাতী হবে এবং তাদের সরদার হবে।

অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করে তাদের সরদার হবেন আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। কেননা সেখানে কোন كَهْل থাকবে না, বরং প্রত্যেকেই ৩৩ বছর বয়সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা কুহ্‌লদের সরদার হবেন সেখানে যুবকদের সর্দার হওয়া আরো বেশি যুক্তিসঙ্গত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(مِنَ الْأَوَّلِينَ) এ প্রসঙ্গে ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পূর্ববর্তী সকল জাতিসমূহের ওয়ালীদের তারা সরদার। তারা উভয়ে আসহাবে কাহ্‌ফদের চেয়ে উত্তম। ফির্'আওনের যুগের মু'মিনদের চেয়ে উত্তম এবং খিযির (আলায়হিস সালাম)-এর চেয়ে। যারা তাকে নাবী না বলে ওয়ালী বলেন সে মতের উপর ভিত্তি করে।

(وَالْآخِرِينَ) তারা দু'জন এই উম্মাতের সকল ওয়ালী, 'আলিম ও শাহীদগণের চেয়ে উত্তম।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٦٠ - [٥] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৬০৬০-[৫] আর ইমাম ইবনু মাজাহ (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।[৯০১]

٦٠٦١ - [٦] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِيْ فِيكُمْ؟ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৬১-[৬] হুযায়ফাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জানি না কতদিন আমি তোমাদের মাঝে থাকব। অতএব আমার পরে তোমরা আবূ বাক্‌র এবং 'উমার-এর অনুকরণ কর। (তিরমিযী)[৯০২]

ব্যাখ্যা : (إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِيْ فِيكُمْ؟) এ প্রসঙ্গে ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে مَا টা প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব বাক্যের অর্থ হবে আমি জানি না কত সময় আমি তোমাদের মাঝে অবস্থান করব কম নাকি বেশি।

---

[৯০০] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ ৯৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮২৪, সহীহুল জামি' ৫১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩১৯৪১, মুসনাদে বায্‌যার ৪৯০, মুসনাদে আহমাদ ৬০২, আবূ ইয়া'লা ৫৩৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯০৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৭১৭, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৭৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৩৪৮।

[৯০১] সহীহ : প্রাগুক্ত ৬০৫০।

[৯০২] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৬৩, ইবনু মাজাহ ৯৭, সহীহুল জামি' ২৫১১, মুসনাদে আহমাদ ২৩৪৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯০২।

Scanned by CamScanner

হাফিয আবূ নাসরুল কুস্সার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেননা তারা উভয়ে (অর্থাৎ আবূ বাক্র ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আল্লাহর প্রসারিত রশি। অতএব যে ব্যক্তি তাদের আঁকড়ে ধরবে সে ব্যক্তি এমন দৃঢ় রশি আঁকড়ে ধরল যার বন্ধন বিচ্ছেদ হওয়ার নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٦٢ ـ [٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ رَأْسَهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬০৬২-[৭] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন আবূ বাক্র এবং 'উমার ছাড়া আর কেউই মাথা উঠাতেন না। তাঁরা উভয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হালকা হাসতেন এবং তিনিও তাঁদের প্রতি চেয়ে হালকা হাসতেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৬০৩]

ব্যাখ্যা : «فَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ» সহাবীদের কেউ শ্রদ্ধায় তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারতেন না।

(يَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا) লুম্'আতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এটা হলো স্বভাবগত ভালোবাসা। বিশেষ করে, তাদের উভয়ে যখন একে অপরের দিকে তাকাতেন তখন তারা মুচকি হাসতেন।

মিরক্বাতুল মাফাতীহে বলা হয়েছে, তাদের উভয়ের মাঝে পূর্ণ প্রফুল্লতাকে রূপকভাবে বলা হয়েছে মুচকি হাসি। হাফিয আদ্ দিমাশকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সামনে এমনভাবে বসে থাকতাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখি এসে বসেছে আর আমাদের মাঝে আবূ বাক্র ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছাড়া কেউ কথা বলতেন না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৬৭৭)

٦٠٦٣ ـ [٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهٖ وَالْاٰخَرُ عَنْ شِمَالِهٖ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا. فَقَالَ: «هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬০৬৩-[৮] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ হুজরা হতে বের হয়ে এমন অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করলেন যে, আবূ বাক্র এবং 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁরা দু'জনের একজন তাঁর ডানে এবং অপরজন তাঁর বামে ছিলেন। আর তিনি তাঁদের উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন আমাদের এ অবস্থায় উঠানো হবে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আর তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব][৬০৪]

ব্যাখ্যা : (خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ) কোন একদিন বের হলেন।

(أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهٖ وَالْاٰخَرُ عَنْ شِمَالِهٖ) ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে একটি 'আরবী কায়দা প্রয়োগ হয়েছে যাকে 'আরবীতে বলা হয় «لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ» যার দাবী হলো ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

---

[৬০৩] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৬৮; কারণ ইবনু 'আত্বিয়্যাহ্ সত্যবাদী তবে অনেক ভুল করত, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪১০ পৃ.।

[৬০৪] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৬৯, ইবনু মাজাহ ৯৯, য'ঈফুল জামি' ৬০৮৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৮৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮২৫৮।

Scanned by CamScanner

উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে তাদের দু'জনের একজন তাঁর ডানে বসেছে, শ্রোতা এ কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে উপরোক্ত ফায়েদানুযায়ী বুঝতে সক্ষম হবেন যে, ডানদিকে বলা ব্যক্তি হচ্ছেন আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং বামদিকে বলা ব্যক্তি হচ্ছেন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

(نُبْعَثُ) ক্ববর থেকে বের হব এবং হাশরের মাঠে উপস্থিত হব।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৯/৩৬৭৮)

٦٠٦٤ -[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: «هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا

৬০৬৪-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু হানত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ আবূ বাক্‌র এবং 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখে বললেন, এ দু'জন হলো কান ও চোখসম। (তিরমিযী, মুরসাল হিসেবে)[৯০৫]

ব্যাখ্যা : «هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ» তারা উভয়ে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় অথবা তারা মুসলিমদের জন্য ও দীনের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য কর্ণ ও চক্ষুর গুরুত্ব রয়েছে। অথবা তারা উভয়ে মর্যাদার দিক থেকে আমার নিকট চক্ষু ও কর্ণের মর্যাদায়।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেন, সম্ভবত নাবী ﷺ তাদের এ নামে ডেকেছেন সত্যকে অধিক আগ্রহের সাথে শ্রবণ ও পালন করার জন্য এবং আয়াতসমূহের প্রতি প্রফুল্লতার সাথে গবেষণা করা, চিন্তা-ভাবনা করা ও গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত হওয়ার দরুন এরূপ বলেছেন।

উক্ত হাদীস হতে এটা প্রমাণিত হয়, যে চক্ষুর চেয়ে কর্ণের মর্যাদা বেশি। এ কথাকে আরো শক্তিশালী করে আল্লাহর বাণী, ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ "তিনি তোমাদের কর্ণ ও চক্ষু দান করেছেন।"

(সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ৭৮)

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে জামি'উস্ সগীরে বলেন, আবূ বাক্‌র ও 'উমার আমার নিকট তেমনি মর্যাদাবান যেমনি মানুষের মাথায় কর্ণ ও চক্ষু মর্যাদাবান।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী ৯/৩৬৮০)

٦٠٦٥ -[١٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৬৫-[১০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নাবীর জন্য আকাশবাসী হতে দু'জন পরামর্শদাতা ছিলেন এবং জমিনবাসী হতে দু'জন পরামর্শদাতা ছিলেন। আকাশবাসী হতে আমার দু'জন পরামর্শদাতা হলেন, জিবরীল ও মীকাঈল আর জমিনবাসী হতে পরামর্শদাতা দু'জন হলেন আবূ বাক্‌র এবং 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। (তিরমিযী)[৯০৬]

---

[৯০৫] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৭১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮১৪।

[৯০৬] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৮০, য'ঈফুল জামি' ৫২২৩; কারণ তালীদ ইবনু সুলায়মান এবং 'আত্বিয়্যাহ্ উভয়েই য'ঈফ, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৪১১।

Scanned by CamScanner

٦٠٦٦ - [١١] وَعَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ. فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِىْ فَسَاءَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ: «خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৬০৬৬-[১১] আবূ বাকরাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আকাশ হতে যেন একটি পাল্লা অবতীর্ণ হলো। তাতে আপনাকে ও আবূ বাক্র রাঃ-কে ওযন করা হলো, এতে আপনার দিক ভারী হলো। এরপর আবূ বাক্র এবং 'উমার রাঃ-কে ওযন করা হলো, এতে আবূ বাক্র-এর দিক ভারী হলো। এরপর 'উমার এবং 'উসমান রাঃ-কে ওযন করা হলো, এতে 'উমার রাঃ-এর পাল্লা ভারী হলো। অতঃপর পাল্লাটি উঠিয়ে নেয়া হলো। (বর্ণনাকারী বলেন) এ কথাটি শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ এ স্বপ্নের ঘটনা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, এটা খিলাফাতে নুবুওয়্যাত, তারপর আল্লাহ তা'আলা যাকে চাবেন, রাজত্ব দান করবেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৯০৭]

ব্যাখ্যা : «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ» উজিরকে উজির বলা হয় এজন্য যে, উজির আমির বা নেতার ভারী বোঝা বহন করে।

অতএব হাদীসের অর্থ হবে যখন নাবী ﷺ কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়তেন তখন আবূ বাক্র ও 'উমার রাঃ উভয়ের সাথে পরামর্শ করতেন যেমন বাদশাহ কোন বিপদে বা কষ্টে পড়লে তার উজিরের সাথে পরামর্শ করে থাকে যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۝٢٩ هَارُونَ أَخِي ۝٣٠ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝٣١﴾

"আমার পরিবার হতে আমার ভাই হারূনকে আমার উজির বানিয়ে দিন। তার দ্বারা আমাকে শক্তিশালী করুন।" (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ২৯-৩১)

এ প্রসঙ্গে আন্ নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, উজির হলো যে ব্যক্তি কারো হতে বোঝা বহন করে তাকে সাহায্য করে। আর আমির হলো যার মতামত ও বোধশক্তি গ্রহণ করা হয়।

«فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ» এখানে সুস্পষ্টভাবে নাবী ﷺ-এর মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে জিবরীল ও মীকাঈল আলায়হিস সালাম-এর ওপর। এখানে আরো ইঙ্গিত রয়েছে জিবরীল-এর মর্যাদা মীকাঈল-এর ওপর।

«وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» এখানে সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আবূ বাক্র ও 'উমার রাঃ সকল সহাবী ও সকল উম্মাতের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৬৭৯)

(فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ) দাড়িপাল্লা উঠিয়ে নেয়ার ব্যাখ্যা হলো ধারাবাহিক বিষয়ের অবনতি ঘটার জন্য এবং 'উমার রাঃ-এর খিলাফাতকালের পর হতে ফিতনার আবির্ভাব ঘটার প্রতি ইঙ্গিত। 'উসমান ও

[৯০৭] সহীহ : তিরমিযী ২২৮৭, আবূ দাউদ ৪৬৩৪, মুসনাদে আহমাদ ২০৪৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৩৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৪৩৭।

Scanned by CamScanner

'আলী ﷺ মাপা হয়নি, কেননা 'আলী ﷺ-এর খিলাফাত নিয়ে সহাবীরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কেউ ছিলেন আলী ﷺ-এর সাথে, আবার কেউ মু'আবিয়াহ্ ﷺ-এর সাথে, অর্থাৎ খিলাফাতের কোন স্থিরতা ছিল না।

ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত কথাগুলো তুলে ধরেন। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ্)-ও এরূপ বলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٦٧ -[١٢] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَاطَّلَعَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: «يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَاطَّلَعَ عُمَرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬০৬৭-[১২] ইবনু মাস্'উদ ﷺ হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ বললেন, এমন এক লোক তোমাদের সামনে আগমন করবে, যে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপরেই আবূ বাক্‌র ﷺ আগমন করলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, তোমাদের সামনে আরেক লোক আগমন করবে, যে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এবার 'উমার ﷺ এসে প্রবেশ করলেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৬০৮]

ব্যাখ্যা : (يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ) طلع মাসদার হতে নির্গত যার অর্থ প্রবেশ করবে, প্রকাশ ঘটবে, আগমন করবে ইত্যাদি উক্ত হাদীসে আবূ বাক্‌র ও 'উমার ﷺ-এর ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে এবং দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৭০৩)

٦٠٦٨ -[١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَيْنَا رَأْسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجْرِي لَيْلَةٍ ضَاحِيَةٍ إِذْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: «نَعَمْ عُمَرُ». قُلْتُ: فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ» رَوَاهُ رَزِينٌ

৬০৬৮-[১৩] 'আয়িশাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক জোৎস্না রাত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আমার কোলে ছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আকাশে যতগুলো তারকা আছে এ পরিমাণ কারো পুণ্য হবে কি? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, হবে। 'উমার ﷺ-এর পুণ্য এ পরিমাণ হবে। আমি বললাম, তবে আবূ বাক্‌র ﷺ-এর পুণ্য কোথায়? তখন তিনি (ﷺ) বললেন, 'উমার ﷺ-এর সমস্ত পুণ্য, আবূ বাক্‌র ﷺ-এর পুণ্যসমূহের মধ্য হতে মাত্র একটি পুণ্যের সমান। (রযীন)[৬০৯]

---

[৬০৮] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৯৪- সানাদ য'ঈফ, আ'মাশ *'আন* দ্বারা বর্ণন করেছেন, আর তাঁর ছাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল কুদ্দূস য'ঈফ, আন্ওয়ারুস্ সহীফাহ্ ৩০৬ পৃ.; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৪৪৩।

[৬০৯] মাওযূ' : বারীহ ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ আস্ সফ্ফার থেকে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪১২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِيْ بَيْتِهٖ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে মালিকী মাযহাব ও অন্যান্যরা। যারা বলে থাকেন উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীস হুজ্জত বা দলীল হতে পারে না। কেননা হাদীসে রাবীর সন্দেহ পরিলক্ষিত হয় তা হলো নাবী ﷺ-এর দুই উরু অথবা দুই নলার কোন একটি খোলা অবস্থায় ছিলেন কিনা। অতএব দৃঢ়ভাবে বলা যায় না যে, উরু খুলে রাখা জায়িয আছে। আমি বলব, উরু খুলে রাখা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার নিচে কোন কাপড় তথা লুঙ্গি ছিল যা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর পরবর্তী কথা হতে অনুধাবন করা যায়।

(وَسَوّٰى ثِيَابَهٗ) তিনি উঠে বসলেন কাপড় ঠিক করলেন। এখানেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি (ﷺ) দুই উরু হতে কাপড় খোলা অবস্থায় ছিলেন না বরং উভয় উরুর উপর কাপড় তথা লুঙ্গি রাখা ছিল। এজন্য হাদীসে এ কথা বলা হয়নি যে, তিনি তার উরু ঢাকলেন। অতএব এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকল না। আল্লাহ ভালো জানেন।

«أَلَا أَسْتَحْيِيْ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِيْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟» ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সুস্পষ্ট মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। আর লজ্জা হলো সুন্দর একটি গুণ মালায়িকার (ফেরেশতাদের)।

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, রসূল ﷺ-এর নিকট 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কতটা মর্যাদাবান ছিলেন।

হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর লজ্জা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি যখন বাড়ীর ভিতরে দরজা বন্ধ করে কাপড় খুলে গোসল করতে ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে শরীরে পানি ঢালতে লজ্জা পেতেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ১৫/২৪০২)

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন পথ চলতেন মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) তাকে দেখে লজ্জা পেত।

ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমার উম্মাতের সর্বাধিক লজ্জাশীল ব্যক্তি হলো 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আমি আল্লাহর কাছে চাইলাম যেন তার হিসাব গোপনে নেয়া হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٧٠ ـ[٢] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِيْ يَعْنِيْ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৭০-[২] ত্বলহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নাবীরই এক একজন রফীক্ব (সাথি) রয়েছেন, আর জান্নাতে আমার রফীক্ব 'উসমান। (তিরমিযী)[৬১১]

---

[৬১১] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৬৯৮, ইবনু মাজাহ ১০৯, য'ঈফুল জামি' ৪৭৩৮, য'ঈফাহ্ ২২৯২, আবূ ইয়া'লা ৬৬৫; কারণ 'উসমান ইবনু খালিদ আল 'উসমানী অপরিচিত, য'ঈফাহ্ ২২৯২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করে বা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে।

(وَرَفِيقِيْ يَعْنِيْ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ) নাবী ﷺ-এর কথা ছিল ব্যাপকতার ভিত্তিতে যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কালকে শামিল করে। উক্ত হাদীস দ্বারা অন্যান্যদের বন্ধুত্ব সম্পর্ক অস্বীকার করা হয় না বরং এ কথা থেকে উপকার হাসিল হয় যে, প্রত্যেক নাবীর বন্ধু একজন আর নাবী ﷺ-এর বন্ধু একাধিক। আর হাদীসটি শুধুমাত্র 'উসমান رضي الله عنه-এর আলোচনায় তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে উঁচু করা হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯ম খণ্ড, হা. ৩৭০৭)

٦٠٧١ -[٣] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهٗ بِالْقَوِيِّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ

৬০৭১-[৩] আর ইবনু মাজাহ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এর সূত্র সুদৃঢ় নয় এবং তা মুনক্বাত্বি' বা বিচ্ছিন্ন।[৯১২]

٦٠٧٢ -[٤] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَحُثُّ عَلٰى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيَّ مِائَتَا بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: عَلَيَّ مِائَتَا بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ حَضَّ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: عَلَيَّ ثَلَاثُمِائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا عَلٰى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهٖ مَا عَلٰى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৭২-[৪] 'আবদুর রহমান ইবনু খব্বাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নাবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তিনি (ﷺ) জায়শুল 'উসরাহ্ (তাবূক) যুদ্ধের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য মানুষদেরকে উৎসাহ প্রদান করছিলেন। (তাঁর উৎসাহবাণী শুনে) 'উসমান رضي الله عنه উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানসহ একশত উট আমার দায়িত্বে। এরপরও নাবী ﷺ উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন, 'উসমান رضي الله عنه আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানযুক্ত দুইশত উট আমার দায়িত্বে। এরপরও নাবী ﷺ সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। 'উসমান رضي الله عنه আবারও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর পথে গদি ও পালানযুক্ত তিনশত উট আমার দায়িত্ব। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলতে বলতে মিম্বার হতে অবতরণ করলেন– এই 'আমালের পর 'উসমান যে 'আমালই করেন, তাঁর জন্য তা ক্ষতিকর হবে না। এই 'আমালের পর 'উসমান যে 'আমালই করেন, তা তাঁর জন্য ক্ষতিকর হবে না। (তিরমিযী)[৯১৩]

ব্যাখ্যা : (وَهُوَ يَحُثُّ عَلٰى جَيْشِ الْعُسْرَةِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাবূক যুদ্ধ। তাকে এ নামে নামকরণের কারণ হলো তাবূক যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড রোদ ছিল। দুর্ভিক্ষ চলছিল, পাথেয়, পানি ও জানবাহন এতই কম ছিল

---

[৯১২] য'ঈফ : প্রাগুক্ত ৬০৬১।
[৯১৩] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭০০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৩১১; কারণ সাকান ইবনুল মুগীরাহ্ য'ঈফ।

Scanned by CamScanner

যে, তাদের বের হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া অনেক সহাবীর অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হলো যখন শুনতে পেল শত্রুদের সৈন্য, শক্তি, সামর্থ্য মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশি। ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, নাবী ﷺ-এর সাথে বদ্‌রের যুদ্ধে ৩১৩ জন সৈন্য ছিল। উহুদ যুদ্ধে ছিল ৭০০ জন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ছিল ১৫০০ জন। মাক্কাহ্ বিজয়ের সময় ছিল ১০,০০০ জন এবং হুনায়ন যুদ্ধে ছিল ১২,০০০ জন। নাবী ﷺ-এর জীবনে এরাই ছিল সর্বশেষ সৈন্যবাহিনী।

(مِائَتَا بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا) ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَحْلَاسِ শব্দটি حِلْس এর বহুবচন যার অর্থ হলো এমন পাতলা কাপড় যা গদির নিচে দেয়া হয়। أَقْتَابِ শব্দটি قَتَبٍ এর বহুবচন। উটের কুঁজ পরিমাণ ছোট পালানকে قَتَبٍ বলা হয়।

(عَلَيَّ ثَلَاثُمِائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ) মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথাটি ঠিক নয়। কেননা তিনি মোট ৩০০টি উট দান করেছিলেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ১০/৩৯৪০)

(مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهٖ) প্রথম مَا টা নাফিয়া বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ করে। দ্বিতীয় مَا টা মাওসূলাহ্। অতএব বাক্যের অর্থ হলো 'উসমান رضي الله عنه-এর কোন ক্ষতি হবে না এই ভালো 'আমাল করার পর সারাজীবন যে 'আমাল-ই করুক না কেন। সামষ্টিক অর্থ হলো তার অতীতের পাপগুলো ক্ষমা হয়ে যাবে সাথে সাথে অতিরিক্ত হিসেবে আগত পাপগুলোও ক্ষমা হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন, আল্লাহর পথে এই বিশাল দান করার পর সে যেই 'আমাল করুক না কেন তার ওপর কোন দোষারোপ নেই। যদি مَا টা ইসমে মাওসূলাহ্ হয় তাহলে এ অর্থ হবে। আর যদি مَا টা মাসদারিয়া হয় তাহলে অর্থ হবে এই দানের পর 'উসমানের কোন নাফ্ল 'আমাল করার প্রয়োজন নেই। কেননা এই ভালো 'আমাল-ই তার সমস্ত নাফ্ল 'আমালের স্থলাভিষিক্ত হবে। ইমাম মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেন, এরপর হতে সে যদি কোন নাফ্ল 'আমাল না করে ফার্‌য বাদে, তাহলে তার ওপর কোন দোষ নেই। কেননা ঐ ভালো 'আমাল তার সমস্ত নাফ্লের জন্য যথেষ্ট।

ইমাম ইবনু শিহাব জুহরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাবূক যুদ্ধে 'উসমান رضي الله عنه নয়শত ষাটটি উট ও চল্লিশটি ঘোড়া মোট ১০০০টি বাহন দান করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৭০৯)

٦٠٧٣ -[٥] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَلْفِ دِينَارٍ فِيْ كُمِّهٖ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَنَثَرَهَا فِيْ حِجْرِهٖ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَلِّبُهَا فِيْ حِجْرِهٖ وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ» مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬০৭৩-[৫] 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন 'উসমান رضي الله عنه নিজ জামার আস্তিনে ভরে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিয়ে নাবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং দীনারগুলো রসূল ﷺ-এর কোলে ঢেলে দিলেন। আমি দেখলাম, নাবী ﷺ নিজ কোলের মুদ্রাগুলো উলট-পালট করে বলতে লাগলেন, আজকের পরে 'উসমান-কে কোন ক্ষতি করবে না– তিনি যে 'আমালই করেন না কেন– এ কথাটি তিনি (ﷺ) দু'বার বলেছেন। (আহ্মাদ)[৯১৪]

---

[৯১৪] হাসান : তিরমিযী ৩৭০১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৫৫৩।

Scanned by CamScanner

٦٠٧٤ - [٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَبَايَعَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ» فَضَرَبَ بِإِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৭৪-[৬] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন (লোকেদেরকে) "বায়'আতে রিয্ওয়ান"-এর আদেশ দিলেন, সে সময় 'উসমান রাঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত হিসেবে মাক্কায় গিয়েছিলেন। লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়'আত করল, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'উসমান, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের কাজে (মাক্কায়) গিয়েছেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমান-এর বায়'আতস্বরূপ নিজেরই এক হাত অন্য হাতে রাখলেন। অতএব রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত 'উসমান রাঃ-এর হাতস্বরূপ হয়ে যাওয়াটা সহাবীগণের নিজেদের হাতের চেয়ে অতি উত্তম। (তিরমিযী)[৭১৫]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ) এটা এমন একটি বায়'আত ছিল যা হুদায়বিয়াহ্ নামক স্থানে একটি গাছের নিচে সংঘটিত হয় আর এ বায়'আতের বিষয় ছিল তারা কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিন্তু পলায়ন করতে পারবে না।

'রিযওয়া' নামকরণের কারণ হলো আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন, ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা আপনার কাছে শপথ গ্রহণ করে গাছের নিচে।" (সূরাহ্ আল ফাত্হ ৪৮ : ১৭)

(كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ) নাবী ﷺ-এর দূত। তাদের দিকে প্রেরিত হয়েছেন হুদায়বিয়াহ্ হতে মাক্কাহ্ অভিমুখে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আবূ সুফ্ইয়ান ও কুরায়শদের বড় বড় নেতাদের নিকট এই সংবাদ দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন যে, তিনি যুদ্ধের জন্য আসেননি। তিনি এই কা'বার যিয়ারত ও সম্মানার্থে এসেছেন। এ সংবাদ নিয়ে 'উসমান রাঃ মাক্কাহ্ অভিমুখে বের হয়ে গেলেন এবং রসূল ﷺ-এর সংবাদ পৌছে দিলেন।

«إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ» 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলোচ্য বাক্য আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়।"
(সূরাহ্ আল আহ্যা-ব ৩৩ : ৫৭)

আয়াত হতে স্পষ্ট যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট দু'টি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আর আল্লাহর প্রয়োজন বলতে তাঁর দীনের স্বার্থে প্রয়োজন, আল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহ মুখাপেক্ষী হওয়া হতে অনেক ঊর্ধ্বে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৭১১)

٦٠٧٥ - [٧] وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرُ

---

[৭১৫] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭০২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৮১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৪৯৪; কারণ ক্বতাদাহ্ 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে, আর সে একজন মুদাল্লিস রাবী।

Scanned by CamScanner

بِئْرِ رُومَةَ؟ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِىْ بِئْرَ رُوْمَةَ يَجْعَلُ دَلْوَهٗ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهٗ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ؟» فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِىْ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنَنِىْ أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتّٰى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالُوْا: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِىْ بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيْدُهَا فِى الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ؟». فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِىْ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنَنِىْ أَنْ أُصَلِّىَ فِيْهَا رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالُوْا: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّىْ جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِىْ؟ قَالُوْا: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللّٰهِ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلٰى ثَبِيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهٗ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتّٰى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهٗ بِالْحَضِيْضِ فَرَكَضَهٗ بِرِجْلِهٖ قَالَ: «اسْكُنْ ثَبِيْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ». قَالُوْا: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: اللّٰهُ أَكْبَرُ شَهِدُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّىْ شَهِيْدٌ ثَلَاثًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارَقُطْنِىُّ

৬০৭৫-[৭] সুমামাহ্ ইবনু হায্‌ন আল কুশায়রী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর গৃহের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গৃহের উপর হতে লোকেদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা এবং ইসলামের হাক্ব স্মরণ করিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা কি এ ব্যাপারে অবহিত আছ যে, রসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে যখন মাদীনায় আগমন করলেন, তখন ‘রূমার কূপ’ ছাড়া অন্য কোথাও লবণমুক্ত পানি পাওয়া যেত না? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে রূমার কূপটি ক্রয় করে মুসলিমদের অবাধে ব্যবহারের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেবে, বিনিময়ে সে জান্নাত তদপেক্ষা উত্তম কূপ অর্জন করবে। তখন আমি উক্ত কূপটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত অর্থে ক্রয় করি। অথচ আজ তোমরা আমাকে উক্ত কূপের পানি পান করা হতে বাধা দিচ্ছ। এমনকি আমি সমুদ্রের লোনা পানি পান করছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি। এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হাক্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা কি জান যে, যখন মাসজিদে নাবাবী মুসল্লীদের তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যে লোক অমুকের বংশধর হতে এ জমিনটি ক্রয় করে মাসজিদখানি বৃদ্ধি করে দেবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা‘আলা তাকে তা হতে উত্তম ঘর জান্নাতে দান করবেন। তখন আমিই তা আমার ব্যক্তিগত অর্থ হতে ক্রয় করি, অথচ আজ তোমরা আমাকে সেই মাসজিদে দু' রাক্‘আত সলাত আদায় করা হতেও বাধা দিচ্ছ। উত্তরে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হাক্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা কি অবগত আছ যে, ভীষণ কষ্টের অভিযানে (তাবূক যুদ্ধে) সৈন্যদেরকে আমি আমার নিজস্ব সম্পদ হতে যুদ্ধের সামান দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলাম? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি। তারপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হাক্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি- তোমরা এ কথাটিও অবগত আছ কি, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কার অনতিদূরে ‘সাবীর’ পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সেখানে আবূ বাক্‌র, ‘উমার এবং আমিও ছিলাম। হঠাৎ পাহাড়টি নড়াচড়া করতে লাগল। এমনকি তা হতে কিছু পাথর নিচের দিকে পড়তে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাতে স্বীয় পা ঠুকে বললেন, স্থির হয়ে যাও, হে সাবীর!

Scanned by CamScanner

তোমার ওপর একজন নাবী, একজন সিদ্দীক্ব ও দু'জন শাহীদ রয়েছে। উত্তরে লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ! আমরা জানি। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, কা'বার প্রভুর শপথ! নিশ্চয় আমি একজন শাহীদ লোক। (তিরমিযী, নাসায়ী ও দারাকুত্বনী)[৬১৬]

ব্যাখ্যা : (شَهِدْتُ الدَّارَ) আমি 'উসমান (রাঃ)-এর ঐ বাড়ীতে উপস্থিত ছিলাম যেখানে তাকে বন্দী করা হয়।

(بِئْرِ رُوْمَةَ) হলো একটি কূপের নাম যা একটি ছোট উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। 'উসমান (রাঃ) কূপটি একশত হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেন। ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেন, যখন মুহাজির সহাবীগণ মাদীনায় আগমন করলেন তখন তাদের পানি পানে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আর গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির একটি ঝরনা ছিল যাকে রূমাহ্ বলা হত। তিনি তা হতে এক মশক পানি বিক্রি করতেন এক মুদ্দের বিনিময়। নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, কূপটি আমার কাছে বিক্রি কর জান্নাতের একটি ঝরনার বিনিময়ে। ব্যক্তিটি বলল, হে আল্লাহর রসূল আমার ও আমার পরিবারের জন্য এটাই একমাত্র সম্বল। এ সংবাদ যখন 'উসমান (রাঃ) এর কাছে পৌছল তখন তিনি ৩৫ হাজার দিরহামের বিনিময়ে কূপটি ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, আমার জন্য কি সেই সুযোগ করে দিবেন যে সুযোগ ঐ ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন 'উসমান (রাঃ) বললেন, আমি কূপটি মুসলিমদের জন্য দান করেদিলাম।

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلٰى ثَبِيرِ مَكَّةَ» মিসবাহুল লুগাতে ثَبِيرِ সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাবীর হলো মাক্কাহ্ ও মীনার মাঝে অবস্থিত একটি পাহাড় যা মীনা থেকে দেখা যায় এবং মীনা থেকে মাক্কাহ্ অভিমুখী ব্যক্তির হাতের ডানে পড়ে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেন, সাবীর হলো মুযদালিফার একটি পাহাড়, মীনা অভিমুখী ব্যক্তির হাতের বামে। এটা হলো মাক্কাহ্ ও মীনায় অবস্থিত সকল পাহাড়ের চেয়ে বড় ও উঁচু। আর সেখানে অবস্থিত সকল পাহাড়ের নাম সাবীর।

ইমাম 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সাবীর হলো মীনা অভিমুখী ব্যক্তির হাতের বামে।

ইবনু জামা'আহ্ (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেন, মুযদালিফায় অবস্থিত বড় পাহাড় যা 'আরাফাহ্ অভিমুখী ব্যক্তির হাতের ডানে অবস্থিত।

ইমাম ত্বাবারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সাবীর হলো মাক্কার সবচেয়ে বড় পাহাড় যা হুযায়ল গোত্রের একটি ব্যক্তির নামে পরিচিতি লাভ করে, ব্যক্তিটির নাম ছিল সাবির এবং তাকে এখানে দাফন করা হয়।

ইমাম আল জাওহারী, সুহায়লী ও মুত্বার্‌রাযী (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, সাবীর হলো মাক্কার পাহাড়সমূহ হতে একটি পাহাড়। কেউ কেউ বলেন, হেরা পাহাড়ের সামনে অবস্থিত একটি পাহাড়।

উক্ত হাদীস দ্বারা 'উসমান (রাঃ)-এর মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়। আরো স্পষ্ট হয় যে, একজন ব্যক্তি তার মর্যাদার কথা বলতে পারে অপবাদ দূর করা এবং উপকার হাসিলের জন্য, আর এটা অপছন্দ করা হয়েছে গর্ব অহংকারের ক্ষেত্রে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৭১১)

---

[৬১৬] হাসান : তিরমিযী ৩৭০৩, নাসায়ী ৩৬০৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৭৫, ইরওয়া ৬/৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৪৩৫, দারাকুত্বনী ৪/১৯৬।

Scanned by CamScanner

٦٠٧٦ ـ[٨] وَعَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَكَرَ الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِيْ ثَوْبٍ فَقَالَ: «هٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدٰى» فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. قَالَ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهٖ. فَقُلْتُ: هٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৬০৭৬-[৮] মুররাহ্ ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে একদিন ফিতনাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। আর তা যে অতি কাছাকাছি তিনি তাও বর্ণনা করেছেন। এমন সময় এক লোক মাথার উপর কাপড় দিয়ে সে পথে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সে লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ যে লোকটি যাচ্ছে, সে ঐ ফিতনার দিনের সঠিক পথের উপর থাকবে। (বর্ণনাকারী মুরারাহ্ বলেন,) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে আমি লোকটির দিকে গিয়ে দেখলাম, তিনি 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ)। অতঃপর 'উসমান-এর চেহারাখানি আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরিয়ে বললাম, ইনিই কি তিনি? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। [তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ][৬১৭]

ব্যাখ্যা : «يقال له مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ» তাকরীব গ্রন্থে বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তিটির নাম হলো কা'ব ইবনু মুররাহ্ কিন্তু তাকে বলা হয় মুররাহ্ ইবনু কা'ব আস্ সুলামী।

তিনি একজন প্রসিদ্ধ সহাবী ছিলেন। তিনি প্রথমে বাসরায় বসবাস করতেন, পরবর্তীতে জর্ডানে কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি ৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

(فَقُمْتُ إِلَيْهِ) আমি ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, হঠাৎ দেখি তিনি হলেন 'উসমান (রাঃ)।

«هٰذَا الرجل يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدٰى» এই মুখ ঢেকে রাখা ব্যক্তি ঐ ফিতনাহ্ সংঘটিত হওয়ার সময় সঠিক পথের উপর অটল থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ﴾ "ঐ সকল লোকেরা তাদের রবের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর রয়েছে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৫)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৩৭১৩)

٦٠٧٧ ـ[٩] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا عُثْمَانُ إِنَّهٗ لَعَلَّ اللّٰهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ

৬০৭৭-[৯] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ 'উসমান (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে 'উসমান! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। পরে লোকেরা তোমার জামাটি খুলে ফেলতে চাইবে, তখন তুমি তাদের দিক জামাটি খুলবে না। [তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এ হাদীস প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে][৬১৮]

ব্যাখ্যা : (فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ) যদি তারা তোমাকে জোরপূর্বক খিলাফাতের আসন হতে নামাতে চায় তখন তুমি খিলাফাতের আসন ছেড়ে দিবে না।

---

[৬১৭] সহীহ : তিরমিযী ৩৭০৪, ইবনু মাজাহ ১১১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৫৫২।
[৬১৮] সহীহ : তিরমিযী ৩৭০৫, ইবনু মাজাহ ১১২।

Scanned by CamScanner

কারণ তুমি সঠিক পথে আছো আর তারা হলো ভ্রান্ত তথা বাতিলপন্থী। উক্ত হাদীসের দরুন 'উসমান -কে যেদিন অবরোধ করা হয় সেদিন তিনি স্ব-জ্ঞানে, স্ব-ইচ্ছায় খিলাফাতের মসনদ হতে পদত্যাগ করেননি।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, কাপড় দ্বারা খিলাফাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী শব্দ তার ব্যাখ্যা করছে, عَلٰى خَلْعِهٖ অর্থাৎ কাপড় খোলা বলতে ক্ষমতা হতে অব্যাহতি নেয়া।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৭১৪)

٦٠٧٨ ـ[١٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَالَ: «يُقْتَلُ هٰذَا فِيهَا مَظْلُومًا» لِعُثْمَانَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

৬০৭৮-[১০] ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ফিতনাহ্ সম্পর্কে আলোচনাকালে 'উসমান -এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ লোকটি ফিতনায় নির্যাতিত অবস্থায় নিহত হবে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটির সানাদ হাসান ও গরীব][৯১৯]

ব্যাখ্যা : (ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً) মিরক্বাতুল মাফাতীহের ব্যাখ্যাকার বলেন, অত্যন্ত ভয়াবহ ফিতনার কথা উল্লেখ করলেন।

«يُقْتَلُ هٰذَا فِيهَا مَظْلُومًا» এই ব্যক্তিকে সেদিন নির্মমভাবে হত্যা করা হবে এ কথা শুনে আমি ঐ ব্যক্তির দিকে তাকালাম এবং দেখতে পাই তিনি হলেন 'উসমান ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৭১৭)

٦٠٧٩ ـ[١١] وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ قَالَ: قَالَ لِي عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৬০৭৯-[১১] আবূ সাহলাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান যে সময় গৃহবন্দি অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেছেন, আমার প্রতি রসূলুল্লাহ একটি বিশেষ ওয়াসিয়্যাত করেছেন, অতএব আমি উক্ত ওয়াসিয়্যাতের উপর ধৈর্যধারণ করব। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ][৯২০]

ব্যাখ্যা : (قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا) তিরমিযী ব্যাখ্যায় বলেন, 'উসমান বলেন, আমাকে উপদেশ দেন আমি যেন পদত্যাগ না করি।

সে উপদেশটি ছিল «وَإِنْ أَرَادُوكَ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ» অর্থ যদি তারা তোমার ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায় তাহলে তুমি পদত্যাগ করবে না।

«(فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَنْ ذٰلِكَ» আমি উক্ত অঙ্গীকারের উপর ধৈর্যধারণ করছি।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯/৩৭২০)

---

[৯১৯] সানাদ হাসান : তিরমিযী ৩৭০৮।

[৯২০] সহীহ : ইবনু মাজাহ ১১৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯১৮, তিরমিযী ৩৭১১।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٨٠ ـ[١٢] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يُرِيدُ حَجَّ الْبَيْتِ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ: مَنْ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: هٰؤُلَاءِ قُرَيْشٌ. قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ؟ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ». وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى: «هٰذِهٖ يَدُ عُثْمَانَ» فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهٖ وَقَالَ: «هٰذِهٖ لِعُثْمَانَ». ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الْآنَ مَعَكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬০৮০-[১২] ‘উসমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাওহাব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মিসরের এক লোক হজ্জে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশে (মাক্কায়) আসলো। তখন সে সেখানে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখে প্রশ্ন করল, এরা কে? লোকেরা বলল, এরা কুরায়শ। সে আবার প্রশ্ন করল, এদের মাঝে এ প্রবীণ বয়স্ক লোক কে? লোকেরা বলল, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)। তখন সে বলল, হে ইবনু ‘উমার! আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি আমাকে বলুন আপনি কি জানেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন ‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, আপনি কি এটাও জানেন যে, ‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বদ্‌র যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, আপনি কি জানেন যে, ‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বায়‘আতে রিযওয়ান (হুদায়বিয়াতে অনুষ্ঠিত বায়‘আত) হতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে যোগদান করেননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। (‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর প্রতি বিদ্বেষীস্বরূপ আনন্দে) সে বলে উঠল, *‘আল্ল-হু আকবার’*। তখন ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বললেন, এবার আসো! প্রকৃত বিষয়টি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। উহুদের দিন তাঁর পলায়নের ব্যাপারটি- সে সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁর সে ত্রুটিটি আল্লাহ তা‘আলা মাফ করে দিয়েছেন। আর বদ্‌র যুদ্ধ হতে তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপার হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়্যাহ্ ছিলেন ‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্ত্রী। আর তিনি ছিলেন ঐ সময় রোগশয্যায়। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ ‘উসমান-কে বলেছিলেন, এ যুদ্ধে যারা যোগদান করবে, তুমি তাদের সমপরিমাণ পুণ্য লাভ করবে এবং (অনুরূপভাবে) গনীমাতের অংশ হতেও তাদের সমপরিমাণ অংশ তুমি লাভ করবে। আর “বায়‘আতে রিয্‌ওয়ান” হতে অনুপস্থিতির ব্যাপার হলো-

Scanned by CamScanner

মাক্কার অধিবাসীদের কাছে 'উসমান অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি যদি অপর কেউ থাকত, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমান رضي الله عنه-এর স্থলে নিশ্চয় তাকেই পাঠাতেন। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমান رضي الله عنه-কেই পাঠিয়েছিলেন। 'উসমান رضي الله عنه-এর মাক্কায় চলে যাওয়ার পর "বায়'আতুর রিয্ওয়ান" সংঘটিত হয়। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আপন ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটা 'উসমান-এর হাত। তারপর তিনি সে হাতটি নিজের অপর হাতের উপর রেখে বললেন, 'এটা 'উসমান-এর বায়'আত।' অতঃপর ইবনু 'উমার رضي الله عنه লোকটিকে বললেন, 'এখন তুমি এ বর্ণনা সঙ্গে নিয়ে যাও।' কেননা তাতে যাদের 'উসমান رضي الله عنه সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাদের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। আর 'উসমান رضي الله عنه সম্পর্কে তোমার ভ্রান্ত বিশ্বাস হতে তোমার কোন উপকারে আসবে না, বরং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। (বুখারী)[৯২১]

ব্যাখ্যা : (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يُرِيدُ حَجَّ الْبَيْتِ) হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি ব্যক্তির নাম জানি না এবং কোন গোত্র হতে এসেছিল সে গোত্রের নাম কি তাও জানি না।

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ "ফিত্নাহ্ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৩)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তাতে মনে হয় ব্যক্তিটির নাম ছিল 'আলা ইবনু আরার। কিন্তু সূরাহ্ আল আনফাল-এর ব্যাখ্যায় বলা প্রশ্নকারী ব্যক্তির নাম ছিল হাকিম।

(قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ) ইবনু 'উমার رضي الله عنه তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন কেন সে এ বিষয়টিকে বড় করে দেখছে। তিনটি বিষয়ে ব্যক্তিটি দোষ তুলে ধরল। তাই ইবনু 'উমার رضي الله عنهما-এর নিকট তিনটি ওযর বেনে উপস্থিত হলো এবং উপস্থাপন করে তার সন্দেহ দূর করল।

১) উহুদ যুদ্ধ হতে পলায়ন করা, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

২) বদ্‌র যুদ্ধ হতে পিছিয়ে থাকা নাবী ﷺ-এর আদেশে ছিল। তার জন্য দু'টি বিষয় অর্জিত হয়েছে। দুনিয়াতে গনীমাতের অংশ আর পরকালে উত্তম প্রতিদান।

৩) আর বায়'আত থেকে পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর অনুমতি ছিল। আর 'উসমান رضي الله عنه-এর জন্য নাবী ﷺ-এর হাত উত্তম ছিল তার নিজের হাতের চেয়ে।

(فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ) নাবী ﷺ যখন বদ্‌র যুদ্ধে বের হলেন তখন রুকাইয়্যাহ্ رضي الله عنها অসুস্থ ছিলেন, তাই তার সুশ্রুশা করার জন্য 'উসমান ও উসামাহ্ ইবনু যায়দ رضي الله عنه-কে রেখে যান।

যায়দ ইবনু হারিস رضي الله عنه যখন সুসংবাদ নিয়ে পৌছান তখন রুকাইয়্যাহ্ رضي الله عنها মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আর তারপরে তার ছেলে আবদুল্লাহ ৪র্থ হিজরীতে ছয় বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে।

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসের একটি সারমর্মে বলেন, ইবনু 'উমার رضي الله عنهما লোকটিকে বলল, 'উসমান رضي الله عنه সম্পর্কে তোমার কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকবে না যখন আমি যথার্থ উত্তরের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বর্ণনা করব।

(وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ) মুসলিমদের মাঝে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, মুশরিকরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তখন মুসলিমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং তারা নাবী ﷺ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করল যে, তারা যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করবে না।

[৯২১] সহীহ : বুখারী ৩৬৯৮, মুসনাদে আহমাদ ৫৭৭২।

Scanned by CamScanner

কেউ কেউ বলেন যে, মুসলিমদের নিকট খবর আসলো 'উসমান -কে হত্যা করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ৭/৩৬৯৮)

٦٠٨١ - [١٣] وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَى عُثْمَانَ وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ قُلْنَا: أَلَا نُقَاتِلُ؟ قَالَ: لَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ أَمْرًا فَأَنَا صَابِرٌ نَفْسِيْ عَلَيْهِ

৬০৮১-[১৩] 'উসমান -এর মুক্ত দাস আবূ সাহলাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী 'উসমান -কে চুপে চুপে কিছু কথা বলছিলেন, আর 'উসমান -এর চেহারার রং পরিবর্তন হতে লাগল। অতঃপর যখন গৃহের (অবরোধের ঘটনার) দিন আসলো, তখন আমরা বললাম, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? উত্তরে তিনি বললেন, না। কেননা রসূলুল্লাহ আমাকে একটি ওয়াসিয়্যাত করেছেন। অতএব আমি তদনুযায়ী ধৈর্যধারণ করে অবিচল থাকব।[৯২২]

٦٠٨٢ - [١٤] وَعَنْ أَبِي حَبِيْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فِيهَا وَأَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْتَأْذِنُ عُثْمَانَ فِي الْكَلَامِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي فِتْنَةً وَاخْتِلَافًا أَوْ قَالَ: اخْتِلَافًا وَفِتْنَةً فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ: فَمَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ أَوْ مَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَمِيرِ وَأَصْحَابِهِ» وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بِذٰلِكَ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৬০৮২-[১৪] আবূ হাবীবাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি 'উসমান -এর গৃহে প্রবেশ করলেন। এ সময় 'উসমান তথায় গৃহবন্দি ছিলেন। তখন তিনি (আবূ হাবীবাহ্) শুনতে পেলেন, আবূ হুরায়রাহ্ কিছু কথা বলার জন্য 'উসমান -এর কাছে আসার সম্মতি চাইছেন। অতএব তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন আবূ হুরায়রাহ্ উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা শীঘ্রই আমার মৃত্যুর পরে বিরাট ফিতনাহ্ ও মতানৈক্যে পতিত হবে। অথবা বলেছেন, ভয়ানক মতানৈক্য ও বিপর্যয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তখন উপস্থিত লোকেদের মধ্য হতে জনৈক লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! তখন আমরা কি করব? অথবা বলল, তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন? উত্তরে তিনি () বললেন, তখন তোমরা আমীর ও তাঁর সাথিদের আনুগত্য দৃঢ়ভাবে করতে থাকবে। 'আমীর' শব্দটি বলবার সময় তিনি () 'উসমান -এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। [উপরিউক্ত হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন][৯২৩]

---

[৯২২] সহীহ : মুসনাদে আহমাদ ২৪২৯৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২০৩৭, আবূ ইয়া'লা ৪৮০৫।

[৯২৩] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি এর সানাদ এখনো পাইনি, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪১৯; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২০৪৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯৪৫৭।

Scanned by CamScanner

(٧) بَابُ مَنَاقِبِ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ

অধ্যায়-৭ : (আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব, 'উমার ফারূক এবং 'উসমান গনী) তিনজনের একত্রে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠٨٣ -[١] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬০৮৩-[১] আনাস হতে বর্ণিত। একদিন নাবী আবূ বাক্‌র, 'উমার এবং 'উসমান-সহ উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন, (খুশিতে) পাহাড় তাদেরকে নিয়ে দুলতে লাগল। তখন নাবী পা দ্বারা আঘাত করে বললেন, উহুদ স্থির থাক। কেননা একমাত্র তোমার ওপর একজন নাবী, একজন সিদ্দীক্ব ও দু'জন শাহীদ রয়েছেন। (বুখারী)[১২৪]

ব্যাখ্যা : «مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ» কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহর আদেশ পালনে অবিচল ও দৃঢ়।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ বলেন, 'উমার-এর ইসলাম গ্রহণ ছিল সম্মান, হিজরত ছিল সাহায্য, শাসন ছিল দয়া। কারণ আল্লাহর শপথ 'উমার-এর ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমরা কা'বার চারপার্শ্বে প্রকাশ্যে সলাত আদায় করতে পারিনি।

(فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ: اثْبُتْ أُحُدُ) মিরক্বাত ব্যাখ্যাকার বলেন : পাহাড়কে বলছেন আগন্তুকের কারণে তোমার পৃষ্ঠে কোন চিহ্ন প্রকাশ করো না, দৃঢ়চেতা ব্যক্তির ন্যায় অটল থাক।

এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। জুনায়দ নামক এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ভিতরগত কোন অবস্থা নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে বাহ্যিক কোন বিষয় শ্রবণের সময় তোমার মাঝে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়? তখন তিনি সূরাহ্ আন্ নাম্‌ল-এর ৮৮নং আয়াত পাঠ করে শুনান।

আয়াতটি হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ "তুমি পাহাড়কে দেখতে পাও অনড় অথচ তা মেঘমালার ন্যায় চলে।"

(فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ) মর্যাদাবান ও সম্মানিত সাথিগণ তার উপর উঠার কারণে পাহাড়কেও সকল প্রকার বিরক্তিভাব প্রকাশ করা হতে মুক্ত থাকা অবশ্যক।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ৭/৩৬৮৪)

---

[১২৪] সহীহ : বুখারী ৩৬৭৫, তিরমিযী ৩৬৯৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৭৫, নাসায়ী ৩৬০৮, ইরওয়া ৬/৩৯, মুসনাদে আহমাদ ১২১২৭, আবূ ইয়া'লা ৩১৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৪৩৫, দারাকুত্বনী ৪/১৯৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৩৪১।

Scanned by CamScanner

٦٠٨٤ - [٢] وَعَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْتَحْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَفَتَحْتُ لَهٗ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهٗ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْتَحْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَفَتَحْتُ لَهٗ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَأَخْبَرْتُهٗ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِيْ: «افْتَحْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيبُهٗ» فَإِذَا عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهٗ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৮৪-[২] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নাবী ﷺ-এর সাথে মাদীনার কোন একটি বাগানে ছিলাম। তখন এক লোক এসে (বাগানের) দরজা খুলে দিতে অনুরোধ করল। নাবী ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অতঃপর আমি দরজা খুলে দিতেই দেখলাম, তিনি আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ)। তখন আমি তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথানুযায়ী (জান্নাতের) সুসংবাদ দিলাম। তিনি ‘*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*’ বলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। অতঃপর আরেক লোক এসে দরজা খুলে দিতে অনুরোধ করল। নাবী ﷺ বললেন, আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখলাম, আগন্তুক ‘উমার ফারূক (রাঃ)। তখন আমি তাঁকে নাবী ﷺ-এর দেয়া সুসংবাদটি জানালাম। তিনিও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে অনুরোধ করল। তখন নাবী ﷺ আমাকে বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তার ওপর মারাত্মক বিপদের আগমনসহ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দরজা খুলে দিতেই দেখলাম, তিনি হলেন ‘উসমান গনী (রাঃ)। আমি তাঁকে নাবী ﷺ যা বলেছেন তা জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহই (আমার) সাহায্যকারী। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২৫]

ব্যাখ্যা : ‘উমার (রাঃ)-এর সময়েও পরীক্ষা ছিল তবে ‘উসমান (রাঃ)-কে খাস করার কারণ হলো তার পরীক্ষা বড় ছিল। আর তার সময়ও বেশি ছিল, কিন্তু তার উত্তম সঙ্গী কম ছিল।

(فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ) অর্থাৎ যাবতীয় কাজে তার সহযোগিতা কামনা করেছেন। আর ঐ সকল বিপদাপদে ধৈর্য ধরার জন্য চেষ্টা করতে চেয়েছেন। এর ফলে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাক্বাম দান করবেন। আর সে আল্লাহর নিকটে অবস্থানের সুযোগ লাভে ধন্য হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٨٥ - [٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَيٌّ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৯২৫] সহীহ : বুখারী ৩৬৯৩, মুসলিম ২৮-(২৪০৩), তিরমিযী ৩৭১০, মুসনাদে আহমাদ ১৯৬৬০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৫৭ পৃ.।

Scanned by CamScanner

৬০৮৫-[৩] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, আবূ বাক্র, 'উমার এবং 'উসমান رضي الله عنهم, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।' (তিরমিযী)[৯২৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আবূ বাক্র, 'উমার ও 'উসমান رضي الله عنهم-এর ব্যাপারে অন্যান্য সহাবীগণ আলোচনা করতেন যে, তাদের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অত্র হাদীসের আরো একটি বর্ণনায় এসেছে যে, আমরা আল্লাহর রসূলের যুগেই তাদেরকে মর্যাদার দিক থেকে অগ্রাধিকার দিতাম। আমরা প্রথমে আবূ বাক্র, তারপর 'উমার, তারপর 'উসমান رضي الله عنهم-কে গণ্য করতাম। আর এভাবে করাকে নাবী ﷺ অপছন্দ করতেন না।

ইবনু 'উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আনসার ও মুহাজিরগণ একত্রিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ-এর পরে এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবূ বাক্র , 'উমার ও 'উসমান رضي الله عنهم। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٨٦ -[٤] عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ كَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ» قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللهِ وَأَمَّا نَوْطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلَاةُ الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৬০৮৬-[৪] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আজ রাতে আমাকে যেন পুণ্যবান ভালো লোককে স্বপ্নে দেখানো হয়, যেন আবূ বাক্র রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সংযুক্ত, 'উমার আবূ বাক্র-এর সাথে সংযুক্ত এবং 'উসমান 'উমার-এর সাথে সংযুক্ত। জাবির رضي الله عنه বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ হতে উঠে আসলাম, তখন আমরা নিজেদের ধারণানুযায়ী এ মন্তব্য করলাম যে, সেই পুণ্যবান লোক হলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ; আর যাঁদের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, তাঁরা হলেন ঐ দীন-ইসলামের শাসনকর্তা, যে দীনসহ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ﷺ-কে পাঠিয়েছেন। (আবূ দাঊদ)[৯২৭]

ব্যাখ্যা : তূীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে তিনি বলেন, আমি আমার নিজেকে ও আবূ বাক্র رضي الله عنه-কে একই রশিতে বাঁধা দেখলাম। পরে তিনি নিজেকে মুক্ত করলেন, কেননা তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ। আর তার বন্ধু একজন সৎ লোক। তারপর রসূল ﷺ আরেক ব্যক্তির জায়গা রাখলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৯২৬] সহীহ : তিরমিযী ১০৯, নাসায়ী ৪৬৮০, আবূ দাউদ ৪৬২৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১২৯৫৩।

[৯২৭] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৬৩৬, য'ঈফুল জামি' ৭৮৭, কারণ 'আম্র ইবনু আবান ইবনু 'উসমান য'ঈফ।

Scanned by CamScanner

(٨) بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ

অধ্যায়-৮ : 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠٨٧ - [١] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسٰى إِلَّا أَنَّهٗ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬০৮৭-[১] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কেন্দ্র করে বলেছেন, মূসা আলায়হিস সালাম-এর কাছে হারূন আলায়হিস সালাম-এর যে মর্যাদা ছিল, তুমিও আমার কাছে সে পর্যায়ে রয়েছ। তবে তারতম্য এটা যে, আমার পরে আর কোন নাবী নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২৮]

ব্যাখ্যা : (أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسٰى) অর্থাৎ আখিরাতে আর মর্তবায় তাঁর নিকটবর্তী হবে। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে নাবী ﷺ এ কথাটি বলেছিলেন তাবূকের যুদ্ধে বের হওয়াকে কেন্দ্র করে। তিনি 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর পরিবারের নিকটে ছেড়ে যান এবং সেখানে থাকতে বলেন। এদিকে মুনাফিক্বরা তাঁকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়াতে লাগল যে, তাঁকে তিনি (ﷺ) ছেড়ে গেছেন কারণ তিনি তাকে ভারী মনে করেছিলেন। এটা তার জন্য বিপদের কারণ জেনে তিনি তাকে ছেড়ে গেছেন। এ কথা শুনে তিনি তার তরবারি বের করে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েন। তখন নাবী ﷺ জুরূফ নামক স্থানে ছিলেন। তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, মুনাফিক্বরা এই এই কথা বলছে। তখন নাবী ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, তারা মিথ্যা কথা বলেছে। আমি তোমাকে আমার পিছনে রেখে এসেছি যাতে তুমি আমার অনুপস্থিতে আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পার। তুমি আমার ও তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও। হে 'আলী! তুমি কি পছন্দ কর না যে, তুমি আমার স্থানে থাক যেভাবে হারূন আলায়হিস সালাম মূসা আলায়হিস সালাম-এর জায়গায় ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ হাদীস দ্বারা 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ-এর পরে খলীফাহ্ হবেন এরূপ বুঝায় না; বরং তিনি তাঁর কাছের লোক। তাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন এটাই বুঝায়। (সম্পাদকীয়)

٦٠٨٨ - [٢] وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهٗ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ: أَنْ لَا يُحِبَّنِيْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِيْ إِلَّا مُنَافِقٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৯২৮] সহীহ : বুখারী ৩৭০৬, মুসলিম ৩০-(২৪০৪), তিরমিযী ৩৭২৪, ইবনু মাজাহ ১১৫, সহীহুল জামি' ১৪৮৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৭৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২০৭৪, মুসনাদুল হুমায়দী ৭১, মুসনাদে বায্যার ১/১৫৪, মুসনাদে আহমাদ ১৫০৯, আবূ ইয়া'লা ৭১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৪৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৪৪৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১২৪২৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বাবারানী ৮২৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪২৪৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩২৯৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৩৫০।

Scanned by CamScanner

৬০৮৮-[২] যির্ ইবনু হুবায়শ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রাঃ) বলেছেন, সেই মহান পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি বীজ ফাটিয়ে অঙ্কুর বের করেন এবং বীর্য হতে প্রাণী সৃষ্টি করেন, নাবীয়ে উম্মী ﷺ আমাকে এ অসিয়ত করেছেন যে, মু'মিনই আমাকে ভালোবাসবে এবং মুনাফিক্বই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। (মুসলিম)[৯২৯]

ব্যাখ্যা : (لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ) অর্থাৎ নাবী ﷺ তা গুরুত্বারোপ করেছেন ও আর তা আমার কাছে পৌছেছেন যেন তিনি আমাকে অঙ্গীকার করেছেন।

(إِلَّا مُؤْمِنٌ) অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার নয়। যেমন কেউ যদি তাকে ভালোবাসে আর শায়খায়ন তথা আবূ বাক্র (রাঃ) ও 'উমার (রাঃ)-কে ঘৃণা করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাহলে সেও পূর্ণ মু'মিন নয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٦٠٨٩ -[٣] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهٗ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهٗ». فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ. قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ». فَأُتِيَ بِهٖ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْ عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ حَتّٰى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ» فِيْ بَابِ «بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ».

৬০৮৯-[৩] সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধের সময় বললেন, আগামীকাল আমি এ পতাকা এমন এক লোকের হাতে প্রদান করব, যার হাতে আল্লাহ তা'আলা (খায়বার দূর্গ) জয় করাবেন, যিনি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসেন। অতঃপর ভোর হতেই লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে উপস্থিত হলো। তারা প্রত্যেকেই (মনে মনে) এ আশা পোষণ করছিল যে, পতাকা তাকেই প্রদান করা হবে। কিন্তু নাবী ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব কোথায়? লোকজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চোখে অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। তিনি (ﷺ) বললেন, তাঁকে ডেকে আনার জন্য কাউকে পাঠাও। অতঃপর 'আলী (রাঃ)-কে আনা হলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু' চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন। তাতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তাঁর চোখে কোনরূপ রোগ-ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি (ﷺ) পতাকা তাঁর হাতেই প্রদান করলেন। পতাকা হাতে নিয়ে 'আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাদের (শত্রুদের) বিরুদ্ধে আমি সেই অবধি লড়ে যাব যে পর্যন্ত তারা আমাদের মতো (মুসলিম) না হবে। নাবী ﷺ বললেন, তুমি ধীরে-সুস্থে চল, এমনকি যখন তুমি তাদের অঞ্চলে পৌছবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং ইসলামের মধ্যে আল্লাহর সম্পর্কে তাদেরকে

---

[৯২৯] সহীহ : মুসলিম ১৩১-(৭৮), নাসায়ী ৫০২২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৫৩।

Scanned by CamScanner

অবহিত করবে। আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা যদি একটি লোককেও আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল রঙের উট অপেক্ষাও অধিকতর উত্তম হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৩০]

আর 'আলী (রাঃ)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে 'আলী (রাঃ)-কে কেন্দ্র করে বলেছিলেন- «أَنْتَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ» "তুমি 'আমার এবং আমি তোমার" «بَابِ بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ» 'শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে 'আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি চোখের অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকার পরও নাবী (ﷺ) তাকে ডেকে এনে খায়বার যুদ্ধের পতাকা দিয়ে দিলেন। আর তার হাতে খায়বার বিজয়ের সুসংবাদও আগাম বলে দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) মু'জিযাহ্ দেখিয়ে তাঁর চোখে থুথু লাগিয়ে তাঁর চোখের সমস্যা সমাধান করে দিলেন। *সুবহা-নাল্ল-হ*! তারপরে তাকে যুদ্ধের কিছু নীতিমালা শিখিয়ে তাকে মানুষকে হত্যা করার আগে তাদেরকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আর দা'ওয়াতি কাজের ফলাফল বর্ণনা করেন। (সম্পাদকীয়)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠٩٠ -[٤] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عَلِيًّا مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৯০-[৪] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : 'আলী আমার হতে আর আমি 'আলী হতে। আর সে প্রত্যেক মু'মিনের বন্ধু। (তিরমিযী)[৯৩১]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ عَلِيًّا مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ) অর্থাৎ বংশের সূত্রে, বৈবাহিক সূত্রে, অগ্রগামিতার দিক থেকে, ভালোবাসার দিক থেকে ও অন্যান্য দিক থেকে। এটা কেবলমাত্র তার আত্মীয় দিক থেকে নিকটবর্তী নয়। তাহলে এ বিষয়ে অনেকেই তাঁর শারীক হয়ে যাবে।

(وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ) অর্থাৎ তার প্রিয়। তৃবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি ইঙ্গিত আছে, তা হলো- ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ "তোমাদের অভিভাবক কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, সলাত কায়িম করে ও যাকাত দেয় এবং যারা রুকূ' করে"- (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৫৫)।

তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়ে হয়েছে, এ আয়াতটি 'আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারে নাযিল করা হয়েছে। যদি তুমি বল, এটা কিভাবে সঠিক যে তা 'আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে? এখানে তো বহুবচনের শব্দ এসেছে। আমি বলব, তার কাজের মতো করে মানুষকে উৎসাহ দেয়ার জন্য এটা এসেছে। যেন তারা

---

[৯৩০] সহীহ : বুখারী ৩০০৯, মুসলিম ৩৪-(২৪০৬), সহীহুল জামি' ১৫১১, আবূ ইয়া'লা ৩৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৩২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৪৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৮১৭।

[৯৩১] সহীহ : তিরমিযী ৩৭১২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২২৩, সহীহুল জামি' ৫৫৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১৯৯৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৪৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৮১৭।

Scanned by CamScanner

তার সাওয়াবের মত সাওয়াব লাভ করতে পারে। আর মু'মিন ব্যক্তির আগ্রহ এমনটাই হওয়া চায় সৎ ও কল্যাণের কাজে।

বায়যাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা রুকূ'কারী অর্থাৎ তারা তাদের সলাতে ও যাকাতে বিনয়ী।
(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯ম খণ্ড, হা. ৩৭১, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٩١ -[٥] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৬০৯১-[৫] যায়দ ইবনু আরক্বাম হতে বর্ণিত। নাবী বলেছেন : আমি যার বন্ধু, 'আলীও তার বন্ধু। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৬৩২]

ব্যাখ্যা : আমি যাকে ভালোবাসি 'আলীও তাকে ভালোবাসে। আর আমি যাকে ঘৃণা করি 'আলীও তাকে ঘৃণা করে। আর আমি যার দায়িত্ব নেই 'আলীও তার দায়িত্ব নেয়। 'আলী -এর সাথে যারা ইয়ামানে ছিল তারা তার সম্পর্কে কিছু বলল, নাবী যখন হাজ্জ আদায় করলেন তখন খুত্ববাহ্ দিয়ে সতর্ক করলেন। যারা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বললেন, তিনি () তাদেরকে খণ্ডন করলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٩٢ -[٦] وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلِيٌّ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَلَا يُؤَدِّيْ عَنِّيْ إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِيْ جُنَادَةَ

৬০৯২-[৬] হুবশী ইবনু জুনাদাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : 'আলী আমা হতে, আর আমি 'আলী হতে। আর আমার তরফ হতে কেউ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, আমি অথবা 'আলী ছাড়া। [তিরমিযী, আর ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি জুনাদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন][৬৩৩]

ব্যাখ্যা : (عَلِيٌّ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْ) অর্থাৎ 'আরবদের অভ্যাস ছিল যদি তাদের মাঝে কোন ওয়া'দা ভঙ্গ করা, কোন কথা, কোন চুক্তি, কোন ওয়া'দা ভঙ্গ করার সময় হয় তখন তা কেবল ভঙ্গ করতে পারে সে সম্প্রদায়ের নেতা। অথবা যে তার খুব নিকটাত্মীয় বা কাছের লোক। তার থেকে ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। যে বছর রসূল আবূ বাক্র -কে হাজ্জ সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন তার পিছনে পিছনে 'আলী কে পাঠালেন মুশরিকদের সাথে করা চুক্তিকে ভঙ্গ করার জন্য। তিনি তাদের সামনে সূরাহ্ আত্ তাওবার আয়াত পাঠ করলেন। ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا﴾ "মুশরিকরা অপবিত্র, তারা যেন এ বছরের পর আর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৮)। এছাড়াও অন্যান্য বিধানাবলী দ্বারা তাকে পাঠানো হয়েছিল। এটা ছিল 'আলী -এর বিরাট বড় একটা মর্যাদা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৩২] সহীহ : তিরমিযী ৩৭১২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২২৩, সহীহুল জামি' ৫৫৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১৯৯৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯২৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৪৫৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/২৯৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ১৪৬৮৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬/১৬২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৫৭৯।

[৬৩৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৭১৩, ইবনু মাজাহ ১২১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৫০, সহীহুল জামি' ৬৫২৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২০৯১, মুসনাদে আহমাদ ২২৯৯৫।

Scanned by CamScanner

٦٠٩٣ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ: آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَحَدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ أَخِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৬০৯৩-[৭] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসার সহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। এ সময় 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অশ্রুসজল চোখে এসে বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আপনার সহাবীদের পরস্পরে মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন, অথচ আমাকে কারো সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, ইহকাল ও পরকালে উভয় স্থানেই তুমি আমার ভাই। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব][৯৩৪]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ সব সহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, আমাকে কারো সাথে ভাই বানিয়ে দিলেন না কেন? নাবী ﷺ তখন বললেন, তুমি কি জান আমি তোমাকে কারো সাথে ভাই বনিয়ে দেয়নি কেন? আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। তুমি আমার ভাই আর আমি তোমার ভাই। যদি তোমাকে কেউ বলে তবে তুমি বল, আমি আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রসূলের ভাই। আর আমার পরে যদি কেউ তা দাবী করে তবে সে হবে মহা মিথ্যুক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٩٤ - [٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ ائْتِنِيْ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِيْ هٰذَا الطَّيْرَ» فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬০৯৪-[৮] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ-এর সামনে (খাওয়ার জন্য) একটি (ভুনা) পাখি রাখা ছিল। তখন তিনি (ﷺ) (দু'আয়) বললেন, হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টিজীবের মাঝে যে লোকটি তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়, তাকে তুমি পাঠিয়ে দাও, যেন সে আমার সাথে এ পাখিটি ('র গোশত) খেতে পারে। এর পর ক্ষণেই 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসলেন এবং তাঁর সাথে খেলেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৯৩৫]

ব্যাখ্যা : (كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ) অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর নিকট একটি ভুনা বা রান্না করা পাখি ছিল যা তাকে হাদিয়্যাহ্ দেয়া হয়েছিল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নাবী ﷺ-কে এক আনসারী মহিলা দু'টি পাখি হাদিয়্যাহ্ দিয়েছিল।

আমরা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদাকে অস্বীকার করি না। তিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসূল ﷺ-এর অধিক নিকটবর্তী ছিলেন তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে। তিনি কয়েক দিক থেকে নাবী ﷺ-এর আত্মীয় হতেন। আর তিনি তার দীনী ভাইও ছিলেন। আর তিনি (ﷺ) তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তবে মূর্খরা তাঁর মর্যাদা নিয়ে যেমন বাড়াবাড়ি করে তা হতে তিনি মুক্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৩৪] হাসান : তিরমিযী ৩৭১৯, ইবনু মাজাহ ১১৯, মুসনাদে আহমাদ ১৭৫৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২০৭১, আবূ ইয়া'লা ৩৫৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৪৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ৩৪৩১।

[৯৩৫] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭২০, য'ঈফুল জামি' ১৩২৫; হাকীম ইবনু যুবায়র য'ঈফ, আর তার শায়খ জুমাই' হাদীস জাল করত, য'ঈফাহ্ ৩৫১।

Scanned by CamScanner

٦٠٩٥ -[٩] وَعَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَانِيْ وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ «حَسَنٌ غَرِيبٌ»

৬০৯৫-[৯] 'আলী ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন কোন কিছু চাইতাম, তিনি আমাকে তা দান করতেন। আর যখন চুপ থাকতাম, তখন নিজের তরফ হতে দিতেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব][৯৩৬]

ব্যাখ্যা : (وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِيْ) অর্থাৎ কথা বলা বা দানের ক্ষেত্রে। এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, উত্তম আদব হলো চুপ থাকা। আর অধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে আগে সুযোগ দেয়া। আর একে শক্তিশালী করে অন্য একটি হাদীস তা হলো- যাকে আমার কাছে চাওয়া থেকে আমার স্মরণে ব্যস্ত রাখবে আমি তাকে আমার কাছে প্রার্থনাকারীর চেয়ে বেশি দিয়ে থাকি। 'আলী ؓ-এর দুনিয়াবিমুখতার কথা উল্লেখ করেছেন অনেক জীবনী লেখকগণ। তারা 'আলী ؓ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে যে, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধেছিলাম, আর আজ আমি যাকাত দিচ্ছি চল্লিশ হাজার। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আজ আমার সম্পদের যাকাত পৌছেছে চল্লিশ হাজার দীনার। হাদীস দু'টি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

সাহ্ল ইবনু সা'দ ؓ সূত্রে বর্ণিত। একদিন 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ؓ ফাত্বিমাহ্ ؓ-এর কাছে গিয়ে হাসান ও হুসায়ন ؓ-কে কান্নারত পেয়ে তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন ফাত্বিমাহ্ ؓ বলেন, তাঁরা ক্ষুধার জ্বালায় কান্না করছে। 'আলী ؓ ঘর থেকে বের হয়ে বাজারে গিয়ে পতিত অবস্থায় একটি দীনার পেলেন। তিনি দীনারটি ফাত্বিমাহ্ ؓ-এর কাছে নিয়ে এসে বিষয়টি তাকে জানালেন। ফাত্বিমাহ্ ؓ তাকে বললেন, আপনি দীনারটি নিয়ে অমুক ইয়াহূদীর কাছে গিয়ে আমাদের জন্য আটা ক্রয় করুন। অতঃপর 'আলী ؓ ইয়াহূদীর কাছে গিয়ে আটা ক্রয় করলেন। ইয়াহূদী বলল, আপনি তো ঐ লোকের জামাতা, যিনি নিজেকে আল্লাহর রসূল দাবী করেন। তখন 'আলী ؓ বললেন, হ্যাঁ। তখন ইয়াহূদী বলল, আপনি দীনারটি ফেরত নিন এবং এই আটাও নিয়ে যান (আটার মূল্য দিতে হবে না)। 'আলী ؓ আটা নিয়ে ফাত্বিমাহ্ ؓ-এর কাছে এসে তাকে বিষয়টি জানালেন। ফাত্বিমাহ্ ؓ বললেন, আপনি উমুক কসাইয়ের কাছে গিয়ে আমাদের জন্য এক দিরহামের গোশত ত্রয় করুন। তিনি সেখানে গিয়ে দীনারটি বন্ধক রেখে এক দিরহাম মূল্যের গোশত কিনে ঘরে ফিরলেন।

ফাত্বিমাহ্ ؓ আটা দিয়ে রুটি বানালেন এবং গোশত রান্না করলেন। নাবী ﷺ তাদের কাছে আসলে ফাত্বিমাহ্ ؓ বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে ঘটনাটি খুলে বলছি। আপনি যদি এটা আমাদের জন্য হালাল মনে করেন তাহলে আমরা তা খাবো এবং আমাদের সাথে আপনিও খাবেন। ঘটনা এরূপ। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা *বিসমিল্লা-হ* বলে খাও। তাঁরা যখন খাচ্ছিলেন তখন এক যুবক আল্লাহ ও ইসলামের নামে শপথ উচ্চারণ করে দীনারটি খুঁজছিল। তখন রসূল ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক তাকে ডেকে দীনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। সে বলল, দীনারটি আমার নিকট থেকে বাজারে পড়ে গেছে। নাবী ﷺ বললেন : হে 'আলী! তুমি কসাইয়ের নিকট গিয়ে বল, আল্লাহর রসূল ﷺ আপনাকে দীনারটি আমার কাছে ফেরত দিতে বলেছেন। আর তিনি আপনার দিরহাম দিয়ে দিবেন। অতঃপর কসাই তা ফেরত দিলে রসূল ﷺ সেটি ঐ যুবককে ফিরিয়ে দিলেন– (আবূ দাউদ ১৭১৬ : হাসান)। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৩৬] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭২১; কারণ সানাদে সুদ্দী আল কাবীর আছে, আর তার নাম ইসমা'ঈল ইবনু 'আবদুর রহমান, তিনি য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ৬৫৭৫।

Scanned by CamScanner

٦٠٩٦ - [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَالَ: رَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ وَلَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الثِّقَاتِ غَيْرَ شَرِيكٍ.

৬০৯৬-[১০] উক্ত রাবী ('আলী رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি বিদ্যার ঘর আর 'আলী হলেন সে গৃহের দরজা। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। তিনি আরো বলেছেন, কোন কোন বর্ণনাকারী হাদীসটি শারীক নামক বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেছেন। তারা তাতে সুনাবিহী বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি এবং শারীক ছাড়া অন্য কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হতে এ হাদীস আমরা জানতে পারিনি।][৯৩৭]

ব্যাখ্যা : (أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ) অন্য বর্ণনায় আছে, «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ» মাসাবীহ-এর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, «أَنَا دَارُ الْعِلْمِ "وَعَلِيٌّ بَابُهَا» অর্থাৎ আমি 'ইল্‌মের ঘর আর 'আলী رضي الله عنه হলো তার দরজা।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে, «فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ» অর্থাৎ- যে 'ইল্‌ম চায় সে যেন তার কাছে তার দরজা দিয়ে আসে। এর অর্থ হলো, 'আলী رضي الله عنه তার দরজাসমূহ থেকে একটি দরজা। তবে এখানে নির্দিষ্ট করা মানে এক প্রকার সম্মান দেয়া। তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো তিনি কতিপয় সহাবীর চেয়ে বেশি সম্মানিত ও জ্ঞানী ছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٩٧ - [١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا انْتَجَيْتُهُ وَلٰكِنَّ اللهَ انْتَجَاهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৯৭-[১১] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ত্বায়িফ যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী رضي الله عنه-কে কাছে ডেকে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। লোকেরা বলল, রসূলুল্লাহ ﷺ যে তাঁর চাচার পুত্রের সাথে দীর্ঘসময় অবধি চুপে চুপে কথাই বলছেন! রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চুপে চুপে আমি কথা বলিনি, বরং স্বয়ং আল্লাহই তাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বলেছেন। (তিরমিযী)[৯৩৮]

ব্যাখ্যা : (فَقَالَ النَّاسُ) অর্থাৎ মুনাফিক্বগণ, অথবা সাধারণ সহাবীগণ গোপন বৈঠক করেছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٩٨ - [١٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرَكَ» قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: فَقُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ: مَا مَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرَكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

---

[৯৩৭] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৭২২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৫০৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২০৭০; কারণ সানাদে ইনক্বিত্বা' আছে, 'আম্র ইবনু হিন্দ আল জুমালী 'আলী رضي الله عنه থেকে শোনেনি, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪২৬।

[৯৩৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৭২৩, য'ঈফুল জামি' ৬০৮৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৬৪; কারণ সানাদে শারীক আছে আর তার মুখস্থশক্তি দুর্বল, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪২৭।

Scanned by CamScanner

৬০৯৮-[১২] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ 'আলী -কে লক্ষ্য করে বললেন, হে 'আলী! আমি ও তুমি ছাড়া এ মাসজিদে জুনুবী (নাপাকী) অবস্থায় অন্য কারো প্রবেশ করা বৈধ নয়।

(অধস্তন বর্ণনাকারী) 'আলী ইবনুল মুনযির বলেন, আমি যিরার ইবনু সুরাদ-কে হাদীসটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : নাপাকী অবস্থায় আমি ও তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য এই মাসজিদের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করা বৈধ নয়। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব][৯৩৯]

ব্যাখ্যা : এখানে তাদের দু'জনের বিষয়টি খাস করার অর্থ হলো, তাদের দু'জনের ঘরের দরজা মাসজিদের ভেতর দিয়ে ছিল। নাবী -এর ঘরের দরজা তো মাসজিদের ভিতর দিকে ছিল। তার ঘরের দরজা খুললেই মাসজিদ তার সামনে পড়ত।

অনুরূপ 'আলী -এর ঘরের দরজাও ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٠٩٩ -[١٣] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَيْشًا فِيهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْنِىْ حَتّٰى تُرِيَنِىْ عَلِيًّا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬০৯৯-[১৩] উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ কোন এক অভিযানে সেনাদল পাঠালেন। তাদের মধ্যে 'আলী -ও ছিলেন। উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ বলেন, সেনাদল পাঠাবার পর রসূলুল্লাহ -কে আমি দুই হাত তুলে এরূপ দু'আ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! 'আলীকে আবার আমাকে না দেখাবার আগ পর্যন্ত তুমি আমার মৃত্যু দান করো না। (তিরমিযী)[৯৪০]

ব্যাখ্যা : নাবী 'আলী -কে কোন একটি সফরে সৈন্যবাহিনীর সাথে পাঠিয়েছিলেন। রসূল তাকে পাঠানোর সময় বা তাঁর ফিরে আসা নিশ্চিত করতে তাঁর দু'হাত উঁচু করে বলেন, "হে আল্লাহ! 'আলীকে দেখার আগে আমার মৃত্যু দিও না।"

নাবী যখন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিলেন তখন তার ডানদিকে আর মীকাঈল তার বামদিকে ছিলেন। আর তিনি তার বিজয় নিশ্চিত না করে ফিরে যাননি– (আহমাদ)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٠٠ -[١٤] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهٗ مُؤْمِنٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

[৯৩৯] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭২৬, য'ঈফুল জামি' ৫০২২; কারণ আবুয্ যুবায়র মুদাল্লিস রাবী আর সে 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪২৯ পৃ.।

[৯৪০] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭২৭, য'ঈফুল জামি' ৬৪০২, য'ঈফাহ্ ৪৯৭৩; কারণ সালিম ইবনু আবূ হাফসাহ্ ও 'আত্বিয়্যাহ্ আল 'আওফী উভয়েই য'ঈফ, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৩০ পৃ.।

Scanned by CamScanner

৬১০০-[১৪] উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন মুনাফিক্ব 'আলী-কে ভালোবাসে না এবং কোন মু'মিন 'আলী-এর প্রতি বিদ্বেষ রাখে না। [আহমাদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান এবং সানাদের দিক দিয়ে গরীব][৯৪১]

ব্যাখ্যা : 'আলী-কে পূর্ণ মু'মিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ ভালোবাসে না, আর পূর্ণ মুনাফিক্ব ছাড়া কেউ তাকে ঘৃণা করে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٠١-[١٥] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬১০১-[১৫] উক্ত রাবী (উম্মু সালামাহ্) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে লোক 'আলীকে গালি দিল, সে যেন আমাকেই গালি দিল। (আহমাদ)[৯৪২]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি 'আলী-কে গালি দিল সে যেন নাবী-কে গালি দিল। কারণ তিনি তার বংশের লোক। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, 'আলী-কে গালি দেয়া কুফরী কাজ। আর এ কাজটি যেন ধমক ও সতর্কতাস্বরূপ। ইবনু 'আব্বাস থেকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার সহাবীদেরকে গালি দিবে, তার ওপর আল্লাহর লা'নাত, মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) লা'নাত ও সকল মানুষের লা'নাত। 'আলী থেকে ত্ববারানী-এর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি নাবীদের গালি দিবে তাকে হত্যা করা হবে, আর যে সহাবীদেরকে গালি দিবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٠٢-[١٦] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسٰى أَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتّٰى بَهَتُوا أُمَّهٗ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارٰى حَتّٰى أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهٗ». ثُمَّ قَالَ: يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهٗ شَنَاٰنِي عَلٰى أَنْ يَبْهَتَنِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬১০২-[১৬] 'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমার মাঝে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর সাদৃশ্য রয়েছে। ইয়াহূদীরা তাঁর প্রতি এমনভাবে বিদ্বেষ রাখে যে, তাঁর মায়ের উপর অপবাদ রচনা করে ছাড়ে। অপরদিকে খ্রিষ্টানরা তাঁকে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁকে এমন স্থানে পৌছিয়ে দেয়, যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। অতঃপর 'আলী বললেন, আমার ব্যাপারে দুই দল ধ্বংস হবে। (একদল) অতি ভক্তিকারী বন্ধু যারা আমার ক্ষেত্রে এমন উচ্চ প্রশংসা করে যা আমার মধ্যে নেই। হিংসুকের দল, যারা আমার প্রতি হিংসার বশীভূত হয়ে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রচনা করবে। (আহমাদ)[৯৪৩]

ব্যাখ্যা : 'আলী-কে কেন্দ্র করে যে দু'দল লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা হলেন, রাফিযী ও খারিযী। নুসায়রিয়্যাহ্ সম্প্রদায় 'আলী-কে সকল সহাবীর ওপর তাকে মর্যাদা দেয়। 'আলী বলেন, আমাকে কিছু লোক ভালোবাসে আর এ ভালোবাসা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, আর আমাকে কিছু লোক ঘৃণা করে আর এ কারণে তারা জাহান্নামে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৪১] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৩৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৪৩২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৬৭৯; কারণ সানাদে অপরিচিত ব্যক্তি আবূ আসিম।

[৯৪২] য'ঈফ : কারণ সানাদে মুসাবির আল হিম্‌ইয়ারী অপরিচিত য'ঈফ; তিরমিযী ৬৭১৭, য'ঈফুল জামি' ৬৩৩০, আবূ ইয়া'লা ৬৯৩১, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৩১ পৃ.।

[৯৪৩] য'ঈফ : মুসনাদে আহমাদ ২৬৭৯১, য'ঈফুল জামি' ৫৬১৮; কারণ সানাদে আবূ সানাদে আবূ ইসহাক্ব আস্ সাবী'ঈ আছে আর সে হাদীস উল্টাপাল্টাভাবে বর্ণনাকারী; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৩১, য'ঈফাহ্ ২৩১০।

Scanned by CamScanner

٦١٠٣ -[١٧] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ بِغَدِيرِ خُمٍّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قَالُوا: بَلٰى قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ؟» قَالُوا: بَلٰى قَالَ: «اَللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ». فَلَقِيَهٗ عُمَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهٗ: هَنِيئًا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬১০৩-[১৭] বারা' ইবনু 'আযিব ও যায়দ ইবনু আরক্বাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুম্ নামক স্থানে ঝিলের কাছে অবতরণ করলেন, তখন তিনি 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে বললেন, এটা কি তোমরা জান না, আমি মু'মিনদের কাছে তাদের আত্মা অপেক্ষা অধিক প্রিয়? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) আবার বললেন, তোমরা কি জান না, আমি প্রত্যেক মু'মিনের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, হে আল্লাহ! আমি যার বন্ধু 'আলীও তার বন্ধু। (তারপর তিনি এ দু'আ করলেন,) হে আল্লাহ! যে লোক 'আলীকে ভালোবাসে তুমিও তাকে ভালোবাস। আর যে লোক তাকে শত্রু ভাবে, তুমিও তার সাথে শত্রুতা পোষণ কর। (বর্ণনাকারী বলেন,) এরপর যখন 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ধন্যবাদ হে আবূ ত্বালিব-এর পুত্র! তুমি সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ সবসময়) প্রত্যেক ঈমানদার নারী-পুরুষদের বন্ধু হয়েছ। (আহমাদ)[১৪৪]

ব্যাখ্যা : গাদীরে খুম্ হলো মাক্কাহ্-মাদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গায় নাম। যা জুহফাহ্ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটি প্রসিদ্ধ পুকুর আছে যাকে বনের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তুমি তাকে ভালোবাসো যে তাকে ভালোবাসে, আর তাকে ঘৃণা কর যে তাকে ঘৃণা করে, আর তাকে সাহায্য করো যে তাকে সাহায্য করে, আর তাকে অপমানিত কর যে তাকে অপমানিত করে, আর সে যেখানেই থাকুক যেন সে হাক্বের ওপর থাকতে পারে সে তাওফীক্ব তাকে দাও। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٠٤ -[١٨] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» ثُمَّ خَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৬১০৪-[১৮] বুরয়দাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র এবং 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (একজনের পর আরেকজন রসূল দুহিতা) ফাত্বিমাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে ছোট। (তাঁদের বয়সের তুলনায়) অতঃপর যখন 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব পাঠালেন, তখন তিনি ফাত্বিমাহ্-কে তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন। (নাসায়ী)[১৪৫]

---

[১৪৪] **য'ঈফ :** মুসনাদে আহমাদ ১৩৭৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১৩৪, আবূ ইয়া'লা ৫৩৪; কারণ সানাদে হাকাম য'ঈফ এবং মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর আল কুরাশী আল কূযী য'ঈফ, যিলাযুল জান্নাহ ৯৮৭।

[১৪৫] **সানাদ য'ঈফ তবে মূলভাব সহীহ :** তিরমিযী ৬০৮২, অনুরূপ সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছে; সানাদ য'ঈফ হওয়ার কারণ সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ য'ঈফ, মুসনাদে আহমাদ ১৮৫০২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১১৮।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, 'আলী رضي الله عنه তাদের দু'জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসলে বিষয়টি তেমন নয়। বিষয়টি এমন হতে পারে যে, তারা দু'জন তথা আবূ বাক্‌র ও 'উমার رضي الله عنهما যখন তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন তখন সে ছোট ছিল। এরপর যখন তাঁর বয়স পনের বছর হলো আর সে বড় হয়ে গেল তখন 'আলী رضي الله عنه তাকে প্রস্তাব দিলে নাবী ﷺ তার সাথে তার মেয়ে ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها-কে বিবাহ দেন। হতে পারে তাদের দু'জনের বয়সের তুলনায় তার বয়স কম ছিল। অথবা 'আলী رضي الله عنه-এর সাথে তার বিবাহ দেয়ার জন্য হয়তো ওয়াহী করা হয়েছিল। আর এ মতটিকে শক্তিশালী করে নাবী ﷺ-এর বাণী তা হলো, তিনি আবূ বাকর ও 'উমার ও অন্যান্য সহাবী যারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, এখনও ফায়সালা নাযিল হয়নি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٠٥ -[١٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬১০৫-[১৯] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী-এর গৃহের দরজা ছাড়া অন্যান্য সকল দরজা বন্ধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৯৪৬]

ব্যাখ্যা : সকলের দরজা বন্ধ থাকবে কেবল 'আলী رضي الله عنه এর দরজা খোলা থাকবে। আর এ কারণেই নাবী ﷺ বলেছিলেন, আমি আর 'আলী رضي الله عنه ছাড়া কেউ এ মাসজিদে যুনুবী বা অপবিত্র অবস্থায় অতিক্রম করতে পারবে না। এ রকমভাবে অন্য হাদীসে আছে, আবূ বাক্‌র-এর ঘরের দরজা ব্যতীত সকলের দরজা বন্ধ রাখতে বললেন। এটা ছিল নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর অসুস্থতার সময় যাতে তিনি তার খোঁজ-খবর নিতে পারেন। এটা তার পরে তিনি খলীফাহ্ হবেন সেজন্য ইঙ্গিত করে না। আর এ হাদীসটি অধিক সহীহ যা বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা স্বীকৃত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٠٦ -[٢٠] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ آتِيهِ بِأَعْلَى سَحَرٍ فَأَقُولُ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৬১০৬-[২০] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার এমন একটি বিশেষ সম্মান ছিল, যা সৃষ্টিজীবের মধ্যে আর কারো জন্য ছিল না। আমি সাহরীর প্রথমভাগে তাঁর কাছে আসতাম এবং বাহিরে দাঁড়িয়ে বলতাম, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ "হে আল্লাহর নাবী! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক"। অতঃপর যদি তিনি (সালামের জবাব না দিয়ে) গলা খাকরাতেন, তখন আমি স্বীয় গৃহে ফিরে চলে যেতাম (বুঝতাম, তিনি কোন কাজে ব্যস্ত আছেন, এখন প্রবেশের অনুমতি নেই) অন্যথায় তাঁর কাছে প্রবেশ করতাম। (নাসায়ী)[৯৪৭]

---

[৯৪৬] সানাদ সহীহ : নাসায়ী ৬/৬২, সহীহ ইবনু হিব্বান ২২২৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২/১৬৭-১৬৮, ৬০৯৬, তিরমিযী ৩৭৩২, মুসনাদে আহমাদ ১৯৩০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৪২৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৯৩০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৬৩১।

[৯৪৭] সানাদ য'ঈফ : নাসায়ী ১২১৩, কারণ 'আলী رضي الله عنه থেকে 'আবদুল্লাহ ইবনু নুজাই-এর শোনার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, আনুওয়ারুস্ সহীফাহ্ ৩৩০ পৃ.; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৩৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (بِأَعْلَى سَحَرٍ) অর্থাৎ তার সময়গুলোর প্রথমে। তা হলো, ছয় ভাগের শেষ ভাগে যেমনটা কাশ্‌শাফে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আমি সালাম দিয়ে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি (ﷺ) গলা খাকর দিলে আমি ফিরে যেতাম। তিনি (ﷺ) গলা খাকর দিতেন সালামের উত্তর দেয়ার পরে বা আগে। কারণ অনুমতির সালামের উত্তর দেয়া জরুরী বা জরুরী নয়। অতঃপর আমি শার'ঈ কোন বাধা আছে মনে করে বাসায় পরিবারের কাছে ফিরে আসতাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٠٧ -[٢١] وَعَنْهُ قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِيْ قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِيْ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِيْ وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ عَافِهِ أَوِ اشْفِهِ» شَكَّ الرَّاوِيْ قَالَ: فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِيْ بَعْدُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৬১০৭-[২১] উক্ত রাবী ('আলী رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি অসুস্থ ছিলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ! যদি আমার হায়াত ফুরিয়ে যায়, তবে আমাকে মৃত্যু দিয়ে রোগ-যন্ত্রণা হতে শান্তি দান কর। আর যদি হায়াত থাকে, তাহলে শান্তির জীবন দান কর। আর তা যদি আমার জন্য পরীক্ষা হয়, তবে ধৈর্যধারণের তাওফীক্ব দাও। তখন রসূল ﷺ তাকে স্বীয় পা দ্বারা টোকা দিয়ে বললেন, নিরাময় দান কর। বর্ণনাকারীর সন্দেহ। 'আলী رضي الله عنه বলেন, এরপর আর আমি কখনো এই রোগে ভুগিনি। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ][১৪৮]

ব্যাখ্যা : (كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ) অর্থাৎ আমি অসুস্থ ছিলাম। আর নাবী ﷺ যাচ্ছিলেন বা আসতেছিলেন। আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ! আমার যদি বয়স শেষ হয়ে যায়, আর আমার মৃত্যুর সময় এসে যায়, তবে আমাকে মৃত্যু দিয়ে আরাম দাও। আর যদি আমার মৃত্যুর সময় বাকী থাকে তবে আমাকে সুস্থ করে আমাকে মুক্ত কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٩) بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

অধ্যায়-৯ : 'আশারাহ্ মুবাশ্‌শারা رضي الله عنهم-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦١٠٨ -[١] عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمّٰى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[১৪৮] সানাদ য'ঈফ : সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ্ আন্ হামদানী আল মুরাদী আছে সে য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৩৪ পৃ., তিরমিযী ৩৫৬৪।

Scanned by CamScanner

৬১০৮-[১] 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে (খিলাফাতের ব্যাপারে) এ কয়েকজন ছাড়া আমি অন্য আর কাউকেও যোগ্যতম মনে করি না, যাঁদের প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর সময় খুশি থেকে গেছেন। অতঃপর তিনি ('উমার رضي الله عنه) 'আলী, 'উসমান, যুবায়র, ত্বলহাহ্, সা'দ ও 'আবদুর রহমান رضي الله عنهم-এর নাম উল্লেখ করেন। (বুখারী)[৯৪৯]

ব্যাখ্যা : (مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهٰذَا الْأَمْرِ) অর্থাৎ খিলাফাতের বিষয়ে। আর নাফার বলা হয়, তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে।

(وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ) অর্থাৎ তিনি তাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ তিনি তাদের সকলকে খুব ভালোভাবে চিনতেন। অথবা এখানে সন্তুষ্ট দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট সন্তুষ্টি। আর তা হলো তারা সকলে খলীফাহ্ হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অথচ তিনি তো সকল সহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে এটার সম্ভাবনা আছে যে, তিনি তাদেরকে একটু বেশি ভালোবাসতেন কারণ তারা দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। আর তারা সকলে ছিলেন কুরায়শ বংশের। আর খলীফাও তাদের মধ্যে থেকে ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٠٩ -[٢] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১০৯-[২] ক্বায়স ইবনু আবূ হাযিম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ত্বলহাহ্ رضي الله عنه-এর ঐ হাতখানা বিকল অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দ্বারা তিনি উহুদের দিন নাবী ﷺ-কে (কাফিরদের আক্রমণ হতে) রক্ষা করেছিলেন। (বুখারী)[৯৫০]

ব্যাখ্যা : (رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ) অর্থাৎ তা হলো হাতের কব্জিতে কমতি বা অবশ হওয়া। কাজ করতে না পারা। এর অর্থ এটা নয় যে, হাত কাটা হয়েছে, যা অনেকেই মনে করে। তিনি হাত দিয়ে নাবী ﷺ-কে উহুদ যুদ্ধের দিন হিফাযাত করেছিলেন। ফলে তিনি নিজে আহত হয়েছিলেন। তিনি উহুদের দিন ২৪টি আঘাত পেয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তার শরীরে মোট ৭৫টি ক্ষত পাওয়া গিয়েছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١١٠ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَأْتِينِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ؟» قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১১০-[৩] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আহযাব (খন্দাক) যুদ্ধের সময় বললেন, এমন কে আছে, যে শত্রুদলের প্রকৃত অবস্থা এনে আমাকে দিতে পারে? তখন যুবায়র رضي الله عنه বললেন, আমি। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, প্রত্যেক নাবীর 'হাওয়ারী' থাকে। নিশ্চয় যুবায়র আমার হাওয়ারী। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৫১]

---

[৯৪৯] সহীহ : বুখারী ৩৭০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯১৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০২১, আবূ ইয়া'লা ২০৫।

[৯৫০] সহীহ : বুখারী ৩৭২৪, ইবনু মাজাহ ১২৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১৫৬, মুসনাদে বায্যার ৯৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৮১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৪৭৮।

[৯৫১] সহীহ : বুখারী ২৮৪৬, মুসলিম ৪৮-(২৪১৫), মুসনাদে আহমাদ ৬৮০, তিরমিযী ৩৭৪৪, ইবনু মাজাহ ১২২, সহীহুল জামি' ২১৫৫, মুসনাদুল হুমায়দী ১২৩১, আবূ ইয়া'লা ২০৮২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২১১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১৮৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৪৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭০৭২।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে যুবায়র ইবনুল 'আও্ওয়াম -এর মর্যাদা গেল বুঝা গেল। তিনি নাবী -এর ফুফাত ভাই ছিলেন। খন্দাকের যুদ্ধের দিন নাবী শত্রুদের খবর আনার কথা বললে যুবায়র তিনবার বললেন, আমি খবর আনব। তখন নাবী তার প্রতি খুশি হয়ে বলেন, প্রত্যেক নাবীর সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী হলো যুবায়র ইবনুল 'আও্ওয়াম । (সম্পাদকীয়)

٦١١١ -[٤] وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْتِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِهِمْ؟» فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: «فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১১১-[৪] যুবায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : এমন কে আছে, যে বানূ কুরায়যা গোত্রে গিয়ে আমাকে তাদের বাস্তব অবস্থা এনে দিতে পারে? তখন আমি গেলাম। অতঃপর যখন আমি ফিরে আসলাম, তখন রসূলুল্লাহ তাঁর পিতামাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করে আমার লক্ষ্যে বললেন, আমার পিতা ও মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫২]

ব্যাখ্যা : কে বানূ কুরায়যার কাছে গিয়ে তাদের সংবাদ নিয়ে আসবে? বানূ কুরায়যাহ্ মাদীনার পাশে বসবাসকারী ইয়াহূদী সম্প্রদায় ছিল। যুবায়র তাদের খবর জানতে পেরে এসে নাবী -কে বললে তিনি তাঁর উদ্দেশে বললেন, আমার পিতা মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক। এ কথা দ্বারা তিনি () তাকে সম্মান করতে চাইলেন। আর তাঁর কাজটি যে মহান তা বুঝাতে চাইলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١١٢ -[٥] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: «يَا سَعْدُ ارْمِ فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১১২-[৫] 'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী উহুদ যুদ্ধের দিন সা'দ ইবনু মালিক (আবূ ওয়াক্কাস) ছাড়া আর কারো উদ্দেশে নিজের পিতামাতাকে একত্রিত করতে আমি শুনিনি। আমি শুনেছি, উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি (সা'দকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, হে সা'দ! (শত্রুদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ কর। আমার পিতা ও মাতা তোমার জন্য কুরবান। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫৩]

ব্যাখ্যা : কথিত আছে যে, তিনি তার পিতা মাতাকে যুবায়র -এর ঘটনায়ও একত্রিত করেছিলেন। কিন্তু 'আলী তা জানতেন না। অথবা তিনি উহুদের দিন এটা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করতে চাইলেন। এখানে অন্য কারো জন্য বলেননি দ্বারা নাবী -এর বলাটাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য নয়। বরং তিনি বিষয়টি জানতেন না। এটাই বুঝা যাচ্ছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١١٣ -[٦] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: إِنِّيْ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৮৫২] **সহীহ :** বুখারী ৩৭২০, মুসলিম ৪৯-(২৪১৬), মুসনাদে আহমাদ ১৪২৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২১৩, তিরমিযী ৩৭৪৩, ইবনু মাজাহ ১২৩।

[৮৫৩] **সহীহ :** বুখারী ২৯০৫, মুসলিম ৪১-(২৪১১), তিরমিযী ২৮৩০, সহীহুল জামি' ৭৯১১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬২১, মুসনাদে আহমাদ ১১৪৭, আবূ ইয়া'লা ৪২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০০১৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩১৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৬২৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৪৭২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৯৮২, আল আদাবুল মুফরাদ ৮০৪।

Scanned by CamScanner

৬১১৩-[৬] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আরবদের (ইসলাম গ্রহণকারীদের) মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম লোক, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যে বীর পুরুষ ছিলেন তার একটি নিদর্শন ফুটে উঠেছে। তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। অন্য একটি সহীহ হাদীসে আছে, যখন তাঁর বিরুদ্ধে কাপুরুষের অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছিল তখন তিনি তাদের জবাব দেয়ার জন্য এ কথা বলেছিলেন। (সম্পাদকীয়)

٦١١٤ -[٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقْدِمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرُسُنِيْ» إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» قَالَ: أَنَا سَعْدٌ قَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قَالَ: وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ خَوْفٌ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১১৪-[৭] 'আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (কোন এক অভিযান হতে) মাদীনায় আগমনের পর রাত্রিতে (দুশমনের আশঙ্কায়) জেগে রইলেন এবং বললেন, যদি কোন সৎ লোক (এ রাত্রটি) আমাকে পাহারা দিত! (তবে কতই না উত্তম হত!) এমন সময় হঠাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, এই আগন্তুক কে? বললেন, আমি সা'দ। তিনি (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, এ সময় এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, আমার অন্তরে শত্রুদের তরফ হতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমি তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর (নির্বিঘ্নে) ঘুমিয়ে পড়লেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫৫]

ব্যাখ্যা : (سَهِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقْدِمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ কোন এক যুদ্ধ হতে মাদীনাহ্ আগমনের সময় শত্রুর ভয়ে রাত্র জাগরণ করেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرُسُنِيْ) মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, বাক্যটির অর্থ হলো অবশিষ্ট রাতগুলো আমাকে পাহারা দিবে যাতে আমি আত্মতৃপ্তি ও প্রশান্তির সাথে ঘুমাতে পারি এমনকি কোন মহৎ ব্যক্তি আছে? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শত্রুর ভয়ে সতর্কতা অবলম্বন ও পাহারাদার নিযুক্ত করা বৈধ। আর মানুষের ওপর দায়িত্ব হলো তাদের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার নিহত হওয়ার ভয় থাকলে তাকে পাহারা দেয়া। যে ব্যক্তি উক্ত গুরুদায়িত্ব পালন করে তাকে হাদীসের ভাষায় "সালিহ" বা উত্তম ব্যক্তি বলা হয়েছে।

পাহারাদার নিযুক্ত করা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। ইবরাহীম আলায়হিস সালাম বলেছিলেন, ﴿وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ﴾ "...কিন্তু আমার আত্মতৃপ্তির জন্য..."– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬০)। আর নাবী ﷺ বলেন, «اعقلها وتوكل» "আগে উটের রশি বাঁধ", তারপর আল্লাহর প্রতি ভরসা কর।

'আলিমগণ বলেন, উক্ত হাদীসটি নিম্নে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা, আয়াতটি হলো : ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ "...আল্লাহ আপনাকে মানুষের হাত হতে রক্ষা করবেন..."– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৭)। নাবী ﷺ পাহারাদার ছেড়ে দিয়েছেন যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(শারহুন্ নাবাবী হা. ২৪১০)

---

[৮৫৪] সহীহ : বুখারী ৩৭২৮, মুসলিম ২৯৬৬, ইবনু মাজাহ ১৩১, মুসনাদে আহমাদ ১৫৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩৩১১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২১৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৮৫।

[৮৫৫] সহীহ : বুখারী ২৮৮৫, মুসলিম ৪০-(২৪১০), তিরমিযী ৩৭৫৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৮৬৭।

Scanned by CamScanner

٦١١٥ -[٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১১৫-[৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক উম্মাতেরই একজন আমীন থাকে। আর এ উম্মাতের সেই আমীন হলেন আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৫৬]

ব্যাখ্যা : (وَأَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ) হাফিয ইবন হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে বিশেষভাবে আমানাতের বা বিশ্বস্ততার গুণে গুনান্বিত করা হয়েছে, যদিও উক্ত গুণ অন্যান্য সহাবীদের মাঝেও ছিল। কিন্তু তাঁর মাঝে এই গুণটি অন্যান্য সহাবীদের তুলনায় বেশি ছিল এটা বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর মাঝে যতগুলো গুণ ছিল, তন্মধ্যে এ গুণটি বেশি ছিল। তাছাড়া নাবী ﷺ প্রত্যেক সহাবীকে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা ও গুণে গুণান্বিত করেছেন। যেমন 'উসমান (রাঃ)-কে লজ্জার গুণে গুনান্বিত করেছেন। 'আলী (রাঃ)-কে বিচারকের গুণে গুনান্বিত করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য সহাবীদের ক্ষেত্রেও।

হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ 'উবায়দাহ্ (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করার পূর্বে উপস্থিত সকল সহাবী উদগ্রীব হয়েছিলেন যে, ঐ বিশ্বস্ততার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিটি যেন আমি হই বা আমার নাম উল্লেখ করা হয়। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৬৭, শারহুন্ নাবাবী হা. ২৪১৯)

٦١١٦ -[٩] وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ. قِيلَ: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬১১৬-[৯] আবূ মুলায়কাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে শুনেছি, যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রসূলুল্লাহ ﷺ যদি কাউকে খলীফাহ্ নিযুক্ত করে যেতেন, তাহলে কাকে নিযুক্ত করতেন? উত্তরে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলনে, আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাঃ)-কে, এরপর কাকে? তিনি বললেন, 'উমার ফারূক (রাঃ)-কে। আবার প্রশ্ন করা হলো, আচ্ছা, 'উমার ফারূক (রাঃ)-এর পর কাকে? তিনি বললেন, আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ)-কে। (মুসলিম)[৯৫৭]

٦١١٧ -[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلٰى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ». وَزَادَ بَعْضُهُمْ: وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلِيًّا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৯৫৬] **সহীহ :** বুখারী ৪৩৮২, মুসলিম ৫৩-(২৪১৯), তিরমিযী ৩৭৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯৬৪, সহীহুল জামি' ৮৯৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৪২১৪, মুসনাদে আহমাদ ১২৩৮০, আবূ ইয়া'লা ২৮১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০০১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৯৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/১৭৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭৩৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৪৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৫৪৯।

[৯৫৭] **সহীহ :** মুসলিম ৯-(২৩৮৫), আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২০২।

Scanned by CamScanner

৬১১৭-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান, 'আলী, ত্বলহাহ্ ও যুবায়র رضي الله عنهم-সহ হেরা পর্বতের উপর ছিলেন। এমন সময় সেই পাথরটি হেলতে লাগল, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শান্ত হয়ে যাও। তোমার ওপর একজন নাবী, একজন সিদ্দীক্ব এবং শাহীদ ছাড়া আর কেউ নেই। আর কোন কোন বর্ণনাকারী সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস-এর নাম বাড়িয়েছেন এবং 'আলীর নাম উল্লেখ করেননি। (মুসলিম)[৯৫৮]

ব্যাখ্যা : (اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে নাবী ﷺ মু'জিযাহ্ প্রকাশ পেয়েছে। কেননা নাবী ﷺ ও আবূ বাক্‌র رضي الله عنه ব্যতীত সকল সহাবী শাহীদ হয়েছিলেন, 'উমার, 'উসমান ও 'আলী رضي الله عنهم সকলে শাহীদ হয়েছিলেন যা খুব প্রসিদ্ধ। আর যুবায়র رضي الله عنه বাসরার নিকটবর্তী সিবা' উপত্যকায় নিহত হন, অনুরূপভাবে ত্বলহাহ্ رضي الله عنه-কে লোকেরা যুদ্ধের ময়দানে ছেড়ে যায় এবং একটি তীরের আঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আর এটা প্রমাণিত যে, কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত অবস্থায় মারা গেলে সে ব্যক্তি শাহীদ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা পরকালে মহাপ্রতিদান পাবেন আর দুনিয়াতে মালাক (ফেরেশতা) কর্তৃক গোসল ও দু'আপ্রাপ্ত হবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী হা. ২৪১৭)

(وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) কেউ কেউ বলেন, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস তাঁর নিজ প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হতে পারে তিনি এমন কোন রোগে মৃত্যুবরণ করেন যা শাহীদী হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

'রিয়ায' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি মাদীনায় নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত মতের সমাধান দেয়া হয় এভাবে যে,

১) তিনি হুকমি শাহীদ। (কেননা তিনি ও 'আবদুর রহমান رضي الله عنهما নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন)

২) অথবা তারা উভয়ে সিদ্দীক্ব গুণের অন্তর্ভুক্ত।

কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক্ব ও শাহীদ বলে গণ্য..."– (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ১৯)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦١١٨ - [١١] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৯৫৮] সহীহ : মুসলিম ৫০-(২৪১৭), তিরমিযী ৩৬৯৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২/৫৬২, হা. ৮৭৫।

Scanned by CamScanner

৬১১৮-[১১] 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ হতে বর্ণিত। নাবী বলেছেন : আবূ বাক্‌র জান্নাতবাসী, 'উমার জান্নাতী, 'উসমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, ত্বলহাহ্ জান্নাতী, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস জান্নাতী, সা'ঈদ ইবনু যায়দ জান্নাতী এবং আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ জান্নাতী। (তিরমিযী)[৯৫৯]

٦١١٩ -[١٢] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.

৬১১৯-[১২] আর ইমাম ইবনু মাজাহ (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি সা'ঈদ ইবনু যায়দ হতে বর্ণনা করেছেন।[৯৬০]

٦١٢٠ -[١٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْحَمُ أُمَّتِيْ بِأُمَّتِيْ أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِيْ أَمْرِ اللهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَرُوِيَ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا وَفِيهِ: «وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ».

৬১২০-[১৩] আনাস হতে বর্ণিত। নাবী বলেছেন : আমার উম্মাতের মাঝে আবূ বাক্‌র উম্মাতের জন্য সর্বাধিক দয়ালু। আর উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠোর 'উমার। আর উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে প্রকৃত লাজুক 'উসমান। আর উম্মাতের মধ্যে মীরাস সম্পর্কিত ব্যাপারে সর্বজ্ঞ যায়দ ইবনু সাবিত। আর উম্মাতের মাঝে সর্বোত্তম কুরআন মাজীদের ক্বারী উবাই ইবনু কা'ব। আর উম্মাতের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী মু'আয ইবনু জাবাল। আর প্রত্যেক উম্মাতের মাঝে একজন আমীন থাকেন। এ উম্মাতের আমীন হলেন আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ। [আহমাদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ][৯৬১]

আর এ হাদীসটি মা'মার সূত্রে ক্বতাদাহ্ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাতে রয়েছে, উম্মাতের সর্বোত্তম বিচারক 'আলী।

٦١٢١ -[١٤] وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَعَدَ طَلْحَةُ تَحْتَهُ حَتّٰى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৯৫৯] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৪৭, আবূ দাউদ ৪৬৫০, ইবনু মাজাহ ১৩৩, সহীহুল জামি' ৫০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৩১৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৯৪৬, মুসনাদে আহমাদ ১৬৭৫, আবূ ইয়া'লা ৮৩৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৯৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৯৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/২৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৬২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৬৯।

[৯৬০] সহীহ : প্রাগুক্ত ৬১০৯।

[৯৬১] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৯০, ইবনু মাজাহ ১৫৪, সহীহুল জামি' ৮৯৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২২৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৩৯৫৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৩৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৪২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১২২, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৫৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৫৫০।

Scanned by CamScanner

৬১২১-[১৪] যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নাবী (ﷺ)-এর দেহে দু'টি লৌহবর্ম ছিল। তিনি একটি পাথরের উপর উঠতে চাইলেন, কিন্তু (বর্মের ভারী ওযনের দরুন) উঠতে পারছিলেন না। তখন ত্বলহাহ্ (রাঃ) রসূল (ﷺ)-এর নিচে বসে গেলেন। এমনকি (নাবী (ﷺ)) তাঁর উপরে ভর দিয়ে পাথরটির উপরে উঠলেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) তখন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, ত্বলহাহ্ নিজের জন্য (জান্নাত) আবশ্যক করে নিয়েছে। (তিরমিযী)[৯৬২]

٦١٢٢ -[١٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ يَمْشِيْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَقَدْ قَضٰى نَحْبَهٗ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِيْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১২২-[১৫] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ত্বলহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, যদি কেউ এমন কোন লোককে জমিনের উপর চলাফেরা করতে দেখতে চায়, যে তার মৃত্যু-প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করেছে, সে যেন এই লোকটির দিকে চেয়ে দেখে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি কেউ এমন শাহীদকে দেখতে চায়, যে জমিনের উপর বিচরণ করেছে, সে যেন ত্বলহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ-কে দেখে নেয়। (তিরমিযী)[৯৬৩]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَنْظُرْ إِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) উক্ত হাদীস নাবী (ﷺ)-এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত, কেননা ত্বলহাহ্ (রাঃ) উষ্ট্রির যুদ্ধে শাহীদ হন যেটা শতসিদ্ধ।

মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হতে পারে এই ইশারা ত্বলহাহ্ (রাঃ)-এর শাহাদাত অর্জন ও শেষ পরিণতি সুন্দর ও ভালো হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৪৮, ইবনু মাজাহ ১২৫, মুস্তাদরাক ৫৬১২, সহীহাহ্ ১২৬)

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) 'মুখতাসারুন্ নিহায়াহ্" গ্রন্থে বলেন, যেন নাবী (ﷺ) ত্বলহাহ্ (রাঃ)-কে আবশ্যক করে দিলেন যে, তিনি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং শাহীদ হবেন।

মিরক্বাত প্রণেতা বলেন, ত্বলহাহ্ (রাঃ) উহুদ যুদ্ধের দিন নিজেকে নাবী (ﷺ)-এর রক্ষক বানিয়ে ছিলেন। তিনি নিজ সম্পর্কে বলেন, উহুদের দিন আমার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল এমনকি আমার লজ্জাস্থানেও।

সহাবীগণ তাঁর সম্পর্কে বলতেন, উহুদের দিন সম্পূর্ণটাই ত্বলহাহ্ (রাঃ)-এর।

আবূ হাফস্ সোহরাওয়ার্দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসের মাতান কোন রূপক অর্থ প্রকাশ করে না, বরং প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٢٣ -[١٦] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنِيْ مِنْ فِيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

---

[৯৬২] হাসান : তিরমিযী ৩৭৩৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৬০২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৪৫।
[৯৬৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৩৯, ইবনু মাজাহ ১২৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৫।

Scanned by CamScanner

৬১২৩-[১৬] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু' কান রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জবান হতে বলতে শুনেছে, ত্বলহাহ্ ও যুবায়র رضي الله عنهما তাঁরা দু'জন জান্নাতে আমার প্রতিবেশী। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][৯৬৪]

ব্যাখ্যা : (طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ) তুহফা প্রণেতা 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে ত্বলহাহ্ ও যুবায়র رضي الله عنهما উভয়কে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে উভয়ের অতিরিক্ত মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে যে, উভয়ে জান্নাতে নাবী ﷺ-এর প্রতিবেশী হবেন।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৫০)

٦١٢٤ - [١٧] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِيْ يَوْمَ أُحُدٍ: «اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ رَمْيَتَهٗ وَأَجِبْ دَعْوَتَهٗ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৬১২৪-[১৭] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের দিন বললেন, হে আল্লাহ! তার তীর নিক্ষেপ সঠিক ও দৃঢ় কর এবং তার দু'আ গ্রহণ কর। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৯৬৫]

٦١٢٥ - [١٨] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১২৫-[১৮] উক্ত রাবী (সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি সা'দ-এর দু'আ গ্রহণ কর যখনই সে দু'আ করে। (তিরমিযী)[৯৬৬]

٦١٢٦ - [١٩] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهٗ إِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ لَهٗ يَوْمَ أُحُدٍ: «ارْمِ فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ» وَقَالَ لَهٗ: «ارْمِ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزَوَّرُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১২৬-[১৯] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মা-বাপকে একত্রে উৎসর্গ হওয়ার কথা সা'দ ছাড়া আর কারো জন্য উচ্চারণ করেননি। তিনি উহুদের দিন তাঁকে কেন্দ্র করে বললেন, তীর নিক্ষেপ কর হে বাহাদুর যুবক! আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কুরবান হোন। (তিরমিযী)[৯৬৭]

ব্যাখ্যা : (ارْمِ فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ) 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা উভয়কে একত্রে 'ফিদা' বা উৎসর্গ করা বৈধ। এ মত পোষণ করেন জামহূর বা অধিকাংশ 'আলিমগণ। কিন্তু এ মতের বিরোধিতা করেছেন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه, হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) ও কতিপয় 'আলিমবৃন্দ এবং কোন মুসলিম তার পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করুক এটা তারা অপছন্দ করেছেন। তবে সঠিক মত হলো সাধারণত এমনটি করা বৈধ। কেননা এর দ্বারা প্রকৃত উৎসর্গ করা হয় না। এটা শুধুমাত্র একটি কথা, সম্পর্ক ও তার জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়। ইমাম নাবাবী

---

[৯৬৪] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৪১, য'ঈফুল জামি' ৩৬২৭; কারণ নাযৃর ও 'উক্বাহ্ উভয়ে য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ২৩১১।

[৯৬৫] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৯২১, ইবরাহীম ইবনু ইয়াহ্ইয়া আশ্ শাজারী তার পিতা থেকে, এর প্রথমজন দুর্বল ব্যক্তি (লাইয়্যিনুল হাদীস) আর অপরজন য'ঈফ; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৩৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৪২৩।

[৯৬৬] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৫১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪০৬৯।

[৯৬৭] সহীহ : তিরমিযী ২৮৩০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬২১, মুসনাদে আহমাদ ১১৪৭, আবূ ইয়া'লা ৪২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০০৩১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩১৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৬২৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৯৮২, আল আদাবুল মুফরাদ ৮০৪।

Scanned by CamScanner

(রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সাধারণত 'ফিদা' বা উৎসর্গ সংক্রান্ত অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা বৈধতার প্রতি প্রমাণ বহন করে। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ৩৭৬৪)

(ارْمِ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزَوَّرُ) নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, গোলাম হলো যে ব্যক্তি বালেগের কাছাকাছি বয়সে পৌছে।

সাইয়িদ জামালুদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে প্রকৃত অর্থ হলো যুবক, কেননা সা'দ রাঃ উহুদ যুদ্ধের সময় বালেগ বয়স পার করেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٢٧ -[٢٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هٰذَا خَالِيْ فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَقَالَ: كَانَ سَعْدٌ مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَتْ أُمُّ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ فَلِذٰلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هٰذَا خَالِيْ». وَفِي «الْمَصَابِيحِ»: «فَلْيُكْرِمَنَّ» بَدَلَ «فَلْيُرِنِيْ».

৬১২৭-[২০] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সা'দ রাঃ নাবী ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তখন নাবী ﷺ বললেন, ইনি হলেন আমার মামা, অতএব কারো যদি এমন মামা থেকে থাকেন, তবে সে আমাকে দেখাক। (তিরমিযী)[৯৬৮]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : সা'দ রাঃ ছিলেন যুহরাহ্ বংশের লোক আর নাবী ﷺ-এর মাতাও ছিলেন সে বানী যুহরাহ্-এর কন্যা। এ হিসেবে নাবী ﷺ (সা'দকে) বলেছেন, 'ইনি আমার মামা'। মাসাবীহ-এর গ্রন্থকার «فَلْيُرِنِيْ» 'তবে সে আমাকে দেখবে'-এর পরিবর্তে «فَلْيُكْرِمَنَّ» অর্থাৎ 'অবশ্যই তার সম্মান করা উচিত' শব্দ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (هٰذَا خَالِيْ فَلْيُرِنِيْ) মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মামার মত অন্য কারো মামা হতে পারে না। এ কথা প্রকাশার্থে নাবী ﷺ এমনটি বলেছেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাক্যের প্রকাশভঙ্গি হলো এমন যে, তাকে নিয়ে অবশ্যই আমি মানুষের কাছে গর্ব করি, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার মামাকে আমার মতো করে দেখায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ৩৭৬১)

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ), সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাঃ-এর "মানাকিব"-এ বলেন, যুহরাহ্ গোত্রের সন্তানেরা নাবী ﷺ-এর মামা।

ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেননা নাবী ﷺ-এর মা যুহরাহ্ গোত্রের ছিলেন। আর মায়ের পিতৃ গোত্রও নিকটবর্তী লোক মামা সমতুল্য। (তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ৩৭৬১)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٢٨ -[٢١] عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُولُ: إِنِّيْ لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْحُبْلَةَ وَوَرَقَ السَّمُرِ

---

[৯৬৮] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৫২, সহীহুল জামি' ৬৯৯৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩২৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬১১৩।

Scanned by CamScanner

وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى عُمَرَ وَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১২৮-[২১] ক্বায়স ইবনু আবূ হাযিম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আরবদের মাঝে আমিই সর্বপ্রথম লোক, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আর আমরা নিজেদেরকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জিহাদে বের হয়েছি এবং আমাদের কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না, শুধু গাছের গোটা এবং বাবুলের পাতা ছাড়া। যার ফলে আমাদের প্রতিটি লোক বকরির মলের মতো বড়ি বড়ি আকারে মল ত্যাগ করত। অতঃপর (পরবর্তীকালে) বানী আসাদ গোত্র আমাকে ইসলাম (সলাত) সম্পর্কে তিরস্কার করছে, এমতাবস্থায় তো আমি খুবই হতভাগা হব এবং আমার সকল 'আমাল অহেতুক সাব্যস্ত হবে। আর (সা'দ এজন্য এ কথা বললেন যে,) বানূ আসাদ 'উমার (রাঃ)-এর কাছে তাঁর সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিল এবং তারা অভিযোগ করেছিল যে, তিনি সঠিকভাবে সলাত আদায় করতে জানেন না। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬৯]

ব্যাখ্যা : (إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ) হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল 'উবায়দাহ্ ইবনু হারিস ইবনু মুত্ত্বালিব-এর 'সারিয়া'য় (বা ছোট যুদ্ধ যার লোক সংখ্যা থাকে ৩-৬ জন) এটি প্রথম যুদ্ধ ছিল যা মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। এটি প্রথম হিজরীতে সংঘটিত হয়। তিনি মুসলিমদের একটি দল 'রাবেগ' নামক অঞ্চলে পাঠান এবং সেখানে কুরায়শদের কাফিলার সাথে সাক্ষাৎ হয় ও পরস্পরের মাঝে তীর নিক্ষেপ হয়। আর সা'দ (রাঃ) সেখানে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন।

(ফাতহুল বারী হা. ৩৭২৮)

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে সা'দ (রাঃ)-এর স্পষ্ট মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে এবং মানুষ প্রয়োজনে নিজের প্রশংসা করতে পারে ইসলামে তার বৈধতা রয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২৯৬৬)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে সলাতকে ইসলাম দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেমন কুরআনে সলাতকে ঈমান দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ "...আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না...।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৩)

এখানে ঈমান দ্বারা সলাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

প্রেক্ষিত ঘটনা : সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে খলীফাহ্ 'উমার (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে 'ইরাক্ব বিজয় হয়। খলীফাহ্ সা'দ-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলে কতিপয় লোক খলীফার নিকট সা'দ-এর বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা অভিযোগ করে; তন্মধ্যে একটি অভিযোগ এই যে, তিনি সঠিক সলাত আদায় করতে জানে না। অথচ তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিখানো সময় ও পদ্ধতিতেই সলাত আদায় করতেন। তার ওপর এই মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন : «لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي» "তাহলে আমি তো হব হতভাগা, আমার সব 'আমাল হবে ব্যর্থ।" এ বাক্যটি সেদিকে ইশারা করেছে।

(আসহাবে রসূলের জীবন কথা ১ম খণ্ড)

---

[৬৬৯] সহীহ : বুখারী ৭৫৫, মুসলিম ২৯৬৬, মুসনাদে আহমাদ ১৫১৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৩৭০৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৫৮৪।

Scanned by CamScanner

٦١٢٩ -[٢٢] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُنِيْ وَأَنَا ثَالِثُ الْإِسْلَامِ وَمَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّيْ لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১২৯-[২২] সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়েছি যে, আমি ছিলাম ইসলামের তৃতীয় লোক। তিনি আরো বলেন, আমি যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং [পর] সাত দিন অবধি আমি ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে ছিলাম। (বুখারী)[৯৭০]

٦١٣٠ -[٢٣] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: «إِنَّ أَمْرَكُنَّ مِمَّا يُهِمُّنِيْ مِنْ بَعْدِيْ وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصِّدِّيقُونَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: يَعْنِي الْمُتَصَدِّقِينَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ لِأَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَقَى اللهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ وَكَانَ ابْنُ عوفٍ قَدْ تَصَدَّقَ عَلٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَدِيقَةٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৩০-[২৩] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে বলতেন, আমার পর তোমাদের অবস্থা কি হবে, তা আমাকে চিন্তিত রাখে। আর একমাত্র সাবির ও সিদ্দীক্বগণই তোমাদের ব্যাপারে সবরের পরিচয় দেবে। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, যারা দান-সদাক্বাহ্ করেন। অতঃপর 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান رضي الله عنه-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার আব্বাকে জান্নাতের 'সালসাবীল' নহর হতে তুষ্ট করুন। এই 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ উম্মাহাতুল মু'মিনীনের জন্য একটি বাগান দিয়েছিলেন, যা চল্লিশ হাজারে (দীনারে) বিক্রয় হয়েছে। (তিরমিযী)[৯৭১]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَمْرَكُنَّ مِمَّا يُهِمُّنِيْ مِنْ بَعْدِيْ) তুহফা প্রণেতা বলেন, নাবী ﷺ উক্ত কথা তাঁর স্ত্রীদের সম্বোধন করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর তোমাদের কি অবস্থা হবে তা আমাকে চিন্তিত করে রাখে। কেননা তাদের জন্য কোন 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার সম্পদ রেখে জাননি। কারণ তাঁর স্ত্রীদের যখন দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন হতে কোন একটিকে চয়ন করতে বলা হয় তখন তারা পরকালের জীবনকে পছন্দ করে নেয় বা প্রধান্য দেয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৫৮)

ইমাম তাঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ رضي الله عنه-এর 'মীরাস' ষোল ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক মহিলা দুই লক্ষ দিরহাম করে ভাগে পান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٣١ -[٢٤] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ: «إِنَّ الَّذِيْ يَحْثُوْ عَلَيْكُنَّ بَعْدِيْ هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬১৩১-[২৪] উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বিবিদের লক্ষ করে বলতে শুনেছি, আমার (ওফাতের) পর যে লোক তোমাদেরকে অঞ্জলি ভরে দান করবে, সে সাচ্চা

[৯৭০] সহীহ : বুখারী ৩৭২৭, ইবনু মাজাহ ১৩২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩০২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬১১৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৯২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩০২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬১১৬।

[৯৭১] হাসান : তিরমিযী ৩৭৪৯, সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ ১৫৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৯৫।

Scanned by CamScanner

(ঈমানদার) এবং সৎ। হে আল্লাহ! তুমি 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ-কে জান্নাতের সালসাবীল হতে পান করাও। (আহমাদ)[৬৭২]

٦١٣٢ - [٢٥] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا. فَقَالَ: «لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ» فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ: فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৩২-[২৫] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাজরানবাসীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য একজন আমানাতদার (বিশ্বস্ত) শাসক পাঠান। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য একজন অতি বিশ্বস্ত আমানাতদার ব্যক্তিকে পাঠাব। অতঃপর সহাবীগণ এই মর্যাদা লাভের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বর্ণনা কারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ-কে পাঠালেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭৩]

٦١٣٣ - [٢٦] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ: مَنْ نُؤَمِّرُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ تَجِدُوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لَا يَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬১৩৩-[২৬] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার পর কাকে আমাদের আমির নিযুক্ত করব? উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেন, যদি তোমরা আবূ বাক্‌র-কে নিজেদের আমীর নিযুক্ত কর, তখন তাকে পাবে অতি বিশ্বস্ত, আমানাতদার, দুনিয়াত্যাগী, পরকালমুখী। আর তোমরা যদি 'উমারকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত কর, তখন তাকে পাবে শক্তিশালী, আমানাতদার, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সে কারো তিরস্কারের প্রতি গুরুত্ব দিবে না। আর তোমরা যদি 'আলীকে নিজেদের আমির নিযুক্ত কর, তবে আমার ধারণা তোমরা এরূপ করবে না, তখন তোমরা তাকে সরল পথপ্রদর্শক এবং সঠিক পথের অনুসারী পাবে, আর তোমাদেরকেও সে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। (আহমাদ)[৬৭৪]

٦١٣٤ - [٢٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «رَحِمَ اللّٰهُ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلٰى دَارِ الْهِجْرَةِ وَصَحِبَنِي فِي الْغَارِ وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ. رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ مِنْ صَدِيقٍ. رَحِمَ اللّٰهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلَائِكَةُ رَحِمَ اللّٰهُ عَلِيًّا اَللّٰهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

---

[৬৭২] সানাদ য'ঈফ : মুসনাদে আহমাদ ২৬৬২২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৯৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৩৫৭, যিলায়ুল জান্নাহ্ ১৪১২; কারণ ইবনু ইসহাক্ব '*আন* দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তিনি মুদাল্লিস রাবী, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৪৪২।

[৬৭৩] সহীহ : বুখারী ৪৩৮১, মুসলিম ৫৫-(২৪২০), মুসনাদে আহমাদ ২৩৪২৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/১৭৬।

[৬৭৪] সানাদ য'ঈফ : মুসনাদে আহমাদ ৮৫৯, আবূ ইসহাক্ব-এর উল্টাপাল্টা ও তাদলীসের কারণে, হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৪৪৪।

Scanned by CamScanner

৬১৩৪-[২৭] উক্ত রাবী ('আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আবূ বাক্‌র-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি স্বীয় কন্যাকে আমার কাছে বিবাহ দিয়েছেন, নিজের উটে আমাকে সওয়ার করিয়ে 'দারুল হিজরতে' নিয়ে এসেছেন, সাওর গুহায় আমার সাথে ছিলেন এবং নিজের সম্পদ দ্বারা বিলাল-কে ক্রয় করে মুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা 'উমার-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন। সত্যবাদী তিনি ছিলেন, যদিও তা (কারো কাছে) তিক্ত হত। সত্যবাদিতা তাঁকে এমন পর্যায়ে পৌছিয়েছেন যে, তাঁর কোন বন্ধু নেই। আল্লাহ তা'আলা 'উসমান-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন, ফেরেশতাও তাঁকে দেখে লজ্জা পায়। আল্লাহ তা'আলা 'আলী-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! হাক্বকে 'আলী-এর সাথে করে দাও, যেদিকে 'আলী থাকেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][১৭৫]

(١٠) بَابُ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ

অধ্যায়-১০ : নাবী ﷺ-এর পরিবার-পরিজনদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦١٣٥ -[١] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِيْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬১৩৫-[১] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ "আসো আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৬১); আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী, ফাত্বিমাহ্ ও হাসান এবং হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুম-কে আহ্বান করে বললেন, হে আল্লাহ! এরা সকলে আমার আহলে বায়ত। (মুসলিম)[১৭৬]

٦١٣٦ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১৭৫] খুবই য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭১৪, য'ঈফুল জামি' ৩০৯৫; কারণ মুখতার ইবনু নাফি' য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ২০৯৪, আবূ ইয়া'লা ৫৫০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৯০৬।

[১৭৬] সহীহ : মুসলিম ৩২-(২৪০৪), তিরমিযী ৩২০৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯০৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১০৩, মুসনাদে আহমাদ ১৭০২৯, আবূ ইয়া'লা ৭০২১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৪০৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮২১৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪০৭১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৫৫৮।

Scanned by CamScanner

৬১৩৬-[২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সকালে নাবী ﷺ একখানা কালো রঙের পশমি নকশী কম্বল গায়ে দিয়ে বের হলেন। এমন সময় হাসান ইবনু 'আলী সেখানে আসলেন, তিনি (ﷺ) তাঁকে কম্বলের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর হুসায়ন আসলেন, তাঁকেও হাসান-এর সাথে প্রবেশ করিয়ে নিলেন। তারপর 'আলী আসলেন, তাঁকেও তার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন- "হে আমার আহলে বায়ত! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহের অপবিত্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চান"– (সূরাহ্ আল আহ্যাব ৩৩ : ৩৩)। (মুসলিম)[৬৭৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম আযহারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, رِجْسَ, 'রিয্সা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঘৃণিত কাজ। কেউ কেউ বলেন, অন্তরের সন্দেহ। এর শাব্দিক অর্থ নোংরা কাজ, পঙ্কিলতা। এভাবে পাপকর্ম বা পাপের পঙ্কিলতাকে বুঝানো হয়েছে।

অনেকে বলেন, এর অর্থ শাস্তি। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২৪২৫)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ذَنْبٌ শব্দের ভাষার অলঙ্কার করে رِجْسٌ শব্দ বলা হয়েছে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ আহলে বায়তের মধ্যে শামিল হবেন আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে। তিনি বলেন, ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ "হে নাবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য কোন স্ত্রীদের মতো নও.."– (সূরাহ্ আল আহযা-ব ৩৩ : ৩২)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٣٧ -[٣] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৩৭-[৩] বারা' ইবনু 'আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছেলে ইবরাহীম رضي الله عنه যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় তার জন্য জান্নাতে একজন ধাত্রী রয়েছে। (বুখারী)[৬৭৮]

٦١٣٨ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ. فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لِمَا أَخْبَرْتِنِي. قَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي فَإِنِّي نِعْمَ

---

[৬৭৭] সহীহ : মুসলিম ৩৬-(২০৮১), তিরমিযী ২৮১৩, মুসনাদে আহমাদ ২৫৩৩৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১০২, তিরমিযী ৩২৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৯৭২।

[৬৭৮] সহীহ : বুখারী ১৩৮২, ইবনু মাজাহ ১৫১১, সহীহুল জামি' ২১৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২০৫৩, মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৪৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৮২০।

Scanned by CamScanner

السَّلَفُ أَنَا لَكِ» فَلَمَّا رَأَى جَزَعِىْ سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِىْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟»

وَفِىْ رِوَايَةٍ: فَسَارَّنِىْ فَأَخْبَرَنِىْ أَنَّهٗ يُقْبَضُ فِىْ وَجَعِهٖ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَأَخْبَرَنِىْ أَنِّىْ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهٖ أَتْبَعُهٗ فَضَحِكْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৩৮-[৪] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা আসলেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলার ভঙ্গির সাথে পরিষ্কার মিল ছিল। তিনি (ﷺ) তাঁকে দেখে বললেন, হে আমার কন্যা! তোমার আগমন মুবারক হোক। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাঁকে নিজের কাছে বসালেন, তারপর চুপে চুপে তাঁকে কিছু বললেন। এতে ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাঁর অস্থিরতা দেখলেন, তখন তিনি (ﷺ) আবার তাঁর কানে চুপে চুপে কিছু বললেন, এবার তিনি হাসতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখান থেকে উঠে গেলেন, তখন আমি ফাত্বিমাকে প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ চুপে চুপে তোমার সাথে কি কথা বলেছেন? উত্তরে ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাই না। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর আমি ফাত্বিমাহ্-কে বললাম, তোমার ওপর আমার যে অধিকার রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে কৃস্‌ম দিয়ে বলছি, সে রহস্য সম্পর্কে তুমি আমাকে অবশ্যই অবহিত করবে। ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এখন সে কথাটি প্রকাশ করতে কোন আপত্তি নেই। প্রথমবার যখন তিনি চুপি চুপি আমাকে কিছু কথা বললেন, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, জিবরীল আলায়হিস্ সালাম প্রতি বছর (রমাযানে) একবার পুরো কুরআন মাজীদকে আমার কাছ থেকে শুনতেন, আমাকে শুনাতেন, কিন্তু এ বছর তিনি তা দু'বার দাওর করেছেন। তাতে আমি ধারণা করি যে, আমার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। আমি তোমার জন্য শ্রেয় অগ্রযাত্রী। এ কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর যখন তিনি (ﷺ) আমাকে অস্থিরতা দেখলেন তখন চুপে চুপে বললেন, হে ফাত্বিমাহ্! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হবে জান্নাতের নারীকুলের নেতা অথবা মু'মিন নারীদের নেত্রী? অপর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি (ﷺ) চুপে চুপে আমাকে এ খবরটি দিয়েছেন যে, এই অসুখেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। তারপর (দ্বিতীয়বার) তিনি চুপে চুপে আমাকে এ সংবাদটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাদগামী হব, তখন আমি হেসে ফেললাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭৯]

ব্যাখ্যা : (سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ؟) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাঁর জিজ্ঞাসার প্রকৃত প্রকাশভঙ্গি ছিল, "আমি তোমার কাছে একমাত্র সেই বিষয়ে জানতে চাচ্ছি, যে বিষয়টি নাবী ﷺ তোমার কাছে গোপনে বলেছিলেন।

উক্ত হাদীসের বাহ্যিকটা এটা প্রমাণ করে যে, ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা সকল মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা মহিলা, এমনকি খাদীজাহ্, 'আয়িশাহ্, মারইয়াম ও আসিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না থেকেও। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৭৭৯] সহীহ : বুখারী ৩৬২৩, মুসলিম ৯৮-(২৪৫০), ইবনু মাজাহ ১৬২১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৭৮৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৪৮, মুসনাদে আহমাদ ২৬৪৫৬, আবূ ইয়া'লা ৬৭৪৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩৬৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৪০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৪৬৫, আল আদাবুল মুফরাদ ১০৩০।

Scanned by CamScanner

হাফিয ইবনু বাত্তল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কারো গোপন কথা প্রকাশ করা উচিত নয়। যদি গোপনকারী ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে। ফাত্বিমাহ্ রাঃ যদি নাবী ﷺ-এর গোপন কথা তাঁর স্ত্রীদের কাছে বলে দিতেন তাহলে তাদের চিন্তা আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হত। তিনি (ﷺ) যদি বলে দিতেন যে, তিনি মু'মিন মহিলাদের নেত্রী হবেন। তাহলে তাদের এ বিষয়টি মেনে নিতে কষ্ট হত। তাদের মৃত্যুর পর যখন তিনি এ আশঙ্কা হতে মুক্ত হলেন তখন তিনি উক্ত বিষয়টি বলে দিলেন। (ফাতহুল বারী হা. ৬২৮৫ ও ৬২৮৬)

٦١٣٩ -[٥] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّيْ فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِيْ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «يُرِيبُنِيْ مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا آذَاهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৩৯-[৫] মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফাত্বিমাহ্ আমার (দেহেরই) একটি টুকরা, যে তাকে ক্রোধান্বিত করবে, সে নিশ্চয় আমাকে ক্রোধান্বিত করবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, সে যা ঘৃণা করে আমি তা ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও তা কষ্ট দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৮০]

ব্যাখ্যা : (بَضْعَةٌ مِنِّيْ) ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো গোশতের টুকরা। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ-এর গোশতের টুকরার চেয়ে কেউ অধিক উত্তম হতে পারে না।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী হা. ৩৭৬৭)

(فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِيْ) সুহায়ল (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত বাক্য হতে দলীল গ্রহণ করেছেন, যে ব্যক্তি ফাত্বিমাহ্ রাঃ-কে গালি দিবে সে ব্যক্তি কাফির, কেননা যে ব্যক্তি ফাত্বিমাহ্ রাঃ-কে গালি দিল সে যেন নাবী ﷺ-কে গালি দিল। আর যে ব্যক্তি নাবী ﷺ-কে গালি দিল সে কাফির।

'আলিমগণ বলেন, এ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়, নাবী ﷺ-কে সকল অবস্থায় ও মুহূর্তে কষ্ট দেয়া হারাম। এখানে আরো স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর নাবীর মেয়ে ও আল্লাহর শত্রুর মেয়ে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

উক্ত হাদীসে নাবী ﷺ-এর দু'টি মু'জিযাহ্ প্রকাশ পেয়েছে, (১) নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর ফাত্বিমাহ্ রাঃ-এর কিছুকাল জীবিত থাকা। (২) তাঁর পরিবার হতে সর্বপ্রথম ফাত্বিমাহ্ রাঃ তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভ। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২৪৪৯)

٦١٤٠ -[٦] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعٰى: خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِيْ رَسُولُ رَبِّيْ فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوا بِكِتَابِ

[৮৮০] সহীহ : বুখারী ৫২৩০, মুসলিম ৯৩-(২৪৪৯), তিরমিযী ৩৮৬৭, ইবনু মাজাহ ১৯৯৮, আবূ দাউদ ২০৭১, সহীহ আবূ দাউদ ১৮০৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১৮৯৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৫৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩৭০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৪০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৮৪৪৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫১৯৫।

Scanned by CamScanner

اللهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهٖ" فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِىْ أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِىْ أَهْلِ بَيْتِىْ أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِىْ أَهْلِ بَيْتِىْ» وَفِىْ رِوَايَةٍ: «كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهٗ كَانَ عَلَى الْهُدٰى وَمَنْ تَرَكَهٗ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬১৪০-[৬] যায়দ ইবনু আরক্বাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ মাক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝামাঝি 'খুম্' নামক জলাশয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ভাষণ দান করলেন। প্রথমে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করলেন, এরপর ওয়াজ ও নাসীহাত করলেন, অতঃপর বললেন, أَمَّا بَعْدُ (আম্মা বা'দ) সাবধান! হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি একজন মানুষই, শীঘ্রই আমার কাছে আল্লাহর দূত (মালাকুল মাওত) আসবে, তখন আমি আমার রবের আহ্বানে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান সম্পদ রেখে যাচ্ছি। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো, 'আল্লাহর কিতাব', এর মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও জ্যোতি। অতএব, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে খুব শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং দৃঢ়তার সাথে তার বিধি-বিধান মেনে চল। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর কিতাবের নির্দেশাবলী শক্তভাবে মেনে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। এরপর তিনি বললেন, (দ্বিতীয়টি হলো) আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ নাসীহাত করছি। অপর এক বর্ণনাতে আছে, আল্লাহর কিতাব হলো আল্লাহর রশি। যে লোক তার আনুগত্য করবে, সে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যে তাকে পরিত্যাগ করবে, সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ হয়ে যাবে। (মুসলিম)[৯৮১]

ব্যাখ্যা : (أَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ) এখানে দু'টি ভারী জিনিসের কথা বলা হয়েছে : (১) আল্লাহর কিতাব, (২) তার পরিবারবর্গ। এ দু'টিকে ভারী বলার কারণে হলো, উভয়ের প্রতি 'আমাল করা ও অনুসরণ করা খুবই কঠিন। ফায়িক গ্রন্থকার বলেন, ভারী জিনিস হলো ঐ পণ্য সামগ্রী যা বহন করা হয় চতুষ্পদ জন্তুর উপর। মানুষ ও জিন্‌কে ভারী বলা হয়, কারণ জমিনের উপর এরাই সবচেয়ে ভারী জিনিস।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে : আল্লাহর কিতাব ও আহলে বায়তকে ভারী বলার কারণে হলো, এ দু'টি গ্রহণ ও এর প্রতি দায়িত্ব পালন করা খুব কঠিন। অথবা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অধিক কষ্ট ছাড়া পালন করা সম্ভব হয় না।

(أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِىْ أَهْلِ بَيْتِىْ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলে বায়তের মর্যাদার প্রতি আমি তোমাদের সতর্ক করছি। আর আমি তোমাদের বলছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাদের কোন কষ্ট দিও না, আর তাদের মান-সম্মান সংরক্ষণ কর।

যায়দ -কে আহলে বায়ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় নাবী -এর স্ত্রীগণ কি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত নয়? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ। কিন্তু পরবর্তীতে যাদের ওপর সদাক্বার মাল হারাম করা হয়েছিল তাদেরকে আহলে বায়ত বলে গণ্য করা হত। তাকে বলা হলো তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলেন (১) 'আলী, (২) জা'ফার, (৩) 'উকায়ল ও (৪) 'আব্বাস -এর পরিবারবর্গ। তাকে বলা হলো, তাদের সকলের ওপর কি সদাক্বার মাল হারাম করা হয়েছিল? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৮১] সহীহ : মুসলিম ৩৬-(২৪০৮), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৬১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৫৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৮৮৮।

Scanned by CamScanner

শারহে মুসলিমে বলা হয়েছে, নাবী ﷺ তাদের, সম্মান করতে বলেছেন এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলে বায়ত হলো শুধু বানী হাশিম। অনেকে বলেন, বানূ হাশিম ও বানূ মুত্ত্বালিব।

(كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ) মহান আল্লাহর কিতাব হলো 'আল্লাহর রশি' এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর অঙ্গীকার।

কেউ কেউ বলেন, এমন একটি যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সঠিক পথের দিকে পৌঁছে দেয়। অনেকে বলেন, আল্লাহর আলো, যার দ্বারা সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২৪০৮)

٦١٤١ ‐[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهٗ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৪১-[৭] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি যখনই 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফরকে সালাম করতেন, তখন (এভাবে) বলতেন, হে দুই ডানাবিশিষ্ট লোকের পুত্র! *আস্‌সালা-মু 'আলাইকা*। (বুখারী)[৯৮২]

ব্যাখ্যা : (ذِي الْجَنَاحَيْنِ) ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ﷺ জা'ফার رضي الله عنه-কে জান্নাতে মালায়িকার (ফেরেশতাদের) সাথে উড়তে দেখেছেন। যার দরুন তাকে "যুল যানাহায়ন" বা (দুই ডানাওয়ালা) উপাধিত ভূষিত করেছেন। এ কারণে তার নামকরণ করা হয়েছে তয়্যার (যে অধিক উড়ে)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٤٢ ‐[٨] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِهٖ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهٗ فَأَحِبَّهٗ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৪২-[৮] বারা' رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি হাসান ইবনু 'আলীকে স্বীয় কাঁধের উপর রেখে বলছেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৮৩]

٦١٤٣ ‐[٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ حَتّٰى أَتٰى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟» يَعْنِيْ حَسَنًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعٰى حَتّٰى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهٗ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهٗ فَأَحِبَّهٗ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৯৮২] সহীহ : বুখারী ৩৭০৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৫৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩৫২।

[৯৮৩] সহীহ : বুখারী ৩৭৪৯, মুসলিম ৫৬-(২৪২১), তিরমিযী ৩৭৮৩, ইবনু মাজাহ ১৪২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৮৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৬৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১৯২, মুসনাদুল হুমায়দী ১০৪৩, মুসনাদে আহমাদ ৭৩৯২, আবূ ইয়া'লা ৬৩৯১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৬২, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৬৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৩৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৫১৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৩৪৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৭৯১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬০২, আল আদাবুল মুফরাদ ৮৬।

Scanned by CamScanner

৬১৪৩-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দিনের একাংশে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। অবশেষে তিনি (ﷺ) ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها-এর গৃহের কাছে এসে বললেন, খোকা এখানে আছে কি? খোকা এখানে আছে কি? অর্থাৎ 'হাসান'। অনতিবিলম্বে তিনি দৌড়িয়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরলেন একে অন্যের। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। আর যে তাকে ভালোবাসবে তুমি তাকেও ভালোবাস। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৪]

ব্যাখ্যা : (أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟) নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, لُكَعُ (লুকা') শব্দ দ্বারা 'আরবগণ দাসকে বুঝাতেন। পরবর্তীতে নির্বোধ ও তুচ্ছ বিষয়কে বুঝাতে লুকা' ব্যবহার করা হয় এবং কখনো কখনো ছোট শিশুকে নির্দেশ করে। যদি উক্ত শব্দ কোন বড় জিনিসের প্রতি ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে স্বল্প জ্ঞানী ও নির্বোধ।

ইমাম ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছোটদের আদর ও স্নেহ করা। ইমাম ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, "মু'আনাকা" করা বা ঘাড়ের সাথে ঘাড় মিলানো বৈধ।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মু'আনাকা করার ক্ষেত্রে ছোটদের স্পর্শ করা ও তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা বৈধ। ছোট শিশু ও অন্যান্যদের সাথে বিনয় নম্র ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

(اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُحِبُّهٗ فَأَحِبَّهٗ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهٗ) "হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস আর যে তাকে ভালোবাসবে তুমি তাকেও ভালোবাস।"

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো : হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তার প্রেমিক ও বন্ধু বানাও। আমাদের তার শত্রু ও দুশমন বানিও না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٤٤ - [١٠] وَعَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلٰى جَنْبِهٖ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرٰى وَيَقُوْلُ: «إِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৪৪-[১০] আবূ বাকরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন অবস্থায় মিম্বারের উপর দেখলাম যে, তাঁর পাশে রয়েছেন হাসান ইবনু 'আলী। আর নাবী ﷺ কখনো লোকেদের প্রতি তাকাচ্ছেন, আবার কখনো হাসানের দিকে তাকিয়ে বলছেন, আমার এ পুত্র নেতা এবং সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা মুসলিমদের দু'টি বিরোধমান বড় দলের মধ্যে সমঝোতা করায়ে দেবেন। (বুখারী)[৬৮৫]

---

[৬৮৪] সহীহ : বুখারী : ২১২২, মুসলিম ৫৭-(২৪২১), সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৮৮৩, আবূ ইয়া'লা ৬৩৯১, আল আদাবুল মুফরাদ ১১৫২।

[৬৮৫] সহীহ : বুখারী ২৭০৪, আবূ দাউদ ৪৬৬২, তিরমিযী ৩৭৭৩, নাসায়ী ১৪১০, সহীহুল জামি' ১৫২৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪৯৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১৭৮, মুসনাদুল হুমায়দী ৭৯৩, মুসনাদে আহমাদ ২০৪০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৬৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৭১৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৫২৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৬৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৫৩১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৮০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২২৭৫।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ) ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাসান -কে নাবী যে সাইয়িদ বা নেতা নামে নামকরণ করেছেন তা তার মর্যাদা ও সম্মানের জন্য যথেষ্ট। তিনি বড় দু'টি দলের গুণ বর্ণনা করেছেন, কেননা মুসলিমরা সেদিন দু'টি দলে বিভক্ত হবে, একটি দল হাসান -এর পক্ষে থাকবে অপরটি মু'আবিয়াহ্ -এর পক্ষে থাকবে। আর সেদিন হাসান এ দায়িত্বের সবচেয়ে হাক্বদার হবে।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ হাদীস প্রমাণ করে ঐ দু'টি দলের একটি দলও ফিতনার সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম হতে বের হয়ে যায়নি। কেননা একটি দল বিপদগ্রস্ত ও অন্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নাবী সকলকে মুসলিম বলে সম্বোধন করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٤٥ - [١١] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ نُعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسَبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ؟ قَالَ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُوْنِيْ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৪৫-[১১] 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ নু'ম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার -কে বলতে শুনেছি, যখন জনৈক ('ইরাক্বী) লোক মুহরিম সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করল। শু'বাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার ধারণা, মাছি মারলে (কি হবে) তিনি উত্তরে বললেন, যে 'ইরাক্বাসী রসূলুল্লাহ -এর দৌহিত্রকে হত্যা করেছে, আমাকে তারা মাছি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? অথচ রসূলুল্লাহ বলেছেন, এরা দু'জন (হাসান ও হুসায়ন) দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধি ফুলবিশেষ। (বুখারী)[৬৮৬]

ব্যাখ্যা : (يَسْأَلُوْنِيْ عَنِ الذُّبَابِ) এই জিজ্ঞাসার ভাবার্থ হলো, তারা বা 'ইরাক্বাসী তাদের চরিত্রে পূর্ণ "তাক্বওয়া" প্রকাশ করছে অথচ এর চেয়ে শত বড় কাণ্ড ঘটিয়েছে সেদিকে তারা বেখবর রয়েছে।

'দাখায়ির' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হাসান ও হুসায়ন নাবী -এর সুঘ্রাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা এক প্রকারের রিয্ক্ব যা তাঁকে দান করা হয়েছিল দুনিয়াতে।

কেউ কেউ বলেন, তারা উভয়ে নাবী -এর জান্নাতী সুঘ্রাণ ছিল দুনিয়াতে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

জারীর ইবন হায্ম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু 'উমার -এর মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যা কাপড়ে লেগে যায়। অপরদিকে হাদীসে এসেছে, মাছি হত্যা। এর সমাধান হলো প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে দুই বিষয়েই করা হয়েছিল। (ফাতহুল বারী হা. ৩৭৫৩)

٦١٤٦ - [١٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ فِي الْحُسَيْنِ أَيْضًا: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৪৬-[১২] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী -এর সাথে 'আলী তনয় হাসান হতে আকৃতিতে অধিক সাদৃশ্য কারো ছিল না। বর্ণনাকারী আনাস হুসায়ন সম্পর্কেও বলেছেন যে, তিনি সকলের মাঝে রসূলুল্লাহ -এর সাথে অধিক সাদৃশ্য ছিলেন। (বুখারী)[৬৮৭]

---

[৬৮৬] সহীহ : বুখারী ৩৭৫৩।

[৬৮৭] সহীহ : বুখারী ৩৭৪৮, মুসনাদে আহমাদ ১৩৭৭৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৪৭৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ) হুসায়ন رضي الله عنه নাবী ﷺ-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য ছিল আহলে বায়তদের মধ্য হতে। তাঁকে যিয়াদ-এর ছেলে 'উবায়দুল্লাহ ৬১ হিজরীতে ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্ খিলাফাতকালে হত্যা করে তার খিলাফাতকালে। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় : (১) হুসায়ন رضي الله عنه-এর মর্যাদা। (২) নাবী ﷺ-এর সাথে হুসায়ন رضي الله عنه-এর মিল। (ফাতহুল বারী হা. ৩৭৪৭)

٦١٤٧ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى صَدْرِهٖ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ» وَفِيْ رِوَايَةٍ: «عَلِّمْهُ الْكِتَابَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৪৭-[১৩] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে একদিন তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! একে হিকমাত শিক্ষা দান করুন। অপর এক বর্ণনায় আছে, একে কিতাব (কুরআন)-এর জ্ঞান দান করুন। (বুখারী)[৯৮৮]

٦١٤٨ -[١٤] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهٗ وَضُوءًا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هٰذَا؟» فَأُخْبِرَ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৪৮-[১৪] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ টয়লেটে প্রবেশ করলেন। এ সময় তাঁর জন্য আমি উযূর পানি রেখে দিলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এ পানি এখানে কে রেখেছে? তাঁকে অবহিত করা হলো তখন তিনি (ﷺ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাকে দীনের জ্ঞান দান কর। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৮৯]

٦١٤٩ -[١٥] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهٗ كَانَ يَأْخُذُهٗ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ أَحِبَّهُمَا فَإِنِّيْ أُحِبُّهُمَا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُنِيْ فَيُقْعِدُنِيْ عَلٰى فَخِذِهٖ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلٰى فَخِذِهِ الْأُخْرٰى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّيْ أَرْحَمُهُمَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৪৯-[১৫] উসামাহ্ ইবনু যায়দ رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) তাঁকে এবং হাসান رضي الله عنه-কে একত্রে কোলে রেখে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এ দু'জনকে ভালোবাসি, আপনিও এদেরকে ভালোবাসুন।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, উসামাহ্ رضي الله عنه বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিয়ে তাঁর এক উরুতে (রানে) বসাতেন এবং হাসান ইবনু 'আলী رضي الله عنه-কে অপর রানের উপর বসাতেন, অতঃপর দু'জনকে একত্রে মিলিয়ে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি এদের প্রতি রহম করুন, আমিও এদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (বুখারী)[৯৯০]

---

[৯৮৮] সহীহ : বুখারী ৩৭৫৬, তিরমিযী ৩৮২৪, ইবনু মাজাহ ১৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৫৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৭৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩১৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৪৩৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭৭০২।

[৯৮৯] সহীহ : বুখারী ১৪৩, মুসলিম ১৩৮-(২৪৭৭), মুসনাদে আহমাদ ২৩৯৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২২২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৪৬৭, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৪২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৪২২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬২৮০।

[৯৯০] সহীহ : বুখারী ৬০০৩, মুসনাদে আহমাদ ২১৮৩৫।

Scanned by CamScanner

৬১৪৯. ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّىْ أَرْحَمُهُمَا) হাদীস হতে অনুধাবন করা যায়, নাবী ﷺ একমাত্র আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর উদ্দেশে ভালোবাসতেন। এ কারণে আল্লাহ ভালোবাসা তাঁর ভালোবাসার সাথে যুক্ত করেছেন। এ হাদীসে আরো হাসান رضي الله عنه ও উসামাহ্ رضي الله عنه-এর মহা মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে।

(ফাতহুল বারী হা. ৩৭৩৫, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

তাদের উভয়ের প্রতি পরিপূর্ণ দয়া করুন এমন দয়া যা উভয়কে অমুখাপেক্ষী রাখবে অন্যদের দয়া থেকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٥٠ -[١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِىْ إِمَارَتِهٖ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِىْ إِمَارَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِىْ إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَأَيْمُ اللّٰهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوُهٗ وَفِىْ اٰخِرِهٖ: «أُوصِيكُمْ بِهٖ فَإِنَّهٗ مِنْ صَالِحِيكُمْ».

৬১৫০-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক যুদ্ধের উদ্দেশে একদল সৈন্য পাঠান এবং উসামাহ্ ইবনু যায়দ رضي الله عنه-কে তাদের নেতা মনোনীত করলেন। তখন কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগল। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, তোমরা আজ উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করছে, ইতোপূর্বে তোমরা তো তার পিতার (অর্থাৎ যায়দ ইবনু হারিসাহ্ رضي الله عنه-এর) নেতৃত্ব সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর শপথ! তিনি (যায়দ) নিশ্চয় নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন এবং তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় লোকেদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তাঁর পরে (তাঁর পুত্র) উসামাহ্ আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকেদের মাঝে একজন। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৯১]

মুসলিম-এর এক বর্ণনার মধ্যে অনুরূপ বর্ণিত হওয়ার পর হাদীসটির শেষাংশে বলা হয়েছে, তার নেতৃত্ব মেনে নেয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে নাসীহাত করছি। কেননা সে (উসামাহ্) তোমাদের মাঝে একজন সৎ লোক।

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا) এটা সেই দল যে দলটি নাবী ﷺ মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয়ে গেলে প্রস্তুত করতে আদেশ দেন আর আবূ বাক্র رضي الله عنه এ কাজটি বাস্তবায়ন করেন নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর।

(فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِىْ إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ) এখানে 'মুতা' যুদ্ধে উসামাহ্ رضي الله عنه-এর পিতা যায়দ ইবনু হারিসাহ্-এর নেতৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উক্ত হাদীসে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় সেগুলো নিম্নরূপ, (১) আযাদকৃত দাসের নেতৃত্ব বৈধ, (২) বড়দের ওপর ছোট ব্যক্তির নেতৃত্ব বৈধ, (৩) সাধারণ ব্যক্তির নেতৃত্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ওপর বৈধ। কেননা উসামাহ্ رضي الله عنه-এর সৈন্যের অধীনে আবূ বাক্র ও 'উমার رضي الله عنهما ছিলেন। (ফাতহুল বারী হা. ৩৭৩০)

---

[৯৯১] সহীহ : বুখারী ৩৭৩০, মুসলিম ৬৩-(২৪২৬), মুসনাদে আহমাদ ৪৭০১, সহীহুল জামি' ১৪১৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৪৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮১৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৫৪৯।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উসামাহ্ (রাঃ)-এর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সমালোচনা করার একটি কারণ রয়েছে আর সেটা হলো জাহিলী যুগের অভ্যাস।

ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যারা উভয়ের নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করেছিল। তারা কারণ হিসেবে তুলে ধরেন যে, তারা উভয়ে দাস ছিল। আর 'আরবরা মনে করত কোন দাস নেতা হতে পারে না আর তারা দাসে অনুসরণ করা হতে সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখত। যখন আল্লাহ ইসলাম নিয়ে আসলেন তখন এ সমস্ত মিথ্যা প্রাচীরগুলো সরিয়ে দিলেন।

নাবী ﷺ যায়দ ইবনু হারিসাহ্-এর নেতৃত্বে অনেক যুদ্ধ প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় সৈন্যবাহিনী ছিল মুতার যুদ্ধে। এ সমস্ত যুদ্ধে তার অধীনে অনেক বড় মর্যাদাপূর্ণ সহাবী ছিলেন। তাদের মধ্য হতে জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) যিনি সকল দিক হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং নাবী ﷺ-এর নিকটবর্তী হওয়ার দিক থেকেও। এরপর উসামাহ্ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তার অধীনেও অনেক মর্যাদাপূর্ণ সহাবী ছিলেন। এসব কিছু করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কেউ যেন আনুগত্যের হাত গুটিয়ে না রাখে এবং জাহিলী যুগের ভ্রান্ত অভ্যাস পরিত্যাগ করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٥١ - [١٧] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ الْبَرَاءِ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّىْ» فِىْ «بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانَتِهٖ».

৬১৫১-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইবনু হারিসাহ্ (রাঃ) ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীন দাস। আমরা তাকে যায়দ ইবনু মুহাম্মাদ (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পুত্র) বলে ডাকতাম। অতঃপর যখন কুরআনের এ আয়াত ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ "তাদেরকে তাদের প্রকৃত বাপের পরিচয়ে ডাক"– (সূরাহ্ আল আহ্যা-ব ৩৩ : ৫); অবতীর্ণ হয়, তখন আমরা যায়দ ইবনু মুহাম্মাদ বলা হতে ক্ষান্ত হয়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৯২]

বারা' (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, নাবী ﷺ 'আলী (রাঃ)-কে বলেছেন, «أَنْتَ مِنِّىْ» (হে 'আলী!) তুমি আমার হতে, এটা 'শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি ও তার প্রতিপালন' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٥٢ - [١٨] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِىْ حِجَّتِهٖ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهٗ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِىْ أَهْلَ بَيْتِىْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

[৯৯২] সহীহ : বুখারী ৪৭৮২, মুসলিম ৬২-(২৪২৫), মুসনাদে আহমাদ ৫৪৭৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৩৯৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১২৯৯২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪২৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩২৩০৮।

Scanned by CamScanner

৬১৫২-[১৮] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি (বিদায়) হাজে 'আরাফাতের দিন তাঁর 'ক্বসওয়া' নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় ভাষণ দান করেছেন। আমি শুনেছি, ভাষণে তিনি (ﷺ) বলেছেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তাকে শক্তভাবে ধরে রাখ, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার 'ইত্‌রত অর্থাৎ আমার আহলে বায়ত। (তিরমিযী)[৯৯৩]

٦١٥٣ -[١٩] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّيْ تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِىْ أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِيْ أَهْلُ بَيْتِيْ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِيْ فِيهِمَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৫৩-[১৯] যায়দ ইবনু আরক্বাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তাকে শক্ত করে ধরে রাখ, তবে আমার পরে তোমরা আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তার মধ্যে একটি আরেকটির তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, তা একটি লম্বা রশিস্বরূপ। যা আকাশ হতে জমিন অবধি বিস্তীর্ণ। আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আপন আহলে বায়ত। এ বস্তু দু'টি কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। তারা হাওযে কাওসারে আমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত। অতএব তোমরা তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করছ তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। (তিরমিযী)[৯৯৪]

ব্যাখ্যা : (كِتَابُ اللهِ ... وَعِتْرَتِيْ أَهْلُ بَيْتِيْ) ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোন ব্যক্তির "ইতরাত" বলতে বুঝায় তার পরিবারবর্গের লোক ও তার নিকটস্থ লোকবৃন্দ। "ইত্‌রত" বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে। নাবী ﷺ সেটা "আহলে বায়ত" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন– (১) তাঁর বংশধর (২) নিকটস্থ সকল লোক, (৩) তাঁর স্ত্রীবর্গ।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের (আহলে বায়তদের) আঁকড়ে ধরা দ্বারা উদ্দেশ্য (১) তাদের ভালোবাসা, (২) তাদের সম্মান রক্ষা করা, (৩) তাদের মতাদর্শে 'আমাল করা, (৪) তাদের কথাগুলোর উপর নির্ভর করা।

ইমাম ইবন মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– (১) এতে যা রয়েছে তার উপর 'আমাল করা, (২) আল্লাহর নির্দেশগুলো পালন করা, (৩) নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতে বিরত থাকা।

আর 'ইত্‌রত' আঁকড়ে ধরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, (১) তাদের ভালোবাসা। (২) তাদের দেখানো পথে চলা, (৩) তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া।

সাইয়িদ জামালুদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যতক্ষণ দীনের বিপরীত কাজ সংঘটিত না হয়।

(তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী হা. ৩৭৯৮)

---

[৯৯৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৮৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৪৬৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৭৯, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ২৪০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৬১৪, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৭৫৭।

[৯৯৪] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৮৮, সহীহুল জামি' ২৪৮৫, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ২৪০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৬৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৬৮৩, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭৬।

Scanned by CamScanner

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : উক্ত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর কিতাবুল্লাহ ও আহলে বায়ত– এ দু'টি জিনিসের সাথে সদাচরণ করতে ও নিজেদের ওপর এ দু'টিকে প্রধান্য দিতে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন পিতা তার সন্তানদের অধিকারের প্রতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিতাবুল্লাহ হলো আকাশ হতে জমিন পর্যন্ত প্রসারিত একটি রশি। যে ব্যক্তি উক্ত রশি আঁকড়ে ধরল সে মুক্তি পেল আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পড়ে থাকল উক্ত রশি আঁকড়ে ধরল না সে ধ্বংস হলো।

যে ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর উপদেশ পালন করল, আর ঐ দু'টি বিষয়ের সাথে সদাচরণ করল তারা হাওযে কাওসারে নাবী ﷺ-এর সাথে থাকবে। যারা বিপরীত কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে বিপরীত প্রতিদান।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٥٤ -[٢٠] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৫৪-[২০] উক্ত রাবী (যায়দ ইবনু আরক্বাম رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী, ফাত্বিমাহ্, হাসান এবং হুসায়ন رضي الله عنهم সম্পর্কে বলেছেন, যে কেউ তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আমি তাদের দুশমন। অন্যদিকে যে তাঁদের সাথে (আপনজনের মতো) সদ্ব্যবহার করবে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করব। (তিরমিযী)[৯৯৫]

٦١٥٥ -[٢١] وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِيْ عَلى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: فَاطِمَةُ. فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: زَوْجُهَا إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৫৫-[২১] জুমা'ই ইবনু 'উমায়র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার ফুফুর সাথে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর কাছে গেলাম। আমি প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন মানুষটি সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, ফাত্বিমাহ্। এবার প্রশ্ন করা হলো, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর স্বামী। আর তিনি ছিলেন অধিক পরিমাণে সিয়াম পালনকারী ও রাতের সলাত আদায়কারী। (তিরমিযী)[৯৯৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে ফাত্বিমাহ্ ও 'আলী رضي الله عنهما-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসে আরো স্পষ্ট হয় যে, মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها এবং পুরুষদের মধ্যে 'আলী رضي الله عنه।

হাদীসে আহলে বায়তের মর্যাদাকেও স্পষ্ট করা হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৮৮৬)

٦١٥٦ -[٢٢] وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ الْعَبَّاسَ دَخَلَ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «مَا أَغْضَبَكَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ إِذَا تَلَاقَوْا بَيْنَهُمْ تَلَاقَوْا بِوُجُوهٍ مُبْشَرَةٍ

---

[৯৯৫] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৮৭০, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৪৪; কারণ সুবায়হ-এর বংশ পরিচয় জানা যায় না, য'ঈফাহ্ ৬০২৮।

[৯৯৬] সানাদ হাসান : তিরমিযী ৩৮৭৪।

Scanned by CamScanner

وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهٗ ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتّٰى يُحِبَّكُمْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ» ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذٰى عَمِّىْ فَقَدْ آذَانِىْ فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ. وَفِى «الْمَصَابِيْحِ» عَنِ الْمُطَّلِبِ.

৬১৫৬-[২২] 'আবদুল মুত্ত্বালিব ইবনু রবী'আহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন 'আব্বাস (রাঃ) ভীষণ ক্ষুব্ধ অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। আমি তখন তাঁর কাছে বসা ছিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, কিসে আপনাকে এমনভাবে ক্ষুব্ধ করেছে? তখন তিনি ('আব্বাস (রাঃ)) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের (অর্থাৎ বানূ হাশিম) এবং কুরায়শের মধ্যে কি (ব্যবধান) রয়েছে? তারা যখন একে অপরের দেখা-সাক্ষাৎ করে, তখন তারা হাশি-খুশি অবস্থায় মেলামেশা করে। অপরদিকে আমাদের সাথে যখন দেখা-সাক্ষাৎ করে, তখন তারা সেভাবে মিলে না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন লোকের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশে তোমাদেরকে (অর্থাৎ আহলে বায়তকে) ভালোবাসবে। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, হে লোকসকল! যে লোক আমার চাচাকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। কেননা কোন লোকের চাচা হলো তার পিতার সমতুল্য। (তিরমিযী, মাসাবীহ গ্রন্থে হাদীসটির বর্ণনাকারীর নাম 'মুত্ত্বালিব' উল্লেখ রয়েছে)[৯৯৭]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে 'আব্বাস (রাঃ)-এর রাগান্বিত হওয়ার কারণ হলো আবূ জাহ্ল তাঁকে বলেছিল, বানূ হাশিম গোত্র যুদ্ধের পতাকা গ্রহণ করে, হাজীদের পানি পান করায়, নুবুওয়্যাত ও রিসালাত তাদের মাঝে তাহলে অন্যান্য কুরায়শদের মাঝে কি অবশিষ্ট থাকল? (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৭০)

হাদীসে 'আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এটাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাছাড়া হাদীস হতে বুঝা যায়, কোন ব্যক্তির চাচার মর্যাদা কতটুকু। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٥٧ - [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْعَبَّاسُ مِنِّىْ وَأَنَا مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৬১৫৭-[২৩] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'আব্বাস আমার সাথে জড়িত আর আমি তাঁর সাথে জড়িত। (তিরমিযী)[৯৯৮]

ব্যাখ্যা : (الْعَبَّاسُ مِنِّىْ) এর তিনটি অর্থ হতে পারে– (১) আমার নিকটস্থ ব্যক্তি, (২) আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত, (৩) আমার সাথে সম্পৃক্ত। 'আব্বাস (রাঃ) নাবী ﷺ-এর দুই বছরের বড় ছিলেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হত আপনি বড় নাকি রসূল ﷺ! উত্তরে তিনি বিনয়-নম্রতা, শিষ্টাচার প্রকাশার্থে বলতেন, নাবী ﷺ বড় আর আমি অনেক ছোট।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আব্বাস (রাঃ)-এর মা নামির ইবনু কাসিত-এর মেয়ে ছিলেন। নামির ইবনু কাসিত হলেন 'আরবের প্রথম ব্যক্তি, যে কা'বাহ্ ঘরে রেশমী কাপড় পরান। এর কারণ হলো 'আব্বাস (রাঃ) ছোট থাকতে হারিয়ে যান। তাই তিনি মানৎ করেন যদি তাকে খুঁজে পান তাহলে

---

[৯৯৭] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৫৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮০৬; কারণ ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ৪৪৩০, মুসনাদে আহমাদ ১৭৭২।

[৯৯৮] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৫৯, নাসায়ী ৪৭৭৫; কারণ 'আবদুল আ'লা য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ২৩১৫, মুসনাদে আহমাদ ২৭৩৪।

Scanned by CamScanner

কা'বাহ্ ঘরে কাপড় পরাবেন। 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু জাহিলী যুগে নেতা ছিলেন। তাঁর দায়িত্বে ছিল হাজীদের পানি পান করানো ও মাসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ।

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় ৭০টি দাস মুক্ত করেন। তিনি আসহাবে ফিলের বা "হস্তিবাহিনী" ঘটনার ১ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২ হিজরীতে ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বাক্বী' নামক ক্ববরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি অনেক পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তুতা গোপন রাখেন। বদ্‌র যুদ্ধে তিনি মুশরিকদের সাথে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বের হন। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার সাথে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাৎ হবে সে যেন তাঁকে হত্যা না করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٥٨ -[٢٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «إِذَا كَانَ غَدَاةَ الِاثْنَيْنِ فَأْتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتّٰى أَدْعُوَ لَهُمْ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا وَوَلَدَكَ» فَغَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ وَأَلْبَسَنَا كِسَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ فِيْ وَلَدِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَزَادَ رَزِيْنٌ: «وَاجْعَلِ الْخِلَافَةَ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬১৫৮-[২৪] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, সোমবার সকালে আপনি আপনার সন্তানসহ আমার কাছে আসবেন। তখন আমি আপনাদের জন্য এমন কিছু বিশেষ দু'আ করব, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ও আপনার সন্তানকে উপকৃত করেন। অতএব তিনি ও তাঁর সাথে আমরাও সকালে উপস্থিত হলাম, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর আমাদের দেহে জড়িয়ে দিলেন, অতঃপর এভাবে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি 'আব্বাস ও তার সন্তানদের ক্ষমা করে দাও, তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক হতে পবিত্র রাখ। তাদের কোন প্রকারের গুনাহই অবশিষ্ট রেখো না। হে আল্লাহ! 'আব্বাস-কে তাঁর সন্তানদের মাঝে নিরাপদে রাখ।' (তিরমিযী)[৯৯৯]

আর রযীন এ বাক্যটি বাড়িয়ে বলেছেন, (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর মধ্যে বলেছেন,) খিলাফাত ও রাজত্ব তাঁর সন্তানদের মাঝে বহাল রাখ। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা : ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এ হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে, 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার পরিবারবর্গ তাঁর নিকট খুব কাছের লোক ও বিশেষ ব্যক্তি যেন তারা একটি ব্যক্তি যা ঢেকে রেখেছে একটি কাপড়। তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দু'আ করছেন যেন তাদের ওপর অনুগ্রহ প্রসারিত করা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৭৭৪)

٦١٥٩ -[٢٥] وَعَنْهُ أَنَّهٗ رَاٰى جِبْرِيلَ مَرَّتَيْنِ وَدَعَا لَهٗ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৫৯-[২৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে দু'বার দেখেছেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'বার দু'আ করেছেন। (তিরমিযী)[১০০০]

٦١٦٠ -[٢٦] وَعَنْهُ أَنَّهٗ قَالَ: دَعَا لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْتِيَنِي اللهُ الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৯৯৯] সানাদ হাসান : তিরমিযী ৩৭৬২।

[১০০০] সানাদ য'ঈফ : তিরমিযী ৩৮২২; কারণ লায়স য'ঈফ, আবূ ইয়া'লা ৪৯০২।

Scanned by CamScanner

৬১৬০-[২৬] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে কৌশল দান করেন', এ উদ্দেশে রসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য দু'বার দু'আ করেছেন। (তিরমিযী)[১০০১]

٦١٦١ -[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَنِّيهِ بِأَبِي الْمَسَاكِينِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৬১-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জা'ফার (ইবনু আবূ ত্বালিব) ؓ মিসকীনদেরকে খুব বেশি ভালোবাসতেন, তাদের সাথে বসতেন এবং আলাপ করতেন তারাও জা'ফার-এর সাথে দ্বিধাহীনচিত্তে আলাপ-আলোচনা করত। এজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'আবুল মাসাকিন' উপনামে আহ্বান করতেন। (তিরমিযী)[১০০২]

ব্যাখ্যা : হাদীসে যে বিষয়গুলো প্রতীয়মান হয়, তা নিম্নরূপ : (১) এ হাদীস প্রমাণ করে বড়দের ভালোবাসা, (২) সম্মান ও মর্যাদা লাভের মাধ্যম হলো দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ। তারা আছে বলে ধনীদের এত সম্মান। (৩) তাদের সাথে বিনয় আচরণ ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৭৮)

٦١٦٢ -[٢٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬১৬২-[২৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ ؓ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে জা'ফার-কে মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) সাথে উড়তে দেখেছি। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][১০০৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সিরিয়ায় মু'তার যুদ্ধের সময় যায়দ ইবনু হারিসাহ্-এর শাহাদাতের পর তার হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা ছিল। তিনি আল্লাহর পথে শাহীদ হন। এমনকি তার দুই হাত ও দুই পা কেটে ফেলা হয়।

নাবী ﷺ স্বপ্নে দেখেন যে, জা'ফার ؓ রক্তমিশ্রিত দু'টি ডানা নিয়ে জান্নাতে মালায়িকার (ফেরেশতাদের) সাথে উড়ছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٦٣ -[٢٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৬৩-[২৯] আবূ সা'ঈদ (আল খুদরী) ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাসান ও হুসায়ন দু'জনই যুবক জান্নাতীদের নেতা। (তিরমিযী)[১০০৪]

[১০০১] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৮২৩।

[১০০২] **খুবই য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৭৬৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৯২৫; কারণ ইবরাহীম আবূ ইসহাক্ব মাখযূমী য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ৪৮৭৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৫৯।

[১০০৩] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৭৬৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২২৬।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : ইমাম মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

(১) আল্লাহর পথে যে সমস্ত যুবক মৃত্যুবরণ করেছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাদের সকলের চেয়ে উত্তম হলো, হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)। এখানে যুবকদের বয়স বর্ণনা করা হয়নি।

(২) অথবা নাবীগণ ও খুলাফায়ে রাশিদীন ব্যতীত সকল জান্নাতীদের সরদার হলেন, হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)। কেননা সকল জান্নাতী ব্যক্তি যুবকও একই বয়সের হবে। তাদের মধ্যে কোন বৃদ্ধ ও শিশু থাকবে না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ উদ্দেশ্য হওয়াও সম্ভব যে, বর্তমান যুগে যে সমস্ত যুবক মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে যাচ্ছে, তাদের নেতা হলেন হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৮০)

٦١٦٤ -[٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَيَّ مِنَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ

৬১৬৪-[৩০] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাসান এবং হুসায়ন তাঁরা দু'জন দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধময় ফুলস্বরূপ। [তিরমিযী, এ হাদীসটি (শাব্দিক সামান্য পরিবর্তনসহ) প্রথম অনুচ্ছেদেও বর্ণিত হয়েছে][১০০৫]

٦١٦٥ -[٣١] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ وَلَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَا هٰذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَهُ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرِكَيْهِ. فَقَالَ: «هٰذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৬৫-[৩১] উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কোন এক প্রয়োজনে রাতের বেলায় আমি নাবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন নাবী ﷺ এমন অবস্থায় গৃহ হতে বের হলেন যে, (মনে হলো) তিনি চাদর দ্বারা দেহের সাথে কি একটি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি সে জিনিসটি কি? অতঃপর যখন আমি প্রয়োজন সেরে তাঁর কাছ হতে অবসর হলাম, তখন প্রশ্ন করলাম, (হে আল্লাহর রসূল!) আপনি চাদরের ভিতরে কি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন? তখন তিনি চাদরখানা সরিয়ে ফেললে দেখলাম, হাসান ও হুসায়ন দু'জন তাঁর দুই উরুতে বসে রয়েছেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, এরা দু'জন আমার পুত্র এবং তনয়ার পুত্র। 'হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকেই ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাদের দু'জনকে ভালোবাসুন। আর যারা এ দু'জনকে ভালোবাসবে, আপনি তাদেরকেও ভালোবাসুন। (তিরমিযী)[১০০৬]

[১০০৪] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৬৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৯৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১৭৬, ১১০১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৬৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/৫৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৫৩৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৬৬।

[১০০৫] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৭০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫৬৪।

[১০০৬] হাসান : তিরমিযী ৩৭৬৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১৮২, মুসনাদে বায্যার ২৫৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৬৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (فَكَشَفَهُ) নাবী ﷺ-এর কাপড় সরিয়ে নেয়ার কারণে যার দরুন হাসান ও হুসায়ন رضي الله عنهما-কে দেখা গেল। তিনি উভয়ের জন্য এই দু'আ প্রকাশ করলেন। এটা তখন ঘটল যখন উসামাহ্ رضي الله عنه নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাপড়ে কি পেচিয়ে রেখেছেন। হাদীসে হাসান رضي الله عنه ও হুসায়ন رضي الله عنه-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হাদীসের উদ্দেশ্য হলো উক্ত দু'আ প্রকাশ করা।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৮১)

٦١٦٦ - [٣٢] وَعَنْ سَلْمٰى قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلٰى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬১৬৬-[৩২] সালমা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها-এর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। প্রশ্ন করলাম, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন অবস্থায় দেখেছি, অর্থাৎ স্বপ্নে– তাঁর মাথা ও দাড়ি ধুলাবালিতে মিশ্রিত। অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এ অবস্থা কেন, কি হয়েছে আপনার? তিনি (ﷺ) বললেন, এইমাত্র হুসায়ন-এর শাহাদাতের স্থানের উপস্থিত হয়েছিলাম।[১০০৭]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ) অর্থাৎ- নাবী ﷺ-এর মাথা ও দাড়ি ধূলিময় দেখলেন।

آنِفًا নিকটবর্তী সময়, কাছাকাছি সময় বা কিছুক্ষণ পূর্বে যা ঘটেছে তা বুঝানোর জন্য আনা হয়।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৮৩)

٦١٦٧ - [٣٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ» وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ: «ادْعِي لِي ابْنَيَّ» فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬১৬৭-[৩৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, আপনি আপনার আহলে বায়তের মাঝে কাকে সর্বাধিক ভালোবাসেন? তিনি বললেন, হাসান ও হুসায়নকে। আর তিনি (ﷺ) ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها-এর উদ্দেশে বলতেন, আমার পুত্রদ্বয়কে আহ্বান করো। তারা আসলে তিনি তাদেরকে শুঁকতেন (চুমা দিতেন) এবং উভয়কে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][১০০৮]

٦١٦٨ - [٣٤] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ

[১০০৭] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৩২৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৭৬৪; কারণ সালমা অপরিচিত, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৫৬।

[১০০৮] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৬০০, নাসায়ী ১৫৮৫, মুসনাদে আহমাদ ২৩০৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১৮৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৩৯, শু'আবুল ঈমান ১১০১৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬০২৯।

Scanned by CamScanner

قَالَ: «صَدَقَ اللهُ [إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ] نَظَرْتُ إِلٰى هٰذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتّٰى قَطَعْتُ حَدِيثِيْ وَرَفَعْتُهُمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৬১৬৮-[৩৪] বুরয়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সামনে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের উভয়ের দেহে ছিল লাল বর্ণের দু'টি জামা। তাঁরা এমনভাবে চলছিলেন যেন পড়ে যাচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বার হতে অবতরণ করলেন এবং তাঁদেরকে উঠিয়ে এনে নিজের সম্মুখে বসিয়ে রাখলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ সত্যই বলেছেন, 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিগণ ফিতনাহ্।' আমি এ বাচ্চা দু'টির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, এরা হাঁটছে এবং পড়ে যাচ্ছে, অতএব আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সবশেষে আমি আলোচনা বন্ধ করে দিলাম এবং তাদেরকে উঠিয়ে আনলাম। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[১০০৯]

ব্যাখ্যা : (وَيَعْثُرَانِ) তাঁরা (হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)) উভয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল হাঁটার সময় ছোট ও কম বয়স হওয়ার দরুন।

(فِتْنَةٌ) এটা মানবকুলের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষা। যাতে তিনি জানতে পারেন কে তাঁর অনুসরণ করে ও কে অবাধ্য হয়।

হাদীস হতে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় তা নিম্নরূপ- (১) নাবী (ﷺ)-এর অন্তর খুব নরম ছিল। তাই তিনি বক্তব্য ছেড়ে তাদের কাছে আসলেন। (২) সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষাস্বরূপ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৭৮৬)

٦١٦٩ -[٣٥] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «حُسَيْنٌ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৬৯-[৩৫] ইয়া'লা ইবনু মুররাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : হুসায়ন আমার হতে আর আমি হুসায়ন হতে। যে হুসায়নকে ভালোবাসবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন। হুসায়ন বংশসমূহের মাঝে একটি বংশ। (তিরমিযী)[১০১০]

ব্যাখ্যা : (حُسَيْنٌ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ) ভালোবাসা ও সম্মান অবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে যেন মানুষ (নাবী (ﷺ) ও হুসায়ন (রাঃ))-কে একই হুকুমে রাখে।

উক্ত বিষয়টাকে পরবর্তী বাক্য গুরুত্বারোপ করে তুলে (أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا) "যে ব্যক্তি হুসায়ন (রাঃ)-কে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন"। কেননা হুসায়ন (রাঃ)-কে ভালোবাসা রসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসার নামান্তর, আর নাবী (ﷺ)-কে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসার নামান্তর।

(سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ) অর্থাৎ- এমন গাছ যার মূল কাণ্ড একটি ও শাখা-প্রশাখা অনেক। অনুরূপভাবে পিতা হলো গাছের কাণ্ডের ন্যায় ও সন্তানেরা হলো গাছের শাখা-প্রশাখার ন্যায়।

কেউ কেউ বলেন, হুসায়ন (রাঃ) উম্মাতসমূহের মধ্য হতে একটি উম্মাত। যারা সকলে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল ক্বামূস অভিধান প্রণেতা বলেন, سِبْطٌ "সিবাতুন" বলতে মেয়ের ছেলেকে বুঝায়।

[১০০৯] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৭৪, ইবনু মাজাহ্ ৩৬০০, নাসায়ী ১৫৮৫, মুসনাদ আহমাদ ২৩০৪৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৩৯।

[১০১০] হাসান : তিরমিযী ৩৭৭৫, ইবনু মাজাহ ১৪৪, মুসনাদে আহমাদ ১৭৫৯৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২১৯৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ২৫২৫, আল আদাবুল মুফরাদ ৩৬৪।

Scanned by CamScanner

কেউ কেউ বলেন, سِبْطٌ এর অর্থ হলো গোত্র। গোত্র অর্থটি কয়েকভাবে সম্ভব হতে পারে।

(১) অনেক শাখা-প্রশাখা হয়ে একটি গোত্র তৈরি হয়ে গেছে। (২) হতে পারে তার বংশে অনেক লোক বৃদ্ধি পারে। হাদীসে এই দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা লোক বৃদ্ধির কারণে বংশ স্থায়ী হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ, তিরমিযী হা. ৩৭৭৫)

٦١٧٠ - [٣٦] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهَ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৭০-[৩৬] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হাসান হলেন (চেহারা-আকৃতি-অবয়বে) মাথা হতে বক্ষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সদৃশ। আর হুসায়ন হলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বুকের নিচের অংশের সদৃশ। (তিরমিযী)[১০১১]

ব্যাখ্যা : মির্‌ক্বাত ভাষ্যকার বলেন, হাদীসের বাচনভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে যে, বড়জন অগ্রের সাদৃশ্য পেয়েছে পৃথিবীতে আগে আসার দরুন। আর অবশিষ্টাংশ ছোটজনের জন্য পরে আসার দরুন।

হাদীসে আরো স্পষ্ট হয় যে, হাসান ও হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তারা কেউই তাদের পিতা-মাতার সাদৃশ্য পাননি। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٧١ - [٣٧] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّي: دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ ﷺ فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟ حُذَيْفَةُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا حَاجَتُكَ؟ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ إِنَّ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬১৭১-[৩৭] হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আমাকে সম্মতি দিন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে মাগরিবের সলাত আদায় করি এবং নিজের ও আপনার ক্ষমার জন্য তাঁর কাছে দু'আর আবেদন করি। (অনুমতিক্রমে) অতঃপর আমি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের সলাত আদায় করলাম। এরপর তিনি (ﷺ) (নাফ্ল) সলাত আদায় করতে থাকেন। অবশেষে ইশার সলাত আদায় করে যখন গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন আমিও তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করলাম। তিনি (ﷺ) আমার (পায়ের) আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, কে, হুযায়ফাহ্? বললাম, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন, কি প্রয়োজনে এসেছ? আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার মাতাকে ক্ষমা করুন। (হে হুযায়ফাহ্!) ইনি মালাক (ফেরেশতা), যিনি এ রাত্রির পূর্বে আর কখনো ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেননি। তিনি তাঁর প্রভুর কাছে অনুমতি চান যে, আমাকে সালাম করবেন এবং আমাকে এ সুসংবাদটি জানিয়ে দেবেন যে, ফাত্বিমাহ্ জান্নাতী মহিলাদের সরদার আর হাসান এবং হুসায়ন দু'জনই জান্নাতী যুবকদের সরদার। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][১০১২]

[১০১১] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৭৯, মুসনাদে আহমাদ ৭৭৪; কারণ আবূ ইসহাক্ব য'ঈফ।

[১০১২] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৮১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৯৬, মুসনাদে আহমাদ ২৩৩৭৭।

Scanned by CamScanner

٦١٧٢ -[٣٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَامِلًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ: نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৭২-[৩৮] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনু 'আলীকে স্বীয় কাঁধের উপর বসিয়ে রেখেছিলেন। তখন এক লোক বলে উঠল, হে বালক! কত উত্তম বাহনে না তুমি আরোহণ করেছ? তখন নাবী ﷺ বললেন, আরে! আরোহীও তো উত্তম বটে। (তিরমিযী)[১০১৩]

٦١٧٣ -[٣٩] وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهٗ فَرَضَ لِأُسَامَةَ فِيْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِيهِ: لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ؟ فَوَاللهِ مَا سَبَقَنِيْ إِلٰى مَشْهَدٍ. قَالَ: لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكَ فَآثَرْتُ حِبَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلٰى حِبِّيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৭৩-[৩৯] 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত যে, তিনি উসামাহ্ ইবনু যায়দ রাঃ-এর জন্য (বাৎসরিক ভাতা) সাড়ে তিন হাজার দিরহাম ধার্য করলেন এবং (নিজের পুত্র) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ-এর জন্য ধার্য করলেন তিন হাজার। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ তাঁর পিতাকে বললেন, কেন আপনি উসামাকে আমার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন? আল্লাহর শপথ! কোন অভিযানেই উসামাহ্ আমার অগ্রগামী ছিলেন না। উত্তরে 'উমার রাঃ বললেন, তার কারণ হলো এই যে, তোমার পিতার (আমি 'উমার-এর) তুলনায় তার পিতা (যায়দ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। তোমার অপেক্ষা উসামাহ্ রাঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বেশি প্রিয় ছিলেন। অতএব আমি আমার প্রিয়জনের ওপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়জনকে প্রাধান্য দিয়েছি। (তিরমিযী)[১০১৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে স্পষ্ট হয় যে, 'উমার রাঃ-এর খিলাফাতকালে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে কর্মচারীদের জন্য বেতন নির্ধারণ করেছিলেন।

(مَا سَبَقَنِيْ إِلٰى مَشْهَدٍ) কেউ কেউ বলেন, "মাশহাদ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অর্জন ও 'আমাল করার মতো ভালো কাজে এগিয়ে থাকা।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকা এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

(كَانَ أَحَبَّ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ) অত্র বাক্য প্রমাণ করে যে, কেউ অধিক প্রিয় হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ।

'উমার রাঃ নিজ ছেলের ওপর উসামাহ্ রাঃ-কে প্রধান্য দিলেন রসূল ﷺ-এর ভালোবাসার প্রতি লক্ষ করে। যদিও কাজটি ছিল মনের বিরুদ্ধে। তারপরও তিনি সকল কিছুর উপর নাবী ﷺ-এর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০১৩] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৮৪; কারণ যম্'আহ্ ইবনু সলিহ য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ৬৫৯৪।
[১০১৪] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৮১৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৬০৮।

Scanned by CamScanner

٦١٧٤ -[٤٠] وَعَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْعَثْ مَعِيْ أَخِيْ زَيْدًا. قَالَ: «هُوَ ذَا فَإِنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أَمْنَعْهُ» قَالَ زَيْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَخِيْ أَفْضَلَ مِنْ رَأْيِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৭৪-[৪০] জাবালাহ্ ইবনু হারিসাহ্ (রضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভাই যায়দ-কে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই তো যায়দ। যদি সে তোমার সাথে চলে যেতে চায়, আমি তাকে বাধা দেব না। এ কথা শুনে যায়দ (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ! আপনার ওপর আমি অন্য আর কাউকেও প্রাধান্য দেব না। (যায়দ-এর এ কথা শুনে) জাবালাহ্ (رضي الله عنه) বলেন, পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারলাম, আমার সিদ্ধান্তের তুলনায় আমার ভাই যায়দ-এর সিদ্ধান্তই ছিল শ্রেয়। (তিরমিযী)[১০১৫]

ব্যাখ্যা : যায়দ ইবনু হারিসাহ্ মায়ের সাথে নানা বাড়ী যাওয়ার পথে মরুদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়ে উকায মেলায় বিক্রিত হয়। বিভিন্ন স্তর পারি দিয়ে সে রসূলুল্লহাহ ﷺ-এর হাতে আসে। মাক্কায় আগত দূর-দূরান্তের হাজীদের মাধ্যমে খবর চেয়ে তার পিতা, ভাই প্রমুখ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তার মুক্তিপণ, উপঢৌকন ইত্যাদি পেশ করে তাকে ফেরত চান। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন বিনা শর্তে যায়দ-কে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা দিলেন। প্রকৃত কথা হলো, তিনি হারিয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে কৃতদাস হিসেবে নিত হন। অত্র হাদীসে উক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিধৃত হয়েছ।

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাবালাহ্ (رضي الله عنه) তার ভাই, রসূল ﷺ-এর আযাদকৃত দাস, যায়দ ইবনু হারিসাহ্-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।

(فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَخِي أَفْضَلَ مِنْ رَأْيِي) জাবালাহ্ ইবনু হারিসাহ্ বলেছেন, আমি দেখলাম যায়দ ইবনু হারিসাহ্ নাবী ﷺ-এর সাথে থাকতে। আর সে যা চেয়েছে সেটা দুনিয়া ও পরকালের উত্তম বিষয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٧٥ -[٤١] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أُصْمِتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ عَلَيَّ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُهُمَا فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُوْ لِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৬১৭৫-[৪১] উসামাহ্ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেল, তখন আমি ও অন্যান্য লোকেরা মাদীনায় অবতরণ করলাম। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি (ﷺ) নীরব হয়ে গিয়েছিলেন, কথাবার্তা বলতে পারছিলেন না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমার দেহের উপর তাঁর উভয় হাত রাখলেন। তারপর হাত দু'টি উপরে উঠালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি (ﷺ) আমার জন্য দু'আ করছেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব][১০১৬]

[১০১৫] হাসান : তিরমিযী ৩৮১৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৯৪৮।

[১০১৬] হাসান : তিরমিযী ৩৮১৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِينَةَ) অর্থাৎ- উসামাহ্ (রাঃ) ও সকল সহাবী তাদের বাসা বাড়ী হতে মাদীনায় নামলেন। কারণ তাদের বাসাগুলো উঁচু অঞ্চলে ছিল। আর মাদীনাহ্ ছিল নিচু অঞ্চলে অবস্থিত।

ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, উসামাহ্ (রাঃ) উঁচু অঞ্চলে বাস করতেন। আর যে কোন দিক হতে মাদীনার দিকে আসা হয় না কেন তাতে নামা বা অবতরণ অর্থ সঠিক। কেননা মাদীনাহ্ এমন নিচু ভূমিতে অবস্থিত ছিল, যার দিকে সকল পার্শ্ব ও সকল দিক হতে পানি প্রবাহিত হয়ে আসত। অর্থাৎ সকল অঞ্চল উঁচু ছিল। অবতরণ অর্থ হলো রসূলুল্লাহ ﷺ উসামাহ্ ইবনু যায়দ-এর নেতৃত্বে সর্বশেষ যে সারিয়া প্রেরণ করেছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতার প্রচণ্ডতায় কথা বিবেচনা করে সহাবীগণের যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত করা এবং নিজ নিজ বাহন থেকে অবতরণ করা। (সম্পাদকীয়)

(فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي) অর্থাৎ- উসামাহ্ (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, তাকে নাবী ﷺ ডাকছেন। এটা দু'টি পদ্ধতিতে হতে পারে–

(১) বিশেষ কোন নূর (আলোর) মাধ্যমে, (২) বিচক্ষণতার মাধ্যমে।

উসামাহ্ (রাঃ) অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাকে ডাকার কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

(১) তার প্রতি ভালোবাসা থাকার জন্য। (২) তার অমায়িক ব্যবহার ও সেবার জন্য।

হাদীসে উসামাহ্ (রাঃ)-এর মর্যাদা ফুটে উঠেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৮২৯)

٦١٧٦ -[٤٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ. قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৭৬-[৪২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, একদিন নাবী ﷺ উসামার নাকের শ্লেষ্মা দূর করতে চাইলে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, আপনি এটা রাখুন! আমিই এ কাজটি করব। তখন নাবী ﷺ বললেন, হে 'আয়িশাহ্! তুমি উসামাকে স্নেহ করো। কেননা আমি তাকে খুবই ভালোবাসি। (তিরমিযী)[১০১৭]

٦١٧٧ -[٤٣] وَعَن أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِذْ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَا لِأُسَامَةَ: اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ. فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَا جَاءَ بِهِمَا؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «لَكِنِّي أَدْرِي ائْذَنْ لَهُمَا» فَدَخَلَا فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ» فَقَالَا: مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ قَالَ: "أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ" قَالَا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ آخِرَهُمْ؟ قَالَ: «إِنَّ عَلِيًّا سَبَقَكَ بِالْهِجْرَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَذَكَرَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ فِي «كِتَابِ الزَّكَاةِ».

[১০১৭] হাসান : তিরমিযী ৩৮১৮।

Scanned by CamScanner

৬১৭৭-[৪৩] উসামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি (নাবী (ﷺ)-এর ঘরের দরজায়) বসা ছিলাম। এমন সময় সহসা 'আলী ও 'আব্বাস (রাঃ) এসে ভিতরে প্রবেশের সম্মতি চাইলেন। তখন তাঁরা দু'জনে উসামাকে বললেন, আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে যাওয়ার সম্মতি নিয়ে আসো। (উসামাহ্ বলেন,) আমি গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! 'আলী ও 'আব্বাস আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (হে উসামাহ্) তুমি কি জান, কেন তাঁরা দু'জন এসেছে? আমি বললাম, জ্বি-না, আমি জানি না। তিনি (ﷺ) বললেন, কিন্তু আমি জানি, আচ্ছা তাঁদেরকে আসতে বল। অতঃপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করলেন। এবার তাঁরা উভয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে এ কথাটি প্রশ্ন করতে এসেছি, আপনার আহলে বায়তের মাঝে কে আপনার কাছে প্রিয়? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, ফাত্বিমাহ্ বিনতু মুহাম্মাদ (ﷺ)। তাঁরা বললেন, আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন করতে আসিনি। তিনি (ﷺ) বললেন, আমার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে সে লোকই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমিও তার প্রতি দয়া করেছি, সে হলো উসামাহ্ ইবনু যায়দ। তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন, তাঁর পরে কে? তিনি বললেন, অতঃপর 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব। অতঃপর 'আব্বাস (রাঃ) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার চাচাকে আপনি সকলের শেষে রাখলেন? তিনি (ﷺ) বললেন, 'আলী তো হিজরতে আপনার অগ্রগামী রয়েছে। (তিরমিযী)[১০১৮]

আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথাও উল্লেখ করলেন যে, "কোন ব্যক্তির চাচা হলো পিতার সমকক্ষ"। হাদীসটি যাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ) অর্থাৎ- আমরা আপনাকে আপনার স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আসিনি। আমরা এসেছি আপনার নিকটস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে।

উক্ত হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, প্রিয় হওয়াটা মর্যাদা সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ হওয়া বুঝায় না। কেননা 'আলী (রাঃ) সকলের ঐকমত্যে যায়দ (রাঃ) ও উসামাহ্ (রাঃ)-এর চেয়ে অনেক মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, «أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ» বাক্যটি "মুতলাক" (সাধরাণভাবে) বলা হয়েছে কিন্তু এখানে "মুকাইয়্যাদ" (নির্দিষ্ট করা) উদ্দেশ্য। আর সেটা হলো পুরুষদের মধ্য হতে কে অধিক প্রিয়।

(قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ) উক্ত বাক্যের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনে প্রতিধ্বনিত হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ "যখন তুমি বল যার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমি অনুগ্রহ করেছি।" (সূরাহ্ আল আহযা-ব ৩৩ : ৩৭)

আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য যায়দ ইবনু হারিসাহ্ (রাঃ) এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

যদিও আয়াতটি যায়দ (রাঃ)-এর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ কথা দূরে সরিয়ে দেয়া যায় না যে, উসামাহ্ (রাঃ) তার পিতার পর বা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।

হাদীসে উসামাহ্ (রাঃ)-এর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীসে প্রিয় হওয়া বিষয়টিকে আগে আনা হয়েছে শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেয়ে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৮৩১)

[১০১৮] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৮১৯, য'ঈফুল জামি' ১৬৮; কারণ 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ্ য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ১৮৪৪।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٧٨ -[٤٤] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِيْ وَمَعَهُ عَلِيٌّ فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ. وَقَالَ: بِأَبِيْ شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৭৮-[৪৪] 'উক্ববাহ্ ইবনুল হারিস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه (তাঁর খিলাফাতকালে) একদিন 'আস্‌রের সলাতের পর বের হয়ে হাঁটছিলেন, তাঁর সাথে 'আলী رضي الله عنه-ও ছিলেন। আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه দেখলেন, হাসান অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছেন, তখন তিনি তাঁকে তুলে স্বীয় কাঁধে নিয়ে বললেন, আমার পিতা কুরবান হোন, ইনি তো নাবী ﷺ-এর অবিকল সদৃশ, 'আলীর সাথে কোন সাদৃশ্য নেই, তখন 'আলী رضي الله عنه হাসছিলেন। (বুখারী)[১০১৯]

ব্যাখ্যা : অন্য বর্ণনায় আছে, এ হাদীসের রাবী 'উক্ববাহ্ ইবনুল হারিস رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর একবার 'আস্‌রের সলাতের পর আমি আবূ বাক্র رضي الله عنه-এর সাথে বের হলাম। আর 'আলী رضي الله عنه ও আবূ বাক্র رضي الله عنه-এর পাশে হাঁটছিলেন। সে সময় আবূ বাক্র رضي الله عنه হাসান رضي الله عنه-এর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে হাসান رضي الله عنه শিশুদের সাথে খেলছিল। আবূ বাক্র رضي الله عنه তাকে দেখে ঘাড়ে তুলে নিয়ে বললেন, হাসান তো নাবী ﷺ-এর সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। 'আলীর সাথে তো তার তেমন সাদৃশ্য নেই। এ কথা শুনে 'আলী رضي الله عنه হাসলেন।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, এ হাদীসের মাধ্যমে রাফিযীদের দাবীকে প্রত্যাখান করা হয়েছে। কারণ তারা এই দাবী করে থাকে যে, মুহাম্মাদ ﷺ 'আলীর সাথে একেবারে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। যেমন একটি কাক আরেকটি কাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ যখন জিবরীলকে ওয়াহী দিয়ে 'আলী رضي الله عنه-এর কাছে পাঠালেন তখন সে ভুল করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে চলে যায় বলে তারা বিশ্বাস করে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٧٩ -[٤٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجُعِلَ فِيْ طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِيْ حُسْنِهِ شَيْئًا قَالَ أَنَسٌ: فَقُلْتُ: وَاللّٰهِ إِنَّهُ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِقَضِيبٍ فِيْ أَنْفِهِ وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هٰذَا حُسْنًا. فَقُلْتُ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[১০১৯] সহীহ : বুখারী ৩৫৪২, মুসনাদে আহমাদ ১৫০০৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ৬৫১৪।

Scanned by CamScanner

৬১৭৯-[৪৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হুসায়ন رضي الله عنه-এর পবিত্র শির (কূফার আমীর) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ-এর কাছে আনা হলো এবং তা একটি বড় চিলমচিতে রাখা হলো, তখন (হতভাগা) ইবনু যিয়াদ তাঁর মুখের মধ্যে (কাঠি দ্বারা) খোঁটা দিতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে অসন্তুষ্টজনক মন্তব্য করল। আনাস رضي الله عنه বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! হুসায়ন-এর আকৃতি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তখন তাঁর চুল ও দাড়ির মধ্যে 'ওয়াসিমাহ্' ঘাসের খিযাব লাগানো ছিল। (বুখারী)[১০২০]

আর তিরমিযী বর্ণনাতে আছে, আনাস رضي الله عنه বলেন, আমি ইবনু যিয়াদ-এ কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হুসায়ন رضي الله عنه-এর পবিত্র শির আনা হলো, তখন ইবনু যিয়াদ হাতের কাঠি দিয়ে তার নাকের মধ্যে আঘাত করতে করতে তিরস্কারের সুরে বলল, এত সুন্দর চেহারা আমি কক্ষনো দেখিনি। (আনাস رضي الله عنه বলেন,) তখন আমি তার কথার আপত্তি জানিয়ে বললাম, সাবধান! হুসায়ন رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। [আর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ-এর কাছে হুসায়ন رضي الله عنه-এর মাথা নিয়ে আসা হলো। মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ উল্লেখ করেছেন যে, সে ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্ কর্তৃক কুফার আমীর নিযুক্ত থাকাকালীন সময়ে হুসায়ন رضي الله عنه-কে হত্যা করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল। ৬২ হিজরীতে মুখতার ইবনু আবূ 'উবায়দ-এর শাসনকালে ইব্রাহীম ইবনু মালিক ইবনু আশতার আন্ নাখ'ঈ-এর হাতে মুস্লের ভূমিতে নিহত হয়।

বায্যার-এর বর্ণনায় আছে, আনাস رضي الله عنه তাকে বললেন, হুসায়ন-এর মাথার যে অংশে তুমি তোমার লাঠি রেখেছ সেই অংশ থেকে আল্লাহর রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ঘ্রাণ নিয়েছেন। তা আমি দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সে তার লাঠি সরিয়ে ফেলল, ফাতহুল বারীতেও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, আনাস رضي الله عنه তাকে বললেন, তুমি তোমার লাঠি উঠাও। কারণ তুমি হুসায়ন رضي الله عنه-এর যে স্থানে তোমার লাঠি রেখেছ সেই স্থানে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ রাখতে দেখেছি।

বায্যার-এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, আনাস رضي الله عنه তাকে বললেন, তুমি হুসায়ন رضي الله عنه-এর যে স্থানে তোমার লাঠি রেখেছ সেই স্থান রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি চুম্বন দিতে দেখেছি। তারপর সে তার লাঠি সরিয়ে নিলো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হা. ৩৭৪৮, ১১০ পৃ.)

٦١٨٠ -[٤٦] وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ رَأَيْتُ حُلُمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ. قَالَ: «وَمَا هُوَ؟» قَالَتْ: إِنَّهُ شَدِيدٌ قَالَ: «وَمَا هُوَ؟» قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِيْ حِجْرِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتِ خَيْرًا تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ غُلَامًا يَكُونُ فِيْ حِجْرِكِ». فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ فَكَانَ فِيْ حِجْرِيْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَدَخَلْتُ يَوْمًا عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِيْ حِجْرِهٖ ثُمَّ كَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَهْرِيقَانِ الدُّمُوعَ

[১০২০] সহীহ : বুখারী ৩৭৪৮, মুসনাদে আহমাদ ১৩৭৭৪।

Scanned by CamScanner

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَالَكَ؟ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هٰذَا فَقُلْتُ: هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهٖ حَمْرَاءَ".

৬১৮০-[৪৬] উম্মুল ফায্‌ল বিনতু আল হারিস রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত। একদিন তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আজ রাত্রে আমি মন্দ একটি স্বপ্ন দেখেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, সে স্বপ্নটা কি? উম্মুল ফায্‌ল রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, তা অতি ভয়ানক। তিনি (ﷺ) আবার বললেন, আরে বল না, সে স্বপ্নটা কি? তখন উম্মুল ফায্‌ল (ﷺ) রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, আমি দেখেছি, আপনার দেহ হতে যেন এক টুকরা মাংস কর্তন করা হয়েছে এবং তা আমার কোলে রাখা হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি খুব উত্তম ও চমৎকার স্বপ্ন দেখেছ। *ইন্‌শা-আল্ল-হ* কন্যা ফাত্বিমাহ্ একটি ছেলে সন্তান প্রসব করবে, যা তোমার কোলেই রাখা হবে। অতএব কিছু দিন পর ফাত্বিমার গর্ভে হুসায়ন জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাঁকে আমার কোলেই রাখা হলো, যেমনটি রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন।

(উম্মুল ফায্‌ল রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন,) এরপর একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং বাচ্চাটিকে (শিশু হুসায়নকে) তাঁর কোলে রাখলাম। অতঃপর আমি (অন্যমনস্কে) আরেক দিকে দেখছিলাম। সহসা এদিকে ফিরে তাকাতেই দেখলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। উম্মুল ফায্‌ল রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, তখন আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর নাবী! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক আপনার কি হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন, এইমাত্র জিবরীল আলায়হিস সালাম এসে আমাকে বলে গেলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মাতেরা আমার এ পুত্রটিকে হত্যা করবে। নাবী ﷺ বলেন, আমি বিস্ময় প্রকাশে জিবরীল-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার এ পুত্রটিকে কি তারা হত্যা করবে? জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, হ্যাঁ এবং ঐ স্থানের লাল মাটি এনেও আমাকে দেখিয়েছেন, যেখানে তাঁকে হত্যা করা হবে।[১০২১]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের সমর্থনে 'যাখায়ির' গ্রন্থে সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছে প্রবেশ করে দেখলাম যে, তিনি কাঁদছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি স্বপ্নে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথায় ও দাড়িতে মাটি দেখেছি। তারপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কি হয়েছে? তখন তিনি বললেন, এখনই আমি হুসায়ন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিহত হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٨١ -[٤٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ذَاتَ يَوْمٍ بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ بِيَدِهٖ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا هٰذَا؟ قَالَ: «هٰذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهٖ وَلَمْ أَزَلْ مُنْذُ الْيَوْمَ» فَأُحْصِي ذٰلِكَ الْوَقْتَ فَأُجِدُ قُتِلَ ذٰلِكَ الْوَقْتِ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ» وَأَحْمَدُ الْأَخِيرَ

৬১৮১-[৪৭] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘুমন্ত লোক যেভাবে কিছু দেখে, সেভাবে আমি নাবী ﷺ-কে দ্বিপ্রহরে স্বপ্নে দেখলাম। তখন তিনি (ﷺ) ছিলেন এলোমেলো ও চেহারায় ধূলি মাখা অবস্থায় তাঁর হাতের মাঝে রক্তে পরিপূর্ণ একটি শিশি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা

[১০২১] হাসান : বায়হাক্বী ৬/৪৬৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮২১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৮১৮।

Scanned by CamScanner

আপনার প্রতি কুরবান হোন। এটা কি? তিনি বললেন, এটা হুসায়ন এবং তার সাথিদের রক্ত, যা আমি আজকের দিন অত্র শিশিতে উঠিয়ে রাখছি। ইবনু 'আব্বাস বলেন, স্বপ্নের সে সময়টি আমি স্মরণে রাখি। পরে দেখতে পেলাম, হুসায়ন ঠিক সে সময়েই নিহত হয়েছেন। (উপরিউক্ত হাদীস দু'টি বায়হাক্বী'র দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ গ্রন্থে ও আহমাদ শেষের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)[১০২২]

ব্যাখ্যা : ইমাম আহমাদ এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুমাল্লাহ) এ বিষয়ে 'আলী থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো 'আলী বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করে দেখলাম যে, তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর নাবী! কেউ কি আপনাকে রাগান্বিত করেছে? কি হলো যে, আপনার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার আর আমার মাঝে কথাবার্তা হওয়ার একটু আগেই জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে জানিয়ে গেলেন যে, ফুরাত নদীর তীরে হুসায়ন-কে হত্যা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী-কে বললেন, তুমি কি তার মাটির ঘ্রাণ নিতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাঁর হাত প্রসারিত করে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আমাকে দিলেন। তখন আমিও আমার চোখ সামলাতে পারলাম না। আমার চোখ দিয়েও অশ্রু বেয়ে পড়ল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তিরমিযী হা. ৩৭৮৯)

٦١٨٢ - [٤٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهٖ فَأَحِبُّونِيْ لِحُبِّ اللهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِّيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৮২-[৪৮] ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো। কেননা তিনি তোমাদের প্রতি খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে দয়া করে থাকেন। আর আমার আহলে বায়তকে ভালোবাস আমার ভালোবাসায়। (তিরমিযী)[১০২৩]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে তোমরা তোমাদেরকে তাঁর নি'আমাতের মাধ্যমে রিযক্ব দান করেন। এখানে নি'আমাত বলতে সর্বপ্রকার নি'আমাতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সকল প্রকার নি'আমাত আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেন, ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ﴾ "তোমাদের প্রতি সর্বপ্রকার নি'আমাত আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।" (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৫৩)

উল্লেখিত হাদীসে আল্লাহকে এভাবে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে, তাঁর কারণ হলো আল্লাহ সত্তাগতভাবেই ভালোবাসার পাত্র। সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর যে অনুগ্রহ ও ভালোবাসা রয়েছে সেজন্যই তিনি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। তাদেরকে তিনি নি'আমাত দান করুন বা না করুন। যেহেতু তারপরেও তিনি অবিরত নি'আমাত দান করছেন। অতএব এই নি'আমাত দান করার জন্য হলেও তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস।

হাদীসের পরের অংশ বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভালোবাসার জন্যই তোমরা আমাকে ভালোবাসো। এর কারণ হলো যেহেতু তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো আর আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন। অতএব আল্লাহর ভালোবাসার দাবিই হলো যে, তোমরা আমাকে ভালোবাসবে। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা নিজে

[১০২২] **সানাদ সহীহ :** মুসনাদে আহমাদ ২৫৫৩, বায়হাক্বী ৬/৪৭১, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৭১০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৬৬৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২০১।

[১০২৩] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৭৮৯, য'ঈফাহ্ ৬৬৪৩ নং হাদীসের আলোচনা, দ্র. তাখরীজু ফিক্বহিস্ সীরাহ্ ২৩ পৃষ্ঠাতে পাওয়া যায়নি। য'ঈফুল জামি' ১৭৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৫১৬।

Scanned by CamScanner

বলেন, ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾ "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৩১)

হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, তোমরা আহলে বায়তকে ভালোবাসো। (যেহেতু আমি আহলে বায়তকে ভালোবাসি।) তাই আহলে বায়তের প্রতি আমার ভালোবাসার দাবি হলো যে, তোমরাও আহলে বায়তকে ভালোবাসবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٨٣ -[٤٩] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ اٰخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ مِثْلَ أَهْلِ بَيْتِيْ فِيكُمْ مِثْلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬১৮৩-[৪৯] আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি কা'বাহ্ ঘরের দরজা ধরে বললেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! আমার আহলে বায়ত হলো তোমাদের জন্য নূহ আলায়হিস সালাম-এর নৌকার মতো। যে তাতে আরোহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে তা হতে পশ্চাতে থাকবে, সে ধ্বংস হবে। (আহমাদ)[১০২৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসে (وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ) অর্থাৎ তিনি কা'বাহ্ ঘরের দরজা ধরে বললেন। এ অংশটি যুক্ত করা হয়েছে হাদীসের বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী করার জন্য। আর আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কাজটি করেছেন যেন মানুষেরা তার কথায় গুরুত্ব দেয় এবং তা মনে প্রাণে গ্রহণ করে।

(مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে আর যে তা থেকে পিছনে থেকে যাবে সেই ধ্বংস হবে।

এ কথার মাধ্যমে উপমা দিয়ে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে এবং তাদের অনুসরণ করবে সেই দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যে তা করবে না সেই দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হবে।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এক বর্ণনায় আবূ যার বলেন, যে আমাকে চিনার সে তো চিনেছে আর যে না চেনার সে চিনে রাখুক যে, আমি আবূ যার। আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা শুনে রাখ নিশ্চয়, তোমাদের মাঝে আমার পরিবারের উদাহরণ হলো নূহ আলায়হিস সালাম-এর কিশতির ন্যায়। এখানেও আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এ কথার মাধ্যমে হাদীসের সত্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তাগিদ করেছেন।

দুনিয়ার কুফরী ভ্রষ্টতা বিদ্'আত মূর্খতা এবং বক্র প্রবৃত্তির অনুসরণের দৃষ্টান্ত হলো এমন উত্তাল সাগরের ন্যায় যার মাঝে বিশাল বিশাল ঢেউ একটি আরেকটির উপর আছড়ে পরছে। তার উপরে রয়েছে, বিশাল কালো অন্ধকার মেঘমালা তা যেন একেবারে পুরা পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছে। সেই উত্তাল সাগরের মাঝ থেকে বাঁচার কোন পথ নেই, শুধুমাত্র একটি কিশতি ছাড়া আর নেই কীশতিটিই হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার তথা আহলে বায়তের ভালোবাসা।

ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীরের মধ্যে কতই না উত্তম কথা বলেছেন যে, আমরা আল্লাহর রহমাতে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী। আমরা আহলে বায়তদের ভালোবাসার

[১০২৪] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে নেই, আছে ফাযায়িলুস্ সহাবাহ্ ১৪০২, তবে তার সানাদ শক্তিশালী নয়; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৬৪।

Scanned by CamScanner

কিশতিতে আরোহণ করেছি এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের নির্দেশিত পথে চলছি। তাই আমরা ক্বিয়ামাতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে এবং জাহান্নামের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির আশা করছি। সাথে সাথে আমরা এমন সঠিক পথের কামনা করছি যে, পথে চললে জান্নাতের স্থায়ী নি'আমাত অবধারিত।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা কিশতির ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরো বলেন, সেই কিশতিতে যে সকল দল আরোহণ করেনি তাদের মধ্যে অন্যতম হলো খাওয়ারিজ এবং রাফিযীগণ। তারা প্রথমবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে যে, সেখান থেকে আর বের হয়ে আসতে পারছে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١١) بَابُ مَنَاقِبِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

অধ্যায়-১১ : নাবী ﷺ-এর পবিত্রা স্ত্রীগণের মর্যাদা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦١٨٤ -[١] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

৬১৮৪-[১] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মারইয়াম বিনতু 'ইমরান ছিলেন সকল নারীর মাঝে শ্রেষ্ঠ। আর খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়াইলিদ رضي الله عنها হলেন (বর্তমান উম্মাতের) সমগ্র নারী সমাজের মধ্যে শ্রেয়। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২৫]

অপর এক বর্ণনাতে আছে- আবূ কুরায়ব رحمه الله বলেন, বর্ণনাকারী ওয়াকী' আকাশ ও জমিনের দিকে ইঙ্গিত করেন।

ব্যাখ্যা : উক্ত বিষয়ে হারিস 'উরওয়াহ্ থেকে মুরসাল সূত্রে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো যে, খাদীজাহ্ رضي الله عنها তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা। মারইয়াম তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা। ফাত্বিমাহ্ তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা।

ওয়াকী' এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা আসমান জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অনেক ব্যাখ্যাকারী তার এই বক্তব্য সমর্থন করেননি। কারণ হলো যে, তারা জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কিন্তু আসমানে কিভাবে শ্রেষ্ঠ হয়?

[১০২৫] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৩২, মুসলিম ৬৯-(২৪৩০), মুসনাদে আহমাদ ৬৪০, সহীহুল জামি' ৩৩৩১, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৪০০৩, মুসনাদে বায্যার ৪৬৮, আবূ ইয়া'লা ৫২২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৫৩৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৮৩৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৪৬৩।

Scanned by CamScanner

অন্যদিকে ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) তার এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে বলেন, হ্যাঁ, এটিও হতে পারে। কারণ 'আরবীতে এরূপ ব্যবহার আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ "নিশ্চয় ভূমণ্ডলের ও নভোমণ্ডলের কোন জিনিসই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৫)। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে বিশ্বের কোন কিছুই গোপন থাকে না। এখানে আল্লাহর কাছে বিশ্বের কোন কিছুই গোপন থাকে না, অর্থাৎ- আল্লাহ জমিনের সাথে আসমান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা প্রত্যেকেই তাঁদের সময়ের শ্রেষ্ঠ মহিলা ছিলেন। তবে তাদের মাঝে কার তুলনায় কার মর্যাদা বেশি তা জানা যায়নি। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে সহীহ সানাদে নাসায়ীর বরাতে এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি হলো জান্নাতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মহিলা হলো খাদীজাহ্, ফাত্বিমাহ্, মারইয়াম ও 'আসিয়াহ্। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৩০ পৃ., হা. ৩৪৩২)

শারহুন্ নাবাবীতেও বলা হয়ে। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন তাদের যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা। তাতে এই প্রসঙ্গে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে শুধু মারইয়াম বিনতু 'ইমরান এবং ফির্'আওনের স্ত্রীই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

এ হাদীসটিকে কেন্দ্র করে কিছু লোক বলে যে, মারইয়াম এবং 'আসিয়াহ্ নাবী ছিলেন। কিন্তু না তারা কোন নাবী ছিলেন না। এটি জামহূর 'উলামার মত। (শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, ১৭৮ পৃ., হা. ২৪৩০)

٦١٨٥ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتٰى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذِهٖ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَام وَطَعَام فَإِذَا أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৮৫-[২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরীল আলায়হিস সালাম নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই যে খাদীজাহ্ একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। তাতে তরকারি এবং খাওয়ার সামগ্রী রয়েছে। তিনি (ﷺ) যখন আপনার কাছে আসবেন, তখন আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ হতে সালাম বলবেন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মুক্তাখচিত এমন একটি ভবনের সুসংবাদ প্রদান করবেন, যেখানে না কোন হৈ-হুল্লোড় আছে আর না কোন দুঃখ রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, যখন খাদীজাহ্ رضي الله عنها আপনার কাছে আসবে তখন তার প্রভুর পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে আপনি তার কাছে সালাম পৌছে দিবেন। শার্‌হে মুসলিম গ্রন্থকার বলেন, এ কথার মাধ্যমে খাদীজাহ্ رضي الله عنها-এর বাহ্যিক মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে।

(শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, ১৭৯ পৃ., হা. ২৪৩১)

[১০২৬] **সহীহ :** বুখারী ৩৮২০, মুসলিম ৭১-(২৪৩২), সহীহুল জামি' ৬৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৫৪, মুসনাদে আহমাদ ৭১৫৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২২৮৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৫৪৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৮৫১।

Scanned by CamScanner

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন হেরা গুহায় ছিলেন তখন খাদীজাহ্ رضي الله عنها তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন। তারই ধারাবাহিকতায় একদিন খাবার নিয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে জিবরীল আলায়হিস সালাম এসে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে খাদীজাহ্ رضي الله عنها খাবার ও তরকারির পাত্র নিয়ে আসছেন। অতএব যখন সে আপনার কাছে এসে যাবে তখন আপনি তার প্রতিপালক ও আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন।

তারপর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজাহ্ رضي الله عنها আল্লাহ ও জিবরীল আলায়হিস সালাম-এর পক্ষ থেকে সালাম জানালেন তখন উত্তরে খাদীজাহ্ رضي الله عنها বললেন, «إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَعَلٰى جِبْرِيلَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ»। নাসায়ীতে আরো অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে, «وَعَلٰى مَنْ سَمِعَ السَّلَامَ إِلَّا الشَّيْطَانَ»। 'আলিমগণ বলেন, খাদীজাহ্ رضي الله عنها-এর সালামের উত্তরের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তার তাৎক্ষণিক বুঝ ছিল অনেক বেশি। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ হলেন নিজেই السَّلَامُ তথা শান্তিদাতা। তাহলে তার ওপর কিভাবে শান্তি বর্ষিত হবে। তাই তিনি বলেছেন,«إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ» তথা নিশ্চয় আল্লাহই শান্তিদাতা।

কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক সহাবীই এ বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তাই তারা সলাতে তাশাহ্হুদের সময় বলতেন, السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ তথা আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। নাবী ﷺ যখন বিষয়টি শুনলেন তখন বললেন, তোমরা السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ বলো না। কেননা السَّلَامُ হলো আল্লাহরই একটি নাম। অতএব তোমরা আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রশংসা জ্ঞাপন করো এবং তার জন্য অভিবাধন বর্ণনা করো। অতএব বলো, التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ।

আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে খাদীজাহ্ رضي الله عنها-এর মর্যাদা সম্পর্কে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন। জান্নাতী নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী হলেন খাদীজাহ্ বিনতু খুয়াইলিদ এবং ফাত্বিমাহ্ বিনতু মুহাম্মাদ। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ১৫৯ পৃ., হা. ৩৮২০)

মিরক্বাতে খাদীজাহ্ رضي الله عنها-এর বাড়ির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তা হবে এমন বাড়ি যেখানে কোন শোরগোল চিল্লাচিল্লি ও কষ্ট-ক্লান্তি থাকবে না। আর তাতে এমন কোন কিছু থাকবে না যা জান্নাতের সুখময় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করতে পারে।

ক্বাযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জান্নাতের বাড়িকে শোরগোল এবং কষ্ট ক্লেশ থেকে মুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। কারণ দুনিয়াতে এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে মানুষ বসবাস করে আর তাতে শোরগোল হয় না এবং কোন কষ্ট-ক্লেশ থাকে না। তা ছাড়াও দুনিয়ার বাড়ি তৈরি করতেও রয়েছে অনেক কষ্ট-ক্লান্তি। কিন্তু জান্নাতের বাড়ি এসব কিছু থেকেই মুক্ত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জান্নাতের বাড়ি তৈরি হয়েছে আল্লাহর كُنْ (হয়ে যাও) বলার মাধ্যমে। তাই তাতে কোন কষ্ট-ক্লান্তির বিষয় নেই। পক্ষান্তরে দুনিয়ার বাড়ি তৈরি করতে অনেক কষ্ট করতে হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٨٦ - [٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِىْ صَدَائِقِ خَدِيجَةَ فَيَقُولُ: «إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِىْ مِنْهَا وَلَدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Scanned by CamScanner

৬১৮৬-[৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজাহ্ (রাঃ)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত, ততটা ঈর্ষা নাবী (সাঃ)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। অথচ তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু নাবী (সাঃ) অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন। সচরাচর ছাগল যাবাহ করে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তা খাদীজাহ্ (রাঃ)-এর বান্ধবীদের কাছে (হাদিয়্যাহ্স্বরূপ) পাঠাতেন। আমি কখনো কখনো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতাম, 'মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজাহ্ ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই।' তখন তিনি উত্তরে বলতেন, 'নিশ্চয় সে এরূপই ছিল, এরূপই ছিল। আর তাঁর তরফ হতেই আমার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২৭]

ব্যাখ্যা : 'আয়িশাহ্ (রাঃ) যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন, খাদীজাহ্ ছাড়া কি দুনিয়াতে আর কোন নারী নেই। তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাকে বললেন, (إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ) অর্থাৎ তিনি এমন এমন ছিলেন। এর ব্যাখ্যায় মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, খাদীজাহ্ (রাঃ) ছিলেন দিনে সিয়াম পালনকারী এবং রাতের 'ইবাদাতকারী, তিনি সুন্দরী, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী স্নেহশীল, অন্যের প্রতি দয়াবান। এছাড়াও আরো অনেক গুণে গুণান্বিত।

খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়াইলিদ ইবনু আসাদ আল কুরাইশিয়াহ্ ছিলেন আবূ হালাহ ইবনু বারারাহ্-এর প্রথম স্ত্রী। তারপর তাকে বিবাহ করে 'আতীক ইবনু আবিদ। সর্বশেষে তার তৃতীয় বিবাহ হয় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে। যখন খাদীজাহ্ (রাঃ)-এর বয়স ছিল ৪০ আর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স ২৫ বছর। তার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আর কোন বিবাহ করেননি এবং তার বর্তমানেও অন্য কোন নারীকে বিবাহ করেননি। তিনি (সাঃ) নারী পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। ইব্রাহীম ব্যতীত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল সন্তান তার গর্ভে জন্ম লাভ করেছে। হিজরতের দশ বছর পূর্বে তিনি মাক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তাকে হাজুন নামক স্থানে দাফন করা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٨٧ -[٤] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ». قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَتْ: وَهُوَ يَرٰى مَا لَا أَرٰى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৮৭-[৪] আবূ সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন, হে 'আয়িশাহ্! এই যে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) তোমাকে সালাম বলেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) (জবাবে) বললেন, তাঁর ওপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, যা আমি দেখতে পাই না, তিনি (অর্থাৎ আল্লাহর রসূল (সাঃ)) তা দেখতে পান। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর চেয়ে খাদীজাহ্ (রাঃ)-এর মর্যাদা বেশি। কেননা খাদীজাহ্ (রাঃ)-কে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) সালাম জানিয়েছেন তার রবের পক্ষ থেকে। আর 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে সালাম জানিয়েছেন জিবরীল (আলায়হিস সালাম) নিজের পক্ষ থেকে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ১২৩ পৃ., হা. ৩৭৬৮)

[১০২৭] সহীহ : বুখারী ৩৮১৮, মুসলিম ৭৪-(২৪৩৫), তিরমিযী ২০১৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৫৫১।

[১০২৮] সহীহ : বুখারী ৩৭৬৮, মুসলিম ৯১-(২৪৪৭), মুসনাদে আহমাদ ২৪৬১৮, সহীহুল জামি' ৭৯১৫, দারিমী ২৬৩৮, আল আদাবুল মুফরাদ ৮২৭।

Scanned by CamScanner

٦١٨٨ -[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي: هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ. فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৮৮-[৫] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমাকে তিন রজনীতে স্বপ্নযোগে আমাকে দেখানো হয়েছে। একজন মালাক (ফেরেশতা) তোমাকে রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসে আমাকে বলেন, ইনি আপনার স্ত্রী। তখন আমি তোমার চেহারার কাপড় খুললাম। তখন দেখতে পেলাম, তুমিই। অতঃপর আমি (মনে মনে) বললাম, এটা যদি আল্লাহর তরফ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই পূর্ণ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২৯]

ব্যাখ্যা : শারহুন্ নাবাবীর গ্রন্থে ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ স্বপ্নটি যদি তাঁর নুবুওয়্যাতের পূর্বে হয়ে থাকে এবং অনর্থক স্বপ্ন থেকে মুক্ত হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ হলো এটি একটি সত্য স্বপ্ন। আর যদি নুবুওয়্যাতের পরে হয় তাহলে তার তিনটি অর্থ হতে পারে।

১) স্বপ্নটা যদি প্রত্যক্ষ হয় তাহলে তার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি পরোক্ষ হয় তাহলে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এখন সন্দেহ হলো যে, এই স্বপ্নটি কি প্রত্যক্ষ ছিল নাকি পরোক্ষ?

২) 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহ দ্বারা কি দুনিয়ার বিবাহ উদ্দেশ্য নাকি জান্নাতের বিবাহ? যদি দুনিয়ার বিবাহ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তো আল্লাহ তা বাস্তবায়ন করেছেন। এখন সন্দেহ হলো যে, এই স্বপ্নের মাধ্যমে কি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আয়িশার সাথে দুনিয়ার বিবাহ উদ্দেশ্য নাকি জান্নাতের বিবাহ?

৩) কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যক্ষভাবেই এই সংবাদ দেয়া হয়েছে যা বাস্তবায়িত হয়েছে।
(শারহুন্ নাবাবী ১৫শ খণ্ড, ১৮২ পৃ., হা. ২৪৩৮)

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহের ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছেন এবং নুবুওয়্যাতের দশম বছরে শাওওয়াল মাসে মাক্কায় তাকে বিবাহ করেছেন। দ্বিতীয় হিজরীতে শাওওয়াল মাসে মাদীনায় তার সাথে বাসর করেন। তখন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বয়স ছিল ৮ বছর ১০ মাস। আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরতের ৭ মাস পরেই রসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে বাসর করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে ৯ বছর জীবনযাপন করেন। তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বয়স ছিল ১৮ বছর। রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ ছাড়া আর কোন কুমারী নারীকে বিবাহ করেননি।

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন ফাক্বীহ জ্ঞানী বিশুদ্ধভাষিণী এবং অনেক মর্যাদার অধিকারিণী। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকেও অনেক সহাবী ও তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ১৭ই রমাযানে মঙ্গলবার রাতে ৫৭/৫৮ বছর বয়সে মাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। রাতেই তাকে দাফন করার আদেশ করা হয়। অতঃপর তাকে বাক্বী' ক্ববরস্থানে দাফন করা হয়। আর জানাযার সলাত আদায় করিয়ে ছিলেন আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০২৯] **সহীহ :** বুখারী ৩৮৯৫, মুসলিম ৭৯-(২৪৩৮), মুসনাদে আহমাদ ২৪১৮৮, সহীহুল জামি' ৯১৫, আবূ ইয়া'লা ৪৪৯৮।

Scanned by CamScanner

٦١٨٩ -[٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ. فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا: «لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ». قَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ فَأَرْسَلْنَ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟» قَالَتْ: بَلٰى. قَالَ: «فَأَحِبِّي هٰذِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذَكَرَ حَدِيثُ أَنَسٍ «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ» فِي بَابِ «بَدْءِ الْخَلْقِ» بِرِوَايَةِ أَبِي مُوسٰى

৬১৮৯-[৬] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লোকেরা তাদের হাদিয়্যাহ্ বা উপহার পাঠাবার জন্য আমি ‘আয়িশার দিনের (পালার) প্রতি খেয়াল রাখত। ‘আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দলে ছিলেন ‘আয়িশাহ্, হাফসাহ্, সফিয়্যাহ্ ও সাওদাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুন্না। আর অন্য দলে ছিলেন উম্মু সালামাহ্ ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ। উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা-এর দলের স্ত্রীগণ উম্মু সালামাহ্-কে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আলাপ করুন, তাঁকে বলুন, তিনি যেন সকল মানুষকে বলে দেন যে, কেউ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়্যাহ্ দিতে চাইলে তিনি তাঁর যেই স্ত্রীর কাছেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই যেন পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হে উম্মু সালামাহ্! ‘আয়িশাহ্’র সম্পর্কে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ো না। কেননা একমাত্র ‘আয়িশাহ্ ছাড়া আর কোন স্ত্রীর সাথে এক কাপড়ে থাকাকালে আমার কাছে ওয়াহী আসেনি। উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া হতে আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাওবাহ্ করছি। অতঃপর স্ত্রীগণ ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। অতএব ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে স্নেহময়ী! যা আমি পছন্দ করি, তুমি কি তা পছন্দ কর না? ফাত্বিমাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি তাহলে ‘আয়িশাহ্-কে ভালোবাস। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৩০]

বাদী‘উল খাল্‌ক্ব “সৃষ্টির সূচনা” অধ্যায়ে সকল নারীদের উপর ‘আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু সূত্রে বর্ণিত আনাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মাঝে দু’টি দল ছিল। একদলে ছিল ‘আয়িশাহ্, হাফসাহ্, সফিয়্যাহ্ এবং সাওদাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুন্না। অন্য আরেকদলে ছিল উম্মু সালামাহ্, যায়নাব, উম্মু হাবীবাহ্, জুওয়াইরিয়াহ্ এবং মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুন্না।

[১০৩০] সহীহ : বুখারী ২৫৮১, মুসলিম ৮২-(২৪৪১), নাসায়ী ৩৯৫০।

Scanned by CamScanner

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্য হতে খাদীজাহ্ ও 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন বাকী স্ত্রীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বলা হবে।

হাফসাহ্ رضي الله عنها তিনি হলেন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه-এর কন্যা। তার মা হলেন যায়নাব বিনতু মায্'উন। প্রথমে তার খুনায়স আস্ সাহমী رضي الله عنه-এর সাথে বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু তিনি বদ্‌র যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যান। তারপর তৃতীয় হিজরীতে রসূল ﷺ-এর সাথে তার বিবাহ হয়। হাফসাহ্ رضي الله عنها ৪৫ হিজরীতে ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে অনেক সহাবী এবং তাবি'ঈ হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

সফিয়্যাহ্ رضي الله عنها তিনি হলেন, বানী ইসরাঈলের হুয়াই ইবনু আখতাব-এর কন্যা। প্রথমে তার বিবাহ হয়েছিল বনী ইসরাঈলের আরেক অন্যতম সর্দার কিনানাহ্ ইবনু আবুল হুকায়ক-এর সাথে। তার পিতা ও স্বামী উভয়ে খায়বার যুদ্ধে নিহত হয়। তখন সে বন্দি অবস্থায় মুসলিমদের কাছে আসে। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সহাবীদের প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আযাদ করে বিবাহ করেন। তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর। তিনি ৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬০ বছর। তাঁর থেকে আনাস ও ইবনু 'উমার رضي الله عنه ছাড়াও আরো অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সাওদাহ্ رضي الله عنها তিনি হলেন যম্'আহ্-এর কন্যা। প্রথমে তার বিবাহ হয়েছিল সফওয়ান ইবনু 'আম্র-এর সাথে। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তার স্বামী সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। পরে মাক্কায় ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন। সে সময় তার বয়স ছিল ৫০ বছর এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়সও ছিল ৫০ বছর। রসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে ১৪ বছর জীবনযাপন করেন। তিনি ১৯ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে ৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها তিনি হলেন আবূ উমাইয়্যাহ্-এর কন্যা। তার আসল নাম হলো হিন্দ। প্রথমে তার বিবাহ হয়েছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আপন ফুফাতো ভাই আবূ সালামাহ্-এর সাথে। তিনি উহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর ৪র্থ হিজরীতে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন। তখন তার বয়স ছিল ২৬ বছর। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার দাম্পত্যকাল ছিল ৭ বছর। তিনি ৮৪ বছর বয়সে ৫৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে অনেক সহাবী এবং তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যায়নাব رضي الله عنها তিনি হলেন জাহ্‌শ-এর কন্যা তার মা হলেন উমাইয়্যাহ্ বিনতু 'আবদুল মুত্ত্বালিব। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফাতো বোন। প্রথমে তার বিবাহ হয়েছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পোষ্যপুত্র যায়দ ইবনু হারিস-এর সাথে। উভয়ের মাঝে ভালো সম্পর্ক না হওয়ার কারণে তার স্বামী তাকে ত্বলাক্ব দেন। তারপর ৫ম হিজরীতে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। তিনি ২০ হিজরীতে ৫১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে 'আয়িশাহ্, উম্মু হাবীবাহ্ আরো অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উম্মু হাবীবাহ্ رضي الله عنها তার নাম হলো রমলাহ্। তার পিতা হলেন আবূ সুফ্‌ইয়ান ইবনু সখর। তার মা হলেন সফিয়্যাহ্ বিনতু আবুল 'আস। প্রথমে তার বিবাহ হয়েছিল 'উবায়দুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ-এর সাথে। স্বামী স্ত্রী উভয়ে ইসলামহ গ্রহণ করে হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু তার স্বামী হাবশায় গিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং সেখানেই মারা যায়। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার দাম্পত্যকাল ছিল ৬ বছর। তিনি ৭২ বছর বয়সে ৪৪ হিজরীতে মাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

জুওয়াইরিয়াহ্ رضي الله عنها তার পিতা হলেন বানূ মুস্তালিক গোত্রের সর্দার হারিস ইবনু যিরার। প্রথমে তার বিবাহ হয়েছিল মুসাফিহ ইবনু সুফ্‌ইয়ান মুস্তালিকীর সাথে। সে যুদ্ধে বন্দি হয়েছিল এবং দাসী হিসেবে সাবিত

Scanned by CamScanner

ইবনু ক্বায়স-এর ভাগে এসেছিল। সে তার মুনীবের সাথে মুকাতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ তার চুক্তির মূল্য পরিশোধ করেন এবং তাকে আযাদ করেন। অতঃপর তাকে বিবাহ করেন। তখন তার বয়স ছিল ২০ বছর। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার দাম্পত্যকাল ছিল ৬ বছর। তিনি ৬৫ বছর বয়সে ৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে ৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মায়মূনাহ্ رضي الله عنها তার পিতা হলেন হারিস আল হিলালিয়্যাহ্ আল আমিরিয়াহ্। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহ হওয়ার পূর্বে তার আরো দু'জনের সাথে বিবাহ হয়েছিল সর্বশেষে তার বিবাহের জন্য 'আব্বাস رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রস্তাব করলেন। অতঃপর তিনি তাকে বিবাহ করলেন। তখন তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার দাম্পত্যকাল ছিল সোয়া তিন বছর। তিনি ৫১/৬১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে অনেক সহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বিশেষভাবে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর অনেক মর্যাদা ও গুণাবলির কথা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি বিষয় হলো যে, 'আয়িশাহ্-এর সাথে শয়নকালে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন কিতাবুল খামিসে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে লেপের নিচে ছিলাম তখন এই আয়াত নাযিল হয়। ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ "নিশ্চয় আপনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করতে পারেন না"– (সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৫৬)। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٩٠ -[٧] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৯০-[৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্য হতে এই চারজন মহিলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। তাঁরা হলেন মারইয়াম বিনতু 'ইমরান, খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাত্বিমাহ্ বিনতু মুহাম্মাদ এবং ফির্'আওনের পত্নী আসিয়াহ্। (তিরমিযী)[১০৩১]

ব্যাখ্যা : মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, এ হাদীস হয়তো 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها পরিপূর্ণতা অর্জন করা ও বর্তমান অবস্থায় পৌছার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য সবাইকে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) নিক্বায়াহ গ্রন্থে বলেন, আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, নারীদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন মারইয়াম এবং ফাত্বিমাহ্ আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন খাদীজাহ্ এবং 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها। তাদের মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি মত হলো তাদের কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য না দিয়ে নিরবতা অবলম্বন করা। কেননা এই অকাট্য কোন দলীল পাওয়া যায় না। হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে এ বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করেন। তা হলো জান্নাতে নারীদের সর্দারণী হলেন চারজন– ১) মারইয়াম, ২) ফাত্বিমাহ্, ৩) খাদীজাহ্ ও ৪) 'আসিয়াহ্। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৩১] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৮৭৮, মুসনাদে আহমাদ ১২৪১৪, সহীহুল জামি' ৩১৪৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫০৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৯১৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২২৯১, মুসনাদে আহমাদ ১২৪১৪, আবূ ইয়া'লা ৩০৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০০৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৪৩৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৭৪৫।

Scanned by CamScanner

তুহফাতুল আহওয়াযীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনু তায়মিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : খাদীজাহ্ এবং আয়িশাহ এদের মর্যাদা কাছাকাছি পর্যায়ের।

ইবনুল ক্বাইয়্যুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের মাঝে যদি 'আমাল ও প্রতিদানের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনা করা হয় তাহলে এটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এ বিষয়ে মানুষ অবগত হতে পারে না। কিন্তু যদি 'ইল্‌মের দিক দিয়ে বিবেচনা করা হয় তাহলে অবশ্যই 'আয়িশাহ্ উত্তম। আর যদি সর্দারণী হওয়ার বিবেচনা করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে ফাত্বিমাহ্ হলেন উত্তম।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯ম খণ্ড, ৩৬৫ পৃ., হা. ৩৮৯০)

٦١٩١ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَن جِبْرِيل جَاءَ بِصُورَتِهَا فِيْ خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هٰذِهٖ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৯১-[৮] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। একদিন জিবরীল আলায়হিস সালাম তাঁর আকৃতির উপর একটি জিনিস সবুজ বর্ণের রেশমি কাপড়ে পেঁচিয়ে এনে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইনি ইহকালের ও পরকালের আপনার স্ত্রী হবেন। (তিরমিযী)[১০৩২]

٦١٩٢ -[٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي ابْنَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكِ ابْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟» ثُمَّ قَالَ: «اتَّقِي اللهَ يَا حَفْصَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৬১৯২-[৯] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রী সফিয়্যাহ্-এর কাছে এ কথাটি পৌছেছে যে, স্ত্রী হাফসাহ্ তাঁকে ইয়াহূদী কন্যা বলেছেন। এ কথা শুনে সফিয়্যাহ্ কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় নাবী ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন! প্রশ্ন করলেন কি কারণে তুমি কাঁদছ? সফিয়্যাহ্ বললেন, হাফসাহ্ আমাকে ইয়াহূদী কন্যা বলেছে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তো এক নাবীর কন্যা, আরেক নাবী তোমার চাচা এবং তুমি আরেক নাবীর স্ত্রী। অতএব হাফসা কোন কথায় তোমার ওপর গর্ব করতে পারে? অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, হে হাফসা! আল্লাহকে ভয় কর। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[১০৩৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাহ্-কে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি হলে একজন নাবীর মেয়ে। তার পূর্ব পুরুষ ইসহাক্ব অথবা হারূন আলায়হিস সালাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করে এটি রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

তিনি তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার চাচাও একজন নাবী। আর তিনি হলেন ইসমা'ঈল অথবা মূসা আলায়হিস সালাম। তিনি তাকে এটিও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, বর্তমানে তুমি একজন নাবীর স্ত্রী হিসেবে আছ। অতএব তোমার মর্যাদা কোনভাবেই কম নয়।

[১০৩২] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৯৪।

[১০৩৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৯৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৯২১, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১২৪৮, আবূ ইয়া'লা ৩৪৩৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৬৭৬।

Scanned by CamScanner

এখানে সফিয়্যাহ্ رضي الله عنها-এর তিনটি মর্যাদার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্য থেকে প্রথম ও শেষটি হাফসার মাঝে আছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি শুধু সফিয়্যার মাঝে আছে। যা হাফসার মাঝে নেই। এটি হলো সফিয়্যার অতিরিক্ত মর্যাদার বিষয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ হাফসাহ্-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে হাফসাহ্! তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং এ জাতীয় জাহিলী যুগের কথাবার্তা ছেড়ে দাও। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٩٣ -[١٠] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا. قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬১৯৩-[১০] উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। মাক্কাহ্ বিজয়ের পর একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ ফাত্বিমাহ্‌কে নিজের কাছে নিয়ে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। তা শুনে ফাত্বিমাহ্ কেঁদে দিলেন। অতঃপর তিনি আবার তাঁর সাথে কথা বললেন, এবার ফাত্বিমাহ্ হেসে দিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর আমি ফাত্বিমাকে (ঐ দিন) কাঁদার ও হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, শীঘ্রই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, এটা শুনে আমি কেঁদেছি। তারপর তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন, আমি মারইয়াম বিনতু 'ইমরান ছাড়া জান্নাতী সমস্ত নারীদের সরদার হব। এটা শুনে আমি হেসেছি। (তিরমিযী)[১০৩৪]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসের ঘটনাটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কিছুটা সংশয় ঘটেছে। কেননা সিরাত বিশারদগণের কাছে এই ঘটনাটি মাক্কাহ্ বিজয়ের বছর ঘটেছে বলে প্রমাণিত নয়। বরং তারা বলেন যে, এ ঘটনাটি ঘটেছে বিদায় হাজ্জের বছর অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুমূর্ষু অবস্থায়।

'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর একটি হাদীসে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি ফাত্বিমাকে তার হাসা ও কাঁদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তখন তিনি তাকে উত্তর দেননি। তারপর আবার যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি এভাবে তার উত্তর দিলেন। যা উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها-এর এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها-এর হাসার কারণ হলো যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে।

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, হ্যাঁ, এটিও হতে পারে। আর এতে পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথেও কোন বৈপরীত্য নেই। হতে পারে দু'টি বিষয় রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জানিয়েছেন।

তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলা হয়েছে, এ হাদীসে মারইয়াম বিনতু 'ইমরান-কে বাদ দেয়ার কয়েকটি কারণ হতে পারে। সেগুলো হলো- * তাকে বাদ দেয়ার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, মর্যাদার ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান।

* ফাত্বিমার মর্যাদার চেয়ে মারইয়াম বিনতু 'ইমরান-এর মর্যাদা বেশি।

* লুম্'আহ্ গ্রন্থে রয়েছে যে, এ হাদীসটি সম্ভবত রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়টি জানানোর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها হলেন বিশ্বের নারীদের ওপর সবচেয়ে মর্যাদাবান।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯ম খণ্ড, ৩৭৭ পৃ., হা. ৩৯০৫)

[১০৩৪] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৯৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২/৪৩৯।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٩٤ -[١١] عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

৬১৯৪-[১১] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ যখনই কোন মাসআলায় সন্দেহ বা সমস্যায় পড়তাম, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম তাঁর কাছে তার সঠিক উত্তর বা সমাধান পেয়ে যেতাম। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব][১০৩৫]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا) অর্থাৎ অবশ্যই আমরা তার কাছে সেই বিষয়ে কোন না কোন জ্ঞান পেতাম।

মির্ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, হয়তো সে বিষয় তাঁর কাছে সরাসরি কোন হাদীস পাওয়া যেত অথবা এমন কোন হাদীস পাওয়া যেত যার ব্যাখ্যা করে উক্ত মাস্আলার সমাধান দেয়া যেত।

তবে ‘আয়িশাহ্-এর ব্যাপারে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা হলো যে, তোমরা হুমায়রাহ্ থেকে তোমাদের দীনের অর্ধেক গ্রহণ করো। (হুমায়রাহ্ বলতে এখানে ‘আয়িশাহ্-কে বুঝানো হয়েছে)

এ হাদীসটির ব্যাপারে ইবনু হাজার আল ‘আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর সানাদ সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারিনি এবং এটি হাদীসের কোন কিতাবে নেই। তবে ইবনুল আসির নিহায়াহ্ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এটি বলেননি যে, কে এই এই হাদীসের রাবী? (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٩٥ -[١٢] وَعَنْ مُوسٰى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

৬১৯৫-[১২] মূসা ইবনু ত্বলহাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর চেয়ে শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব][১০৩৬]

ব্যাখ্যা : তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধভাষী বলতে বুঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে যে, এমন বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলে যা মানুষের কাছে বিশুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। আর ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) এ জাতীয় বিশুদ্ধভাষিণী ছিলেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯ম খণ্ড, হা. ৩৮৯৬)

[১০৩৫] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৮৩।

[১০৩৬] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৮৪, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৮৮১৩, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৭৩৫।

Scanned by CamScanner

(١٢) بَابُ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ

অধ্যায়-১২ : সমষ্টিগতভাবে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦١٩٦-[١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَاقَةً مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهْوِيْ بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِيْ إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৯৬-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে যেন এক টুকরা রেশমি কাপড়। আমি জান্নাতের মাঝে যে কোথাও যেতে ইচ্ছা করি, তখনই ঐ কাপড় খণ্ডটি আমাকে সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর আমি এই স্বপ্নের কথা হাফসার কাছে বললাম, তখন হাফসাহ্ رضي الله عنها তা নাবী ﷺ-এর কাছে বললে তিনি উত্তরে বললেন, তোমার ভাই অথবা বলেছেন, 'আবদুল্লাহ একজন সৎ লোক। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৩৭]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما-এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما সম্পর্কে বলেন যে, তিনি ছোট অবস্থায় তার পিতার সাথে মাক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। খন্দাক যুদ্ধের পর থেকে সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি একজন আল্লাহভীরু, জ্ঞানী, দুনিয়াত্যাগী এবং অনেক সতর্কবান লোক ছিলেন।

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই দুনিয়ার প্রতি কিছু না কিছু ঝোঁক ছিল। কিন্তু 'উমার এবং তার ছেলে 'আবদুল্লাহ ব্যতীত। তাদের দুনিয়ার প্রতি কোন ঝোঁক ছিল না।

নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু 'উমার رضي الله عنهما মৃত্যুবরণ করতে না করতেই এক হাজারের বেশি মানুষকে আযাদ করে দেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ওয়াহী আসার এক বছর পূর্বে। আর তার মৃত্যু হয়েছে ৭৩ হিজরীতে ইবনুয্ যুবায়র-কে হত্যা করার ৩ মাস অথবা ৬ মাস পর।

তিনি ওয়াসিয়্যাত করেছিলেন যেন তাকে হিল্লা এলাকায় দাফন করা হয়। কিন্তু হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ-এর কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাই তাকে যে তুয়ায় মুহাজিরদের ক্ববরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তার থেকে অনেক মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ) অর্থাৎ জান্নাতের যে স্থানেই আমি যেতে ইচ্ছা করি সেখানে তা আমাকে জড়িয়ে নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, যেন সেই রেশমের টুকরাটি তার জন্য পাখির ডানার মতো হয়েছিল।

[১০৩৭] **সহীহ :** বুখারী ৩৭৪০, মুসলিম ১৩৯-(২৪৭৮), তিরমিযী ৩৮২৫, মুসনাদে আহমাদ ৪৪৯৪, আবূ ইয়া'লা ৭০৫৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৭২।

Scanned by CamScanner

মাসাবীহের ব্যাখ্যাকারী বলেন, তাঁর স্বপ্নটি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তাঁর হাতের রেশমের টুকরাটি হলো তাঁর সৎ 'আমাল। আর সেই টুকরাটির সাদা হওয়া প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত।

এছাড়াও মাসাবীহ গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে আছে যে, «سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ بَيْضَاءَ» অর্থাৎ সাদা রেশমের টুকরা এখান থেকেও স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি নেয়া যেতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦١٩٧ - [٢] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لَا تَدْرِي مَا يَصْنَعُ أَهْلِهِ إِذَا خَلَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬১৯৭-[২] হুযায়ফাহ্ রضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গাম্ভীর্য, চালচলন এবং পথ চলার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অধিকতর সদৃশ ছিলেন ইবনু উম্মু 'আব্দ গৃহ হতে বের হওয়ার পর আবার গৃহে প্রত্যাবর্তন করা অবধি। তবে যখন তিনি গৃহের অভ্যন্তরে একাকী থাকতেন, তখন কি অবস্থায় থাকতেন, তা আমাদের জানা নেই। (বুখারী)[১০৩৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের উল্লেখিত কিছু শব্দের ব্যাখ্যা دَلًّا এ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, কথাবার্তা ও চালচলনের ক্ষেত্রে উত্তমতা অবলম্বন করা।

سَمْتًا এ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, দীনের বিষয়গুলো সুন্দরভাবে পালন করা। আবার কখনো এই শব্দটি বিভিন্ন বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাকেও বুঝায়।

هَدْيًا এ শব্দটি বুঝায় দীনের ক্ষেত্রে এবং কোন কল্যাণের বিষয়ে গাম্ভীর্যতা ও প্রশান্তি অবলম্বন করা।

উক্ত হাদীসে ابْنُ أُمِّ عبدٍ। দ্বারা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه-কে বুঝানো হয়েছে। উক্ত হাদীসে ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক তার ব্যাপারে এই সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে যে, উল্লেখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সবচেয়ে বেশি তিনি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

আবূ 'উবায়দ গরীবুল হাদীসে বর্ণনা করে যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه-এর ছাত্ররা তার চাল-চলন, গাম্ভীর্যতার সাথেও সাদৃশ্য রাখত, হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه-এর হাদীস যেন তাদেরকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করত। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) আদাবুল মুফরাদে যায়দ ইবনু ওয়াহ্ব-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা যেন শেষ যামানায় উত্তম চাল-চলন কর্তৃক 'আমাল থেকে উত্তম রাখ। এসব হাদীসের মাধ্যমেও ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه-এর মর্যাদা প্রকাশ পায়।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'উমার رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর 'উমার-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন তার ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার। বাহ্যিকভাবে এখানে উভয় হাদীসের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে।

হাদীস দু'টির মাঝে দাউদী সমন্বয় সাধন করেছেন এভাবে যে, ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه চাল-চলনের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর 'উমার رضي الله عنه দীন মানার বিষয়ে দৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। অথবা, এটিও হতে পারে যে, হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه সম্পর্কে এ কথা বলেছেন 'উমার رضي الله عنه-এর মৃত্যুর পর।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, ৫৭৪ পৃ., হা. ৬০৯৭)

[১০৩৮] সহীহ : বুখারী ৬০৯৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বরানী ৮৪০৫, মুসনাদে বায্যার ২৯০৩।

Scanned by CamScanner

٦١٩٨ - [٣] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نَرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا نُرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৯৮-[৩] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার ভাই ইয়ামান হতে (মাদীনায়) আগমন করে বেশ কিছুদিন বাস করলাম। আমরা এটাই মনে করতাম যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ-এর পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাতাকে নাবী ﷺ-এর গৃহে যাতায়াত করতে প্রায়ই দেখতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৩৯]

ব্যাখ্যা : মির্ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা ইবনু মাস্‘উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন, তার কুনিয়াত ছিল আবূ ‘আবদুর রহমান। তিনি নুবুওয়্যাতের প্রাথমিক যুগে ‘উমার (রহিমাহুল্লাহ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার কিছু আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও রসূলুল্লাহ ﷺ দারুল আরক্বামে প্রবেশ করেননি।

কেউ কেউ বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। রসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে সফরে মিসওয়াক, জুতা ও উযূর পান রাখতেন। তিনি হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তিনি বদ্‌রের যুদ্ধে এবং তার পরে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, আমি আমার উম্মাতের প্রতি সেই বিষয়ে সন্তুষ্ট যে বিষয়ে ইবনু মাস্‘উদ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ সন্তুষ্ট। আর আমি আমার উম্মাতের জন্য সেই বিষয়ে অসন্তুষ্ট যেই বিষয়ে ইবনু মাস্‘উদ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ অসন্তুষ্ট।

ইবনু মাস্‘উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন, ক্ষীণকায় এবং খাটো। তিনি কুফায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালে ও ‘উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালের প্রথম দিকে বায়তুল মালের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি মাদীনায় থাকেন এবং সেখানেই ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬০ বছরের কিছু বেশি। তাকে বাক্বী‘ ক্ববরস্থানে দাফন করা হয়।

আবূ বাক্‌র, ‘উমার, ‘উসমান ও ‘আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম-সহ তাদের পরবর্তী অনেক সহাবী এবং তাবি‘ঈ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, চার খলীফার পর সহাবীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় ফাক্বীহ ছিলেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

তুহ্ফাতুল আহওয়াযীতে বলা হয়েছে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার মা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বেশি বেশি যাতায়াত করাটা প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাদের অনেক ভালো একটা সম্পর্কে ছিল। যা তাদের জন্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯ম খণ্ড, ৩১১ পৃ., হা. ৩৮১৮)

শারহুন্ নাবাবীতে গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ‘ইল্‌ম অন্বেষণের জন্য সফর করা এবং এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন করা মুস্তাহাব। (শারহুন্ নাবাবী ১৬ খণ্ড, ১৪ পৃ., হা. ২৪৬০)

[১০৩৯] সহীহ : বুখারী ৩৭৬৩, মুসলিম ১১০-(২৪৬০), তিরমিযী ৩৮০৬, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৪১৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১০৯২।

Scanned by CamScanner

٦١٩٩ -[٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৯৯-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা চার লোকের কাছে কুরআন অধ্যয়ন কর– ১. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ), ২. আবূ হুযায়ফাহ্'র স্বাধীন দাস সালিম, ৩. উবাই ইবনু কা'ব ও ৪. মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪০]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, 'আলিমগণ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এই চারজনের থেকে বিশেষভাবে কুরআন শিখতে বললেন, তার কারণ হলো চারজন বেশি স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। আর যেভাবে কথা শুনতেন সেভাবেই হুবহু শব্দ ঠিক রেখে অন্যের কাছে পৌঁছাতে পারতেন। যদিও কুরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে অনেকেই তাদের থেকে অধিক পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু কুরআন শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে তারা চারজনই ছিলেন বেশি দক্ষ।

আরেকটি কারণ হলো যে, তারা চারজন সর্বদা সরাসরি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে শুনতেন। কিন্তু অন্যরা মাঝে মধ্যে একে অপরের থেকে শুনেও মুখস্থ করে নিতেন। এছাড়াও তারা নিজেদেরকে অবসর করে রাখতেন যেন অন্যরা তাদের থেকে কুরআন শিক্ষা করতে পারে। অথবা এটিও একটি কারণ হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন কুরআন শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে এই চারজনকে আগে রাখা হয়। কারণ তারা অন্যদের তুলনায় ভালোভাবে কুরআন পড়তে পারে।

(শার্‌হুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ১৮ পৃ., হা. ২৪৬২)

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা সালিম সম্পর্কে বলেন যে, তিনি হলেন আবূ হুযায়ফাহ্ ইবনু 'উতবাহ্ ইবনু রবী'আহ্-এর আযাদকৃত দাস সালিম ইবনু মা'কাল। তিনি পারস্যের অধিবাসী আযাকৃত দাসদের মধ্যে অনেক সম্মানিত ও বড় মাপের সহাবী ছিলেন। তিনি বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার থেকে সাবিত ইবনু ক্বায়স এবং ইবনু 'উমার ছাড়াও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٠٠ -[٥] وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ: اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيسًا صَالِحًا فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتّٰى جَلَسَ إِلٰى جَنْبِيْ قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ. قُلْتُ: إِنِّيْ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِيْ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ: أَوَ لَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادَةِ وَالْمَطْهَرَةِ وَفِيكُمُ الَّذِيْ أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ؟ يَعْنِيْ عَمَّارًا أَوَ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِيْ حُذَيْفَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২০০-[৫] 'আলক্বামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার সিরিয়া গেলাম এবং (সেখানকার মাসজিদে) দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলাম। অতঃপর আমি দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে একজন সৎ সাথি জুটিয়ে দাও। তারপর আমি একদল লোকের কাছে এসে বসলাম। সহসা

[১০৪০] সহীহ : বুখারী ৩৭৬০, মুসলিম ১১৭-(২৪৬৮), তিরমিযী ৩৮১০।

Scanned by CamScanner

দেখলাম, একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এসে আমার পাশেই বসলেন। আমি লোকেদেরকে প্রশ্ন করলাম, ইনি কে? তারা বলল, ইনি আবুদ্ দারদা رضي الله عنه। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে একজন সৎ সাথি মিলিয়ে দেয়ার জন্য দু'আ করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার জন্য মিলিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? বললাম, আমি কূফার অধিবাসী। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কি ইবনু উম্মু 'আব্দ (অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ) নেই? যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতা, বালিশ ও উযূর পাত্র বহনকারী ছিলেন এবং তোমাদের মধ্যে কি ঐ লোক নেই? নাবী ﷺ-এর মুখের দু'আয় আল্লাহ তা'আলা যে লোকটিকে শায়ত্বন হতে পানাহ দিয়েছেন, অর্থাৎ 'আম্মার (ইবনু ইয়াসীর) رضي الله عنه। আর তোমাদের মাঝে কি ঐ লোক নেই? যিনি ছাড়া (নাবী ﷺ-এর) গোপন তথ্যাদি আর কেউই জানে না। অর্থাৎ হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه। (বুখারী)[১০৪১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে আবুদ্ দারদা رضي الله عنه বললেন, (أَوَ لَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ) অর্থাৎ তোমাদের কাছে কি ইবনু উম্মু 'আব্দ তথা ইবনু মাস্'উদ নেই? এই প্রশ্ন দ্বারা আবুদ্ দারদার উদ্দেশ্য হলো তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তারা 'ইল্‌ম অন্বেষণ করার জন্য এসেছেন। তাই তিনি তাদেরকে বলে দিলেন যে, তাদের কাছেই তো এমন বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরা আছেন। যাদেরকে ছাড়া অন্য কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

উক্ত হাদীস থেকে এটিও বুঝা যায় যে, মুহাদ্দিসের একটি আদব হলো যে, তারা নিজের শহরের শায়খদের কাছে সব জ্ঞান না শিখে অন্য শহরে যায় না। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ১০৫ পৃ., হা. ৩৭৪২)

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه-এর সাথে বিভিন্ন গুণাবলি যুক্ত করে বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সবসময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেবা করতেন। বিভিন্ন বৈঠকে তার সাথে যেতেন এবং তাঁর জুতা নিয়ে স্থানে যেতেন এবং তাঁর জুতা নিয়ে স্থানে রাখতেন। আবার যখন বৈঠক শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ উঠে পড়তেন তখন তিনি তাঁর জুতা নিয়ে তাঁকে দিতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন একা থাকতেন তখনও তিনি তাঁর সাথে থাকতেন। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তার বিছানা, বালিশ ঠিক করে দিতেন। তাঁর উযূর সময় উযূর পানি এনে দিতেন। মোটকথা হলো, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এত অধিক সময় থেকেছেন যে, তাতে ধারণা হয়, তিনি অবশ্যই তাঁর থেকে অনেক জ্ঞান শিখেছেন। অতএব শারী'আতের জ্ঞান শিখার জন্য তাঁর আর অন্য কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা 'আম্মার رضي الله عنه সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন মাখযূম গোত্রের আযাদকৃত দাস 'আম্মার ইবনু ইয়াসার আল 'আব্বাসী। তিনি নুবুওয়্যাতের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ সকল দুর্বল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মাক্কায় অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি মুশরিকরা তাকে আগুনেও পুড়িয়েছে। সে সময় রসূলুল্লাহ ﷺ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তার শরীরে হাত বুলিয়ে বললেন, হে আগুন! তুমি 'আম্মার-এর জন্য ঠাণ্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও যেমন ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য হয়েছিলে। তিনি প্রথম হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদ্‌রসহ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম দিয়েছিলেন আত্ তায়্যিবুল মুতায়্যিব। তিনি ৩৭ হিজরীতে 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব رضي الله عنه-এর দলে থেকে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে নিহত হন।

[১০৪১] সহীহ : বুখারী ৩৭৪২, তিরমিযী ৪১৩, ইবনু মাজাহ ১৪২৫, নাসায়ী ৪৬৫, মুসনাদে আহমাদ ২৭৫৮৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৩৮৩।

Scanned by CamScanner

মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৯৩ বছর। তার থেকে 'আলী ইবনু 'আব্বাস ছাড়াও আরো অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা হুযায়ফাহ্ সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন ইয়ামানের অধিবাসী। তার নাম হলো হুসায়ল। আর ইয়ামান হলো তার লকব এবং তার কুনিয়াত হলো হুযায়ফাহ্ আবূ 'আবদুল্লাহ আল 'আব্বাসী।

তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ তার কাছে মুনাফিক্বদের বিষয়ে বিভিন্ন গোপন কথা এবং এই উম্মাতের মাঝে ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে বিষয়ে অনেক গোপন কথা বলতেন।

তিনি মাদায়িনে ৩৫/৩৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই তার ক্ববর রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

তুহফাতুল আহওয়াযীতে 'আম্মার-এর মর্যাদা সম্পর্কে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- 'আয়িশাহ্ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত। 'আম্মারকে যদি দু'টি বিষয়ে স্বাধীনতা দেয়া হয় তাহলে সে দু'টির থেকে সঠিক বিষয়টি গ্রহণ করে। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৯ম খণ্ড, ৩১৪ পৃ., হা. ৩৮২৩)

٦٢٠١ -[٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ أَبِىْ طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِىْ فَإِذَا بِلَالٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২০১-[৬] জাবির হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ বলেছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হয় (মি'রাজে অথবা স্বপ্নে,) সেখানে আমি আবূ ত্বলহাহ্-এর স্ত্রীকে দেখলাম এবং আমার সামনে কারো (চলার) পায়ের খসখস শব্দ শুনতে পাই, লক্ষ করে দেখি তিনি বিলাল। (মুসলিম)[১০৪২]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, আবূ ত্বলহার স্ত্রীর হলেন, উম্মু সুলায়ম প্রথমে তাকে বিবাহ করেছিলেন আনাস ইবনু মালিক-এর পিতা মালিক ইবনু নায্র। তার মাধ্যমেই আনাস -এর জন্ম হয়। কিন্তু তার স্বামী মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর আবূ ত্বলহাহ্ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ হলো আবূ ত্বলহাহ্ তখনও মুশরিক ছিলেন। উম্মু সুলায়ম তাকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দিলেন। সেই দা'ওয়াতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর উম্মু সুলায়ম তাকে বললেন, আমি আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব কিন্তু কোন মোহর নিব না। আপনার ইসলাম গ্রহণ করাটাই হলো আমার জন্য মোহর। তারপর আবূ ত্বলহাহ্ তাকে বিবাহ করেন।

উম্মু সুলায়ম থেকে অনেক মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রসূলুল্লাহ তার সামনে বিলাল -এর পায়ের/জুতার আওয়াজ শুনতে পেলেন। বিলাল হলেন আবূ বাক্র -এর আযাদকৃত দাস ইবনু রবাহ। নুবুওয়্যাতের প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মাক্কায় তিনিই প্রথম তার ইসলামের কথা প্রকাশ করেন। তিনি ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন, যাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মাক্কায় অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাকে সবচেয়ে বেশি যে কষ্ট দিতো সে হলো তার মুনীব উমাইয়্যাহ্ ইবনু খলফ আল জুমাহী আর আল্লাহর কি ইচ্ছা বদ্র যুদ্ধে বিলাল নিজে তাকে হত্যা করেন। বিলাল ২০ হিজরীতে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে বাবে সগীরে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬৩ বছর।

[১০৪২] সহীহ : মুসলিম ১০৬-(২৪৫৭), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪০৫, সহীহুল জামি' ৯১৩।

Scanned by CamScanner

জাবির رضي الله عنه বলেন, ‘উমার رضي الله عنه বলতেন। আবূ বাক্‌র رضي الله عنه আমাদের নেতা তিনি আমাদের আরেক নেতা বিলাল رضي الله عنه-কে আযাদ করেছেন।

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম তাদের ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করেছিলেন সাতজন। তারা হলেন রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র, ‘আম্মার তার মা সুমাইয়া, সুহায়ব, বিলাল এবং মিক্বদাদ।

রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ মুশরিকদের কষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তার চাচা আবূ তালিব-এর মাধ্যমে। আবূ বাক্‌র-কে আল্লাহ মুশরিকদের কষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তার সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। কিন্তু বাকীদের ওপর মুশরিকরা চালিয়েছে অমানুষিক নির্যাতন আর পৈশাচিক তাণ্ডবের স্টিম রুলার। পাশাপাশি তাদের কাউকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর প্রচণ্ড রোদে বেঁধে রেখেছে। অসহ্য নির্যাতনের কারণে তারা তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করেছেন, কিন্তু বিলাল رضي الله عنه ব্যতীত। তিনি আল্লাহর জন্য নিজেকে তুচ্ছ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর মুশরিকরা তাকে নিয়ে মাক্কার উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা তাকে মাক্কার পথে পথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। তখন তিনি শুধু বলতেন ‘আহাদ আহাদ’ তথা আল্লাহ এক আল্লাহ এক। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٠٢ -[٧] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ لَا يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২০২-[৭] সা‘দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ছয় লোক নাবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন মুশরিকরা নাবী ﷺ-কে বলল, এ সমস্ত লোকেদেরকে সরিয়ে দিন, যাতে তারা আমাদের ওপর সাহসী না হয়ে পরে। সা‘দ رضي الله عنه বলেন, সে ছয়জনের মধ্যে ছিলাম আমি, ইবনু মাস্‘উদ, হুযায়ল গোত্রের এক লোক, বিলাল ও আরো দু'জন যাদের নাম আমি বলতে চাই না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনে তাই উদ্ভব হয়, যা উদ্ভব করতে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা হয়েছে। এ সম্পর্ক নাবী (ﷺ) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, ঠিক এমন সময় আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন, ‘সে সকল লোকেদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকাল-সন্ধ্যা তাদের প্রভুকে আহ্বান করে’। (মুসলিম)[১০৪৩]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে ছয়জন ব্যক্তির কথা বলা হলেও শুধু চারজনের নাম তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দু'জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর দু'জনের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সেই দু'জনের নাম উল্লেখ না করার পিছনে মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা-

১) উক্ত হাদীসের রাবী কথা বলার সময় সেই দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার মাঝে কোন কল্যাণ মনে করেননি। তাই তিনি তাদের নাম বলেননি।

২) তিনি হয়তো তাদের নাম বলতে ভুলে গিয়েছিলেন।

[১০৪৩] সহীহ : মুসলিম ৪৬-(২৪১৩), মুসনাদে ‘আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১৩১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৭৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩৪৬।

Scanned by CamScanner

আযহার গ্রন্থের লেখক বলেন, তাদের দু'জনের নাম হলো খব্বাব ও 'আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা খব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন খব্বাব ইবনুল আরত। তার কুনিয়াত হলো আবূ 'আবদুল্লাহ আত্ তামিমী। তিনি জাহিলী যুগে বন্দী হয়েছিলেন। অতঃপর খুযা গোত্রের এক মহিলা তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেয়। নাবী ﷺ-এর দারুল আরক্বামে প্রবেশ করার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি কুফায় বসবাস করেছেন এবং সেখানেই ৩৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তার থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুশরিকরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঐ প্রস্তাব করল তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, বাহ্যিকভাবে তাদেরকে এখানে উঠিয়ে দিবেন যখন সেই নেতারা আসবে তখন তাদের সম্মানার্থে যেন এরা এখান থেকে উঠে যায় কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, তারা হয়তো তার কাছে এসে কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। তাই তিনি আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দেন যে, আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েন না।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, যদি আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দেন তাহলে আমরা আপনার সাথে বসে কথা বলব। তখন নাবী ﷺ বললেন, আমি মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

তারপর তারা বলল, তাহলে আমরা যখন আপনার কাছে আসব তখন আপনি তাদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। তখন নাবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এই আশায় যে, তারা হয়তো ঈমান আনবে। তারপরেই আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেন এরূপ না করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٠٣ - [٨] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهٗ: «يَا أَبَا مُوسٰى لَقَدْ أُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২০৩-[৮] আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আবূ মূসা! দাউদ-এর কণ্ঠস্বর তোমাকে দান করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪৪]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর দেয়া হয়েছে যা কিছুটা দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর কণ্ঠস্বরের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এখানে দাউদ পরিবার দ্বারা স্বয়ং দাউদ আলায়হিস্ সালাম-কে উদ্দেশ্য। যেহেতু এমন কোন প্রসিদ্ধতা নেই যে, দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর পরিবারের কণ্ঠস্বর সুন্দর ছিল।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়স আল আশ্'আরী। তিনি মাক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে হাবাশায় হিজরত করেছিলেন। তারপর জাহাজের লোকেদের সাথে তিনি মাদীনায় চলেন আসেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারে ছিলেন।

[১০৪৪] সহীহ : বুখারী ৫০৪৮, মুসলিম ২৩৫-(৭৯৩), তিরমিযী ৩৮৫৫, নাসায়ী ১০১৯, সহীহুল জামি' ২১০, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯১৪, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার ৬১৬৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৪১৭৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৯৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৯৭, শু'আবুল ঈমান ২১৪৯, দারিমী ৩৪৯৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২৫৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৮৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৬৭৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৮৯৫।

Scanned by CamScanner

'উমার ইবনুল খত্ত্বাব তাঁর শাসনকালে ২০ হিজরীতে তাকে বাসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। অতঃপর আবূ মূসা আহওয়ায অঞ্চল বিজয় করেন। তারপর 'উসমান -এর খিলাফাতকালের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত তিনি বাসরার গভর্নর হিসেবেই থেকে যান। অতঃপর তাকে সেখান থেকে কূফায় এনে গভর্নর বানানো হয়। 'উসমান -এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি মাক্কায় চলে আসেন এবং ৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি সেখানেই থেকে যান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٠٤ -[٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ: أُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قِيلَ لِأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২০৪-[৯] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -এর সময়ে এ চার ব্যক্তি পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন- উবাই ইবনু কা'ব, মু'আয ইবনু জাবাল, যায়দ ইবনু সাবিত ও আবূ যায়দ। আনাস -কে প্রশ্ন করা হলো, আবূ যায়দ কে? তিনি বললেন, আমার এক চাচা। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৮৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত চারজন ব্যক্তি দ্বারা আনাস খাযরাজ গোত্রের চারজন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। যেহেতু মুহাজিরদের মাঝেও অনেকে কুরআন জমা করেছিলেন। কুরআন জমা করার বিষয়টি শুধু এই চারজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

ফাতহুল বারীতে আবূ যায়দ-এর নামের ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- 'আলী ইবনু মাদীনী বলেন, তার নাম হলো আওস। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন, তার নাম হলো, সাবিত ইবনু যায়দ। আরো কেউ কেউ বলেন, তার নাম হলো সা'দ ইবনু 'উবায়দ ইবনু নু'মান। ইমাম ত্ববারানী (রহিমাহুল্লাহ) এই নামকেই বেশি সঠিক হিসেবে তার শায়খ আবূ বাক্‌র ইবনু সদাক্বাহ্ থেকে উল্লেখ করেছেন। আবূ যায়দকেও ক্বারী বলা হত। তিনি কাদিসিয়্যাতে ছিলেন এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন 'উমায়র ইবনু সা'দ-এর পিতা। ওয়াকিদী বলেন, তার নাম ছিল ক্বায়স ইবনু সাকান।

(ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ১৪৬ পৃ., হা. ৩৮১০)

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, উক্ত হাদীসের সারকথা হলো রসূলুল্লাহ -এর জীবদ্দশায় যারা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছেন তাদের মধ্য থেকে চারজন হলেন আনসার সহাবী।

শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থে মাযিরী বলেন, এই হাদীসকে কেন্দ্র করে কিছু নাস্তিক বলে থাকে যে, কুরআন তাওয়াতুর সূত্রে বর্ণিত হয়নি। তাদের এ কথার উত্তর দু'ভাবে দেয়া হয়ে থাকে।

এমন কোন বর্ণনা নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, এই চারজন ছাড়া আর কেউ কুরআন জমা করেননি। বরং এমন অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে যে, অনেক সহাবী রসূলুল্লাহ -এর যুগে কুরআন মুখস্থ করে জমা করেছেন। মাযিরী নিজেই তাদের মধ্য থেকে ১৫ জনের কথা উল্লেখ করেছেন। যারা মুখস্থ করার মাধ্যমে কুরআন জমা করেছিলেন। এছাড়াও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন সত্তর জন হাফিয শাহাদাত বরণ করেন। আর ইয়ামামার যুদ্ধ তো রসূলুল্লাহ -এর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ঘটেছে।

[১০৮৫] সহীহ : বুখারী ৩৮১০, মুসলিম ১১৯-(২৪৬৫), তিরমিযী ৩৭৯৪, মুসনাদে আহমাদ ১৩৪৬৬, আবূ ইয়া'লা ৩১৯৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৩০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২২৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০৫৭, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৫৪২, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৫৫৪।

Scanned by CamScanner

তাহলে নিশ্চিত এটা বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেও অনেক হাফিয সহাবী ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে কিছু হাফিয সহাবী ইমামার যুদ্ধে মারা গেছেন।

এছাড়া এ হাদীসে কুরআন জমাকারীদের মধ্যে আবূ বাক্র 'উমার, উসমান ও 'আলী رضي الله عنهم-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ তারা সর্বপ্রকার কল্যাণের প্রতি ব্যাপক আগ্রহী ছিলেন। অতএব, এটা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা কুরআন মুখস্থ করেননি।

এমনকি বর্তমানেও বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার মানুষ কুরআন মুখস্থ করে আসছে। অতএব কুরআন তাওয়াতুর সূত্রে বর্ণিত হয়নি এমন দাবী একেবারেই ভ্রান্ত এবং অবান্তর।

দুই, যদি ধরেও নেয়া হয় যে, শুধুমাত্র এই চারজনই কুরআন মুখস্থ করে জমা করেছেন। তারপরেও এটি তাওয়াতুর সূত্রের পরিপন্থী নয়। কারণ তাওয়াতুর সূত্র হওয়ার জন্য এটি শর্ত নয় যে, প্রত্যেক স্তরে সকলে সকলের থেকে বর্ণনা করতে হবে। বরং প্রত্যেক স্তরে তাওয়াতুর সংখ্যক রাবী থাকলেই তা তাওয়াতুর হিসেবে গণ্য হবে। আর তাওয়াতুর সূত্র বা সানাদ হওয়ার জন্য শর্ত হলো প্রত্যেক স্তরে তিনের অধিক রাবী থাকতে হবে। এখানে তো তিনের অধিক হিসেবে চারজন আছেই। অতএব, তাওয়াতুর হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; শার্‌হুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ১৮-১৯ পৃ., হা. ২৪২৫)

٦٢٠٥ -[١٠] وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللهِ تَعَالٰى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهٖ شَيْئًا مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهٗ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ فَكُنَّا إِذَا غطينا بها رَأْسَهٗ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهٗ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «غَطُّوا بِهَا رَأْسَهٗ وَاجْعَلُوا عَلٰى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ». وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهٗ ثَمَرَتُهٗ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২০৫-[১০] খব্বাব ইবনুল আরত رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হিজরত করেছি, অতএব আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে সাব্যস্ত হয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের পুরস্কারের কিছুই ভোগ না করে (দুনিয়া হতে) চলে গেছেন। মুস্'আব ইবনু 'উমায়র رضي الله عنه তাঁদের অন্যতম। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহীদ হলে তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। যখন ঐ চাদরটি দিয়ে আমরা তাঁর মাথা ঢাকতাম তখন তাঁর উভয় পা বের হয়ে পড়ত, আবার যখন পা দু'টি ঢাকতাম তখন তাঁর মাথা বের হয়ে পড়ত। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, চাদর দ্বারা তার মাথাটি ঢেকে দাও এবং পা দু'টির উপর কিছু ইযখির ঘাস রাখ, আর আমাদের মাঝে কেউ এমনও রয়েছেন, যাঁর ফল পেকেছে এবং তিনি তা আহরণ করছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের রাবী বলেন, আমরা তাঁর সাথে হিজরত করেছি। এতে আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা দুনিয়ার কোন ফল ভোগ করতে পারেনি। আবার অনেক সহাবী দুনিয়ার ফলও ভোগ করেছেন। যারা ইসলামের বিজয়কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন তারা বিভিন্ন সময় গনীমাতের মাল পেয়েছেন এবং তারা স্বাচ্ছন্দময় জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু যারা বিজয়ের আগেই মারা গেছেন তাঁরা দুনিয়ার কোন ফলই ভোগ করতে পারেননি। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুস্'আব ইবনু 'উমায়র। যিনি উহুদ যুদ্ধে শাহীদ হয়েছেন।

[১০৪৬] **সহীহ :** বুখারী ৪০৪৭, মুসলিম ৪৪-(৯৪০), দারাকুত্বনী ৪৪।

Scanned by CamScanner

এ হাদীসের মাধ্যমে মুস্‘আব ইবনু ‘উমায়র (রাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ তিনি দুনিয়াতে কোন প্রতিদান লাভ করেননি, এজন্য তার সব প্রতিদান আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট আছে। এ বিষয়ে মুসলিমের একটি হাদীস রয়েছে। আর সেটি হলো, যে কোন গাজী আল্লাহর পথে জিহাদ করে যদি গনীমাতের সম্পদ পায় তাহলে সে তার আখিরাতের প্রতিদানের দুই-তৃতীয়াংশ দুনিয়াতে পেয়ে গেল। আর এক-তৃতীয়াংশ তার জন্য আখিরাতে অবশিষ্ট থাকল।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা মুস্‘আব ইবনু ‘উমায়র (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, মুস্‘আব কুরশী ‘আবদারী অনেক মর্যাদাবান ও বড় মাপের সহাবী ছিলেন। নাবী ﷺ দারুল আরক্বামে প্রবেশ করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই হাবশায় হিজরত করেন। তারপর তিনি আবার মাক্কায় ফিরে আসেন কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং ইসলাম শিখানোর জন্য দ্বিতীয় ‘আকাবার পরে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাদীনায় পাঠান। তবে কেউ কেউ বলেন, প্রথম ‘আকাবার বায়‘আতের পরেই রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাদীনায় পাঠান। সেখানে তিনি আনসারদের ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামের দা‘ওয়াত দিতেন। এতে দুই একজন করে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এভাবে তাদের মাঝে ইসলাম প্রসার লাভ করে।

এক সময় সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পত্র লিখে অনুমতি চাইলেন যে, তিনি সেখানে মুসলিমদেরকে একত্রিত করতে চান। তখনি রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। হিজরতের পূর্বে তিনিই প্রথম জুমু‘আর সলাতের জন্য মাদীনায় লোকেদেরকে একত্রিত করেন। দ্বিতীয় ‘আকাবায় সত্তরজন মুসলিমদের সাথে তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে আগমন করেন। তারপর মাক্কায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ﴾ “তারা এমন লোক যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে।”

(সূরাহ্ আল আহযা-ব ৩৩ : ২৩)

ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে জাহিলী যুগে তিনি খুব আরাম-আয়েশে ও স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পরে তিনি একেবারে দুনিয়াত্যাগী হয়ে যান এবং সকল আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেন। তিনি বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশেষে উহুদ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٠٦ - [١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ»

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ معَاذٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২০৬-[১১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সা‘দ ইবনু মু‘আয-এর মৃত্যুতে ‘আর্‌শ কেঁপে উঠে।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, সা‘দ ইবনু মু‘আয-এর মৃত্যুতে রহমানের ‘আর্‌শ কেঁপে উঠেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪৭]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ» অর্থাৎ সা‘দ ইবনু মু‘আয-এর মৃত্যুর কারণে রহমানের ‘আর্‌শ কেঁপে উঠেছে।

[১০৪৭] সহীহ : বুখারী ৩৮০৩, মুসলিম ১২৪-(২৪৬৬), ইবনু মাজাহ ১৫৮, সহীহুল জামি‘ ২৫২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৩১, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫১৯৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৯২৮।

Scanned by CamScanner

এ বিষয়টির ব্যাখ্যা নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কিছু 'আলিম বলেন, সা'দ-এর রূহের আগমনের খুশিতে রহমানের 'আর্‌শ বাস্তবিকভাবেই কেঁপে উঠেছে। শার্‌হুন্ নাবাবী গ্রন্থকার বলেন, এটিই হলো উত্তম কথা।

মাযিরী বলেন, এই মতের পক্ষে অনেকেই বলেন যে, এ বিষয়টি জ্ঞান দিয়েও বুঝা সম্ভব। কারণ 'আর্‌শের একটি অবয়ব আছে। যার কারণে নড়াচড়া করা তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র এটি বলার দ্বারা সা'দ-এর মার্যাদা প্রকাশ পায় না যে, রহমানের 'আর্‌শ নড়ে উঠেছে। বরং সা'দ-এর মর্যাদা তখনই প্রকাশ পাবে। যখন বলা হবে যে, 'আর্‌শের নড়াচড়াকে আল্লাহ মালায়িকার (ফেরেশতাদের) জন্য সা'দ-এর মৃত্যুর আলামাত বানিয়েছেন।

কিছু 'আলিম বলেন, রহমানের 'আর্‌শ বাস্তবিকভাবে কেঁপে উঠেনি। বরং হাদীসের এই কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, 'আর্‌শের বাসিন্দারা তথা 'আর্‌শ বহনকারী মালাক (ফেরেশতা) এবং অন্যান্য মালায়িকাহ্ কেঁপে উঠেছেন। এই বাক্যের মধ্যে مُضَاف তথা উহ্য রাখা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জানাযার খাট কেঁপে উঠেছে।

পরের এ ব্যাখ্যাগুলো সবই বাতিল। কারণ ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাবে যে স্পষ্ট বর্ণনাগুলো এনেছেন, সেগুলো প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষেই রহমানের 'আর্‌শ কেঁপে উঠেছে। অতএব যারা এ ব্যাখ্যাগুলো দিয়েছেন তাদের কাছে হয়তো মুসলিমের বর্ণনাগুলো পৌঁছায়নি। [প্রকৃত বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত] (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ১৪১ পৃ., হা. ৩৮০৩; শার্‌হুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ২১ পৃ. হা. ২৪৬৭)

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা সা'দ ইবনু মু'আয সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন সা'দ ইবনু মু'আয আল আনসারী আল আশহাল আল আওসী। প্রথম 'আকাবা ও দ্বিতীয় 'আকাবার মাঝের সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণ করার কারণে 'আবদুল আশহাল গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করে। আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম তার বাড়ির লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম দিয়েছিলেন سَيِّدُ الْأَنْصَارِ তথা আনসারদের নেতা।

তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে নম্র-ভদ্র ও অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্মানিত মর্যাদাবান ও বড় মাপের একজন সহাবী। বদ্‌র ও উহুদ যুদ্ধে তিনি দৃঢ়তার সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে ছিলেন। খন্দাক যুদ্ধের সময় তাঁর চোখের কোণে তীর লাগলে তিনি আহত হয়ে পরেন। কিন্তু সেখান থেকে রক্ত পরা আর বন্ধ হয়নি। যার ফলে এক মাস পর ৫ম হিজরীর যুল ক'আদাহ্ মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৭ বছর। তাকে বাক্বী' ক্ববরস্থানে দাফন করা হয়। অনেক সহাবী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٠٧ ـ[١٢] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هٰذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২০৭-[১২] বারা' (ইবনু 'আযিব) رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপহারস্বরূপ রেশমি পোশাক পেশ করা হলো। তখন সহাবীগণ তা স্পর্শ করে তার কোমলতায় আশ্চর্যবোধ করতে লাগলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা তার কোমলতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? অথচ সা'দ ইবনু

Scanned by CamScanner

মু'আয-এর রুমাল যা জান্নাতে তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, এর চেয়ে অধিক উত্তম এবং আরো অনেক কোমল। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, জান্নাতে সা'দ যে রুমাল দিয়ে হাত মুছে তা এই মোলায়েম ও সুন্দর কাপড় থেকে অনেক উত্তম। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম বস্তুও জান্নাতের সর্বনিম্ন বস্তুর সমান হতে পারে না।

খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে রুমালের দ্বারা উপমা দেয়া হয়েছে। কারণ রুমাল হচ্ছে সবচেয়ে নিম্নমানের কাপড়। যা দিয়ে মানুষ হাত মুছে এবং ধুলাবালি ও ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে থাকে। অতএব, জান্নাতের সবচেয়ে নিম্নমানের কাপড়ই যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে উৎকৃষ্ট মানের কাপড়ের কি অবস্থা হবে।

'আলিমগণ বলেন, এ হাদীসের মাধ্যমে জান্নাতে সা'দ-এর মর্যাদার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, সা'দ জান্নাতী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ২২ পৃ., হা. ২৪৬৯)

٦٢٠٨ - [١٣] وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللهَ لَهُ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ» قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللهِ إِنَّ مَالِىْ لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِىْ وَوَلَدَ وَلَدِىْ لَيَتَعَادُّونَ عَلٰى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২০৮-[১৩] উম্মু সুলায়ম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তিনি (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সেবক আনাস-এর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি (ﷺ) এভাবে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দাও। আর তুমি তাকে যা কিছু দান করেছ তাতে বারাকাত প্রদান কর।" আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ শপথ! আমার ধন-সম্পদ প্রচুর এবং আমার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা আজ প্রায় একশত অতিক্রম করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪৯]

ব্যাখ্যা : ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'শামায়িল' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীস বর্ণনা করার সময় পর্যন্ত আনাস (রাঃ)-এর দুই একজন কম ১২৫ জন সন্তান ও নাতি-নাতনি হয়েছিল আর আনাস (রাঃ)-এর জমিন বছরে দু'বার ফল দিতো।

ইবনু 'আবদুল বার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আনাস (রাঃ)-এর ১০০ জন সন্তান ছিল, এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত। আবার কেউ কেউ বলেন, তার সন্তান ছিল ৮০ জন। তাদের মধ্য থেকে ৭৮ জন হলো পুরুষ আর দু'জন হলো নারী। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে দু'আ করার সাথে সাথে বারাকাতেরও দু'আ করেছেন। অতএব, এখান থেকে বুঝা যায় যে, দু'আর অন্যতম একটি আদব হলো কারো জন্য কোন কিছু বৃদ্ধি হওয়ার দু'আ করলে সাথে বারাকাতেরও দু'আ করা। কারণ হলো উক্ত বিষয়ের মধ্যে বারাকাত থাকলেই কেবল তা টিকে থাকবে এবং তাতে কোন ক্ষতি ও বিপদ সাধিত হবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ৩৫ পৃ., হা. ২৪৮০)

[১০৪৮] সহীহ : বুখারী ৩৮০২, মুসলিম ১২৬-(২৪৬৮), হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/১৩২।

[১০৪৯] সহীহ : বুখারী ৬৩৩৪, মুসলিম ১৪১-(২৪৮০), তিরমিযী ৩৮২৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪০, ২২৪৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১২৫৫, মুসনাদে আহমাদ ১৩০৩৬, আবূ ইয়া'লা ৩২০০, ৩২৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৭৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৯১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫১২৩।

Scanned by CamScanner

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা আনাস সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন, আনাস ইবনু মালিক ইবনু নাবীর আল- খাযরামী। তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ হামযাহ্। রসূলুল্লাহ যখন হিজরত করে মাদীনায় আসেন, তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। 'উমার -এর শাসন আমলে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি বাসরায় গিয়ে ছিলেন, বাসরায় মৃত্যুবরণকারী সহাবীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ। যিনি ৯১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর। আবার কেউ কেউ বলেন, ৯৯ বছর। তার থেকে অনেক মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٠٩ ـ [١٤] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِيْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ «إِنَّهٗ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২০৯-[১৪] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ছাড়া ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন লোকের জন্য আমি নাবী -কে বলতে শুনিনি 'নিশ্চয় সে জান্নাতবাসী'। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৫০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি রসূলুল্লাহ -এর ঐ হাদীসের সাথে কোন বিরোধ নেই যেখানে বলা হয়েছে আবূ বাক্‌র জান্নাতী, 'উমার জান্নাতী তথা এদেরকে নিয়ে সব মিলিয়ে দশজন জান্নাতী। কেননা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম -এর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ কর্তৃক জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিলেও অন্যদের ব্যাপারে তিনি তা নিষেধ করেননি।

এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে এই কারণে যে, যেহেতু সা'দ বলেছেন, আমি এমন কারো ব্যাপারে নাবী -কে বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতী আর এখনো সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করছে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ব্যতীত।

তিনি তার এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, তার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন- যখন সা'দ এই হাদীস বর্ণনা করেন তখন শুধুমাত্র তিনি ছাড়া জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সকল সহাবী মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই তিনি বিশেষভাবে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম-এর কথা এভাবে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও 'আরবী ভাষার অন্যতম একটি নিয়ম হলো যে, যখন কোন 'হ্যাঁ'-বাচক এবং 'না'-বাচক কথা একসাথে আসে তখন 'হ্যাঁ'-বাচক কথাই প্রাধান্য পায়। অতএব এটিই গ্রহণযোগ্য কথা যে, তিনি শুধুমাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম-এর কথা এভাবে বর্ণনা করলেও অন্যদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ১৪৮ পৃ., হা. ৩৮১২)

٦٢١٠ ـ [١٥] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِيْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى وَجْهِهٖ أَثَرُ الْخُشُوْعِ فَقَالُوْا: هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهٗ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوْا: هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ: وَاللهِ مَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ

[১০৫০] সহীহ : বুখারী ৩৮১২, মুসলিম ১৪৭-(২৪৮৩), আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৫২, মুসনাদে আহমাদ ১৪৫৩, আবূ ইয়া'লা ৭৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৬৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৩৪৪।

Scanned by CamScanner

فَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسَطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِيَ: ارْقَهْ. فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي فرقِيتُ حَتّٰى كُنْتُ فِي أَعْلَاهُ فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيلَ: اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ وَذٰلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ العروة الْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتّٰى تَمُوتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২১০-[১৫] ক্বায়স ইবনু ‘উবাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মাদীনায় মাসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক লোক মাসজিদে প্রবেশ করলেন, যার মুখমণ্ডলে নম্রতার ছাপ। (তাকে দেখে) লোকেরা বলে উঠল, এ লোকটি জান্নাতী। (আগন্তুক) লোকটি সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক্‘আত সলাত আদায় করলেন, অতঃপর মাসজিদ হতে বের হলেন। (বর্ণনাকারী ক্বায়স বলেন,) আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চলে বললাম, ‘আপনি যখন মাসজিদে প্রবেশ করেছিলেন, তখন লোকেরা বলেছিল, এ লোক জান্নাতী।’ তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! কোন লোকের পক্ষে এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানে না। আসল ব্যাপারটি আমি তোমাকে পুরোপুরি বলছি, লোকেরা আমার সম্পর্কে এমন ধারণা কেন করে। নাবী ﷺ-এর সময়ে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং তা নাবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন একটি বাগানের মাঝে। এই বলে তিনি ঐ বাগানের বিশালতা ও তার সবুজ-শ্যামল শোভা-দৃশ্যের কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর বললেন, বাগানের মধ্যভাগে ছিল লোহার একটি খুঁটি। খুঁটিটির নিম্নাংশ মাটিতে এবং তার উপরের অংশ আকাশ পর্যন্ত। সে খুঁটিটির উপরের প্রান্তে রয়েছে একটি হাতল। আমাকে বলা হলো, এ খুঁটিতে আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে খুঁটিটির উপরের প্রান্তে পৌছে আমি হাতলটি ধরে ফেললাম। তখন আমাকে বলা হলো, শক্তভাবে ধরে রাখ। অতঃপর ঐ কড়াটি আমার হাতে ধরা অবস্থায় আমি ঘুম হতে জেগে উঠলাম। তারপর আমি নাবী ﷺ-এর কাছে এ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করলে তিনি (তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) বললেন, ঐ বাগানটি হলো ‘ইসলাম’, ঐ খুঁটিটি হলো ইসলামের খুঁটি, আর ঐ হাতলটি হলো ইসলামের সুদৃঢ় কড়া। অতএব তুমি মৃত্যু অবধি ইসলামের উপর অটল থাকবে। (রাবী বলেন,) আর ঐ লোকটি ছিলেন ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৫১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) তাদের কথাকে অস্বীকার করেছেন, এই কারণে যে, তারা তাঁর জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে বলছিল। আর হতে পারে যে, সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস-এর হাদীসটি তখনো তিনি শুনেননি। যে হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম জান্নাতী।

অথবা এটিও হতে পারে যে, তিনি নিজের প্রশংসা শুনতে চাননি। তাই বিনয়ের সাথেই এ বিষয়টি ক্বায়স ইবনু ‘উবাদ-এর সাথে বর্ণনা করেছেন।

[১০৫১] সহীহ : বুখারী ৩৮১৩, মুসলিম ১৪৭-(২৪৮৪), মুসনাদে আহমাদ ২৩৮৩৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৫৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮১৯০।

Scanned by CamScanner

হাদীসে বলা হয়েছে, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম رضي الله عنه ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তখনও তা তার হাতেই ছিল। এই কথাটির ব্যাখ্যা হতে পারে এভাবে যে, যদি সরাসরি ধরে নেয়া হয় যে, তা তার হাতে তখনও ছিল। তাহলে এটিও হতে পারে। কারণ আল্লাহর কাছে অসম্ভব কিছু নেই। কিন্তু এটি একটি অভ্যাস পরিপন্থী বিষয় হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী বলেছেন, তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তখন দেখেন তার হাত মুষ্টিবদ্ধই আছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ৩৮ পৃ., হা. ২৪৮৪)

٦٢١١ -[١٦] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ: ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوقَ صَوتِ النَّبِيِّ﴾ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ جَلَسَ ثَابِتٌ فِي بَيْتِهِ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: «مَا شَأْنُ ثَابِتٍ أَيَشْتَكِي؟» فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتٌ: أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২১১-[১৬] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইবনু ক্বায়স ইবনু শাম্মাস رضي الله عنه ছিলেন আনসারদের মুখপাত্র। যখন আল্লহ্‌র বাণী, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নাবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বরের উপরের উঁচু করো না"– (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ২); অবতীর্ণ হলো, তখন সাবিত رضي الله عنه স্বীয় গৃহের মধ্যে বসে রইলেন এবং নাবী ﷺ-এর কাছে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিলেন। নাবী ﷺ সা'দ ইবনু মু'আয رضي الله عنه-কে সাবিত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, সাবিত-এর কি হয়েছে, সে কি অসুস্থ? অতঃপর সা'দ তাঁর কাছে আসলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাটিও তাঁর কাছে বললেন। উত্তরে সাবিত বললেন, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, আর তোমরা জান যে, তোমাদের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আওয়াজ হতে উঁচু। অতএব আমি তো জাহান্নামী হয়ে গিয়েছি। অতঃপর সা'দ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সাবিত-এর অনুপস্থিতির ব্যাপারটি জানালে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরে না, সে তো জান্নাতী। (মুসলিম)[১০৫২]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, ক্বায়স ইবনু শাম্মাস ছিলেন আনসারদের বক্তা, তার মানে হলো তিনি ছিলেন কথাবার্তায় বিশুদ্ধভাষী। যেমন কাবীরাহ্ তাদের কবিতায় বিশুদ্ধভাষী হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক। রসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষী দিয়েছেন যে, তিনি হলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এবং আনসারদের খত্বীব। ১২শ হিজরীতে ইয়ামামায় মুসায়লামাতুল কায্যাব-এর সাথে যুদ্ধ করার সময় তিনি শাহীদ হন। তার থেকে আনাস ইবনু মালিক ছাড়াও আরো অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসকে কেন্দ্র করে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হলো হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ক্বায়স ইবনু শাম্মাস-কে কয়েকদিন রসূলুল্লাহ ﷺ তার মাজলিসে দেখতে পেলেন না, তাই তিনি সা'দ ইবনু মু'আয-কে জিজ্ঞেস করলেন। সে কি অসুস্থ? এখন কথা হলো সা'দ ইবনু মু'আয رضي الله عنه মারা গেছেন ৫ম হিজরীতে। আর সূরাহ্ আল হুজুরাত-এর প্রথম দিকের আয়াত নাযিল হয়েছে ৯ম হিজরীতে। তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব?

[১০৫২] সহীহ : মুসলিম ১৮৭-(১১৯), মুসনাদে আহমাদ ১২৫০২।

Scanned by CamScanner

উত্তর হলো, সূরাহ্ আল হুজুরত-এর প্রথম আয়াত ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ﴾ নাযিল হয়েছে ৯ম হিজরীতে। কিন্তু দ্বিতীয় এ আয়াত- ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ নাযিল হয়েছে অনেক আগেই।

রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জান্নাতী হিসেবে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এটির প্রতিফলন দেখা গেছে ইয়ামামার যুদ্ধে। কারণ তিনি সেখানে শাহীদ হয়েছেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٦٢١٢ - [١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَزَلَتْ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قَالُوا: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২১২-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, ঠিক এমন সময় সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ অবতীর্ণ হলো। (উক্ত সূরার মধ্যে) যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ "আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি"- (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ৩)। তখন লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? বর্ণনাকারী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) বলেন, সে সময় আমাদের মাঝে সালমান ফারসী رضي الله عنه উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, তখন নাবী ﷺ সালমান ফরসী رضي الله عنه-এর দেহে হাত রেখে বললেন, যদি ঈমান ধ্রুব তারকার কাছেও থাকে, এ সকল লোকেদের কতিপয় লোক নিশ্চয় তথা হতে তাকে অর্জন করবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৫৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হয়েছে, ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে আরো কিছু লোক যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ-কে এক উম্মী জাতির কাছে পাঠিয়েছেন। যারা এখনো তার সাথে বিদ্যমান আছে। এছাড়া আরো উম্মী জাতি আছে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তবে অচিরেই তারা তাদের সাথে মিলিত হবে। আর তারা আসবে সহাবীদের পরে।

মিরকাতুল মাফাতীহ প্রণেতা সালমান আল ফারসী সম্পর্ক বলেন, তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ 'আবদুল্লাহ, তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস। তিনি পারস্যের রামহুরমুয-এর বাসিন্দা। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ইস্পাহানের হাই নামক একটি এলাকার বাসিন্দা। সঠিক ধর্মের অনুসন্ধানে তিনি অনেক সফর করেছেন। খৃষ্ট ধর্মের অনুসন্ধানে প্রথমে তিনি ফাদ্দানে সফর করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন কিতাব পড়েন এবং এই অনুসন্ধানের পথে অনেক কষ্ট সহ্য করেন।

ঘটনাক্রমে একদল 'আরব তাকে ধরে নিয়ে ইয়াহূদীদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। তারপর সে ইয়াহূদী মালিক থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য কিতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ তার এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ তার এই চুক্তিতে অর্থ প্রদানে সহায়তা করেন। কেউ কেউ বলেন, সালমান আল ফারসী رضي الله عنه দশজন মালিকের হাত বদল হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে এসেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। সালমান আল ফারসী নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। কেউ

[১০৫৩] সহীহ : বুখারী ৪৮৯৭, মুসলিম ২৩১-(২৫৪৬), মুসনাদে আহমাদ ৯৩৯৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৫৯২।

Scanned by CamScanner

তাকে কিছু দান করলে তা সদাক্বাহ্ করে দিতেন। তিনি অনেক সম্মানিত ও মর্যাদাবান সহাবী ছিলেন। বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও তার প্রশংসা করেছেন। তিনি হলেন এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের প্রতি জান্নাত অধিক আগ্রহী হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে কোন মতই সহীহ নয়। আসল কথা হচ্ছে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। (দেখুন- সিয়ারু আ'লামীন নুবালাহ্) তাঁর থেকে আবূ হুরায়রাহ্ ও আনাস رضي الله عنه ছাড়াও আরো অনেক সহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসের মাধ্যমে সালমান আল ফারসী رضي الله عنه-এর ব্যাপক ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে।

অতএব, তিনি ছিলেন অনেক মর্যাবান ও সম্মানিত সহাবী। যিনি সত্য ধর্মের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন এবং সর্বশেষে সঠিক ধর্ম ইসলামকে খুঁজে পেয়েছেন। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ৮৬ পৃ., হা. ২৫৪৬)

٦٢١٣ -[١٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا» يَعْنِيْ أَبَا هُرَيْرَةَ «وَأُمَّهُ إِلٰى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمَ الْمُؤْمِنِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২১৩-[১৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আয়) বললেন, 'হে আল্লাহ! তোমার নগণ্য এই বান্দা আবূ হুরায়রাকে এবং তার মাতাকে সকল ঈমানদারদের জন্য প্রিয়তর বানিয়ে দাও। আর সকল ঈমানদারদেরকেও এদের কাছে প্রিয়তর বানিয়ে দাও।' (মুসলিম)[১০৫৪]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে দু'আ করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ তারা হলেন দু'জন। ১) আবূ হুরায়রাহ্, ২) তার মা।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা এর উত্তরে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন হয়তো এদিক লক্ষ্য করে যে, দু'আর মধ্যে যেন তাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢١٤ -[١٩] وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو أَن أَبَا سُفْيَان أَتَى عَلٰى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِيْ نَفَرٍ فَقَالُوْا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ " فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوْا: لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَخِيْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২১৪-[১৯] 'আয়িয ইবনু 'আম্র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন আবূ সুফ্ইয়ান رضي الله عنه সালমান, সুহায়ব ও বিলাল رضي الله عنهم প্রমুখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তাঁরা বললেন, আল্লাহর তলোয়ার কি এখনো আল্লাহর এ শত্রুর ঘাড়টি উড়িয়ে দেইনি? তখন আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه বললেন, তোমরা কি কুরায়শদের দলপতি এবং তাদের নেতা সম্পর্কে এরূপ উক্তি করছ? অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকেও অবগত করলেন। তাঁর কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন, হে আবূ বাক্র! তুমি সম্ভবত তাদের মনে দুঃখ দিয়েছ। তাদের মনে যদি তুমি দুঃখ দিয়ে থাক, তাহলে নিশ্চয় তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছ। এ কথা শুনে আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه সালমান ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে এসে বললেন, হে আমার ভাইসব! আমি

[১০৫৪] সহীহ : মুসলিম ১৫৮-(২৪৯১), মুসনাদে আহমাদ ৮২৪২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪২৪০।

Scanned by CamScanner

তোমাদের মনে ব্যথা দিয়েছি। জবাবে তাঁরা বললেন, হে আমাদের ভাই! আমাদের মনে কোন দুঃখ-ব্যথা নেই। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। (মুসলিম)[১০৫৫]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ সুফ্ইয়ান সে সময় কাফির অবস্থায় হুদনাহ্ নামক জায়গায় এসেছিল। আর তা ছিল হুদায়বিয়াহ্ সন্ধির পরে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র-কে বললেন, তুমি যদি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে রাগান্বিত করেছ।

এ কথা বলার কারণ হলো, যেহেতু তারা মু'মিন এবং আল্লাহকে ভালোবাসে আর আল্লাহও তাদেরকে ভালোবাসেন। তাই তাদেরকে রাগান্বিত করলে আল্লাহকে রাগান্বিত করা হবে।

তাছাড়াও এদিক থেকে তুমি কাফিরের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছ।

মির্ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা সুহায়ব رضي الله عنه সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু জাদ্'আন আত্ তা'মিমী رضي الله عنه-এর আযাদকৃত দাস সুহায়ব ইবনু সিনান। তার কুনিয়াত হলো আবূ ইয়াহ্ইয়া। আর বাড়ি ছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝে মুসল এলাকায়। রোমের লোকেরা আকস্মিক তাদের এলাকায় আক্রমণ করে এবং ছোট অবস্থায় তাকে বন্দি করে নিয়ে যায়, তখন তিনি রোমেই লালিত-পালিত হন। তারপর কাল্‌ব নামক এক ব্যক্তি তাকে ক্রয় করে মাক্কায় নিয়ে আসেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু জাদ্'আন তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। তারপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার সাথেই থেকে যান।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তিনি রোমে বড় হয়েছেন। যখন তিনি বুঝতে শিখলেন তখন সেখান থেকে পালিয়ে মাক্কায় চলে আসেন। তারপর তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু জাদ্'আন-এর সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি মাক্কায় নুবুওয়্যাতের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

কেউ কেউ বলেন, তিনি এবং 'আম্মার ইবনু ইয়াসীর একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ দারুল আরক্বামে ছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ সকল লোকেদের অন্যতম ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যাদের সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। তিনি ৮০ হিজরীতে মাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তার থেকে অনেক লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

শার্হুন্ নাবাবী গ্রন্থে ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ বাক্‌র رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এভাবে দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, তারা বলেছেন «لا يغفر الله لك» অর্থাৎ না, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

বরং আবূ বাক্‌র رضي الله عنه শিখিয়েছেন যে, তোমরা এভাবে বল عَافَاكَ اللّٰهُ অথবা رَحِمَكَ اللّٰهُ ইত্যাদি।

তিনি এখানে বুঝিয়েছেন যে, তোমরা দু'আ করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করো না।
(শার্হুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ৫৬ পৃ., হা. ২৫০৪)

٦٢١٥ -[٢٠] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اٰيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১০৫৫] সহীহ : মুসলিম ১৭০-(২৫০৪), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৯৪।

Scanned by CamScanner

৬২১৫-[২০] আনাস رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন, আনসারদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ, আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ মুনাফিক্বীর (কপটতার) আলামাত। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৫৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনুত্ তীন বলেন, আনসারদের ভলোবাসার অর্থ হলো সকল আনসারকে ভালোবাসা। অতএব, কেউ যদি কিছু আনসারকে ভালোবাসে আর কিছুকে ভালো না বাসে। তাহলে সে আনসারদের ভালোবাসে বলে গণ্য হবে না। এছাড়াও কুরআনে আনসারদের বিভিন্নভাবে প্রসংশা করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের সন্তানদেরকে, তাদের মিত্রদেরকে ও অভিভাবকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই স্তরে তাদের পৌছার কারণ হলো যে, তারা নাবী ﷺ-কে আশ্রয় দিয়েছে এবং সহযোগিতা করেছে। এজন্য তারা তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুহাজিরদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছে এবং মাদীনাকে মুসলিমদের জন্য স্বদেশ ও আশ্রয়স্থল বানিয়েছে। আর এটিই ছিল অন্যান্য 'আরব ও অনারবদের শত্রুতার কারণ। যেহেতু তারা অমুসলিম ছিল তাই তারা আনসারদের কাজ পছন্দ করেনি। অতএব যারা আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে এবং তাদের সাথে শত্রুতা করবে, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না। এজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন, ঈমানের আলামাত হলো আনসারদরকে ভালোবাসা আর নিফাক্বের আলামাত হলো আনসরাদের ঘৃণা করা। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢١٦ـ[٢١] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغَضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২১৬-[২১] বারা' (ইবনু 'আযিব رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আনসারদেরকে একমাত্র মু'মিনরাই ভালোবাসে আর মুনাফিক্ব মাত্রই তাদের প্রতি হিংসা করে। অতএব যে লোক তাঁদেরকে ভালোবাসবে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন। আর যে লোক তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা শত্রুতা রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৫৭]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আনসারদেরকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতে পারে তারাই যারা পূর্ণ মু'মিন। আর আনসারদের প্রতি যারা বিদ্বেষ রাখে তারা হলো মুনাফিক্ব। অতএব শারী'আতী কোন কারণ ছাড়া তাদেরকে কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখা যাবে না। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢١٧ـ[٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِيْ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَحَدَّثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ

[১০৫৬] সহীহ : বুখারী ১৭, মুসলিম ১২৮-(৭৪), সহীহুল জামি' ১৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৬৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৭৮, মুসনাদে আহমাদ ১২৩৯২, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৩০৮, শু'আবুল ঈমান ১৫১০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩৩১।

[১০৫৭] সহীহ : বুখারী ৩৭৮৩, মুসলিম ১২৯-(৭৫), মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৯৯, তিরমিযী ৩৯০০, ইবনু মাজাহ ১৬৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৯১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৫৩, মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৯৯, শু'আবুল ঈমান ১৫০৯, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ৮৩৩৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৯৪৬।

Scanned by CamScanner

فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالَ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ قَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُ الْأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২১৭-[২২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রসূল (ﷺ)-কে হাওয়াযিন গোত্রের সম্পদরাজি গনীমাত আকারে হস্তগত করালেন, তখন তিনি তা হতে কুরায়শদের বিশেষ বিশেষ লোককে একশত করে উট প্রদান করলেন। এটা দেখে আনসারদের কিছু লোক বলল, আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে মাফ করুন, তিনি আমাদেরকে না দিয়ে কুরায়শদেরকে প্রদান করছেন, অথচ আমাদের তরবারি হতে এখনো তাদের রক্ত ঝরছে। তাদের এ কথা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জানানো হলে তিনি লোক পাঠিয়ে আনসারদেরকে ডেকে চামড়ায় তৈরি একটি তাঁবুর মাঝে সমবেত করলেন এবং তাঁরা (আনসারগণ) ছাড়া আর কাউকেও সেখানে ডাকলেন না। অতঃপর যখন তাঁরা সমবেত হলেন, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে গিয়ে বললেন, এটা কেমন কথা, যা আমি তোমাদের তরফ হতে শুনতে পেয়েছি? তখন তাঁদের জ্ঞানী লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের বুদ্ধিমান লোকেরা কিছুই বলেননি, অবশ্য কিছু সংখ্যক অল্প বয়স্ক তরুণ বলেছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে মাফ করুন তিনি আনসারদের রেখে কুরায়শদেরকে প্রদান করছেন। অথচ আমাদের তরবারি হতে তাদের রক্ত এখনো ঝরছে। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এইমাত্র কুফর পরিত্যাগ করেছে এমন কিছু লোককে (ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও তাদের মনোতুষ্টির জন্য) ধন-সম্পদ প্রদান করছি। তোমরা কি এতে তুষ্ট নও যে, এ সমস্ত লোকেরা অর্থ-সম্পদ নিয়ে চলে যাক, আর তোমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে সাথে করে বাড়ি ফিরে যাও? তাঁর এ কথা শুনে আনসারগণ সকলেই বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা বলেছেন, এতে আমরা সন্তুষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৫৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত সম্পদ বণ্টন করছিলেন, জি'রানা নামক স্থানে। আর যাদেরকে তিনি (ﷺ) বেশি বেশি সম্পদ দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মু'আবিয়াহ্-এর পিতা আবূ সুফ্ইয়ান ও সেই মুহাজির কুরায়শদেরকে বেশি বেশি সম্পদ দিচ্ছিলেন তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। কিন্তু তাদের তুলনায় তিনি আনসার সহাবীদেরকে কম দিচ্ছিলেন। তখন আনসারদের মধ্য থেকে কম বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু লোক বলে উঠল, আল্লাহ রসূলকে ক্ষমা করুন। তিনি শুধু তার সম্প্রদায় কুরায়শের লোকেদেরকেই দিচ্ছেন।

তারা যুক্তি দেখিয়ে আরো বলল, (وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ) অর্থাৎ এখনো আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত ঝরছে। মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, এ কথার ব্যাখ্যা এরূপ হতে পারে যে, আমরা বেশি

[১০৫৮] সহীহ : বুখারী ৩১৪৭, মুসলিম ১২৩-(১০৫৯), মুসনাদে আহমাদ ১২৭১৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৯৯০৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৫৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২৭৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৩১৬।

Scanned by CamScanner

যুদ্ধ করেছি এবং রক্ত ঝরিয়েছি। অতএব, গনীমাতের মালের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন আনসার সহাবীদেরকে একত্র করে বুঝিয়ে বললেন, আমি তাদেরকে সম্পদ দিয়েছি তাদেরকে শুধু ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। তারা কুরায়শ বা অন্য কোন উদ্দেশে তাদেরকে দেয়া হয়নি।

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আরো বুঝালেন। এতে তারা বুঝতে পারল এবং নিজেদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো।

এক 'আরব কবি কতই না চমৎকার বলেছেন,

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا ... لَنَا عِلْمٌ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالُ

فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنٰى عَنْ قَرِيبٍ ... وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقٰى لَا يَزَالُ.

অর্থাৎ আমাদের মাঝে মহা প্রতাপশালীর বণ্টনে আমরা রাজী। আমাদের জন্য 'ইল্ম আর শত্রুদের সম্পদ। সম্পদ তো অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। আর 'ইল্ম তো চিরকালই রয়ে যাবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٦٢١٨ -[٢٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا وَالْأَنْصَارِ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২১৮-[২৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের একজন হতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকায় চলে, আর আনসারগণ অন্য কোন উপত্যকায় চলে, তবে অবশ্যই আমি আনসারদের উপত্যকায় চলব। আনসারগণ হলো ভিতরের পোশাকস্বরূপ আর অন্যান্য লোকেরা হলো বাইরের পোশাকস্বসরূপ। আমার পরে অনতিবিলম্বে তোমরা পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। কাজেই তোমরা হাওযে কাওসারের কাছে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে। (বুখারী)[১০৫৯]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে। (لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الْأَنْصَارِ) অর্থাৎ যদি হিজরতের মতো ঘটনা না ঘটতো তাহলে আমি আনসারদের একজন হতাম।

আনসারদের মধ্যে হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য এটা নয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম যদি কুরায়শদের মধ্যে না হয়ে আনসারদের মধ্যে হত তাহলে ভালো হত। কেননা এটা হারাম। আর কেনইবা রসূলুল্লাহ ﷺ এটা আকাঙ্ক্ষা করবেন। তাঁর বংশই তো অনেক উঁচু ও সম্ভ্রান্ত। বরং তিনি (ﷺ) এর দ্বারা বুঝিয়েছেন এলাকাগত সম্পর্ককে যার অর্থ দ্বারাই যদি দীনের কারণে হিজরত করতে না হত এবং স্বদেশ ত্যাগ করতে না হত তাহলে আমি তোমাদের মতোই আনসার এলাকায় থাকতাম এবং তোমাদের নাম আনসার (সাহায্যকারী) নামেই পরিচিত হতাম। অর্থাৎ মানুষদেরকে সাহায্য করতাম।

[১০৫৯] সহীহ : বুখারী ৪৩৩০, তিরমিযী ৩৮৯৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৭৬৮, সহীহুল জামি' ৫৩১০, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রযযাক্ ১৯৯০৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৬০, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৩৪০, মুসনাদে আহমাদ ২১২৮৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৩৫৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩২৩, সুনানুদ্ দারিমী ২৫১৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৯, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৮৪৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৯৬৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৩২৬।

Scanned by CamScanner

কেউ কেউ বলেন, এ কথার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের মর্যাদা বুঝিয়েছেন। কারণ হিজরত করার পর সবচেয়ে মর্যাদার কাজ হলো সাহায্য করা বা আনসার হওয়া। অতএব যদি হিজরতের ঘটনা না ঘটত তাহলে আল্লাহর কাছে এই সম্মান ও মর্যাদা কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতেন।

সারকথা হলো যদি হিজরতের কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা আনসারদের থেকে বেশি না হত তাহলে তিনি তাদেরই একজন হয়ে যেতেন। এটি তাদের জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে বিনয় প্রকাশ। তিনি মানুষদেরকে উৎসাহিত করেছেন। যেন তারা আনসারদের সম্মান করে। কিন্তু তারা ঐ সকল মুহাজিরদের মর্যাদার স্তরে পৌছতে পারবে না, যাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয় মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। স্বদেশ ভূমি ও নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য এবং দীন ইসলামকে উঁচু করার জন্য তারা যা করেছেন আল্লাহ তাতে তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

যদিও আনসারদের ত্যাগ ও কুরবানী সাহায্য ও সহযোগিতা, মমতা ও ভালোবাসা কোন অংশেই কম ছিল না। কিন্তু তারপরেও তারা নিজেদের প্রিয়জনদের সাথে, স্বদেশের মাটিতে থাকতে পেরেছেন। এজন্যই আনসারদের তুলনায় মুহাজিরদের মর্যাদা বেশি।

(لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا) অর্থাৎ তাহলে অবশ্যই আমি আনসারদের উপত্যকায় বা তাদের গিরিপথে চলতাম।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হিজায ভূমিতে আছে অনেক উপত্যকা ও গিরিপথ। যদি সকলে চলার কারণে পথ সংকুচিত হয়ে যায়। আর সে সময় যদি আনসারগণ একটি গিরিপথ বা উপত্যকা দিয়ে চলে তাহলে আমিও আনসারদের সাথেই সেই পথে চলবো।

অথবা এটিও হতে পারে যে, তিনি উপত্যকা দ্বারা মত বা সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমন- 'আরবরা বলে থাকে «فُلَانٌ فِيْ وَادٍ وَأَنَا فِيْ وَادٍ» অমুক (সে) ঐ উপত্যকায় আর আমি এই উপত্যকায় অর্থাৎ সে ঐ মতে আর আমি এই মতে।

অথবা এটিও হতে পারে যে, আনসারদের চালচলন, কথা-বার্তা ও আচার-ব্যবহার তাঁর কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তাই তিনি তাদের সাথে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ এটি বুঝাননি যে, তিনি তাদের অনুসরণ করবেন। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই অনুসরণীয় ব্যক্তি। সকল মু'মিনের জন্য আবশ্যক হলো তার অনুসরণ করা।

(الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ) অর্থাৎ আনসারগণ হলো ভিতরের আবরণ আর অন্য লোকেরা হলো বাহিরের আবরণ। এখানে আনসারদেরকে ভিতরের আবরণ বলে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গভীর বন্ধুত্ব ও খাঁটি ভালোবাসি রয়েছে। যার মানে হলো তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক কাছের লোক। যেমন সন্তানেরা তাদের পিতার কাছের লোক হয়ে থাকে।

(إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً) অর্থাৎ অচিরেই আমার পরে পক্ষপাতিত্বমূলক তোমরা রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখতে পাবে। সেই সময় তোমাদের শাসকেরা দুনিয়ার গনীমাত ও মালে ফাইয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর অন্যদেরকে এবং নিজেদেরকে প্রাধান্য দিবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে হাওযে কাওসারে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত। তারপর তোমরা সেখান থেকে তোমাদের ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারবে এমন হাওযে কাওসারের পানি পান করার মাধ্যমে যা পান করলে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

Scanned by CamScanner

٦٢١٩ -[٢٤] وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ». فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ. وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ. الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ» قَالُوا: وَاللهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضِنًّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذُرَانِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৬২১৯-[২৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি (ﷺ) ঘোষণা দিলেন, যে লোক আবূ সুফ্ইয়ান-এর গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে, আর যে লোক অস্ত্র ফেলে দেবে সেও নিরাপদ। তখন আনসরাগণ বলতে লাগল, লোকটির মাঝে স্বীয় আত্মীয়স্বজনের মায়া ও স্বীয় জন্মস্থানের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিয়েছে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা রসূল ﷺ-এর ওপর ওয়াহী অবতীর্ণ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তো আমার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছ যে, লোকটিকে আত্মীয়স্বজন ও জন্মভূমির মায়া গ্রাস করে ফেলেছে। কখনো নয়! নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি আল্লাহ পথে এবং তোমাদের দিকে হিজরত করেছি। তোমাদের মাঝেই আমার জীবন আর তোমাদের মাঝেই আমার মরণ। এ কথা শুনে তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা উক্ত কথাটি শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে নিজ কার্পণ্য হিসেবে বলেছি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের সত্যবাদিতা গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের আপত্তি গ্রহণ করেছেন। (মুসলিম)[১০৬০]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যায় ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ সুফ্ইয়ান যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন 'আব্বাস رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, সে তো এমন লোক যে গর্ভ করতে পছন্দ করে তো আপনি তার জন্য কিছু একটা করে দেন না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যে আবূ সুফ্ইয়ান-এর বাড়িতে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।

মির্ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা আবূ সুফ্ইয়ান সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন, মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর পিতা আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু সাখ্র ইবনু হার্ব আল উমাবী আল কুরায়শী। জাহিলী যুগে হস্তির ঘটনা ঘটার দশ বছর পূর্বে সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশের নেতা। মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুনায়নের যুদ্ধে শারীক হন। রসূলুল্লাহ ﷺ তার মনোরঞ্জনের লক্ষে সেই যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনীমাতের মাল থেকে ১০০টি উট এবং ৪০ উক্বিয়্যাহ্ দিয়েছিলেন। ত্বায়িফ যুদ্ধের দিন তিনি এক চোখে আঘাত পান। তারপর ইয়ারমূক যুদ্ধ পর্যন্ত তার এক চোখ অন্ধই ছিল। অতঃপর তার আরেক চোখে একটি পাথর লাগে। এতে তিনি একেবারে অন্ধ হয়ে যান। ৩৪ হিজরীতে তিনি মাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তাকে বাক্বী' ক্ববরস্থানে দাফন করা হয়। তার থেকে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[১০৬০] সহীহ : মুসলিম ৮৪-(১৭৮০), আবূ দাউদ ৩০২১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৩৬৮২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ৯৭৩৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৯২৩, মুসনাদুল বায্যার ১২৯২, দারাকুত্বনী ২৩৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭১১৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৭৪০, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩৯৯১।

Scanned by CamScanner

আনসারগণ যখন ধারণা করল যে, রসূলুল্লাহ ﷺ হয়তো মাক্কায় থেকে যাবেন। তখন অনেকেই পরস্পর বলতে লাগল যে, মাক্কার প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া ছেড়ে তিনি হয়তো আর মাদীনায় যাবেন না। সে সময় আল্লাহ ওয়াহী নাযিল করে তা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আনসারদের জানিয়ে দিলেন, কক্ষনোই না। আমার মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরত করাটা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে। অতএব, যে ভূমির মায়া ছেড়ে তোমাদের কাছে চলে গেছি সেখান থেকে আর এখানে ফিরে আসব না। অতএব যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমাদের থাকব। আর যখন মারা যাবো তখন তোমাদের ভূমিতেই মারা যাব। আনসারগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি এই ধারণা করেছিলেন। কারণ হলো মানুষ প্রকৃতিকভাবেই স্বদেশের প্রতি এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাই তারা আশঙ্কা করলেন যে, হয়তো তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাতছাড়া করছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেন না ছাড়তে হয় এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁরা এসব কথাও বলছিলেন।

উক্ত হাদীস থেকে এটিও পাওয়া যায় যে, 'আলিমগণকে ও নেককার লোকেদেরকে নিজেদের সাথে রাখা এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে তাদের বিচ্ছেদে অসন্তুষ্ট হওয়া জায়িয। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٢٠ -[٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ اَللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ» يَعْنِي الْأَنْصَارَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২২০-[২৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ দেখলেন, (আনসারীদের) কতিপয় শিশু ও মহিলা কোন এক বিবাহ উৎসব হতে আসছে। তখন নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! (তুমি সাক্ষী থাক!) তোমরা (আনসারগণ) সকল মানুষের তুলনায় আমার কাছে অধিক প্রিয়। হে আল্লাহ! তোমরা (আনসারগণ) আমার কাছে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৬১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে বর্ণিত عُرْسٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন- ইবনু মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো, ওয়ালীমার খাবার। আবার কেউ কেউ বলেন, عُرْسٌ অর্থ হলো এমন খাবার যা দা'ওয়াতের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (اَللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, এই বাক্যে কিছু অংশ উহ্য আছে। আর তা হলো, হে আল্লাহ! তুমি তো সত্য জানো যে, আমি আনসারদের ব্যাপারে যা বলছি। তারা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আর তারা বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো আনসারগণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٢١ -[٢٦] وَعَنْهُ قَالَ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ عَصَبَ عَلٰى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ. فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى

[১০৬১] সহীহ : বুখারী ৫১৮০, মুসলিম ১৭৪-(২৫০৮), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৫০।

Scanned by CamScanner

عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২২১-[২৬] আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব ও 'আব্বাস ﷺ একদিন আনসারদের কোন এক বৈঠকের কাছ দিয়ে গমন করেন। এ সময় তাঁরা কাঁদছিল। তা দেখে এঁরা উভয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে নাবী ﷺ-এর উঠাবসার কথা আমরা স্মরণ করছিলাম। অতঃপর তাঁদের একজন নাবী ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। তখন নাবী ﷺ একটি চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর হতে বাইরে এসে মিম্বারে আরোহণ করলেন। ঐ দিনের পর তিনি আর মিম্বারে আরোহণ করেননি। অতঃপর তিনি (ﷺ) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি উল্লেখ করলেন, তারপর বললেন, আনসারদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদেরকে আমি ওয়াসিয়্যাত করে যাচ্ছি। কেননা তাঁরা আমার অন্তরঙ্গ এবং আমার বিশ্বস্ত। তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব তাঁরা যথাযথ সম্পাদন করেছেন, কিন্তু তাঁদের উত্তম লোকেদের (উত্তম কাজকে) তোমরা সানন্দে গ্রহণ কর এবং তাঁদের মন্দ লোকেদের (মন্দকে) তোমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। (বুখারী)[১০৬২]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ) অর্থাৎ আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈঠকের কথা মনে করছি। এ কথার মাধ্যমে আনসারগণ বুঝিয়েছেন যে, আমরা আশঙ্কা করছি যদি আল্লাহ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাগ্যে মৃত্যু লিখে রাখেন তাহলে তো আমরা আর তাঁর বৈঠকে বসতে পারব না। তারপর তাদের দু'জনের একজন তথা 'আব্বাস ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কছে প্রবেশ করে আনসারদের বিষয়টি জানালেন। তখন প্রচণ্ড ব্যথার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় পট্টি বেঁধে বের হয়ে মিম্বারে আরোহণ করে ভাষণ দিলেন।

হাদীসে উল্লেখিত كَرِشِي শব্দের অর্থ নিয়ে কয়েকটি মত আছে। যেমন- তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো মানুষের নির্ভরতার স্থান। নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, গোপন রহস্যের স্থান। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো দল বা জামা'আত। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ৫৮ পৃ., হা. ২৫১০)

আর عَيْبَتِي শব্দের অর্থ হলো বিশেষ গোপন তথ্যের স্থান।

(وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ) অর্থাৎ তাদের ওপর যে দায়িত্ব ছিল তারা তা পালন করেছে। এখন তাদের জন্য প্রতিদান বাকী আছে। 'আস্ক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে বুঝানো হয়েছে যে, আনসারগণ 'আক্বাবার রাতে যা ওয়া'দা করেছিল, যেমন- তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বাত্মক সাহায্য করবে। তা তারা করেছে এবং তাদের ওয়া'দা ঠিক রেখেছে। এখন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও প্রতিদান বাকী আছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٢٢ -[٢٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلْ عَنْ مُحْسِنِهِمْ وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[১০৬২] সহীহ : বুখারী ৩৭৮৫, মুসলিম ১৭৪-(২৫০৮), মুসনাদে আহমাদ ১২৮২০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৫০।

Scanned by CamScanner

৬২২২-[২৭] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে অসুস্থে নাবী ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন, সে পীড়ার সময় তিনি একদিন ঘর হতে বের হয়ে এসে (মাসজিদের) মিম্বারে বসলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, *আম্মা বা'দ* (হে লোকসকল! শোন! মু'মিন) লোকেদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে আর আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। পরিশেষে তাঁরা খাদ্যের মধ্যকার লবণতুল্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, তোমাদের কেউ যদি কোন ক্ষমতার অধিকারী হয়, যার ফলে সে (ইচ্ছা করলে) কোন গোত্রের ক্ষতিও করতে পারে কিংবা উপকারও করতে পারে, তার উচিত হবে যেন সে আনসারদের ভালো লোকেদের (সৎকর্মকে) সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁদের মন্দ লোকেদের (অন্যায় আচরণকে) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। (বুখারী)[১০৬৩]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে বলা হয়েছে যে, আনসারদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তার কারণ হলো, আনসার তো হলেন শুধু তারাই যারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাঁর দুর্বল ও কঠিন অবস্থায় সাহায্য করার সময় তো চলে গেছে যা আর আসবে না। যেহেতু সেই সময়টি আর আসবে না, তাই আার কেউ তাদের মতো আনসারও হতে পারবে না। এজন্যই দিন দিন আনসারদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কেউ তাদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারছে না।

আনসারদেরকে লবণের সাথে তুলনা করা হয়েছে এদিক থেকে যে, খাবারের মধ্যে যেমন- লবণের পরিমাণ অন্যান্য জিনিসের তুলনায় কম থাকে ঠিক মুহাজিরদের তুলনায় আনসারদের সংখ্যা তেমন কম থাকবে। যা পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٢٣ -[٢٨] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اللّٰهُ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২২৩-[২৮] যায়দ ইবনু আরক্বাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আয়) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আনসার ও আনসারদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের সন্তানদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তুমি মাফ করে দাও।' (মুসলিম)[১০৬৪]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের জন্য দু'আ করেছেন। তারা হলেন সহাবী। তিনি তাদের সন্তানদের জন্য দু'আ করেছেন। যাদের অনেকেই হলেন তাবি'ঈ। তিনি তাদের নাতী-নাতনীদের জন্য দু'আ করেছেন। যাদের অনেকেই হলেন আত্বা'। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ তিন যুগের আনসারাদের জন্য দু'আ করেছেন। এটিও অসম্ভব নয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আর অন্তর্ভুক্ত তারাও হতে পারে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যারা সেই সকল আনসারদের মাধ্যমে দুনিয়াতে আসবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৬৩] সহীহ : বুখারী ৩৭৯৯, সহীহুল জামি' ২৫৪৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪২১৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩৪৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৪৮৭।

[১০৬৪] সহীহ : মুসলিম ১৭২-(২৫০৬), আবূ দাউদ ২৬৮২, তিরমিযী ৩৯০৯, ইবনু মাজাহ ১৬৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৯৯১৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৫২, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৩৪১, মুসনাদে আহমাদ ১৯৩১৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩০৩২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০১৪৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৯৬৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৭৩০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৯৭৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯১১।

Scanned by CamScanner

٦٢٢٤ - [٢٩] وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২২৪-[২৯] আবূ উসায়দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আনসার গোত্রসমূহের মাঝে উত্তম হলো বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ 'আব্দ আল আশহাল, তারপর বানূ হারিস ইবনুল খাযরাজ এবং অতঃপর বানূ সা'ইদাহ্। মূলত আনসারদের প্রতিটি পরিবাবেরই কল্যাণ রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৬৫]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের বিভিন্ন আনসার গোত্রের এলাকার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আর সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, সব আনসার গোত্রের এলাকার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। এটি বলা হয়েছে মাদীনার অন্যান্য গোত্রের এলাকার বিবেচনায়।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আনসারদের সর্বোত্তম এলাকা হলো, যে এলাকার আনসার গোত্র সর্বোত্তম। সে সময় প্রতিটি গোত্র একেকটি এলাকায় বসবাস করত। আর যে এলাকায় যে গোত্র বসবাস করত, সেই এলাকাই সেই গোত্রের নামেই ডাকা হত। এজন্যই বিভিন্ন হাদীসে এলাকার নাম বাদ দিয়ে শুধু গোত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনা করা হত আগে ইসলাম গ্রহণ করার দিক দিয়ে এবং ইসলামে তাদের অবদানের দিক দিয়ে।

উক্ত হাদীস থেকে এটিও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিশেষ বিবেচনায় বিশেষ কোন গোত্রকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে উল্লেখ করা বৈধ আছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٢٥ - [٣٠] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ وَفِي رِوَايَةٍ: أَبَا مَرْثَدٍ بَدَلَ الْمِقْدَادِ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتّٰى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا» فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحن بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٍ. فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلٰى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِن لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَمْوَالَهُمْ وَأَهْلَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ» فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا

[১০৬৫] সহীহ : বুখারী ৩৭৮৯, মুসলিম ১২-(১৩৯২), তিরমিযী ৩৯১১, সহীহুল জামি' ২৬০২, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৪২১৬, মুসনাদে আহমাদ ১৬০৯৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৯৯১০, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ১৪০০, মুসনাদুল হুমায়দী ১১৯৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৬৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫০৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩৩৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬১৯৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৪৮৯।

Scanned by CamScanner

رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلٰى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فقد وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى ﴿يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২২৫-[৩০] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মিক্বদাদ-কে, অপর এক বর্ণনায় মিক্বদাদ-এর পরিবর্তে আছে, আবূ মারসাদ-কে পাঠিয়ে বললেন, তোমরা 'রওযাহ্ খাখ' নামক স্থানে যাও, সেখানে গিয়ে এক উষ্ট্রারোহী মহিলাকে পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে। অতএব তোমরা তার কাছ হতে উক্ত পত্রখানা নিয়ে আসবে। ('আলী (রাঃ) বলেন,) আমরা সকলে খুব দ্রুত ঘোড়া দৌড়িয়ে যাত্রা করলাম। অবশেষে উক্ত রওযাহ্ নামক স্থানে পৌছে আমরা উষ্ট্রারোহী মহিলাকে পেলাম। অতঃপর আমরা বললাম, 'পত্রটি বের কর'। সে বলল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, স্বেচ্ছায় পত্রটি বের করে দাও, নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে সন্ধান চালাব। শেষ পর্যন্ত সে তার চুলের বেণির ভিতর হতে পত্রখানা বের করে দিল। অতঃপর আমরা তা নিয়ে নাবী ﷺ-এর কাছে এসে পৌছলাম। চিঠিখানা খুলতেই দেখা গেল, (উক্ত চিঠিখানা) মাক্কার মুশরিকদের কতিপয় লোকেদের প্রতি হাত্বিব ইবনু আবূ বালতা'আহ্-এর তরফ থেকে। এতে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ হাত্বিবকে (ডেকে) প্রশ্ন করলেন, হে হাত্বিব! এটা কি ব্যাপার? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার বিরুদ্ধে ত্বরিৎ কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমি হলাম কুরায়শদের মধ্যে একজন বহিরাগত লোক। আমি তাদের বংশের অন্তর্ভুক্ত নই। আর আপনার সাথে যে সকল মুহাজির রয়েছেন, তাঁদের বংশীয় আত্মীয়স্বজন সেখানে (মাক্কায়) রয়েছেন, ফলে মাক্কার মুশরিকগণ উক্ত আত্মীয়তার প্রেক্ষিতে ঐ সমস্ত মুহাজিরদের ধন-সম্পদ এবং অবশিষ্ট আপনজনদের হিফাযাত করে থাকে। কুরায়শদের মাঝে যখন আমার কোন আত্মীয়-আপনজন নেই, তখন আমি এটাই চেয়েছি যে, মাক্কার শত্রু সম্প্রদায়ের প্রতি কিছু ইহসান করি, যাতে তারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং তাদের অনিষ্ট হতে আমার আত্মীয়স্বজন নিরাপদে থাকে। আমি এ কাজটি এজন্য করিনি যে, আমি কাফির কিংবা দীন হতে মুরতাদ হয়ে গেছি। আর না ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কুফ্‌রীর দিকে আকৃষ্ট থেকে এরূপ করেছি। তাঁর বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাত্বিব তোমাদের সামনে সত্য কথাই বলেছে। 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিক্বের ঘাড় উড়িয়ে দেই। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় ইনি একজন বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তুমি প্রকৃত বিষয়টি কি জান? সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা কর, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত।' অন্য বর্ণনায় আছে, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম। এরপর হাত্বিব ও অন্যান্যদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন- "হে ঈমানদারগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদের (কাফির-মুশরিকদের) সাথে কোন প্রকারের বন্ধুত্ব স্থাপন করো না....."– (সূরাহ্ আল মুমতাহিনাহ্ ৬০ : ১)। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৬৬]

[১০৬৬] সহীহ : বুখারী ৩০০৭, মুসলিম ১৬১, আবূ দাউদ ২৬৫০, তিরমিযী ৩৩০৫, সহীহ আবূ দাউদ ২৩৮১, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৭১৮, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ৮৩, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৪৮৫, মুসনাদুল হুমায়দী ৪৯, মুসনাদুল বায্‌যার ৫৩০, মুসনাদে আহমাদ ৬০০, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৯৯, শু'আবুল ঈমান ৯৩৭১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৫৮৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৯০০।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তি মিক্বদাদ সম্পর্কে মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, তিনি হলেন, মিক্বদাদ ইবনু ‘আম্‌র আল কিনদী। তাকে কিনদী নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এজন্য যে, তার পিতা কিন্দীর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। তিনি হলেন, প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ষষ্ঠ ব্যক্তি। মাদীনাহ্ থেকে তিন মাইল দূরে জারফ নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মানুষেরা তাকে বাঁধে বহন করে এনে বাক্বী‘ ক্ববরস্থানে দাফন করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তার থেকে ‘আলী তা ত্বারিক্ব ইবনু শিহাব ছাড়াও আরো অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত আরেক ব্যক্তি আবূ মারসাদ সম্পর্কে মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, তিনি হলেন, কিনায় ইবনু হুসায়ন। তিনি বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার ছেলে মারসাদ একজন বড় মাপের সহাবী। সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি এবং তার ছেলে মারসাদ হামযাহ ইবনু ‘আবদুল মুত্ত্বালিব-এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। ওয়াকিদী এবং ইবনু ইসহাক্ব (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তার মাঝে এবং ‘উবাদাহ্ ইবনু সামিত-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ বলেন, আবূ মারসাদ বদ্‌র, উহুদ, খন্দাক যুদ্ধসহ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৬৬ বছর বয়সে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকালে মৃত্যুবরণ করেন।

উক্ত হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ‘আলী, যুবায়র এবং মিক্বদাদকে পাঠিয়েছেন। আবার অপর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আবুয্ যুবায়র ও আবূ মারসাদ-কে পাঠিয়েছেন, এখানে উভয় বর্ণনায় বাহ্যিকভাবে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে আসল ব্যাপার হলো যে, রসূলুল্লাহ ﷺ চারজনকেই পাঠিয়েছেন।

শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত চারজনকেই সেই কাজে পাঠিয়ে ছিলেন।

(رَوْضَةُ خَاخٍ) একটি জায়গার নাম যা মাদীনার অদূরে মাক্কাহ্ ও মাদীনার পথে অবস্থিত।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ৪৮ পৃ., হা. ২৪৯৪)

হাদীসে উল্লেখিত দাসীর নাম হলো সারাহ। সে হলো, ‘ইমরান ইবনু আবূ সায়ফি আল কুরায়শী-এর আযাদকৃত দাসী।

উক্ত চিঠিতে হাত্বিব ইবনু আবূ বালতা‘আহ্ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সংবাদ এবং মাদীনার কিছু খবর লিখে পাঠাচ্ছিল। সে সময় জিবরীল আলায়হিস্ সালাম এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা জানিয়ে দিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পাঠালেন।

হাত্বিব ইবনু আবূ বালতা‘আহ্-এর কথা বলা শেষ হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তা সত্যায়ন করলেন।

তারপর ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন যে, আপনি অনুমতি দেন। আমি এই মুনাফিক্বের গর্দান উড়িয়ে দেই। এখন প্রশ্ন হলো, তার কথা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যায়ন করার পরেও কেন ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। এর উত্তর হলো, ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন দীনের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর। আর তিনি ধারণা করেছিলেন যে, যে ব্যক্তিই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশের বিপরীত কোন কাজ করবে সেই হত্যার যোগ্য হবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হত্যা করার অনুমতি দেননি। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তো বদ্‌রের যুদ্ধে শারীক হয়েছে। যারা বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ তাদের দিকে দয়া ও ক্ষমার বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়েছে।

তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো ও উপকারী ‘আমাল করে যাও। তা পরিমাণে কম হোক অথবা বেশি হোক। তোমরা যারা বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছ তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

এখানে একটি প্রশ্ন হলো, যারা বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তারা কি যে কোন অপরাধ করলেই ছাড় পেয়ে যাবে? যেমন এখানে হাত্বিব ইবনু আবূ বালতা'আহ্ ছাড় পেয়ে গেল।

উত্তর হলো না। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা দুনিয়াতে যে কোন অপরাধ করলে তার শাস্তি হবে। যেমন মিথ্যা অপরাধে শারীক থাকার কারণে মিসতাহ-এর ওপর হাদ্দ প্রয়োগ করা হয়েছিল। অথচ সে বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এখানে হাত্বিব ইবনু আবূ বালতা'আহ্-কে ছাড় দেয়া হয়নি। বরং তার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

উক্ত হাদীস থেকে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরো কিছু বিষয় প্রমাণ করেছেন। তা হলো-

* রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এটি একটি স্পষ্ট মু'জিযাহ্ যে, তিনি তথ্য পাচারের ঘটনা জিবরীল (আলায়হিস সালাম)-এর মাধ্যমে আগেই জানতে পেরেছেন।

* বিশেষ স্বার্থে গোয়েন্দাদের গোপন বিষয় পড়ে প্রকাশ করা বৈধ আছে।

* গোপন বিষয় প্রকাশ করার মাঝে যদি কোন ক্ষতি না থাকে। বরং তাতে কোন কল্যাণ থাকে তাহলে তো প্রকাশ করা ভালো।

* বিচারকের অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

* গোপন তথ্য পাচার করা হলো কাবীরাহ্ গুনাহ। কিন্তু সেজন্য কেউ কাফির হয়ে যায় না।

কেউ এ জাতীয় কাজ করলে তাকে কি শাস্তি দেয়া হবে তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে, মুসলিম গোয়েন্দাকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। মালিকদের মতে তাকে তাওবাহ্ করতে বলা হবে। যদি সে তাওবাহ্ না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কেউ কেউ বলেন, তাওবাহ্ করলেও তাকে হত্যা করা হবে।

ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিচারক চিন্তা-ভাবনা করে রায় দিবেন।

(শারহুন্ নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ৪৮-৪৯ পৃ., হা. ২৪৯৪, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা রিফা'আহ্ সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন, রিফা'আহ্ ইবনু রাফি'। তার কুনিয়াত হলো আবূ মু'আয, যুরকী আল আনসারী, তিনি বদ্‌র উহুদসহ সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে থেকে উষ্ট্রির যুদ্ধে ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মু'আবিয়ার রাজত্বকালের প্রথম দিকেই মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে তার সন্তানেরা 'উবায়দ, মু'আয এবং তার ভাইয়ের ছেলে ইয়াহ্ইয়া ইবনু খল্লাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

জিবরীল (আলায়হিস সালাম) যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনারা বদ্‌রী সহাবীদের কিভাবে মূল্যায়ন করেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন, তাঁরা হলো শ্রেষ্ঠ মুসলিম। তারপর জিবরীল (আলায়হিস সালাম) বললেন, আমাদের মধ্য হতে যেসব মালাক (ফেরেশতা) বদ্‌রে অংশগ্রহণ করেছেন তারাও অন্যসব মালায়িকার (ফেরেশতাদের) চেয়ে উত্তম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٢٦ - [٣١] وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ». قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ: «وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Scanned by CamScanner

৬২২৬-[৩১] রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে আপনারা কেমন মনে করেন? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, আমরা তাদেরকে সবচেয়ে উত্তম মুসলিম বলে মনে করি। অথবা তিনি (ﷺ) এ জাতীয় কোন বাক্য বললেন, প্রত্যুত্তরে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, যে সকল মালাক (ফেরেশতা) বদ্‌র যুদ্ধে শারীক হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ ধারণা পোষণ করি। (বুখারী)[১০৬৭]

٦٢٢٧-[٣٢] وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ قَالَ: "فَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾"

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২২৭-[৩২] হাফসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি আশা করি, *ইন্‌শা-আল্ল-হ* বদ্‌র এবং হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারী কেউই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না। (হাফসাহ্ (রাঃ) বলেন,) আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেননি? (অর্থাৎ) 'অবশ্যই তোমাদের তা প্রত্যেকেই অতিক্রম করবে।' তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি কি শুননি? আল্লাহ তা'আলা এটাও তো বলেছেন, 'অতঃপর আমি তাদেরকে মুক্তি দিব, যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করেছে।' অপর এক বর্ণনায় আছে, 'আসহাবে শাজারাহ' যারা ঐ গাছের নিচে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কেউই *ইন্‌শা-আল্ল-হ* জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)[১০৬৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বদ্‌র এবং হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার আশা ব্যক্ত করলেন তখন হাফসাহ্ (রাঃ) জানার জন্য বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ অর্থাৎ "তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে"– (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৭১)। এখানে হাফসাহ্ (রাঃ) وَارِدُهَا এর অর্থ বুঝে ছিলেন যে, তাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে অন্য আয়াতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে, না আল্লাহ মুত্তাক্বী বান্দাদেরকে মুক্তি দিবেন।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থে বলেন, উক্ত আয়াত বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে'। এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি পুল। যা সবাইকে অতিক্রম করতে হবে। সে সময় জাহান্নামীরা তখনই তাতে পড়ে যাবে। আর মুত্তাক্বী বান্দারা মুক্তি পেয়ে যাবে। (শারহুন্ নাবাবী ১৬শ, ৫০ পৃ., হা. ২৪৯৬)

উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে মিরাক বলেন, হাদীসটি দেখে মনে হয় যে, তা হাফসাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। বরং এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে উম্মু মুবাশ্‌শির আল আনসারিয়্যাহ্ সূত্রে।

[১০৬৭] সহীহ : বুখারী ৩৯৯২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫২৮।

[১০৬৮] সহীহ : মুসলিম ১৬৩-(২৪৯৬), তিরমিযী ৩৮৬৪, ইবনু মাজাহ ৪২৮১, সহীহুল জামি' ২৪৮২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৪১৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৪৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৫২৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৯০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৭৯৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৯৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৭৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৮২৩।

Scanned by CamScanner

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আশা করি আল্লাহ চাহে তো যারা গাছের নিচে বায়‘আত করেছে তারা কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তখন উম্মু মুবাশ্‌শির বললেন, অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ। হাফসাহ্ (রাঃ) তখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেই ছিল। সে উম্মু মুবাশ্‌শির-কে ধমক দিয়ে বলল, আল্লাহ বলেছেন,﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ অর্থাৎ "তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে"– (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৭১)।

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ অর্থাৎ "তারপর আমি মুত্তাক্বীদেরকে মুক্তি দিব আর যালিমদেরকে তাতে উপুড় করে ফেলে দিব"– (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৭২)। তারপর হাফসাহ্ (রাঃ) বিষয়টি বুঝতে পারলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٢٨ -[٣٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ. قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২২৮-[৩৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় আমরা চৌদ্দশত মুসলিম উপস্থিত ছিলাম। তখন নাবী ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ জমিনবাসীর মধ্যে তোমরাই শ্রেয়। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৬৯]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসকে কেন্দ্র করে কিছু ‘আলিমগণ বলে থাকেন, তাদের মধ্যে মর্যাদার ক্ষেত্রে স্তর রয়েছে। যেমন- সহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন চার খলীফাহ্। তারপর বাকী আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহগণ। তারপর উহুদে অংশগ্রহণকারী সহাবীগণ। তারপর হুদায়বিয়াতে গাছের নিচে বায়‘আত গ্রহণকারী সহাবীগণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٢٩ -[٣٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَصْعَدِ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ». وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ». فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ» فِي «بَابٍ» بَعْدَ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.

৬২২৯-[৩৪] উক্ত রাবী (জাবির (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হুদায়বিয়ার সফরকালে) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন কে আছ যে মুরার গিরিপথে আরোহণ করবে, এতে তার কৃত গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর

[১০৬৯] সহীহ : বুখারী ৪১৫৪, মুসলিম ৭১-(১৮৫৬), শু‘আবুল ঈমান ১২০০, মুসনাদে আহমাদ ১৪৩৫২, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৩৩৫২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩০৪৯৭, মুসনাদে ‘আবৃদ ইবনু হুমায়দ ১১০৪, মুসনাদুল হুমায়দী ১২২৫, মুসনাদুশ্ শাফি‘ঈ ১০৫৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৫০৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/২৯২।

Scanned by CamScanner

হবে যেমনটি দূরীভূত হয়েছিল বানী ইসরাঈল হতে। অতএব আমাদের অর্থাৎ মাদীনার খাযরাজ গোত্রীয়দের ঘোড়াই সর্বপ্রথম উক্ত গিরিপথে আরোহণ করল। অতঃপর অন্যান্য লোকেরা অনুসরণ করে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লাল বর্ণের উটের মালিক ছাড়া তোমাদের সকলকে মাফ করা হয়েছে। অতঃপর আমরা সে লাল উটের মালিকের কাছে এসে বললাম, তুমি চল, রসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্যও মাফ চাইবেন। সে বলল, তোমাদের বন্ধুর তরফ হতে আমার জন্য ক্ষমা চাওয়া অপেক্ষা আমার হারানো জিনিসটা পাওয়াই আমার কাছে অধিক প্রিয়। (মুসলিম)[১০৭০]

আনাস رضي الله عنه-এর বর্ণিত হাদীস, রসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه-কে বলেছেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেছেন, 'আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই।' ফাযায়িলে কুরআনের পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত الثَّنِيَّةَ৷ হলো পাহাড়ের একটি উঁচু পথের নাম। যা মাদীনার পথে মাক্কাহ্ ও হুদায়বিয়ার মাঝে অবস্থিত।

রসূলুল্লাহ ﷺ তাতে উঠার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন এজন্য যে, তা ছিল একটি কঠিন যখন তারা মাক্কায় হুদায়বিয়ার বছর তারা মাক্কায় প্রবেশ করতে চেয়েছিল এখন তারা রাতে সেই স্থানে গিয়েছিলেন। যেন এখন অন্যান্য লোকেরা তাতে আরোহণ তাদের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারে।

হাদীসে উল্লেখিত লাল উটের মালিক ছিল মুনাফিক্বদের সরদার 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। সহাবীগণ যখন গিয়ে তাকে বলল, আপনি আসুন। যেন রসূলুল্লাহ ﷺ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন সে না এসে বলল, আমার হারিয়ে যাওয়া কোন উট অথবা ঘোরা ফিরে পাওয়াটা আমার কাছে অধিক প্রিয় তোমাদের সাথির আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে। তার এই কথা হলো স্পষ্ট কুফ্‌রী। এদিকেই ইশারাই করেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ۝٦﴾

"তাদেরকে যখন বলা হয়, এসো আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায় তখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা অহংকারবশত আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছে। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর উভয়টিই তাদেরকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না"– (সূরাহ্ আল মুনা-ফিক্বূন ৬৩ : ৫-৬)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٢٣٠ - [٣٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي: أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[১০৭০] সহীহ : মুসলিম ১২-(২৭৮০), মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৮৭০, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৮৫০, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৯৮৪।

Scanned by CamScanner

৬২৩০-[৩৫] ইবনু মাস্‌'উদ رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমার পরে তোমরা আমার সহাবীদের মধ্য হতে এ দু'জনের- আবূ বাক্‌র ও 'উমার-এর অনুকরণ করো। 'আম্মার-এর চরিত্র অবলম্বন করো এবং ইবনু উম্মু 'আব্‌দ-এর (ইবনু মাস্‌'উদ-এর) নির্দেশ দৃঢ়তার সাথে মেনে চলো। (তিরমিযী)[১০৭১]

ব্যাখ্যা : (وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ) অর্থাৎ 'আম্মার ইবনু ইয়াসীর رضي الله عنه الهَدْى 'হা' বর্ণে যবরসহ এবং 'দাল' বর্ণে সুকূন যোগে অর্থ চরিত্র, পদ্ধতি। অর্থাৎ- তোমরা তার চরিত্র গ্রহণ কর ও তার পথকে মনোনীত করো। মনে হয় যেন إقتداء শব্দটি إهتداء থেকে বেশি ব্যাপক। যেহেতু إقتداء-এর সাথে قول এবং فعل তথা কথা ও কর্ম উভয় যুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে إهتداء শুধু فعل (কাজ) এর সাথে যুক্ত।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮১১)

এ বাক্যে আমাদের সর্দার আমীরুল মু'মিনীন 'আলী رضي الله عنه-এর খিলাফাত সত্য ও সঠিক হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ رضي الله عنه-এর উপনাম হলো ইবনু উম্মু 'আব্‌দ। তাঁদের যুগ থেকে উদ্দেশ্য হলো তাঁদের খিলাফাতকাল। এ কারণে তাঁর উদ্দেশ্য হলো তাঁদের খিলাফাতকাল। এ কারণে তাঁরা আমাদের নেতা আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর খিলাফাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তার ওপর এ দলীল পেশ করেন যে, আমরা তাঁকে পিছনে ফেলে রাখতে পারি না। যাকে স্বয়ং রসূল ﷺ আমাদের দীনের কাজে অর্থাৎ সলাতে অগ্রগামী করেছেন। আমরা কি তাদের দুনিয়ার জন্য পছন্দ করব না? (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩)

٦٢٣١ -[٣٦] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৬২৩১-[৩৬] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিমদের সাথে পরামর্শ ছাড়া যদি আমি কাউকে আমীর বানাতাম তাহলে ইবনু উম্মু 'আব্‌দ-কে লোকেদের ওপর আমীর নিযুক্ত করতাম। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১০৭২]

ব্যাখ্যা : «فَوُفِّقْتَ» আপনাকে আমাদের সাথে মিলানো হয়েছে। যেমন বলা হয় : «أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه» অর্থাৎ সে আমাদের নিকট এসেছে যখন নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে। এর আগে নয়, না পরেও। যেন সেটা মিলিত হওয়ার একটি বাস্তব কেন্দ্রকে বুঝাচ্ছে। (لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا) অর্থাৎ কাউকে আমীর নিযুক্ত করা।

(مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ) তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি যে সানাদেই বর্ণনা হোক না কেন তা এভাবে তা'বীল করা দরকার যে, অবশ্য রসূল ﷺ তাকে নির্দিষ্ট সৈন্যদলের আমীর নিয়োগ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। অথবা তাঁর জীবদ্দশায় কোন কাজের খলীফাহ্ বানিয়েছিলেন আর এ হাদীসকে খুলাফায়ে

[১০৭১] সহীহ : তিরমিযী ৩৬৬২, ইবনু মাজাহ ৯৭, সহীহুল জামি' ১১৪২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৩৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৩৩০৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৯৪২, মুসনাদুল বাযযার ২৮২৭, মুসনাদে আহমাদ ২৩২৯৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৭১৭৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৪৫১, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩৪৮।

[১০৭২] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৮০৮, ইবনু মাজাহ ১৩৭, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ২৪, য'ঈফ আল জামি' ৪৮৪৪, মুসনাদে আহমাদ ৫৬৬; হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ হলো সানাদে হারিস নামের বর্ণনাকারী য'ঈফ, 'আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন; আবূ যুর্'আহ্ আর্ রাযী বলেন, তার থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়; আবূ হাতিম আর্ রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন।

Scanned by CamScanner

রাশিদার ওপর ধরা ঠিক হবে না। যা নাবী ﷺ-এর ওফাতের পর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কারণ তা কুরায়শ বংশের সাথে নির্দিষ্ট যেমনটি রসূল ﷺ হাদীসে বর্ণনা করেন। আর আমাদের সর্দার 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه কুরায়শ বংশের অন্তর্ভুক্ত নন। সে কারণে খিলাফাতে রাশিদাকে কুরায়শ বংশের সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া অন্য কারো সাথে যুক্ত করা ঠিক হবে না। যেমন আমরা আলোচনা করলাম। তবে তাঁর 'ইল্‌ম ও 'আমালের কারণে একটা অন্যতম মর্যাদা রয়েছে। রয়েছে অগ্রাধিকার পাওয়ার একটা বড় অংশ। আবার তিনি অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮২১, মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-২৭৪)

٦٢٣٢ -[٣٧] وَعَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَّرَ لِي أَبَا هُرَيْرَةَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَوُفِّقْتَ لِي فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ جِئْتُ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ. فَقَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ مُجَابُ الدَّعْوَةِ؟ وَابْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ طَهُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَعْلَيْهِ؟ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَعَمَّارٌ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ؟ وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ؟ يَعْنِي الْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৩২-[৩৭] খায়সামাহ্ ইবনু আবূ সাবরাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মাদীনায় এসে আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে একজন সৎ সাথি জুটিয়ে দাও। এরপর আল্লাহ তা'আলা আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-কে আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। অতঃপর আমি বললাম, আমি আল্লাহর কাছে একজন সৎ সাথি জুটিয়ে দেয়ার জন্য দু'আ করছিলাম। ফলে তিনি আপনাকেই আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথাকার লোক? বললাম, 'আমি কূফার অধিবাসী'। আমি কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী। অতএব তার অন্বেষণে কূফা হতে এসেছি। তখন (আমার কথার জবাবে) আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বললেন, তোমাদের মধ্যে কি নেই সা'দ ইবনু মালিক– যার দু'আ আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য। আর ইবনু মাস্'উদ, যিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর পানি-পাত্র ও জুতা বহনকারী। আর হুযায়ফাহ্, যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন তথ্যের অভিজ্ঞ। আর 'আম্মার (ইবনু ইয়াসির) যাঁকে নাবী ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শায়ত্বন হতে আশ্রয় দিয়েছেন। আর সালমান (ফারিসী), যিনি উভয় কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জীল ও কুরআনের উপর ঈমান আনয়নকারী। (তিরমিযী)[১০৭৩]

ব্যাখ্যা : (جَلِيسًا صَالِحًا) এমন বৈঠক যা বসার জন্য উপযুক্ত এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

(أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ) অর্থাৎ 'আমালের সাথে সম্পৃক্ত 'ইল্‌ম। 'আমালযুক্ত 'ইল্‌ম থেকে উদ্দেশ্য প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা। যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ "যাকে ইচ্ছে তিনি হিকমাত দান করেন এবং যে ব্যক্তি এ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, নিঃসন্দেহে সে মহাসম্পদ প্রাপ্ত হয়..."– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৯)।

[১০৭৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৮১১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৮১১।

Scanned by CamScanner

কখনো বলা হয়, এ হিকমাতের চাইতে অধিক কল্যাণকর কিছুই নেই। অথবা বলা হয়, এছাড়া কোন কল্যাণ নেই।

(صَاحِبُ طَهُوْرٍ) অর্থাৎ যার মাধ্যমে পবিত্রতা লাভ করা যায়। কারণ তিনি নাবী ﷺ-কে এবং তাঁর জুতাদ্বয়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করতেন। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর বালিশ ইত্যাদির সাথি ছিলেন। যাদে প্রমাণিত হয় তাঁর পূর্ণ খিদমাতের ও একেবারে কাছের ব্যক্তির। হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه ছিলেন রসূল ﷺ-এর রহস্যবিদ। কারণ রসূল ﷺ তাঁকে স্বীয় ওফাতের পর উম্মাতের মাঝে ঘটিতব্য বিষয়সমূহ ও মুনাফিক্বদের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেছিলেন। আর তিনি সেগুলোকে তারও রসূল ﷺ-এর মাঝে গোপন রাখতেন।

(عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ) ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : «وَيْحَ عَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهٗ إِلَى النَّارِ» 'আম্মার رضي الله عنه-এর বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তিনি তাদেরকে আহ্বান করছেন জান্নাতের পথে আর তারা তাঁকে ডাকে জাহান্নামের পথে।

হাফিয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ ব্যাখ্যা সম্ভাবনার বাইরে নয়। হয়তো এ থেকে উদ্দেশ্য 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর মারফূ' হাদীসটিও হতে পারে। যেমন নাবী ﷺ বলেন, «مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا» 'আম্মার رضي الله عنه দু'টি বিয়ের মধ্যে অধিক সঠিকটাকে বেছে নিতেন। মুসনাদে আহমাদে ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه-এর হাদীসে রয়েছে, 'আম্মার رضي الله عنه-এর দু'টি বিষয়ের মধ্যে উত্তমটাকে বেছে নেয়ার প্রবণতা থাকা দাবী করে যে, তাকে শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। ইবনু সা'দ-এর "তবাক্বাত"-এ হাসান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। 'আম্মার رضي الله عنه বলেন, আমরা এক জায়গায় উপনীত হলাম এবং পানি পানের জন্য মশক ও বালতি নিয়ে গেলাম। নাবী ﷺ বললেন, শীঘ্রই তোমাকে একজন লোক পানি থেকে বাধা প্রদান করবে।

অতঃপর যখন আমি পানির নিকটে চলে এসেছি হঠাৎ একজন কালো লোক এসে পড়ল, যেন সে একজন শাবক। আমি তাকে আছাড় দিলাম। অতঃপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করলেন। এ হাদীসে রয়েছে, «ذَاكَ الشَّيْطَانُ» "ওটা শায়ত্বন"। হয়তো ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আবার রক্ষা করার দ্বারা ইঙ্গিত তার ঈমানের উপর অবিচল থাকার প্রতি হতে পারে। যখন তাকে মুশরিকরা কুফরী কথা বলার জন্য বাধ্য করেছিল। এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয়, ﴿...إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ...﴾ "...কুফরীর জন্য স্বীয় হৃদয় খুলে দিলে তার ওপর আল্লাহর গযব পতিত হবে..."– (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ১০৬)।
(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮১১)

(صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ) অর্থাৎ, ইঞ্জীল ও কুরআনের ধারক বা এটা এভাবে যে, তারা কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে ইঞ্জীল পড়েছে ও তার উপর ঈমান এনেছে এবং সে মতো 'আমাল করেছে। অতঃপর কুরআনের উপর ঈমান এনেছে রসূলের বারাকাতপূর্ণ খিদমাতে হাযির হয়ে। সালমান ফারসী رضي الله عنه-এর বয়স ছিল ২৫০ বছর। তাঁর উপাধি ছিল সালমান আল খায়র। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪)

তিনি স্বহস্তে খেজুর পাতার কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে খেতেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٣٣ -[٣٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوْ بَكْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ

Scanned by CamScanner

نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৬২৩৩-[৩৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবূ বাক্‌র একজন খুবই উত্তম লোক, 'উমার খুব উত্তম লোক, আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ খুবই উত্তম লোক, উসায়দ ইবনু হুযায়র খুবই উত্তম লোক, সাবিত ইবনু ক্বায়স ইবনু শাম্মাস খুবই উত্তম লোক, মু'আয ইবনু জাবাল খুবই উত্তম লোক এবং মু'আয ইবনু 'আম্‌র ইবনুল জুমূহ খুবই উত্তম লোক। (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)[১০৭৪]

ব্যাখ্যা : সম্ভবত এসব বড় বড় মুহাজির ও আনসারগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এক মাজলিসে সমবেত হলে তাঁদের প্রত্যেকের সাথে প্রশংসা ও সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা কোন অনুষ্ঠানে এভাবে তাঁদের আলোচনা করা হয়েছে। আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনু জাররাহ উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তি যার হাত ধরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ হচ্ছে উম্মাতের আমানাতদার। এ হাদীস আশারায়ে মুবাশশিরাদের ফাযীলাতের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। উসায়দ ইবনু হুযায়র রাদিয়াল্লাহু আনহু আওস বংশের একজন আনসারী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি এমন সবল সহাবীদের গণ্য ছিলেন যারা 'আক্বাবাহ্, বদ্‌রসহ পরবর্তী সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সহাবীদের একটি দল হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৩০ হিজরী সনে মাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং জান্নাতুল বাক্বীতে ক্ববরস্থ হন। সাবিত ইবনু ক্বায়স ও মু'আয ইবনু জাবাল-এর আলোচনা পূর্বে হয়েছে আর মু'আয ইবনু 'আম্‌র খাযরাজ গোত্রের আনসারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ও 'আক্বাবাহ্ ও বদ্‌র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পরপারে পাড়ি জমান 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ- মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫)

٦٢٣٤ - [٣٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وسلمان». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৩৪-[৩৯] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন লোকের জন্য জান্নাত উদগ্রীব রয়েছে- 'আলী, 'আম্মার ও সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম। (তিরমিযী)[১০৭৫]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ) -এর মর্মার্থ হলো যে, তারা অবশ্যই জান্নাতী। এখানে এতে জোরদার করে বলা হয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, জান্নাতের অধিবাসীরা তিনটি জিনিসের প্রতি খুব আগ্রহী হবে। [এক] حواري (সঙ্গী-সাথি), [দুই] চাকর, [তিন] মালাক (ফেরেশতা), যেমনটি اللمعات-এ বর্ণিত হয়েছে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ তিনজনের প্রতি জান্নাতের আগ্রহের উদাহরণ হলো, সা'দ ইবনু মা'আরিয রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুতে আল্লাহর 'আর্‌শ কেঁপে উঠার মতো।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮০৯)

[১০৭৪] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৯৫, সহীহুল জামি' ৬৭৭০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৭৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৭৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৯৪৪, মুসনাদে আহমাদ ৯৪২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯৯৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৩০, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/৪২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫০৩১।

[১০৭৫] হাসান : তারাজু'আতুল 'আল্লামাহ্ আল আলবানী ১০৬, প্রথমে তিনি হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছিলেন, তিরমিযী ৩৭৯৭ মিশকাত ৬২২৫; পরবর্তীতে তিনি হাসান বলেছেন, য'ঈফাহ্ ৫/৩৫৩, সহীহুল জামি' ১৫৯৮, দেখুন- তারাজু'আতুল 'আল্লামাহ্ আল আলবানী ১০৬।

Scanned by CamScanner

٦٢٣٥ -[٤٠] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৩৫-[৪০] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আম্মার (রাঃ) নাবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তাঁকে অনুমতি দাও। পূত-পবিত্র লোকটি মুবারক হোক। (তিরমিযী)[১০৭৬]

ব্যাখ্যা : (مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ) বলা হয়ে থাকে مَرْحَبًا بِه (তাকে খোশ আমদেদ) অর্থাৎ সে খোলা ময়দান ও অবকাশ পেয়েছে। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রফুল্লতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

طَيِّبِ الْمُطَيَّبِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الطاهر ও المطهر অর্থাৎ পবিত্র ও পবিত্রকারী। এখানে পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়- ظل ظليل (ছায়া ও ছায়াময়) اللمعات-তে বলা হয়েছে যে, হয়তো বিষয়টি এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মণি এমনিতে সুরভি ছড়ায়।

আবার তাকে শারী'আত পরিমার্জিত ও সুবাসিত কাজ করলে তা যেন نور على النور অর্থাৎ আলোকজ্যোতিতে পরিণত হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮১০)

٦٢٣٦ -[٤١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أمرين إلا اخْتَار أرشدهما» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৩৬-[৪১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'আম্মার (রাঃ)-কে যখন দুটি কাজের যে কোন একটি করার ইচ্ছাধীন করা হয়েছে, তখন তিনি উভয়ের মধ্যে কঠোরতরটিকে গ্রহণ করেছেন। (তিরমিযী)[১০৭৭]

ব্যাখ্যা : (مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ) অর্থাৎ 'আম্মার-কে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। কিন্তু তিনি দু'টির মধ্যে যোগ্যতর অধিক সঠিক ও হাক্বের কাছাকাছি যা সেটাই গ্রহণ করতেন। কোন কোন সূত্রে أشـدهما রয়েছে। অধিক কঠিনকে পছন্দ করতে না। ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা তাঁর বিবেচনায়।

অতএব «مَا اخْتِيرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا» এ বর্ণনাটি তার বিপরীত নয়। কারণ এটা অন্যের দৃষ্টিতে। এসব বর্ণনাগুলো একত্রিত করলে যেটা ফুটে উঠে তা হলো এই যে, তিনি যেটার প্রধান্য প্রকাশিত হত তার মধ্যে অধিক সঠিক ও যোগ্য বিষয়টিকে মনোনীত করতেন। এছাড়া দুটোর মধ্যে অধিক সহজটিকে পছন্দ করতেন। কেউ বলেন, এ হাদীসে এ কথার দলীল পাওয়া যায় যে, 'আলী (রাঃ) তাঁর খিলাফাতে সঠিক বুঝের উপর ছিলেন। পক্ষান্তরে মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) ইজতিহাদে ভুল করেছিলেন। তিনি সঠিক বুঝের উপর ছিলেন না। কারণ 'আম্মার (রাঃ) 'আলী (রাঃ)-এর সম্মতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর সাথে সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮১১)

[১০৭৬] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৯৮, ইবনু মাজাহ ১৪৬, মুসনাদে আহমাদ ৭৭৯, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২২৪৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৭৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/১৪০ পৃ.।

[১০৭৭] সহীহ : তিরমিযী ৩৭৯৯, ইবনু মাজাহ ১৪৮, সহীহুল জামি' ৫৬১৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮৩৫, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৭৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৬৬৫।

Scanned by CamScanner

সবসময় সালাফে সালিহীনদের এ নিয়ম জারি ছিল যে, তারা নিজের জন্য সংরক্ষিত বিষয়কে গ্রহণ করতেন এবং অন্যকে এমন পথের দিশা দিতেন যা তার নিকটে অধিক সহজ ও সোজা হয়। এজন্য যে, নাবী ﷺ বর্ণনা করেন, তোমাদেরকে সহজ সরল করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরণ করা হয়নি কঠিন ও সংকীর্ণতায় ফেলে দেয়ার জন্য। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬)

٦٢٣٧ ـ [٤٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا حُمِلَتْ جِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جِنَازَتَهُ وَذٰلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تحمله». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৩৭-[৪২] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সা'দ ইবনু মু'আয رضي الله عنه-এর জানাযাহ্ উঠানো হলো, তখন মুনাফিক্বরা তিরস্কারের ভঙ্গিতে উক্তি করল, কতই হালকা তার লাশ। বানূ কুরায়যার ব্যাপারে তাঁর ফায়সালার, অতঃপর নাবী ﷺ-এর কাছে এ কথাটা পৌঁছলে তিনি বললেন, প্রকৃত বিষয় হলো মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তাঁর লাশ বহন করছিলেন। (তিরমিযী)[১০৭৮]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا حُمِلَتْ جِنَازَةُ سَعْدٍ) অর্থাৎ যখন মানুষেরা তার জানাযাকে বহন করছিল তখন তাঁকে হালকা পেয়েছিল। مَا أَخَفَّ এখানে مَا আশ্চর্যের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। বানূ কুরায়যাহ্ হালকা তাকে তুচ্ছ ও হেয়জ্ঞান করার জন্য বলেছিল । কারণ তিনি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, বানূ কুরায়যাহ্'র যোদ্ধাদের হত্যা করতে হবে ও তাদের সন্তানদের বন্দি করতে হবে। সে কারণে মুনাফিক্বরা তার ফায়সালাকে যুল্‌মবশত বা শত্রুতাবশত বলে আখ্যা দেয়। অথচ রসূল ﷺ তার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সা'দ-এর জানাযাহ্ হালকা সম্পর্কে মুনাফিক্বদের মন্তব্য যখন রসূল ﷺ শুনলেন, তখন তিনি বললেন যে, তার জানাযাকে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) বহন করছে, তাই মানুষের নিকটে হালকা হয়েছে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুনাফিক্বরা তাদের মন্দ মন্তব্যের মাধ্যমে তাকে অপমান ও হেয়জ্ঞান করতে চেয়েছে। ফলে রসূল ﷺ তার জবাবে বলেন যে, তার বড় শান ও মর্যাদার ব্যাপারটি হালকা হওয়ার ঘটনার সাথে যুক্ত। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮৬১)

বানূ কুরায়যাহ্ মাদীনার নিকটের ইয়াহূদী ছিল। নাবী ﷺ-এর সাথে তাদের সন্ধি ছিল। হিজরী সালের ৫ম বছরে যখন খন্দাক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন বানূ কুরায়যাহ্ রসূল ﷺ-এর সন্ধি-চুক্তিকে ভঙ্গ করে কাফিরদের সাথে যোগ দেয়। যখন মুশরিকরা মাক্কায় ফিরে গেল তখন নাবী ﷺ বানূ কুরায়যাহ্-কে পনের দিন ঘেরাও করে রাখলেন। তারা সঙ্কীর্ণতায় পড়ে প্রস্তাব পাঠাল যে, আমরা দুর্গ থেকে নেমে এসে আমাদের সর্দার সা'দ ইবনু মু'আয-এর ফায়সালা মেনে নিব। তখন সা'দ رضي الله عنه সিদ্ধান্ত দিলেন, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং শিশু ও নারীদেরকে দাস-দাসী হিসেবে রাখা হবে। নাবী ﷺ বললেন, হে সা'দ! তুমি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হুকুম ফায়সালা করেছ। তবে যেসব মুনাফিক্ব ইয়াহূদীদের ভাইস্বরূপ ছিল তারা সা'দ رضي الله عنه-এর সমালোচনা করত। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬)

٦٢٣٨ ـ [٤٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[১০৭৮] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৪৯, মুসান্নাফ ইবনু 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৪১৪, মুসনাদে 'আব্‌দ ইবনু হুমায়দ ১১৯৪, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩০৩৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫২০৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৯২৬।

Scanned by CamScanner

৬২৩৮-[৪৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তুলনায় সত্যবাদী আর কাউকে নীল আকাশ ছায়া দান করেনি এবং ধুলা-ধূসর জমিনও তার পিঠে বহন করেনি। (তিরমিযী)[১০৭৯]

ব্যাখ্যা : اَلْخَضْرَاءُ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য আকাশ। اَلْغَبْرَاءُ থেকে উদ্দেশ্য হলো জমিন। (أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ) أَصْدَقَ শব্দটি أَقَلَّتِ এর مَفْعُولُ (কর্ম) এবং উহ্য أَحَدٌ-এর সিফাত।

এভাবে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে তার প্রতি তাগিদ ও অধিক সত্যবাদিতার কথায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত সত্যবাদিতার আসনে অধিষ্ঠিত। তবে তিনি সাধারণভাবে অন্য সবার চাইতে সত্যবাদী নন। কারণ তাঁর ব্যাপারে এভাবে বলা ঠিক নয় যে, আবূ যার্ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর চাইতে অধিক সত্যবাদী। তিনি হলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে উম্মাতের মধ্যে অধিক সত্যবাদী ও উত্তম। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যদের চাইতে সত্যবাদী (যেমনটি সহাবীগণ বর্ণনা করেন)।

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিশ্চয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত নাবীরা আলায়হিস সালাম বিধানগতভাবে পূর্ব বিষয়ের বাহিরে। আর আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় অধিক সত্যবাদিতার কারণে সিদ্দীক্ব উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এ ব্যাপারটি এই বাধা দেয় না যে, আর কেউ স্বীয় কথায় সত্যবাদিতার গুণে বিভূষিত হোক।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের মধ্যে বড় পাঠক হলো- আবূ যার্ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও বড় বিচারক হলেন 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর অবশ্যই مَفْضُول (যার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে) এর মধ্যে এমন বস্তু উপস্থিত থাকা দরকার যা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে। অথবা সে এবং সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তি গুণসমূহের মধ্যে কোন গুণে সমানভাবে শারীক হবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮১৩)

٦٢٣٩ - [٤٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرٍّ شِبْهِ عِيسَى بن مَرْيَم» يَعْنِي فِي الزّهْد. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ: يَا رَسُولَ اللهِ أفتعرف ذَلِك لَهُ؟ قَالَ: «نعم فَاعْرِفُوهُ لَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب

৬২৩৯-[৪৪] আবূ যার্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তুলনা সত্যভাষী ও ওয়া'দা পূরণকারী নীল আকাশ কারো উপর ছায়া দান করেনি এবং ধুলাবালির জমিন তার পিঠে বহন করেনি। দুনিয়াবিমুখী দরবেশীতে তিনি হলেন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম-এর সদৃশ। (তিরমিযী)[১০৮০]

ব্যাখ্যা : (ذِي لَهْجَةٍ) অর্থাৎ- এর অর্থ জিহ্বা। কেউ বলেন, এর অর্থ জিহ্বার কিনারা। অর্থ উচ্চারণে সক্ষম ব্যক্তি।

কেউ বলেন, لَهْجَةُ اللِّسَانِ হলো যা বলা হয়। অর্থাৎ যিনি কথা বলতে পারেন।

أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى অধিক সত্যবাদী, ওয়া'দা ও প্রতিশ্রুতির কথায়।

[১০৭৯] সহীহ : তিরমিযী ৩৮০১, ইবনু মাজাহ ১৫৬, সহীহুল জামি' ৫৫৩৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৪৩৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২২৬৬, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ২০৯, মুসনাদে আহমাদ ৭০৭৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৩২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১৭২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৯৩৯।

[১০৮০] হাসান : তিরমিযী ৩৮০২, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৮৫ পৃ.।

Scanned by CamScanner

(شِبْهِ عِيسَى بن مَرْيَم) জার সহকারে بَدَلٌ হবে। অর্থাৎ তার সদৃশ। সাদৃশ্য ধারণ করা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى تواضع عيسى بن مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي ذَرٍّ» 'ঈসা ইবনু মারইয়াম 'আলায়হিস্ সালাম-এর নম্রতা দেখে যে খুশি হতে চায়, সে যেন আবূ যার رضي الله عنه-এর দিকে লক্ষ্য করে– (ইবনু আবী শায়বাহ্ ৬/৩৮৮ : সহীহ হাদীস)। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮১৪)

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তুলনা হলো নম্রতা, বিনয়ীতার দিক থেকে। বর্ণনাকারীর কথা «يَعْنِي فِي الزُّهْدِ» থেকে এ দিক ফুটে উঠে যে, তিনি হাদীসটি উপলব্ধি করতে পারেননি। অথচ مُتَوَاضِع (নম্রতা) ও زَاهِدًا (দুনিয়াবিমুখ) এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং زُهْد তথা সংসার ত্যাগী চেতনার জন্য বিনয়-নম্রতা ওয়াজিব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٤٠ -[٤٥] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: الْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ: عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ الَّذِىْ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسلم فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৬২৪০-[৪৫] মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় কাছাকাছি হয়ে আসলো, তখন তিনি (উপস্থিত লোকেদের উদ্দেশে) বললেন, এ চারজনের কাছ হতে (কুরআন, সুন্নাহ অথবা হালাল-হারাম সম্পর্কীয়) 'ইল্ম অর্জন কর। তাঁরা হলেন, 'উওয়াইমির– যাঁর কুনিয়াত আবুদ্ দারদা, সালমান ফারিসী, ইবনু মাস্'উদ ও 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম। এই 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম প্রথমে ছিলেন ইয়াহূদী, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, তিনি জান্নাতে দশজনের দশম লোক। (তিরমিযী)[১০৮১]

ব্যাখ্যা : (الْتَمِسُوا الْعِلْمَ) অর্থাৎ- 'ইল্ম সন্ধান কর। 'ইল্ম থেকে উদ্দেশ্য কিতাব ও সুন্নাহর 'ইল্ম। অথবা হালাল-হারামের জ্ঞান এটাই বেশি সঠিক যেমনটি নাবী ﷺ-এর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। «عند اربعة رهط» ছোট দল, الرهط বলা হয় দশের কম সংখ্যক পুরুষের দলকে। তাতে কোন মহিলা থাকে না।

(الَّذِىْ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسلم) এটা পার্থক্যকরণের গুণস্বরূপ। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা 'আবদুল্লাহর «صِفَةٌ مُمَيِّزَةٌ» তথা বিশেষ গুণসূচক নয়। এটা এজন্য যে, যাতে তার নামের সাথে অন্য কারো নাম মিশে না যায়। তবে জ্ঞান অনুসন্ধানের উপদেশে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। কারণ তিনি দুই কিতাব তথা কুরআন ও তাওরাতের উভয়ের উপর ঈমান এনেছেন ও 'আমাল করেছেন।

(عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ) অর্থা- আশারায়ে মুবাশশিরার ন্যায়। যেমন আবূ ইউসুফ ও আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুমাল্লাহ) আশারায়ে মুবাশশিরার মধ্যকার নন। যেমনটি মীরাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা আবার ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ)-এরও মত।

সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, পরে নয়টি সহাবী رضي الله عنهم-এর দল জান্নাতে প্রবেশ করে।

[১০৮১] হাসান সহীহ : তিরমিযী ৩৮০৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ২২৫২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৩৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৬৬৫৩।

Scanned by CamScanner

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এতে এ বিষয়টি ধরা যায় যে, তিনি কোন কোন আশারায়ে মুবাশশারার অগ্রগামী। এ সম্ভাবনার বাইরে নয় যে, হয়তো তিনি আশারায়ে মুবাশশারাহ্ ছাড়া যার ইসলাম ক্বূল করেছে অথবা ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে দশম। এভাবে আশারায় মুবাশশারার পরে উনিশজন সহাবী জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮১৬, মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭)

٦٢٤١ -[٤٦] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اسْتَخْلَفْتَ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ عُذِّبْتُمْ وَلَكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوهُ وَمَا أَقرأكم عبد الله فاقرؤوه». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৪১-[৪৬] হুযায়ফাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবায়ি কিরামগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি (আপনার জীবদ্দশায় কাউকে) একজন খলীফাহ্ নিযুক্ত করতেন। তিনি (ﷺ) বললেন, আমি যদি কাউকে তোমাদের ওপর খলীফাহ্ নিযুক্ত করি আর তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ কর, তাহলে তোমরা শাস্তি ভোগ করবে। হুযায়ফাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু তোমাদেরকে যা বলে, তা সত্য মনে করো এবং ‘আবদুল্লাহ (ইবনু মাস্‘উদ) যা কিছু তোমাদেরকে পড়ায় তোমরা তা পড়। (তিরমিযী)[১০৮২]

ব্যাখ্যা : (لَوِ اسْتَخْلَفْتَ) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, لَوِ হরফটি আকাঙ্ক্ষা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ ليتنا (যদি আমাদের জন্য হত)। অথবা امْتِنَاعِيَّة বিরত থাকা অর্থে ব্যবহৃত। যেন নাবী ﷺ বলেছেন যে, গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী হলো, তোমরা আমার নিকট খলীফাহ্ নির্বাচনের আবেদন করো না। কারণ তা তোমাদের সম্মতি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে হবে। এর জবাব উহ্য রয়েছে। যথা- لَكَانَ خَيْرًا।

(عُذِّبْتُمْ) التَّعْذِيبِ মাসদার থেকে মাজহূলের সীগাহ। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, عُذِّبْتُمْ হচ্ছে শর্তের জবাব। তখন জবাব হবে فَعَصَيْتُمُوهُ। তবে প্রথম নীতি ঠিক হবে যেমনটি দ্বিতীয়টি দাবী করে। আর তা হলো খলীফাহ্ নির্বাচন করাটা গুনাহের কারণ হবে। এর অর্থ হলো, খলীফাহ্ নির্বাচনের পরে গুনাহ হয়ে গেলে সেটা শাস্তির কারণ হবে। (وَلَكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوهُ وَمَا أَقرأكم عبد الله فاقرؤوه) অর্থাৎ, জ্ঞানগর্ভ নীতি। কারণ তিনি জবাব দানে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। যেন এ কথা বলা যে, আমার খলীফাহ্ নির্বাচনের বিষয়টি তোমাদেরকে চিন্তায় না ফেলে। অতএব এটা ছাড়ো। তবে তোমাদেরকে যেন কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি ‘আমাল চিন্তিত করে। অতএব এ দুটোকে মজবুতভাবে ধারণ কর। আর বিশেষভাবে হুযায়ফাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেছেন, কারণ তিনি রসূল ﷺ-এর সহস্যবিদ এবং দুনিয়াবী ফিত্‌নাহ্ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন পরকালের অবস্থা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী।

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অধিক স্পষ্ট ব্যাপার হলো, এটা পূর্বের অর্থের সংশোধনী। যার অর্থ এ রকম «مَا أَسْتَخْلِفُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَكِنْ إِلَخْ»। এখানে উক্ত দু’জন সহাবীকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো তারা দু’জন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতের সাক্ষী। এতে খিলাফাতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ‘ইবাদাতের প্রতি নয়। যাতে করে শাস্তি ওয়াজিবকারী গুনাহ দ্বিতীয়টির সাথে সাব্যস্ত না হয়। যা প্রথমটির বিপরীত। কারণ সেটা ইজতিহাদের অবকাশ বাকী রাখে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮২৪, মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭)

[১০৮২] য‘ঈফ : তিরমিযী ৩৮১২;হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ শারীক নামের বর্ণনাকারী য‘ঈফ।

Scanned by CamScanner

٦٢٤٢ -[٤٧] وَعَنْهُ قَالَ: مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৬২৪২-[৪৭] উক্ত রাবী (হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই কোন ফিতনাহ্ মানুষের মাঝে দেখা দেয়, তখন আমি সকলের ব্যাপারে ভয় করি যে, সে তাতে লিপ্ত হতে পারে, একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ ছাড়া। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (হে মাসলামাহ্!) ফিতনাহ্ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (আবূ দাউদ)[১০৮৩]

ব্যাখ্যা : (تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ) অর্থাৎ দুনিয়াবী মুসীবাত। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ বলতে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ আল আনসারী খাযরাজী ছিলেন। তাবূক ছাড়া অন্যান্য সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাবূক যুদ্ধের বছর নাবী ﷺ তাকে খলীফাহ্ বানিয়েছিলেন। তিনি বিশিষ্ট সহাবীদের অন্যতম ছিলেন। মাদীনায় বিখ্যাত সহাবী মুস্'আব ইবনু 'উমায়র رضي الله عنه-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল ﷺ-এর নির্দেশ থাকার কারণে ফিত্নার সময় তিনি নির্জনতাকে পছন্দ করতেন এবং ফিত্নার অনিষ্টতা ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকতেন। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮)

٦٢٤٣ -[٤٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِيْ بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا أُرَى أَسْمَاءَ إِلَّا قَدْ نُفِسَتْ وَلَا تُسَمُّوهُ حَتّٰى أُسَمِّيَهُ» فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ بِيَدِهٖ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৪৩-[৪৮] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ (অসময়ে) যুবায়র رضي الله عنه-এর গৃহে বাতি জ্বলতে দেখলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, হে 'আয়িশাহ্! আমার মনে হয়, আসমা' প্রসব করেছে। অতএব আমি তার নাম রাখা অবধি তোমরা তার নাম রাখবে না। অতঃপর তিনি তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ এবং একটি খুরমা চিবিয়ে নিজ হাতে তার মুখে তালুতে লাগিয়ে দিলেন। (তিরমিযী)[১০৮৪]

ব্যাখ্যা : (رَأَى فِيْ بَيْتِ الزُّبَيْرِ) অর্থাৎ যুবায়র ইবনু 'আও্ওয়াম رضي الله عنه। আসমা' رضي الله عنها 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর বোন এবং যুবায়র رضي الله عنه-এর স্ত্রী। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮৩৮)

٦٢٤٤ -[٤٩] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৪৪-[৪৯] 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ 'আমীরাহ্ رضي الله عنه নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। (নাবী ﷺ) মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর জন্য এভাবে দু'আ করেছেন- 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে সঠিক পথপ্রদর্শনকারী, সত্য পথের অনুসারী কর এবং তার কর্তৃক মানুষদেরকে হিদায়াত কর।' (তিরমিযী)[১০৮৫]

ব্যাখ্যা : (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ) এখানে সাধারণভাবে স্পষ্ট মনে উদয় হয় যে, তিনি হলেন মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান। এছাড়া মু'আবিয়াহ্ ইবনুল হাকাম, মু'আবিয়াহ্ ইবনু জাহিমাহ্ ও অন্যতম

[১০৮৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৬৬৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭২৩৮।
[১০৮৪] হাসান : তিরমিযী ৩৮২৬।
[১০৮৫] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৪২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৯৬৯, মুসনাদে আহমাদ ১৭৯২৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২০১, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৫৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২২০৫।

Scanned by CamScanner

সহাবী ছিলেন। যেমনটি সম্মানিত লেখক তার রিজালশাস্ত্রে উল্লেখ করেন। (اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا) অর্থাৎ মানুষের পথপ্রদর্শক অথবা কল্যাণের পথনির্দেশক। (وَاهْدِ بِهٖ) অর্থাৎ মু'আবিয়াহ্ -এর মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দান করুন। এতে اَلْهِدَايَةِ শব্দটি যে مُتَعَدِّي সে অর্থের তাগিদ রয়েছে। জেনে রাখ! اَلْهِدَايَةِ শব্দটি শুধু পথপ্রদর্শন অর্থে অথবা এমন নির্দেশনা অর্থে ব্যবহার হয় যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌছিয়ে দেয়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থ دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ অর্থাৎ কল্যাণ এবং অকল্যাণের পথ দেখালাম। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ "আর আমি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দুটো পথ দেখিয়েছি"– (সূরাহ্ আল বালাদ ৯০ : ১০)। আর اَلْهَدْيِ (পথপ্রদর্শন) অর্থে ব্যবহার হয় তা إِرْشَادِ (সৌভাগ্যবান করা) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সে অর্থে মহান আল্লাহর বাণী : ﴿أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ "ওরা হলো তারা যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছিলেন, তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর..."– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৯০)। আরো কেউ বলেন, اَلْهِدَايَةِ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلدَّلَالَةُ (পথ প্রদর্শন)। যখন কাউকে পথ দেখানো হয় তখন বলা হয় «هَدَاهُ فِي الدِّينِ يَهْدِيهِ هِدَايَةً»। الْإِرْشَادِ এর আসল অর্থে ব্যবহারের জন্য اَلْهَدْيِ-কে উল্লেখ করা হয়। সে কারণ হ্যাঁ-বোধক ও না-বোধক উভয় জায়িয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ "তুমি যাকে ভালোবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না..."– (সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৫৬)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ "...তুমি নিশ্চিতই (মানুষদেরকে) সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করছ"– (সূরাহ্ আশ্ শূরা- ৪২ : ৫২)।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি রসূল -এর বাণী : هَادِيًا-কে প্রথম অর্থে ধরা হয়, তাহলে مَهْدِيًّا তার পূর্ণাঙ্গতা হিসেবে ধরতে হবে। কারণ তিনি পথপ্রদর্শক হতে পারেন, কিন্তু সুপথপ্রাপ্ত করতে পারেন না। আর وَاهْدِ بِهٖ-কে তার পূর্ণতা হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু যার পথপ্রদর্শনে সফলতা পাওয়া যায় তাকে প্রত্যেকে অনুসরণ করে পূর্ণাঙ্গতাকে সুসম্পন্ন করে। তবে যখন দ্বিতীয় অর্থে ধরা হয়, তখন مَهْدِيًّا-কে তাগিদ হিসেবে ধরা হবে। আর اهْدِ بِهٖ হবে তার পরিপূর্ণতাস্বরূপ, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গতায় পরিপূর্ণ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রসূল -এর দু'আ ক্ববূলযোগ্য । অবস্থা যখন এই তখন তার ব্যাপারে কিভাবে সন্দেহ পোষণ করা যায়? আর যে ব্যক্তি اَلْهِدَايَةِ-এর আরো অর্থ বের করতে চাইবে তার জন্য অদৃশ্য খুলে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেখানে তার জন্য যথেষ্ট কিছু রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٤٥ -[٥٠] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمن عَمْرو بنُ الْعَاصِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُه بِالْقَوِيِّ

৬২৪৫-[৫০] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। অপরদিকে 'আম্র ইবনুল 'আস ঈমান এনেছে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব উপরন্তু তার সানাদটিও সুদৃঢ় নয়][১০৮৬]

[১০৮৬] হাসান : তিরমিযী ৩৮৪৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৫, সহীহ আল জামি' ৯৭৩, মুসনাদে আহমাদ ১৭৪৪৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪২৬১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (أَسْلَمَ النَّاسُ) এতে মাক্কাবাসীদের নিকট থেকে মুসলিমদের বিজয়ের সময় ও প্রথাগত রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাঃ) মাক্কাহ্ বিজয়ের এক বছর অথবা দুই বছর পূর্বে স্বেচ্ছায় মাদীনায় হিজরত করে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাণী দ্বারা এ কথা জানাতে চেয়েছেন যে, মাক্কাবাসীরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য হয়ে ভয়ে ইসলাম ক্ববূল করেছে। আর 'আম্‌র (রাঃ) আগ্রহ নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যরা বলেন, এর কারণ ইসলামে এ সম্ভাবনা আছে যে, তাকে অপছন্দবশত উত্তপ্ত করে তুলবে। তবে ঈমানের ব্যাপারটা স্বেচ্ছায় ও উৎসাহ ছাড়া হতে পারে না। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আগ্রহের সাথে ঈমান গ্রহণকে 'আম্‌র (রাঃ)-এর সাথে বিশেষভাবে বলার কারণ হলো যখন নাজাশী হাবাশায় নাবী ﷺ-এর নুবুওয়্যাতকে স্বীকার করেছিলেন তখন ঈমান 'আম্‌র (রাঃ)-এর হৃদয়ে জায়গা গ্রহণ করে। অতঃপর কারো ডাক ছাড়াই তিনি বিশ্বাস করে রসূলের উদ্দেশে গমন করেন। আর তৎক্ষণাৎ মাদীনায় তাড়াতাড়ি পৌঁছে ঈমান আনেন। রসূল ﷺ তাঁকে একদল সহাবীর আমীর নিযুক্ত করেন। এসব সহাবীদের মধ্যে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) ও 'উমার ফারূক (রাঃ) অন্যতম।

এটা এজন্য করেছিলেন যে, 'আম্‌র (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ ও সহাবীদের বিনাশ সাধনে চরমে পৌঁছে ছিলেন। যখন তিনি ঈমান আনলেন তখন নাবী ﷺ তাঁর অন্তর থেকে পূর্ববর্তী বশ্যতা দূর করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যাতে সে এসব দিক থেকে নিরাপদ থাকে এবং আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ না হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮৫৬)

٦٢٤٦ -[٥١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ منكسرًا» قلت يَا رَسُول الله اسْتشْهد أَبِي قتل يَوْم أحد وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا قَالَ أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَبَاك قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حجاب وَأَحْيَا أَبَاك فَكَلمهُ كفاحا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً قَالَ الرَّبُّ عز وَجل إِنَّه قد سبق مني أَنهم إِلَيْهَا لَا يرجعُونَ قَالَ وأنزلت هٰذِهِ الْآيَةِ [وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا] الْآيَة. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৪৬-[৫১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি (ﷺ) বললেন, হে জাবির! কি ব্যাপার? তোমাকে আমি চিন্তাযুক্ত দেখছি? আমি বললাম, আমার পিতা শাহীদ হয়েছেন এবং রেখে গেছেন পরিবার-পরিজন ও ঋণ। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আমি কি তোমাকে এ সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতার সাথে যে আচরণ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ অবধি যার সাথেই কথাবার্তা বলেছেন, তা পর্দার আড়াল হতে বলেছেন, কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আমার বান্দা! তোমার মনে যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে তা প্রদান করব। তোমার পিতা বললেন, হে প্রভু! আমাকে জীবিত করে দিন, যাতে আমি দ্বিতীয়বার আপনার পথে শাহীদ হই। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বললেন, আমার এ বিধান পূর্বেই সাব্যস্ত রয়েছে যে, একবার মৃত্যুর পর কোন লোক আবার দুনিয়াতে ফিরে আসবে না। অতঃপর কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাঁদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা জীবিত।" (তিরমিযী)[১০৮৭]

[১০৮৭] হাসান : তিরমিযী ৩০১০, ইবনু মাজাহ ১৯০, আত্ তা'লীক্ব আর্ রাগীব ২/১৯০-১৯১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : كِفَاحًا ‘কাফ’ বর্ণে যেরসহ। অর্থাৎ সামনাসামনি, উভয়ের মাঝে কোন পর্দা বা কোন দূত ছাড়াই। (تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ) বাহ্যিক দিক থেকে مفعول (কর্ম) টি عام হরফ করাতে বা প্রসঙ্গ উহ্য করা। অতএব এখানে এ জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে যে, প্রতিশ্রুতির ব্যাপকতা জীবিতকরণকে শামিল করে। আর তিনি তো ওয়া'দার ব্যতিক্রম করেন না। তাই তাকে যে জীবিত করবেন না– এটা কিভাবে হতে পারে? এ জটিলতার সমাধান এভাবে সম্ভব যে, স্বাভাবিক প্রতিশ্রুতির বিরোধিতা ব্যাপকতার বাইরের বিষয়। কারণ স্বভাবত রীতিই হলো বৈশিষ্ট্যতার একটি পদ্ধতি। যেমনটি নীতি নির্ধারকগণ বলে থাকেন।

تُحْيِيْنِيْ এর মাধ্যমে চূড়ান্ত আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রসঙ্গ দাবী করে এখানে أحيني হোক। অর্থাৎ পৃথিবীতে আবার আমাকে জীবিত করুন। পক্ষান্তরে শাহীদরা তো জীবিতদের মতো কথা বলে। তাহলে কিভাবে তারা পুনঃজীবিত হতে চাইবে? এটা তো পুনরুক্তি মাত্র।

(হাশিয়ায়ে সিনদী, ইবনু মাজাহ, "জামি'উল কুতুবুত্ তিস্'আহ্" এ্যাপ, হা. ১৯০)

(لا يرجعون) তারা দুনিয়ায় এভাবে পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে না যে, সেখানে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে ও আল্লাহর ‘ইবাদাত বন্দেগী উত্তমরূপে সম্পাদন করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٤٧-[٥٢] وَعَنْهُ قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৪৭-[৫২] উক্ত রাবী (জাবির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য পঁচিশবার ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করেছেন। (তিরমিযী)[১০৮৮]

ব্যাখ্যা : (اسْتَغْفَرَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً) সম্ভবত এ ক্ষমা প্রার্থনা এক মাজলিসে অথবা একাধিক মাজলিসে হতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ رضي الله عنه কোন এক সফরে রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলেন। এক রাতে রসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার পানি বহনকারী উটটি বিক্রি করো। উটটি পানি বহনের কাজে যুক্ত থাকায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অতঃপর রসূল ﷺ তার গায়ে আঘাত করলে তা অভূতপূর্ব দ্রুতগামী হয়ে গেল। রসূল ﷺ তার কাছে উটটি কিনতে চাইলে, তিনি রসূলের নিকট এ শর্তে বিক্রি করলেন যে, তাকে মাদীনায় পৌছে দিতে হবে। আবুন্ নায্‌র رضي الله عنه-এর সূত্রে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ বলেন : তুমি কি তোমার পানি বহনকারী উটটি বিক্রি করবে? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন। মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় সুলায়মান বলেন, আমি জানি না যে, তিনি (ﷺ) তাকে কতবার الله يغفر لك, বলেছিলেন।

নাসায়ী'র বর্ণনায় রয়েছে, জাবির رضي الله عنه বলেন, উট বিক্রির রাত্রিতে রসূল ﷺ আমার জন্য পঁচিশবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। জাবির رضي الله عنه-এর উপনাম আবূ ‘আবদুল্লাহ। তিনি সালিম গোত্রের আনসারী ব্যক্তি ছিলেন। তাকে অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। বদ্‌র যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে রসূলের সাথে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর যুদ্ধ সংখ্যা ১৮টি, তাঁর পিতা বদ্‌রযুদ্ধে নিহত হন এবং একাধিক মেয়ে রেখে যান, যাদের দেখা-শোনা ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তিনি নিজে বহন করতেন। এ কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি সদয় হন ও অনুগ্রহ করেন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮৬৪, মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬)

[১০৮৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৮৫২; হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ আবুয্ যুবায়র ‘*আন* দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে, আর সে মুদাল্লিস বর্ণনাকারী; হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৪৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৩২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৮৯৪, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৪০৩।

Scanned by CamScanner

٦٢٤٨ -[٥٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ» رواه التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ

৬২৪৮-[৫৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : অনেক লোক এমনও আছে, যার মাথার কেশ এলোমেলো, ধুলাবালি জড়িত, দু'খানা পুরাতন কাপড় পরিহিত, যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না, যদি সে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কোন বিষয়ে শপথ করে, আল্লাহ তা'আলা তার শপথ পূরণ করেন। এ সকল লোকের মধ্য হতে বারা' ইবনু মালিক হলেন অন্যতম। (তিরমিযী ও বায়হাক্বী'র "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্")[১০৮৯]

ব্যাখ্যা : (لَوْ أَقْسَمَ) অর্থাৎ ক্বসম করে যে, আল্লাহ এটা করব। তখন আল্লাহ তাকে ক্বসমে সত্যবাদী করে দেন। আর তার কাজ করার ব্যবস্থা করেন। অথবা সে নিজের কোন কাজে ক্বসম করে বলে যে, এরূপ কিছু করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাজের উপরে প্রস্তুত করে দেন এবং তাকে সে কাজ সম্পাদন করার তাওফীক্ব দান করেন। আমাদের সরদার বারা' ইবনু মালিক উভয়ে এক মাতা ও পিতার সন্তান ছিলেন। ছিলেন বিশিষ্ট সহাবীদের অন্যতম। উহুদের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হন। উহুদ যুদ্ধের পর সমস্ত যুদ্ধে শারীক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী ছিলেন। মুশরিকদের সাথে মোকাবিলা করার সময় তারা একরোগে তাকে মারলে তিনি অন্য কারো সাথে শারীক হওয়া ছাড়াই তাদের মারের সঠিক জবাব দেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তার তুমুল যুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠে। তিনি শাহাদাত বরণ করেন হিজরী বিশ সালে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮০)

ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : তিনি কঠিন সাহসীদের অন্যতম ছিলেন। কারো সাথে যুক্ত না হয়েও একশত দ্বন্দ্ব যোদ্ধাকে হত্যা করেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٤٩ -[٥٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ عَيْبَتِيَ الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ كَرِشِيَ الْأَنْصَارُ فَاعفوا عَن مسيئهم واقبلوا من مُحْسِنِهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

৬২৪৯-[৫৪] আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সাবধান! আমার বিশেষ আস্থাভাজন, যাঁদের ওপর আমি নির্ভর করে থাকি, তাঁরা হলেন আমার আহলে বায়ত। আর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন আনসারগণ। অতএব তাঁদের অন্যায়কে তোমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাঁদের ভালো কাজকে সাদরে গ্রহণ করবে। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান][১০৯০]

٦٢٥٠ -[٥٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

[১০৮৯] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৫৪, সহীহুল জামি' ৪৫৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০৮৩।

[১০৯০] মুনকার য'ঈফ : কারণ 'আত্বিয়্যাহ্ আল আওফী য'ঈফ; দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৮৮, তিরমিযী ৩৯০৪, মুসনাদে আহমাদ ১১৮৬০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৫৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১০২৫।

Scanned by CamScanner

৬২৫০-[৫৫] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ এবং পরকালে উপর যে লোক বিশ্বাস রাখে, সে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ][১০৯১]

ব্যাখ্যা : (لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ) অর্থাৎ আনসারদের সকলকে অথবা আল্লাহর প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নকারী আনসার শ্রেণির ব্যক্তিদের। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৯১৭)

٦٢٥١ -[٥٦] وَعَن أنس وَأَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقْرِئْ قَوْمَكَ السَّلَامَ فَإِنَّهُمْ مَا علمت أَعِفَّةٌ صُبُرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৫১-[৫৬] আনাস رضي الله عنه ও আবূ তৃলহাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে আমার সালাম পৌছিয়ে দাও। কেননা আমার জানা মতে তারা সচ্চরিত্র ও ধৈর্যধারণকারী। (তিরমিযী)[১০৯২]

٦٢٥٢ -[٥٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّار فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كذبت لَا يدخلهَا فَإِنَّهُ شهد بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَة». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২৫২-[৫৭] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একদিন হাত্বিব (ইবনু আবূ বালতা'আহ্)-এর একটি দাস নাবী ﷺ-এর কাছে এসে হাত্বিব-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহর রসূল! হাত্বিব তো নিশ্চয় জাহান্নামে যাবে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। সে জাহান্নামে যাবে না। কেননা সে বদ্‌র ও হুদায়বিয়ায় শারীক ছিল। (মুসলিম)[১০৯৩]

ব্যাখ্যা : كَذَبْتَ অর্থাৎ- "নিশ্চয় হাত্বিব জাহান্নামে প্রবেশ করবে" তোমার এ কথা মিথ্যা। الْكَذِب বলা হয়, ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে হোক কোন কিছুকে বাস্তবতার বিপরীতভাবে সংবাদ দেয়া। চাই সে সংবাদদান অতীতকাল বা ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কে হোক।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় الْكَذِب-কে শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃতের সাথে নির্দিষ্ট করে। তবে এ হাদীস তাদের মতকে রদ করে। কোন ভাষাবিদ বলেন, অতীতকালের কোন জিনিসকে আসলের বিপরীত করে প্রকাশ করাকে বলে। অথচ এ হাদীস তাদের মতকে খণ্ডন করে। এ হাদীস বদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকী ও হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী সহাবীদের মর্যাদা ফুটে উঠেছে। আর হাত্বিব-এর মর্যাদা বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো তিনিও তাদের অন্যতম। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী হা. ৩৮৬৪)

[১০৯১] হাসান : তিরমিযী ৩৯০৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৩৪।

[১০৯২] সহীহ তবে أقرأ قومك السلام অংশটুকু ছাড়া : দেখুন- হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৮৯, হা. ৬২০৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩০৯৬, মুসনাদে আহমাদ ১২৫৪৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৩৮৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৯৭৩।

[১০৯৩] সহীহ : মুসলিম ১৬২-(২৪৯৫), তিরমিযী ৩৮৬৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২১৬০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৪৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৫২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১২০, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৯৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩২৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ২৯৯৫, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৩০৮।

Scanned by CamScanner

٦٢٥٣ -[٥٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: [وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ فَضَرَبَ عَلٰى فَخِذِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا وَقَوْمُهُ وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنَ الْفُرْسِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৫৩-[৫৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন- ‘আর যদি তোমরা (ঈমান আনা হতে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।’ সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা কে? যাদের কথা আলোচনা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘যদি আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি, তাহলে তিনি এমন সম্প্রদায়কে আমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যারা আমাদের মতো হবে না।’ তখন তিনি সালমান আল ফারিসী (রাঃ)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন, ইনি এবং তাঁর সম্প্রদায়। যদি এ দীন ধ্রুবতারার (দূরত্ব) স্থানেও থাকে, তবুও পারস্যের কতিপয় লোক তাকে সেখান হতে অর্জন করবে। (তিরমিযী)[১০৯৪]

ব্যাখ্যা : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا) অর্থাৎ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য করা থেকে যদি তোমরা বিমুখ হও এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো। (قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم) বরং তারা তোমাদের চাইতে উত্তম হবে। (يَا رَسُولَ اللهِ...لَا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟) এ হাদীসে ইবনুল মালিক-এর মত খণ্ডন রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরায়শী নেতৃবৃন্দ।

(ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا... رِجَالٌ مِنَ الْفُرْسِ) অর্থাৎ সাধারাণত অনারবের একটি দল। অথবা যাদের ভাষা ফার্সী অথবা যাদের দেশ হলো ফারেস বা পারস্য। এটা একটি অঞ্চল। এর মধ্যে شيراز অন্যতম। তবে পরবর্তী হাদীস থেকে যা বুঝা যায় সে দিক থেকে প্রথম মতটি বেশি স্পষ্ট। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

সুরাইয়া ও পারভীন এমন ধরনের তারকাকে বলা হয় যা খুব ভালোভাবে মিলিত হয়ে থাকে। যেমন- كُلَّدَسْتَةٌ (কুলদাসতাহ) যা বলেন, যদি ঈমান এমন দূরে থাকে যেখানে দৃষ্টি পৌছে না তবুও পারস্যবাসীদের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ঈমানের প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে পারস্য রাজ্যে বড় বড় কামিল স্পষ্ট ও আধ্যাত্মিক ‘আলিম সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সিহাহ সিত্তার মুসান্নিফগণ (রহিমাহুমাল্লাহ)।

(মিশকাতুল মাসাবীহ)

٦٢٥٤ -[٥٩] وَعَنْهُ قَالَ: ذُكِرَتِ الْأَعَاجِمُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَأَنَا بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ أَوْثَقُ مِنِّي بِكُمْ أَوْ بِبَعْضِكُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৫৪-[৫৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে আযমী (অনারব) লোকেদের আলোচনা উঠল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদের, অথবা

[১০৯৪] সহীহ : হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৬২০৫, তিরমিযী ৩২৬০, ৩২৬১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১০১৭, ৩/৪৮৮ পৃ., সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১২৩।

Scanned by CamScanner

বললেন, তোমাদের কিছু সংখ্যক অপেক্ষা সেই আযমীগণ অথবা বললেন, তাদের কতিপয় লোক আমার কাছে অধিক নির্ভরযোগ্য। (তিরমিযী)[১০৯৫]

ব্যাখ্যা : (لَأَنَا بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ) এটা রাবীর সন্দেহের কারণে। بِهِمْ দ্বারা তাদের সবাই উদ্দেশ্য হওয়া বেশি স্পষ্ট। অতএব (أَوْ بِبَعْضِهِمْ أَوْثَقُ) তার বিরোধী নয়। অর্থাৎ দীন তলবে তাদের ওপর নির্ভর করা বেশি প্রত্যাশিত। (مِنِّيْ بِكُمْ أَوْ بِبَعْضِكُمْ) কেউ বলেন, এতে অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আমি বলব, এর ভাবার্থ আল্লাহর বাণী : ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝﴾ "আমি যদি তা কোন অনারবের প্রতি অবতীর্ণ করতাম; অতঃপর সে তা তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে তারা তাতে বিশ্বাস আনত না"– (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ১৮৯-১৯৯)।

তিনি আরো বলেন, ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ "আমি যদি একে অনারব ভাষায় (অবতীর্ণ) কুরআন করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত– এর আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো না কেন? আশ্চর্য ব্যাপার! কিতাব হলো অনারব দেশীয় আর শ্রোতারা হলো 'আরবীভাষী..."– (সূরাহ্ ফুসসিলাত ৪১ : ৪৪)।

ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, بِكُمْ অথবা بَعْضُكُمْ থেকে উদ্দেশ্য হলো এক বিশেষ দল। যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান করা হলে তারা না করে বসে পড়ত। এটা তাদের ওপর ভর্ৎসনা ও নিন্দাস্বরূপ যা প্রমাণিত। হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর এ বাণী দ্বারা :

﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ "...তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবে..."– (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৮)। কারণ এরপরে তা বর্ণিত হয়েছে, ﴿هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ﴾ "দেখ, তোমরা তো তারাই, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য ডাক দেয়া হচ্ছে, তখন তোমাদের কিছু লোক কৃপণতা করছে..."– (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৮)। অর্থাৎ তোমরা এমন প্রত্যক্ষদর্শী যার অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও আল্লাহর পথে খরচ করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তা জানার পরেও তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা বিরত থাকছ এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছ। যদি তোমাদের এ পৃষ্ঠপ্রদর্শন চলতে থাকে তাহলে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে এমন জাতির উত্থান ঘটাবেন যারা স্বীয় জান ও মালকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আর তারা তোমাদের মতো চূড়ান্ত বখিলতা দেখাবে না। এটা তাদের জন্য খরচ করার প্রতি উৎসাহ দান ও উপস্থাপনাস্বরূপ। অতএব এতে অগ্রাধিকার প্রদান আবশ্যক হয় না। আমি বলব, যদি সেটা সাধারণভাবে অগ্রাধিকার প্রদানকে আবশ্যক না করে তাহলে তা কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত হবে। যেহেতু এ অর্থ শব্দের ব্যপকতার মাধ্যমে ফুটে উঠছে বিশেষ কোন কারণে নয়। আর যদি এর মর্মার্থ সাধারণভাবে অগ্রাধিকার প্রদানকে আবশ্যক না করে তবুও সঠিক। কারণ তারা কোন কোন গুণে 'আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর এটা নতুন কিছু নয় যে, পাওয়া যাবে مفضول (যার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে) এর মধ্যে বেশি মর্যাদা فاضل তথা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তুলনায় অতএব নিঃসন্দেহে অনারব জাতির চাইতে 'আরব জাতিই অধিক শ্রেষ্ঠ। বস্তুত আলোচনা হলো কোন কোন লোকের ব্যাপারে আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৯৫] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৯৩২; হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ সলিহ ইবনু আবূ সলিহ য'ঈফ, দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ৪৮৬২।

Scanned by CamScanner

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٢٥٥ - [٦٠] عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةً نُجَبَاءَ رُقَبَاءَ وَأُعْطِيْتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عشرة قُلْنَا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: "أَنَا وَابْنَايَ وَجَعْفَرٌ وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلَالٌ وَسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَأَبُو ذَر والمقداد. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৫৫-[৬০] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রত্যেক নাবীর জন্য সাতজন বিশেষ মর্যাদাবান রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলেন। আর আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। আমরা 'আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, তারা কারা? তিনি বললেন, আমি স্বয়ং আমার পুত্রদ্বয় (হাসান ও হুসায়ন), জা'ফার, হামযাহ্, আবূ বাক্র, 'উমার, মুস্'আব ইবনু 'উমায়র, বিলাল, সালমান, 'আম্মার, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ, আবূ যার ও মিক্বদাদ (রাঃ)। (তিরমিযী)[১০৯৬]

ব্যাখ্যা : (حَمْزَةُ) হামযাহ্ ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব। তাঁর উপনাম আবূ 'উমারাহ্ তথা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা এবং দুধ ভাই।

হাদীসে উল্লেখিত তাদের উভয়কে আবূ লাহাব-এর দাসী সুওয়াইবাহ্ দুধ পান করিয়েছেন। তিনি আসাদুল্লাহ নামে খ্যাত হয়েছেন। নুবুওয়্যাতের দ্বিতীয় বছরে আগের দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁকে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মহা সম্মানিত করেছেন। তিনি বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ওয়াহশী ইবনু হারব। তিনি রসূল (ﷺ) থেকে চার বছরের বড় ছিলেন।

ইবনু 'আবদুল বার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা আমার মতে সঠিক নয়, কারণ তিনি রসূল (ﷺ)-এর দুধ ভাই। আর সুওয়াইবাহ্ উভয়কে দু' সময়ে দুধ পান করিয়ে থাকতে পারেন। তবে কেউ বলেন, তিনি রসূল (ﷺ)-এর চাইতে দুই বছরের বড়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٥٦ - [٦١] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ: كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كَلَامٌ فَأَغْلَظْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُوْنِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ خَالِدٌ وَهُوَ يشكوه إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَجَعَلَ يُغْلِظُ لَهُ وَلَا يَزِيْدُهُ إِلَّا غِلْظَةً وَالنَّبِيُّ ﷺ سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَبَكٰى عَمَّارٌ وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تَرَاهُ؟ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ وَقَالَ: «مَنْ عَادٰى عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللهُ». قَالَ خَالِدٌ: فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ من رضى عمار فَلَقِيْته بِمَا رَضِيَ فرضِيَ.

[১০৯৬] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৭৮৫, য'ঈফুল জামি' ১৯১২, মুসনাদে আহমাদ ১২০৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৯২৪; হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ সানাদে কাসীর আন্ নাওয়া য'ঈফ বর্ণনাকারী, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৯০-৪৯১ পৃ., হা. ৬২০৩।

Scanned by CamScanner

৬২৫৬-[৬১] খালিদ ইবনু ওয়ালীদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার ও 'আম্মার ইবনু ইয়াসির-এর মাঝে বাক-বিতণ্ডা হলো। এতে আমি তাকে শক্ত কথা বললাম। তখন 'আম্মার গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। এমন সময় খালিদও নাবী ﷺ-এর কাছে এসে 'আম্মার-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন খালিদ رضي الله عنه তাঁকে শক্ত কথা বলতে লাগলেন এবং তাঁর কঠোরতা আরো বাড়তে লাগল। তখন নাবী ﷺ চুপ করে ছিলেন। কোন কথা বলছিলেন না। তখন এ অবস্থায় দেখে 'আম্মার কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি খালিদ-এর আচরণ দেখছেন না। এবার নাবী ﷺ মস্তক উঠিয়ে বললেন, যে লোক 'আম্মার-এর সাথে শত্রুতা রাখবে, আল্লাহও তার সাথে শত্রুতা রাখবেন এবং যে ব্যক্তি 'আম্মার-এর সাথে বিদ্বেষভাব পোষণ করবে, আল্লাহও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। খালিদ رضي الله عنه বলেন, তখনই আমি সেখান হতে বের হয়ে পড়লাম এবং যে কোনভাবে 'আম্মার-কে সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা কোন কিছুই আমার কাছে প্রিয়তর ছিল না। অতঃপর আমি এমনভাবে তার সাথে মিলিত হলাম যাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। পরিশেষে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।[১০৯৭]

ব্যাখ্যা : মীরাক বলেন, «قَالَ خَالِدٌ فَخَرَجْتُ» এ বাক্যটি আমাদের সরদার খালিদ رضي الله عنه-এর তরফ থেকে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন এটা إِلتِفَات এর ভিত্তিতে। অতঃপর খালিদ-এর কঠোরতা স্বীয় ধৈর্যের কমতি, অধিক রাগ ও নাবী ﷺ-এর চুপ থাকার কারণে আম্মার কেঁদে ফেলেন।

(مَنْ عَادٰى عَمَّارًا) যে ব্যক্তি 'আম্মার-এর সাথে শত্রুতা করে অর্থাৎ তাঁর কথার সাথে। (وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا) যে ব্যক্তি 'আম্মার-এর সাথে বিদ্বেষ রাখে অর্থাৎ অন্তর থেকে বিদ্বেষ পোষণ করে। (فَخَرَجْتُ) বাহিরে বের হলাম। অর্থাৎ 'আম্মার-কে সম্পূর্ণভাবে রাজি-খুশি করার জন্য নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে বের হলাম।

(مَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ) অর্থাৎ 'আমার এটা ইচ্ছা ছিল যে, আমি এমন কাজ করব যাতে আম্মার আমার প্রতি খুশি হয়ে যায়। তাহলে আমার ও 'আম্মার-এ মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩)

٦٢٥٧ ـ[٦٢] وَعَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ أَنَّهٗ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِعْمَ فَتَى الْعَشِيرَةِ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ

৬২৫৭-[৬২] আবূ 'উবায়দাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে খালিদ সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খালিদ হলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার এবং সে তার স্বীয় বংশের একজন উত্তম যুবক। [উক্ত হাদীস দু'টি ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) রিওয়ায়াত করেছেন][১০৯৮]

ব্যাখ্যা : (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّٰهِ) এক তলোয়ার যাকে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের জন্য বের করেছেন ও কাফিরদের ওপর বিজয় করেছেন। উদ্দেশ্য যে, তিনি আল্লাহর পথে কাফিরদের সাথে তুমুলভাবে যুদ্ধ করবেন। (نِعْمَ فَتَى الْعَشِيرَةِ) বংশের উত্তম যুবক। খালিদ বানী মাখযূম গোত্রের ও কুরায়শের জনক ছিলেন।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩-৮৪)

[১০৯৭] **সহীহ :** মুসনাদে আহমাদ ১৬৮৬০, সহীহুল জামি' ৬৩৮৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২২৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭০৮১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮২৬৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৬৭৪।

[১০৯৮] **সহীহ :** মুসনাদে আহমাদ ১৬৮৬৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৩৯, সহীহুল জামি' ৩২০৮।

Scanned by CamScanner

٦٢٥٨ - [٦٣] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِيْ بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهٗ يُحِبُّهُمْ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ سَمِّهِمْ لَنَا قَالَ: «عَلِيٌّ مِنْهُمْ» يَقُولُ ذٰلِكَ ثَلَاثًا «وَأَبُو ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ أَمَرَنِيْ بِحُبِّهِم وَأَخْبَرَنِيْ أَنه يحبُّهم». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৬২৫৮-[৬৩] বুরয়দাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চার ব্যক্তির সাথে ভালোবাসার জন্য সুমহান বারাকাতময় আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ করেছেন। আমাকে এটাও জানিয়েছেন যে, তিনিও তাঁদেরকে ভালোবাসেন। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! (অনুগ্রহপূর্বক) আমাদেরকে তাদের নামগুলো বলে দিন। তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যে 'আলীও রয়েছেন। এ কথাটি তিনি (ﷺ) তিনবার বললেন এবং (বাকি তিনজন হলেন) আবূ যার, মিক্বদাদ ও সালমান رضي الله عنهم। তাঁদেরকে ভালোবাসার জন্য আমাকে তিনি হুকুম করেছেন এবং আমাকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তিনি তাঁদেরকে ভালোবাসেন। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব][১০৯৯]

ব্যাখ্যা : (بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ) বিশেষভাবে ভালোবাসার জন্য। (يَا رَسُولَ اللّٰهِ سَمِّهِمْ لَنَا) যাতে আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ-এর ভালোবাসার কারণে আমরাও তাদেরকে ভালোবাসতে পারি। (يَقُولُ ذٰلِكَ ثَلَاثًا) এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে, তিনি তাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম। অথবা তিনি তাকে তাদের তিনজনের সমপরিমাণে ভালোবাসতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

সুবহা-নাল্ল-হ তাদের কী মর্যাদা যে, আল্লাহ নিজে তাদের ভালোবাসেন এবং তাঁর হাবীবকে ভালোবাসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪)

٦٢٥٩ - [٦٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلَالًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২৫৯-[৬৪] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার رضي الله عنه বলতেন, আবূ বাক্র رضي الله عنه আমাদের নেতা। তিনি আমাদের আরেকজন নেতাকে স্বাধীন করেছেন, অর্থাৎ বিলাল رضي الله عنه-কে। (বুখারী)[১১০০]

ব্যাখ্যা : ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অবশ্যই বিলাল رضي الله عنه ছিলেন নেতাদের একজন। তবে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তিনি 'উমার رضي الله عنه থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ। অন্যান্যরা বলেন, প্রথম السيد বাস্তবে অর্থে ব্যবহার হয়েছে। দ্বিতীয় السيد নম্রতার উদ্দেশে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অথবা নেতৃত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না। যেমন ইবনু 'উমার رضي الله عنه বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর চাইতে বড় নেতা দেখিনি। অথচ তিনি আবূ বাক্র ও 'উমার رضي الله عنهما-কে দেখেছেন। (ফাতহুল বারী হা. ৩৭৫৪)

[১০৯৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৭১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৯, য'ঈফ ইবনু মাজাহ ২৮, য'ঈফুল জামি' ১৫৬৬; হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ সানাদে শারীক য'ঈফ, দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ১৫৪৯।

[১১০০] **সহীহ :** বুখারী ৩৭৫৪, তিরমিযী ৩৬৫৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৯৬৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/১৪৭ পৃ., আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০০৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৪২১।

Scanned by CamScanner

٦٢٦٠ -[٦٥] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيْ لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِيْ وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيْ لِلّٰهِ فَدَعْنِيْ وَعمل الله. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২৬০-[৬৫] ক্বায়স ইবনু আবূ হাযিম বলেন, বিলাল আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব-কে বললেন, আপনি যদি আমাকে নিজের জন্য ক্রয় করে থাকেন, তাহলে আমাকে আপনি নিজ সেবায় আটকিয়ে রাখুন। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রয় করে থাকেন, তবে আমাকে আল্লাহর কাজে স্বাধীন ছেড়ে দিন। (বুখারী)[১১০১]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ بِلَالًا قَالَ) যখন আমাদের সর্দার বিলাল মাসজিদে নাবাবী দেখাশোনায় অধৈর্য হওয়ার কারণে শাম দেশে যাত্রা করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন আবূ বাক্‌র তার নিকট আবেদন করলেন যে, নাবী ﷺ-এর সময় যেমন তুমি আযান দিতে তেমনিভাবে আমার সাথে থাকো ও আযান দাও।

(فَدَعْنِيْ وَعمل الله) অর্থাৎ আমাকে ছেড়ে দিন আমি আল্লাহর 'আমাল করতে থাকব এবং মানুষের সাথে কোন সম্বন্ধ রাখব না।

কোন বর্ণনায় এসেছে, বিলাল বলেন, আমার মধ্যে রসূলের স্থান দেখার ধৈর্য নেই। আর তিনি ﷺ ব্যতীত আমি এখানে অবস্থান করতে পারিব না। তখন বিলাল এক সৈন্যদলের সঙ্গ গ্রহণ করল যারা শাম দেশে যাচ্ছিল। তিনি তাদের সাথে গেলেন এবং দামিশ্‌কে মৃত্যুবরণ করেন। আবার সেই হাদীসে বিলাল-এর মাদীনায় ফিরে আসার কথা উল্লেখ হয়েছে এবং তার আযান দেয়া ও আযানে মাদীনাহ্‌ কেঁপে উঠার কথা উল্লেখ হয়েছে সে হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। সেটা জাল হাদীস হতে পারে। 'আল্লামাহ্‌ সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) সেটাকে পরবর্তীতে উল্লেখ করেছেন। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪)

٦٢٦١ -[٦٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ مَجْهُوْدٌ فَأَرْسَلَ إِلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِيْ إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلٰى أُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ يُضِيفُهٗ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهٗ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهٖ إِلٰى رَحْلِهٖ فَقَالَ لِامْرَأَتِهٖ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِيْ قَالَ فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ وَنَوِّمِيهِمْ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوٰى لِيَأْكُلَ فَقُوْمِيْ إِلَى السِّرَاجِ كَيْ تُصْلِحِيهِ فَأَطْفِئِيهِ ففعلت فقعدوا وَأكل الضَّيْف فَلَمَّا أَصْبَحَ [ص:] غَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ أَوْ ضَحِكَ اللّٰهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ»

وَفِيْ رِوَايَةٍ مِثْلُهٗ وَلَمْ يُسَمِّ أَبَا طَلْحَةَ وَفِيْ آخِرِهَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى [وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১১০১] **সহীহ :** বুখারী ৩৭৫৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০০৩।

Scanned by CamScanner

৬২৬১-[৬৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত। তখন তিনি (ﷺ) কোন এক লোককে তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তিনি (বিবি) এই বলে উত্তর পাঠালেন যে, সে মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতঃপর তিনি (ﷺ) আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ উত্তর পাঠালেন। এভাবে সকল স্ত্রীগণ সেই একই কথা বলে পাঠালেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে এই লোকটির মেহমানদারি করবে? আল্লাহর তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তখন আনসারদের একজন– যাকে আবূ ত্বলহাহ্ ডাকা হত, তিনি বললেন, আমি, হে আল্লাহর রসূল! এই বলে তিনি লোকটিকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাছে (খাওয়ার) কোন কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন আবূ ত্বলহাহ্ رضي الله عنه বিবিকে বললেন, বাচ্চাদেরকে কোন একটি জিনিস দ্বারা ভুলিয়ে ঘুম পাড়াও। আর মেহমান যখন ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তাঁকে এমন ভাব দেখাবে যে, আমরাও তাঁর সাথে খানা খাচ্ছি। অতঃপর মেহমান যখন খাওয়ার জন্য হাত বাড়াবে, তখন তুমি দাড়িয়ে প্রদীপটি ঠিক করছ ভান করে তা নিভিয়ে ফেলবে। অতএব (স্বামীর কথানুযায়ী) স্ত্রী তাই করলেন। অতঃপর যখন সকাল হলো। আবূ ত্বলহাহ্ সকাল বেলায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক পুরুষ ও অমুক মহিলার ক্রিয়াকলাপকে অতিশয় পছন্দ করেছেন অথবা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অপর একটি বর্ণনাতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে আবূ ত্বলহাহ্-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং হাদীসটির শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, অর্থাৎ '[আনসারদের অন্যতম গুণ এই যে,) তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেন, অভাবগ্রস্ততা এবং দারিদ্র্য তাঁদের সাথে হলেও।' (বুখারী ও মুসলিম)[১১০২]

ব্যাখ্যা : (إِنِّي مَجْهُودٌ) অর্থাৎ ক্ষুধার কষ্ট আমাকে পেয়েছে। এ ঘটনা ইসলামের প্রথম যুগে খায়বার ও অন্যান্য যুদ্ধে বিজয় ও গনীমাত লাভ করার পূর্বের সময়ের। ইবনুত্ তীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আনসারী ব্যক্তির নাম ছিল সাবিত ইবনু ক্বায়স ইবনু শাম্মাস رضي الله عنه ইসমা'ঈল ক্বাযী আহকামুল কুরআনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তবে তার বর্ণনা প্রসঙ্গ ইঙ্গিত করে যে, সেটা অন্য ঘটনা ছিল। সে বর্ণনা হলো, «ان رجلا من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائما حتى فطن رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس» "এক আনসারী ব্যক্তি তিনদিন যাবৎ ইফত্বার করার কিছু না পেয়ে সকাল করে সিয়াম অবস্থায় (অবশেষে অপর আনসারী ব্যক্তি বুঝতে পেরেছিলেন, যার নাম সাবিত ইবনু ক্বায়স)। অতঃপর তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপটও মেহমানের ওপর অনুগ্রহ করার একাধিক ঘটনাকে বাধা দেয় না।

ইবনু বাশকুয়াল বলেন, কেউ বলেন, তিনি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহাহ্। তবে তিনি এ কথা আস্থার সাথে উল্লেখ করেননি। য'ঈফ মাতরূক রাবীদের অন্যতম ক্বাযী আবূ বুখতারী তাঁর "কিতাবুয্ যু'আফাতুন্ নাবী ﷺ" গ্রন্থে বলেন, তিনি হলেন হাদীস বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه। সঠিক হলো যা মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর হাদীসে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে। যেমন তাতে উল্লেখ হয়েছে

[১১০২] সহীহ : বুখারী ৪৮৮৯, মুসলিম ১৭২-(২০৫৪), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৫৮৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬১৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫২৮৬।

Scanned by CamScanner

«فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة» অর্থাৎ আনসারীদের মধ্যে হতে একব্যক্তি বলল; যাকে আবূ ত্বলহাহ্ বলা হয়। খত্বীব সাহেব নিশ্চিতভাবে এটাই বলেছেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি প্রসিদ্ধ আবূ ত্বলহাহ্ যায়দ ইবনু সাহ্ল নন। এটা দুটো কারণে সুদূর পরাহত মনে করা হয়।

(এক) প্রসিদ্ধ আবূ ত্বলহাহ্ যায়দ ইবনু সাহ্ল-এর ব্যাপারে এভাবে বলা ভালো মনে হয় না যে, «فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة» অর্থাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন, তার নাম আবূ ত্বলহাহ্।

(দুই) ঘটনার বর্ণনায় বুঝা যায় যে, তাঁর নিকটে কিছু ছিল না যে, তার দ্বারা তিনি এবং তার পরিবার রাতের আহার করবেন, ফলে বাতি নিভানোর প্রয়োজন হবে। অথচ মাদীনায় আনসারদের মধ্যে আবূ ত্বলহাহ্ যায়দ ইবনু সাহ্ল-এর সম্পদ সবচাইতে বেশি ছিল। অতএব তাঁর ব্যাপারে কম সম্পদের কথা উল্লেখ করা দূরের ব্যাপারে। এ দু' অসম্ভব বিষয়ই তার উত্তরের জন্য সম্ভাবনা আছে, আল্লাহ অধিক জানেন। إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِيْ "কিন্তু আমার সন্তানদের খাবার রয়েছে"। সম্ভবত তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রাতের আহার করছিলেন। আর তার সন্তানরা ব্যস্ত ছিল অথবা ঘুমন্ত ছিল। তাই তাদের প্রয়োজন মতো খাবার রাখলেন। অথবা রাতের খাবারকে তারা সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তাদের জন্য রাতের খাবারের খুবই দরকার এটা নির্ভরযোগ্য কথা। যেহেতু আবূ উসামার বর্ণনায় এসেছে, ونطوى بطوننا الليلة "রাতে আমাদের পেটকে ক্ষুধার্ত রেখেছি"। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, فاصبحا طاويين "তার নিকট শুধুমাত্র নিজের ও স্বীয় সন্তানদের খাবার রয়েছে"।

সহীহ মুসলিমে ওয়াক্বী'র বর্ণনায় রয়েছে, «فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ» "তাঁর কাছে তাঁর ও সন্তানদের জন্য অল্প কিছু খাদ্য ব্যতীত আর কিছু ছিল না।"

«لَقَدْ عَجِبَ اللهُ أَوْ ضَحِكَ اللهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ» এ হাদীস দ্বারা মহান আল্লাহর হাসির গুণ তাঁর অন্যান্য গুণের মতো প্রমাণিত হয় যা পূর্বে একাধিক জায়গায় উল্লেখ হয়েছে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬)

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"...আর তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়– নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন। বস্তুত যাদেরকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।"

(সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ৯)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার সর্বাধিক বিশুদ্ধ ঘটনা এটাই। ইবনু মারদুওয়াইহ-এর বর্ণনায় আছে, "এক ব্যক্তিকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়্যাহ্ দেয়া হলে তিনি বলেন, এটা আমাদের চাইতে আমার ভাই ও তার পরিবারে বেশি প্রয়োজন। অতঃপর তিনি তা পাঠিয়ে দেন। এভাবেই একজন অপরজনের নিকটে পাঠাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তা সাতজনের কাছে ঘুরার পর প্রথমজনের নিকটে ফিরে চলে আসে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়। সম্ভবত এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা নাযিল হয়।

কেউ বলেন, অল্প ক্ষতি করে ছোট ছেলেদের অভুক্ত রেখে পিতার এমন আচরণ করার প্রমাণ এ হাদীসে রয়েছে। (ফাতহুল বারী হা. ৩৭৯৮)

٦٢٦٢ - [٦٧] وَعَنْهُ قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْزِلًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ هٰذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» فَأَقُولُ: فُلَانٌ. فَيَقُولُ: «نِعْمَ عَبْدُ اللهِ هٰذَا» وَيَقُولُ: «مَنْ هٰذَا؟» فَأَقُولُ:

Scanned by CamScanner

فُلَانٌ. فَيَقُولُ: «بِئْسَ عَبْدُ اللهِ هٰذَا» حَتّٰى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» فَقُلْتُ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَقَالَ: «نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৬২-[৬৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক স্থানে, মানজিল করলাম। তখন লোকজন (সম্মুখ দিয়ে) যাতায়াত করছিল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ (এক ব্যক্তি সম্পর্কে) প্রশ্ন করলেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! এ লোক কে? আমি বললাম, অমুক। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর এই বান্দা খুব ভালো লোক। আরেক লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, এ লোকটি কে? বললাম, অমুক। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর এই বান্দা খুবই মন্দ। এমন সময় খালিদ ইবনু ওয়ালীদ رضي الله عنه অতিক্রম করলেন। তিনি (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, এ লোকটি কে? আমি বললাম, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দা খালিদ ইবনু ওয়ালীদ رضي الله عنه খুবই চমৎকার লোক। ইনি আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্য হতে একখানা তলোয়ার। (তিরমিযী)[১১০৩]

ব্যাখ্যা : (فَاقُوتُ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) এখানে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অবশ্যই রসূল ﷺ ছিলেন এক তাঁবুতে এবং আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه ছিলেন তাঁবুর বাহিরে। এছাড়া খালিদ ইবনু ওয়ালীদ رضي الله عنه রসূল ﷺ-এর নিকট অস্পষ্ট থাকত না। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি একটি তলোয়ার যাকে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের জন্য বের করে নিয়ে এসেছেন এবং তাকে কাফিরদের ওপর বিজয় দান করেছেন। অথবা তিনি আল্লাহ তা'আলার তলোয়ারসমূহের মধ্য থেকে এক তলোয়ার প্রাপ্ত। এভাবেই তিনি আল্লাহর পথে তাঁর দীনের শত্রুদের সাথে তুমুল যুদ্ধ করেছেন। মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ দ্রুত পালনের ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং এক তলোয়ার সদৃশ্য। এতে তিনি কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করতেন না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৮৪৬ - "জামি'উল কিতাবুত্ তিস্'আহ্" এ্যাপ)

ফাতহুল বারীর ভাষ্যকার বলেন, আবূ ক্বতাদাহ্'র হাদীসে রয়েছে, মূতার যুদ্ধে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ رضي الله عنه ঝাণ্ডা ধারণ করলেন। তিনি আমীরের মধ্যকার ছিলেন না। তিনি ছিলেন নিজেই আমীর। অতঃপর রসূল ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয় সে আপনার তরবারিসমূহের একটি। অতএব আপনি তাকে সাহায্য করুন। তাই তিনি সেদিন থেকে سيوف الله (আল্লাহ তরবারি) নামে ভূষিত হন।

(ফাতহুল বারী হা. ৪২৬২, ৩৮৪৬ - "জামি'উল কিতাবুত্ তিস্'আহ্" এ্যাপ)

٦٢٦٣ - [٦٨] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا نَبِيَّ اللهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعٌ وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا منا فَدَعَا بِهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২৬৩-[৬৮] যায়দ ইবনু আরক্বাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একবার আনসারগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর নাবী! প্রত্যেক নাবীরই একদল অনুসরণকারী থাকে। (অনুরূপভাবে) আমরাও আপনার অনুকরণ করে আসছি। অতএব, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের অনুসারীদেরকেও আমাদের দলভুক্ত করেন। তখন তিনি (ﷺ) সেই মতো দু'আ করলেন। (বুখারী)[১১০৪]

[১১০৩] সহীহ : তিরমিযী ৩৮৪৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৩৭, মুসনাদে আহমাদ ৮৭০৫।

[১১০৪] সহীহ : বুখারী ৩৭৮৭, মুসনাদে আহমাদ ১৯৩৫৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৩৬৭, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী ৪৮৪৩।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ) অর্থাৎ আমরা বেশি বেশি আপনার অনুসরণ করব। (فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا منا) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রত্যেক নাবী ﷺ-এর অনুসারী থাকে। আমরা আপনার অনুসারী অবশ্যই আমরা আপনার অনুসরণ করব। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যাতে আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের অনুসারী হয়। যারা আমাদের সাথে মিলিত থাকবে ও যথাযথভাবে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ "...আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট..."– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১০০)। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড)

ফাতহুল বারী ভাষ্যকার বলেন, তাদেরকে বলা হয় আনসার। যাতে তারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা ও অনুরূপ কিছু করার ওয়াসিয়্যাত গ্রহণ করে। (ফাতহুল বারী হা. ৩৭৮৭)

٦٢٦٤ -[٦٩] وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ سَبْعُونَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২৬৪-[৬৯] ক্বতাদাহ্ رحمه الله হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আরবের গোত্রসমূহের কোন গোত্রের শাহীদের সংখ্যা ক্বিয়ামাতের দিন আনসারদের তুলনায় অধিক এবং প্রিয়তর হবে বলে আমাদের জানা নেই। ক্বতাদাহ্ رحمه الله বলেন, আনাস رضي الله عنه বলেছেন, তাঁদের মধ্য হতে সত্তরজন 'উহুদের দিন', সত্তরজন "বী'রি মা'উনার দিন" এবং আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه-এর খিলাফাত 'আমালে, আর সত্তরজন 'ইয়ামামার দিন' শাহীদ হয়েছেন। (বুখারী)[১১০৫]

ব্যাখ্যা : (قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ) তারা সবাই ছিলেন আনসার যেমনটি বলা যায়। মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যতীত। উহুদের যুদ্ধে যেসব মুসলিম শাহীদ হয়েছিলেন তাদের যে নাম ইবনু ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন তাতে পঁয়ষট্টি জনে দাঁড়ায়। তন্মধ্যে চার জন হলেন মুহাজির। যারা হলেন– ১) হামযাহ্ ২) 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ ৩) শাম্মাস ইবনু 'উসমান ৪) মুস্'আব ইবনু 'উমায়র। বেশি বাদ পড়েছেন হাত্বিব-এর দাস সা'দ। অবশ্য মূসা ইবনু 'উক্ববাহ্ তার নাম উল্লেখ করেছেন।

হাকিম الإكليل গ্রন্থে ও ইবনু মুনদিহ উবাই ইবনু কা'ব-এর হাদীসে বলেন, উহুদে নিহত আনসারদের সংখ্যা চৌষট্টি জন এবং মুহাজির ছয় জন। সম্ভবত ষষ্ঠ জন হবেন বানী 'আব্‌দ শাম্‌সের মিত্র সাক্বীফ ইবনু 'আম্‌র আল আসলামী। তাকে ওয়াকিদী তাদের মধ্যে গণ্য করেন। যারা উহুদে শাহীদ হন তাদের মধ্যে আনসার নয় এমন ব্যক্তি হিসেবে হারিস ইবনু 'উক্ববাহ্ ইবনু ক্ববূস আল মুযানী, তাঁর চাচা ওয়াহ্‌ব ইবনু ক্ববূস, বানূ সা'দ ইবনু লায়স-এর ক্ষুদ্রতম শাখার আল হাবীব এর দুই একত্ববাদী সন্তান 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান, খলফ ইবনু 'আওফ আল আসলামী-এর তনয়দ্বয় মালিক ও নু'মান-কে ইবনু সা'দ ধরেন। এ দু'জন ছিলেন রসূলের প্রথম সারির লোক। উভয়ে নিহত হন।

আমি বলি, সম্ভবত তারা আনসারদের মিত্র, তাদেরকেই গণ্য করা হয়েছে যদি তারা প্রথমেই গণনার বাহিরে থাকেন তবুও আনসারদের সংখ্যা সত্তর জনে পূর্ণ হবেন। আর নিহত মুসলিমদের মোট সংখ্যা

[১১০৫] সহীহ : বুখারী ৪০৭৮।

Scanned by CamScanner

সত্তরের চাইতে অধিক হবে। যে তাঁদের সত্তর জন শাহীদ হয়েছেন বলে মত ব্যক্ত করেছেন, তিনি খুচরাদের সংখ্যাকে বাদ দিয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ) স্পষ্টতই বলা যায় তাদের সকলেই আনসারী ছিলেন না। বরং তাদের কেউ কেউ মুহাজির ছিলেন। যেমন আবূ বাক্‌র -এর মুক্ত দাস আমির ইবনু ফাহীরাহ, নাফি' ইবনু ওরাকা আল খুযা'ঈ প্রমুখ ব্যক্তিরা মুহাজির ছিলেন।

(وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ..سَبْعُونَ) যারা রিদ্দার যুদ্ধে তরবারির মতো তেজস্বী ও শক্তিশালীদের শ্রেণিভুক্ত হয়েছিলেন তাদের নাম বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী হা. ৪০৭৮)

ইয়ামামার যুদ্ধের দিন বলতে যারা আবূ বাক্‌র -এর সময় মুসায়লামাহ্ কাযযাব-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছিলেন। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭)

٦٢٦٥ -[٧٠] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلٰى مَنْ بَعْدَهُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২৬৫-[৭০] ক্বায়স ইবনু আবূ হাযিম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের ভাতা পাঁচ হাজার দিরহাম (বায়তুল মাল হতে) নির্ধারণ ছিল। 'উমার বলেন, আমি অবশ্যই তাঁদেরকে পরবর্তী সকলের ওপর মর্যাদা দেব। (বুখারী)[১১০৬]

ব্যাখ্যা : (كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ) 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব ও তাঁর পরবর্তী যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক বদ্‌রী সহাবীকে বায়তুল মাল থেকে যে সম্পদ দেয়া হত তার পরিমাণ বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম।

(وَقَالَ عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ) তাদেরকে অন্যদের চাইতে বেশি প্রদান করব।

'উমার থেকে বর্ণিত, মালিক ইবনু আওস-এর হাদীসে রয়েছে, তিনি মুহাজিরদেরকে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দান করতেন এবং আনসরাদেরকে চার চার হাজার করে প্রদান করতেন। আর নাবী সহধর্মিণীদেরকে আরো বেশি প্রদান করতেন। তাঁদের প্রত্যেককে বারো হাজার দিরহাম প্রদান করতেন।
(ফাতহুল বারী হা. ৪০২২)

Scanned by CamScanner

(١٣) بَاب تَسْمِيَةُ مِنْ سمي من أهل الْبَدْر فِي «الْجَامِعِ لِلْبُخَارِيِّ»

অধ্যায়-১৩ : বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সহাবীদের নামের তালিকা ইমাম বুখারী'র আল জামি'-তে যেভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে

١ - النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ ﷺ.

٢ - عَبْدَ اللهِ بْنَ عُثْمَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ الْقُرَشِيُّ.

٣ - عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ.

٤ - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَلَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلى ابْنَتِهِ رُقَيَّةَ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ.

٥ - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيُّ.

٦ - إِيَاسُ بْنُ الْبُكَيْرِ.

٧ - بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

٨ - حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ الْهَاشِمِيُّ.

٩ - حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيْفٌ لِقُرَيْشٍ.

١٠ - أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ.

١١ - حَارِثَةُ بْنُ الرُّبَيِّعِ الْأَنْصَارِيُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي النَّظَارَةِ.

١٢ - خُبَيْبُ بْنُ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيُّ.

١٣ - خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ.

١٤ - رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ.

١٥ - رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ.

١٦ - الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ.

Scanned by CamScanner

١٧ - زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ.

١٨ - أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ.

١٩ - سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ الزُّهْرِيُّ.

٢٠ - سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ.

٢١ - سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ الْقُرَشِيُّ.

٢٢ - سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ.

٢٣ - ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ.

٢٤ - وَأَخُوهُ.

٢٥ - عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ.

٢٦ - عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيّ.

٢٧ - عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِث الْقرشِي.

٢٨ - عبادةُ بن الصَّامِت الْأَنْصَارِيّ.

٢٩ - عَمْرو بْنُ عَوْفٍ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ.

٣٠ - عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ.

٣١ - عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيُّ.

٣٢ - عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ.

٣٣ - عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ.

٣٤ - عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ.

٣٥ - قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ.

Scanned by CamScanner

٣٦ـ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ.

٣٧ـ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بن الجموح.

٣٨ـ مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ.

٣٩ـ وَأَخُوهُ.

٤٠ـ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ.

٤١ـ مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

٤٢ـ مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ.

٤٣ـ مَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ.

٤٤ـ مِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ.

٤٥ـ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

(১) নাবী মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল হাশিমী ﷺ, (২) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমান আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব আল কুরাশী, (৩) 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব আল 'আদাভী, (৪) 'উসমান ইবনু 'আফফান; নাবী ﷺ তাঁকে তাঁর অসুস্থ কন্যা রুক্বাইয়্যাহ্ ['উসমান (রাঃ)-এর স্ত্রী]-এর দেখাশুনার জন্য [মাদীনায়] রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু [বদ্‌র] যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ তাঁকেও দিয়েছিলেন, (৫) 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব আল হাশিমী, (৬) ইয়াস ইবনু বুকায়র, (৭) বিলাল ইবনু রবাহ– আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম, (৮) হামযাহ্ ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব আল হাশিমী, (৯) হাত্বিব ইবনু আবূ বালতা'আহ্– কুরায়শদের মিত্র, (১০) আবূ হুযায়ফাহ্ ইবনু 'উতবাহ্ ইবনু রবী'আহ্ আল কুরাশী, (১১) হারিসাহ্ ইবনুর্‌ রবী' আল আনসারী– ইনি হারিসাহ্ ইবনু সুরাক্বাহ্ নামেও পরিচতি, তিনি বদ্‌র যুদ্ধে শাহীদ হয়েছেন, তিনি এ যুদ্ধে পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন; (১২) খুবায়ব ইবনু 'আদী আল আনসারী, (১৩) খুনায়স ইবনু হুযাফাহ্ আস্‌ সাহমী, (১৪) রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' আল আনসারী, (১৫) রিফা'আহ্ ইবনু 'আবদুল মুনযির– আবূ লুবাবাহ্ আল আনসারী নামেও পরিচিত, (১৬) যুবায়র ইবনুল 'আও্ওয়াম আল কুরাশী, (১৭) যায়দ ইবনু সাহ্‌ল আবূ ত্বলহাহ্ আল আনসারী, (১৮) আবূ যায়দ আল আনসারী, (১৯) সা'দ ইবনু মালিক আয্ যুহরী, (২০) সা'দ ইবনু খাওলাহ্ আল কুরাশী, (২১) সা'ঈদ ইবনু যায়দ ইবনু 'আম্‌র ইবনু নুফায়ল আল কুরাশী, (২২) সাহ্‌ল ইবনু হুনায়ফ আল আনসারী, (২৩) যুহায়র ইবনু রাফি' আল আনসারী, (২৪) তাঁর ভাই, (২৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ আল হুযালী, (২৬) 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ আয্ যুহরী, (২৭) 'উবায়দাহ্

Scanned by CamScanner

ইবনুল হারিস আল কুরাশী, (২৮) 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত আল আনসারী, (২৯) 'আম্র ইবনু 'আওফ– হালীফ বানী 'আমির ইবনু লুআয়ঈ-এর মিত্র, (৩০) 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আম্র আল আনসারী, (৩১) 'আমির ইবনু রবী'আহ্ আল 'আনাযী, (৩২) 'আসিম ইবনু সাবিত আল আনসারী, (৩৩) 'উওয়াইম ইবনু সা'ইদাহ্ আল আনসারী, (৩৪) 'ইতবান ইবনু মালিক আল আনসারী, (৩৫) কুদামাহ্ ইবনু মায্'উন, (৩৬) ক্বতাদাহ্ ইবনুন্ নু'মান আল আনসালী, (৩৭) মু'আয ইবনু 'আম্র ইবনু জামূহ, (৩৮) মু'আব্বিয ইবনু 'আফরা', (৩৯) তাঁর ভাই, (৪০) মালিক ইবনু রবী'আহ্ আবূ উসায়দ আল আনসারী, (৪১) মিসত্বাহ ইবনু উসাসাহ্ ইবনু 'আব্বাদ ইবনুল মুত্ত্বালিব ইবনু 'আব্দ মানাফ, (৪২) মুরারাহ্ ইবনুর্ রবী' আল আনসারী, (৪৩) মা'ন ইবনু 'আদী আল আনসারী, (৪৪) মিক্বদাদ ইবনু 'আম্র আল কিনদী– বানূ যুহরাহ্-এর মিত্র, (৪৫) হিলাল ইবনু উমাইয়্যাহ্ আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

(١٤) بَابُ ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَذِكْرِ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ

অধ্যায়-১৪ : ইয়ামান ও শাম (সিরিয়া) দেশের বর্ণনা এবং উওয়াইস ক্বরানী-এর আলোচনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٢٦٦ -[١] عَنْ عمر بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللهَ فَأَذْهَبَهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ".

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُويس وَله والدةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاض فَمُرُوهُ فليستغفر لكم". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২৬৬-[৭১] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ামান দেশ হতে এক লোক তোমাদের কাছে আসবে। তাঁর নাম হবে 'ওয়াইস'। একজন মাতা ছাড়া ইয়ামান দেশে তাঁর আর কোন নিকটতম আত্মীয়স্বজন থাকবে না। তার দেহে শ্বেত-রোগ থাকবে। এর জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন। ফলে এক দিরহাম অথবা এক দীনার পরিমাণ জায়গা ছাড়া আল্লাহর তা'আলা তাঁর সেই রোগটি দূর করে দিয়েছেন। অতএব তোমাদের যে কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন নিজের ক্ষমার জন্য তাঁর দ্বারা দু'আ করায়।

Scanned by CamScanner

অপর বর্ণনায় আছে, 'উমার رضي الله عنه বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তাবি'ঈদের মধ্যে সর্বোত্তম একজন রয়েছেন, এবং তাঁর শরীরে শ্বেত দাগ থাকবে। অতএব তোমরা নিজেদের মাগফিরাতের দু'আর জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ করবে। (মুসলিম)[১১০৭]

ব্যাখ্যা : এ উওয়াইস (রহিমাহুল্লাহ)-এর ঘটনায় রসূল ﷺ-এর স্পষ্ট মু'জিযাহ্ রয়েছে। তিনি হলেন উওয়াইস ইবনু 'আমির যেমনটি ইমাম মুসলিম এখানে বর্ণনা করেন। এটাই প্রসিদ্ধ মত।

ইবনু মাকূলা বলেন, তাকে উওয়াইস ইবনু 'আম্‌র বলা হয়। তারা বলেন, তার উপনাম আবূ 'আম্‌র। কেউ বলেন, তিনি সিফফীন যুদ্ধে নিহত হন। তিনি قَرَنِيْ গোত্রের দিক নিসবত করে اَلْقَرَنِيْ (ক্বরানী) নামে খ্যাত। এটা মুরাদ গোত্রের শাখা গোত্র। তিনি ছিলেন ক্বরান ইবনু রাযমান ইবনু নাজিয়া ইবনু মুরাদ।

কালবী বলেন, মুরাদ-এর নাম ছিল জাবির ইবনু মালিক ইবনু আদাদ ইবনু সহাব ইবনু ইয়ারুব ইবনু যায়দ ইবনু কাহলান ইবনু সাব্বাদ। তিনি মুরাদ গোত্রের উপগোত্র হওয়ায় আমরা এ বংশ-পরম্পরা তুলে ধরলাম। এদিকেই তাকে সম্বন্ধ করা হয়, যা সঠিক। এতে কোন দ্বিমত নেই।

জাওহারীর সিহাহ গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, তিনি নাজ্‌দবাসীর ইহরাম বাঁধার জন্য নির্দিষ্ট মীকাত কারণে মানাযিল পর্বতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এটা গুরুতর ভুল। এ সতর্কতা আগেই দেয়া হয়েছে যাতে তা নিয়ে ধোঁকায় না পড়ে। তাকে মানুষের মধ্যে তুচ্ছ জ্ঞান করা হত। এটাই প্রমাণ যে, তার প্রকৃত অবস্থা গোপন ছিল। তার মাঝেও আল্লাহর মধ্যকার রহস্য গোপন ছিল। এটা কোন কিছুতেই প্রকাশিত হয়নি। যা অভিজ্ঞদের নীতি ও ওয়ালীদের বৈশিষ্ট্য।

(لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, «قال بعمر إن استطعت ان يستغفر لك فافعل» যদি সক্ষম হও যে, সে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাহলে করো। এটা উওয়াইস (রহিমাহুল্লাহ) এর স্পষ্ট কৃতিত্ব। এতে সৎকর্মশীল ব্যক্তির নিকট থেকে দু'আ ও ক্ষমা চাওয়ার বৈধতা রয়েছে, যদি প্রার্থী তার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। «ان خير التابعين رجل يقال له أويس» দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ।

কখনো বলা হয়, আহমাদ ইবনু হাম্বাল। অপর ব্যক্তি বলেন, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ। এর উত্তর হলো তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সা'ঈদ-এর শার'ঈ জ্ঞান যেমন তাফসীর হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদিতে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদায় নয়। আর এ কথায় সুস্পষ্ট মু'জিযাহ্ রয়েছে। (শারহুন্ নাবাবী হা. ২২৩-২৫৪২)

উওয়াইস তাবি'ঈ ছিলেন, সহাবী নয়। যদিও তিনি নাবী ﷺ-এর সময় মওজুদ ছিলেন কিন্তু মায়ের খিদমাতের কারণে এতটুকু সুযোগ পাননি যে, নাবী ﷺ-এর দরবারে হাজির হবেন। এতে সহাবীর চাইতে তাবি'ঈর মর্যাদা বেশি হবে তা নয়। কারণ স্বয়ং নাবী ﷺ নিজের জন্য মানুষের নিকট দু'আ চাইতেন।

উপরন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে আযানের সময় সমস্ত উম্মাতের নিকট থেকে স্বীয় মাক্বামে মাহমূদ হাসিলের জন্য দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯০)

٦٢٦٧ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هم أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১১০৭] সহীহ : মুসলিম ২২৩-(২৫৪২), সহীহুল জামি' ২০৮৩, শু'আবুল ঈমান ৬৭৯৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৭৯ পৃ.।

Scanned by CamScanner

৬২৬৭-[২] আবূ হুরায়রাহ্ [রাঃ] নাবী [সাঃ] হতে বর্ণনা করেন। তিনি ([সাঃ]) বললেন : ইয়ামানবাসীগণ (স্বেচ্ছায়) তোমাদের কাছে এসেছেন। তাদের অন্তর খুবই নরম এবং অত্যধিক কোমল। ঈমান ইয়ামানবাসীদের মাঝে এবং কৌশল (বুদ্ধিমত্তা) ও ইয়ামানবাসীদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। আর গর্ব-অহমিকা রয়েছে উটের রাখালের কাছে, অপরদিকে স্বস্তি ও শান্তি বিদ্যমান রয়েছে বকরি পালকদের মাঝে। (বুখারী ও মুসলিম)[১১০৮]

ব্যাখ্যা : «الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية» সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় রয়েছে, হাফিয তাঁর 'ফাত্হ' গ্রন্থে বলেন, স্পষ্টভাবে ঈমানকে ইয়ামানের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে কারণ يمان মূলত يمني ছিল। জাওহারী ও অপর ব্যক্তি বিশিষ্ট নাহুবিদ সিবওয়াইহ থেকে বর্ণনা করে বলেন : তিনি সুর করে গাইতেন «يَمَانِيًا يَظَلُّ يَشُدُّ كِيرًا وينفخ دائما لهب الشواظ» "ইয়ামানীরা হাঁপরকে শক্তিশালী করতে থাকে এবং সদা অগ্নিশিখায় ফুঁক দেয়"। এর মমার্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তার তাৎপর্য হলো ঈমানকে মাক্কার দিকে নিসবত করে বলার কারণ হলো এর সূচনা মাক্কাহ্ থেকে। আর মাদীনাহ্ হিসেবে মাক্কাহ্ ডানে। কেউ বলেন, ঈমানকে মাক্কাহ্-মাদীনার সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর এ দুটো শামের ডানদিকে পড়ে এর ভিত্তি হলো এ কথা রসূলের মুখনিঃসৃত বাণী যা তিনি তাবূকে অবস্থানকালে বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আনসারগণ। তাদের সৃষ্টি হয়েছে ইয়ামান থেকে। ঈমানকে তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। এর কারণ হলো যে অভ্রান্ত ধর্ম নিয়ে রসূল [সাঃ] আগমন করেছে সে ধর্মের মূলে ছিলে তারা। এসব বর্ণনা করেছেন আবূ 'উবায়দাহ্ তাঁর গরীব হাদীসে। তার সমর্থনে ইবনুস্ সলাহ বলেন, পূর্বের বক্তব্যকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করতে কোন বাধা নেই।

সহীহুল বুখারী (হা. ৩৪৯৯)-তে রয়েছে, ইয়ামানের নাম রাখার কারণ হলো তা কা'বার ডানদিকে এবং শাম কা'বার বামদিকে অবস্থিত। প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে ইয়ামানীদের অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ হলো মুসলিমদেরকে বড় কষ্ট দেয়া ব্যতীত তারা ঈমানের নিকটে বশ্যতা স্বীকার করেছে। যেমনটি প্রাচ্যবাসীরা ও অন্যান্যরা ছিল না। ইয়ামানের লোকেরা এ কথাকে হাকীকী অর্থে ব্যবহার করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তৎকালীন থাকা মু'মিন ব্যক্তিবর্গরা। সব যুগের ইয়ামানী ব্যক্তি নয়। কারণ হাদীসের শব্দ তা দাবী করে না।

তিনি আরো বলেন, الفقه হলো দীনের বুঝ। حكمة থেকে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পরিচিতির সাথে যুক্ত 'ইল্ম। الفتح-এর বক্তব্য এখানে সমাপ্ত।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) মুসলিমের শারাহ-এর মধ্যে ইবনু সলাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, الحكمة-এর বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম অর্থ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে তিনি বলেন, الحكمة বলা হয় এমন জ্ঞানকে যা মহান আল্লাহর পরিচিতির সাথে সংযুক্ত হুকুম আহকাম দ্বার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, দূরদর্শিতা বাস্তবায়ন, অন্তর পরিশুদ্ধকরণ, হাক্বকে কার্যকরণ ও তার প্রতি 'আমাল করা, বাতিল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকার সাথে সম্পৃক্ত। এসব গুণ যার রয়েছে তাকে الحكمة বলা হয়। আবূ বাক্র ইবনুদ্ দারীদ বলেন, যেসব শব্দ তোমাকে নাসীহাত করে, সতর্ক করে, ভালো কিছুর প্রতি আহ্বান করে ও মন্দ বিষয় থেকে নিষেধ করে সেটাই حكمة এবং حكم যেমন রসূল [সাঃ]-এর বাণী أن من الشعر حكمة। কোন বর্ণনায় রয়েছে, حكما।

(তুহফাতুল আহওয়াযী - এ্যাপ, হা. ৩৯৩৫)

[১১০৮] সহীহ : বুখারী ৪৩৮৮, মুসলিম ৮৪-(৫২), তিরমিযী ৩৯৩৫, মুসনাদে আহমাদ ৭৭০৯, সহীহুল জামি' ৫৩, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৩৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ১৯৮৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৪৩২, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৩৪২, মুসনাদুল হুমায়দী ১০৪৯, মুসনাদুল বায্যার ৩৪২৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২৯৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৬৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫২৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৩৪, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৫৯৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৮৩।

Scanned by CamScanner

এ হাদীস দ্বারা ইয়ামানবাসীদের বড় মর্যাদা প্রকাশিত হয়। রসূল ﷺ সত্যই বলেছেন, যে কারণে ইয়ামানে সর্বদা বড় বড় বিজ্ঞ আলিম ও দরবেশ জন্মেছে। এখনো এর ব্যতিক্রম নয়।

(الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ) নাবী ﷺ-এর সময়ে 'আরবে দু'টি শ্রেণি ছিল। তাই তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যে, উটওয়ালার বদ-মেজাজের অধিকারী এবং বকরির রাখালরা সাদাসিধে। এটা সাহচর্যের প্রভাবে হয়ে থাকে। কারণ অধিকাংশ উটই দুষ্ট প্রকৃতির হয় এবং বকরি হয় নিঃস্ব প্রকৃতির।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯১)

٦٢٦٨ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২৬৮-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুফরের উৎপত্তি হবে পূর্বদিক হতে। গর্ব-অহমিকা রয়েছে পশমি তাঁবুর অধিবাসী ঘোড়া ও উট চালকদের মাঝে। আর শান্তি রয়েছে বকরি চালকদের মাঝে। (বুখারী ও মুসলিম)[১১০৯]

ব্যাখ্যা : (رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ) কুশমীহানী-এর বর্ণনায় রয়েছে, قِبَلَ الْمَشْرِقِ 'কৃফ' বর্ণে যের ও 'বা' বর্ণে যবর সহকারে অর্থাৎ সে দিক থেকে। এতে অগ্নিপূজকদের অধিক কুফরীর লক্ষণ রয়েছে। কারণ 'আরবের পারস্যবাসী ও তাদের অনুসারীরা মাদীনার পূর্বদিকে অবস্থান করছে। তারা অত্যন্ত কঠোর, অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী। এখানেই শেষ নয়, এমনকি তাদের সম্রাট রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। ফিত্‌নাসমূহ পূর্বদিক থেকে অব্যাহতভাবে বের হয়েছে।

(الْفَدَّادِينَ) খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ চাষের যন্ত্র বা লাঙ্গলের ফলা। প্রথম মতে, فَدَّادُونَ হলো فَدَّانٍ এর বহুবচন। فَدَّانٍ বলা হয়, যে ব্যক্তি তার উট, ঘোড়া বা চাষে ইত্যাদির জন্য আওয়াজকে উঁচু করে। فَدِيدُ হলো কঠিন আওয়াজ। আখফাশ (রহিমাহুল্লাহ) দুর্বলভাবে বর্ণনা করেন। (الْفَدَّادِينَ) থেকে উদ্দেশ্য হলো, যারা জনমানবহীন উন্মুক্ত মরু অঞ্চলে বসবাস করে। এ অর্থ সুদূর পরাহত।

আবূ 'উবায়দাহ্ মা'মার ইবনুল মুসান্না বলেন, যাতে দু'শত থেকে হাজারের অধিক সংখ্যক উট রয়েছে তাদেরকে الْفَدَّادِينَ বলা হয়। আবূ 'আম্‌র শায়বানী-এর বর্ণনার ভিত্তিতে এটা মূলত أَصْحَابُ الْفَدَّادِينَ ছিল। অর্থাৎ এখানে مُضَافٍ-কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আবুল 'আব্বাস বলেন, উটওয়ালা ও রাখালাদেরকে فَدَّادُونَ বলা হয়। খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা যে বিশ্বাস মনে লালন করত সেসব আলোচনায় তাদের ব্যস্ত থাকার কারণে তাদেরকে মন্দ বলা হয়েছে। এতে তাদের অন্তর রূঢ় হয়েছে।

(وَالسَّكِينَةُ) নম্রতা, সহনশীলতা, স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্থে السَّكِينَةُ-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। বকরি ওয়ালাদেরকে খাস করার কারণ তার অর্থে ও আধিক্যে উটের মালিকদের চাইতে নিচে। আর এ দুটো গর্ব ও অহমিকার মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন, বকরিওয়ালা থেকে উদ্দেশ্য হলো ইয়ামানের অধিবাসী। কারণ তাদের অধিকাংশ চতুষ্পদ জন্তু হলো বকরি। কিন্তু রবী'আহ্ ও মুযার গোত্র এর বিপরীত। কারণ তাদের উট বেশি।

(ফাতহুল বারী হা. ৩৩০১)

[১১০৯] সহীহ : বুখারী ৩৩০১, মুসলিম ৮৫-(৫২), সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৪৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৫৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ১৯৮৮৫, মুসনাদে আহমাদ ৮৯২৯, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৬৩৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৭৪, আল আদাবুল মুফরাদ ৫৭৪।

Scanned by CamScanner

٦٢٦٩ -[٤] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِنْ هَهُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২৬৯-[৪] আবূ মাস্‌'উদ আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আন্হু নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : এই দিক অর্থাৎ পূর্বদিক হতে ফিতনাহ্-ফ্যাসাদের উৎপত্তি হবে। কঠোর ভাষা ও হৃদয়ের কাঠিন্য, উট ও গরুর লেজের পাশে চিৎকারকারী, পশমি তাঁবুর অধিবাসী রবী'আহ্ ও মুযার গোত্রের মধ্যে রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১১১০]

ব্যাখ্যা : مِنْ هَهُنَا অর্থাৎ المشرق (পূর্ব) থেকে। جَاءَتِ الْفِتَنُ যদিও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অতি শীঘ্রই আসবে। কিন্তু এখানে তা সুনিশ্চিতভাবে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটিকে চূড়ান্তভাবে বলার জন্য فعل ماضي এর সীগাহ্ ব্যবহার করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আল কিরমানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রবী'আহ্ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের নাম উল্লেখের কারণ যা সুস্পষ্ট তা হলো 'আরবের অধিকাংশ মানুষই এ মূল দু' বংশের সাথে যুক্ত হয়। আর তারা ছিল পূর্ববাসীদের জন্য কারণস্বরূপ। যেসব কুরায়শীদের মাঝে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন ঘটেছে তারা হলো মুযার গোত্রের একটি শাখা। আর ইয়ামানবাসীদের ব্যাপারে সরাসরি পরবর্তী হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। যার শিরোনাম হলো- «مِنْ نَسَبِ الْعَرَبِ كُلِّهِمْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ» অর্থাৎ সমস্ত 'আরব বংশধর ইসমা'ঈল আলায়হিস সালাম-এর বংশ। (ফাতহুল বারী হা. ৩৪৯৮)

٦٢٧٠ -[٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২৭০-[৫] জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অন্তরের কঠোরতা ও ভাষায় কর্কশতা পূর্বদিকে রয়েছে এবং ঈমান রয়েছে হিজাযবাসীদের মাঝে। (মুসলিম)[১১১১]

ব্যাখ্যা : (فِيْ أَهْلِ الْحِجَازِ) অর্থাৎ মাক্কাহ্ ও মাদীনার চারপাশে। ইবনুল মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হলো আনসারগণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হিজাযবাসীদের মধ্যে ঈমান রয়েছে। হিজায এমন ভূখণ্ডের নাম যেখানে মাক্কাহ্-মাদীনাহ্ অবস্থিত।
(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯২)

٦٢٧١ -[٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قرن الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[১১১০] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৯৮, মুসলিম ৮১-(৫১), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৯৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৪৩৩, মুসনাদুল হুমায়দী ৪৫৮, মুসনাদে আহমাদ ১৭১০৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৬৩, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৩৯৯৩।

[১১১১] **সহীহ :** মুসলিম ৯২-(৫৩), মুসনাদে আহমাদ ১৪৬৩৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৮৯৩।

Scanned by CamScanner

৬২৭১-[৬] ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (দু'আয়) বললেন, "হে আল্লাহ! শাম দেশে আমাদের জন্য বারাকাত দান করুন। হে আল্লাহ! ইয়ামান দেশে আমাদের জন্য বারাকাত দান করুন।" তখন সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের নাজ্‌দের জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি () আবারও বললেন, "হে আল্লাহ! শাম দেশে আমাদের জন্য বারাকাত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামান দেশে আমাদের জন্য বারাকাত দান করুন।" এবারও সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের নাজ্‌দের জন্যও। বর্ণনাকারী (ইবনু 'উমার) বলেন, আমার ধারণা, তিনি তৃতীয়বারে বললেন, সেখান থেকে শায়ত্বনের শিং উদিত হবে। (বুখারী)[১১১২]

ব্যাখ্যা : বারাকাতের জন্য দু'টি স্থানকে বিশেষিত করার স্পষ্ট কারণ হলো, মাদীনাবাসীর খাদ্যদ্রব্য ইয়ামান ও নাজ্‌দ– এ দু' স্থান থেকে আমদানী করা হয়। আশরাফ বলেন, মূলত রসূল এ দু' স্থানের জন্য বারাকাতের দু'আ করেছেন, এর কারণ হলো মাক্কাহ্ রসূল -এর জন্মভূমি। আর তা ইয়ামানের সাথে সম্পৃক্ত। মাদীনাহ্ হলো তাঁর বসবাসের ও দাফনের স্থান। সেটা শামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাহ! কি চমৎকার দু'দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব যে, তার একটি জন্মস্থান, অন্যটি তাঁর দাফনস্থান। তিনি () দু'টিকে নিজের সাথে যুক্ত করেছেন। মর্যাদা বুঝানোর জন্য তিনি () বহুবচনের যামীর ব্যবহার করেছেন এবং বারংবার দু'আ করেছেন।

(وَفِىْ نَجْدِنَا) খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাজ্‌দ পূর্বদিকে। যে ব্যক্তি মাদীনায় অবস্থান করে, নাজ্‌দ তার নিকটে 'ইরাক্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেটা মাদীনাবাসীর পূর্বে। মূলত উঁচু ভূমিকে নাজ্‌দ বলা হয়। এটা নিচুর বিপরীত। কারণ তা তুলনামূলকভাবে নিচু। পুরো তিহামাহ্ নিম্নাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। মাক্কাহ্ তিহামাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত।

হাফিয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : দাউদী বর্ণনা করেন, নাজ্‌দ 'ইরাক্বের প্রান্তে অবস্থিত। তিনি কল্পনা করে বলেন, নাজ্‌দ একটি নির্দিষ্ট স্থান। অথচ এমনটি নয়। বরং তুলনায় অপেক্ষাকৃত উঁচু সব স্থান কে নাজ্‌দ বলা হয় এবং অপেক্ষাকৃত নিচু জায়াগাকে غور (গওর) বলা হয়।

(الزَّلَازِلُ) অর্থাৎ বাহ্যিক বোধগম্য অথবা অভ্যন্তরীণ প্রকম্পন। সেটা হলো মনের টলমলতা এবং মানুষের দোদুল্যমানতা।

(وَالْفِتَنُ) বিপদ মুসীবাত যাতে দীন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় হ্রাস ঘটে। সে কারণে তার জন্য দু'আ করা তাঁর জন্য সমিচীন নয়। মুহাল্লাব বলেন, আসলে রসূল পূর্ববাসীদের জন্য দু'আ বাদ দিয়েছেন যাতে তারা অকল্যাণ থেকে দুর্বল হয়ে যায়, যা সেদিকে শায়ত্বনের প্রভাবের কারণে ফিতনাহ্ হিসেবে সৃষ্ট।

(قرن الشَّيْطَان) সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো শায়ত্বনের সে সময়ের অনুসারী ও সাহায্যকারী দলবল। কেউ কেউ বলেন, قرن থেকে উদ্দেশ্য হলো শায়ত্বনী শক্তি বা এমন সহযোগী যার দ্বারা সে বিপথগামী করতে পারে। সে সময় পূর্ববাসীরা কাফির ছিল। তাই রসূল বর্ণনা করেন যে, ফিতনাহ্ সৃষ্টি হবে সেখান থেকে। যেমন তিনি জানিয়েছিলেন পরে তাই হয়েছে প্রথম ফিতনাহ্ পূর্বদিক থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এ ফিতনাহ্ ছিল মুসলিমদের বিভক্ত হওয়ার কারণ। এটা ছিল শায়ত্বনের আনন্দের বিষয়। এতে শায়ত্বন খুশি হয়। অনুরূপভাবে বিদ্'আতও সেখান থেকে সৃষ্টি হয়। যেমনটি উল্লেখ আছে ফাতহুল বারীতে। অনুরূপভাবে উট যুদ্ধের ঘটনা সিফফীনের যুদ্ধ। খারিজীদের উদ্ভব ঘটেছে পূর্বদিকের নাজ্‌দ, 'ইরাক্ব ও তার

[১১১২] **সহীহ :** বুখারী ১০৩৭, তিরমিযী ৩৯৫৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩০৮৬।

Scanned by CamScanner

পিছনের এলাকায়। ফাসাদের মূল বড় ফিত্‌নাহ্ যেটা তাদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল, তা হলো 'উসমান رضي الله عنه-এর শাহাদাত। সে কারণে রসূল ﷺ এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সংঘটনের পূর্বে তা জানিয়ে দিয়েছেন। এটা হলো নাবী ﷺ-এর নুবুওয়্যাতের লক্ষণ। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৯৬৫)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٢٧٢ -[٧] عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৭২-[৭] আনাস رضي الله عنه যায়দ ইবনু সাবিত رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ ইয়ামান দেশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! ইয়ামানবাসীদের অন্তর আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য সা' ও মুদের মধ্যে বারাকাত দাও।" (তিরমিযী)[১১১৩]

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ أَقْبِلْ) আসলে তিনি (ﷺ) এ দু'আ করেছেন এজন্য যে, মাদীনাবাসীর খাদ্যদ্রব্য আমদানী হয় ইয়ামান থেকে। এজন্য পরে মাদীনাবাসীর জন্য ইয়ামান থেকে আমদানীকৃত খাবারের মধ্যেও সা'-এ বারাকাতের দু'আ করেছেন। (وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا) এ দুটো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরিমাপ করা যায় এমন খাদ্যদ্রব্য। এখানে পাত্রের এবং পাত্রস্থ বস্তুর কথা বলা হয়েছে।

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দুই সীমানার মিলের কারণ হলো, মাদীনাবাসীরা সর্বদা সংকটময় জীবনযাপন ও পাথেয়ের আশ্রয় প্রার্থনায় থাকতে হয়। তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য থাকে না। অতএব যখন তিনি (ﷺ) দারুল হিজরতে ইয়ামানবাসীর মনোযোগ ঝুঁকে পড়ার জন্য দু'আ করলেন। আর তারা ছিল বিপুল সংখ্যক মানুষ। তখন তিনি (ﷺ) মাদীনাবাসীর খাদ্যের বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। যাতে তথাকার অধিবাসীর এবং আগন্তুক ব্যক্তিদের স্বচ্ছলতা আসে। আগমনকারীদের কারণে স্থায়ী বাসিন্দারা বিরক্ত না হয় এবং মুহাজিরদের সেথায় অবস্থান করা কঠিন না হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৯৪৬)

٦٢٧٣ -[٨] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُوبٰى لِلشَّامِ» قُلْنَا: لِأَيٍّ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৬২৭৩-[৮] যায়দ ইবনু সাবিত رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাম (সিরিয়া) দেশের জন্য মুবারকবাদ। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এর কারণ কি? তিনি বললেন, আল্লাহর (রহমাতের) মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণ) তার ওপর নিজেদের পাখা বিস্তৃত করে রেখেছেন। (আহমাদ ও তিরমিযী)[১১১৪]

[১১১৩] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী ৩৯৩৪, ইবনু মাজাহ ২৯১৫, মুসনাদে আহমাদ ১৪৭৩১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৬৫৬, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ২৭৩, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৫২৭, আল আদাবুল মুফরাদ ৪৮২।

[১১১৪] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৯৫৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৫০২, সহীহুল জামি' ৩৯২০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৯৪৪৮, শু'আবুল ঈমান ২৩১১, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৯০১।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمٰنِ) এখানে এ কথার ইঙ্গিতে মালাক (ফেরেশতা) থেকে উদ্দেশ্য হলো রহমাতের মালাক।

(بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا) অর্থাৎ শাম ভূখণ্ড ও তার অধিবাসীদেরকে কুফর থেকে রক্ষার জন্য মালায়িকাহ্ (ফেরেশতামণ্ডলী) তাদের ডানাকে বিছিয়ে দেন। যেমনটি ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন।

মানাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ মালায়িকাহ্ ক্ষতিকর ও ধ্বংসকারী বস্তুকে দূরীভূত করা ও বারাকাত নাযিল করার মাধ্যমে শামকে পরিবর্তন করে এবং বেষ্টন করে রাখে। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩৯৬৬)

মালাকের (ফেরেশতার) ডানাকে পাখির ডানার সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। কারণ পাখির তিন চার ডানার ব্যতিক্রম হয় না।

বলা হয়, নাবী ﷺ দু'বার জিবরীল আলায়হিস্ সালাম-এর দু'শত ডানা দেখেছেন। মোটকথা মালাকের ডানা প্রমাণিত, কিন্তু তার আকৃতি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩)

٦٢٧٤ -[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ نَحْوِ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৬২৭৪-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে হাযরামাওতের দিক হতে, অথবা বলেছেন, 'হাযরামাওত' হতে একটি আগুন বের হবে, তা মানুষদেরকে একত্রিত করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তখন আমাদেরকে আপনি কি নির্দেশ দেন? তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা তখন অবশ্যই সিরিয়ায় চলে যাবে। (তিরমিযী)[১১১৫]

ব্যাখ্যা : (عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ) অর্থাৎ শামের পথ এবং তার পথে যাওয়া দলের সাথে গ্রহণ কর। কারণ সে সময় শাম প্রকৃত আগুন বা রূপক আগুন সেখানে পৌছা থেকে নিরাপদ। যেহেতু রহমাতের মালাক (ফেরেশতা) তাকে সংরক্ষণ করেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ২২১৭, জামি'উল কুতুবিত্ তিস্'আহ্ এ্যাপ)

তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো আগুন চোখ দেখা যাবে যা এর আসল অর্থ। অথবা এ আগুন থেকে উদ্দেশ্য হলো ফিত্নাহ্। দু' হিসেবেই এর উদ্দেশ্য হলো যে, তা হবে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে। কারণ তারা বলেছিল, আমাদের কি নির্দেশ দিবেন? অর্থাৎ তারা তা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٧٥ -[١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ النَّاسِ إِلٰى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقٰى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ تَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

[১১১৫] সহীহ : তিরমিযী ২২১৭, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭৬৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৩২০, মুসনাদে আহমাদ ৪৫৩৬, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৫৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩০৫।

Scanned by CamScanner

৬২৭৫-[১০] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্র ইবনুল ‘আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে এক হিজরতের পর আরেকটি হিজরত সংঘটিত হবে। তখন উত্তম মানুষ তারাই হবে, যারা ঐ স্থানে হিজরত করবে, যে স্থানে (সিরিয়ায়) ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) হিজরত করেছিলেন।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, এ ধরাপৃষ্ঠে তারাই সর্বোত্তম যারা ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর হিজরতের স্থানকে নিজেদের হিজরত স্থান বানাবে। এ সময় ধরাপৃষ্ঠে শুধুমাত্র খারাপ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদেরকে তাদের দেশ বিতাড়িত করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অপছন্দ করবেন। (অতঃপর) একটি আগুন তাদেরকে বানর ও শূকরের দলসহ হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে রাত্রিযাপন করবে, আগুনও সেখানে রাত্র কাটাবে এবং তারা যেখানে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম নিবে, আগুনও সেখানে বিশ্রাম নিবে। (আবূ দাঊদ)[১১১৬]

ব্যাখ্যা : (هِجْـرَةٌ بَعْدَ هِجْـرَةٍ) খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দ্বিতীয় হিজরত থেকে উদ্দেশ্য হলো শামের হিজরত করা। শাম দেশে অবস্থান করার জন্য এখানে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এটা ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর হিজরতের স্থান।

(تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ) খত্ত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য বের হওয়া এবং তথায় অবস্থান করাকে অপছন্দ করেন। সে কারণে আল্লাহ তাদেরকে সে ক্ষমতা দেন না। এতে তারা মানুষ যা অপছন্দ করে এবং বিরত থাকে তা গ্রহণ না করার উপযুক্ত হয়ে যায় ও বাদ পড়ে যায়।

নিহায়ায় রয়েছে, যখন কোন বস্তুকে অপছন্দ করা হয় এবং তা থেকে বিরত থাকে তখন বলা হয় قذرت الشيئ اقذره। (‘আওনুল মা'বূদ - “জামি'উল কিতাবিত্ তিস্'আহ্” এ্যাপ, হা. ২৪৮২)

٦٢٧٦ -[١١] عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سيصير الأمر إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ». فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ: خِرْ لِيْ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ. فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهٖ يَجْتَبِيْ إِلَيْهَا خِيَرَتَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللهَ تَوَكَّلَ لِيْ بِالشَّامِ وَأَهْلِهٖ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৬২৭৬-[১১] ইবনু হাওয়ালাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : শীঘ্রই অবস্থা এমন হবে যে, তোমরা বিভিন্ন দলে আলাদা হয়ে পড়বে। একদল সিরিয়ায়, আরেক দল ইয়ামানে এবং আরেক দল ‘ইরাক্বে হবে। ইবনু হাওয়ালাহ্ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি সে যুগ পাই, তখন আমি কোন দলের সাথে থাকব তা আপনি নির্বাচন করে দিন। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি সিরিয়াকে গ্রহণ করবে। কারণ সিরিয়া হলো আল্লাহর পছন্দনীয় জমিন। শেষ যামানায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভালো ও পুণ্যবান লোকেদেরকে সেখানে সমবেত করবেন। যদি তোমরা সেখানে যেতে না চাও, তাহলে ইয়ামানে চলে যাবে। তোমাদের (গবাদিপশুকে) নিজেদের হাওয হতে পানি পান করাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার ওয়াসীলায় সিরিয়া এবং সিরিয়াবাসীর জন্য জিম্মাদার হয়ে গেছেন। (আহমাদ ও আবূ দাঊদ)[১১১৭]

[১১১৬] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৪০৫৫, মুসান্নাফ ইবনু ‘আবদুর রয্যাক্ব ২০৭৯০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪১৮, মুসনাদে আহমাদ ৬৮৭১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৯৬০।

[১১১৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৪৮৩, সহীহুল জামি' ৫৯৭২, সহীহ আবূ দাঊদ ২২৪৪, সহীহ আত্ তারগীব আত্ তারহীব ৩০৮৭।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (سيصير الْأَمر) অর্থাৎ ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে অথবা ইসলামের যুদ্ধ ব্যাপক হবে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(تَوَكَّلَ لِيْ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ) শামবাসীর জন্য আমার কারণে দায়িত্ব নিবেন যে, সেখানে ফিত্নাহ্ পৌছবে না এবং ফিত্নার দ্বারা তথাকার অধিবাসীকে ধ্বংস করবেন না।
('আওনুল মা'বূদ - "জামি'উল কিতাবিত্ তিস্'আহ্" এ্যাপ, হা. ২৪৮৩)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٢٧٧ -[١٢] عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيٍّ [رضي الله عنه] وَقِيلَ الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيصرف عَن أهل الشَّام بهم الْعَذَاب»

৬২৭৭-[১২] শুরায়হ ইবনু 'উবায়দ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে শাম (সিরিয়া)-বাসীদের আলোচনা হয়। তখন কেউ বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের ওপর লা'নাতের বদ্দু'আ করুন। উত্তরে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না, (লা'নাত করব না)। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আবদাল' সিরিয়াতেই হয়। তাঁরা চল্লিশ লোক। যখনই তাঁদের কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থানে আরেকজনকে নিযুক্ত করেন। তাঁদের বারাকাতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাঁদের ওয়াসীলায় শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়া যায় এবং তাঁদের বারাকাতে সিরিয়াবাসীদের ওপর হতে শাস্তি দূর করা হয়।[১১১৪]

ব্যাখ্যা : (ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ) এখানে শামের অধিবাসী বলতে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরোধীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছে মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথে যারা শামদেশে ছিলেন। যিনি 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনকালের শেষ পর্যন্ত শামের শাসনকর্তা ছিলেন। সে কারণে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে তাদের মন্দ আলোচনা করা হয়েছে। এর জবাবে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাদের প্রতি অভিশম্পাত নয়। কারণ তারা আমাদের ভাই, যারা আমাদের বিরোধিতা করেছে। অন্যান্য বর্ণনায় এ কথায় স্পষ্টতাই উল্লেখ হয়েছে।
(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫)

٦٢٧٨ -[٣١] وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "سَتُفْتَحُ الشَّامُ فَإِذَا خُيِّرْتُم الْمَنَازِلَ فِيهَا فَعَلَيْكُم بِمَدِينَة يُقَال لَهُ دِمَشْقُ فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةُ". رَوَاهُمَا أَحْمَدُ

[১১১৪] সানাদ মুনক্বাতি' : মুসনাদে আহমাদ ৮৯৬; হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ 'আলী এবং শু'বাহ্-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা আছে, দেখুন- সিলসিলাতুয্ য'ঈফাহ্ ২৯৯৩।

Scanned by CamScanner

৬২৭৮-[১৩] জনৈক সহাবী হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে সিরিয়া বিজয় হবে। অতএব যখন তোমাদেরকে সে স্থানে অবস্থানের সুযোগ দেয়া হবে, তখন তোমরা 'দামিশ্‌ক' নামীয় শহরকেই গ্রহণ করবে। কারণ তা হবে যুদ্ধ হতে মুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং শামের তাঁবু। সেখানে আরেকটি মনোমুগ্ধকর স্থান রয়েছে, যার নাম হলো 'গূত্বাহ্'। [উক্ত হাদীস দু'টি ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন][১১১৯]

ব্যাখ্যা : (عَنْ رَجُلٍ) সহাবীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি। তার নাম জানা যায় না। কোন সহাবীর নাম সম্পর্কে বর্ণনাকারীর না অবগত হওয়া সহাবীর মর্যাদার কমতি হয় না। কারণ সমস্ত সহাবী ন্যায়পরায়ণ।

(دِمَشْقُ) অধিকাংশ ও বিশুদ্ধ মতে শাম দেশের রাজধানীর নাম। এ নামকরণের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ শহরটি দিমাশ্‌ক্ব ইবনু নমরূদ ইবনু কিন্'আন স্থাপন করেন। তাই তাঁর নামে এ শহরের নাম দিমাশ্‌ক্ব রাখা হয়। 'আযীযী বলেন, তিনি ইবরাহীম আলায়হিস সালাম ও সারাহ্-এর ওপর ঈমান এনেছিলেন। যখন তাঁর পিতা নমরূদ ইবরহীম আলায়হিস সালাম-এর নিদর্শনসমূহ দেখতে পেয়েছিলেন, তখন তিনি ছেলেকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন।

(معقلــق المسلمين) যুদ্ধের সময় মুসলিমদের আশ্রয় নেয়ার জায়গা। যেখানে মুসলিম প্রবেশ করে আশ্রয় গ্রহণ করবে। যেমন আশ্রয় নেয় বকরি পাহাড়ের চূড়ায়।
(আওনুল মা'বূদ - "জামি'উল কিতাবিত্ তিস্'আহ্" এ্যাপ, হা. ৪২৯৮; মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫)

٦٢٧٩ - [١٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْخِلَافَةُ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ»

৬২৭৯-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খিলাফাত মাদীনাতে এবং বাদশাহী হলো সিরিয়ায়।[১১২০]

ব্যাখ্যা : (الْخِلَافَةُ بِالْمَدِيْنَةِ) খিলাফাত মাদীনায় থাকে অর্থাৎ অধিকাংশ সময়ে। এজন্য যে, 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খিলাফাতের সময় কূফায় থাকতেন। অথবা এর অর্থ হলো মাদীনায় খিলাফাত স্থায়ী থাকবে।

(وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ) বাদশাহী বা রাজত্ব থাকবে শামে। এ হাদীসে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাত ও মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রাজত্বের ইঙ্গিত রয়েছে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬)

٦٢٨٠ - [١٥] وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمُوْدًا مِنْ نُوْرٍ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِيْ سَاطِعًا حَتّٰى اسْتَقَرَّ بِالشَّامِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ»

৬২৮০-[১৫] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি (স্বপ্নে) দেখেছি, একটি আলোর খুঁটি আমার নিচ হতে বের হয়ে উপরে আলোকিত হয়েছে– অবশেষে তা সিরিয়ায় গিয়ে স্থির হয়ে গেছে। [উক্ত হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন][১১২১]

[১১১৯] **য'ঈফ** : মুসনাদে আহমাদ ১৭৫০৫; হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ মারইয়াম য'ঈফ।

[১১২০] **য'ঈফ** : বায়হাক্বী আদ্ দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ ৬/৪৪৭, বৈরূত ছাপা; হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ সুলায়মান ও তার পিতা উভয়েই য'ঈফ, য'ঈফাহ্ ১১৮৮, য'ঈফুল জামি' ২৯৪৯।

[১১২১] **সহীহ** : বায়হাক্বী আদ্ দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ ৬/৪৪৯, তাখরীজ আহাদীস ফাযায়িলুশ্ শাম ৩, হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৪৯৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : "শামে গিয়ে স্থির হলো" এ হাদীস শামে তাঁর বিজয়, দীন তথায় দৃঢ় ও স্থায়ী হওয়া প্রমাণ করে। মায়ের পেট থেকে নাবী ﷺ-এর জন্মের সময় সেদিকে নূর বের হয়েছিল এবং এতে শাম অঞ্চল আলোময় হয়েছিল। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬)

٦٢٨١ -[١٦] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৬২৮১-[১৬] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে) যুদ্ধের দিন মুসলিমদের সমবেত স্থান (দুর্গ) হবে 'গূত্বাহ্'। তা দামিশ্‌ক শহরের এক কিনারায় অবস্থিত। মূলত সিরিয়ার শহরসমূহের মাঝে দিমাশ্‌ক্বই সর্বোত্তম শহর। (আবূ দাউদ)[১১২২]

ব্যাখ্যা : (بِالْغُوطَةِ) যেখানে অনেক গাছপালা ও পানি বিদ্যমান রয়েছে। আলকামী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসের শেষ যামানায় দিমাশ্‌ক্বের মর্যাদা ও তথাকার অধিবাসীর মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে। এ স্থান ফিতনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়ার দুর্গ স্বরূপ।

'আযীযী শারহে জামি'উস্ সগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইবনু আসাকির বলেন, এর অন্যতম ফাযীলাত হলো যে, এখানে দশ হাজার প্রহরী প্রবেশ করবেন, যারা নাবী ﷺ-কে দেখেছেন। নাবী ﷺ সেখানে নুবুওয়্যাতের আগে প্রবেশ করেছেন। আর পরে তাবূক যুদ্ধের সময় মি'রাজের রাত্রিতে প্রবেশ করেন। (আওনুল মা'বূদ হা. ২৪৯৮, "জামি'উল কিতাবিত্ তিস্'আহ্" এ্যাপ)

(يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ) বলতে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬)

٦٢٨٢ -[١٧] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَيَأْتِيْ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ فَيَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلا دمشق. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৬২৮২-[১৭] 'আবদুর রহমান ইবনু সুলায়মান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আজমী বাদশাহদের মাঝে হতে একজন বাদশাহর আগমন ঘটবে। অতঃপর দামিশ্‌ক্ব ব্যতীত সমস্ত শহরগুলোতে তার আধিপত্য স্থাপিত হবে। (আবূ দাউদ)[১১২৩]

ব্যাখ্যা : (فَيَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ) সব শহরকে দখল করবে শুধুমাত্র দিমাশ্‌ক্ব ব্যতীত।

ভাষ্যকারগণ স্পষ্টভাবে বলেননি যে, উক্ত রাজা কে? জেনে রাখা উচিত যে, শাম, বায়তুল মাক্বদিস, সখরাহা, আসক্বালান, কাযবীন, স্পেন এবং দিমাশ্‌ক্ব ছাড়া ও অন্য জায়গার ফাযীলাত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। তবে মুহাদ্দিসগণ এগুলোর অধিকাংশকে য'ঈফ বলে মত পেশ করেন। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত, যেমনটি سفر السعادت-এ উল্লেখ হয়েছে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬)

[১১২২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪২৯৮, সহীহুল জামি' ২১১৬।

[১১২৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৬৩৯।

Scanned by CamScanner

(١٥) بَاب ثَوَاب هٰذِهِ الْأُمة

অধ্যায়-১৫ : এ উম্মাতের (উম্মাতে মুহাম্মাদী ﷺ-এর) সাওয়াবের বিবরণ

অন্য উম্মাতের তুলনায় এ রহমাতপ্রাপ্ত উম্মাতের আধিক্য ও সীমাহীন ফাযীলাত ও নেকীর বর্ণনা প্রমাণিত। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ অর্থাৎ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত যাদের উত্থান ঘটেছে মানব জাতির জন্য..."– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১১০)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ "আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি, যাতে তোমরা লোকেদের ওপর সাক্ষী হও এবং নাবী তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়..."– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৩)। অতএব শ্রেষ্ঠ উম্মাত বলতে এ উম্মাতে মুহাম্মাদী ﷺ-এর হওয়া এটাই যথেষ্ট। যিনি হলেন সৃষ্টির সেরা, নাবী সর্দার ও সর্বশেষ নাবী ﷺ।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٢٨٣ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: من يعمل إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ أَلَا لَكُمُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ اللهُ تَعَالٰى: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ اللهُ تَعَالٰى: فَإِنَّهُ فَضْلِيْ أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৬২৮৩-[১] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতীত জাতিসমূহের সাথে তোমাদের জীবনের তুলনা হলো, 'আস্‌রের সলাতের সময় হতে সূর্যাস্ত অবধি। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপমা হলো ঐ লোকেদের মতো, যে শ্রমিকদেরকে কাজে নিযুক্ত করে বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক এক ক্বীরাত্বের (বিশেষ মুদ্রা) বিনিময়ে দ্বিপ্রহর অবধি আমরা কাজ করব? ফলে ইয়াহূদীরা দ্বিপ্রহর অবধি এক এক ক্বীরাত্বের শর্তে কাজ করল। অতঃপর ঐ লোক আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক এক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে দ্বিপ্রহর হতে 'আস্‌র অবধি আমার কাজ করবে? এবার খ্রিস্টানরা দ্বিপ্রহার হতে 'আস্‌র অবধি এক এক ক্বীরাক্বের বিনিময়ে কাজ করল। লোকটি অতঃপর বলল, তোমাদের কে 'আস্‌র হতে

Scanned by CamScanner

সূর্যাস্ত অবধি দুই দুই ক্বীরাত্বের বিনিময়ে আমার কাজ করবে? জেনে রাখ! লোক তোমরাই, যারা 'আস্‌রের সলাত হতে সূর্যাস্ত অবধি কাজ করবে এবং জেনে রাখ! পারিশ্রমিক তোমাদের জন্য দ্বিগুণ। এতে ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টান উভয় দল ভীষণভাবে রাগান্বিত হলো এবং বলল, আমাদের কাজ বেশি এবং পারিশ্রমিক কম। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি কি তোমাদের পাওনা হাক্ব সম্পর্কে সামান্যটুকুও যুল্‌ম করেছি? তারা বলল, না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এটা আমার অনুকম্পা যাকে ইচ্ছা দান করি। (বুখারী)[১১২৪]

ব্যাখ্যা : (نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً) উদ্দেশ্য হলো এই যে, ইয়াহূদী ও নাসারার প্রত্যেক দলের বয়স অধিক ছিল এবং 'ইবাদাতও ছিল অনেক। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদীর বয়স কম হওয়ার কারণে ও স্বল্প 'ইবাদাতে তাদের সাওয়াব দ্বিগুণ, এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। এ হাদীসের মতো বর্ণনা ইঞ্জীলেও রয়েছে। যেমন মাত্তার ইঞ্জীলের বিশতম অধ্যায়ে এক আয়াতে 'ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন, এক মালিক সকালে একজন দিনমজুরকে এক দীনারের বিনিময়ে নিয়োগ করে স্বীয় বাগানে প্রেরণ করেন। কিছুক্ষণ পরে আবার আরো এক শ্রমিককে একই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিয়োগ করেন।

প্রথম শ্রমিক অভিযোগ করে বলল, আমাদের সারা দিনের শ্রম ও এ ব্যক্তির অল্প শ্রমের বিনিময় সমান হয়ে গেল না? মালিক জবাবে বললেন, আমি কি তোমাদের ওপর যুল্‌ম করেছি, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তোমাদেরকে নির্ধারণ করেছি তাতে তোমাদের পাওনা কম হয়েছে কি? নিজের সম্পদে আমার স্বাধীনতা রয়েছে। যাকে যেমন ইচ্ছা তেমন দেয়। এর ভিত্তিতে অগ্রবর্তীরা পেছনে পড়ে যায় এবং পূর্ববর্তীরা পশ্চৎভাগে চলে আসে। মানুষ তো অনেক কিন্তু গ্রহণওযোগ্য ও পুণ্যবান কমই থাকে। শুধু ইঞ্জীলের আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, উম্মাতে মূসা ও 'ঈসা আলায়হিস সালাম থেকে উম্মাতি মুহাম্মাদী সম্মানে ও সাওয়াবে শ্রেষ্ঠ। সর্বশেষ উম্মাত কিন্তু এটা আল্লাহর তা'আলার মহা অনুগ্রহ। ইয়াহূদী ও নাসারাদের শোরগোলে কী হবে? (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮)

٦٢٨٤ -[٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِيْ لِيْ حُبًّا نَاسًا يَكُونُونَ بَعْدِيْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِأَهْلِهِ وَمَالِه». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬২৮৪-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মাঝে আমার প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা পোষণকারী লোক তারা হবে, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ এই আকাঙ্ক্ষা রাখবে, যদি সে আমাকে দেখতে পায়, তাহলে আমার জন্য নিজেদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কুরবান করে দেবে। (মুসলিম)[১১২৫]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِيْ لِيْ حُبًّا) অর্থাৎ নাবী ﷺ-কে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সহায় সম্পদকে উৎসর্গ করার আগ্রহ ব্যক্ত করবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮)

সেকালে অন্যদের তুলনায় তারা তাঁর প্রতি অসামান্য ভালোবাসা দেখানোর মতো মানুষ।

(يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِأَهْلِهِ وَمَالِه) মুযহির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো, যদি আমার সাথে তাদের দর্শন ও মিলিত হওয়ার সময় আসে তবে তারা পরিবার ও সম্পদকে কুরবান করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

[১১২৪] সহীহ : বুখারী ২২৬৯, তিরমিযী ২৮৭১, মুসনাদে আহমাদ ৫৯০২, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্‌যাক্ব ২০৯১১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৫৫৯৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩০৬, আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৬১৮।

[১১২৫] সহীহ : মুসলিম ১২-(২৮৩২), মুসনাদে আহমাদ ৯৩৮৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২৩১।

Scanned by CamScanner

٦٢٨٥ -[٣] وَعَن مُعَاوِيَة قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِيْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيثُ أَنَسٍ «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ» فِيْ «كتاب القصاص»

৬২৮৫-[৩] মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর অটল থাকবে। যারা তাঁদেরকে অপমানিত করতে চাইবে এবং যারা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, এরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি তাঁরা ক্বিয়ামাত অবধি এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১১২৬]

আনাস رضي الله عنه-এর হাদীস «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ» "আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" 'ক্বিসাস' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ) এ দল থেকে হাদীসের অনুসারীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন 'আলী ইবনু মাদীনী (রহিমাহুল্লাহ) তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ)-এর হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, এ দল হচ্ছে আসহাবুল হাদীস তথা হাদীসের অনুসারীর দল। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীর অর্থ হলো আমার উম্মাত সব একেবারে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এমনটি নয়। বরং একটি দল তখনো অবশ্যই হাক্বের উপর ক্বায়িম থাকবে। আর এটা হাদীসের অনুসারী দল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এ কথা খুবই সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। অনেক 'আলিম পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, উপরোক্ত আলোচনার প্রমাণিত দল বলতে এমন লোকেদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মানুষের মতামত ও অসার বলাবলি থেকে দূরে থেকে শুধু কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য অর্থকে নিজেদের 'আমালের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং সহাবা رضي الله عنهم, তাবি'ঈ, তাবি তাবি'ঈন, মুহাদ্দিসীন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনদের 'আমালকে স্বীয় 'আমালরূপে পরিগ্রহণ করেন। দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, উল্লেখিত ইসলামী বুযুর্গরা বর্তমানের অন্ধ তাক্বলীদকে মানতেন না। না তাদের মাযহাবের নামে আলাদা আলাদা কোন দল ছিল, যেমন পরবর্তীতে কা'বাহ্ ঘরের চারপাশে চার মুসল্লার মতো নিন্দনীয় ভাগে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, হাদীসের অনুসারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আজ মুসলিম আবার কিতাব ও সুন্নাতের এক ও অভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছে। (সহীহুল বুখারী - ৫ম খণ্ড, হা. ৩৬৪১, দারুল 'ইল্‌ম, মুম্বাই)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٢٨٦ -[٤] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ أُمَّتِيْ مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرٰى أَوَّلُهٗ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[১১২৬] সহীহ : বুখারী ৩৬৪১, মুসলিম ১৭০-(১৯২০), তিরমিযী ২১৯২, ইবনু মাজাহ ৬, সহীহুল জামি' ৭০২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৭০, মুসনাদে আহমাদ ১৫৬৩৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৭৩৮৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৩৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২৮৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৬৮, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৯২২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩৯০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯২৯৮।

Scanned by CamScanner

৬২৮৬-[৪] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের দৃষ্টান্ত হলো বৃষ্টির মতো, যার সম্পর্কে (দৃঢ়তার সাথে) বলা যায় না, তার প্রথমাংশ উত্তম, নাকি শেষাংশ? (তিরমিযী)[১১২৭]

ব্যাখ্যা : (لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ) নাবী ﷺ-এর সমস্ত উম্মাতের জন্য এটা উদাহরণ নয়। বরং সহাবায়ি কিরাম উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কুরআন ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এ দৃষ্টান্ত অন্যান্য উম্মাত ছাড়া কল্যাণের যুগের সাথে সম্পৃক্ত সহাবীদের জন্য প্রযোজ্য। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٢٨٧ -[٥] عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْشِرُوا إِنَّمَا مَثَلُ أُمَّتِىْ مَثَلُ الْغَيْثِ لَا يُدْرَى آخِرُهٗ خَيْرٌ أَمْ أَوَّلُهٗ؟ أَوْ كَحَدِيقَةٍ أُطْعِمَ مِنْهَا فَوْجٌ عَامًا لَعَلَّ آخِرَهَا فَوْجًا أَنْ يكون أعرضها عرضا وَأَعْمَقَهَا عُمْقًا وَأَحْسَنَهَا حُسْنًا كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَهْدِىُّ وَسَطُهَا وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ فَيْجٌ أَعْوَجُ لَيْسُوا وَلَا أَنَا مِنْهُمْ» رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৬২৮৭-[৫] জা'ফার তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (সহাবীগণকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, সুসংবাদ গ্রহণ কর! আমার উম্মতের উপমা হলো মুষলধারে বৃষ্টির মতো। যার সম্পর্কে বলা যায় না, তার প্রথমাংশ শ্রেয় নাকি শেষাংশ? অথবা ঐ উদ্যানের মতো, একদল লোক এক বছর তা হতে ভোগ করল, অতঃপর আরেক দল লোক পরবর্তী বছর তা হতে ভোগ করল। এমনও তো হতে পারে, শেষে যারা ঐ বাগান হতে উপকৃত হয়েছে তারা বেশি প্রসার ও প্রভাব লাভ করবে, গুণাবলিতেও অধিক হবে। সে উম্মাত কিভাবে ধ্বংস হতে পারে, যাদের প্রথমে রয়েছি আমি? মাঝে ইমাম মাহদী এবং শেষে মাসীহ 'ঈসা আলায়হিস সালাম। অবশ্য তার মধ্যবর্তী সময়ে এমন বক্র দল প্রকাশ পাবে, আমার সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং আমিও তাদের সাথে সম্পর্কিত নই। (রযীন)[১১২৮]

ব্যাখ্যা : (لَا يُدْرَى آخِرُهٗ خَيْرٌ أَمْ أَوَّلُهٗ؟) এ হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায়, এতে এ সংশয় ও অনিশ্চয়তা আছে যে, প্রথম উম্মাতেরা উত্তম না শেষ উম্মাতেরা উত্তম। মূলত এখানে সমস্ত উম্মাত উত্তম যেমন সব বৃষ্টি উপকারী ও উত্তম হয়। কল্যাণ ও উপকারে সব সমান।

প্রথম দিকের উম্মাতেরা নাবী ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভ করে ইসলামের প্রতি তাঁর আহ্বানে এবং দিক নির্দেশনায় তাঁর অনুসরণ করেছে। তাঁর দীনের মূলনীতিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং নাবী ﷺ-কে সাহায্য করেছে। আর পরবর্তীরা সে নীতিকে সমর্থন করে রক্ষা করেছে। তার কাঠামোকে পূর্ণতা দান করে তার রুকনগুলোকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মশালকে উন্নত করে তার আলোকে ছড়িয়েছে এবং এর নিশানকে প্রকাশ করেছে।

[১১২৭] হাসান সহীহ : তিরমিযী ২৮৬৯, সহীহুল জামি' ৫৮৫৪, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২২৮৬, মুসনাদুল বায্যার ১৪১২, মুসনাদে আহমাদ ১২৪৮৩, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩৭১৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২২৬, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২৩১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪০৫৮।

[১১২৮] য'ঈফ : বিস্তারিতভাবে য'ঈফাহ্ ২৩৪৯।

Scanned by CamScanner

(لَيْسُوا مِنِّيْ) তারা আমার পথের পথিক নয়। (وَلَا أَنَا مِنْهُمْ) আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, না আমি তাদের সাহায্য করব। বরং আমি তাদের যুল্ম পাপাচারিতার কারণে তাদের প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্ট। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯-৩০০)

٦٢٨٨ -[٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟» قَالُوا: فالنبيون قَالَ: «ومالهم لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟» قَالُوا: فَنَحْنُ. قَالَ: «ومالكم لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِىْ يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا»

৬২৮৮-[৬] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবায়ি কিরামকে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মাঝে ঈমানের দিক দিয়ে কাকে তোমরা অধিক পছন্দ কর? তাঁরা বললেন, মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাদের)-কে। নাবী ﷺ বললেন, তাঁরা ঈমান আনবে না কেন, তাঁরা তো তাঁদের প্রভুর কাছেই আছেন। এবার সহাবীগণ বললেন, তবে নাবীগণ। তিনি (ﷺ) বললেন, তাঁরা ঈমানদার হবে না কেন, তাঁদের ওপর তো ওয়াহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এবার তাঁরা বললেন, তবে আমরা। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা ঈমান আনয়ন করবে না কেন, অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান আছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার কাছে ঈমানের দিক দিয়ে সবচেয়ে পছন্দনীয় ঐ সম্প্রদায়, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। যারা সহীফাহ্ (কুরআন) পাবে, এতে আল্লাহর যে সকল বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার ওপর তারা ঈমান আনবে।[১১২৯]

ব্যাখ্যা : (أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ) সৃষ্টিজীবের মধ্যে থেকে কাদের ঈমান অধিক উত্তম ও মজবুত উত্তরে সহাবীগণ বললেন, মালাকের (ফেরেশতার) ঈমান। রসূল ﷺ বলেন, কিভাবে তা হয় অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার নিকটে অবস্থান করে তাঁর বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক বস্তু দেখেছে ও ঈমান এনেছে?

(قَالُوا: فالنبيون) তারা বললেন, রসূল ﷺ বলেন, কিভাবে? তাদের ওপর ওয়াহী নাযিল হয়, তাঁদের নিকট রূহুল আমীন মালাক (ফেরেশতা) আগমন করেন। তাদের নিকটে বিনা মাধ্যমে আল্লাহর পয়গাম এসেছে। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ ক্ষমতা দর্শন করেছেন।

(قَالُوا: فَنَحْنُ) তারা বললেন, নবীগণ আমাদের ঈমান। রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মজবুত ঈমানের কি শান রয়েছে? অথচ তোমরা নুবুওয়্যাতের নিদর্শনাবলী এবং ঈমান ও ওয়াহীর প্রভাবকে একেবারে প্রত্যক্ষ করেছ।

(لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِىْ) আমার পরে অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পরে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আমার আনুগত্যকারীরা।

(يَجِدُونَ صُحُفًا) তারা পাবে কুরআন ও হাদীস যাতে দীনের বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا) রসূলের মুখের হাদীসের খবর এবং কুরআনের বিভিন্ন অদৃশ্য সংবাদ শুনে দেখে না দেখে অদৃশ্য বস্তুর প্রতি ঈমান নিয়ে আসে। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০০)

[১১২৯] সহীহ : 'আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছিলেন, য'ঈফাহ্ ৬৪৭; পরবর্তীতে সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩২১৫, দেখুন- তারাজু'আতুল 'আল্লামাহ্ আলবানী ৬৭।

Scanned by CamScanner

٦٢٨٩ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُوْنَ أَهْلَ الْفِتَنِ» رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ

৬২৮৯-[৭] 'আবদুর রহমান ইবনু 'আলা আল হাযরামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক লোক বর্ণনা করেছেন, যিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে এ উম্মাতের শেষলগ্নে এমন এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যাঁদের ভালো 'আমালের সাওয়াব তাঁদের প্রথম যুগের লোকেদের বরাবর হবে। তাঁরা মানুষদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করবেন এবং মন্দকাজ হতে বারণ করবেন। আর ফিতনাবাজদের সাথে যুদ্ধ করবেন। [উক্ত হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ) "দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন][১১৩০]

ব্যাখ্যা : (مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ) অর্থাৎ সহাবীদের রাঃ নেকীর ন্যায়।

(وَيُقَاتِلُوْنَ أَهْلَ الْفِتَنِ) ফিত্‌নাবাজদের সাথে যবান দিয়ে ও হাত দ্বারা যুদ্ধ করবে। ফিত্‌নাবাজ থেকে উদ্দেশ্য হলো অত্যাচারী খারিজী, রাফিজী ও অন্যান্য বিদ্'আতী লোক।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০১)

٦٢٩٠ -[٨] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «طُوْبٰى لِمَنْ رَآنِيْ [وَآمَنَ بِيْ] وَطُوْبٰى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِيْ وَآمَنَ بِيْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৬২৯০-[৮] আবূ উমামাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাঁদের জন্য সুসংবাদ যাঁরা আমাকে দেখেছে (এবং ঈমান এনেছে) এবং সাতবার সুসংবাদ ঐ সকল লোকের জন্য, যাঁরা আমাকে না দেখে আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (আহমাদ)[১১৩১]

ব্যাখ্যা : (طُوْبٰى سَبْعَ مَرَّاتٍ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অধিক বুঝানো, সীমাবদ্ধকরণ নয়। এ হাদীসে নির্ধারিত সাত সংখ্যাকে শারী'আত প্রণেতা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্ঞানের উপর সোপর্দ করতে হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٩١ -[٩] وَعَنْ أَبِيْ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ جُمُعَةَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ: نَعَمْ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا جَيِّدًا تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ أَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ. قَالَ: «نَعَمْ قَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ

[১১৩০] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : 'আমি এখনও পর্যন্ত' এ হাদীসটির সানাদ পাইনি। বায়হাক্বী দালায়িলুন্ নুবুওয়্যাহ্ ৬/৫১৩ পৃ., হিদায়াতুর্ রুওয়াত ৫/৫০৩ পৃ., হা. ৬২৪৪।

[১১৩১] সহীহ : আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছিলেন, মিশকাত ৬২৮১; অতঃপর সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১২৪১, সহীহুল মাওয়ারিদ ১৯৬১, দেখুন- তারাজু'আতুল 'আল্লামাহ্ আলবানী ১০৭, মুসনাদে আহমাদ ২২১৯২।

Scanned by CamScanner

يُؤْمِنُونَ بِيْ وَلَمْ يَرَوْنِيْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوٰى رَزِيْنٌ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ مِنْ قَوْلِهٖ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ. أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا إِلٰى آخِرِه

৬২৯১-[৯] আবূ মুহায়রীয (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ জুমু'আহ্ (রাঃ) নামক এক সহাবীকে বললাম, আমাকে এমন একটি হাদীস বলুন, যা আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে শুনেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুবই চমৎকার একটি হাদীস বর্ণনা করব। একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সকালের খানা খাচ্ছিলাম। আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-ও আমাদের সাথে ছিলেন। তখন আবূ 'উবায়দাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চেয়েও কোন উত্তম লোক আছে কি? কেননা আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছি। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, তারা এমন এক ক্বওম, যারা তোমাদের পরে দুনিয়াতে আসবে। আমার ওপর ঈমান আনবে, অথচ আমাকে তারা দেখেনি। (আহমাদ ও দারিমী, আর রযীন আবূ 'উবায়দাহ্ হতে يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَحَدٌ خَيْرٌ হতে শেষ পর্যন্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন)[১১৩২]

ব্যাখ্যা : (وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ) আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনু জাররাহ হলেন আশারায়ে মুবাশশারাহ এর অন্যতম একজন। (أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟) আমাদের সাথে যারা মিলিত হবে অথবা আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে কিংবা পরবর্তীতে আসা লোকেরা আমাদের চাইতে উত্তম? যারা আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তাদের চাইতে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদের পরবর্তী দল তোমাদের চাইতে উত্তম হবে, কারণ তারা আমাকে না দেখে ঈমান আনয়ন করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ হবে। যদিও তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, নিজ চোখে দেখাতে ও সংগ্রামে তাদের চাইতে তোমরাই উত্তম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٦٢٩٢ - [١٠] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى تَقُومَ السَّاعَةُ» قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৬২৯২-[১০] মু'আবিয়াহ্ ইবনু কুররাহ্ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সিরিয়াবাসীগণ যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আর তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকবে না। আর আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদা ক্বিয়ামাত অবধি শত্রুদের ওপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাঁদের সাহায্য করবে না তারা তাঁদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ইবনুল মাদানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এঁরা হলেন মুহাদ্দিসীনের দল। [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ][১১৩৩]

[১১৩২] সহীহ : দারিমী ২৭৪৪, মুসনাদে আহমাদ ১৭০১৭, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১৫৫৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/১৪৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৪৫৭, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৯৯২।

[১১৩৩] সহীহ : তিরমিযী ২১৯২, ইবনু মাজাহ ৬, সহীহুল জামি' ৭০২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৪০৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৪৬০, মুসনাদে আহমাদ ১৫৬৩৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩০২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২৩০, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৫৩৯৯।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা : (إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ) অর্থাৎ, সেখানে বসে অবস্থান করাতে অথবা সে অভিমুখে যাত্রা করাতে কোন কল্যাণ নেই।

(طَائِفَةٌ) কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الطَّائِفَةُ বলতে একটি নির্দিষ্ট দলকে বুঝানো হয়েছে। নিহায়ায় বর্ণিত হয়েছে, الطَّائِفَةُ হলো মানুষের একটি দল। এটি একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খোদ এক শ্রেণি। (مَنْصُورِيْنَ) অর্থাৎ দীনের শত্রুদের ওপর বিজয়ী। (لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ) তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা না করাতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। ক্বিয়ামাত সংগঠিত হওয়া বলতে ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ক্বিয়ামাত সন্নিকটে আসা পর্যন্ত। আর তা হলো خروج الريح তথা মৃদু হাওয়া বয়ে যাওয়া।

কুস্‌ত্বলানী (রহিমাহুল্লাহ) বুখারীর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীসটি মুসলিমে বর্ণিত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه-এর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক বা পরস্পর বিরোধী। এর উত্তরে বলা যায় যে, সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নিকৃষ্ট মানুষের ওপর ক্বিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে شرار الناس থেকে উদ্দেশ্য হলো, তারা এমন মানুষ যারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করবে। অপর স্থানে থাকবে একদল যারা হক্বের পথে যুদ্ধ করবে। ত্ববারানীতে আবূ উমামাহ্-এর হাদীসে আছে, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা কোথায় থাকবে। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তারা বায়তুল মাক্বদিসে থাকবে। যাদেরকে দাজ্জাল বের হয়ে ঘিরে ফেলবে। অতঃপর 'ঈসা আলায়হিস সালাম নেমে আসবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। হতে পারে এটা হবে দাজ্জাল বের হওয়ার সময় অথবা 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর মৃত্যুর পর যার পূর্বে এক হাওয়া বয়ে যাবে। যে হাওয়াতে যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান রয়েছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। প্রত্যেকে মৃত্যুবরণ করবে। শুধুমাত্র থাকবে পৃথিবীর নিকৃষ্ট মানুষেরা। তাদের ওপর ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। এভাবেই মুসলিমমুক্ত পৃথিবী নিশ্চিত হবে। অধিকন্তু এ সম্মানিত দল থেকে তো বটেই। এভাবেই ফাতহুল বারীতে দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয়, যা গ্রহণে নির্ভরযোগ্য।

(أَصْحَابُ الْحَدِيثِ) ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেন, তারা হলো اهل العلم অর্থাৎ 'আলিম-উলামা।

'আল্লামাহ্ হাফিয (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর الفتح গ্রন্থে বলেন, হাকাম ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে সহীহ সানাদে উলূমুল হাদীসে বলেন, «إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ» অর্থাৎ এ দল যদি আহলে হাদীস না হয়, তাহলে আমার জানা নেই তারা কারা।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মূলত ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-এর দ্বারা আহলে হাদীস আদর্শের অনুসারী বা তাদের 'আক্বীদায় বিশ্বাসীদেরকে এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝাতে চেয়েছেন। ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হতে পারে এরা মু'মিনদের বিভিন্ন দল। যাদের মধ্যে বীর যোদ্ধা, ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, দুনিয়াত্যাগী সৎকাজের নির্দেশ দাতা ও মন্দ কাজের নিষেধকারী রয়েছে। আরো বিভিন্ন প্রকার কল্যাণকামী দল তাদের একত্রিত থাকা আবশ্যক নয়। বরং তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী - "জামি'উল কিতাবিত্ তিস্'আহ্" এ্যাপ, হা. ২১৯২)

(حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) ক্বিয়ামাত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ ক্বিয়ামাত নিকটে চলে আসবে। আসহাবুল হাদীস অর্থাৎ হাদীসের অনুসারীদের একটি দল ক্বিয়ামাত পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের পথে ক্বায়িম থাকবে, মানুষেরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে। কিন্তু তাদের শত্রুতায় কোনই ক্ষতি হবে না। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এ দল ক্বায়িম থাকবে এমনকি ইমাম মাহদীর সাথে মিলিত হবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০২)

Scanned by CamScanner

٦٢٩٣ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ

৬২৯৩-[১১] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সে কাজটিও ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে কাজটি তাদের দ্বারা জোরপূর্বক করানো হয়। (ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী)[১১৩৪]

ব্যাখ্যা : ইবনু মাজাহ এ হাদীসের উপর বাধ্য ও ভুলকারী ব্যক্তির ত্বলাক্ব শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি বলেন, "باب طلاق المكره والناسى" অতঃপর এ হাদীসকে উল্লেখ করেন। এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, বাধ্য ও ভুলকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন। দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও তা ক্ষমার্হ। ভুলক্রমে ত্বলাক্ব দিলে অথবা বাধ্য হয়ে ত্বলাক্ব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে ভুলক্রমে ঘটে গেলেও। যেমন, মুখে *আলহামদুলিল্লা*-হ বলার ইচ্ছা করেছে, কিন্তু বের হয়েছে "انت طالق" এক্ষেত্রেও ত্বলাক্ব হবে না। যারা ভুল-ত্রুটিকেও ত্বলাক্ব পড়ার পক্ষে মতামত দেন, তাদের সিদ্ধান্ত এ হাদীসের আলোকে সঠিক নয়। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০২)

٦٢٩٤ -[١٢] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ قَالَ: «أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

৬২৯৪-[১২] বাহ্য ইবনু হাকীম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি আল্লাহর কালাম ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...﴾ "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে..."– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১১০); এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরাই সত্তরতম উম্মাতকে পরিপূর্ণ করলে। তোমরাই সকল উম্মাতের মাঝে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ও মর্যাদাবান উম্মাত। [তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী এবং ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান][১১৩৫]

ব্যাখ্যা : (تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً) অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা সত্তর সংখ্যা পূর্ণ হবে। মহানাবী বলেন, এর দ্বারা আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সত্তর সংখ্যা থেকে উদ্দেশ্য হলো অধিক সংখ্যক। সীমিত অর্থে নয়। কারণ, الْخَيْرِ শব্দটিকে نكره مفرد তথা অনির্দিষ্ট এককের প্রতি إِضَافَةٌ (সম্বন্ধ) করা হয়েছে। যেহেতু সীমাবদ্ধ সংখ্যার দিক থেকে বাকী থাকা উম্মাত হিসেবে তারা এর পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হলো যখন পূর্ববর্তী উম্মাত কম হয়েছে তখন তোমরা হয়েছ (শ্রেষ্ঠ উম্মাত)। আর শ্রেষ্ঠত্বের কারণকে

[১১৩৪] **সহীহ** : ইবনু মাজাহ ২০৪৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৯১৫, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৯৯৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রয্যাক্ব ২০৫৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৯০৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২১৯, সুনানুদ্ দারাকুত্বনী ৩৩, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৩৫২, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১১১০, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৬৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮২৭৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৭৮৭, আস্ সুনানুস্ সুগরা ২৮৩৫।

[১১৩৫] **হাসান** : তিরমিযী ৩০০১, ইবনু মাজাহ ৪২৮৭, মুসনাদে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ ৪১১, মুসনাদে আহমাদ ২০০২৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৩৫৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৭২।

Scanned by CamScanner

তোমরাই পূর্ণ করেছ। কারণ এ থেকে উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ আগমন করা যেমন তোমাদের নাবী হলেন সর্বশেষ নাবী। তেমনিভাবে তোমরা হলে সর্বশেষ উম্মাত। আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ থেকে উদ্দেশ্য হাদীস থেকে বুঝা গেল তারা হলো নাবী ﷺ-এর সমস্ত উম্মাত। হাফিয ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ উম্মাতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তারাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ অর্থাৎ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত যাদের উত্থান ঘটেছে মানব জাতির জন্য..."– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১১০)। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ হুরায়রাহ্ রضي الله عنه-এর হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মানব জাতির নিকটে তোমরা উত্তম জাতি। তোমরা তাদেরকে দলে দলে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছ। তাই তারা ইসলামের ছায়ায় দাখিল হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবনু 'আব্বাস, মুজাহিদ, 'আতিয়্যাহ্ আল আওফী, 'ইকরিমাহ্, 'আত্বা, রবী' ইবনু আনাস رضي الله عنهم প্রমুখ সহাবীগণ এ আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো শ্রেষ্ঠ জাতি এবং মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উপকারী। কারণ, আল্লাহ বলেন, ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ "...তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল..."– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১১০)।

আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুসনাদে, নাসায়ী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সুনানে, হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাকে' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হলো, যারা রসূল ﷺ-এর সাথে মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরত করেছে। তবে সঠিক কথা হলো, সাধারণত এ আয়াত প্রত্যেক যুগের সব উম্মাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুগ হলো, যাদের মাঝে রসূল ﷺ প্রেরিত হয়েছেন। অতঃপর পরের যুগ, তার পরবর্তী যুগ। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ "আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি..."– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৩); অর্থাৎ- শ্রেষ্ঠত্ব।

মূলত এ উম্মাত তাঁদের নাবী ﷺ-এর মাধ্যমে কল্যাণের দিকে অগ্রবর্তীতা অর্জন করেছে। কারণ, তিনি আল্লাহর সেরা সৃষ্টি এবং আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত রসূল ﷺ। তাঁকে আল্লাহ মহান পূর্ণ শারী'আত দিয়ে পাঠিয়েছেন। যা পূর্বের কোন নাবী বা রসূল-কে দেননি। তাঁর পথ ও পদ্ধতির উপর 'আমাল কম সংখ্যকরা করেছে। যে স্থানে অন্যদের 'আমাল বেশি ছিল না। ইবনু কাসীর-এর আলোচনা সংক্ষেপে এ পর্যন্তই। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৩০০১, "জামি'উল কিতাবিস্ তিস্'আহ্" এ্যাপ)

আলহামদুলিল্লা-হ **মিশকা-তুল মাসা-বীহ** *সমাপ্ত হলো*

Scanned by CamScanner

تحقيق

مشكوة المصابيح

المجلد السادس

تأليف

ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله

الخطيب العمري التبريزي رحمه الله

تحقيق

علامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

حديث أكاديمي

مؤسسة التعليم والبحوث والنشر

Scanned by CamScanner